দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ পত্রিকায় বিশ শতকের আশির দশকে সাহিত্যচর্চা : তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ : ২০০৯

448598

Dhaka University Library
448598

তত্ত্বাবধায়ক
ড. সৌমিত্র শেখর
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপক
মো. আশরাফুর রহমান ভূঞা
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ০৮
সেশন : ২০০৬-২০০৭
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ড. সৌমিত্র শেখর
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন: ০১৫৫২৪১৪১৪৩

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মো. আশরাফুর রহমান ভূঞা আমার তত্ত্বাবধানে দৈনিক ইত্তেফাক ও সংবাদ পত্রিকায় বিশ শতকের আশির দশকে সাহিত্যচর্চা: তুলনামূলক বিশ্লেষণ শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি ডিগ্রি লাভের জন্য বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। আমার জানা মতে এই অভিসন্দর্ভের কোনো অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ এমনকি কোনো অংশ ইতঃপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

আমি তার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।

স্বাক্ষর :

সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা ৩

প্রথম অধ্যায় ৫
বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৫

প্রথম পরিচ্ছেদ : 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দৈনিক 'সংবাদে'র প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি

তৃতীয় অধ্যায় ২১

প্রথম পরিচ্ছেদ : 'দৈনিক ইত্তেফাক' সাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলির তালিকা প্রণয়ন ও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দৈনিক 'সংবাদ' সাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলির তালিকা প্রণয়ন ও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ

চতুর্থ অধ্যায় ২৬২

প্রথম পরিচ্ছেদ : 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলির মূল্যায়ন
১. প্রবন্ধ
২. গল্প
৩. কবিতা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দৈনিক 'সংবাদ' সাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলির মূল্যায়ন
১. প্রবন্ধ
২. গল্প
৩. কবিতা
৪. উপন্যাস

448598

পঞ্চম অধ্যায় ৩৯১
'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদে' প্রকাশিত রচনাবলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ

উপসংহার ৩৯৮

সহায়কগ্রন্থাবলি
অন্যান্য ৪০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

সংবাদপত্রকে চলমান সমাজের ধারক বলা হয়। সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিচ্ছবি এতে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক অবস্থাও একই সঙ্গে উঠে আসে সংবাদপত্রে। যদিও প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ সমস্যা, সরকারি ইশতেহার, বহির্বিশ্বের সংবাদ, বিজ্ঞান বিচিত্রা, খেলাধুলার খবর দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এ কথা মিথ্যে নয় যে চর্চিতসাহিত্য ও সংস্কৃতির তথ্যের আলোচনাও প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। সে কারণে একটি পত্রিকার রোজকার রকমারি নানা সংবাদের পাশাপাশি সপ্তাহে একবার প্রকাশিত তার 'সাহিত্যসাময়িকী'র গুরুত্ব কম নয়।

১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং সেই থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তী দুই দশক কাল পর্যন্ত বাংলাদেশে দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল হাতে গোণা কয়েকটি। এর মধ্যে 'দৈনিক আজাদ', 'দৈনিক পূর্বদেশ', 'দৈনিক পাকিস্তান', (যা পরবর্তীকালে 'দৈনিক বাংলা' নাম ধারণ করে), 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'দৈনিক সংবাদ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত প্রথম দুটি সংবাদপত্র নানা কারণে বন্ধ হয় অনেক আগেই। 'দৈনিক বাংলা'ও ১৯৯৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ ঘোষিত হয়। সেদিক থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে প্রাচীন দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও দৈনিক 'সংবাদ' এখনও সগৌরবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। সংবাদ পরিবেশনার পাশাপাশি পত্রিকা দুটো শিশুকিশোরদের জন্য পৃথক পাতা, ক্রীড়ার জন্যে বিশেষ বিভাগ, শিল্পসংস্কৃতির খবরের জন্যে ভিন্ন পৃষ্ঠার আয়োজনের মতোই সাহিত্যচর্চার ও রচিতসাহিত্য প্রকাশের উপযোগী একটি সাহিত্যসাময়িকী বের করে থাকে। লক্ষণীয় বিষয়, দুটো পত্রিকাই অন্যান্য বিভাগে যেখানে এক পৃষ্ঠার মধ্যে আয়োজন করে, সাহিত্যসাময়িকীর জন্যে তারা বরাদ্দ করে একাধিক পৃষ্ঠা। বাংলাদেশের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত অনেক লেখকের বহু রচনা এই দুটো পত্রিকার সাময়িকীতে প্রথমে প্রকাশ পায়।

'দৈনিক ইত্তেফাকে'র যাত্রা শুরু সাপ্তাহিক হিসেবে। ১৯৪৯ সালের শেষ ভাগে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। এর সাথে যুক্ত ছিলেন ইয়ার মোহাম্মদ খান, আবু জাফর শামসুদ্দীন, মোজাফফর আহমদ প্রমুখ। দৈনিক রূপে এর যাত্রা শুরু হয় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সম্পাদনায়ই ১৯৫৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর। পত্রিকাটিতে ৫০ এর দশকের শেষ দিকে সাহিত্য সম্পাদকের পদে নিয়োগযুক্ত হন শামসুল হক। শামছুল হকের মৃত্যুর পর রুকনুজ্জামান খান পত্রিকাটির সাহিত্য সম্পাদক নিযুক্ত হন। দীর্ঘ তিন দশক রুকনুজ্জামান খান পত্রিকাটির এই দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর পর এর সাহিত্য পাতা সম্পাদনা করেন আল মুজাহিদী।

দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার 'সাহিত্যসাবয়িকী' প্রথম থেকেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত এই দৈনিক সংবাদপত্রটি ষাটের দশক থেকে প্রগতিশীল আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে পরিগণিত হয়। শহীদুল্লা কায়সার, জহুর হুসেন চৌধুরী, সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্তর মত প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই সংবাদপত্রে একটি প্রগতিশীল সাহিত্যরুচিবোধসম্পন্ন সাহিত্যসাময়িকীর প্রকাশ ঘটে। সমাজ পরিবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ শিল্পীসাহিত্যিকগণ এই সাহিত্যসাময়িকীতে তাদের বিচিত্র ভাবনা কখনো প্রবন্ধে কখনো বা মৌলিক রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যিক রচনাবলি বাংলাদেশের মহান মুক্তিসংগ্রামে অনুকূল ও উদ্দীপক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের পরিবর্তনমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলির দ্বারা সাহিত্যিক ও শিল্পি সমাজ যেহেতু প্রভাবিত ছিলেন, সেহেতু দুইটি পত্রিকার সাহিত্যসামিয়িকীতে প্রকাশিত লেখাগুলিতেও এর প্রভাব পড়ে অনিবার্যভাবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা দ্রুত পাল্টাতে থাকে। '৮০র দশকে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে, যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ব্যাপকভাবে লক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান-হত্যাকাণ্ড, ১৯৮২ সালে সেনাশাসক এরশাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ ও সামরিক শাসন জারি, পরবর্তীকালে এরশাদের দীর্ঘ প্রায় এক দশক অগণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রশাসন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের মত সাহিত্যিক অঙ্গনেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ সময় দেশের সিংহভাগ সাহিত্যশিল্পীগণ এরশাদের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন যদিও কতিপয় প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক এ সময় এরশাদের অনুগ্রহ ভাজন হয়ে উঠেন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। এ কারণে দেশে দৃশ্যত দুই ধারায় সাহিত্যচর্চা হয়ে থাকে। 'জাতীয় কবিতা পরিষদ' নামে একটি সংগঠন স্বৈরশাসন বিরোধী কবিদের নিয়ে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাহিত্যিক প্রতিবাদ জানায়। অন্যদিকে এরশাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত

হয় 'এশীয় কবিতা উৎসব'। এই উৎসবে দেশের হাতেগোণা কয়েকজন কবি অংশগ্রহণ করেন। দেশের এই অবস্থার প্রতিবিম্ব পাওয়া যায় এ সময়ের সাহিত্যসাময়িকীগুলোতে। তখন দেশে উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নি বিধায় দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীর উপরই সাহিত্যশিল্পীগণ লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশি নির্ভরশীল হয়েছেন। মূলত '৮০র দশকে উভয় পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের একটি উত্তাল দশকের প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চা, সাহিত্যশিল্পীদের অগ্রবর্তী চিন্তা এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের দিকদর্শন। পাশাপাশি বৈশ্বিক পরিস্থিতি অবলীলায় উঠে আসে সাময়িকীর অনুবাদমূলক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধে। '৮০ র দশকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, স্নায়ু যুদ্ধের অবসান, দুই জার্মানীর পুনরেকত্রীকরণ প্রচেষ্টা, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সহকারে নানা ঘটনাবহুলতা দেখা দেয়। এই উত্তালতার সাহিত্যিক রূপ পাওয়া যায় পত্রিকা দুটির সাহিত্যসাময়িকীতে। এই অভিসন্দর্ভে আলোচিত লেখাগুলো গভীরভাবে পাঠ করলে বিশ্বের রাজনীতির প্রভাব যেমন অনুধাবন করা যায় তেমনি আমাদের সাহিত্যের নতুন বাঁক ফেরার ইঙ্গিতও মেলে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস

ভৌগোলিক অবস্থান, জনসমষ্টি, সার্বভৌমত্ব এবং সরকার এই চারটি একটি রাষ্ট্রগঠনের মূল উপাদান। রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সরকারের মঠধ্যমে। সরকার গঠিত হয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে। এই সহজ সরল সমীরকরণ আজ থেকে দুই শত বছর পূর্বেও সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একটি বংশ বা পরিবার বছরের পর বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। সাধারণ মানুষের মতামত থেকেছে উপেক্ষিত অনেক সময় অপ্রয়োজনীয়। যুগচেতনা-ই মানুষকে সচেতন করেছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার উৎস জনগণ। জনগণকে এই স্তরে উন্নীত করার পেছেনে যে শক্তি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে তা হল সংবাদপত্র। সভ্যতার বিভিন্ন স্তর উন্নয়নে সংবাদপত্র কতটুকু ভূমিকা রেখেছে এবং এই সংবাদপত্রের উদ্ভব, উন্নয়ন ও বিকাশ স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। এমনকি ভারত উপমহাদেশে সংবাদপত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশও আলাদাভাবে আলোচনা করার দাবি রাখে। বাংলাদেশের সপবাদপত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই এই দেশের সংবাদপত্রের বয়স বাস্তবিক অর্থে একশত বছরও নয়। একটি বিষয় এখানে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন তা হল বাংলাদেশের সংবাদপত্রের আর্বিভাবের প্রেক্ষাপট। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝিতে যখন বৃটিশরা ক্ষমতা দখল এবং তাদের শাসন ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে তখন এই দেশের জনগণের মতামত মুখ্য বিষয় ছিল না। কিন্তু উনিশ শতক থেকে এই দেশের মানুষ যখন তাদের পরাধীনতার বিষয়টি বুঝতে পারল তখন থেকে তাদের মাঝে একটি চেতনর উন্মেষ ঘটল। এর পূর্বে রাজার পরিবর্তনে প্রজার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন যোগাযোগই ছিল না। পাশ্চাত্য ধ্যান ধারনা এই দেশে আমদানি হওয়ার পর এখানে বেশ কিছু বুদ্ধিদীপ্ত, দূরদর্শী ব্যক্তিত্বের আর্বিভাব ঘটে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, কর্মনিষ্ঠায় এই দেশে একটা নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। নতুন এই শ্রেণীটিকে ধনবাদী, বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী নামে অভিহিত করে কেউ কেউ এর মধ্যে নেতিবাচক উপসর্গ খোঁজার চেষ্ট করেন। কিন্তু আজ এই সত্যই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত যে নব্য এই শ্রেণীটিই বাংলাদেশের আধুনিকায়নে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে (যদিও বাংলাদেশ নামক বর্তমান রাষ্ট্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন হয়েছে বহুবার বহুরকমে। এই আলোচনায় যেই বাংলাদেশের নাম উল্লেখ করা হল তা বস্তুত বিভাগ-উত্তর বাংলাদেশ)। এবং এদের মত ও আদর্শ প্রচার ও প্রসারের জন্যে যে মাধ্যমটি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল তা হল সংবাদপত্র। উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাঙালিরা সংবাদপত্র প্রকাশের লক্ষ্যে কাজ করে এবং সফলতা লাভ করে। স্মরণযোগ্য বাংলাদেশের সংবাদপত্রের শুরু সাময়িক পত্রের মাধ্যমে। দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ মূলত বিশ শতকের গোড়া থেকে এবং এই শতকেরই তিরিশের দশকে এর প্রসার ঘটে।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস মূলত দুই পর্বে বিভক্ত। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব এবং মুক্তিযুদ্ধ উত্তর। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব বাংলাদেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে এই দেশের মানুষকে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে অব্যাহতভাবে। এ পর্যায়ে জনগণকে সচেতন করা ও জনমত সৃষ্টি করার কাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকে অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়েছে সংবাদপত্রের উপর। এ পর্বে সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না- ছিল কণ্টকাকীর্ণ, দুরূহ এমনকি দুঃসাধ্য। ১৯৪৭ সালে বাংলাকে ভেঙে দ্বিখণ্ডিত করা হল। পূর্ববাংলাকে যুক্ত করা হল পাকিস্তানের সঙ্গে আর পশ্চিমবাংলা রয়ে গেল ভারতের সাথে। হাজার বছরের ঐতিহ্য লালিত বাংলার এই বিভক্তি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দুই বাংলার মানুষের মধ্যে একটা চিরন্তন বিভেদ তৈরি করল। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন রাজন্যের দ্বারা শাসিত হলেও মুসলিম শাসকদের আগমনের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে ছিল অখণ্ডিত। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ অক্ষুণ্ন থাকে নি আপামর বাঙালির ঐক্যচেতনার গণবিস্ফোরণে। মোঘল আমল থেকে ইংরেজ বিদায়ের পূর্বপর্যন্ত বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি ছিল এক ও অভিন্নসত্তা। এ দীর্ঘ সময়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক রাজনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। বুদ্ধিবৃত্তিক যে কোন অনুষ্ঠান, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা পেত কলকাতায় অথবা কলকাতার আশে পাশের জেলায়। উল্লিখিত সময়ে ঢাকা ছিল নিতান্তই মফস্বল শহর। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালে ঢাকা হয়ে উঠলো প্রাদেশিক রাজধানী। গুরুত্ব বেড়ে গেল শত সহস্রগুণ। পরিতাপের বিষয় উন্নততর শিল্প-সংস্কৃতিরচর্চা বা এর বাহন তখনও ঢাকায় গড়ে ওঠে নি । এ প্রসঙ্গে একজন সাংবাদিক উল্লেখ করেছেন

> উনিশশত একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামে যে রাষ্ট্রের অভ্যু য় ঘটে বিভাগ পূর্বকালে সে অঞ্চলটি আর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে ছিল অনগ্রসর। সে সময়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালির সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি এবং অবশ্যই রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ছিল কলিকাতা। পূর্ববঙ্গ তখনও কলিকাতা'র hhnterland হিসেবে পরিচিত। স্বাভাবিকভাবে অবিভক্ত বাংলার প্রধান প্রধান পত্রিকাও কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। গুাজনৈতিকভাবে প্রভাবসৃষ্টিকারী কোনও পত্রিকাই সে সময় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো না।[১]

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র ও গণতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক। রাষ্ট্রপরিচালনায় গণতান্ত্রিক সরকার তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের জনগণকে যেমন অবহিত করে তেমনি আমজ"তাও তাদের অভিমত, অভিযোগ, পরামর্শ-সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করে। বলা যায় সংবাদপত্র সরকার এবং জনতার সেতুবন্ধন। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এদেশে সংবাদপত্রের উদ্ভব ঘটে। ১৮১৮ সালে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা 'দিগদর্শন'। এর উদ্দেশ্য ছিল শিশু কিশোরদের ইতিহাস আর বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেয়া

> বাংলা শিশুসাহিত্যের এক বড়ো গৌরবের বিষয় এর প্রথম পত্রিকা বাংলা ভাষারও প্রথম পত্রিকা। যদিচ এর সম্পাদনা পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন বিদেশীরা। এ পত্রিকা প্রকাশিত হত শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে, জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায়। ষোড়শ সংখ্যা অবধি তিনটি সংস্করণে, বাংলায়, ইংরেজিতে এবং ইংরেজী বাংলার তারপর দশটি সংখ্যা থেকে কেবল বাংলায়। ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত এই পত্রিক খানারই নাম ছিলো দিগদর্শন'। এর লক্ষ্য ছিলো আসলে শিশু এবং কিশোরদের ইতিহাস আর বিবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া।[২]

তবু বলা যায় বাংলা সংবাদপত্রেও সূচনা এ থেকেই। 'দিগদর্শনে'র পর ঊনবিংশ শতাব্দিতে 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮,জ.সি.মার্শম্যান, 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১, রাজা রামমোহন রায়), 'বঙ্গদূত' (১৮২৯, নীলমণি হালদার) 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩, অক্ষয়কুমার দত্ত), 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র), 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার), 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), 'গ্রামবার্তা' (১৮৬৩, কাঙাল হরিনাথ) 'ভারতী' (১৮৭৭, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'সাধনা' (১৮৯১, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'সুধাকর' (১৮৮৯, শেখ আবদুর রহিম), 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯১, মো. রেয়াজ উদ্দিন), 'মিহির ও সুধাকর' (১৮৯৫, শেখ আবদুর রহিম), 'কোহিনুর' (১৮৯৮, এস.কে.এম মহম্মদ রওশন আলী) প্রভৃতি সাময়িক পত্র এ দেশের সংবাদপত্রের ভিতকে মজবুত করে।

বিংশ শতাব্দির গোড়া থেকে এদেশে ভিন্ন হাওয়া বইতে শুরু করে। সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার পর দীর্ঘদিন এ দেশের জনতা বিচ্ছিন্ন কিছু আন্দোলন করলেও সামগ্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি। এসব কারণে সৃষ্ট মনোবেদনা এদেশের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করেছে, উদ্বেলিত করেছে করেছে উৎসাহিতও ।

বাংলাকে ভাগ করা নিয়ে এ সময় শুরু হয় বাঙালিদের আন্দোলন সংগ্রামের নতুন অধ্যায় । বেনিয়া ইংরেজ সরকারের ভাগ করো এবং শাসন করো নীতি সফল হয় নি দুর্বার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে 'বঙ্গভঙ্গ' ও এর রদ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঙালি মানসচেতনায় নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি করে। খিলাফত আন্দোলন অসহযোগ আন্দেলন ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাধীনতা আদায়ের সংগ্রামকে বেগবান, চলমান ও জোরদার করার লক্ষ্যে সংবাদপত্রের গুরুত্ব বেড়ে যায় বহুগুণে। এ সময় 'নবযুগ', 'স্বরাজ', 'ধূমকেতু', 'শিখা' প্রভৃতি পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিংশ শতাব্দির ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টিকারী বেশ কিছু ঘটনা ঘটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, প্রাদেশিক নির্বাচন, লাহোর প্রস্তাব, ক্রিপস্ মিশন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনা যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করে, তেমনি বাঙালি জাতিকেও হিন্দু মুসলমান পর্বে ভাগ করে। উদ্ভব ঘটে দ্বিজাতিতত্ত্বের। ভৌগোলিক অখণ্ডতার চেয়ে ধর্মীয় সংস্কৃতির লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালে বাংলাকে ভাগ করে পাকিস্তান ও ভারতের সাথে যুক্ত করা হয়। এ বিভক্তি প্রভাব ফেলে শিল্প সংস্কৃতির মত সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও।

সংবাদপত্র একটি রাষ্ট্রের দর্পণ স্বরূপ। সমাজের, রাষ্ট্রের বিশ্বের সমকালীন সকল ঘটনার ছাপচিত্র লিপিবদ্ধ থাকে সংবাদপত্রে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এই চব্বিশ বছর বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানি অনুশাসনে আবদ্ধ। এ সময়কার রাজনৈতিক প্রভাব সংবাদপত্রগুলোকে সরাসরি করেছে প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত। স্বাধীন বাংলার আপামর জনসাধারণ পাকিস্তানি শাসনকে মেনে নেয় অসীম স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর অর্থনৈতিক মুক্তির অন্বেষায়। নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংবাদপত্রের প্রকাশনায় আসে জোয়ার। প্রকাশিত হয় একের পর এক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাষিক, ষান্মাসিক ইত্যাদি পত্রিকা। গবেষক শামসুল হকের (বাংলার সাময়িকপত্র ১৯৭২-১৯৮১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা) এক সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ'র মত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ২৭টি দৈনিক, ১২৮টি সাপ্তাহিক, ৫৭টি পাক্ষিক, ২০১টি মাসিক, ১৭টি মহিলা বিষয়ক, ৩৩টি শিশু কিশোর বিষয়ক এবং ২৭ টি ত্রৈমাসিক। পত্রিকার এ সংখ্যাধিক্য প্রমাণ করে উল্লিখিত সময়ে সংবাদপত্র প্রকাশনার ব্যাপারে কী জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। এসব পত্রিকার অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক চেতনার তল্পিবাহক। ফলে পেশাদারিত্বের পরিবর্তে সাময়িক চটকদার খবর পরিবেশন রাজনৈতিক দল বা চেতনার ধারক ও বাহক হওয়ায় অধিকাংশ পত্রিকার আয়ু ছিল স্বল্প ক্ষণস্থায়ী। ১৯৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্র নিস্তরঙ্গ ছিল না, ছিল উত্তাল ঊর্মির দুর্মর গর্জনে নিনাদিত। '৫২র ভাষা আন্দোলন দিয়ে এর শুরু, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান দিয়ে এর চূড়ান্ত রূপ এবং '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এর শেষ। এর মাঝখানে '৫৪র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

লীগের পতন, '৫৮র সামরিক শাসন জারি, '৬২র শিক্ষাকমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬র ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, সর্বোপরি '৬৯র গণঅভ্যুত্থান এগুলো ছিল এক সুতোয় গাঁথা। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এসব ঘটনা কাজ করেছে অনুঘটক রূপে। বিশ্ব মানচিত্রে বাঙালি জাতিসত্তার স্বরূপ উন্মোচনে ঐসব ঘটনার রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান।

১৯৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা অত্যধিক নয়। দৈনিক পত্রিকার এ দীনতার কারণ ঔপনিবেশিক কায়দায় পরিচালিত পাকিস্তানি রাষ্ট্রে পরিচালকদের অশুভ কূটকৌশল। স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ভাবধারাকে লালন করে পত্রিকা প্রকাশ এ সময় ছিল দুরূহ। প্রগতিশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদী লেখকগোষ্ঠী এ সময় বিভিন্ন সাময়িকী প্রকাশ করে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং কৃষ্টি কালচারের মূলধারাকে অব্যাহত রাখার প্রয়াস চালান। ফলে এ সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। এ পর্যায়ের সাময়িকপত্র আদর্শ ও নীতিগতভাবে সুস্পষ্ট দুইটি শিবিরে বিভক্ত ছিল। একটি ধারা কাজ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে, বাংলা ভাষা ও কৃষ্টি কালচারকে সমুন্নত রাখতে। আরেকটি ধারা কাজ করে ইসলামী ভাবধারায় বাঙালি জাতিসত্তাকে আত্তীকরণ করতে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা ও বাঙলা ভাষার অবদমন করতে। প্রথম ধারার উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলো হল 'কৃষ্টি' (১৯৪৭), 'সীমান্ত' (১৯৪৭), 'সংকেত' (১৯৪৮), 'অগত্যা' (১৯৪৯), 'মুকতি' (১৯৫০), 'যাত্রিক' (১৯৫৩), 'উত্তরণ' (১৯৫৮), 'নাগরিক' (১৯৬৪), 'পলিমাটি' (১৯৬৪) ইত্যাদি। 'কৃষ্টি' প্রকাশিত হয় নারায়ণগঞ্জ থেকে । মাসিক এ সাময়িকটির সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন সুধাংশু রায়, প্রভাত সরকার, সাধন চ্যাটার্জী, ফুলদা রায়, জীবন গোস্বামী প্রমুখ। বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারাকে প্রতিষ্ঠা করতে এদের প্রচেষ্টা ছিল নিরন্তর। দুর্ভাগ্য, সাময়িকীটি স্থায়িত্ব লাভ করে নি। 'সীমান্ত' 'কৃষ্টি'র সমসাময়িক। মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সুচরিত চৌধুরীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে সাময়িকীটি প্রকাশিত হত। এতে দাঙ্গা বিরোধী অসম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সুচারুভাবে। সিরাজুর রহমান সম্পাদিত 'সংকেত' নামক সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে ১৯৪৮ সালে। সিরাজুর রহমান একে পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রগতিশীল পত্রিকা হিসেবে উল্লেখ করে সম্পাদকীয়তে ঘোষণা করেন

> যাত্রা পথে তলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে বিগত দেড় বছরের খতিয়ান-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন বোধের সূচনা হলো-দেশ ভাগের ফলে বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশই পড়লেন পূর্ব বাঙলার আওতায়। তাদের জীবন ও মনকে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো।[৫]

কিন্তু তাদের এ প্রত্যয় অটুট থাকে নি। অত্যল্পকালেই এর সমাপ্তি ঘটে। কিছু উদ্যমী, প্রগতিশীল তরুণ সহযোগীদের নিয়ে ১৯৪৯ সালে ফজলে লোহানী প্রকাশ করেন 'অগত্যা' নামক সাময়িক পত্রিকাটি। এর তেজোদীপ্ত, উদ্দীপক লেখা পাঠক সমাজকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়। লাভ করে জনপ্রিয়তা । প্রায় চার বছর পত্রিকাটি সগৌরবে প্রকাশিত হয়। খ্যাতিমান কবি আব্দুল গনি হাজারী ও জামাল জাহেদীর সম্পাদনায় 'মুকতি' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। নানা কারণে এর প্রকাশনা অব্যাহত থাকে নি। মাত্র তিন-চারটি সংখ্যার পরই এর সমাপন ঘটে। মফিজ-উল-হকের সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক 'পরিচিতি' প্রকাশিত হয় চট্টগ্রাম থেকে। ৩ বছরের বেশি বাঁচে নি এটিও। শহীদ ডাক্তার আব্দুল আলীম চৌধুরী ও আহমদ কবীর সম্পাদনা করেন 'যাত্রিক' সাময়িকীটি। এরও আয়ু ছিল অল্প। প্রকাশনায় বৈচিত্র নিয়ে আসেন এনামুল হক তার 'উত্তরণ' সাময়িকীতে। বিচিত্র রঙের ব্যাবহারে পত্রিকাটি হয়ে উঠে আকর্ষণীয়, ঈর্ষণীয়। সামরিক শাসনের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলাভাষার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বররূপে 'উত্তরণ' লাভ করে ভিন্ন মাত্রিকতা। এটিও এগুতে পারে নি বেশি দূর। প্রগতিশীল ও মানবতাবাদী চেতনার সমন্বয়ক এ সময়কার সবচেয়ে সফল, জনপ্রিয় ও দীর্ঘস্থায়ী সাময়িকী ছিল যথাক্রমে 'সওগাত' ও 'সমকাল'। মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন দেশভাগ হওয়ার পর ১৯৫২ সালে ('সওগাত' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৮) 'সওগাত' ঢাকা থেকে প্রকাশ শুরু করেন। দেশের প্রথিতযশা কবি সাহিত্যিক 'সওগাত' পত্রিকায় লিখতেন স্বতঃস্ফূর্তচিত্তে। সিকানদার আবু জাফর 'সমকাল' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯৫৭ সালে। প্রায় দুই দশক এ সাময়িকীটি বাংলার প্রগতিশীল লেখক কবি তৈরিতে অনন্য ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া 'ইমরোজ' (১৯৫০), 'সাহিত্য' (১৯৬০), 'পূর্ব মেঘ' (১৯৬০), 'পূবালী' (১৯৬০), 'স্বদেশ' (১৯৬৩), 'কণ্ঠস্বর' (১৯৬৫), 'মেঘনা' (১৯৬৭) প্রভৃতি সাময়িকী প্রথমোক্ত ধারাকে লালন করেছে, বিকশিত করেছে।

অপরদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পাকিস্তানি ভাবধারাকে পরিপুষ্ট করতে যে সব সাময়িকী প্রকাশিত হয় এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'নওরোজ' 'জাগরী' 'দিগন্ত', 'অতএব', 'অভিযান' ইত্যাদি। নওরোজ প্রকাশিত হয় দিনাজপুর থেকে, ১৯৪২ সালে এর প্রতিষ্ঠা। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ছিল এর স্থায়িত্ব। নারায়ণগঞ্জ থেকে 'জাগরী' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। 'অতএব' এবং 'অভিযান'প্রকাশিত হয় যথাক্রমে বগুড়া ও নাটোর থেকে ১৯৬০ সালে ও ১৯৫৪ সালে। বলাবহুল্য পাঠকপ্রিয়তার অভাবে এ সাময়িকীগুলো শুধু সরকারি অফিস আদালত আর নিজস্ব বলয়ের লোকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। এ ধারার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাময়িকীগুলো হল 'নকনূর' (১৯৪৮), 'কাফেলা' (১৯৪৭), 'খাদেম' (১৯৪৭), 'যুগের দাবি' (১০৫৫), 'ফরিয়াদ' (১৯৪৭), 'নওরোজ', 'জনমত' (১৯৪৯) ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ থেকে '৭১ পর্যন্ত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল হাতে গোনা কয়েকটি।

> বিভাগপূর্ব কালে পূর্ববঙ্গ থেকে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতো না। স্বাধীনতা দৈনিক পত্রিকার ধারাকেও মুক্তি দিলো। এ মুক্তির স্বাদ দক্ষতার সাথে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় প্রকাশক সম্পাদক পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে। তাই দেখা যায় মাত্র চার-পাঁচটি দৈনিক পত্রিকা পাঠক প্রিয়তা লাভ করে। বাকিগুলো দলবাজ, স্টান্টবাজি, মতলববাজির হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে অকাল মৃত্যু বরণ করে[৪]।

যে কয়েকটি পত্রিকা পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বাধীনতা-উত্তরকালেও অব্যাহত জনপ্রিয়তা লাভ করে সেগুলো হল- 'দৈনিক আজাদ' 'বাংলাদেশ অবজারভার', দৈনিক 'সংবাদ', 'দৈনিক ইত্তেফাক' 'দৈনিক পাকিস্তান' ইত্যাদি।

'দৈনিক আজাদ' বাংলা ও আসামের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে । প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মওলানা আকরম খাঁ। গোড়া থেকেই পত্রিকাটি ছিল পাকিস্তানপন্থী। দেশবিভাগের ১৪ মাস পর ১৯৪৮ সালের ১৯শে অক্টোবর এটি পুনরায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদক হন আবুল কালাম শামসুদ্দীন এছাড়া এর সাথে যুক্ত হন মুজিবুর রহমান খাঁ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, খায়রুল কবির প্রমুখ। পাকিস্তানের নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় 'দৈনিক আজাদ' প্রচেষ্টা চালিয়েছে নিরন্তর। '৫২র ভাষা আন্দোলনে পালন করেছে বলিষ্ঠ ভূমিকা। সামরিক শাসনের অবসান এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছে সাহসী সম্পাদকীয়। মালিকানার দ্বন্দ্ব, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ইত্যাকার নানাবিধ কারণে প্রায় ছয় দশক পর পত্রিকাটির নীরব পরিসমাপ্তি ঘটে '৯০র দশকের মাঝামাঝিতে। 'বাংলাদেশ অবজারভার' প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালের ৩রা মার্চ 'পাকিস্তান অবজারভার' নামে। তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা ও প্রাদেশিক মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম সম্পাদক আইনজীবী মোহাম্মদ শেহাব উদ্দিন। শেহাব উদ্দিন পুরোপুরি আইন পেশায় নিবিষ্ট হলে এর সম্পাদক হন আব্দুস সালাম। পরে এর সাথে যুক্ত হন জহুর হোসেন চৌধুরী, আব্দুল হাই, এ. বি. এম. মুসা, সৈয়দ নূরুদ্দিন, মোহাম্মদ ইদ্রিস প্রমুখ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না এর পথ। স্বাধীন সম্পাদকীয় প্রকাশের দায়ে সরকার নিরাপত্তা আইনে এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয় '৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। '৫৪ সালে সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে আবারো কোপের মুখে পড়ে এর প্রকাশনা। সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয় বিনা নোটিশে। '৬৯র গণঅভ্যুত্থানে পত্রিকাটি রাখে জোরালো ভূমিকা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে এর ভূমিকা ছিল নেক্কারজনক। '৭১ উত্তরকালে পত্রিকাটি সরকারি মালিকানায় নিয়ে নেয়া হয় । '৮৪ সালে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয় ব্যক্তি মালিকানায়। হাজী গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ও নাসিরুদ্দিন আহমেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৫১ সালের ১৭ই মে প্রতিষ্ঠিত হয় দৈনিক 'সংবাদ'। সম্পাদক নিযুক্ত হন খায়রুল কবীর। আর্থিক অনটনের কারণে পত্রিকাটির মালিকানা রদবদল হয় কয়েকবার । হাজী সাহেবের অর্থনৈতিক দীনতার কারণে পত্রিকাটি বিক্রি করে দেন মুসলিম লীগের কাছে। '৫৪র নির্বাচনে মুসলিম লীগের পতন ঘটলে আবারও অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে 'সংবাদ'। এ পর্যায়ে ত্রাতা হিসেবে আসেন আহমেদুল কবীর। তাঁর প্রজ্ঞা আর মেধায় 'সংবাদ' প্রতিষ্ঠিত হয় প্রগতিশীল ধ্যানধারণার অন্যতম সূতিকাগাররূপে। পত্রিকাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে দ্রুত। আজও এর প্রকাশনা অব্যাহত আছে ভিন্ন মাত্রার, ভিন্ন মেজাজের পত্রিকা হিসেবে। 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র যাত্রা শুরু সাপ্তাহিক হিসেবে। ১৯৪৯ সালের শেষ ভাগে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর তত্ত্বাবধানে। ক্রমে এর সাথে যুক্ত হন ইয়ার মোহাম্মদ খান, আবু জাফর শামসুদ্দীন, মোজাফফর আহমদ প্রমুখ। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এর সম্পাদক হন ১৯৫১ সালের ১৪ই আগস্ট। দৈনিক রূপ এর যাত্রা শুরু হয় তাঁরই সম্পাদনায় ১৯৫৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর। মুসলিম লীগ বিরোধী প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের সময় 'ইত্তেফাক' পালন করে মুখ্য ভূমিকা। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে কাজ করে 'ইত্তেফাক'। ফলে দুই দুই বার বন্ধ করে দেয়া হয় এর প্রকাশনা। কারাবরণ করতে হয় সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে। মুক্তিযুদ্ধকালে যে 'ইত্তেফাক' পাঠক হাতে পায় এটা মূলত ছিল পাক সরকারের ইশতেহার। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তরকালে আজও সগৌরবে প্রকাশিত হচ্ছে 'দৈনিক ইত্তেফাক'। 'দৈনিক বাংলা' 'দৈনিক পাকিস্তান' নামে পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্টের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমন্বয় সাধন ছিল 'দৈনিক পাকিস্তানে'র প্রধান লক্ষ্য। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করে পত্রিকাটি। কিন্তু জনরোষ ততদিনে জেগে উঠেছে। পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্র কূটকৌশল সব ব্যর্থ হয়। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় পত্রিকাটি জনতার অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। '৭১র উত্তর কালে 'দৈনিক পাকিস্তান' 'দৈনিক বাংলা' নাম ধারণ করে সরকারি মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং (১৯৯৭) নব্বই দশকের শেষের দিকে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। উল্লিখিত পত্রিকা ছাড়াও এ সময় প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ মোদাব্বের সম্পাদিত 'দৈনিক মিল্লাত' (১৯৫২), কাজী মোহাম্মদ ইদরিস সম্পাদিত 'ইত্তেহাদ' (১৯৫৪)। প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও পত্রিকা দুটি স্থায়িত্ব লাভ করে নি। 'আওয়াজ', 'জনমত', 'গণবাণী' 'পূর্বদেশ', 'জনতা', 'গণদাবি', ইত্যাদিও এ সময়কার উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। দৈনিক সংগ্রাম' ও দৈনিক বাংলার বাণী প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। 'সংগ্রাম' ছিল পাকিস্তান শাসকবর্গের

Dhaka University Institutional Repository

স্বার্থরক্ষায় নিমগ্ন। জামায়াতে ইসলামীর মুখপাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় 'সংগ্রাম'। মুক্তিযুদ্ধে এর ভূমিকা ছিল পাকবাহিনীর দোসরের। পাকবাহিনীকে সর্বোতভাবে সহায়তা করে যুদ্ধ-উত্তরকালে পত্রিকাটি জনরোষোর মুখে পড়ে। সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। '৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশে এটি আবার প্রকাশিত হয় এবং এখনও অব্যাহত আছে। 'বাংলার বাণী' প্রথম সম্পাদনা করেন হাবীবুর রহমান। অত্যাল্পকালেই এটি হয়ে উঠে আওয়ামী লীগের মুখপাত্র। হাবীবুর রহমানের পর এর সম্পাদক হন যুব লীগ নেতা ফজলুল হক মণি। মুক্তিযুদ্ধের পর '৭২সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে এটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। '৪৭ সাল দেশ বিভাগকালে মানুষের যে গগণচুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল তা বাস্তবায়িত হয় নি। দুর্বার আন্দোলন সংগ্রাম করে, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে,বহু ত্যাগ তিতিক্ষা আর সম্ভ্রমহানীর মাধ্যমে বাঙালি লাভ করে পূর্ণস্বাধীনতা ১৯৭১ সালে। দেশ বিভাগের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এ সময় থেকে শুরু হয় নয়া অধ্যায়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেখা দেয় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। অখণ্ড জাতীয় চেতনা বিরাজ করে সর্বত্র। দীর্ঘকাল বঞ্চনা প্রবঞ্চনা নিপীড়নে পিষ্ট মুক্তিপাগল মানুষ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে আসে অকুতোভয় প্রাণে-তেজোদীপ্ত উদ্দমে আর অসীম সম্ভাবনা নিয়ে। সমাজকে, দেশকে প্রণোদনা দিতে, জাতির অগ্রগতি সমুন্নত রাখতে, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সর্বোপরি প্রাগ্রসর জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে এ সময় সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে জোয়ার আসে। জাতিকে নতুনভাবে নয়া প্রত্যয়ে গড়ে তুলতে চলে লেখনী সংগ্রাম। কালের হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বয়স প্রায় তিনযুগ। এ সময়কার সংবাদপত্রকে ভাগ করা যায় চারটি ভাগে । ১৯৭২ থেকে '৭৫এর আগস্ট পর্যন্ত প্রথম, '৭৫ থেকে ৮২'র মার্চ পর্যন্ত দ্বিতীয়, '৮২ থেকে ৯০ পর্যন্ত তৃতীয় এবং '৯০ থেকে অদ্যাবধি চতুর্থভাগ।

১৯৭২ থেকে '৭৫ এর আগস্ট- এ সাড়ে চার বছর নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন স্বার্বভৌম দেশে বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে সরকার ও কতিপয় সংবাদ কর্মীদের মধ্যে বিরোধ বেঁধে যায় গোড়া থেকে এ সময় 'দৈনিক বাংলা', 'অবজারভার', 'বাংলার বাণী', 'মর্নিং নিউজ', প্রভৃতি সরকার সমর্থক হয়ে ওঠে। অপরদিকে 'গণকণ্ঠ', 'নয়াযুগ', 'হক কথা', 'বঙ্গবার্তা', 'হলিডে' ইত্যাদি পত্রিকা সুস্পষ্টভাবে সরকারের বিরোধিতা করতে থাকে।

সরকারের প্রত্যয় ছিল নতুন পরিস্থিতি–নতুন দেশ-বিধ্বস্ত দেশ এ বোধ সংবাদপত্র কর্মীগণ উপলব্ধি করবেন জাতীয়স্বার্থ সংরক্ষণের মহান লক্ষ্যে। দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসনে অভ্যস্ত দেশের সরকার কাঠামো বিনির্মাণে সংবাদপত্র দেখাবে সংযম, উদারতা, রাখবে সহায়ক ভূমিকা। অপরদিকে সরকারের নানা সিদ্ধান্ত দেশহিতৈষণার পরিপন্থী পরিগণিত করে অখণ্ড জাতীয় চেতনায় দলীয় স্বার্থ পরিত্যাগ করে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলে জাতি গঠনে সরকার যথাযথ ভূমিকা রাখবে- এ প্রত্যয় ছিল সংবাদপত্রের। মতের এ দ্বিবিধ সমাবর্তনে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় সরকার ও সংবাদপত্রের মধ্যে। অবশ্য সকল সংবাদপত্র এ ধারণার আওতাভুক্ত ছিল না। এখানে একটি বিষয় স্মরণযোগ্য-'৭১ এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে দেশটি স্বাধীন হয়েছে এর রয়েছে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা। কিন্তু দেশ পরিচালনার সামগ্রিক অভিজ্ঞতা ছিল না। বিভাগপূর্বকালে যে প্রশাসনযন্ত্র ছিল তা-ই স্বাধীনতা উত্তরকালে অব্যাহত থাকে। কার্যত ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে-সরকারের যে গঠনরূপ, গতি প্রকৃতি থাকা দরকার ছিল তা অনুপস্থিত ছিল, এ সময়। ফলে রাজনৈতিক সরকারের অনেক সদিচ্ছাও ঔপনিবেশিক প্রশাসনযন্ত্রের কাঠামোয় বাস্তবায়িত হয় নি বা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নি। এ ব্যর্থতা পুরোপুরি বহন করতে হয় সরকারকে। সরকার এ ব্যর্থতার দায় স্বীকার করতে না চাওয়ায় বিরোধ বাধে জনগণের সাথে তথা সংবাদপত্রের সাথে। এ সময় প্রয়োজন ছিল দূরদর্শী সরকার ব্যবস্থাপনার। দেশের মৌল সমস্যা ও এর স্বরূপ দেশবাসিকে অবহিত করে সকলের সহযোগিতা কামনা করে একটি জাতীয় সরকার গঠন করে জাতি গঠন এবং এই জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হত। এর কোনটিই অনুসরিত হয় নি, চর্চিত হয় নি। স্বাধীনতা লাভের পরের বছরই পাকিস্তানি আমলে প্রণীত (১৯৬০ সালে) প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স জারি করে সংবাদপত্রের উপর প্রথম অপঘাত করে সরকার। এ ধারা অব্যাহত থাকে '৭৫এর ১৬ জুন পর্যন্ত।

প্রথম ভাগে প্রকাশিত পত্র পত্রিকার সংখ্যা ছিল অবাক করার মতো। গবেষক শামসুল হকের (বাংলার সাময়িকপত্র ১৯৭২-১৯৮১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা) ১৯৭২ সালেই প্রকাশিত পত্র পত্রিকার সংখ্যা ২৭৮১। এ সময় দৈনিক পত্রিকা অপেক্ষা সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ সংখ্যায় ছিল বেশি। প্রথম পর্বের উল্লেখযোগ্য পত্র পত্রিকার মধ্যে রয়েছে

ক্র. ন.	পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	ধরন	সম্পাদক
১।	আমার বাংলা	১৯৭২	সাপ্তাহিক	স্বপনদাস গুপ্ত
২।	জনমত	১৯৭২	সাপ্তাহিক	-

Dhaka University Institutional Repository

৩।	গণকণ্ঠ	১৯৭২	সাপ্তাহিক	আ. হামিদ
৪।	যুব শক্তি	১৯৭২	সাপ্তাহিক	মিহির কুমার কর্মকার
৫।	আমার বাংলাদেশ	১৯৭২	সাপ্তাহিক	এ এম সামসুল আলম
৬।	সোনার দেশ	১৯৭২	সাপ্তাহিক	ইকবাল হোসায়েন
৭।	জয়ধ্বনি	১৯৭২	সাপ্তাহিক	আ. কাইয়ুম মুকুল
৮।	গণবাঙলা	১৯৭২	পাক্ষিক	আ. রাজ্জাক
৯।	কালস্রোত	১৯৭২	মাসিক	মো. কামরুল ইসলাম
১০।	দীপ্ত বাংলা	১৯৭২	মাসিক	আব্দুল্লাহ্ আল মামুন
১১।	মুখপত্র	১৯৭২	মাসিক	ওবায়দুল ইসলাম ও মো. হাবীবুল্লাহ্
১২।	দেশবাংলা	১৯৭২	দৈনিক(চট্টগ্রামথেকে)	আবু হেনা মোস্তফা
১৩।	জন্মভূমি	১৯৭০	সাপ্তাহিক	অধ্যাপক আলী আহ্মদ
১৪।	টেলিগ্রাম	১৯৭২	সান্ধ্য দৈনিক	কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমদ
১৫।	বঙ্গ বার্তা	১৯৭২	সান্ধ্য দৈনিক (চট্টগ্রাম)	এ কে এম সাখাওয়াত হোসেন
১৬।	উল্লাস	১৯৭২	সাপ্তাহিক (সিলেট)	দিলুয়ার
১৭।	গণবার্তা	১৯৭২	সাপ্তাহিক (গাইবান্ধা)	মুহম্মদ আতাউর রহমান
১৮।	বঙ্গদর্পণ	১৯৭২	সাপ্তাহিক	মো. নূরুল আনোয়ার
১৯।	বাংলার বাণী	১৯৭২	মহিলা মাসিক (খুলনা)	বেগম আশরাফুননেছা
২০।	রূপসী বাংলা	১৯৭২	সাপ্তাহিক	অধ্যাপক আ. ওহাব
২১।	সমাজ	১৯৭২	দৈনিক	আবুল বাশার মৃধা
২২।	হক কথা	১৯৭২	সাপ্তাহিক (টাঙ্গাইল)	সৈয়দ ইরফানুল বারী
২৩।	দেশের কথা	১৯৭২	অর্ধ সাপ্তাহিক	মো. আব্দুল হাই
২৪।	ব্যবসা বাণিজ্য	১৯৭২	পাক্ষিক	কাজী শাহ্ আলম হাফিজ ও আহমদ ফারুক
২৫।	কালপুরুষ	১৯৭২	ত্রৈমাসিক	রফিক নওশাদ
২৬।	মিছিল	১৯৭২	দৈনিক (চট্টগ্রাম)	এম এ কুদ্দুস
২৭।	সবুজ বাংলা	১৯৭২	সাপ্তাহিক	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
২৮।	রণরঙ্গিনী	১৯৭২	মহিলা পাক্ষিক	জাহানারা খানম
২৯।	সুচরিতা	১৯৭২	মহিলা সাপ্তাহিক	সৈয়দা সাহিদা বেগম রানু
৩০।	নবযুগ	১৯৭২	সাপ্তাহিক	শামসুল আলম
৩১।	গণমানুষ	১৯৭২	সাপ্তাহিক (ফেনী)	মির্জা আ. হাই
৩২।	যুব বাংলা	১৯৭২	সাপ্তাহিক	শ,ম মোস্তফা জামান
৩২।	অনির্বাণ	১৯৭২	ত্রৈমাসিক	মো. আব্দুস সালাম
৩৩।	ইত্তেহাদ	১৯৭২	সাপ্তাহিক	উলিআহাদ
৩৪।	দেশবার্তা	১৯৭২	সাপ্তাহিক (সিলেট)	হিমাংশু শেখর ধর
৩৫।	রোববার	১৯৭২	মাসিক (চট্টগ্রাম)	মো. হারুন
৩৬।	ডাইজেস্ট	১৯৭২	সাপ্তাহিক	মো. ওবায়দুর রহমান
৩৭।	বাংলাদেশ সংবাদ	১৯৭২	সাপ্তাহিক	কাজী মোজাম্মেল হক
৩৮।	শ্রমিক বার্তা	১৯৭২	সাপ্তাহিক	মঈনুল হাছান
৩৯।	খেলাধুলা	১৯৭৩	মাসিক	আবুল কাসেম ও আবু সাঈদ
৪০।	জনপদ	১৯৭৩	দৈনিক	আব্দুল গাফফার চৌধুরি
৪১।	গণকণ্ঠ	১৯৭৩	দৈনিক	আল মাহমুদ

৪২।	তাহজীব	১৯৭৩	মাসিক	মহীউদ্দিন শামী
৪৩।	প্রবাসী	১৯৭৩	সাপ্তাহিক (খুলনা)	এ,কে,এম মোস্তাফিজুর রহমান
৪৪।	ক্রীড়াঙ্গন	১৯৭৩	মাসিক	নিজাম আহমেদ
৪৫।	হক বাণী	১৯৭৩	সাপ্তাহিক	শামসুর রহমান
৪৬।	কৃষক	১৯৭৩	সাপ্তাহিক	অধ্যাপক মুয়াযযম হুসাইন খান
৪৭।	আয়না	১৯৭৩	ত্রৈমাসিক	আহসাব উদ্দিন আহমদ ও নিয়ামত হোসেন
৪৮।	জনতার বাণী	১৯৭৩	সাপ্তাহিক	সৈয়দ শাহজাহান শহীদ
৪৯।	সান্ধ্য বার্তা	১৯৭৩	দৈনিক	আ. মোতালেব তালুকদার
৫০।	গণমুখ	১৯৭৪	সাপ্তাহিক	এম. এ রেজা ও অরুণাভ সরকার
৫১।	আমাদের কথা	১৯৭৪	সাপ্তাহিক	ফকীর আমীর হোসেন
৫২।	জনমত	১৯৭৪	দৈনিক (দিনাজপুর)	বিধান কুমার দে
৫৩।	সময়	১৯৭৪	মাসিক	সৈয়দ আবুল মকসুদ
৫৪।	সমাচার	১৯৭৪	সান্ধ্য দৈনিক	সিকান্দার হায়াত মজুমদার
৫৫।	কমরেড	১৯৭৪	সাপ্তাহিক (চট্টগ্রাম)	শেখ মো. আব্দুল আলী
৫৬।	জনবার্তা	১৯৭৪	দৈনিক (খুলনা)	সৈয়দ সোহরাব আলী
৫৭।	শিক্ষা বিচিত্রা	১৯৭৫	সাপ্তাহিক	এস, এম মোসলেম উদ্দিন
৫৮।	মৌমাছি	১৯৭৫	মাসিক	দিলওয়ার

ইত্যাদি।

'৭৫ থেকে '৮২ এ পর্বে সংবাদপত্রের উপর আরোপিত পূর্বের নিবর্তন আইনসমূহ বাতিল করা না হলেও এর প্রয়োগ দেখা যায় নি

> সরকার কর্তৃক জারিকৃত সংবাদপত্র (ডিক্লারেশন বাতিলকরণ) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫ এর অধিনে প্রকাশণার ডিক্লারেশন বাতিলকরণ হইতে সরকার ১২৪টি দৈনিক, সাপ্তাহিক, দ্বিপাক্ষিক, মাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পত্র পত্রিকাকে অব্যাহতি দিয়াছেন।[৫]

বরং পূর্বে বাতিলকৃত বা স্থগিতকৃত অনেক পত্রিকা এ সময় প্রকাশ পেতে দেখা যায়। পাশাপাশি নতুন পত্রপত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে নব উদ্যমে। '৭৫ পরবর্তী প্রকাশিত পত্রপত্রিকার মধ্যে রয়েছে

ক্র. ন.	নাম	প্রকাশকাল	ধরন	সম্পাদক
১।	গ্রামের ডাক	১৯৭৬	সাপ্তাহিক (কুষ্টিয়া)	এম আলমগীর
২।	পূর্বাণী	১৯৭৫	সাপ্তাহিক	শাহাদাৎ হোসেন
৩।	দৈনিক উত্তরা	১৯৮২	দৈনিক (দিনাজপুর)	অধ্যাপক মো. মহসীন
৪।	আদ দাওয়াত	১৯৭৬	মাসিক	মো. আবুল কাসেম
৫।	দৈনিক বার্তা	১৯৬৬	দৈনিক (রাজশাহী)	আব্দুর রাজ্জাক
৬।	নববার্তা	১৯৭৬	সাপ্তাহিক	নূরজাহান বেগম
৭।	অর্থনীতি জার্নাল	১৯৭৬	সাপ্তাহিক(চট্টগ্রাম)	মোহাম্মদ ইউনুছ
৮।	খবর	১৯৭৭	সাপ্তাহিক	মিজানুর রহমান (মিজান)
৯।	স্ফুলিঙ্গ	১৯৭৭	দৈনিক যশোর	রাশিদা সাত্তার
১০।	একতা	১৯৭৯	সাপ্তাহিক	মোহিউর রহমান
১১।	খবর	১৯৭৭	দৈনিক	মিজানুর রহমান (মিজান)

ইত্যাদি।

তৃতীয় পর্বের বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস স্বৈরাচারী হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনকালের ইতিহাস। এ সময় গণতন্ত্র পুণরুদ্ধারের জন্য যেমন রাজনৈতিক দলসমূহকে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে-অনুরূপ আন্দেলন সংগ্রাম করতে হয়েছে-

বাকস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য সংবাদপত্র সমূহকেও। এ সময় এরশাদ সাহেব তার, স্বৈরশাসনকে স্থিতিশীল রাখতে, দীর্ঘায়িত করতে আজ্ঞাবহ কিছু পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ সবের মধ্যে রয়েছে 'ইনকিলাব', 'মিল্লাত' ইত্যাদি। অপরপক্ষে 'বাংলার বাণী,' 'একতা', 'বিচিন্তা', 'যায়যায়দিন' ইত্যাদি পত্রিকা বন্ধ করে দেন। এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রসমূহ গোড়া থেকেই আন্দোলন শুরু করে। ধর্মঘট, কালোব্যাজ ধারন করে সাংবাদিকগণ স্বৈরসরকারকে ধিক্কার জানায়। '৯০র গণআন্দোলনকে বেগবান করতে প্রবলতর করতে, সংবাদপত্র ২৭শে নভেম্বর থেকে ৬ই ডিসেম্বর (৯০) পর্যন্ত সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করে। এতে স্বৈরশাসন পতনের পথকে ত্বরান্বিত করেছিল নিঃসন্দেহে।

তৃতীয় পর্বে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল

ক্র.ন.	নাম	প্রকাশকাল	ধরণ	সম্পাদক
১।	নব অভিযান	১৯৮৫	দৈনিক	এস এম রেজাউল হক
২।	দৈনিক পত্রিকা	১৯৮৬	দৈনিক	আলী আজগর
৩।	জনতা	১৯৮৪	দৈনিক	ছানাউল্লাহ নূরী
৪।	ইনকিলাব	১৯৮৬	দৈনিক	এ এফ এম বাহাউদ্দিন
৫।	মিল্লাত	১৯৮৭	দৈনিক	চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক
৬।	জনপদ	১৯৮৯	দৈনিক	মজিবুল হায়দার চৌধুরী
৭।	সোনার বাংলা	১৯৮০	সাপ্তাহিক	মো. কামরুজ্জামান
৮।	খবরের কাগজ	১৯৮১	সাপ্তাহিক	কাজী শাহেদ আহমদ
৯।	শিখা অনির্বাণ	১৯৮২	সাপ্তাহিক	চিত্ত ফ্রানসিস রিবেরা
১০।	ঢাকা কুরিয়ার	১৯৮৪	সাপ্তাহিক	এনায়েত উল্লাহ খান
১১।	ইকোনোমিক টাইমস	১৯৮৮	সাপ্তাহিক	মনিরুল হক
১২।	অনন্যা	১৯৮৮	সাপ্তাহিক	তাহমিমা হোসেন
১৩।	তারকালোক	১৯৮৩	সাপ্তাহিক	সাযযাদ কাদির
১৪।	পূর্বকোণ	১৯৮৬	দৈনিক (চট্টগ্রাম)	তছলিম উদ্দিন চৌধুরী
১৫।	সিলেটের ডাক	১৯৮৪	দৈনিক (সিলেট)	আ. হান্নান চৌধুরী
১৬।	বিজ্ঞানচর্চা	১৯৮৫	মাসিক	গাজীউর রহমান
১৭।	মেঘনা	১৯৮৪	মাসিক	শরিফুল ইসলাম
১৮।	ছায়াছন্দ	১৯৮৫	মাসিক	মিজানুর রহমান
১৯।	বর্তমান দিনকাল	১৯৮৭	মাসিক	মিজানুর রহমান (মিজান)
২০।	সুগন্ধা	১৯৮৭	মাসিক	সৈয়দ মোয়াজ্জেম হুসাইন
২১।	সুচিত্রা	১৯৮৭	মাসিক	খালিদ মাহমুদ
২২।	পূর্ণিমা	১৯৮৭	মাসিক	এ এম বাহাউদ্দিন

ইত্যাদি।

চতুর্থ পর্ব শুরু হয় '৯০র গণঅভ্যুত্থান সফল হওয়ার পর থেকে ।ইতোমধ্যে সমাপ্তি ঘটে বিশ শতকের, শুরু হয় একবিংশ শতাব্দির ।এ সময় বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ হয় পরিবর্তিত। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পরিবর্তে প্রবর্তিত হয় মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা। এ সময় অনুষ্ঠিত হয় তিনটি সাধারণ নির্বাচন (১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১)। সংসদকে করা হয় রাষ্ট্রপরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু। বলা যায় উপর্যুক্ত পরিবেশ স্বাধীন সংবাদপত্রেরই পরিবেশ। পূর্ব প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকার পাশাপাশি এ সময়।প্রকাশিত হয় বেশ কিছু পত্রিকা যা নিম্নরূপ

ক্র.ন.	নাম	প্রকাশকাল	ধরন	সম্পাদক
১।	দেশবাংলা	১৯৯১	দৈনিক	ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী
২।	আনন্দপত্র	১৯৯১	দৈনিক	মোস্তফা জব্বার
৩।	আল-আমিন	১৯৯১	দৈনিক	আলহাজ্ব মকবুল হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

ক্র.ন.	নাম	প্রকাশকাল	ধরন	সম্পাদক
১।	দেশবাংলা	১৯৯১	দৈনিক	ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী
২।	আনন্দপত্র	১৯৯১	দৈনিক	মোস্তফা জব্বার
৩।	আল-আমিন	১৯৯১	দৈনিক	আলহাজ্ব মকবুল হোসেন
৪।	রূপালী	১৯৯১	দৈনিক	মুস্তাফিজুর রহমান
৫।	ভোরের ডাক	১৯৯১	দৈনিক	এ,এস,এম বেলায়েত হোসেন
৬।	ইকোনমিক পোস্ট	১৯৯২	দৈনিক	মো. হাবীবুর রহমান শেখ
৭।	আজকের প্রত্যাশা	১৯৯২	দৈনিক	আবু হোসেন
৮।	দৈনিক জনকণ্ঠ	১৯৯২	দৈনিক	আতীকুল্লাহ খান মাসুদ
৯।	দেশজনপদ	১৯৯৪	দৈনিক	সালাউদ্দিন
১০।	ইনডিপেনডেন্ট	১৯৯৫	দৈনিক	সৈয়দ মাহবুব আলম চৌধুরি
১১।	দেশ পত্রিকা	১৯৯৫	দৈনিক	সাহেবজাদা আল আওয়াজ হাবীবুল বাশার
১২।	মুক্তকণ্ঠ	১৯৯৭	দৈনিক	কে জি মুস্তাফা
১৩।	মানবজমিন	১৯৯৮	দৈনিক	মাহবুবা চৌধুরী
১৪।	প্রথম আলো	১৯৯৮	দৈনিক	মতিউর রহমান
১৫।	সংবাদচর্চা	১৯৯৯	দৈনিক	কাজী শামসুল হক
১৬।	নতুন ভোর	২০০০	দৈনিক	শেখ মাহবুব তৈয়বুর রহমান
১৭।	অর্থনৈতিক পরিক্রমা	১৯৯২	সাপ্তাহিক	প্রকৌশলী খালিদ মাহবুব
১৮।	সকালের সংবাদ	১৯৯৩	সাপ্তাহিক	মো. খলিলুর রহমান
১৯।	দেশচিন্তা	১৯৯৫	সাপ্তাহিক	আনোয়ার হোসেন খান
২০।	বিচিত্রা (পুনরায়)	১৯৯৮	সাপ্তাহিক	শেখ রেহানা
২১।	সাপ্তাহিক ২০০০	১৯৯৮	সাপ্তাহিক	শাহাদাত চৌধুরী
২২।	পালাবদল	১৯৯১	সাপ্তাহিক	আব্দুস সালাম
২৩।	আজকের বিচিত্রা	১৯৯৪	সাপ্তাহিক	মো. মাহবুবুর রহমান
২৪।	বাংলাদেশের স্বাধীনতা	১৯৯৩	দৈনিক (চট্টগ্রাম)	আব্দুল্লাহ আল হারুন
২৫।	কর্ণফুলী	১৯৯৪	দৈনিক (চট্টগ্রাম)	আল মাহমুদ
২৬।	সুরমা বার্তা	১৯৯৬	দৈনিক(সিলেট)	ইখতেয়ার উদ্দিন

ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এখানে সংবাদপত্রের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক অবকাঠামো। গড়ে ওঠেছে সুবিশাল পাঠক সমাজ। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার ও জনগণ উভয়েরই সর্বাধুনিক তথ্যের জন্য চোখ রয়েছে সংবাদপত্রের উপর। এ সময় প্রকাশনায়ও এসেছে বৈচিত্র্য। এক রঙের পরিবর্তে সংবাদপত্র এখন প্রকাশিত হয় বহুরঙে। ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার ক্রমপ্রসারে সংবাদপত্রও এগুচ্ছে সমানতালে। এ কারণে পত্রিকার নগর সংস্করণও প্রকাশিত হচ্ছে। কাগজে প্রকাশের পাশাপাশি ইন্টারনেটেও প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদপত্র। খবর পরিবেশনায় এসেছে বহুমাত্রিকতা। শুধু রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও খেলাধুলার সংবাদ নয় শিক্ষাদীক্ষা, বাজার দর, আবহাওয়াবার্তা, বিয়ে, চাকরি ইত্যাদিসহ দেশ-বিদেশ-গ্রামীণ জনপদের খবর পরিবেশিত হচ্ছে সংবাদপত্রে। দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্বের তুলনায়। এখন আর দুই বা চার পৃষ্ঠা নয় ষোল-বিশ পৃষ্ঠার পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে অহরহ। একটা জাতির খোলা জানালা হল সংবাদপত্র। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার পাশাপাশি কার্যকরী রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ :

১। সোহরাব হাসান, ঢাকায় সংবাদপত্রের পঞ্চাশ বছর, ২০০০, পি আই বি, ঢাকা, পৃষ্ঠাঃ ২।

২। আতোয়ার রহমান, বাংলাদেশের শিশু পত্রিকা, ব্রিটিশ আমল, ১৯৭৭, বাংলা একাডেমীঃ ঢাকা, পৃষ্ঠাঃ ৪।

৩। ইসরাইল খান (সংকলক ও সম্পাদক), পূর্ব বাঙলার সাময়িক পত্র (১৯৪৭-১৯৭১), ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠাঃ ৪।

৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাঃ ১০।

৫। 'দৈনিক ইত্তেফাক' ২৪শে আগস্ট, ১৯৭৫, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি

বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক পর্যন্ত দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারনা বাঙালির মানসচেতনায় প্রবল আকার লাভ করে নি। এই সময়ের রাজনীতি পরিচালিত হচ্ছিল বৃটিশ বিতারণের মূল লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পেক্ষাপট এবং সর্বভারতীয় আন্দোলন বৃটিশ সরকারকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করে। আর এই স্বাধীনতার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের মধ্যে চরম বিরোধের উদ্ভব ঘটে। যার অনিবার্য পরিণতিতে ভারতে দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা বাস্তব রূপ লাভ করে। ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারিত হয় ধর্মকে বিবেচনা করে। একটি আদর্শ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান হল ভৌগোলিক অখণ্ডতা। '৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় এই বিষয়টি বাঙালি নেতৃত্বের মৌলিক ইস্যু হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই সময়ে বৃটিশ কূটনীতি এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি এতটাই পরাক্রমশীল ছিল যে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন, স্বতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িক বৃহৎ রাষ্ট্রের পত্তন সম্ভব হয় নি। '৪৭ উত্তর বিভক্ত বাংলার আপামর মানুষ খুব দ্রুতই অনুধাবন করল শুধু ধর্মীয় বন্ধনের অজুহাতে ভৌগোলিকভাবে বিভাজিত দুইটি রাষ্ট্র এক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কার্যকর হতে পারে না। ফলে স্বাধীনচেতা বাঙালির মানসচেতনায় জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি নতুন করে দেখা দেয় এবং ইসলামি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে মুক্তবুদ্ধিচর্চা শুরু হয়। আর এই প্রেক্ষিতে প্রয়োজন হয়ে পড়ে গতানুগতিক পত্রিকার পরিবর্তে প্রগতিশীল, আধুনিক, দৈনিক পত্রিকা প্রকাশনার। দেশবিভাগের পর ঢাকা থেকে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের উপযোগিতা তখনও ঢাকায় তৈরি হয় নি। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে এই অঞ্চলের মানুষ তখনও যথেষ্ট সমর্থবান হয়ে ওঠে নি। যদিও চেতনাগতভাবে বুদ্ধিদীপ্ত একটা গোষ্ঠী বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সর্বোত প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। দেশবিভাগ, বিভাগ-উত্তর ঘটনাবলি এবং মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে ইতিবাচক বলে মনে হয় নি। বিশেষত রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগের ভূমিকা এই অঞ্চলের মানুষের মনকে বিষিয়ে তোলে এবং দলটির জনপ্রিয়তা দ্রুত পড়তে থাকে। এমনি পরিস্থিতিতে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গঠন করা হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে নতুন রাজনৈতিক দল (পরে অবশ্য মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়)। একটি রাজনৈতিক দলের আদর্শ, কর্মসূচী, কর্মপন্থা জনগণকে অবহিত করে জনমত গঠন করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল দৈনিক পত্রিকা। দৈনিক পত্রিকা একদিকে যেমনি রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ তুলে ধরে তেমনি গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করে। এই প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের জন্য একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে দলটি একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশে এবং পরিচালনে সমর্থ ছিল না। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছাড়াও এই সময় দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ছিল নানাবিধ কারণে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাংলা সংস্কৃতি লালন-পালন ও পুষ্টি সাধনে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের তাগিদ অনুভব করছিলেন প্রগতিশীল গোষ্ঠী। উল্লেখ্য দেশবিভাগের পূর্ব থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক আজাদ' এবং বিভাগ উত্তর কালে প্রকাশিত দৈনিক 'সংবাদ' মূলত মুসলিম লীগের অর্থায়ন এবং ছত্রছায়ায় প্রকাশ পেতে থাকে (অবশ্য 'সংবাদ' প্রকাশের অত্যল্পকাল পর থেকেই মুসলিম লীগের চেতনা থেকে বেরিয়ো আসে)। '৫২ র ভাষা আন্দোলন এবং আন্দোলন উত্তর পরিস্থিতি আপামর জনতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার মত শক্তিশালী গণমাধ্যম এই সময় ছিল না। এমনি পরিস্থিতিতে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া 'দৈনিক ইত্তেফাক' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'দৈনিক ইত্তেফাক' সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশ পায় ১৯৪৯ সালের শেষ ভাগে। মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করলে তাঁদের উদ্যোগেই এই সাপ্তাহিকটি প্রকাশ পায়। মূলত আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে পুরনো ঢাকার কারকুন বাড়ি লেন থেকে অনিয়মিতভাবে প্রকাশ পেতে থাকে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে প্রতিষ্ঠাতা দেখিয়ে ইয়ার মোহম্মদ খানের প্রকাশনায় এবং তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশ পেলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী গাষ্ঠীর মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য ফুটে ওঠে। কিন্তু একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এই সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট ছিল না। আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত অসংগতি সত্তেও সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে দৈনিক হিসেবে প্রকাশের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই সময় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া নিজেকে সম্পাদক রেখে ইয়ার মোহম্মদ খানকে প্রকাশক হিসেবে দেখিয়ে সরকারের নিকট দৈনিক পত্রিকা হিসেবে ইত্তেফাকের ডিক্লারেশনের ইস্যু আবেদন করেন। এই প্রসঙ্গে একজন সাংবাদিকের মন্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

> ইতিমধ্যে মওলানা ভাসানী ইত্তেফাক এর এডিটর কে হবেন সে কথা বিবেচনার জন্য কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করছিলেন। প্রাথমিক তাঁরা প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমেদ ইত্তেফাক এর সম্পাদক হওয়ার কথা ভেবেছিলেন। তবে এই ব্যাপারে তখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল না। কথা ছিল তিনি নিজ এলাকা ময়মনসিংহ থেকে ফিরে এলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। মানিক মিয়া মনসুর সাহেবের সংশ্লিষ্ট হওয়ার কথা শুনে মওলানা ভাসানীর সাথে দেখা করতে যান। তিনি মওলানাকে জানান যে আগামী নির্বাচনে মনসুর সাহেব কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগের সদস্য হবেন এবং সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে কেবিনেট হলে তিনি নিশ্চিতভাবে মন্ত্রী হবেন। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মওলানা সাহেব ইয়ার মোহম্মদ সাহেবকে ডেকে সিদ্ধান্ত নেন যে তফাজ্জল হোসেনই (মানিক মিয়া) ইত্তেফাকের প্রধান সম্পাদক হবেন। এর পরেই আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ইয়ার মোহম্মদ এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) কে সম্পাদক নিয়োগ করে ডিক্লারেশনের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন।[১]

তফাজ্জল হোসেনের এই উদ্যোগের সাথে সমউদ্যমে সংযুক্ত হন আবদুল আওয়াল, আব্দুল ওয়াদুদ, নুরুল ইসলাম ভাণ্ডারী প্রমুখ। অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে অবশেষে ১৯৫৩ সালে ২৪ ডিসেম্বর 'দৈনিক ইত্তেফাক' নাম নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে আর একজন সাংবাদিকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য

> ঢাকার নয় নম্বর হাটখোলা রোডের প্যারামাউন্ড প্রেস থেকে 'দৈনিক ইত্তেফাক' এর আত্মপ্রকাশ। ফুল ডিমাই সাইজের মাত্র চার পৃষ্ঠার কাগজ।[২]

প্রকাশ লাভের কিছু দিনের মধ্যেই 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র সাথে যুক্ত হন সিরাজুদ্দীন হোসেন, নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, খাদেম হোসেন, খন্দকার আবু তালেব প্রমুখ।

'৫৪ র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পূর্ববাংলার মানুষ গণতন্ত্রে উত্তরণের আশায় বুক বাঁধে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালির ক্ষমতারোহণকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারে নি। ফলে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন এবং শাসনতান্ত্রিক নানা বিষয়কে পুঁজি করে একটি জটিল পরিস্থিতি তৈরি করে তারা নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয় এবং সামরিক শাসন জারি করে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে। 'দৈনিক ইত্তেফাক' প্রকাশের এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে নিপীড়িত হতে থাকে। জাতীর এই কঠিন সময়ে পত্রিকাটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে এবং গণতন্ত্রের উত্তরণের লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। প্রকাশের প্রথম দশকেই 'দৈনিক ইত্তেফাক'দসাহিত্যসাময়িকী, কচিকাঁচার মেলা, মেয়েদের পাতা, খেলার পাতা প্রভৃতি প্রকাশের মধ্যমে একে সমৃদ্ধ করে।

'৫৪ র নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করলে পত্রিকাটি এর কলেবর বৃদ্ধি করে। বাংলাভাষা ও কৃষ্টির লালনের মহান লক্ষ্যে শামসুল হককে সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়ে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী প্রমুখের মতামত প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এই প্রসঙ্গে একজন সাবেক আমলা মন্তব্য করেন

> ...... বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগৃতি তথা পূর্বপাকিস্তানীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, বাঙালি সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পাকিস্তানীদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা -----[৩]

পাকিস্তান জান্তা সরকার পূর্ববাংলার মানুষের মননে আঘাত হানে রবীন্দ্র সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকারের এই উদ্যোগে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এই দেশের কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীগণ। '৬০ র দশকের গোড়াতে শিক্ষা কমিশন গঠন করে পূর্ববাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করার হীন প্রচেষ্টা চালালে সরকারের বিরুদ্ধে ফোঁসে ওঠে এই অঞ্চলের ছাত্র জনতা। সামরিক শাসন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, রাজনৈতিক নিপীড়ন এই সবের মোকাবেলায় 'দৈনিক ইত্তেফাক' পূর্ববাংলার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে পরম মমতায় স্বজনের মত। '৬৪ র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় 'দৈনিক ইত্তেফাক'

> পূর্ববাংলা রুখিয়া দাড়াও[৪]

আহ্বান জানিয়ে নিয়মিত সংবাদ পরিবেশন করে। '৬৫ র ভারত পকিস্তান যুদ্ধেও 'দৈনিক ইত্তেফাক' যুদ্ধ বন্ধে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। আওয়ামী লীগের ৬ দফা গণ দাবিতে পরিণত করে মূলত 'দৈনিক ইত্তেফাক'। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া প্রথমে ৬ দফার পক্ষে জোরালো অবস্থান না নিলেও সামরিক সরকারে কঠোর নির্যাতনে যখন শেখ মুজিবসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবর্গ পীড়িত হন তখন তিনি আর চুপ থাকতে পারেন নি। মুসাফিরের কলামে ৬ দফার যৌক্তিকতা সরকারের কাছে তুলে ধরেন এবং জনমত গঠনে প্রতিনিয়ত এর পক্ষে লেখনি চালিয়ে যান। পূর্ববাংলার এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে '৬০ র দশকেই পত্রিকাটির সাথে সম্পৃক্ত হন ফয়েজ আহমদ, মোতাহার হোসেন চৌধুরী, আহমেদুর রহমান, আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রমুখ। তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে পত্রিকাটি হয়ে ওঠে গণমানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। '৬৯ র সালে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার আকস্মিক মৃত্যুর পর পত্রিকাটির সম্পাদনায় আসেন ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন। '৬৯ র গণ অভ্যুত্থান এবং '৭০ র নির্বাচনে ইত্তেফাক গণতান্ত্রিক, অসাম্পদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনমত তৈরি করে যায়।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক সরকার ইত্তেফাক অফিসে বোমা মেরে একে সম্পুর্ণ রূপে ধ্বংস করে দেয় এবং পুরো মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের সরকারের ডিকটেশনে এর প্রকাশনা পরিচালিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ইত্তেফাক আবার মাথা সোজা করে

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড়ায়। পুর্ণোদ্যমে নতুন দেশের কল্যাণে জনমত তৈরির কাজ চালায়। '৭৫র এর পট পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক ঘাত প্রতিঘাতে ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ থাকে নি। গণমানুষের শক্তিকে ভিত্তি করে এটি এগিয়ে চলে সমান গতিতে, সমউদ্যমে। '৮০ র দশকে পত্রিকাটির সম্পাদক হন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। এই সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল সামরিক শাসনের যাতাকলে পিষ্ট। এই দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলসমূহ সরকার বিরোধী বড় ধরনের কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলেও ৮৬, ৮৭, ৮৮ ও ৮৯ সাল ছিল প্রচণ্ড বিক্ষোভে উত্তাল। রাজনৈতিক এই অস্থিরতার প্রতিচিত্র ফুটে উঠেছে সাহিত্যের পাতায়। এই সময় সাহিত্যসাময়িকী সম্পাদনায় ছিলেন রোকনুজ্জামান খান।

সাহিত্যসাময়িকী সাধারণত সপ্তাহের শেষ দিন অথবা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে প্রকাশ পায়। 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র সাহিত্যসাময়িকীও '৮০ র দশকের গোড়াতে রবিবারে প্রকাশ পেত। এই সময় এই সাময়িকীর নাম ছিল 'রবিবাসরীয় ইত্তেফাক'। মূল্য ছিল আশি পয়সা। ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারি হলে সাপ্তাহিক ছুটি রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার করা হয়। এই প্রেক্ষিতে 'দৈনিক ইত্তেফাক' তার সাহিত্যপাতা রবিবারের পরিবর্তে শনিবার প্রকাশ করে ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এবং মূল্য নির্ধারন করে ১.৫০ টাকা। পত্রিকার এই মূল্য সপ্তাহের অন্যান্য দিন ছিল ১.২০ টাকা। ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে পত্রিকাটি এর সাহিত্যপাতা শনিবারের পরিবর্তে শুক্রবার প্রকাশ করে এবং মুল্য নির্ধারণ করে ২.০০ টাকা। সপ্তাহের অন্যান্য দিন এই সময় পত্রিকার মূল্য ছিল ১.৫০ টাকা। অবশ্য ইত্তেফাক তার সাহিত্যসাময়িকী প্রকাশে দিনক্ষণ নিয়ে প্রায়ই তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নি। গোটা '৮০ র দশকে দেখা গেছে পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকী কোন সপ্তাহে শনিবার, কোন সপ্তাহে শুক্রবার আবার কখনো কখনো বৃহস্পতিবার প্রকাশ পেয়েছে। এই দশকের শেষ মাসের শেষ সপ্তাহে সাহিত্যসাময়িকী সম্বলিত পত্রিকার মূল্য ছিল ২.৫০ টাকা।

বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা '৮০ র দশকে বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন ধ্যান ধারনা নিয়ে এই সময় অনেক পুঁজিপতি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশে এগিয়ে আসে। এই পরিস্থিতিতে ইত্তেফাককেও ভাবতে হয় নতুন করে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে স্বাগত জানাতে ইত্তেফাক গোড়া থেকে ছিল একনিষ্ট। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে ইত্তেফাক সংবাদপত্র জগতে কয়েকটি ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় ভাষারীতির বিষয়টি। ইত্তেফাক দীর্ঘদিন সাধুরীতিতে এর সম্পাদকীয়, রিপোর্টিং এককথায় পুরো প্রকাশনায় চালাতো। যুগের দাবির মুখে ইত্তেফাক সনাতনী এই ধ্যান ধারণা থেকে ফিরে আসে এবং '৯০ র দশক থেকে চলিতরীতি ব্যবহার শুরু করে। ভাষারীতি পরিবর্তন ছাড়াও পত্রিকাটি রঙের ব্যবহার শুরু করে। বস্তুত ইত্তেফাকই এই দেশে প্রথম দৈনিক পত্রিকায় রঙের ব্যবহার করে। শুধু তাই নয় মফস্বল সংবাদ দাতাদের সংবাদ দ্রুত বার্তা বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে ফ্যাক্সের ব্যবহার শুরু করে। এই প্রসঙ্গে একজন সাংবাদিকের মন্তব্য

> ইত্তেফাকই বাংলাদেশের সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় রঙিন ছবি ছাপা শুরু করে। সমমাত্রার বিদ্যুতের নিরবিচ্ছিন্ন অনিশ্চিত সরবরাহ ও সংবাদপত্র মুদ্রণকর্মীদের অনভিজ্ঞতাকে প্রথমে রঙিন ছবি ছাপার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা মনে হলেও বেশ কিছু দিন ট্যায়ালের পর ইত্তেফাক কর্মীদের স্বপ্ন পূরণ হল। একদিন প্রত্যূশে লাখ লাখ পাঠক পরম বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করলেন তাদের হাতে রঙ ঝলমলে ইত্তেফাক। এভাবেই বাংলাদেশের সংবাদপত্রের মুদ্রণশিল্পে সূচিত হল এক ঐতিহাসিক যাত্রা।....... গ্রামীণ সংবাদদাতা বিশেষ করে ব্যুর খবর পাওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে ফ্যাক্সের ব্যবহারে অগ্রণীও ইত্তেফাক।[৫]

এরই ধারাবাহিকতায় একুশ শতক থেকে ইত্তেফাক কম্পিউটার প্রযুক্তির সর্বশেষ সংযোজন ওয়েব সাইট, ইন্টারনেট ইত্যাদির ব্যবহার করে পত্রিকাটিকে আর্ন্তজাতিকমানে উন্নীত করে এবং প্রকাশ অব্যাহত রাখে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা :

১। ফয়েজ আহমেদ, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৮, ঢাকা।

২। আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৮, ঢাকা।

৩। মোহম্মদ সিরাজ উদ্দিন, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, 'দৈদিক ইত্তেফাক', ১লা সেপ্টেম্বর ০০০৮, ঢাকা।

৪। গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার, রাহাত খান, সম্পাদক 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৮ই নবেম্বর ২০০৮।

৫। গোলাম সারওয়ার, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৮, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দৈনিক 'সংবাদে'র প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি

১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পর শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় আরবি, ফার্সি, উর্দু শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। নির্ভেজাল বাংলা শব্দের ব্যবহার অনাদৃত ছিল একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকদের কাছে। এ সময় খাঁটি বাংলায় কোন পত্রিকার নামকরণ কল্পনা করাও ছিল দুঃসাধ্য। ঢাকায় তখন মূলত তিনটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এর মধ্যে দুটি-ই ইংরেজিতে 'পাকিস্তান অবজার্ভার' এবং 'মর্নিং নিউজ', 'দৈনিক আজাদ' ছিল একমাত্র বাংলা পত্রিকা। এ সময় সাধারণ মানুষের প্রত্যাশাও ছিল নতুন দৈনিকপত্রিকা প্রকাশের দিকে। এমনি প্রেক্ষপটে 'সংবাদ' নামকরণে নতুন পত্রিকা প্রকাশে সারাদেশে হৈচৈ পড়ে যায়।

> প্রথম প্রকাশের সময়েই 'সংবাদ' সম্পর্কে আমাদের অনেকের মধ্যে অনুরাগ-বিরাগের দুটি পরস্পরবিরোধী স্রোত বয়ে গিয়েছিল। অনুরাগের প্রথম হেতুই 'সংবাদ' নামটা। 'আজাদ' 'ইত্তেহাদ', 'মিল্লাত', গুলসওগাত' প্রভৃতি নামের পত্র-পত্রিকা পড়তে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। সেখানে 'সংবাদ' এর মতো ছোট, সুন্দর, অর্থবহ বাংলা নাম অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে সাড়া জাগিয়েছিল। বিরাগের কারণ ছিল এই যে, আমরা শুনেছিলাম, এটা মুসলিম লীগের পত্রিকা। ততদিনে মুসলিম লীগ সম্পর্কে আমরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছি।[১]

অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে আশা-নিরাশার বেড়াজাল অতিক্রম করে 'দৈনিক সংবাদ' আত্মপ্রকাশ করে ১৯৫১ সালের ১৭ই মে। এর নামকরণ করেন সৈয়দ নুরুদ্দিন, বংশাল রোডের ২৬৩ নম্বর বাড়ি হয় এর প্রথম কার্যালয়। নারায়ণগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী গিয়াসউদ্দীন 'দৈনিক জিন্দেগী' কিনে নেন ১৯৫০ এর সেপ্টেম্বর মাসে। উল্লেখ্য 'জিন্দেগী' প্রথমে অর্ধ সাপ্তাহিক ছিল। দৈনিকে রূপান্তরিত হয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ এ। এই 'জিন্দেগী'কে ঘিরেই নতুন পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। হাজী গিয়াসউদ্দীন সাহেবের ছোটভাই নাসির উদ্দিন সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নতুন পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় খায়রুল কবীর সাহেবকে। জনাব খায়রুল কবীর তখন এপিপিতে কাজ করেন। সকল সংশয় দোলাচলবৃত্তির আবসানে তিনি 'আজাদ' ছেড়ে চলে আসেন 'সংবাদ' এ। 'দৈনিক সংবাদ' প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট প্রয়াত সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত তুলে ধরেন নিম্নোক্ত বক্তব্যে

> বিভাগপূর্ব থেকেই প্রকাশিত সকল পত্রিকা বের হতো কলকাতা থেকে। আর প্রতিটি পত্রিকার পেছনে চালিকাশক্তি ছিল রাজনৈতিক ভাবধারা ও আদর্শ। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'দৈনিক আজাদ'-এসবের পেছনে রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রয়োজনের তাগিদ ছিল। 'সংবাদ' যখন প্রকাশের জন্য হাজী গিয়াস উদ্দিন আহমদ উদ্যোগী হলেন 'দৈনিক জিন্দেগী'র দায় দেনার দায়িত্ব তথা স্বত্ব কিনে নিয়ে, তখন মূল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ছিল না; ছিল সামাজিক, যার মূল লক্ষ্য ছিল জনশিক্ষা প্রসার। সংবাদপত্রের মাধ্যমে চারপাশের জগৎ সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন এমন একটি পত্রিকা যা জনমতের উপযুক্ত বাহন হতে পারে। লক্ষ্যটা রাজনৈতিক নয়, রুচিশীল জনমত গঠন।[২]

এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে 'দৈনিক সংবাদ' এর কাজ শুরু হয় ১৯৫১ সালের এপ্রিল- মে মাসে। ঘরে বাইরের সামগ্রিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় মে মাসের পনের তারিখে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছাড়াও রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনেক নেতা যোগ দেন। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়।

> নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সকল অবস্থায় সত্য প্রকাশ করাই আমাদের আদর্শ। এই নীতি ঘোষণা করে। সংবাদকে তার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে চলার চেষ্টা করেছে। প্রতিষ্ঠাকালে দৈনিক সংবাদের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চারটি। মূল্য রাখা হয়েছিল দুই আনা।[৩]

পত্রিকার এ পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং মূল্য একটি সূচক হিসেবে ধরা যেতে পারে। '৪৭ উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটা চিত্র এর থেকে লাভ করা যায়। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা '৫২র পর চার থেকে ছয়-এ উন্নীত হয়। স্বাধীনতার পর এর পৃষ্ঠা সংখ্যা আট-এ উন্নীত হলেও মূল্য নির্ধারিত থাকে এক টাকার কম। ১৯৮০ সালের আগস্ট পর্যন্ত এর মূল্য ছিল সত্তর পয়সা। ডিসেম্বর '৮১ এর পূর্ব পর্যন্ত পত্রিকাটির মূল্য নির্ধারিত থাকে এক টাকায়। '৮১র ডিসেম্বরে পত্রিকার মূল্য নির্ধারিত হয় এক টাকা বিশ পয়সা। '৮৭র মার্চে এর মূল্য পুনর্নির্ধারিত হয় এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। '৮৮ র পূর্ব পর্যন্ত 'দৈনিক সংবাদ' বিক্রি হয় দুই টাকা মূল্যে। এর পর থেকে '৯০ সাল পর্যন্ত মূল্য থাকে তিন টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যাও এ সময় বৃদ্ধি পায় মূল্য মানের সাথে সাযুজ্য রেখে। সাময়িকীর পৃষ্ঠা দুই থেকে উন্নীত হয় চার-এ। '৮০ র দশকে 'দৈনিক ইত্তেফাক', 'দৈনিক বাংলা' এ দুটো বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের পাশে দৈনিক 'সংবাদ' ছিল ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পত্রিকা। এই সময় একমাত্র 'সংবাদ'-ই বামভাবধারাকে সমুন্নত রেখে এর প্রকাশনা অব্যাহত রাখে। তাই প্রচার সংখ্যা অধিক না হলেও মান ছিল অনন্য। অবশ্য পত্রিকাটি গোড়া থেকেই অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করতে অভ্যস্ত। পঞ্চাশের দশকের গোড়াতে চরম অর্থনৈতিক দীনতার কারণে সংবাদ মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে কাজ করতে হয়েছে। এ সময় নিরপেক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ পরিবেশনা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। সরকারি স্বার্থের সংবাদ এবং সম্পাদকীয় প্রকাশ-ই এ সময় এর মুখ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়। চুয়ান্নর নির্বাচনের পর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটলে দলটির কাছে সংবাদের গুরুত্ব কমে যায়। পত্রিকাটি আবারও চরম অর্থকষ্টে পড়ে। এ অবস্থায় এর ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন আহমেদুল কবীর। তাঁর মননশীল চিন্তা চেতনা, উদারনৈতিক বিনিয়োগে পত্রিকাটি ভিন্নরূপ লাভ করে। দীর্ঘ অর্ধশতক ধরে তার এ যাত্রা অব্যাহত থাকে। শুরু থেকেই সংবাদ পূর্ণাঙ্গ আঙ্গিকে প্রকাশিত হতে থাকে। মহিলা পাতা, খেলাঘর, সাহিত্য সাময়িকী, ক্রীড়া বিভাগ ইত্যাদি বিভাগ প্রকাশেও সংবাদ প্রাগ্রসর চেতনার স্বাক্ষর রাখে। মহিলা দ্বারা মহিলা পাতা সম্পাদনা বাংলা সংবাদপত্র জগতে সংবাদেই প্রথম। লায়লা সামাদ ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য

> সংবাদের সেই আতুর ঘরেই আমার প্রকৃত সাংবাদিকের হাতে খড়ি। আর বললে বলা যায় এ দেশে মহিলা সাংবাদিকতার সূত্রপাতও বুঝি সেই দৈনিক সংবাদই।[৪]

শিশুকিশোরদের মননশীল করে তোলা, সৃষ্টিশীল করে তোলার লক্ষ্যে ছাপা হয় খেলাঘর বিভাগ। কবি হাবীবুর রহমান হন এর সম্পাদক। সেই সময়ে খেলাঘরের উপযুক্ততা সম্পর্কে বিশিষ্ট সাংবাদিক নিয়ামত হোসেনের মন্তব্য

> খেলা ঘরের পাতা আমাদের কাছে ছিল লেখার স্বাধীনতা, শিল্পির স্বাধীনতার মতো। যৌথ কাজ কর্মের মতো।[৫]

প্রথম থেকেই সংবাদের আকর্ষণীয় বিভাগ হয়ে উঠে সাহিত্য সাময়িকী বিভাগ। কবি আবদুল গণি হাজারী ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক। সংবাদ সাময়িকী প্রসঙ্গে সাংবাদিক এ.বি.এম. মুসার বক্তব্য

> রুচিবানদের আড্ডা বসতো হাজারী ভাইয়ের কামরায়। জনাব আবদুল গণি হাজারী ছিলেন সাহিত্য পাতার সম্পাদক। সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী ছিল তখনকার দিনে আধুনিক প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের বিচরণভূমি তরুণ সাহিত্যিকদের উন্মেষক্ষেত্র। গল্প প্রবন্ধ ছাড়াও ছিল আধুনিক কবিতা। আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান হাফিজ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জমান সবাই হাত খুলতেন সংবাদের সাময়িকী পৃষ্ঠায়।৬

এ কথা স্বীকার্য 'সংবাদ সাময়িকী' সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতির একটি পরিচ্ছন্ন রুচির বলয় তৈরি করেছে, তৈরি করেছে প্রাগ্রসর পাঠক ও লেখক। দৈনিক 'সংবাদ' সমাজ-রাজনীতি রাষ্ট্রে যে বিনির্মাণ করতে চেয়েছে, আমাদের শিল্প-সাহিত্যে আরো বেশি সাফল্যের সাথে তা করতে পেরেছে 'সংবাদ সাময়িকী'। 'সংবাদ সাময়িকী' দেশের তাবৎ গুণী লেখক কবি শিল্পী সংস্কৃতিসেবীকে তার চাঁদোয়ার নিচে আনতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, তাদের সাহসী ও টেকসই লেখাগুলোকে দিনের পর দিন তুলে আনতে পেরেছে এ পৃষ্ঠায়। বিপ্রতীপ সময়েও ঋজু কলমের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, অন্ধ অনুকরণের যুগে মৌলিকত্বকে সম্মানিত করেছে, সস্তা বাচালতায় পৃষ্ঠাগুলোকে বিকিয়ে না দিয়ে দায়বদ্ধ পংক্তিতে সাজিয়েছে মিতবাক গভীর সব লেখা।

আশির দশকে উপনীত হয়ে 'সংবাদ' মধ্য যৌবনে পৌঁছে। এর মধ্যে দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। রাষ্ট্রের মূলগত পরিবর্তন সাধিত হয় ১৯৭১ সালে। এ সময় বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। শুরু হয় নতুন দিগন্তের।

এর পূর্বে ষাটের দশকে পত্রিকাটি পাকিস্তানি শাসন শোষণের তীব্র বিরোধিতা করে সরকারের রোষাণলে পড়ে। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সময় মোনায়েম খান একবার পত্রিকার ডিক্লারেশন বন্ধ করে দেয়। পরে হাই কোর্টের নির্দেশে এ আদেশ প্রত্যাহার করে নেয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পত্রিকাটির সাথে যুক্ত হয় পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল মুক্তচিন্তার সাংবাদিক, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী। বস্তুত জহুর হোসেন চৌধুরী, রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, সন্তোষ গুপ্ত, তোয়াব খান, কামাল লোহানী, মোহাম্মদ ফরহাদ, আলী আকসাদ, বজলুর রহমান প্রমুখের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পত্রিকাটি নতুন রূপে সংবাদ পরিবেশনা ও সম্পাদকীয় প্রকাশে নির্ভীকভাবে এগিয়ে চলে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংবাদ গণতন্ত্র উদ্ধারে সাহসী ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রদায়িকতার মতো উগ্রতার ঘোর বিরোধী ছিল 'সংবাদ'। '৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর বিরুদ্ধে সরকার অবস্থান নিলে সংবাদ এর বিপক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখে। '৬৪ সালের দাঙ্গায় সরকারের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে 'সংবাদ' সোচ্চার হয়ে উঠে। পশ্চিমা শাসন শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাথে সাথে সংবাদ দেশবাসীকে সচেতন করেছে সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে। 'দৈনিক সংবাদ' পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে শুধু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি হিসেবে দেখে নি দেখেছে পাকিস্তানের সামষ্টিক প্রেক্ষাপটে। সংবাদের গণতান্ত্রিক ভূমিকা সম্পর্কে বজলুর রহমান বলেন

> সংবাদ এর পৃষ্ঠায় গণতন্ত্রের লড়াইয়ের পাশাপাশি তুলে ধরা হতে থাকে শ্রমিককৃষক মধ্যবিত্তের বাঁচার লড়াইয়ের খবর।বাক স্বাধীনতা,ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবীর পাশাপাশি স্থান পায় শ্রমিকের ধর্মঘটের অধিকারের দাবী।[৭]

১৯৭১ সালে 'সংবাদ' প্রকাশিত হয় নি। পাকবাহিনি 'সংবাদে'র অফিস জ্বালিয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের পর পত্রিকাটি আবার প্রাকাশিত হয় নতুন উদ্যমে। এ প্রসঙ্গে আহমেদুল কবীরের বক্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

> মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যেও পর সংবাদ এর কর্মীরা ফিরে এসে কাগজ বের করবেন প্রতিজ্ঞা করে কাজে নামলেন। পোড়াবাড়ীতে, পোড়াকাঠ, পোড়াটিন দিয়ে ঘর তুলে জল-ঝড়ের মধ্যে দাড়িয়ে কাজ করে সংবাদকে অৎবার চালু করেছেন।[৮]

কিন্তু স্বাধীনতার কয়েক বছর পরেই 'সংবাদ'কে আবারো সরকারের রোষাণলে পড়তে হয়।

> ১৯৭৫ সনে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে সরকার সংবাদ এর মত ঐতিহ্যবাহী কাগজেরও ডিক্লারেশন বাতিল করে দিলেন। যাই হোক ১৯৭৫ সনের সেপ্টেম্বর থেকে সংবাদ পুনঃপ্রকাশিত হয়।[৯]

পুনরায় পুরো উদ্যমে 'সংবাদ' প্রকাশিত হলেও তার নীতি পরিবর্তন করে নি। এ সময় পত্রিকাটির বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা স্পষ্ট হয়ে উঠে। সংবাদ পরিবেশনে বামপন্থীদের ছাড়া অন্য দলের সংবাদ ছাপায় অনাগ্রহী হতে লক্ষ্য করা যায়। সরকারের চাপিয়ে দেয়া কোন সংবাদও দৈনিক 'সংবাদ' প্রকাশে অনীহা দেখাত। এ প্রসঙ্গে সম্পাদক আহমেদুল কবীরের দৃষ্টিভঙ্গি সন্তোষ গুপ্ত তুলে ধরেন

> সরকার মতামত যা-ই থাকুক, আমার মতামত আমি ছাড়ব না।[১০]

'৭০র দশকের মাঝামাঝি থেকে দৈনিক 'সংবাদ' বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহকের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। '৮০র দশকে যখন একের পর এক সংবিধান পরিবর্তন করে দেশের মূল কাঠামো পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে তখনও দৈনিক 'সংবাদ' তার নিজস্ব ভাবনায় অবিচল থাকে। ১৯৭৪ থেকে 'সংবাদের সাহিত্যসাময়িকী'র দায়িত্ব পালন করেন আবুল হাসনাত। ২০০৪ সালের জুলাই পর্যন্ত এ দীর্ঘ ত্রিশ বছর সাহিত্য পাতার উৎকর্ষ সাধনে তিনি নিবিষ্ট ছিলেন যত্নসহকারে। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য

> শুধু মান, জীবনবোধ এ প্রত্যয় অক্ষুণ্ন রেখে' সাহিত্য সংময়িকী প্রকাশের চেষ্টা করেছি।[১১]

'সাহিত্যসাময়িকী'র নামকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে ১৯৮২ সালের অক্টোবরে।

জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে পূর্ব প্রচলিত সাপ্তাহিক ছুটি রোববারের একদিনের পরিবর্তে শুক্র ও শনিবার এই দুই দিন ঘোষণা করে '৮২ সালের আগস্টে। সাপ্তাহিক ছুটির এ পরিবর্তন 'সংবাদের সাহিত্যসাময়িকী'র উপর প্রভাব ফেলে। ধোববার সাপ্তাহিক ছুটি থাকাকালে 'সংবাদের সাহিত্যসাময়িকী'র নাম ছিল 'রোববারের' সাময়িকী' যা প্রকাশ পেত রোববারে। '৮২ র সাতই অক্টোবর থেকে এর নামকরণ করা 'সংবাদসাময়িকী' যা সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশ পায়। কোন কারণে বৃহস্পতিবার সাময়িকী প্রকাশিত হতে না পারলে পরবর্তীকালে তা প্রকাশ করা হত। সাপ্তাহিক নিয়ামত সঠময়িকী ছাড়াও 'দৈনিক সংবাদ' 'শহীদ দিবস', 'স্বাধীনতা দিবস' বাংলা 'নববর্ষ দিবস' 'সংবাদের জন্মদিবস (১৭ই মে)', 'বিজয় দিবস' ইত্যাদি দিবস উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। পাশাপাশি ঈদুল ফিতর সংখ্যা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের জন্ম-মৃত্যু দিবসেও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। এতে মানসম্মত প্রচুর প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রকাশ পেতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় '৯০ দশকের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে কোন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ পেত না।

দৈনিক 'সংবাদ' '৮০র দশক প্রগতিশীল সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের রচনা প্রকাশকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে কিংবা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় '৮০র দশকে যেমন আজও তেমনি পত্রিকাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

তথ্যনির্দেশিকা ও টিকা :

১. আনিসুজ্জামান, সংবাদ অর্ধশত বর্ষের সূচনায়, দৈনিক 'সংবাদ' পঞ্চাশ বছরপূর্তি ক্রোড়পত্র-১, ২৫শে মে, ২০০০, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১।

২. সন্তোষ গুপ্ত, 'অনিত্যের নিত্য প্রবাহিনী', দৈনিক 'সংবাদ' পঞ্চাশ বছরপূর্তি ক্রোড়পত্র-১, ২৫শে মে, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১১।

৩. গবেষক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, সন্তোষ গুপ্ত, ৬.৫.২০০৪, ঢাকা।

৪. লায়লা সামাদ, প্রসঙ্গ: সংবাদ, দৈনিক সংবাদের পঁচিশ বছরপূর্তি সংখ্যা, ২৩শে ভাদ্র, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা ৩০।

৫. নিয়ামত হোসেন, খেলাঘর ও সংবাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫।

৬. এ,বি,এম, মুসা, সংবাদের সেই দিনগুলি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪।

৭. বজলুর রহমান, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংবাদের ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১।

৮. আহমেদুল কবীর, পূর্বলেখ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১।

৯. আহমেদুল কবীর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩।

১০. গবেষক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, সন্তোষ গুপ্ত, ৬.৫.২০০৪, ঢাকা।

১১. গবেষক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, আবুল হাসনাত, ৬.৬.২০০৪, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

এই অধ্যায়ে ১৯৮০ থেকে '৮৯ সাল পর্যন্ত 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলিকে একটি ছকে আবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সময় সাহিত্যনির্ভর পত্রিকা এবং দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা কম থাকায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিকদের পাশাপাশি নবীন লেখদেরক সমাবেশ ঘটে পত্রিকা দুটির সাহিত্যপাতায়। এই দশকে 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীতে প্রধানত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয় বেশি। পাশাপাশি সংবাদসাময়িকীতে উপর্যক্ত বিষয়াবলি ছাড়াও উপন্যাস, বই আলোচনা, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধ, বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ, সমসাময়িক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটমূলক প্রবন্ধ, চিত্রসমালোচনা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। ছক রচনার সুবিধার্থে ইত্যাকার বিষয়গুলোকে অন্যান্য বিষয় শিরোনামে সংগ্রহ করা হয়েছে। মন্তব্য শিরোনামে সর্বডানে যে কলামটি রাখা হয়েছে এতে মূলত পত্রিকার মূল্য, প্রকাশ হওয়ার তারিখ পরিবর্তন ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। অনূদিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রথমে মূল লেখক এবং তাঁর দেশের নাম এবং পরে অনুবাদকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি রচনার ক্ষেত্রে লেখকের মূল বানান অনুসরণ করা হয়েছে। প্রমিত বাংলা বানানের রীতি এই পর্যায়ে মানা হয় নি। ছকের সর্ববামে দুটি তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। উপরের তারিখটি খ্রিস্টাব্দ এবং নিচের তারিখটি বঙ্গাব্দ। খ্রিস্টাব্দ ও বঙ্গাব্দ উভয় তারিখ তুলে ধরার ফলে যেকোন রচনা অনুসন্ধান করা সহজ হবে। এই পর্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে 'দৈনিক ইত্তেফাক' সাময়িকীর রচনাবলির তালিকা এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দৈনিক 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীর রচনাবলির তালিকা উপস্থাপন করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ : 'দৈনিক ইত্তেফাক' সাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলির তালিকা প্রণয়ন ও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/৬/১৯৮০ ২১/৯/১৩৮৬	আল মাহমুদের কবিতা	আব্দুল মান্নান সৈয়দ	আজকাল	হামিদা হাফিজ	স্মৃতিময় শব্দাবলী	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ্				নাম: রবি বাসরীয় ইত্তেফাক মূল্য: .৮০ টাকা
১৩/১/১৯৮০ ২৮/৯/১৩৮৬	গোলাম মকসুদ হিলালী, এ দেশের সাহিত্য আজ কোন পথে	আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আসিয়া খালেক	অন্ধ, তৃষ্ণার্ত হৃদয়	ইফতিয়ার চৌধুরী, গুলশান আরা রীনা	শরীরে অশরীরে (কবি ফজল শাহাবুদ্দিনকে), একজন বিধবার স্বরূপ, জ্যোতির বিলাসে, একটি দিনের জন্য	মাহবুব বারী, হামীদা খানম, রাহিলা ইসলাম, কাজী লতিফা হক				
২৭/১/১৯৮০ ১২/১০/১৩৮৬	কথা শিল্পী শহীদ আখন্দ ছোট গল্প প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গ: এ দেশের সাহিত্য আজ কোন পথে	ইউসুফ শরীফ, আশা নিবেদিতা	হাত, উলটো ছবি	ইসহাক খান, হেলেনা খান	অঘ্রানের উৎসব, যখন প্রচন্ড হবে প্রেম এই বুকে, নিশ্চিন্তপুরের বাসিন্দা	হাবীবুল্লা সিরাজী, আসুরা খাতুন, সৈয়দা শিউলি আখন্দ				

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৩/২/১৯৮০ ১৯/১০/১৩৮৬			অন্ধকারে চেনা, উলটো ছবি	নবীন গহর, হেলেনা খান	আদিতেই ফিরে আসে জীবন যাপন, যেনো পৃথিবীর ঝুঁটি ধরে আছো, ক্ষনিকের কবিতা, রক্তিম অভিবাদ	খালেদা এবিদ চৌধুরী, ত্রিদিব দস্তিদার নাসরীন নাঈম, রওশন আরা শান্তি				
১০/২/১৯৮০ ১৬/১০/১৩৮৬	কবি মহীউদ্দীন	সৈয়দ আলী আহসান	অসুখ নিয়ে খেলা, নিঃপ্রদীপ মহড়া	সেলিম রেজা, কানিজ ফাতেমা	একজন বিরাত্রিসের কাছে, একটা গোলাপ দাও, অবাঞ্ছিত আমি	সিকদার আমিনুল হক, আনিস ফাতেমা, ফাতেমা কাওসার				
১৭/২/১৯৮০ ৪/১১/১৩৮৬	হিজরী ও বাংলা নববর্ষঃ পয়লা মুহররম, জীবনের মূল্যবোধ ও আধুনিকতা	মুহম্মদ আবু তালিব, মনোয়ারা হাদী	মৃত্যু, এখন এমন এই সারা রাত	ফজলুল কাসেম, মনিকা সরকার	সব বলতে হবে, জলবায়ু, মানুষগুলো বাঁচতে চায়, তুমি অপেক্ষায় থেকো	ইউসুফ পাশা, আবিদ আনোয়ার, শিরীন ইসলাম, ফাতেমা কাওসার				
২৪/২/১৯৮০ ১১/৪/১৩৮৬	মোদের গরব মোদের আশা আ'মরি বাংলা ভাষা, মাতৃভাষা বাংলা ও এর সঠিক মূল্যায়ন, রেঁনেসা যুগের এক বিস্মৃত মনীষীঃ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী	বন্যা, লক্ষী রানী দাস, তোফায়েল আহমেদ	ক্ষত, মাটির ডাক	আব্দুল মোমেন নীলুফার, ফুটে ওঠো সূর্যমুখী	ঘাঁটা ঘাঁটি করো না, বর্ণমালা তোমাকে হাম্না হেনা	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, রাহিলা ইসলাম				

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২/৩/১৯৮০ ১৮/১১/১৩৮৬	মাতৃভাষা প্রেমিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, রেঁনেসা যুগের এক বিস্মৃত মনীষীঃ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী	মোর্শেদ জামিল, তোফায়েল আহমেদ	স্বর্ণালী স্বপ্ন	সামিয়া আব্বাসী	রূপকথা	মাহিদ হায়দার				
৯/৩/১৯৮০ ২৫/১১/১৩৮৬	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ঃ হারামণি	অন্নদা শঙ্কর রায়	সবজান্তা, প্রতিদ্বন্দ্বি	মূল: সামারসেট মম অনুবাদ: আতোয়ার রহমান, শাহানা ফেরদৌস	হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ, স্বদেশ এবং সোনা বু, তোমাকে ভালবেসে, নিঃশ্বাসে চাঞ্চল্য	নাসির আহমেদ, হামিদা খানম, কল্পনা মিত্র, রোকেয়া আক্তার খানম				
১৬/৩/১৯৮০ ২/১২/১৩৮৬			মোরগ ফুল ও এক টুকরো হাড়ের গল্প	জাফর তালুকদার	জসীম উদ্দিনের অপ্রকাশিত কবিতা, আমার অভাব, স্মৃতি বিস্মৃতির কথা	মহাদেব সাহা, সানাউল হক খান				
২৩/৩/১৯৮০ ৯/১২/১৩৮৬	আবুল মনসুর আহমদ	মোস্তফা কামাল	নির্ভেজাল, এক পেয়ালা চা	নাজমুল আলম, গোলাম কাশেম	বৃক্ষ ও মানুষ	ইমাউল হক				
৩০/৩/১৯৮০ ১৬/১২/১৩৮৬	অচেনা পথিক	ইবরাহীম খাঁ	পাপী	সাইফুদ্দীন চৌধুরী	মানুষের স্মৃতিস্তম্ভ	আল মাহমুদ				

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/৪/১৯৮০ ২৩/১২/১৯৮৬	সুন্দর বন সাহিত্য সম্মেলন: কিছু স্মৃতি	ড. আশরাফ সিদ্দিকী	কালো বিড়াল	সৈয়দ আল ফারুক	কি বিচিত্র সেলুকাস, ভ্রমনের কবিতা	ইউসুফ পাশা, সিকদার আমিনুল হক				
১৩/৪/১৯৮০ ৩০/১২/১৯৮৬	স্বগত সংলাপ	ফজল শাহাবুদ্দীন	যাত্রা	বারেক আব্দুল্লাহ	সংগীতের প্রতি, ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যাচ্ছি	মূল: মারিয়া রিলক, অনুবাদ: নয়ীম গহর				
২০/৪/১৯৮০ ৭/১/১৯৮৭	জ্যাপল সার্ত্রে একটি নক্ষত্রের পতন	(সম্পাদকীয়)	কাছের মানুষ কাঁদে	আরেফিন বাদল	প্রস্তাব, পাখিদের দাবি	নিয়ামত হোসেন, আতাহার খান				
২৭/৪/১৯৮০ ১৪/১/১৯৮৭	ফররুখ রচনাবলী	সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়	চোখ	ইসমাইল হোসেন	একটি ঘর, আমার বাড়ি, আগ্রহ	মূল: খাইরিল আনোয়ার অনুবাদ: সাইয়িদ আতীকুল্লাহ				

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/৫/১৯৮০ ২১/১/১৩৮৭	নাজমুল আলমের গল্পের ভুবন	আব্দুল মোমেন	বিপর্যয়	নিশাদ নজরুল	হিচককের চোখ দিয়ে দেখা, পথ, অশ্রু	বেলাল চৌধুরী, হাবীবুল্লাহ সিরাজী মূল: স্টিফেন স্পেন্ডার অনুবাদ: শোয়েব শাহরিয়ার				
১১/৫/১৯৮০ ২৮/১/১৩৮৭	গদ্য ছন্দ ও রবীন্দ্র নাথ	আব্দুল মান্নান সৈয়দ	পৈত্রিক ভিটে	শাহ খায়রুল বাশার	বিশ্রামের আগে	সানাউল হক খান				
১৮/৫/১৯৮০ ৪/২/১৩৮৭	বাদ্য ছন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, বারট্রান্ড রাসেলের মানবিক বিবেচনা	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আহমেদ আশরাফ	জরিনা ও সুফিয়া	আহমদ বশীর	ঘটনা	মূল: সিলভিয়া প্লাথ, অনুবাদ: নরীম গহর				
২৫/৫/১৯৮০ ১১/২/১৩৮৭	নজরুল পেক্ষাপটে, স্বগত সংলাপ	সৈয়দ আব্দুস সুলতান, ফজল শাহবুদ্দীন	জরিনা ও সুফিয়া	আহমদ বশীর	ভোরের কুকুর	সিকদার আমিনুল হক				

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/৭/১৯৮০ ২২/৩/১৩৮৭	স্বগত সংলাপ	ফজল শাহাবুদ্দীন	সম্রাট	আব্দুল মোমেন	স্বর্গ/দূর দ্বীপবাসিনী, আমার প্রিয়তমা/এপিগ্রাফ	মূল: খাইরিল আনোয়ার অনুবাদ: সাইয়িদ আতীকুল্লাহ				
১৩/৭/১৯৮০ ২৯/৩/১৩৮৭	সাহিত্যিক মতিন উদ্দিন আহমদ	সৈয়দ আব্দুস সুলতান	অচিন মানুষ	শওকত চৌধুরী	কবিরা, বাচাও প্রেয়সী তোমাকে	আল মাহমুদ				
২০/৭/১৯৮০ ৪/৪/১৩৮৭	ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষাতত্ত্ব গাবেষণার প্রকৃতি	মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ	কণ্ঠস্বর	কাজী হাবিব	নুনের লাবণ্য, জাতিস্মর, পুজাপুতিরা দুঃখ দিতে চায়	হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মাহমুদ শফিক, জাহিদ হায়দার				
২৭/৭/১৯৮০ ১১/৪/১৩৮৭	স্বগত সংলাপ	ফজল শাহাবুদ্দীন	ভাবী রাষ্ট্রপতি	মূল: এরস্কিন কলডওয়েল অনুবাদ: আতোয়ার রহমান	ঝরা পাতাদের গান, আমার ইতিহাস	মাহবুব সাদিক, আহমদ রুহুল্লাহ				

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৯/৮/১৯৮০ ২৮/৪/১৩৮৭	আল মাহমুদ	সৈয়দ আলী আহসান	খরা	শামসুদ্দীন আবুল কালাম	কাক সংবাদ, মেয়েটি	আবু বকর সিদ্দিক মূল: ওলসোয়েঙ্কিক (নাইজেরিয়ান) অনুবাদ: কিংসুক ওসমান				
১৬/৮/১৯৮০ ৩২/৪/১৩৮৭										ঈদুল ফিতরের বন্ধ
৩১/৮/১৯৮০ ২৪/৫/১৩৮৭	আল মাহমুদ	সৈয়দ আলী আহসান	পাতা ঝরা বৃক্ষের অরণ্য	তাপস মজুমদার	পুলিশ ও প্রত্যক্ষ করে/অথচ তোমার মধ্যে	শামসুর রাহমান				

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/৯/১৯৮০ ২১/৫/১৩৮৭	নজরুল কাব্যের পাঠান্তর, আল মাহমুদ	শাহাবুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান			কাজী নজরুল ইসলাম, এই বন্যায় ও নয়	আব্দুল কাদির, সিকদার আমিনুল হক				
১৪/৯/১৯৮০ ২৮/৫/১৩৮৭	বৃটেনে নাটক ও নাট্যশালা	নাজমুল আলিম	উপশম	আব্দুল মোমেন	রিলিফ ক্যাম্প	ইউসুফ পাশা				
২১/৯/১৯৮০ ৪/৬/১৩৮৭	শামসুর রাহমান, বৃটেনে নাটক ও নাট্যশালা	ইজাজ হোসেন, নাজমুল আলম	জুঁইকোর খেলা	শাহ খায়রুল বাশার	অপেক্ষাই সুন্দর	মাকিদ হায়দার				
২৮/৯/১৯৮০ ১১/৬/১৩৮৭	শামসুর রাহমান	ইজাজ হোসেন	মাংস	মূল: এবন্কিল কলডওয়েল অনুবাদ: আতোয়ার রহমান	প্রিয়ার সমাধি, জলের কবর	আব্দুল কাদির, শহীদুজ্জামান ফিরোজ				

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/১০/১৯৮০ ১৮/৬/১৩৮৭	শামসুর রাহমান	ইজাজ হোসেন	তিমিরান্তিক	আমীন হাশিম	ভালবাসার প্রতিরোধ, বিবর্তন, মৃত হরিণের চোখ	মূল: ওল সোয়েঙ্ক অনুবাদ: কিংসুক ওসমান, মাহমুদ শফিক, আহমদ আজিজ				
১২/১০/১৯৮০ ২৫/৬/১৩৮৭	শামসুর রাহমান	ইজাজ হোসেন	গায়ের আগুন	শামসুদ্দিন আবুল কালাম	প্রতিযোগিতা, তোমাকে আমার চাই	নিয়ামত হোসেন, মাহবুব সাদিক				

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২/১১/১৯৮০ ১৬/৭/১৩৮৭	গিইঅম এ্যাপোলিনেআর	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	সাপ	নিশাত বদরুল	তার বোনের প্রতি শীতে পংক্তিমালা, তুমি থেকো আরোগ্য সকাল, ভুল আফিমের কথকতা	মূল: উইলিয়াম মেরিডিথ অনুবাদ: আব্দুল মোমেন, মুশাররফ করিম, আবিদ আনোয়ার				
৯/১১/১৯৮০ ২৩/৭/১৩৮৭	কবি খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন	সৈয়দ আব্দুস সুলতান	আসমানী সাবান	আবু হাসান শাহরিয়ার	একদিনের কল্পকাহিনী, আর পারি না	হাবিবুল্লাহ সিরাজী, ফারুক মাহমুদ				
১৬/১১/১৯৮০ ৩০/৭/১৩৮৭	ডি, এইচ, লরেন্স	মূল: বারট্রান্ড রাসেল অনুবাদ: আহমেদ আশরাফ	অপেক্ষা	সৈয়দ আল ফারুক	আমি যেহেতু অন্যদের মতো নই/তুমি আসেবা না তাই	সিকদার আমিনুল হক				
২৩/১১/১৯৮০ ৭/৮/১৩৮৭	সার্বে: আমৃত্যু আপোসহীন	মূল: গান্টার জেহম অনুবাদ: শোয়েব শাহরিয়ার	জোক	শামসুদ্দিন আবুল কালাম	গাধা ও মানুষের কবিতা	রফিক আজাদ				
৩০/১১/১৯৮০ ১৪/৮/১৩৮৭	আমাদের জাতিসত্তা ইতিহাস চেতনা	এ, এফ, এম আব্দুল জলিল	কাফন	মুনসী প্রেমচাঁদ	বৃষ্টি ও আকাশের প্রভুকে ধন্যবাদ, কারাগার	মাহবুব বারী মূল: সিজার পাভেস অনুবাদ: বেলাল চৌধুরী				

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২১/১২/১৯৮০ ৬/৯/১৩৮৭	বেগম রোকেয়া সামাজিক ভূমিকা প্রসঙ্গে	মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ	গাছ	জাফর তালুকদার	এশিয়ার দিগন্ত জোড়া, ধীরে ধীরে দৃশ্যাতীত ভাবে	আবু বকর সিদ্দিক, শিহাব সরকার				পত্রিকাটি ৮ পৃষ্ঠার।
২৮/১২/১৯৮০ ১৩/৯/১৩৮৭	ইতালীর কবি সানডো পেন্না	শাহাবুদ্দিন	শব্দ	হেলাল আহমেদ	বন্দী ও মুক্ত, অভিন্ন, আমি একা	মূল: খাইরিল আনোয়ার অনুবাদ: সাইয়িদ আতীকুল্লাহ				

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/১/১৯৮১ ২০/৯/১৩৮৭	শহীদ সোহরাওয়ার্দী	সৈয়দ আলী আহসান	বুনো বৃষ্টি	রীয়াজ মোবারক	ভালবাসার পংক্তিমালা, রূপ সনাতন	মাহবুব তালুকদার, সানাউল হক খান				
১১/১/১৯৮১ ২৭/৯/১৩৮৭	জীবন যখন যেমন	সৈয়দ আব্দুস সুলতান	বিলাহ বিলাত	শামসুদ্দীন আবুল কালাম	শিল্প/কবিতা কোথায় থাকে/তুমি, হায় মায়াবী জানালা	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, নাসির আহমেদ				
১৮/১/১৯৮১ ৪/১০/১৩৮৭	ফররুখ আহমেদের কবিতাঃ শিল্পের অনুষঙ্গ	রফিক উল্লাহ খান	আয়না	ফারুক মাহমুদ	কার্তিকের ধান	মুজিবুল হক কবির				
২৫/১/১৯৮১ ১১/১০/১৩৮৭	নোবেল বিজয়ী প্রফেসর সালামের ভাষণ, আল মাহমুদের কবিতা	নাঈম উল হক অনুবাদ: নাদিরা মজুমদার, আব্দুল মোমেন			ঘোড়াটির জন্য, চেতনার চেতনকুমেরে	মূল: মায়াকোভস্কি অনুবাদ: ম. মীজানুর রহমান মাহবুব সাদিক				

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/২/১৯৮১ ১৮/১০/১৩৮৭	নোবেল বিজয়ী প্রফেসর সালামের ভাষণ	মূল: নাঈম উল হক, অনুবাদ: নাদিরা মজুমদার,	মোরগ	নাজমুল আলম	অপূর্ণতায় একজন	মাকিদ হায়দার				
৮/২/১৯৮১ ২৫/১০/১৩৮৭	ভাষা প্রসঙ্গ: শিশুর ভাষা শিক্ষা	দানিউল হক	চারদিক খোলা	মঈনুল আহসান সাবের	সময়ের পর্ব/সম্ভব/আমি/ কপোত/ মা / ডাকি/ পুষ্পিত সংগীত	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান				
১৫/২/১৯৮১ ৩/১১/১৩৮৭	ভাষা প্রসঙ্গ: শিশুর ভাষা শিক্ষা	দানিউল হক	চারদিক খোলা	মঈনুল আহসান সাবের	আমার সীমানা	হাসান হাফিজুর রহমান				

মার্চ-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/৩/১৯৮১ ১৭/১১/১৩৮৭	কথা শিল্পী শাহেদ আলী	আব্দুল মোমেন	লাল বাত্তি	শামসুদ্দিন আবুল কালাম	কবি মঈনুদ্দীনের মৃত্যুতে, শেষ বিশ্রাম	আব্দুল কাদির, সৈয়দ আলী আহসান				
৮/৩/১৯৮১ ২৪/১১/১৩৮৭	কবিতা জীবনের জন্য	রাজীব জামালী	লাল বাত্তি	শামসুদ্দিন আবুল কালাম						
১৫/৩/১৯৮১ ১/১২/১৩৮৭	পাপচেতনার সাহিত্য, বুদ্ধির মুক্তি ও রেঁনেসা আন্দোলন	আহমদ বশীর, আবিদ আনোয়ার	কসাইয়ের হাতে মেষ	মূল: রোয়াল্ড ডাল, অনুবাদ: ভুঁইয়া শাহাবুদ্দিন						
২২/৩/১৯৮১ ৮/১২/১৩৮৭	রাষ্ট্রিক বনাম কৃষ্টিক স্বাধীনতা, পাপ চেতনার সাহিত্য	আবুল মনসুর আহমদ, আহমদ বশীর	শব্দ	হাসান আবু সাঈদ	কবি	আবিদ আনোয়ার				
২৯/৩/১৯৮১ ১৫/১২/১৩৮৭	চিঠি পত্রে প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ	সৈয়দ আব্দুস সুলতান	অসুখ	নাজমুল আলম	আত্মসমর্পন	মাহবুব তালুকদার				

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/৪/১৯৮১ ২২/১২/১৩৮৭	সলবেলার উপন্যাস জন্মান্তরবাদ	শওকত আলী ওয়ারেসী	অসুখ	নাজমুল আলম	তোমার অস্তিত্বের সুগন্ধি	সৈয়দ আলী আহসান				
১২/৪/১৯৮১ ২৯/১২/৮৭	ঔপন্যাসিক আব্দুর রাজ্জাক এবং কন্যাকুমারী	রফিক উল্লাহ খান	বেসাতি	আলমগীর রেজা চৌধুরী	কোথায় আমার আশ্রয়	খালেদা এদিব চৌধুরী				
১৯/৪/১৯৮১ ৬/১/১৩৮৮	রফিকুন্নবীর চিত্রকলা	নজরুল ইসলাম	জনক	শাহ খায়রুল বাশার	ভাল আছি	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ				
২৬/৪/১৯৮১ ১৩/১/১৩৮৮	টি. এস. ইলিয়টঃ দি ওয়েস্ট ল্যান্ড	খুরশেদুল ইসলাম	দূরত্ব	ইসহাক খান	জিম্মি নাগরিক, কালো আঙ্গুল	নাসীম গহর, মূল: এনজেলিনা ওয়েল্ড অনুবাদ: আব্দুল মোমেন				

মে-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৩/৫/১৯৮১ ২০/১/১৩৮৮	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা, টি. এস. ইলিয়ট দি ওয়েষ্ট ল্যান্ড	রফিক উল্লাহ খান, খোরশেদুল ইসলাম			তাহলে কোথায় যাব, তাণ্ডব তন্ত্রের জটিলতা, হাহাকার	আব্দুস সাত্তার, শামসুল ইসলাম				
১৭/৫/১৯৮১ ৩/২/১৩৮৮	কবি মোহাম্মদ সুলতান	মোহাম্মদ বদরুল আমিন খান	মিসকিন	গোলাম রব্বানী	ঘৃণা মনস্তাত্তিক	সানাউল হক খান				
২৪/৫/১৯৮১ ১০/২/১৩৮৮	নজরুল ও বাংলা সাহিত্যের প্রামাণ্যতম ইতিহাস, নজরুল রচনাবলীঃ ইসলাম সংগীত	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আব্দুল আজিজ আল আমান			জলপাই রঙ বেয়াড়া পাড়ি	আল মজাহিদী				
৩১/৫/১৯৮১ ১৭/২/১৩৮৮	পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, বিদ্রোহী কবির সান্নিধ্যে	সৈয়দ আলী আহসান, তোফায়েল আহমেদ	খুনী	মূল: এবস্কিন কলডওয়েল অনুবাদ: আতোয়ার রহমান	যখন রুগ্ন ছিলাম	সিকদার আমিনুল হক				

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২১/৬/১৯৮১ ৬/৩/১৩৮৮	রবীন্দ্র নাথের কুম্ভ	আবু জাফর	খুনী	মূল: এরস্কিন কলডওয়েল অনুবাদ: আতোয়ার রহমান	বিপদ সীমা তুমি, ক্রমশ গভীরে শ্রাবণে, মতিঝিলে দুপুর	শেখ আব্দুর রহমান, অরুণাভ সরকার, জাহিদ হায়দার				৮ পৃষ্ঠা ১ টাকা, ৮ পৃষ্ঠা ১ টাকা
২৮/৬/১৯৮১ ১৩/৩/১৩৮৮	আকবর হোসেনঃ তাঁর কথা সাহিত্য, পঞ্চগড়	মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ, আশরাফ সিদ্দিকী			চিত্রিত যৌবন শীতার্ত যুবক	নরীম গহর, শাহদাৎ বুলবুল				

জুলাই-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/৭/১৯৮১ ২০/৩/১৩৮৮	নজরুল রচনাবলী: গানের পাঠভেদ	আব্দুল কাদির	মাছ	আব্দুল মান্নান সৈয়দ	লাজুক স্বপ্নেরা, রক্তাক্ত মানচিত্রে আছি	হারুন রশিদ, ইউসুফ পাশা				
১২/৭/১৯৮১ ২৭/৩/১৩৮৮	নজরুল রচনাবলী: গানের পাঠভেদ	আব্দুল কাদির	ব্রহ্মপুত্রে সূর্যোদয়	নাজমুল হাসান	বোঝাপড়া নিজের সাথেই, সিক্ত হই চড়ুইয়ের প্রেমে	আবিদ আনোয়ার, আশরাফ আহমেদ				
১৯/৭/১৯৮১ ৩/৪/১৩৮৮	অডেন: তার যুগের কণ্ঠস্বর নজরুল রচনাবলী: গানের পাঠভেদ	মূল: ষ্টিফেন সেন্ডার অনুবাদ: ফিরোজ আহমেদ, আব্দুল কাদির			মানুষ ও ম্যানিকিন	শিহাব সরকার				
২৬/৭/১৯৮১ ১০/৪/১৩৮৮	৪ঠা ফাল্গুন, পঞ্চগড়	নজরুল করিম নাসিম, আশরাফ সিদ্দিকী			ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যাবলী, শাদ্দাতের বেহেশ্‌ত উপাখ্যান	নাসির আহমেদ, মোহন রায়হান				

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৯/৮/১৯৮১ ২৪/৪/১৩৮৮	রবীন্দ্রনাথের কুমু	আবু জাফর	বিবি জয়তুনের রাষ্ট্র দর্শন	আব্দুল মোমেন	সরাদিন	মাকিদ হায়দার				২ আগষ্ট পত্রিকা নেই
১৬/৮/১৯৮১ ৩১/৪/১৩৮৮	রবীন্দ্রনাথের কুমু, আমার বিশ্বাস	আবু জাফর, আব্দুল মান্নান সৈয়দ			ইচ্ছে ছিল, গাই গরু, ফিঙ্গে ও বকধর্ম	আব্দুস সাত্তার, বেলাল চৌধুরী				
২৩/৮/১৯৮১ ৬/৫/১৩৮৮	আমার বিশ্বাস, জীবন শিল্পী মাহবুব-উল-আলম	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, রফিক উল্লাহ খান			আমি তোমাকে মনে রেখেছি	মাহবুব হাসান				
৩০/৮/১৯৮১ ১৩/৫/১৩৮৮	সৈয়দ মুর্তজা আলীঃ তার সাহিত্য, এই সমতটে	নাজমুল হাসান, সৈয়দ সালেহ আহমেদ	মাছ	সাইফুল্লা মাহমুদ দুলাল	মানুষ, বীজ ও বাড়ির ইতিহাস	সৈয়দ হায়দার				

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/৯/১৯৮১ ২০/৫/১৩৮৮	নজরুল কাব্যে দেশ বন্দনা, কালজ ও কালোত্তর	আতোয়ার রহমান, আব্দুল মান্নান সৈয়দ			ভবিষ্যৎ স্মৃতি	মাহমুদ শফিক				
১৩/৯/১৯৮১ ২৭/৫/১৩৮৮	কালজ ও কালোত্তর	আব্দুল মান্নান সৈয়দ	ঢল	মুস্তফা মাসুদ	ভাল লাগা নয় শুধু, অনুকম্পা ও স্বপ্নের ছায়া	আজিজুর রহমান, হাবীবুল্লাহ সিরাজী				
২০/৯/১৯৮১ ৩/৬/১৩৮৮	লঙ্গফেলো হুইটম্যান	মূল: ডিকিনসন ফ্রস্ট অনুবাদ: আব্দুল মোমেন	ফাঁস	ইকতিয়ার চৌধুরী	বিবর্তিত প্রজাপতি, কীর্তিনাশার ঢেউ	আবিদ আনোয়ার, সোহরাব হাসান				
২৭/৯/১৯৮১ ১০/৬/১৩৮৮	লেখকের নাম বিভ্রাট, জীবনানন্দ গবেষক ক্লিন্ট বুথসিলি	আব্দুল কাদির, আব্দুল মান্নান সৈয়দ			নত হও কর্নিশ করো	রফিক আজাদ				

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/১০/১৯৮১ ১৭/৬/১৩৮৮	লেখকের নাম বিভ্রাট, এই সমতটে	আব্দুল কাদির, সৈয়দ সালেহ আহমদ	গভীর গোপন	মাহমুদুন নবী মাসুদ	ববি স্যান্ডস এর জবানবন্দী, কবিতা, অসুখী রাণী	নরীম গহর, সানাউল হক খান				
১৮/১০/১৯৮১ ১/৭/১৩৮৮	ব্যতিক্রমের এক অধ্যায়, লিঁও,পিইএন আর্ন্তজাতিক সাহিত্য সম্মেলনে ফজল শাহাবুদ্দিন	সৈয়দ আলী আহসান, সাক্ষাৎকার গ্রহীতা আল মাহমুদ	অশরীরী	বারেক আব্দুল্লাহ	তোমাকে দেখি, তাকে দেখি	সিকদার আমিনুল হক				১১ তারিখের পত্রিকা পাওয়া যায় নি।
২৫/১০/১৯৮১ ৮/৭/১৩৮৮	কাজী মোতাহার হোসেনঃ মুক্তবুদ্ধি আন্দোলন	নাজমুল হাসান	অশরীরী	বারেক আব্দুল্লাহ	(জীবনান্দ দাশের অপ্রকাশিত কবিতা) অনেক কাউন্সিল কনফারেন্সের শেষে, ঘনমর্মর	জীবনানন্দ দাশ				

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/১১/১৯৮১ ১৫/৭/১৩৮৮	সাম্প্রতিক উপন্যাস	সফি উদ্দিন আহমদ	অশরীরী	বারেক আব্দুল্লাহ	দুটি কবিতা	মাহবুব তালুকদার				
১৫/১১/১৯৮১ ২৯/৭/১৩৮৮	আমাদের কাজী সায়েব, সিদ্ধার্থ ও বুদ্ধ, যেখানে দু'জন	আসকার ই বনে শাইখ, ভূঁইয়া শাহাবুদ্দিন	অশরীরী	বারেক আব্দুল্লাহ	উপহাসের ডালপালা, বাংলাদেশ, চাষার	শেখ আব্দুর রহমান, আবু হাসান শাহরিয়ার, আবু বকর সিদ্দিকী				
২২/১১/১৯৮১ ৬/৮/১৩৮৮	বিহযাদের শিল্পী সত্ত্বা	সৈয়দ আলী আহসান	উত্তরাধিকার	সেলিম হাসান	আমি দুঃখ করি না, করতোলে থুতনি, মানবিক বোধের বাগান	মূল: সেভাই ইয়েসিন অনুবাদ: ফিরোজ আহমেদ, ওমর আলী, মাহবুব সাদিক				
২৯/১১/১৯৮১ ১৩/৮/১৩৮৮	ইতিহাস মনস্ক কবি ফররুখ আহমদ, রাজার ক্ষমতা	রফিক উল্লাহ খান, মূল: বারট্রান্ড রাসেল অনুবাদ: আহমেদ আশরাফ			আমি যাই	হাসান হাফিজুর রহমান				

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/১২/১৯৮১ ২০/৮/১৩৮৮	রাজার ক্ষমতা সমকালীন সমালোচনা সাহিত্য	মূল: বারট্রান্ড রাসেল, অনুবাদ: আহমেদ আশরাফ, ইসরাইল খান	নদীর কাছেই	আতাউল করিম	আমার ছবি আমার প্রাণ, পরিত্যাক্ত বাড়িটির জন্য	আব্দুস সাত্তার, নাসির আহমেদ				
১৩/১২/১৯৮৮ ২৭/৮/১৩৮৮	'ফর হুম দি বেল টোলস' হেমিংওয়ের কালজয়ী উপন্যাস	আলম খোরশেদ	দায়ভার	আলমগীর রেজা চৌধুরী	আপেল আমার মৃত্যু	শিহাব সরকার				
২৭/১২/১৯৮১ ১১/৯/১৩৮৮	কবি বেনজীর আহমদ	সৈয়দ আব্দুস সুলতান	অন্য চৈতন্য	উলফত রানা	আমি পাপ বিদ্ধ হই, মানুষের মন ভূমীমানায়	সৈয়দ হায়দার, ত্রিদিব দস্তিদার				

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৩/১/১৯৮২ ১৮/৯/১৩৮৮	কবি বেনজীর আহমদ	সৈয়দ আব্দুস সুলতান	পথের মানুষ	আবু বকর সিদ্দিক	ভ্রাতৃসংঘ	শামসুর রাহমান				
১০/১/১৯৮২ ২৫/৯/১৩৮৮	অস্তাচলের দুয়ারে দাঁড়িয়ে	আকবর উদ্দিন	বৃক্ষের দিন	ফজলুল কাশেম	মধ্য রাতের ভয়/পাথর ও রাখালের গল্প/শক্তি	মূল: মুহম্মদ শের ওল খান (আফগান) অনুবাদ: কিংশুক ওসমান				
১৭/১/১৯৮২ ৩/১০/১৩৮৮	অস্তাচলের দুয়ারে দাড়িয়ে	আকবর উদ্দিন	মরা ফুলের গন্ধ	শাহ খায়রুল বাশার	তোমাকে দেখবো বলে, পারমানবিক স্মৃতি	আলাউদ্দিন আল আজাদ মোহন রায়হান	-			
২৪/১/১৯৮২ ১০/১০/১৩৮৮	কবি উজেনিও মন্তালেঃ আধুনিক ইতালীর শিল্প ভাবনা	রফিক উল্লাহ খান	যাত্রা	কাজী হাবিব	সন্তান সম্ভবা রাত্রি, হে সূর্যের শত্রু	মনির উদ্দিন ইউসুফ, মূল: সামিহ আল কাসিম অনুবাদঃ হারুন হাবিব				
৩১/১/১৯৮২ ১৭/১০/১৩৮৮	কবি উজেনিও মন্তালে: আধুনিক ইতালীর শিল্প ভাবনা	রফিক উল্লাহ খান	নতুন গল্প	মাহমুদুল হাসান	হাইওয়ের দশম মাইল	মূল: রাজা ঠাকুর (মারাঠী কবি) অনুবাদ: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান				

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/২/১৯৮২ ২৪/১০/১৩৮৮	হুইটম্যানের ঘাস, এই সমতটে	শওকত আলী ওয়ারেস, সৈয়দ সালেহ আহমদ	অন্য রকম মৃত্যু	ফারুক মাহমুদ	বেশ আছি, চলে এসো মঞ্চের পেছনে, বহতা স্বভাব	আবুল খায়ের মুসলে উদ্দিন, শিহাব সরকার, সৈয়দ আল ফারুক				
১৪/২/১৯৮২ ২/১১/১৩৮৮	ম্যনিলায় এশিয় লেখক সম্মেলন: সৈয়দ আহসান	সাক্ষাৎকার গ্রহণ- আল মুজাহিদী	আদিম	নাজমুল আলম	কবিতা তোমার দুর্ভোগ	সিকদার আমিনুল হক				
২১/২/১৯৮২ ৯/১১/১৩৮৮	একুশের চেতনা ও সাহিত্য, এ দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, রূপসী বাংলার কবি,	আলাউদ্দিন আল আজাদ, গাজীউল হক, আবু হেনা মোস্তফা কামাল	ক্যাপটেনের বক্তব্য	সৈয়দ শামসুল হক	মোহন মিস্ত্রি, কাল তোমাকে, ছোয়ার জন্যে যত অভিমান	আব্দুস শাকুর, আবু বকর সিদ্দিক, জাহিদুল হক				
২৮/২/১৯৮২ ১৬/১১/১৩৮৮	কবি মাঈনুদ্দিন, হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, রফিক উল্লাহ খান			সজলমুখী, দ্রুত চলা দায়, শোক গাথা একটি মুখ	আল মাহমুদ, আরশেদ আজিজ, মূল: আহমেদ হুমাই (প্যালেস্টাইন) মূল: আকল অনুবাদ: নূরুল করিম নাসিম				

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/৩/১৯৮২ ২৩/১১/১৩৮৮	বিষয়ী দর্পণ, কাব্যকথা কমল সুগন্ধি ভরিপুর, হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা	আল মাহমুদ, রাজীব জামালী, রফিক উল্লাহ খান			নির্মতার পাপ, তোমার অদ্রতা, কি করে ঘুমাবো	নঈম গহর, জাহাঙ্গীর ফিরোজ, আসফউদ্দৌলাহ				
১৪/৩/১৯৮২ ৩০/১১/১৩৮৮	ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক	আব্দুল কাদির	এক মুক্তযোদ্ধার ক্ষুৎ পিপাসা	আন্দালিব রাশদী	অন্ধ, অধর সঙ্গমে, সোনাইমুড়িতে বিকেল	মূল: রুমি অনুবাদ: আফজাল চৌধুরী, মুজিবুল হক কবীর, মাকিদ হায়দার				
২১/৩/১৯৮২ ৭/১২/১৩৮৮	আবুল মনসুর আহমেদের সামাজিক দর্শন, বিজয়ী দর্পন	আল মুজাহিদী, আল মাহমুদ								
২৮/৩/১৯৮৮ ১৪/১২/১৩৮৮										

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/৪/১৯৮২ ২১/১২/১৩৮৮	ইবরাহীম খাঁর সমাজ চেতনা, হলুদ বৃষ্টির দিন কি সামনেই	মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ, রাহাত খান	দূরের মানুষ	নিশাদ বদরুল	অলৌকিক আয়না, রৌদ্রে অবগাহন, দীর্ঘদিন কুহেলী পাখির খোঁজে	আব্দুস সাত্তার, খালেদা এদিব চৌধুরী, নাসির আহমেদ				
১১/৪/১৯৮২ ২৮/১২/১৩৮৮	ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, বিজয়ী দর্পণ	আব্দুল কাদির, আল মাহমুদ			দিনের শুরুতে /বহ্নুৎসব ও পিপীলিকা	মূলঃ আলেক জান্ডার সোলঝেনিৎসিন অনুবাদঃ আন্দালিব রাশদী				
১৮/৪/১৯৮২ ৪/১/১৩৮৯	আর্নেস্ট হেমিংওয়ের জীবন দৃষ্টি	আহমেদ আশরাফ	ভাটি	মোহাম্মদ মোহসেন	কুশল সংবাদ, ভাল থাকা হল না, কোন সুখবর নেই, মানুষ ফড়িং	ইউসুফ পাশা, সানাউল হক খান, সৈয়দ হায়দার, জাহাঙ্গীর ফিরোজ				
২৫/৪/১৯৮২ ১১/১/১৩৮৯	সৈয়দ আলী আহসানের কবিতা, বিজয়ী দর্পণ	আন্দালিব রাশদী, আল মাহমুদ			তিনি কেশে উঠলেন, অদ্ভুত আঁধার, এসো	আবিদ আনোয়ার, সাযযাদ কাদির, অরুনাভ সরকার				

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
										মে দিবসের বন্ধ
৯/৫/১৯৮২ ২৫/১/১৩৮৯	তাঁর আলো অন্ধকার, সৈয়দ আলী আহসানের কবিতা	আফজাল চৌধুরী, আব্দালিব রাশদী			মনিপুর লোকদুহিতা, উদাস অনুপস্থিত	শামসুর রাহমান, আসফ উদ্দৌলাহ্				এক পৃষ্ঠার অর্ধেক অর্থনীতির খবর
১৬/৫/১৯৮২ ১/২/১৩৮৯	বিজয়ী দর্পণ আব্দুল মান্নান সৈয়দ: দুটি নতুন উপন্যাস	আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন			রাজা	মাহবুব সাদিক				
২৩/৫/১৯৮২ ৮/২/১৩৮৯			কম্পন	সিদ্দিকুর রহমান	বখতিয়ারের ঘোড়া	আল মাহমুদ				
৩০/৫/১৯৮২ ১৫/২/১৩৮৯	নজরুল গীতির শ্রেণী বিন্যাস	রফিকুল ইসলাম			আমার কৈফিয়ৎ	কাজী নজরুল ইসলাম				

জুন-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/৬/১৯৮২ ২২/২/১৩৮৯	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহর কবিতা	রফিক উল্লাহ খান			দেবে স্বাধীনতা	রফিক আজাদ				
১৬/৬/১৯৮২ ২৯/২/১৩৮৯	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহর কবিতা	রফিক উল্লাহ খান			জীবন তো নয় অনন্তকাল	ইমরান নূর				
২০/৬/১৯৮২ ৫/৩/১৩৮৯	সৈয়দ গভীরতম আমার অনিষ্ঠ, এই সমতটে	আল মাহমুদ, সৈয়দ সালেহ আহমদ	কাব্য লক্ষীর আরাধনা	মূল: হ্যারম্যান হেস অনুবাদ: মোবারক হোসেন খান	শনিবাসরীয় ক্লাবে /সমকালীন মহান আবিষ্কার সমূহ	মূল: আর্চিবল্ড ম্যাকলিন অনুবাদ: আব্দালির রাশদী				
২৭/৬/১৯৮২ ১২/৩/১৩৮৯	স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্যবিন্দুতে তিনি আজ	আফজাল চৌধুরী	ক্ষত	ইসহাক খান	খেলা, নিরশা	মাহবুব সাদিক, সৈয়দ হায়দার				

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/৭/১৯৮২ ১৯/৩/১৩৮৯	ঐতিহ্য ও ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে টি.এস. ইলিয়ট, বুদ্ধিমানের সরলতা	সৈয়দ আবু রায়হান, আল মাহমুদ	ফুলতান বেওয়া ও শুক্লপক্ষ অশ্বারোহী	আতা সরকার	তোমার দিকে তাকালে, তুমি সন্ধ্যা আমি ভোর	শেখ আব্দুর রহমান, ত্রিদিব দস্তিদার				
১১/৭/১৯৮২ ২৬/৩/১৩৮৯	ইতিহাস পুরুষ: ওয়াজেদ আলী খান পন্নী	তোফায়েল আহমেদ	বর	আলম খোরশেদ	যে আত্মহত্যা করে	শিহাব সরকার				
১৮/৭/১৯৮২ ১/৪/১৩৮৯										ঈদ উপলক্ষে বের হয়নি
২৫/৭/১৯৮২										

Dhaka University Institutional Repository

আগষ্ট-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/৮/১৯৮২ ১৫/৪/১৩৮৯	বিভূতিভূষণ ও তাঁর আম আঁটির ভেপু	আবু জাফর	নিজের সাথে	নূরুল করিম নাসিম	হাওয়া আর জল আর পাথর, রমিজ বনাম তার বন্ধ্যা কুকুরী	মূল: অক্টা ভিও পাজ অনুবাদ: বেলাল চৌধুরী আবিদ আনোয়ার				
৮/৮/১৯৮২ ২২/৪/১৩৮৯	উৎস থেকে স্রোত স্বতী, সাম্প্রতিক উপন্যাস ঈদ সংখ্যা: উনিশ স' বিরাশি	সৈয়দ আকরাম হোসেন, ফাইজুস সালেহীন			করোটি ও কঙ্কাল/ভাল বাসার প্রাচীর/আমার জেরুজালেম	মূল: সাজিম আল কাসিম অনুবাদ: কিংশুক ওসমান				
২২/৮/১৯৮২ ৫/৫/১৩৮৯	সাম্প্রতিক উপন্যাস ঈদ সংখ্যা: উনিশ স' বিরাশি	ফাইজুস সালেহীন			পুতুল ও পাপ আমার আত্মহত্যা, টেলিফোন, বিরোধ, যথার্থ মানুষের শব্দাবলী	নয়ীম গহর, তাপস মজুমদার, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, শহীদুজ্জামান ফিরোজ				১৫ তারিখের পত্রিকা নেই
২৯/৮/১৯৮২ ১২/৫/১৩৮৯	নজরুলের নটরাজ বিশ্ব ছন্দের প্রত্নপ্রতিমা, কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা	সৈয়দ আকরম হোসেন, আল মুজাহিদী			মল্লিকাশোন, দীপ্ত উপপত্নী, প্রত্যুষে, অবাধ বিশ্রাম	হাসনাত করিম, মূল: তু ফু মূল: লি পো মূল: পো চ্যু আই অনুবাদ: ফয়েজ আহমদ				

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/৯/১৯৮২ ১৯/৫/১৩৮৯	কথা শিল্পী মাহবুব-উল-আলম	আহমেদ আশরাফ			শেষ কৃত্য, মাছ/পাঁচটি উজ্জ্বল মাছ/মাছধরা/ইলিশ	আফজাল চৌধুরী, আব্দুল মান্নান সৈয়দ				
১২/৯/১৯৮২ ২৬/৫/১৩৮৯	ওয়ালী উল্লাহ্‌র উপন্যাস: পসঙ্গ ভয়	সৈয়দ আকরম হোসেন			নন্দনী তোমার জন্য, বংশধর, শূণ্যব্যাগ, আপন পরিহার/গ্রীষ্মের দিনে এক পর্বতে, বার্ধক্য	নাসির আহমেদ, ইকবাল আজিজ, মূল: তু ফু, মূল: লি পো, মূল: পো চ্যু আই অনুবাদ: ফয়েজ আহমদ				
১৯/৯/১৯৮২ ২/৬/১৩৮৯	ওয়ালী উল্লাহ্‌র উপন্যাস: প্রসঙ্গ ভয়, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ উপন্যাস	সৈয়দ আকরম হোসেন, মজিদ ইকবাল			জানার ইচ্ছা জাগে, আত্মযুদ্ধ	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, ফরিদ কবির				
২৫/৯/১৯৮২ ৮/৬/১৩৮৯	মারিয়া রিলকে: তাঁর ডুয়িনো এলিজি	আলম খোরশেদ	একজন	হেলাল আহমেদ	জীবনের ভাঙ্গা খেলাঘর, পুরুষানুক্রম, অবতারদের খাদ্য	আজিজুর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, মূল: গুন্টার গ্রাস অনুবাদ: শিহাব সরকার				রবিবারের পরিবর্তে শনিবার এবং রবিবাসরীয় এর পরিবর্তে সাহিত্য সাময়িকী নামে প্রকাশিত মূল্যঃ ১.৫০টাকা

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৯/১০/১৯৮২ ২২/৬/১৩৮৯	বিভূতিভূষণ ও তাঁর আম আঁটি ভেপু	আবু জাফর	প্রতীক্ষা	মূল: আর্নেস্ট হেমিংওয়ে অনুবাদ: মারুফ রায়হান	শরণার্থী শিবিরে, চলোযাই পরোক্ষে/ছয় লাইন/পাঁচ লাইন	মূল: হারুন হাশিম রাশিদ (প্যালেস্টাইন) অনুবাদ: আল মুজাহিদী, আব্দুল মান্নান সৈয়দ				২ তারিখ সাময়িকী প্রকাশিত হয় নি
১৬/১০/১৯৮২ ২৯/৬/১৩৮৯	নাট্যকর আকবর উদ্দীন স্মরণে, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর জীবন ও সাহিত্য	আসকার ইবনে শাইখ, আবু জাফর শামসুদ্দিন			ভুল বিষয়ক মোহনীয়তা, পরিবর্তন ক্রোধ/আশার সমীপে, স্বপ্ন	সানাউল হক খান, রুহিনা তাসনিম জামান মূল: মাহমুদ দারবীশ (প্যালেস্টাইন) অনুবাদ: আব্দুস সাত্তার, মূল: এন চেন্সবার্গার (জার্মান) অনুবাদ: মফিজুদ্দিন শেখ				
২৩/১০/১৯৮২ ১২/৭/১৩৮২	বিভূতিভূষণ ও তাঁর আম আঁটি ভেপু	আবু জাফর	লালা শহর	গোলাম রব্বানী	কৃষ্ণকীর্তন, কবিতাগুচ্ছ	আবুল হাসান শাহরিয়ার, ফররুখ আহমদ				
৩০/১০/৮২	আহসান হাবীবের কবিতা	রফিক উল্লাহ খান	একজন সৈনিকের গল্প	মূল: আর্নেস্ট হেমিংওয়ে অনুবাদ: খন্দকার হাসনাত করিম	গজম, বীরগঞ্জের নিমগাছ					

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/১১/১৯৮২ ১৯/৭/১৩৮৯	আহসান হাবীবের কবিতা	রফিক উল্লাহ খান	মীর বাড়ির কুরসি নামা, ঘুণ	আল মাহমুদ, নাজমুল আলম	বিনাশ	সৈয়দ হায়দার				
১৩/১১/১৯৮২ ২৬/৭/১৩৮৯	আহসান হাবীবের কবিতা	রফিক উল্লাহ খান	মীর বাড়ির কুরসি নামা	আল মাহমুদ,	যতক্ষণ চাঁদ/হিনা মিয়া	মূল: খাইরিল আনোয়ার অনুবাদ: সাইয়িদ আতীকুল্লাহ				
২০/১১/১৯৮২ ৪/৮/১৩৮৯					'দি ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন অব মেন্টাল হেলথ' এর প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হওয়ায় সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশিত হয় নি					
২৭/১১/১৯৮২ ১১/৮/১৩৮৯	শওকত ওসমানের কবিতা, কথা সাহিত্য	মহসিন লুসালবিস, রাজীব জামালী			এবারের বসন্ত, আমি চাই, ওপেনিং ব্যাটসম্যান জেল থেকে স্ত্রীকে, ফিলিপাইনের জেল থেকে	মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন, মাহমুদ শফিক, আবুল হোসেন মূল: সাইয়িদ জাহারী (সিঙ্গাপুর) দাদার এডেলাটোরে (ফিলিপিন) অনুবাদ: আব্দুল মান্নান সৈয়দ				

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২/১২/১৯৮২ ১৬/৮/১৩৮৯	হওয়ার্থ ও ব্রন্টি ভগিণীদের সাহিত্য সাধনা, শওকত ওসমানের উপন্যাস	সৈয়দ আব্দুস সুলতান, মুহসিন মুসালবিস			ফিলিস্তিন, অদম্য বাউলের গান	আফজাল চৌধুরী, হালিম আজাদ				সাহিত্য সাময়িকী শনিবারের পরিবর্তে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়
১১/১২/১৯৮২ ২৫/৮/১৩৮৯	হওয়ার্থ ও ব্রন্টি ভগিণীদের সাহিত্য সাধনা, শওকত ওসমানের উপন্যাস	সৈয়দ আব্দুস সুলতান, মুহসিন মুসালবিস			সীমানা ছিড়লো বলে, প্যালেস্টাইনের মুক্তিযোদ্ধা	হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান				আবার শনিবার
২৫/১২/১৯৮২ ৯/৯/১৩৮৯	আব্দুল মান্নান সৈয়দ: নীলিমায় চাষাবাদ, হৃদয় মননে ইতিহাস	আল মাহমুদ, রফিক উল্লাহ খান			জতুগৃহ	রফিক আজাদ				

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৮/১/১৯৮৩ ২৩/৯/১৩৮৯	ভাষা নিয়ে কথা: শব্দের অনুসঙ্গে	সুনীল কুমার মুখোপধ্যায়			বাস্থ উপাখ্যান, বিয়ে	শামসুর রাহমান মূল: মাহমুদ দারবীশ (ফিলিস্তিন) অনুবাদ: বেলাল চৌধুরী				শনিবারে প্রকাশিত হয়। মূল্যঃ ২ টাকা (১৬ পৃষ্ঠা)
১৫/১/১৯৮৩ ১/১০/১৩৮৯	আলেক জান্ডার ওয়াটের কবিতা	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	অচেনা	ফাইজুস সালেহীন	মাছমারা/জাল/নকটার্ন	আব্দুল মান্নান সৈয়দ				১২ পৃষ্ঠা ১.৫০
২২/১/১৯৮৩ ৮/১০/১৩৮৯			পাতা বিবির ভয়	আবুল খায়ের মুসলে উদ্দিন	বন্দী, মধ্যদিন, নতুন কিছু নেই	মযহারুল ইসলাম, আবু বকর সিদ্দিক, নসীম গহর				
২৯/১/১৯৮৩ ১৫/১০/১৩৮৯			অথচ স্বপ্ন	আলম রায়হান	কবি, রাজন্যবর্গ, ইকবালের তিনটি কবিতা	মাইকেল মদুসূদন দত্ত, মূল: ওডিয়া ওফিমান (নাইজেরিয়া) অনুবাদ: নুরুল করিম নাসিম, আবুল হোসেন				

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/২/১৯৮৩ ২২/১০/১৩৮৯	শোকার্ত তরবারী	রফিক উল্লাহ্ খান	কাটাগড়ের মেলা	ইসরাইল খান	অলীক কিছু খোঁজা, প্রভাত, বাবার ইচ্ছে ছিল, রক্তের ভেতরে বাজে	আবিদ আনোয়ার, মূল: মায়াকোভস্কি অনুবাদ: মাসুদজ্জামান, মূল: স্টিফেন স্পেন্ডার, অনুবাদ:মাহবুব সাদিক, নাসির আহমেদ				
১২/২/১৯৮৩ ২৯/১০/১৩৮৯					বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সপ্তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হওয়ায় সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশিত হয় নি					
১৯/২/১৯৮৩ ৬/১১/১৩৮৯	কমর মুশাতারীর ছোটগল্প	সৈয়দ আলী আহসান			বইছে গরম লূ হাওয়া, পৃথিবী শহরে আজি, রাখাল/ভালবাসা	শিহাব সরকার, বেনজীর আহমেদ, মূল: সালিম জুবরান, অনুবাদ: কিংশুক ওসমান				
২৬/২/১৯৮৩ ১৩/১১/১৩৮৯	কবি বেনজীর আহমেদের জীবন ও কবিতা, আবু সায়ীদ আইয়ুব	ইসরাইল খান, হারুন হাবীব			ফিরতে চাই, খোয়ারি, রাজকুমারের মৃত্যু	মিলন মাহমুদ, জাহাঙ্গীর ফিরোজ, মূল: ওকোত পিবিতেক (উগান্ডা) অনুবাদ: নূরুল করিম নাসিম				

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/৩/১৯৮৩ ২০/১১/১৩৮৯	আবুল কালাম শামসুদ্দীন, বিভূতিভূষণ ও তার আম আঁটির ভেঁপু	সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, আবু জাফর			বোলপুর থেকে, শোকের যমজ, নিজেকে নিয়ে গান	মযহারুল ইসলাম, খন্দকার আশরাফ হোসেন, মূল: ওয়াল্ট হুইটম্যান, অনুবাদ: আলম খোরশেদ				
১২/৩/১৯৮৩ ২৭/১১/১৩৮৯	শামসুর রাহমানের সাম্প্রতিক কবিতা	আন্দালিব রাশদী	কেউ যেন না জানে	নাজমুল আলম	শুশ্রূষার হাত, পাথর বিষয়ক কবিতা, দীর্ঘ কথন	রফিক আজাদ, ইউসুফ পাশা, মূল: পেন্টি হোলাপ্পা, অনুবাদ: মুহম্মদ রমজুল হক				
১৯/৩/১৯৮৩ ৪/১২/১৩৮৯	শামসুর রাহমানের সাম্প্রতিক কবিতা, আবুল মনসুর আজাদ	আন্দালিব রাশদী, কাজী নূরুল হক			কিশোরগঞ্জের নিশাত: তোমাকে	দিলওয়ার				
২৬/৩/১৯৮৩ ১১/১২/১৩৮৯					স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা					

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২/৪/১৯৮৩ ১৮/১২/১৩৮৯	ইবরাহীম খাঁ: তৎকালীন বাঙালি সমাজ ও সাহিত্য	ইসরাইল খান	সূর্যমুখী	সৈয়দ মোফাজ্জেল হোসেন	তিন রমনীর ক্বাসিদা	খোন্দকার আশরাফ হোসেন				
৯/৪/১৯৮৩ ২৫/১২/১৩৮৯	আমার বন্ধুর মুখ, মোহনার মুখ, ইবরাহীম খাঁ: তৎকালীন বাংলা সমাজ ও সাহিত্য	শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, ইসরাইল খান			মৃত্যু নয়, নতুন জীবন, সমকালীন প্রবাস হাসান ভাই, অনেকের ধর্মচ্যুতি	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, নয়ীম গহর, জাহিদুল হক, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ				
২৩/৪/১৯৮৩ ৯/১/১৩৯০										
৩০/৪/১৯৮৩ ১৬/১/১৩৯০	ব্রেখট এর নাটক: তত্ত্ব ও রাজনীতি	খোন্দকার আশরাফ হোসেন			হে মহাকাল, বৈপরীত্য, প্রকৃতির কাছে	আফজাল চৌধুরী, নাসির আহমেদ, ত্রিদিব দস্তিদার				

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/৫/১৯৮৩ ২৩/১/১৩৯০	তরুমূলের মেলা	আশরাফ সিদ্দিকী			একটি কবিতার জন্য, চৈতন্যে তোমার দ্বীপ	আবুল হোসেন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান				
১৪/৫/১৯৮৩ ৩০/১/১৩৯০	আবুল ফজল স্মৃতি ও রেখা চিত্র, আবুল ফজলের জীবন পথের যাত্রী	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ইসরাইল খান			তুমি প্রিয়তম শব্দ প্রিয় প্রসঙ্গ, বীণী বাদক, দয়িতার সান্নিধ্য	সানাউল হক খান, মূল: গ্যাটে অনুবাদ: রফিক আজাদ মূল: গ্যাটে অনুবাদ: আল মুজাহিদী				
২১/৫/১৯৮৩ ৬/২/১৩৯০	আবুল হোসেনের কবিতা, কবি নাওমি শিহাব নাঈ, এর সাক্ষাৎকার	রফিক উল্লাহ খান, সাক্ষাৎকার গ্রহণে মাসুদুজ্জামান			সভ্য কবিতা, পাথরের কবিতা প্রতিমা, প্রমিথিয়ুস	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, তাপস মজুমদার, মূল: গ্যাটে অনুবাদ: আব্দুল মান্নান সৈয়দ				
২৮/৫/১৯৮৩ ১৩/২/১৩৯০	নজরুল সাহিত্য, বিদ্রোহী কবি নজরুলের বাস ভবন	সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, লুৎফর রহমান জুলফিকার			ভাবী কথকের প্রতি	শামসুর রাহমান				

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/৬/১৯৮৩ ২০/২/১৩৯০	আবুল হোসেনের কবিতা	রফিক উল্লাহ খান	শেষ ট্রেন	হাসীম ফারুক	বৈরুতে শেষ রাত, পাখির বাসার খড়কুটো, তামাদি	খোন্দকার আশরাফ হোসেন, সৈয়দ হায়দার, সৈয়দ আল ফারুক				
১১/৬/১৯৮৩ ২৭/২/১৩৯০	মুহম্মদ আব্দুল হাই: কিছু ভাবনা	কাজী দীন মুহম্মদ	দ	হেলাল আহমেদ	ইউসুফ নবী ও আমাদের স্বপ্ন, লালন ও হাসন রাজা	জিয়া হায়দার, ইউসুফ পাশা				
১৮/৬/১৯৮৩ ৩/৩/১৩৯০	মুহম্মদ আব্দুল হাই: কিছু ভাবনা, আলোকে সন্ধানী আর্থার কোয়েলসলার	কাজী দীন মুহম্মদ, আহমেদ আশরাফ			জলডুবি, জোছনার দিকে, পথ	নয়ীম গহর, আশরাফ আহমদ, মূল: ফৌজী আল আসমার, অনুবাদ: ফখরুজ্জামান চৌধুরী				
২৫/৬/১৯৮৩ ১০/৩/১৩৯০	আধুনিক বাংলার গান	আবু জাফর			পলমল সিগারেটের বিজ্ঞাপন, স্বপ্নচারিতায় নিমগ্ন, শব্দ শব্দ, যুগলবন্দী	শেখ আব্দুর রহমান, খালেদা এদিব চৌধুরী, শিহাব সরকার, আবু হাসান শাহরিয়ার				

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২/৭/১৯৮৩ ১৭/৩/১৩৯০	জীবন প্রবাহ বহি, সিরাজ উদ-দৌল্লার সৈনিক জীবন	রফিক উল্লাহ খান, এম কামল উদ্দিন			গদ্যের গহন অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া আমি এক দিগভ্রান্ত পথিক	রফিক আজাদ				
৯/৭/১৯৮৩ ২৪/৩/১৩৯০					ঈদ সংখ্যা বেরুবে বলে সা.সা. প্র.কৃ.নি					
২৩/৭/১৯৮৩ ৬/৪/১৩৯০	ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: একটি বৃহ মাত্রিক প্রতিভা	কাজী দীন মুহম্মদ			আদমজীনগর, সেই দিন সেই রাত্রি, জুয়ার তাস	কামাল চৌধুরী, ফরিদ কবির, মূল: ট্রিন সুদিতজা অনুবাদ: ফখরুজ্জামান চৌধুরী				
৩০/৭/১৯৮৩ ১৩/৪/১৩৯০	সভ্যতা সংস্কৃতি ও ধর্ম	সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়	গন্তব্য নেই	মাহমুদ সোয়েব	প্রেমিক, রাজা লখিন্দর, মুসার মতো বৃদ্ধ মানুষটি/এখন বৃষ্টি ঝরে	খোন্দকার আশরাফ হোসেন, জামান আখতার, মূল: ভিসেন্দি আলেকজান্দার অনুবাদ: জাহাঙ্গীর চৌধুরী				

আগস্ট-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/৮/১৯৮৩ ২০/৪/১৩৯০	সুধীন্দ্র নাথের কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব	আবু মুহম্মদ রইস	যখন দুঃসময়	মীর নুরুল ইসলাম	চোখ দুটো, দীর্ঘকথন/বন্দী কারাবাসীদের ছবি	মোস্তাফিজুল করিম, মূল: পেন্টি হোলাপ্পার অনুবাদ: মুহম্মদ রমজুল হক				
১৩/৮/১৯৮৩ ২৭/৪/১৩৯০	রবীন্দ্রনাথের গল্পের আঙ্গিক	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	শিল্পি অমৃত	আলাউদ্দিন করিম	মাতিসের হাঁস, মুখশ্রী, জ্যোৎস্না, রাজশাহী, বৃষ/নীরবতা	রেজাউদ্দিন স্টালিন, মুহম্মদ শফিক, জরিনা আক্তার, আবুল হাসনাত মনিরুজ্জামান, মূল: ভিসেন্তে আলেকজান্ডার, অনুবাদ: জাহাঙ্গীর চৌধুরী				
২০/৮/১৯৮৩ ৩/৫/১৩৯০	হুমায়ন কবির তাঁর স্বপ্ন সাধ	আবু মহম্মদ রইস	পরিত্রাণ	মূল: সামরসেট মম, অনুবাদ: মোবারক হোসেন খান	মহৎ কবিতা লেখার রাত্রি, সকাল, ভূমধ্যসাগরের কবিতা	শাহাদাৎ বুলবুল, আবিদ আনোয়ার, মূল: আলেকজেন্ডার ভাট অনুবাদ: ফখরুজ্জামান চৌধুরী				
২৭/৮/১৯৮৩ ১০/৫/১৩৯০	নজরুল স্মৃতি কথা, রোমান্টিক সিজম সম্পর্কে কিছু ভাবনা	লুৎফর রহমান জুলফিকার, আবুল হোসেন			মুখ দেখে বড় সুখ, এই এক বয়স, স্ত্রী	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, শিহাব সরকার, মূল: বেনিনো একুইনো, অনুবাদ: মোশাররাফ করিম				

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৩/৯/১৯৮৩ ১৭/৫/১৩৯০	নজরুলের কারাজীবন, আল ব্রেখট ডুবার	মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ, মফীজ দীন শেখ			টের পাই, দর্পণ, এইটুকু চাই	মাহবুব হাসান, আহসান হামিদ, নাসির আহমেদ				
১০/৯/১৯৮৩ ২৪/৫/১৩৯০	নিরাভরণের কবি: সিকান্দার আবু জাফর, দ্য ওভাল পোট্রেট	হেলাল আহমেদ, মূল: অ্যাডগার অ্যালান পো, অনুবাদ: শাহিদ শাহরিয়ার			শুধু সেই প্রতিশ্রুতির জন্যে, একটি ড্রেনের পাশে, সঙ্গিনী	আসাফ উদ্দৌলাহ, মাহবুব বারী, রফিক ভুঁইয়া				
১৭/৯/১৯৮৩ ৩১/৫/১৩৯০	টি.এস. এলিয়ট তাঁর কবিতা ভুবন	আবুল কাইয়ুম	নির্ভরতার দুঃখ	ইর্কতিয়ার চৌধুরী	কোথায় পৃথিবী, সমান্তরাল ট্রেন লাইন, ভাবনা	বিমল গুহ সালেম সুলেরী, মূল: ইয়েভগানি ইয়েভতুশেঙ্কো অনুবাদ: ফিরোজ আহমাদ				
২৪/৯/১৯৮৩ ৭/৬/১৩৯০	মানুষের দর্শন, তীর্থ পথিকদের সংলাপ	আমিনুল ইসলাম সৈয়দ আব্দুস সুলতান				মূল: জয়েস মানছুর অনুবাদ: শেখর ইমতিয়াজ				

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/১০/১৯৮৩ ১৪/৬/১৩৯০	নিউইয়র্কের চিঠি-১ নজরুলের চল চল চল বা নতুন গান প্রসঙ্গে	সৈয়দ আলী আহসান, রফিকুল ইসলাম			পূর্ব জন্মের মৌসুমী বাতাস, শূণ্যতা/ তোমার ঠোঁট	মোয়াজ্জেম হোসেন, মূল: খাইরিল আনোয়ার, অনুবাদ: সাইয়িদ আতীকুল্লাহ				
৮/১০/১৯৮৩ ২১/৬/১৩৯০	অস্তাচলের দুয়ারে দাঁড়িয়ে, মানুষের দর্শন	আকবর উদ্দীন, আমিনুল ইসলাম			মানুষের মানচিত্র-৭, বার্টার প্রটোকল, স্বীকারোক্তি	রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোফাজ্জল করিম, শহীদুজ্জামান ফিরোজ				
১২/১০/১৯৮৩ ২৮/৬/১৩৯০	নিউইয়র্কের চিঠি-১ নজরুলের চল চল বা নতুন গান প্রসঙ্গে	সৈয়দ আলী আহসান রফিকুল ইসলাম			লেয়ার্টেস	শামসুর রাহমান				
২২/১০/১৯৮৩ ৪/৭/১৩৯০	ফররুখ আহমদ তাঁর সমাজ সান্নিধ্য, নোবেল লোরেট ৮৩ উইলিয়াস গোল্ডিং	রেজাউদ্দিন স্টালিন, আন্দালিব রাশদী			যুদ্ধ নাস্তি	আল মুজাহিদী				
২৯/১০/১৯৮৩ ১১/৭/১৩৯০	মানুসের দর্শন	আমিনুল ইসলাম	প্রেমুক হোটেল	আবুল খায়ের মুসলে উদ্দিন	ভর্ৎসনার অপেক্ষায়, সমুদ্রের মাঝি, আমার চরিত্রে দাসত্ব নেই	মাকিদ হায়দার, জহীর হায়দার, মনীরা চৌধুরী				

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/৯/১৯৮৩ ১৮/৭/১৩৯০	নিউইয়র্কের চিঠি-৩, মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ: এক নিপুণ গদ্য শিল্পী	সৈয়দ আলী আহসান, শেখর ইমতিয়াজ			লাল কাগজের ফুল, হাপর সঙ্গীত, লুব্ধ প্রার্থনা	খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ত্রিদিব দস্তিদার, সানাউল হক খান				
১২/১১/১৯৮৩ ২৫/৭/১৩৯০	নজরুলের চল চল চল প্রসঙ্গে পুনরায়	রফিকুল ইসলাম	আট কোটির জখম	শ্যাম বারাকপুরী	আমাকে সুযোগ দাও, অবাক শহর গ্রাম	রফিক আজাদ, সিকদার আমিনুল হক				
১৯/১১/১৯৮৩ ২/৮/১৩৯০	জার্মান সাহিত্যে পারস্য আন্দোলন	ডক্টর স্যার মুহম্মদ ইকবাল	নিরত নিহত	মনীশ রায়	দুটি গজল, আমি সম্মত/আমার পাবন/মধ্যমণি/ অসংখ্য প্রেমিক যদি	মনিরুদ্দিন ইউসুফ মূল: বীউই এ্যালি অনুবাদ: ফয়েজ আহমদ				
২৬/১১/১৯৮৩ ৯/৮/১৩৯০	নজরুলের চল চল চল প্রসঙ্গে, উইলিয়াম মেরিডিথের নির্বাচিত কবিতা, বোদলেয়ার: প্রথম দ্রষ্টা	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, মারুফ রায়হান, খোরশেদ আলম			চরণে ঘুঙুর, ইস্পাতের প্রার্থনা	মযহারুল ইসলাম মূল: কার্ল স্যান্ডবার্গ অনুবাদ: আবুল কাইয়ুম				

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৮/১২/১৯৮৩ ২৩/৮/১৩৯০	তীর্থ পথিকদের সংলাপ, জীবনানন্দ দাশের রূপান্তর চেতনা: জন্মান্তরবাদ, না মিথস অব মেটাফোরসিস	সৈয়দ আব্দুস সুলতান, রফিক উল্লাহ খান			আমার জন্মের ফলে, এই যে তুমুল বৃষ্টি/ হার মানতে কে চায়, ভালবাসার গান	শিহাব সরকার, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ মূল: ইউজিন ও নীল অনুবাদ: হাসীম ফারুক				
২৪/১২/১৯৮৩ ৮/৯/১৩৯০	নিউইয়র্কের চিঠি-৪, গণচীনের কবি তু ফু র মিউজিয়ামে কিছুক্ষণ	সৈয়দ আলী আহসান, নাজমুল হক			চাঁদ খেয়ে ফেলে মাটির মানুষ, পতন, প্রবাহ	হাবীবুল্লাহ সিরাজী মূল: চেশোয়াভ মিয়োশ অনুবাদ: আন্দোলীব রাশদী, মূল: জ্যাঁ আর্তুর র‍্যাবো অনুবাদ: আফজার হোসেন				

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/১/১৯৮৪ ২২/৯/১৩৯০	নিউইয়র্কের চিঠি, উপমার অনন্য নির্মাতা, আল মাহমুদের গল্প	সৈয়দ আলী আহসান, আতা সরকার, শান্তনু কায়সার			দুটি গজল, তুচ্ছ কথোপকথন	মনির উদ্দিন ইউসুফ, মূল: চেশোয়াভ মিয়োশ, অনুবাদ: আন্দালিব রাশদী				মূল্য: ১.৫০
১৪/১/১৯৮৪ ২৯/৯/১৩৯০	নিউইয়র্কের চিঠি, উপমার অনন্য নির্মাতা, আল মাহমুদের গল্প	সৈয়দ আলী আহসান, আতা সরকার, শান্তনু কায়সার	নদী অরণ্য	রীয়াজ মোবারক	একটি জাতির লজ্জার সম্মুখে, পিছুটান, বরষা-পীড়িত রাতে	দিলওয়ার, আলম খোরশেদ, মুজিবুল হক কবীর				
২১/১/১৯৮৪ ৬/১০/১৩৯০	নিউইয়র্কের চিঠি, উপমার অনন্য নির্মাতা, আল মাহমুদের গল্প	সৈয়দ আলী আহসান, আতা সরকার, শান্তনু কায়সার	শিকড়	ফারুক মাহমুদ	শীতের আগুন/প্রেম, আমার গতকাল	আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বেলাল চৌধুরী				
২৮/১/১৯৮৪ ১৩/১০/১৩৯০	নিউইয়র্কের চিঠি, উপমার অনন্য নির্মাতা, আল মাহমুদের গল্প	সৈয়দ আলী আহসান, আতা সরকার, শান্তনু কায়সার	শহর উপান্তে	মূল: সুতিয়াস মারগা (ইন্দোনেশিয়া) অনুবাদ: জাফর তালুকদার	সমাধি লিপি, দুর, ফেরারী পুরুষ/মুগ্ধতার দুপুর, আত্মপক্ষ	মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জাহিদুল হক, নয়ীম গহর, খোন্দকার আশরাফ হোসেন				

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/২/১৯৮৪ ২০/১০/১৩৯০	নিউইয়কের চিঠি, জাপানের প্রকৃতির কবি সাইগ্যাও (১১১৮-৯০)	সৈয়দ আলী আহসান, গোলাম রব্বানী খান			অর্পি তো অটোগ্রাফ চাই, অনুতপ্ত অন্ধকার-৫, এক ঘন্টা	মহাদেব সাহা, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, মূল: চেশোয়াভ মিয়োশ, অনুবাদ: আন্দালিব রাশদী				
১১/২/১৯৮৪ ২৭/১০/১৩৯০	নিউইয়কের চিঠি, জাপানের প্রকৃতির কবি সাইগ্যাও (১১১৮-৯০), ভাষা প্রচলন: স্বাতন্ত্র/অস্তিত্ব, সেকালের থিয়েটার	সৈয়দ আলী আহসান, গোলাম রব্বানী খান, আ.ন.ম. খালিকুজ্জামান			আত্ম বিনাশের আগে, কবিতার নায়ক, নাবালিকা	আজীজুল হক, খালেদ এদিব, চৌধুরী, মাহবুব হাসান				
১৮/২/১৯৮৪ ৫/১১/১৩৯০	নিউইয়কের চিঠি, জাপানের প্রকৃতির কবি সাইগ্যাও (১১১৮-৯০), ভাষা প্রচলন: স্বাতন্ত্র/অস্তিত্ব, সেকালের থিয়েটার	সৈয়দ আলী আহসান, গোলাম রব্বানী খান, আ.ন.ম. খালিকুজ্জামান			পুরস্কার, আত্মহত্যা, অচল সময়, চেরাবালি, সান্ত্বনা নয় আগুনে চুম্বন	সানাউল হক খান, মোস্তফা মীর, আশরাফ আহমেদ, সাইদুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, মূল: ইভোলিন ড্রাঙ্গফিল্ড, অনুবাদ: আবুল কাইয়ুম				
২৫/২/১৯৮৪ ১২/১১/১৩৯০	নিউইয়কের চিঠি, জাপানের প্রকৃতির কবি সাইগ্যাও (১১১৮-৯০), ভাষা প্রচলন: স্বাতন্ত্র/অস্তিত্ব, সেকালের থিয়েটার, দ্বিতীয় ভাষা অর্জন	সৈয়দ আলী আহসান, গোলাম রব্বানী খান, আ.ন.ম. খালিকুজ্জামান, দানীউল হক			একটি চাকুরী চাই, তুমি চলে গেছ বলে, সুদূরবাসিনী, দিনকাল ছেলেটার	ইকবাল আজিজ, শাহীন রীশাদ, জহীর হায়দার, ফরিদ কবির				

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৩/৩/১৯৮৪ ১৯/১১/১৩৯০	নিউইয়র্কের চিঠি, দ্বিতীয় ভাষা অর্জন	সৈয়দ আলী আহসান, দানীউল হক			শরৎ বিলাপ, ভ্রমণের দিকদর্শন	মূল: স্টেফান মার্লাম অনুবাদ: আফজার হোসেন, মাকিদ হায়দার				
১৭/৩/১৯৮৪ ৩/১২/১৩৯০	আবুল মনসুর আহমদ: তাঁর অগ্রগামী চিন্তা, আবুল কালাম, শামসুদ্দীন: তাঁর চৈতন্য	সানাউল্লাহ নূরী, আ.ন.ম খালিকুজ্জামান			এক পাগলা ঘোড়া, পরাঙ্মুখ/সম্ভবের ভেতর থেকে, বিরুদ্ধ যাত্রা	মুশাররফ করিম, আতাউল করিম, রেজাউদ্দিন স্টালিন				
২৪/৩/১৯৮৪ ১০/১২/১৩৯০					স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বের হয়নি					
৩১/৩/১৯৮৪ ১৭/১২/১৩৯০					ইউনাইটেড ট্রাভেলস এর বর্ষপূর্তির বিশেষ সংখ্যার কারণে সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি					

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/৪/১৯৮৪ ২৩/১২/১৩৯০	চিরায়ত পল্লীর রূপকার জসীম উদ্দীন	সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়	প্রথম এবং একমাত্র	ইসহাক খান	ঘুম ও সোনালী ঈগল, না আমি যাবো না, অনেকদিন আগে লেখা একটি কবিতা	আজীজুল হক, মাহমুদ শফিক, মূল: বেলা আখমাদুলিন, অনুবাদ: ফিরোজ আহমদ				শুক্রবার প্রকাশিত হল
২০/৪/১৯৮৪ ৭/১/১৩৯১	নিউস্টন মেলায় নাওমি নাই	আবুল ফজল শামসুজ্জামান	ইঁদুর ও রাত্রি	মূল: ভলফগাং বরখার্ট, অনুবাদ: মফীজ দীন শেখ	তোমাকে দেখার জন্য	মোহাম্মদ সাদিক				
২৭/৪/১৯৮৪ ১৪/১/১৩৯১	মোহাম্মদ মোদাব্বের: কালের দর্পণ	মুহিব জামিল	ঘড়ি বলে টিক টিক	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	আছি বার্ধ্যকের আশায়, নিরাময়হীন	সিকদার আমিনুল হক, নাসির আহমেদ				

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/৫/১৯৮৪ ২২/১/১৩৯১	রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন জীবন চৈতন্য	রফিক উল্লাহ খান	হিমোগ্লোবিন	খন্দকার হাসনাত করিম	আমার বিরুদ্ধে মিছিল, অন্তরঙ্গ আততায়ী, মাতাল পালক	খোন্দকার আশরাফ হোসেন, শাহীন রীশাদ, ইসহাক সিদ্দিকী				শনিবার প্রকাশিত হল।
১১/৫/১৯৮৪ ২৮/১/১৩৯১	যুদ্ধোত্তর জাপানী কবিতা	সমরেশ দেবনাথ	একটি দিনের অবস্থান	মূল: লুইগি পিরানডেলো, অনুবাদ: মোবারক হোসেন খান	পত্রালি	মূল: আড্রিয়ান মিচেল, অনুবাদ: আবুল কাইয়ুম				
১৮/৫/১৯৮৪ ৪/২/১৩৯১	আতাতুর্কের প্রতি কবি নজরুলের ভালবাসা	মেতীন সিরম্যান (বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত)	ওবায়দুল্লাহর চন্দ্রাভিযান	রেজোয়ান সিদ্দিকী						
২৫/৫/১৯৮৪ ১২/২/১৩৯১	বিদ্রোহী কবির মুমূর্ষ দিনগুলি, সঙ্গীত স্রষ্টা নজরুল	লুৎফর রহমান জুলফিকার, ফিরোজ আহমদ			জল পিপাসা, এপিলগ	আবু বক্কর সিদ্দিক, আবিদ আনোয়ার				

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/৬/১৯৮৪ ১৮/২/১৩৯১	আবৃত্তির আঙ্গিক	রমজান আলী খান মজলিস			গৌতম বুদ্ধের জলন্ত ঘরের উপমা	মূল: বারটল্ট ব্রেখট, অনুবাদ: মফীজ দীন শেখ				শুক্রবার
৮/৬/১৯৮৪ ২৫/২/১৩৯১	আকবর হোসেন সাহেবকে যেমন দেখেছি, সাহসের স্বরলিপি: সোনালী কাবিন	এম. এ মোহাইমেন, রেজাউদ্দিন স্টালিন	মাঝখানের দেওয়াল	হাবীব ফারুক	সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় বন্ধু বরেষু, মানুষ তোমার জন্য বড় দুঃখ হয় (কোন কবি বন্ধুকে), মুছে যায়	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, রফিক আজাদ, শিহাব সরকার				
১৫/৬/১৯৮৪ ৩২/২/১৩৯১	শিল্প বোধ ও চৈতন্য, দাসত্ব , সমাজ সমীক্ষা	আব্দুস সাত্তার, মূল: খলিল জিবরান, অনুবাদ: বেলাল মোহাম্মদ, মনসুর মুসা			প্রশ্ন জাগে মনে, যদি ভেবে দেখতেন, উপকূল থেকে আবেদন	ফারুক মাহমুদ, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আব্দুল হাই সিকদার				
২২/৬/১৯৮৪ ৭/৩/১৩৯১	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সাম্প্রতিক কবিতা	আবু বকর সিদ্দিক	হাঙ্গরগুলো মানুষ হলে	মূল: বার্টল্ট ব্রেখট, অনুবাদ: মফীজ দীন শেখ	গ্লানি, সংসারের অনন্ত ভ্রমণ, ঘরে ফেরা, খেলার পুতুল হই কারো ইচ্ছেমতো	সানাউল হক খান, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, আনওয়ার আহমদ, মাহমুদ মান্নান				

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/৭/১৯৮৪ ২১/৩/১৩৯১	অমিমাংসিত নেত্রপথ: কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ, ইউরিপিডিস: দি ট্রয়ান উইমেন	আবু মহম্মদ রইম, খুরশেদুল ইসলাম			কাঁদ, বিলুপ্ত আত্মা	মূল: জেমস স্টিফেন্স, অনুবাদ: আবুল কাইয়ুম, মূল: লোরকা, অনুবাদ: আলম খোরশেদ				
					১৩-২৭ তারিখ পর্যন্ত পত্রিকা বন্ধ					

আগস্ট-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১০/৮/১৯৮৪ ২৫/৪/১৩৯১	বাংলা ভাষা আন্দোলনের অগ্রনায়ক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: একটি ভিন্ন প্রেক্ষিত, ইউরিপিডিস: দি ট্রয়ান উইমেন	মুহম্মদ আবু তালিব, খোরশেদুল ইসলাম								
১৭/৮/১৯৮৪ ৩২/৪/১৩৯১	তোমার সৃষ্টির পথ	রফিক উল্লাহ খান			দূরের ঈগল, দূত পারাবাত	নয়ীম গহর, আহমদ ফরাজ				
২৪/৮/১৯৮৪ ৭/৫/১৩৯১	কবি আজীজুল হকের কবিতা: অস্তিত্ব ও চেতনার সমীকরণ, কাজী আব্দুল ওদুদের 'আজাদ' একটি দুষ্প্রাপ্য উপন্যাস	রেজাউদ্দিন স্টালিন, রশীদ আল ফারুকী			কবিতার কথা, পথ	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আফজাল চৌধুরী				
৩১/৮/১৯৮৪ ১৪/৫/১৩৯১	কাজীদার প্রেম ও দাম্পত্য জীবন, দাদুকে যেমন দেখেছি	লুতফুর রহমান জুলফিকার, খিলখিল কাজী			অবশেষে রইলো না আর কেউ, তোমার আসার কতো দেরী আর	মূল: পাবলো নেরুদা, অনুবাদা: বেলাল চৌধুরী, মোফাজ্জল করিম				

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১৪/৯/১৯৮৪ ২৮/৫/১৩৯১	সেকালের থিয়েটার, জগদীশ গুপ্ত কল্লোলের পথিকৃৎ	আ.ন.ম খালিকুজ্জামান, মাহবুব হাসান	কসাই	মূল: জন বার্জার, অনুবাদ: মুহম্মদ রমজুল হক	আত্মজার প্রতি, তোমারই নামে	রফিক আজাদ, সৈয়দ আলী আহসান				১.৬০
২১/৯/১৯৮৪ ৪/৬/১৩৯১	ব্রেখটের নাট্যতত্ত্ব ও বিচ্ছিন্নতা	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	সিদ্ধান্ত	গজনফর আলী	প্রথম তুষারপাত/ আমার পিতার স্বপ্ন, সরল প্রেমস্মিতি	মূল: মাইকেল লিঙ্গ, অনুবাদ: আল মুজাহিদী, খোন্দকার আশরাফ হোসেন				
২৮/৯/১৯৮৪ ১১/৬/১৩৯১	ধর্ম ও বিজ্ঞান	মূল: চার্লস এইচ টাওনেস, অনুবাদ: শাহেদ আলী			দুটি কবিতা, এক পড়ুয়া প্রেমিকের প্রশ্নাবলী	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মূল: বারটেল্ট ব্রেখট, অনুবাদ: মফীজ দীন শেখ				২.০০

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/১০/১৯৮৪ ১৮/৬/১৩৯১	ধর্ম ও বিজ্ঞান, মিরজা আব্দুল হাই	মূল: চালর্স এইচ টাওনেস, অনুবাদ: শাহেদ আলী, রাহাত খান	পাকা রাঁধুনী	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	পাখিরে পাখি	আবু বকর সিদ্দিক				
১২/১০/১৯৮৪ ২৫/৬/১৩৯১	মুজীবুর রহমান খাঁ	আ.ন.ম খলিযুজ্জামান	পারিবারিক	আলম খোরশেদ	তোমার যাত্রা, তিনটি গজল	সৈয়দ আলী আহসান, মনির উদ্দীন ইউসুফ				
১৯/১০/১৯৮৪ ২/৭/১৩৯১	কথা শিল্পী মিরজা আব্দুল হাই	হুমায়ন মালিক	ঘাতক	মূল: আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, অনুবাদ: আলমগীর রাশদী	প্রেম এবং তারপর	মূল: ভিসেন্তি আলেকসান্দ্রে, অনুবাদ: আফজার হুমায়ন				
২৫/১০/১৯৮৪ ৯/৭/১৩৯১	নোবেল বিজয়ী বিদ্রোহী চেক জারোশ্লাভ সির্ফাট	সাব্বির আহমেদ চৌধুরী	আন্তরিক, ঘাতক	খায়রুল বাশার, মূল: আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, অনুবাদা: আলমগীর রাশদী	এই হাত ধরো, আজকের কবিতা, কোন দিকে হেঁটে যাও তুমি, বিচ্ছেদের বর্ণমালা	খালেদা এদিব চৌধুরী, আবিদ আনোয়ার, জাহাঙ্গীর ফিরোজ, রেজাউদ্দিন স্টালিন				

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২/১১/১৯৮৪ ১৬/৭/১৩৯১	নাট্য আন্দোলন ও ইয়েটসের অ্যাবি থিয়েটার, টলস্টয়ের একটি গদ্য কবিতা, বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য	নূরুল করিম নাসিম, ফিরোজ আহমদ, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়	নেলের ছবি	মূল: ই.ভি লুকাস, অনুবাদ: শাহিদ শাহরিয়ার	অলৌকিক নারী/ গর ঠিকানা, তুমি হতে পারো, কথা ছিলো কথা থাকল	শামসুল ইসলাম, মাহমুদ শফিক, নাসির আহমেদ				
৯/১১/১৯৮৪ ২৩/৭/১৩৯১	সাহিত্যে ভাই ও বোনের মিলিত সাধনা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের নির্বাচিত গান, সিরাজুল হক ও আমি	সৈয়দ আব্দুস সুলতান, মোবারক হোসেন খান, আব্দুস সাত্তার	নন্দিত ও একটি প্রাচীর	শেখর ইমতিয়াজ	ঘরে ফেরা আবার ধাতব ঘড়িতে, ওয়ার্ড মাস্টার, ঘুমের মধ্যে	হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, মোশাররফ করিম, মাকিদ হায়দার, শিহাব সরকার				
১৬/১১/১৯৮৪ ৩০/৭/১৩৯১	কাঙ্খিত কোলাহল: রাহাত খান, তীর্থ যাত্রীর সংলাপ	রেজাউদ্দিন স্টালিন, সৈয়দ আব্দুস সুলতান	বিকার	নাসরিন জাহান	ভাসানী: হারিয়ে যাওয়া পর্বতের স্মৃতি, স্বৈরাচার	আল মাহমুদ, মোহাম্মদ সাদিক				
২৩/১১/১৯৮৪ ৭/৮/১৩৯১	তীর্থ যাত্রীর সংলাপ	আব্দুস সুলতান	নিঃশব্দ অস্তিত্ব, পিতার মুখ	মহসিন মুসা লুবিস, নাজনীন মহল অঙ্কনা	আদম জবান, লোকেরা কি করে	আলাউদ্দিন আল আজাদ, মূল: নাওমী শিহাব, অনুবাদ: টিটো চৌধুরী				
৩০/১১/১৯৮৪ ১৪/৮/১৩৯১	ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎ ভূমি	সৈয়দ আলী আহসান, আসকার ইবনে শাইখ	বাবুর্চি	মূল: ইসমত চুগাতাই, অনুবাদ: এ.বি.এম. কামাল উদ্দিন শামীম	সাক্ষাৎকার, যে ভালবাসে না জানে	মূল: ফয়েজ আহমদ, অনুবাদ: সৈয়দ আলী আহসান আল মাহমুদ				

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১৪/১২/১৯৮৪ ২৮/৭/১৩৯১	শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন: তাঁর সাংবাদিকতার ভাষা, বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি, ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতার দিগন্ত	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, মূল: রেউয়েলজানী, অনুবাদ: ফিরোজ আহমদ	ভাগ্যরেখা	সালেম সুলেরী	দূত পারাবাত, যদি তুমি কথা দাও, যুগল ভাস্কর্য	আল মুজাহিদী, শাহীন রীশাদ, আবু মাসুম				১.৭০
২১/১২/১৯৮৪ ৬/৮/১৩৯১	বাংলা মঞ্চ-ন্যাট্যের পশ্চাৎভূমি, হিলালী: জীবন ও সাহিত্য প্রসঙ্গ	আসকার ইবনে শাইখ, মুহম্মদ সজির উদ্দিন	সে অরণ্য	মনীষা রায়	খোলস ছাড়ার আগে, ইথাকা, বাজি ধরি	আল মাহমুদ, মূল: সি.পি কাবাফি, অনুবাদ: বেলাল চৌধুরী, মাহবুব হাসান				
২৭/১২/১৯৮৪ ১৩/৮/১৩৯১	আব্দুল কাদির প্রসঙ্গে, বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎ ভূমি	রফিকুল ইসলাম, আসকার ইবনে শাইখ	মেঘমালার উপাখ্যান	হুমায়ন মালিক	কবি আব্দুল কাদির, দুটি সনেট	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবু মুহম্মদ রইস				

জানুয়ারি-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/১/১৯৮৫ ২০/৯/১৩৯১	সুর সংকে আব্বাস উদ্দীন, বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি, আব্দুল কাদিরের ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক স্মারক রঙ্গমালা	সৈয়দ আব্দুস সুলতান, আসকার ইবনে শাইখ, মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ			নিজস্ব ধূসর আড়ালে, মুজাহিদ আফগান, গালিবের গজল	আশরাফুল হক, আফজাল চৌধুরী, অনুবাদ: জাহাঙ্গীর চৌধুরী				
১১/১/১৯৮৫ ২৭/৯/১৩৯১	বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি, সতত স্বাগত	আসকার ইবনে শাইখ, রাজীব জামালী	পলায়ন	মাহবুব মোতানাব্বী	নুলো ভিখারীর গান, মধ্যরাতের গান/ আজামন (আফ্রিকান), আমি কেউ নই-তুমি কে?/ দাখা জান (আমেরিকান) স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন	খোন্দকার আশরাফ হোসেন, মূল: নী এহিনী কোযাকো, অনুবাদ: নূরুল করিম নাসীম, মূল: এমিলি ডিকিনসন, অনুবাদ: আলম খোরশেদ, মূল: এডগার এ্যালানাপো, অনুবাদ: আলম খোরশেদ				
১৮/১/১৯৮৫ ৪/১০/১৩৯১	বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি, আবুল ফজল শামসুজ্জামান	আসকার ইবনে শাইখ, আবু রুশদ	কুরুক্ষেত্র	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	বৃষ্টির বিবৃতি, একটি কুকুর বিষয়ে গান	আল মাহমুদ, মূল: সেগেই এসেনিন, অনুবাদ: আবুল কাইয়ুম				
২৫/১/১৯৮৫ ১১/১০/১৩৯১	ভ্রমণ কাহিনী, বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি,	সৈয়দ আলী আহসান, আসকার ইবনে শাইখ,	সেই লাঞ্ছিত আরব	মূল: ইয়াহিয়া ইয়া খলুফ, অনুবাদ: আমি নূর রহমান সরকার	নেভে, ফের জ্বলে ওঠে উদ্বাস্তু শিবির	হাসান হাফিজ, মুকুল চৌধুরী				

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/২/১৯৮৫ ১৮/১০/১৩৯১	বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি, কবি মধুসূদন: দি ক্যাপটিভ লেডী, আব্দুস সাত্তারের কবিতা	আসকার ইবনে শাইখ, খুরশেদুল ইসলাম, রোমিও জালালী			সেই ঠান্ডা বাতাস, বর্ণাঢ্য পালক/ অন্ত সর্ত্য	শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, মূল: জালাল উদ্দিন রুমী, অনুবাদ: আফজাল চৌধুরী				শুক্রবার ২.০০ টাকা
৮/২/১৯৮৫ ২৫/১০/১৩৯১	সেক্সপিয়রের কবিতা, দুঃসময়ের অশ্বারোহী, বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি,	সৈয়দ আলী আহসান, শেখর ইমতিয়াজ, আসকার ইবনে শাইখ			আমি যখন আসবো, তুমি এলে, নরকের দ্বারে, বীণা গ্রাস	আলাউদ্দিন আল আমদ, মূল: লিওপল্ড সেদার সেঙ্গর, অনুবাদ: মাহমুদ শাহ কোরেশী, সিদ্ধেশ্বর সেন, আবিদ আনোয়ার				২.০০
১৫/২/১৯৮৫ ৩/১১/১৩৯১	স্পেনের কালজয়ী কবি: ভিসেন্ত আলেকজান্ডার, একালের গীতি ও গীতিকার	মফিজ চৌধুরী, আবু জাফর	সোনা পুকুরের জল	ইমরোজ সোহেল	সুন্দর মুহূর্তের জন্য প্রার্থনা, জীবন, বড় অবলায়, তোমার নিমক	রফিক আজাদ, মূল: আলেকজান্ডার, অনুবাদ: জাহাঙ্গীর চৌধুরী, আব্দুল আজিজ আল-আমান, আল মাহমুদ				

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/৩/১৯৮৫ ১৭/১১/১৩৯১	সাহিত্য সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন	আ.ন.ম. খালিকুজ্জামান	উঁরারা বানু	সৈয়দ মোফাজ্জেল হোসেন	হৃদয়ে সঙ্গীত নিয়ে, দুস্কৃতকারী, মধ্যবিত্ত বৃত্ত	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মূল: খলিল জিবরান, অনুবাদ: বেলাল মোহাম্মদ, মূল: হ.ম. এনচেন্সবার্গার, অনুবাদ: মজীদ দীন শেখ				
৮/৩/১৯৮৫ ২৪/১১/১৩৯১	মানুষের কবি মহী উদ্দিন, সের্গেই এসেনিন: ফিকে নীল ফাসফুল, আদিম সমাজ প্রসঙ্গে	মোহাম্মদ আব্দুল মোহাইমেন, আবুল কাইয়ুম, শাহীন রীশাদ			প্রেম, জীবন যাপন-৪	সৈয়দ আলী আহসান, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ				
১৫/৩/১৯৮৫ ১/১২/১৩৯১	ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি প্রসঙ্গে, আবুল মনসুর আহমেদ, অ্যালেন গিন্স বার্গের দিনকাল, মানুষের কবি মহী উদ্দিন	আ.ন.ম. খালিকুজ্জামান, মূল: জেড শের্ফাড, অনুবাদ: ফিরোজ আহমদ, মোহাম্মদ আব্দুল মোহাইমেন			তুমি, প্রিয় বান্ধবী, কোথায় পালাবে তুমি, ছিদ্র	নয়ীম গহর, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, সৈয়দ হায়দার				

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/৪/১৯৮৫ ২২/১২/১৩৯১	মনীষী সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ, কবিতীর্থ চুরুলিয়ায় নজরুল বেলা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, প্রবাসী কোলাজ	মুহাম্মদ আফসার উদ্দিন, বাবু রায়হান, আ.ন.ম. খালিকুজ্জামান, ফখরুজ্জামান চৌধুরী	ক্রিমিন্যাল	মাহবুব মোতানাব্বী	বীরত্বপূর্ণ মৃত্যু, পুনরায় চিং কাংসানে, প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে, এতকাল আছি একসাথে, ভেঙ্গেচুরে প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গনের নিয়ম	মূল: চৌ.এন.লাই, অনুবাদ: ফয়েজ আহমদ, মূল: চ্য-তে, অনুবাদ: চেন-ঈ, অনুবাদ: ফয়েজ আহমেদ, ইকবাল আজিজ, সৈয়দ আল ফারুক				
১২/৪/১৯৮৫ ২৯/১২/১৩৯১	আত্মহননের স্মৃতি: কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কথাশিল্পী রাজিয়া মজিদ	আবু মুহম্মদ রইস, হুমায়ুন মালিক	মধ্যাহ্নভোজের সংলাপ	মূল: জন ও হারা, অনুবাদ: মারুফ রায়হান	দর্পন বসন্ত শ্রাবণ, পিয়েরোতর ভাষ্য:১৬, অলকানন্দা	আজিজুল হক, মূল: জুলে লাফর্গ, অনুবাদ: আফজার হোসেন, খালেদ হোসাইন				
১৯/৪/১৯৮৫ ৬/১/১৩৯২	আমি বলছি, জাপানের হাইকু কবি-মাৎসুবাশো	আব্দুল কাদির, গোলাম রব্বানী খান	আদ্ভুত মহিলা	মূল: বারটল্ড ব্রেখট, অনুবাদ: মফীজ দীন শেখ	এক গুচ্ছ কবিতা, শববেহেবের ছুটি, সমকালীন নৈবদ্য, ভিলানেল	মূল: গালিব, অনুবাদ: জাহাঙ্গীর চৌধুরী, আফজাল চৌধুরী, মাহমুদ শফিক, আলম খোরশেদ				
২৬/৪/১৯৮৫ ১৩/১/১৩৯২	প্রগতির মূল্য মালয়েশিয়ার সাম্প্রতিক কবিতা, শিশু সাহিত্যের সীমানা	সৈয়দ নাজমুল আহসান, আতাউল করিম			এসে গেল তোমার সময়, যে আমি চলে যাবো, বন্ধু	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সালেম সুলেরী, সৈকত রহমান				

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/৫/১৯৮৫ ২১/১/১৩৯২	কথাশিল্পী মিন্নত আলী, শিশু সাহিত্যের সীমানা	মনীশ রায়, আতাউল করিম	দুই কাল	মামুন কায়সার	ফ্রিডরিকে, বিক্রির জন্য নয়, এক ফোঁটা পাথর জীবন	মূল: হাইন, অনুবাদ: বেলাল চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, আব্দুল হাই শিকদার				শনিবার
১০/৫/১৯৮৫ ২৭/১/১৩৯২	রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা, তিনি আমাদের লোক	সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, সৈয়দ আবুল মকসুদ			হে অনন্তের গান, জন্মের পূর্বে প্রার্থনা	আল মাহমুদ, মূল: লুই ম্যাকনীস, অনুবাদ: আব্দুল মতিন				শুক্রবার
২৪/৫/১৯৮৫ ১০/২/১৩৯২	সুর ও শ্রুতি: অপ্রকাশিত নজরুল কিছু ভাবনা, নজরুলের কাল, কবি নজরুল ইসলামের অজানা অধ্যায়	আব্দুল আজীজ, আল-আমান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, লুৎফর রহমান জুলফিকার			সবাই জানেন, আত্মজের প্রতি, মন্ত্রমুগ্ধতার নামে	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, রফিক আজাদ, মোশাররফ করিম				
৩১/৫/১৯৮৫ ১৭/২/১৩৯২	প্রবাসী কোলাজ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম: সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য	ফখরুজ্জামান চৌধুরী	যেখানো আলো	জাফর তালুকদার	অসমাপ্ত থেকে যায়, প্রসঙ্গ: বেচারা ব্রেশট, বিকেলের বহ্নিরোদে	কায়সুল হক, মূল: বার্টোল্ট ব্রেশট, অনুবাদ: আব্দুর রাজ্জাক, মাহবুব সাদিক				

জুন-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/৬/১৯৮৫ ২৪/২/১৩৯২	জিউস বিজয়ী মানবতা: গ্রীক ট্র্যাজেডী	শাহিদ শাহরিয়ার	ভিক্ষুক	মাহবুব মোতানাব্বী	অসহায় আদম হাত তোলে, মুখপুড়ি ও মেয়ে, আমার পিতামহ, চোখ	জাহানারা আরজু, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, মূল: লি কুই, অনুবাদ: গোলাম রব্বানী খান, মূল: রবিনসন জেফারস, অনুবাদ: আবুল কাইয়ুম				
১৪/৬/১৯৮৫ ৩১/২/১৩৯২	মার্কশাগাল: মরুভূমির ময়ূর, মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার: তৎকালীন সাহিত্য ও সাংবাদিকতা, সাম্প্রতিক সিঁড়ি, আবু ইসাকের সূর্য দীঘল বাড়ি	আবু কায়সার, লুতফুর রহমান জুলফিকার, শিহাম জোহেব, আবু মহম্মদ রইস	শাদা হাতীর মতো	মূল: আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, অনুবাদ: আলমগীর জলিল	গজল	মূল: গালিব, অনুবাদ: জাঙ্গীর চৌধুরী				
২৮/৬/১৯৮৫ ১৩/৩/১৩৯২	হিরোশিমা ডায়রী, আবু ইসহাকের সূর্য দীঘল বাড়ী	মূল: মিকিহিকো হাকিয়া, অনুবাদ: আন্দালিব রাশদী, আবু মহম্মদ রইস	কবর কণ্ঠস্বর	মূল: খলিল জিবরান, অনুবাদ: বেলাল মোহাম্মদ	প্রভাত সঙ্গীত, ঝড়ের মধ্যে বসবাস	মূল: সিলভিয়া প্লাথ, অনুবাদ: আবুল কাইয়ুম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান				

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/৭/১৯৮৫ ২০/৩/১৩৯২	সৈয়দ আলী আহসানের প্রতি, হিরোশীমা ডায়রী, ভাষা বিজ্ঞানী অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই	মুলক রাজ আনন্দ, মূল: মিকিহিকো হাকিয়া, অনুবাদ: আন্দালিব রাশদী, এ.তম.এম. আব্দুল জলীল			আষাঢ়ের রাতে, সনেট	আল মাহমুদ, মূল: জেরার দ্য নেরভাল, অনুবাদ: আফজার হোসেন				
১২/৭/১৯৮৫ ২৭/৩/১৩৯২	মনীষা মূল্যায়ন: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ শহীদুল্লাহ চর্চা, হিরোশীমা ডায়রী, আল হামরা	মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ, মূল: মিকিহিকো হাকিয়া, অনুবাদ: আন্দালিব রাশদী, খোন্দকার জামাল উদ্দিন আহমেদ			আর একটি আনন্দ	আহসান হাবীব				
১৯/৭/১৯৮৫ ৩/৪/১৩৯২	আহসান হাবীব স্মরণে, হাবীব ভাইয়ের কাছে আমার ঋণ, আহসান হাবীব, আল হামরা	আবু সাঈদ চৌধুরী, রশীদ করীম, আবু রুশদ, খোন্দকার জামাল উদ্দিন আহম্মদ			উল্টোপাল্টো এইসব, একজন কবির মৃত্যুতে, অগ্নিপায়ী কবির সংলাপ, দুঃখ	আহসান হাবীব, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সাজ্জাদ শরীফ, জুলফিকার মতিন				
২৬/৭/১৯৮৫ ১০/৪/১৩৯২	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, হিরোশীমা ডায়রী, হাইনরিখ ব্যোল: তার সোনালী দরোজা	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, মূল: মিকিহিকো হাকিয়া, অনুবাদ: আন্দালিব রাশদী, মনিরুল স্যালেহীন			ওরা উড়তে পারে না, আপনি যেন বড় অসময়ে চলে গেলেন, তাঁর দরোজা	মূল: হাইনরিখ ব্যোল, অনুবাদ: সৈয়দ আলী আহসান, জাহানারা আরজু, শিহাব সরকার				

আগস্ট-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২/৮/১৯৮৫ ১৭/৪/১৩৯২	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জগদীশ গুপ্ত, হিরোশীমা ডায়রী, বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিক ইতিহাসের সন্ধানে, কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেনীর ক্রমবিকাশের ধারা	আবুল মান্নান সৈয়দ, মূল: মিকিহিকো হাকিয়া, অনুবাদ: আন্দালিব রাশদী, এম. আর. আকতার মুকুল			অপেক্ষা, দুঃসাহসী নাবিকের মতো	সৈয়দ আলী আহসান, হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ				
৯/৮/১৯৮৫ ২৪/৪/১৩৯২	হিরোশীমার জার্নাল, বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা শ্রেনীর বুদ্ধজীবী শ্রেনীর ক্রম বিকাশের ধারা, সিকন্দার আবু জাফরের কবিতা, সার্বজনীন মানবতা	শিহাম সোহেব, এম আর আকতার মুকুল, হুমায়ন মলিক	ইন্দিভোরের গল্প	মূল: মাক্সব্রিস, অনুবাদ: মফিজ দীন শেখ	নটী, আমার স্বজনের	মূল : এজরা পাউন্ড, অনুবাদ: আবুল কাইয়ুম, মাকিদ হায়দার				
১৬/৮/১৯৮৫ ৩১/৪/১৩৯২	রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: একটি ভিন্ন প্রেক্ষিত, বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিক ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেনীর ক্রমবিকাশের ধারা, জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোকে সমাজ বিজ্ঞান ও লোক বিশ্বাস	মুহম্মদ আবু তালিব, এম আর আকতার মুকুল, আব্দুর রব হাওলাদার			সোনার গাঁও, অনুকারের ওপর থেকে/ চলে যাওয়া (ইরানী) জেরুজালেমের প্রতি, মাকড়সা, প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা	মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, মূল: ফররুখ ফারুখজাদ, অনুবাদ: ফখরুজ্জামান চৌধুরী, মূল: ইউসুফ হাসান, মূল: ফওজি আল-আসমার, অনুবাদ: নুরুল করিম নাসিম, আনোয়ার আহমদ				
২৩/৮/১৯৮৫ ৬/৫/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিক ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেনীর ক্রমবিকাশের ধারা, কোলকাতা শ্রেনীর বুদ্ধজীবী শ্রেনীর ক্রম বিকাশের ধারা, আল হামরা	এম আর আকতার মুকুল, খোন্দকার জামাল উদ্দিন আহমদ	আপন ভুবন	মূল: ওজাকি কাজুউ, অনুবাদ: গোলাম রব্বানী খান	তুমি/একটা মেয়ের হেটে যাওয়া/ভোর ভেবোনা বৃষ্টি হবে না, যে পারতে, সমস্ত দরজা আজ বন্ধ	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, মোফাজ্জল করিম, সৈয়দ হায়দার, ফরিদ কবির				

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/৯/১৯৮৫ ২০/৬/১৩৯২	আমাদের জাতীয় কবি, নজরুল ইসলাম ও মিসেস এম রহমান, কবি কাজী নজরুল ইসলাম: অতীত দিনের স্মৃতি	শাহাবুদ্দীন আহমদ, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, লুতফুর রহমান জুলফিকার			প্রশ্ন, ন্যাবিরিন্থ	সৈয়দ আলী আহসান, মাহবুব সাদিক				
১৩/৯/১৯৮৫ ২৭/৬/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, মুলক রাজ আনন্দ: জীবন ও সাহিত্য বুলবুল চৌধুরীর উপন্যাস 'প্রাচী' কবি ভাই স্মরণে	এম আর আকতার মুকুল, হারুন হাবীব, রেজা সেলিম, মোহাম্মদ আজরফ	শিশুরা ও নাগরিক	মূল: হাইন বিখ ব্যোল, অনুবাদ: মফিজ দীন শেখ	রাত্রি, চীনের সম্রাট	সৈয়দ আলী আহসান, মূল: হাইরীশ হাইন, অনুবাদ: শিহাম জোহেব				
২০/৯/১৯৮৫ ৩/৭/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, আলেকজেন্ডার ভাট এর কবিতা, আমাদের আধুনিক কবিতার ইতিবাচক উত্তরণ	এম আর আকতার মুকুল, ফখরুজ্জামান চৌধুরী, আব্দুল কাইয়ুম	নদী	খায়রুল বাশার	দুরন্ত ঘোলা জল ছিলো, নেলসন মানদেলার প্রতি	জাহাঙ্গীর ফিরোজ, সৈয়দ নাজমুল আহসান				

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/১০/১৯৮৫ ১৭/৬/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা	এম আর আকতার মুকুল	নিঃসঙ্গ নন্দিত	মহম্মদ মিজানুর রহমান	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৈনিকের হিজাসার ধ্বনি, ভালবাসার অঙ্গরাজ্যে, বর্ষণ রাতের গাথা	মূল: ডি এস বেন্দ্রে, অনুবাদ: আন্দালিব রাশদী, কামাল চৌধুরী, ত্রিদিব দস্তিদার, মাসুদ খান				
১১/১০/১৯৮৫ ২৪/৬/১৩৯২	সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ: রচনা কর্মের ফলশ্রুতি, বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, বিলেতে আমেরিকায়	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, এম আর আকতার মুকুল, হাসনাত মুরতাযা			আমাদের এই শহরে/ বন্য কিংবা স্বেচ্ছাচারী, অযোগ্যদের মিছিলে তুমি, বসন্ত বালক	গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সানাউল হক খান, দিলারা হাফিজ				
১৮/১/১৯৮৫ ১/৭/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, আধুনিক কাব্য চৈতন্য এবং মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা	এম আর আকতার মুকুল, সৈয়দ আলী আহসান			ক্রুশবিদ্ধ ঈসা (ফরাসী), এ কোন রাজ্যে, বাউসী ব্রীজ' ৭১	মূল: ফরাইদু মার্শিই, মূল: ম. আমজাদী, অনুবাদ: আব্দুস সাত্তার, খোন্দকার আশরাফ হোসেন				
২৫/১০/১৯৮৫ ৮/৭/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, আধুনিক কাব্য চৈতন্য এবং মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ক্লোদ সিমোঁও তাঁর উপন্যাস রীতি, ফররুখ আহমদ: কবির প্রতিকৃতি	এম আর আকতার মুকুল, সৈয়দ আলী আহসান, মাহমুদ শাহ কোরেশী, আতা সরকার			কেন মানুষের মুখ, বেঞ্জামিন মলয়োশের জন্য, প্রতীক্ষা	শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শাহীন রীশাদ				

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/১১/১৯৮৫ ১৫/৭/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, আধুনিক কাব্য চৈতন্য এবং মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা, আকবর উদ্দিন তাঁর সাহিত্য কর্ম	এম আর আকতার মুকুল, সৈয়দ আলী আহসান, মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ			অতিক্রান্ত সনেট/জলোচ্ছ্বাস/ মাছ, কণ্ঠস্বর: মৃত্যু/ধারাপাতের দেবদূত	আব্দুল মান্নান সৈয়দ, মূল: রাফায়েল আলবের্তো: অনুবাদ: শিহাব সরকার				
৮/১১/১৯৮৫										৮ পৃষ্ঠা
২২/১১/১৯৮৫										৪ পৃষ্ঠা
২৯/১১/১৯৮৫ ১৩/৮/১৩৯২	আধুনিক কাব্য চৈতন্য এবং মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা, বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা	সৈয়দ আলী আহসান, এম আর আকতার মুকুল			শেষের কবিতা, এপিটাফ, এই বাড়ি	কবিরুল ইসলাম, মিলন মাহমুদ, মাহমুদ শফিক				

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/১২/১৯৮৫ ২০/৮/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, শিল্পী শাহাদত হোসেন: অর্ন্তদাহের চিত্ররূপ	এম আর আকতার মুকুল, মাহবুব তালুকদার	বন্দী খাঁচায় কবি	মূল: হামফ্রে কারপেন্টার, অনুবাদ: রফিকুল ইসলাম নাসিম,	নদী, সমুদ্র সংগীত, ১৯৪০ সালের একজন সৈনিকের উদ্দেশ্যে	রফিক আজাদ, শাহীদ আনোয়ার, মূল: হাবার্ডরীড, অনুবাদ: আবুল কাইয়ুম				
১৩/১২/১৯৮৫ ২৭/৮/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা,	এম আর আকতার মুকুল	শান্তি, বন্দী খাঁচায় কবি	আবুল ফজল, শামসুজ্জামান, মূল: হামফ্রে কারপেন্টার, অনুবাদ: রফিকুল ইসলাম নাসিম,	প্রেম সুঘ্রাণ, সমান সমান (ইরানী কবিতা), ঝড়, অরণ্য যন্ত্রের সর্বনাশ হলো	ইরাজ মির্জা, কারী ফার্বহানী, অনুবাদ: আব্দুস সাত্তার, খালেদা এবিদ চৌধুরী, রেজাউদ্দিন স্টালিন				
২০/১২/১৯৮৫ ৪/৯/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, আব্দুল কাদিরের শেষ চিঠি, বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	এম আর আকতার মুকুল, মোহাম্মদ কাসেম, বিশ্বজিৎ ঘোষ	এক অশ্রুর গল্প	সৈয়দ মোফাজ্জল হোসেন	গোলাপ, তন্দ্র ও বিস্মৃতি/ধর্মান্ধতার প্রতি নিন্দা/প্রেম ও যুক্তি/বাঁশির ক্রন্দন/তুমি ইরাযা আমি খোরাশানে	সৈয়দ তারিক, মূল: রুমি, অনুবাদ: আফজাল চৌধুরী		448598		
২৭/১২/১৯৮৫ ১১/৯/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শেণনীর ক্রম বিকাশের ধারা, গাঙ্গেয় উপকূলের গ্রামীণ জীবন: পরিপ্রেক্ষিত সমরেশ বসুর উপন্যাস	এম আর আকতার মুকুল, সরদার আব্দুস সাত্তার	আগন্তুক	নুরুল করিম নাসিম	কাসাঁদ্রার প্রতি গাঁথা/মারিয়ার প্রতি, অসংবৃতা	মূল: পিয়ের দ্য রসাঁ, অনুবাদ: আবু শাহরিয়ার, আবিদ আনোয়ার				

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৩/১/১৯৮৬ ১৮/৯/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, গাঙ্গেয় উপকূলে গ্রামীণ জীবন: পরিপ্রেক্ষিত সমরেশ বসুর উপন্যাস	এম আর আখতার মুকুল সরদার আব্দুস সাত্তার	কুলায়, কালোরাত্র	মহসিন মুসা জুবিন	মৃতের ঘরদোয়ার, মৃত্যুর মিছিলে, তব চোখ (ব্রিটিশ), হৃদয় চারণা	মূল: গিলিয়ান অল্নাট, মূল: ব্যারি কোল, মূল: কেন এবুস্টানি, অনুবাদ: আলম খোরশেদ, আবু হাসান শাহরিয়ার				
১০/১/১৯৮৬ ২৫/৯/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, রবার্ট গ্রেভর্স: এক যুদ্ধ বিধ্বস্ত কবি মনেস, সাবনেয়র লেজ	এম আর আখতার মুকুল জাকরিয়া সিরাজী, সৈয়দ আলী আহসান	টাক পয়সার কাব্য	আন্দালীব রাশদী	নৈশ আকাশের মতো বন্দনা করি, কার্ড্রী (ফরাসী কবিতা) স্মৃতিময় বুকের চাঁদ	মূল: শার্ল বোদলেয়ার, মূল: পল এলুয়ার, অনুবাদ: টিটো চৌধুরী, মাহবুব সাদিক				
১৭/১/১৯৮৬ ৩/১০/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন: তাঁর সমাজ প্রেক্ষিত	এম আর আখতার মুকুল আহমেদ আশরাফ			আরেক রকম ভয়	নয়ীম গহর				
২৫/১/১৯৮৬ ১০/১০/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, মধুসূদন: চর্তুদশপদী কবিতার কালচেতনা, ক্রিস্টোফার ইশার উডের বিজয় যাত্রা	এম আর আখতার মুকুল, হেলাল আহমেদ, মূল: স্টিফেন স্পেন্ডার, অনুবাদ: ফিরোজ আহমদ	জীবন থেকে জীবন	মুহিব জামিল	দিওয়ান (তুরস্ক), শাড়ি, অব্যক্ত/ম্যাজিকের মতো	মূল: নুরী, অনুবাদ: সৈয়দ আলী আহসান, মনজুর মওলা, ইসা সৈয়দ				শনিবার প্রকাশিত হল
৩১/১/১৯৮৬ ১৭/১০/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, কবি জসীম উদ্দিন তাঁর লোকায়ত সমাজ	এম আর আখতার মুকুল, আ.ন.ম. খালিকুজ্জামান	ঘোর	রেজাউল হক	তোমার জন্য, প্রেমের কবিতা, অশ্ব ছিল, প্রজাপতি ছিল	মূল: লুই ম্যাকনেইম, মূল: পেট্রোনিয়াস আরবিটার, অনুবাদ: ফরিদুর রহমান, সরকার মাসুদ				শুক্রবার

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/২/১৯৮৬ ২৪/১০/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা	এম আর আখতার মুকুল	পৃথিবীর দিকে	হুমায়ুন মালিক	ম (তুর্কি কবিতা) এক রোববার, কথা দিচ্ছি, নিরুদ্দেশে যেওনা	মূল: আরিফ দামার, অনুবাদ: আব্দুস সাত্তার, ইকবাল হাসান, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, ফখরে আলম				
১৪/২/১৯৮৬ ২/১১/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, বাংলা ভাষার ব্যবহার: উচ্চারণ প্রসঙ্গ, বুদ্ধির আলোকে ধর্ম	এম আর আখতার মুকুল মুহম্মদ দানীউল হক, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ			বন্দী বউ, করাত, ঘুমন্ত আরকা, ভস্ম	মনজুরে মওলা, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, মাকিদ হায়দার, মাহবুব হাসান				
২৮/২/১৯৮৬ ১৬/১১/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, বেগম রোকেয়া ও আশা জ্যোতি	এম আর আখতার মুকুল, মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান	সেই পুলটির ধারে	মূল: হাইনরীখ ব্যোল, অনুবাদ: মফীজ দীন শেখ	সূর্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তের সুতো	জহীর হায়দার				

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/৩/১৯৮৬ ২৩/১১/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, জাতীয় সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দিন	এম আর আখতার মুকুল, সানাউল্লাহ নূরী			পরিপূর্ণ ফুল, পক্ষপাত, সাক্ষাৎকার	মনজুর মওলা, মাবুদ খান, শুভ্রা রহমান খান				
১৪/৩/১৯৮৬ ৩০/১১/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা,	এম আর আখতার মুকুল	সুখ অসুখ	মুহাম্মদ শামসুল হক	স্বদেশ (তুর্কি)	মূল: আশিক পাশা, অনুবাদ: আব্দুস সাত্তার				
২১/৩/১৯৮৬ ৭/১২/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, লোকায়ত বাংলার রূপকার, ইতিহাস চেতনা ও সময়ের জিজ্ঞাসা	এম আর আখতার মুকুল, আতা সরকার, সৈয়দ মাহবুবুর রহমান			আদি রসিকের কাজ/প্রেম লীলা, সৃষ্টিশীলতার জন্য	মূল: রুমী, অনুবাদ: আফজাল চৌধুরী, সৈয়দ রেজাউল করিম				
২৮/৩/১৯৮৬ ১৪/১২/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, জোড়াসাঁকোয়, গদ্য শিল্পী সৈয়দ রেদুয়ান রহমান	এম আর আখতার মুকুল, ইবরাহিম খাঁ, সরকার মাসুদ			দরোজার বাইরে, অন্তর্ধান	ফরিদ কবির, শাহীন রীশাদ				

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/৪/১৯৮৬ ২১/১২/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, রাষ্ট্র ব্যক্তি সংস্কৃতি: বন্ধন ও স্বাধীনতা, হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় স্বদেশ সমাজ	এম আর আখতার মুকুল, হাসান হাফিজুর রহমান, সৈয়দ মাহবুবুর রহমান			আমিও মুসার মতো, বদল/ ভাগ্যদেবী/ বিলাপ সঙ্গীত এক জার্মান যুবকের	হাসান হাফিজুর রহমান, মূল: হাইনরীশ হাইনে, অনুবাদ: ফখরুজ্জামান চৌধুরী				
১১/৪/১৯৮৬ ২৮/১২/১৩৯২	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, আত্মার বিস্মৃত বাসিন্দা: শেখ ফজলুল করিম	এম আর আখতার মুকুল, আব্দুল হাই শিকদার	গন্তব্যে যাত্রা	গজনফর আলী	নববর্ষে/প্রতিকৃতি, ধীবর যুবতীকে	খুরশেদুল ইসলাম, মূল: হাইনরীশ হাইনে, অনুবাদ: সৈয়দ তারিখ				
২৪/৪/১৯৮৬ ১০/১/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, রাঢ় বাংলার চালচিত্র: পরিপ্রেক্ষিত মুস্তফা সিরাজের উপন্যাস, দার্শনিক কবি ইকবাল	এম আর আখতার মুকুল, সরদার আব্দুস সাত্তার, আব্দুল গফুর	বুলডগের বাচ্চা	আব্দুল আউয়াল চৌধুরী	হে আরব্য রজনীর রাজহাঁস, রজনীশ, স্বার্থপরতা মানুষের/ পৃথক সত্তা	আল মাহমুদ, ত্রিদিব দস্তিদার, আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ				বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হল

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/৫/১৯৮৬ ১৭/১/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, রাঢ় বাংলার চলচ্চিত্র: পরিপ্রেক্ষিত মুস্তফা সিরাজের উপন্যাস,	এম আর আখতার মুকুল, সরদার আব্দুস সাত্তার			এ অন্তরর্লে কবিতর, ব্লাক ম্যানিফেস্টো-১	শাহাদত বুলবুল, সৈয়দ নাজমুল আহসান				
১৬/৫/১৯৮৬ ১/২/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, সমকালে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের উপযোগিতা, রাঢ় বাংলার চালচিত্র: পরিপ্রেক্ষিত মুস্তফা সিরাজের উপন্যাস, বাহু বিদ্যালয় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	এম আর আখতার মুকুল, আল মাহমুদ, সরদার আব্দুস সাত্তার, খালেক বিন জয়েন উদ্দিন			প্রতিষ্ঠান, দান্তের নরক ও বাড়িওয়ালা	আব্দুস সাত্তার, রেজাউদ্দিন স্টালিন				শুক্রবার প্রকাশিত হল
২৩/৫/১৯৮৬ ৮/২/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, কাজী কবির দরবার, অনুবাদ সাহিত্য: মুক্তহস্ত বনাম মূলানুগত	এম আর আখতার মুকুল, লুতফুর রহমান জুলফিকার, আবুল কাইয়ুম			শিলাইদহ ১৩৯৩	আশ্‌রাফ সিদ্দিকী				
২৯/৫/১৯৮৬ ১৪/২/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, কাজীদার সঙ্গে শেষ কথা, যুগশ্রষ্ঠা নজরুল, কবি সাংবাদিক নজরুল	এম আর আখতার মুকুল, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, শাহবুদ্দিন আহমেদ, শেখ দরবার আলম								

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১৯/৬/১৯৮৬ ৪/৩/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, অমিয় চক্রবর্তী: কেঁদেও পাবে না তাকে, নজরুল সংগীতের বাণী সুর ও স্বরলিপি	এম আর আখতার মুকুল, আল মাহমুদ, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ			কর্কটের রাত/ ঐ বালিকারা, দোলনা বিষয়ক	মূল: জিইমি স্যাবিনিস, অনুবাদ: মজহারুল করিম, মুশাররফ করিম				বৃহস্পতিবার ৭ তারিখ ঈদ সংখ্যা প্রকাশ পাওয়ায় কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি
২৭/৬/১৯৮৬ ১২/৩/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, কবি নজরুল ও উত্তরকাল, প্রসঙ্গ: অসীম রায়	এম আর আখতার মুকুল, খোন্দকার সিরাজুল হক, সরদার আব্দুস সাত্তার			কোকিলের ডিম কাকের বাসায়	হাবিবুল্লাহ সিরাজী				শুক্রবার

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৩/৭/১৯৮৬ ১৮/৩/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, রবার্ট ফ্রস্ট ও নিউ ইংল্যান্ড, অন্ত জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি	এম আর আখতার মুকুল, মূল: আর্চিবাল্ড ম্যাকলীশ, অনুবাদ: ফিরোজ আহমদ, মুহম্মদ রমজুল হক			আশা	সৈয়দ হায়দার				বৃহঃ বার
১০/৭/১৯৮৬ ২৫/৩/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, আহসান হাবীব: তাঁর স্বদেশ ও স্বকাল	এম আর আখতার মুকুল, হুমায়ুন মালিক			সৈনিক (আরবী)	মূল: সামীহ আল কাসিম, অনুবাদ: আব্দুস সাত্তার				
১৭/৭/১৯৮৬ ৩২/৩/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, ভাষা সাহিত্য চর্চায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	এম আর আখতার মুকুল, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	এক অস্থির সময়ের	নূরুল করিম নাসিম	হরিৎ সনেটগুচ্ছ, ঠিকানা	আলাউদ্দিন আল আজাদ, গোলাম ইউসুফ				
২৪/৭/১৯৮৬ ৭/৪/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, ড: জিভাগো: পটভূমি ও বিস্তার	এম আর আখতার মুকুল, আখতার-উল্-আলম	সামনে যুদ্ধ	আব্দুল আউয়াল চৌধুরী	ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া/ ছায়ার রাজ্য (জার্মান)	মূল: হান্স মাগনুস এনৎসেন্সবার্গার, অনুবাদ: মফীজ দীন শেখ				
৩১/৭/১৯৮৬ ১৪/৪/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, ইংরেজী সাহিত্যে কবি সমালোচকদের কাব্য-চিন্তাধারার স্বরূপ	এম আর আখতার মুকুল, আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ	শাহজাদার শাহানামা	মনীশ রায়	মহাস্রোতা আষাঢ়িয়া ঢল, পুরুষ-বৃক্ষ, সাপ: প্রতিনিধি এবং প্রবমান জনপদ	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, আফজাল চৌধুরী, রেজাউদ্দিন স্টালিন				

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/৮/১৯৮৬ ২১/৪/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, রবীন্দ্রনাথ জাগ্রত চৈতন্য	এম আর আখতার মুকুল, সৈয়দ আলী আহসান	ভাঙ্গন	সৈয়দ মোফাজ্জেল হোসেন	একদা এক সময়, নীল জোসনার লোকজন	রফিক আজাদ, আব্দুল হাই শিকদার				
১৪/৮/১৯৮৬ ২৮/৪/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, এমিলি ডিসিনসন শতবর্ষে পরে, কবিতার হৃৎপিন্ডে	এম আর আখতার মুকুল, জাকারিয়া সিরাজী, সরকার মাসুদ	এ কি করলেন	লুৎফর তালুকদার	জুন সূর্যের জন্য শোকগাথা (ইরাক), জীবনের সমান চুমুক, দিনান্তের নারী	মূল: আব্দুল ওহাব, আল বায়াতি, অনুবাদ: নুরুল করিম নাসিম, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, শেখ আব্দুল জলিল				
২১/৮/১৯৮৬ ৪/৫/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, সৈয়দ আলী আহসান: চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা	এম আর আখতার মুকুল, আফজাল চৌধুরী			মুনাফার বৃষ্টিকণায় সম্পর্কলতা, একা একা, তানকা, উঁকি	শিহাব সরকার, খালেদা এবিদ চৌধুরী, সৈয়দ জিয়াউল করিম, মোহাম্মদ সাদিক				
২৮/৮/১৯৮৬ ১১/৫/১৩৯৩	নজরুল কাব্যে অন্তমিল ও অমিত্রাক্ষর, নজরুল ইসলাম মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চোখে, খন্ডিত ও অখন্ডিত নজরুল, কাজীদার কথা	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, শাহাবুদ্দীন আহমেদ, লুৎফুর রহমান জুলফিকার								

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/৯/১৯৮৬ ১৮/৫/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, খন্ডিত ও অখন্ডিত নজরুল, নজরুল ইসলামের গদ্য রচনা	এম আর আখতার মুকুল, শাহাবুদ্দীন আহমেদ, এস.এম. লুৎফর রহমান	আমার প্রজাপতি	স্বপ্না রেজা	বেশী দূরে নয়, ঘরোয়া গাছের গল্প	ওমর আলী, আসাদ চৌধুরী				
১১/৯/১৯৮৬ ২৫/৫/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা,	এম আর আখতার মুকুল	দাদীর মোহর	ফজল রহমান	গৃহ-গোয়েন্দার প্রতিকৃতি/ ধাত্রী (জার্মান), সত্য, জন্মান্তর	মূল: হান্স মাগনুস, এনৎচেন্সবার্গার, অনুবাদ: মফীজ দীন শেখ, রফিক আজাদ, মাহমুদ শফিক				
১৮/৯/১৯৮৬ ১/৬/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, জন মিলিংটন, সিঞ্জ: রাইডার্স টু দ্য সী	এম আর আখতার মুকুল, খোরশেদুল ইসলাম	শেফালীর জীবনের শেষ পৃষ্ঠা	নুরুল করিম নাসিম	অদৃশ্য দেয়াল, কেবল আমার দু:খিনী মা, একই টেবিলে দশ জন	শাহীন রীশাদ, মোফাজ্জল করিম, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ				২২-৩০ পর্যন্ত ধর্মঘট

অক্টোবর-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৯/১০/১৯৮৬ ২২/৬/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা,	এম আর আখতার মুকুল	বিপ্লুত বিবেক	মূল: তরু ভিটিরিশ সুরে, অনুবাদ: মফীজ উদ্দীন শেখ	অস্মিতো পুতুল/ ন্যায়সনের জন্য, ইতিহাস বিষয়ক স্বৈরিনী	খুরশেদুল ইসলাম, সানাউল হক খান, মূল: ফেদেরিকো গারথিয়া, অনুবাদ: টিটো চৌধুরী				
১৬/১০/১৯৮৬ ২৯/৬/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, ইতালীর সাহিত্য	এম আর আখতার মুকুল, মোহাম্মদ আব্দুল খালেক	আত্মঘাত	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	ভালবাসার গান(ইরাক) বস্তি মিস্ত্রি বটেশ্বর, বাস্তুঝোপে একটি জোনাকী, ট্রাফিক	মূল: ওমর ইবনুল ফরিদ, অনুবাদ: মোহাম্মদ নারওয়ার জাহান, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, খালেদ হোসাইন, সৈয়দ হায়দার				
২৩/১০/১৯৮৬ ৫/৭/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, ফরুখ আহমদ রেনেঁসার প্রাণ পুরুষ, নোবেল লরেট: ১৯৮৬ ওল সুইংকার কবিতাগুচ্ছ, ইতালীর সাহিত্য	এম আর আখতার মুকুল, আখতার উল আলম, কিংশুক ওসমান, মোহাম্মদ আব্দুল খালেক			সফেদ কবিতা	আবু বকর সিদ্দিক				
৩০/১০/১৯৮৬ ১২/৭/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, কবি মঈদুদ্দিন, নজরুল ইসলমের গদ্য রচনা প্রসঙ্গে	এম আর আখতার মুকুল, গোলাম সাকলায়েন, আবুল কালাম মুস্তফা	সুষমা ও বেত্রবতী	মুহম্মদ মীজানুর রহমান	আমার আমাকে, এক নিমিষে একলা দিনে, পোড়োবাড়ি	মকিদ হায়দার, ত্রিদিব দস্তিদার, রেহমান সিদ্দিকি				

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/১১/১৯৮৬ ১৯/৭/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা,	এম আর আখতার মুকুল	চেহারা, এক সুটকেশ ভর্তি পেরেক	নুরুল আমিন নাদিম	একই সময়, পাখি বিষয়ক, বিড়াল	মূল: অক্টাবিও পাজ, অনুবাদ: আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ, আবু মাসুম, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল,				
১৩/১১/১৯৮৬ ২৬/৭/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, সিকান্দার আবু জাফর: আনন্দ লোকের অভিযাত্রী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতা	এম আর আখতার মুকুল, আ.ন.ম. খালিকুজ্জামান, হুমায়ন মালিক	দুই পুত্র (জার্মান)	মূল: বার্টল্ড ব্রেখট, অনুবাদ: মফিজ দীন শেখ	ঘাসীরা ঘাস কাটুক, শিরোনামে তুমি	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, ফরিদ করিম				
২০/১১/১৯৮৬ ৩/৮/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতা	এম আর আখতার মুকুল, মনিরুজ্জামান	আগুন ও সোনালী অংশ	আব্দুল মাউরাল চৌধুরী	ক্রোধ, আমার ভাইদের প্রতি, স্বাধীনতা (আরবী) হাজার মঞ্জরীর বুটিদার জামদানী, দ্বিধার গল্প, বিষাদ যাত্রা	মূল: মাহমুদ দারবীশ, মূল: মিখাইল নু'ইমা, মূল: আব্দুল গনি আল হাসান, অনুবাদ: আব্দুস সাত্তার, গোলাম ইউনুস, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, ইজাজ আহমেদ				
২৭/১১/১৯৮৬ ১০/৮/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা,	এম আর আখতার মুকুল	যৌবনের অপসরী	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	সুদূর পলাতকা/ কার্টুন, এ কথাই বলা উচিত, সৈকতে কাষ্ঠখন্ড, হে পৃথিবী দুঃখিত হও, আপনার ৯৯তম জন্মদিনে	মূল: কার্ল স্যান্ডবার্গ, মূল: ইউলিয়াম কার্লোস ইউলিয়াম, মূল: উইটার বাইনার, অনুবাদ: আবুল কাইয়ুম, মোহাম্মদ সাদিক, রেজাউদ্দিন স্টালিন				

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/১২/১৯৮৬ ১৭/৮/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, ফারাক্কা বাঁধ ও বাংলা উপন্যাস	এম আর আখতার মুকুল, সরদার আব্দুস সাত্তার	দৌড়	আবু হাসান শাহরিয়ার	শনি/ খোলা কনসার্ট/ অসহায় গীটার, মালিক তোমার বাগান	মূল: গুন্টার গ্রাস, অনুবাদ: আল মুজাহিদী, খোন্দকার আশরাফ হোসেন				
১১/১২/১৯৮৬ ২৪/৮/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, ফারাক্কা বাঁধ ও বাংলা উপন্যাস	এম আর আখতার মুকুল, সরদার আব্দুস সাত্তার	শোনিত সবুজ	মহসিন মুসা লুবিস	পঁচিশ বছর, যখন প্রবাসী আমি, শুধু বেদনা বহন করে	আবু বকর সিদ্দিক, দিলওয়ার, দারা মাহমুদ				
২৫/১২/১৯৮৬ ৯/৯/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা, পথিকৃৎ আব্দুল কাদির	এম আর আখতার মুকুল, মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ	হঠাৎ সমুদ্রে	ইসাক খান	নগরী/ইচ্ছেগুলো/ বারবার, নাগরিক হতে চেয়ে	মূল: কডোফি অনুবাদ: আফজার হোসেন, জাহাঙ্গীর ফিরোজ				

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/১/১৯৮৭ ১৬/৯/১৩৯৩	বাঙ্গালী জাতির অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্রম বিকাশের ধারা	এম আর আখতার মুকুল	পশুর নদীর গাঙচিল	আল মাহমুদ	বিমূর্ত ইলোর, সুন্দরের প্রতি, হেলমন্দ-ভূমধ্যসাগর উপকূল, পিতৃভূমি	কেজি মোস্তফা, সেলিম মাহমুদ, ফাহিম ফিরোজ, বিলোরা চৌধুরী				
৮/১/১৯৮৭ ২৩/৯/১৩৯৩	নজরুল সঙ্গীত কিছু প্রসঙ্গ কথা, সরদার জয়েন উদ্দিন, আফ্রিকার আকাশে নতুন সূর্যোদয়: নোবেল নন্দিত ওল সুইংকা	খালিদ হোসেন, ভূঁইয়া ইকবাল, সুমন আহমেদ	আরেক জীবন	নূরুল করিম নাসিম	বিংশ শতাব্দীর জন্য আয়না, মেয়ে প্রজাপতি/ মেয়ে নববর্ষ	মূল: আলী আহমদ সাইদ, মূল: উনসি আল-হাজ, অনুবাদ: বেলাল চৌধুরী				
১৫/১/১৯৮৭ ৮/১০/১৩৯৩	নজরুল সঙ্গীত কিছু প্রসঙ্গ কথা, সতীনাথ চরিত মানস	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আলম খোরশেদ	বন্দুকের নলের বারুদ	সরদার জয়েন উদ্দিন	সক্রেটিসের শরকি, মানুষের বড়ো ক্রন্দন জানে না, ইলেকট্রা ইলেকট্রা	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মহাদেব সাহা, আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ				
২২/১/১৯৮৭ ৮/১০/১৩৯৩	লোক সাহিত্য ও আঞ্চলিক ভাষা, স্বাধীনতা যুদ্ধ: ইতিহাস প্রকল্প, বিশ্ব সাহিত্য: রুমীর মসনবী	আবুল কালাম, মনজুর মোরশেদ, সৈয়দ আলী আহসান, ইসাক ওবায়েদী	স্বপ্ন ও ইঁদুর	মূল: গুন্টার গ্রাস, অনুবাদ: মফীজ দীন শেখ	তোমার আড়াল, নতুনের অভ্যুদয়	আল মাহমুদ, মূল: টমাস হার্ডি, অনুবাদ: মুহম্মদ মীজানুর রহমান				
২৯/১/১৯৮৭ ১৫/১০/১৩৯৩	আবু রুশদ: ছোট গল্পের কারুকর্মী, মাইকেল মধুসূদনের জীবনে পাশ্চাত্য প্রভাব, রোম নয়: মেসোপটে মিয়া প্রথম আইন দাতা	আহমেদ আশরাফ, মহম্মদ মীজানুর রহমান, গোলাম কিবরিয়া			ভাংচুর, চুপিসারে, ফুল ফুটে আছো, সুন্দরম	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, আফলাতুন, মারুফ রায়হান				

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/২/১৯৮৭ ২২/১০/১৩৯৩	বাংলা পুঁথি বিশারদ: অধ্যাপক আলী আহমদ	মুহম্মদ আবু তালেব	দিল্লী দূর অস্ত, অতনুর আহবান	আবুল ফজর শামসুজ্জামান, মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল,	কেবল মানুষ, জনার মানব	শাহীন রীশাদ, সালেম সুলেরী				
১২/২/১৯৮৭ ২৯/১০/৯৩	সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর উপন্যাস: চেতনা প্রবাহ	মাহবুব মোতানবী	দিল্লী দূর অস্ত	আবুল ফজল শামসুজ্জামান	সোন্যালী ঈগল, মানুষের খাদ্য তালিকায়, কালের ক্ষত	আল মুজাহিদী, ইকবাল হাসান, মাহবুব হাসান				
২৬/২/১৯৮৭ ১৩/১১/১৩৯৩	মনিরুউদ্দিন ইউসুফ স্মরণে, নজরুল ইসলামের গদ্য রচনার পরিপ্রেক্ষিত	আবু সাঈদ চৌধুরী, এস.এম. লুৎফর রহমান	মেহগনি ও বসতবাড়ি	হুমায়ুন মালিক	নীল জ্বালা, শিকার, অনিবার্য পৃথিবীর মুখ	আতাউর রহমান, জাহাঙ্গীর ফিরোজ, শামসুল আবেদীন				

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/৩/১৯৮৭ ২০/১১/১৩৯৩	আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রসঙ্গ মাতৃভাষা: কথা বনাম কাজ	মহম্মদ মীজানুর রহমান, খোন্দকার সিরাজুল হক	পান্ডুর মুখ	মূল: হাইনরীশ ব্যোল, অনুবাদ: মোবারক হোসেন খান	আমার দেশবাসী	মূল: খলিল জিবরান, অনুবাদ: মুস্তফা জামাল				
১২/৩/১৯৮৭ ২৭/১১/১৩৯৩	কবি-সৈনিক ও শেরেবাংলা	শেখ দরবার আলম	কয়নার সাহেবের গল্প	মূল: বারটান্ট ব্রেখট, অনুবাদ: মফীজ দীন শেখ	ফাল্গুন ফলক, কবির অশ্রু, নুলো হাত নেচে ওঠে	আলাউদ্দিন আল আজাদ, দিলওয়ার, ইকবাল আজিজ				

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২/৪/১৯৮৭ ১৮/১২/১৩৯৩	মানব প্রেমিক আবুল মনসুর আহমদ, ওস্তাদ মুহম্মদ হোসেন খসরু, গুন্টার গ্রাসের ফ্যান্টাসী	আবু সাঈদ চৌধুরী, আতাউর রহমান খান, সরকার মাসুদ	একজন অবিদিত মুক্তিযোদ্ধা	মিন্নাত আলী	জোহরা তারা	আল মাহমুদ				
৯/৪/১৯৮৭ ২৫/১২/১৩৯৩	ওস্তাদ মুহম্মদ হোসেন খসরু, চৈত্রের কোন গান	আতাউর রহমান খান, আখতার-উল-আলম	বাঁশি বাজে	ফজলুল কাশেম	উৎপাটিত, রূপকথা, একটি অলক, মানুষ মঙ্গল	আতাউর রহমান, মারুফুল ইসলাম, কে.জি. মোস্তফা, আব্দুল হাই শিকদার				
২৩/৪/১৯৮৭ ৯/১/১৩৯৪	রবীন্দ্রনাথের দুঃখ: উৎস ও উত্তরণ, বানার্ড ম্যালামুডের জীবন, সাহিত্য ও কবিতা	সরকর মাসুদ, কামাল আহমেদ	সংগ্রাম	মাহবুব মোতানাব্বী	দণ্ড/ অনুভব/এই শহরে একটি মেয়ে	আল মাহমুদ				
৩০/৪/১৯৮৭ ১৬/১/১৩৯৪	জসীম উদ্দিনের কবিতা, বানার্ড ম্যলমুডের জীবন সাহিত্য ও কবিতা	মহম্মদ মীজানুর রহমান, কামাল আহমেদ	ভেড়া	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	গল্প গুজবের ভিতর থেকে, কবরের উপকথা	জাহাঙ্গীরুল ইসলাম, মসুদ খান				

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/৫/১৯৮৭ ২৩/১/১৩৯৪	রবীন্দ্রনাথের মানব ভাবনা, কবিতার কালস্রোত, রবীন্দ্র কাব্যে বিদ্রোহ চেতনা	রফিক উল্লাহ খান. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, আবিদুর রহমান			বৈশাখী স্তবক	আলাউদ্দিন আল আজাদ				
১৪/৫/১৯৮৭ ৩০/১/১৩৯৪	কবিতায় কাল স্রোত, হাসান হাফিজুর রহমান: তাঁর সমাজ ও তাঁর অস্তিত্ব	খোন্দকার আশরাফ হোসেন, মুহম্মদ মালিক	ছুটি	ওয়াসি আহমেদ	সময় হয় নি	সানাউল হক খান				
২৩/৫/১৯৮৭ ৮/২/১৩৯৪	নজরুল স্মৃতি, নজরুলের কবিতা ও গান: সংস্কার ও পরিমার্জনা প্রসঙ্গ, নজরুল কাব্যের ভূমিকা, কাজীদার জীবনের অন্য অধ্যায়	আতাউর রহমান খান, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, লুৎফুর রহমান জুলফিকার			নজরুল কাব্যে একজন মানুষ	আব্দুস সাত্তার				শনিবার নজরুল জন্মবার্ষিকী

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/৬/১৯৮৭ ২০/২/১৩৯৪	নজরুল মানস, আল মাহমুদের আরব্য রজনীর রাজহাঁস	শাহবুদ্দিন আহমদ, মারুফুল ইসলাম	যাও পাখি বলো তারে	নুরুল করিম নাসিম	দান্তের প্রতি, ভবিষ্যতের ঈগল, রূপসীর স্মৃতি উঠোনে, কাব্যিকা, ঘরে ফেরার কাল এলো	মূলঃ মিকেলাঞ্জেলোর, অনুবাদঃ মনজুরুল হক, কে.জি মোস্তফা, খুরশেদুল ইসলাম, সৈয়দ হায়দার, রেজাউদ্দিন স্টালিন				
১১/৬/১৯৮৭ ২৭/২/১৩৯৪	স্যার এফ রহমান	আতাউর রহমান খান	মহাপ্রয়াণ	আব্দুল আওয়াল চৌধুরী	সবুজ রাখার দুত, স্বাধীনতা, অন্ধকার বিষয়ক	আতাউর রহমান, মূলঃ পল এলুয়ার, অনুবাদঃ তোফায়েল হোসেন, আবু হাসান শাহরিয়ার				
১৮/৬/১৯৮৭ ৩/৩/১৩৯৪	কবি টমাস এ্যানিসেল	মহম্মদ মীজানুর রহমান	কালো চশমা	ফজলুল কাশেম	নিরেট পাথর, নারী (সুইডেন), সুদুর নিবাস (উরুগুয়ে)	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, মূলঃ মারিয়া ওয়াইন, মূলঃ দেলমিরা আগুসতিনি, অনুবাদঃ তসলিমা নাসরিন				
২৫/৬/১৯৮৭ ১০/৩/১৩৯৪	নজরুল ইসলামের চিঠিপত্রে মুসলিম সমাজচিত্র	তিতাশ চৌধুরী	ওখোলো ওখোলো	কাজী ফজলুর রহমান	অন্বিষ্ঠা, তিনি এক সোনার সেতু	মূলঃ ইলিয়া আবু মাদী, অনুবাদঃ আব্দুস সাত্তার, জাহানারা আরজু				

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২/৭/১৯৮৭ ১৭/৩/১৩৯৪	মাইকেল এঞ্জেলার দেশে	আতাউর রহমান খান	একমাত্র সম্ভাবনা	শহীদ আখন্দ	মৃত্যুর মোহন নৃত্যে জেগে ওঠা এ শিল্পীকে, এপিটাফ, নির্যাতীতাদের জীবন্ত কিছু বলতে চাই, হাছনের ঘর	মুহম্মদ নূরুল হুদা, মুশাররফ করিম, জহীর হায়দার, মাকিদ হায়দার				
৯/৮/১৯৮৭ ২৪/৩/১৩৯৪	বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় চেতনা ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, খুরশিদ আলম: চাত্রাঙ্কনে স্বাদৃশ্য	তকীয়ূল্লাহ, আল মাহমুদ	আকাশের সীমানা	ওয়াসি আহমেদ	কী ছিলো তোমার মনে আজ ভোরে, এখন রাস্তাকে, এখন ছায়াকে	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, ফরিদ কবির				
১৬/৭/১৯৮৭ ৩১/৩/১৩৯৪	আহসান হাবীবের কবিতায় সমাজ ও জীবন, সংগীতের দুই দিকপাল ওস্তাদ নারায়ন চন্দ্র বসাক ও ওস্তাদ মিথুন দে	শামসুল আরেফীন, রওশন আরা মুস্তাফিজ	জোয়ার ভাটা	মাখরাজ খান	রাত যদি হও তুমি, অলৌকিক তিরোধান	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, শাহীন শওকত				
২৪/৭/১৯৮৭ ৭/৪/১৩৯৪	নজরুলের ইসলামী গান ও মুসলিম সমাজ	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	লুণ্ঠন	মূল: সিবিল ভেট্রোসিংগে, অনুবাদ: গোলাম রব্বানী খান	হাওয়ার ক্রন্দন, স্বপ্ন করপুটে, একটি শব্দের ভারে, আহা কি জ্যোৎস্না	নয়ীম গহর, খালেদা এদিব চৌধুরী, মাহমুদ শফিক, মোস্তফা মীর				শনিবার প্রকাশিত হল।
৩০/৭/১৯৮৭ ১৩/৪/১৩৯৪	বাঙ্গালী মুসলমানদের জাতীয় চেতনা ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	তকীয়ূল্লাহ	সেদিন সেই সকাল (ফিলিস্তিন)	মূল: আকরাম হান্নিয়া, অনুবাদ: বেলাল চৌধুরী	কোদালধারী মানুষটি, গ্রাম্য নাস্তিক	মূল: এডইউন মারখাম, মূল: এডগারলী মাস্টার্স, অনুবাদ: আব্দুল কাইয়ুম				

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১৩/৮/১৯৮৭ ২৭/৪/১৩৯৪	নব মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ, আবার জাকার্তায়	মনির উদ্দিন ইউসুফ, আবুল ফজল শামসুজ্জামান	প্রতিপক্ষ	ওয়াসি আহমেদ	মাইক্রোফোনে/নাম শুনে, ঘরে ফেরা কোথাও গেলে	অরুনাভ সরকার, সৈয়দ হায়দার				
২০/৮/১৯৮৭ ৩/৫/১৩৯৪	বাঙ্গালী মুসলমানদের জাতীয় চেতনা ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শব্দে প্রেম শব্দে বিদ্রোহ পল এল্যুয়র এর কবিতা	তকিয়ূল্লাহ, সরকার মাসুদ	প্রতিপক্ষ	ওয়াসি আহমেদ	বলেছেন এক চিঠিতেই, বাবা বদলের নোটিশ	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মোফাজ্জল করিম				
২৭/৮/১৯৮৭ ৯/৫/১৩৯৪	অন্যান্য নজরুল, প্রেমময় নজরুল, হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ নজরুলের একটি কবিতা ও প্রসঙ্গ কথা, কাজীদা আমাদের অস্তিত্বের ও অহংকারে	ওবায়দে উল হক, শাহবুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান, লুৎফুর রহমান জুলফিকার								

সেপ্টেম্বর-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৩/৯/১৯৮৭ ১৭/৫/১৩৯৪	প্রেমময় নজরুল, অনন্য নজরুল	শাহাবুদ্দীন আহমদ, ওবায়দুল হক	চালক	আবু রুশদ	অঙ্কুরায়ণ	আফজাল চৌধুরী				
১৭/৯/১৯৮৭ ৩১/৫/১৩৯৪	কথাশিল্পী আবু বকর সিদ্দিক: তাঁর গল্প ও উপন্যাস, হুজুর স্মৃতি	সিদ্দিকুর রহমান, আতাউর রহমান খান	জলকান্না	তাপস মজুমদার	মৃত্তিকা প্রতীক্ষা করে, তাম্রবর্ণ/সেই তো ভাল ছিলাম আমি/কাতুল্লুস/ ক্রীতদাস/মহুয়া আড়ালে/ঋণ/শ্বেত কফিনে ঢাকা	আতাউর রহমান, মহম্মদ নূরুল হুদা				
২৪/৯/১৯৮৭ ৭/৬/১৩৯৪	আধুনিক কবিতার পথিকৃৎ শেষ শিখা	আবুল হোসেন	ষোলই ডিসেম্বর	কাজী ফজলুর রহমান	একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি, তিনটি স্তবক, কে বিতার্কিত কে তর্কাতীত	সমর সেন, শামসুর রাহমান, সৈয়দ হায়দার				

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/১০/১৯৮৭ ১৪/৬/১৩৯৪	বৃক্ষ যখন ভাঙ্গলো, ডব্লিউ.এইচ. অডেনের কবিতা, স্পেন ১৯৩৭	কামরুল আহসান, খুরশেদুল ইসলাম	স্থানান্তর	ওয়াসি আহমেদ	খণ্ডযুদ্ধ শেষে, মধ্যবিত্ত ভয়, উড়ন্ত রুমাল	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, রেজাউদ্দিন স্টালিন, কে.জি. মোস্তফা				
৯/১০/১৯৮৭ ২২/৬/১৩৯৪	উত্তরাধিকারের প্রশ্নে কবি, কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি	মহম্মদ মীজানুর রহমান, আখতার-উল-আলম	দাতাঁন	আব্দুল আউল চৌধুরী	বাড়ি, তোমাকে দেখিনি তবু	ফরিদ কবির, শাহীন রীশাদ				শুক্রবার প্রকাশিত
১৫/১০/১৯৮৭ ২৬/৬/১৩৯৪	কথা শিল্পী সৈয়দ শামসুল হক ও তাঁর উপন্যাস	হুমায়ুন মালিক	দুর্ঘটনা	শাহজাহান কিবরিয়া	অন্যজন/অভ্যাসের শক্তি, উৎসব, বলো অগ্নি , বলো কষ্ট	মূল: হানস মাগনুস এনৎচেন্সবার্গার, অনুবাদ: মফীজ দীন শেখ, মোহাম্মদ সাদিক, ইরাজ আহমেদ				বৃহস্পতি
২২/১০/৮৭ ৪/৭/১৩৯৪	নার্গিসের তাম্রতক্ষণ শিল্পি, কথা শিল্পী সৈয়দ শামসুল হক ও তাঁর উপন্যাস, হজ্বের স্মৃতি প্রসঙ্গে	আল মাহমুদ, হুমায়ুন মালিক, আতাউর রহমান খান								
২৯/১০/৮৭ ১১/৭/১৩৯৪	কথা শিল্পী সৈয়দ শামসুল হক ও তাঁর উপন্যাস, পদ্মার পলিদ্বীপ প্রসঙ্গ: আঁদ্রে মালরো শতাব্দীর কিংবদন্তী	হুমায়ুন মালিক, আখতার-উল-আলম, সরদার আব্দুস সাত্তার			মনে নেই এই পৃথিবীর, প্রাত্যহিক	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, হায়াৎ সাইফ				

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/১১/১৯৯৪ ১৮/৭/১৩৯৩	কবি জোসেফ ব্রডস্কী: দেশান্তরী চেতনার সংগ্রাম	ফিরোজ আহমদ	চোর চোর	মাহবুব মোতানাব্বী	ভালোবাসা, প্রেমের কবিতা, সিদ্ধিদাতা	আতাউর রহমান, মুহাম্মদ সাম্মাদ, ত্রিদিব দস্তিদার				
১৩/১১/১৯৮৭ ২৬/৭/১৩৯৩	ষাট দশকের কাব্য চর্চা বিষয় ও বিষয়ী, নোবেল লরেট ইয়সিপ ব্রডস্কীল সাক্ষাৎকার	আবু মহম্মদ রইস, ফয়সাল মোশাররফ মাহমুদ	আমার মহামূল্যবান পা	মূল: হাইনরীশ ব্যোল, অনুবাদ: মোবারক হোসেন	আমার সময় আমি, জলপরী এবং ঘোড়ার গল্প, প্রেমের ছড়া/ জীবন মলাট/ তোমার প্রেমেই/ ধিক সে হৃদয়ে/ বুড়ো যে হয়েছি, উত্তর/ পাপ থেকে/ পুণ্য আমার/ হাজার শোকর	খোন্দকার আশরাফ হোসেন, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, মূল: রুমী, মূল: ওমর খৈয়াম, অনুবাদ: মুহম্মদ নূরুল হুদা				শুক্রবার প্রকাশিত হল।

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/১২/১৯৮৭ ১৭/৮/১৩৯৪	মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন: শতাব্দীর মহীরূহ, ষাট দশকের কাব্য চর্চা বিষয় ও বিষয়ী	আখতার-উল-আলম, আবু মহম্মদ রইস	টিনা মেঘ	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	স্নাতক/স্বপ্নে কবিতার দাবী	সৈয়দ তারিখ, শহীদুজ্জামান ফিরোজ				
১১/১২/১৯৮৭ ২৪/৮/১৩৯৪	নোবেল লরেট কবি জোসেফ ব্রদস্কী, ষাট দশকের কাব্য চর্চা বিষয় ও বিষয়ী	মাহমুদ শাহ কোরেশী, আবু মহম্মদ রইস			গাধার টুপি, মমতাময়ী, ধূলোখেলা, উত্তরাধিকারী, তোমাকে ভালবাসার অবসর কোথায়	আফলাতুন, আ.ফ.ম. সিরাজ-উদ্-দৌলা চৌধুরী, শামসুল ইসলাম, শিহাব সরকার, জাহাঙ্গীর ফিরোজ				
২৪/১২/১৯৮৭ ৮/৯/১৩৯৪	নাম-মাহাত্ম্যৎ, বিদ্রোহী কবি নজরুল সহচর, কবি লুৎফুর রহমান জুলফিকার	আতাউর রহমান খান, আবু জাফর শামসুদ্দিন	জ্বীনের বাচ্চা	শাহজাহান কিবরিয়া	কার্ল হাইনরীশ মার্কস, আঙলের ওপারে বাড়ী	মূল: হাস মাগনুস এনচেন্সবার্গার, অনুবাদ: মফীজ দীন শেখ, আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ				বহস্পৃতি বার
৩১/১২/১৯৮৭ ১৫/৯/১৩৯৪	বিশ্ব সাহিত্য সাময়িকী-৮৭, বাষ্পকান্না	ফয়সাল মোশাররফ মাহমুদ, মাহবুব হোসেন	আধখানা ভাঙ্গাগলা ও আধখানা সাধা	মুশাররফ করিম	প্রায় এক মৃত্যুশোকগীতি, দাম্পত্য	মূল: যোশেফ ব্রদস্কী, অনুবাদ: ওফেলিয়া মোমেন, মারুফ রায়হান				

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/১/১৯৮৮ ২২/৯/১৩৯৪	বাঙ্গালি মুসলমানের জাতীয় চেতনা ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	তকীয়ূল্লাহ	টোপ	জামান মনির	সুয়োর্নিকার বিজয়, অনাদৃত কবিতার জন্য, চর্তুদশপদী	মূল: পল এলুয়ার, অনুবাদ: তোফায়েল হোসেন, রেজাউদ্দিন স্টালিন, কিশোয়ার ইবনে দিলওয়ার				
১৪/১/১৯৮৮ ২৯/৯/১৩৯৪	কিভাবে আমি সত্যকে পেলাম, গাইবান্ধা	মূল: লিওটলস্টয়, অনুবাদ: এ.বি.এম কামাল উদ্দিন শামীম, আতাউর রহমান খান	মানুষের সাথে	নূরুল করিম নাসিম	উজানে/ কবিস্মৃতি/ কেশো রোগীর ভাবনা/ কবন্ধের এলোমেলো পোঁচে	শামসুর রাহমান				
২২/১/১৯৮৮ ৭/১০/১৩৯৪	বাংলাদেশের সংস্কৃতি তার অবয়ব	ম.ন মুস্তফা	আলম্বন	পারভেজ আনোয়ার	গ্রহবাস্তের পাশ ফেরা খবর/বিবাহ/জবাব/ সংজ্ঞা/অবগুন্ঠন/ ব্যবচ্ছেদ	আল মাহমুদ, মূল: এরীখ ফ্রীড, অনুবাদ: ওয়াসি আহমেদ				শুক্রবার
২৮/১/১৯৮৮ ১৩/১০/১৩৯ ৪	খেদা, হনন প্রিয়	আতাউর রহমান খান, মাকিদ হায়দার	বালিকা	মূল: হাইনরীশ ব্যোল, অনুবাদ: মোবারক হোসেন খান	তোমার জন্য, লাশ	সৈয়দ আলী আহসান, আব্দুস সাত্তার				

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/২/১৯৮৮ ২০/১০/৯৪	বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রথম প্রস্তাবক: নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী	আবু মোহাম্মদ মোতাহার	সরোবর	মনীর রজীফ	ফিরবো শরণখোলায় শিলাইদহে, যেমন উদ্রিক্ত করে, রাতকানা	ওমর আলী, সৈয়দ হায়দার, আমিনুর রহমান সুলতান				
১১/২/১৯৮৮ ২৭/১০/৯৪	কামরুল হাসান, কবি মনির উদ্দীন ইউসুফ: তাঁর স্মৃতি	সৈয়দ আলী আহসান, মফীজ চৌধুরী	কবি	মহম্মদ মীজানুর রহমান	যেন এক যাদুকর, কাছে থাকো ছুঁয়ে থাকো, ঘুম এলে কি মানুষ কিছুই না, কয়েক ক্যালরী তাপের জন্যে	আতাউর রহমান, কে জি মোস্তফা, সানাউল হক খান, নজরুল ইসলাম খান				
১৮/২/১৯৮৮ ৫/১১/১৩৯৪	বাঙালি মুসলমানের জাতীয় চেতনা ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ	তকীয়ুল্লাহ, শেখ মাহবুবুল আলম			ইউসুফের উত্তর	আল মাহমুদ				
২৫/২/১৯৮৮ ১২/১১/১৩৯৪	নজরুল চর্চা ও গবেষণা: অন্যরকম কিছু কথা, এমিলি ডিকিনসনের কাব্যে নিভৃতি ও নির্সগ	কামরুল হাসান, সরকার মাসুদ	প্রসূতি	ওয়াসি আহমেদ	তোমার জন্য-২, ভয়াল রাত্রির এক মাতাল স্বপ্ন, স্মৃতি, স্বপ্নেরা নিরপেক্ষ নয়, সেই পুরুষ	সৈয়দ আলী আহসান, জহীর হায়দার, মারুফুল ইসলাম, ফখরে আলম, গাজী রফিক				

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৩/৩/১৯৮৮ ১৯/১১/১৩৯৪	আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাহিত্য বিচার	আহমদ ফারুক	যুদ্ধ এবং অতপর	সরদার আব্দুস সাত্তার	শেষ বল, এসো সমুন্নত হই	আবুল হোসেন, দিলওয়ার				
১০/৩/১৯৮৮ ২৬/১১/১৩৯৪	জসীম উদ্দীনের কবিতার বলয়, বাঘ শিকার	খন্দকার রেজাউল করিম, আতাউর রহমান খান			মর্মমূল ছিড়ে যেতে চায়, মৃত্যু	শামসুর রাহমান, অরুণাভ সরকার				
১৭/৩/১৯৮৮ ৩/১২/১৩৯৪	আবুল মনসুর আহমদ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, আবুল মনসুর আহমদ: প্রতিষ্ঠাতা পুরুষদের একজন	এম.আর. মুকুল, আখতার-উল-আলম	দাগ	মঈনুল আহসান সাবের	মূন্য/স্বর্গীয় বেড়াল/ তুলামূল্য/ মোহনা থেকে ফেরা/ সুখ/ সম্পর্কিত সমাচার বিলম্বিত/ আরোপিত	আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মূল: গাটফ্রীট বেন, অনুবাদ: শামসুল আলম খান				
৩১/৩/১৯৮৮ ১৭/১২/১৩৯৪	প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর সাহিত্য, সমরেশ বসু তাঁর শিল্প ও সংগ্রাম	মহম্মদ মতিউর রহমান, সরদার আব্দুস সাত্তার	কুকুর	ওয়াসি আহমেদ	গান/মা	মূল: গটফ্রীড বেন, অনুবাদ: নূরুল হুদা				

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/৪/১৯৮৮ ২৪/১২/১৩৯৪	কণ্ঠস্বর, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন	আজাহারুল ইসলাম, তোফায়েল আহমেদ			কিছু একটা কর, লোবানের ঘ্রাণ, যুগলবন্দী, মোহনার জলদূত	মূল: গুন্টার গ্রাস, অনুবাদ: দেওয়ান শফিউল আলম, মুশাররফ করিম, আবু হাসান শাহরিয়ার, কামরুজ্জামান				
২১/৪/১৯৮৮ ৮/১/১৩৯৫	বাংলা সন প্রসঙ্গে	তকীয়ুল্লাহ	সমতল	জামাল মনির	রোদের বারান্দা, পানশালা/মন্দ যা তা হলো, সন্ধ্যার ছাদ	আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মূল: গাটফ্রিড বেন, অনুবাদ: মফিজ দীন শেখ, আব্দুল হাই শিকদার				
২৮/৪/১৯৮৮ ১৫/১/১৩৯৫	সৈয়দ মুজতবা আলী	গোলাম মোস্তকীম	তিমির হননের পালা	হাসান জাহিদ	হাসপতালের বেড থেকে, নাস্তিক্রিক চাবি, দরজায় রাজহাঁসের লাশ	শামসুর রাহমান, খালেদ হোসাইন, আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ				

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/৫/১৯৮৮ ২২/১/১৩৯৫	রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে বাংলাদেশের পরিবেশ, রবীন্দ্র চিত্রকলা: দেখা ও দেখাতে, সৈয়দ মুজতবা আলী	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আইয়ুব হোসেন, গোলাম মোস্তাকীম			ধরে রাখা বেঁধে রাখা, পাশা	আবুল হোসেন, আবু বকর সিদ্দিক				
১২/৫/১৯৮৮ ২৯/১/১৩৯৫	অবিস্মরণীয় প্রিয় শিক্ষকবৃন্দ, সৈয়দ মুজতবা আলী	আতাউর রহমান খান, গোলাম মুস্তাকীম	গরম মাছ ঠাণ্ডা গোস্ত	পিটার ব্লেইক	বেহুলা বাংলাদেশ	খোন্দকার আশরাফ হোসেন				
২৬/৫/১৯৮৮ ১২/২/১৩৯৫	ব্রিটিশ যুগের বিপ্লবী আন্দোলন ও নজরুল, চিরকালের চির নতুন কবি, নজরুলের মানসভঙ্গি, কাজী দা কিছু স্মৃতি	আতাউর রহমান, ওবায়েদ-উল হক, আবুর কালাম মনজুর মোরশেদ, লুতফুর রহমান জুলফিকার			আমার নক্ষত্র	আল মুজাহিদী				

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২/৬/১৯৮৮ ১৯/২/১৩৯৫	অবিস্মরণীয় প্রিয় শিক্ষকবৃন্দ, নজরুলের মানস ভঙ্গি, ব্রিটিস যুগের বিপ্লবী আন্দোলন ও নজরুল, সৈয়দ মুজতবা আলী	আতাউর রহমান খান, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আতাউর রহমান, গোলাম মুস্তাকীম			সুদুরের ঘর/খাবারের তালিকা	মূল: হ্যান্স মাগনুস এনৎচেন্সবার্গার, অনুবাদ: মফিজ দীন শেখ				
৯/৬/১৯৮৮ ২৬/২/১৩৯৫	নজরুলের মানস ভঙ্গি, সৈয়দ মুজতবা আলী	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, গোলাম মুস্তাকীম	বিয়ে দুই	আন্দালিব রাশদী	কবিতা লেখা/দুই ভাই/নসিব, কবি	আবুল হোসেন, সৈয়দ তারিখ				
১৬/৬/১৯৮৮ ১/৩/১৩৯৫	ভাষা বিজ্ঞানী মুহম্মদ আব্দুল হাই: তাঁর সামাজিক ভূমিকা, লোক মূল্যবোধের বিবর্তন	মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ, ড: আহমদ আনিসুর রহমান	অতিক্রম	ওয়াসি আহমেদ	কোন তাড়া নেই, এই প্রথম, এলোমেলো পাঁচটি আঙ্গুল	সাইদ আতীকুল্লাহ, মুশাররফ করিম, রেজাউদ্দিন স্টালিন				
২৩/৬/১৯৮৮ ৮/৩/১৩৯৫	লোক মূল্যবোধের বিবর্তন, নজরুল সঙ্গীতের বাণী ও সুর	ডক্টর আহমদ আনিসুর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	পছন্দ	মঈনুল আহসান সাবের	আরফিউম, বাড়ি/চাঁদ/আশি/ চিঠি	আলাউদ্দিন আল আজাদ, জাহিদুল হক				
৩০/৬/১৯৮৮ ১৫/৩/১৩৯৫	বাংলা নাটক ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শামসুর রাহমানের রাজনৈতিক কবিতা	খন্দকার রেজাউল করিম, মারফুল ইসলাম	উত্তরের জন্যে	আবুল হায়াত	একগুচ্ছ কবিতা	দিলওয়ার				

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/৭/১৯৮৮ ২২/৩/১৩৯৫	আহসান হাবীবের কবি প্রকৃতি	মুহম্মদ মীজানুর রহমান	যামিনী শেষে	আবুল ফজল শামসুজ্জামান	গর ঠিকানা, নির্বাসিত সভ্যতার সাথে, মগবাজারে গিয়েছিলে বুঝি, শ্যাওলাপড়া নৌকা খানি	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, আতাউর রহমান, মুস্তফা জামাল, মোহাম্মদ সাদিক				
১৪/৭/১৯৮৮ ২৯/৩/১৩৯৫	প্যারীতে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আল মাহমুদ: তাঁর বিশ্বাস ও অঙ্গীকার	মুহম্মদ তকীয়ুল্লাহ, মারুফুল ইসলাম	রোজ নামচা	ফজলুল কাশেম	ঘন্টাঘর, খরা, তার কথা	মূল: ভিক্টর হুগো, অনুবাদ: অরুণাভ সরকার, শামসুল ইসলাম, শিহাব সরকার				
২১/৭/১৯৮৮ ৫/৪/১৩৯৫	প্যারীতে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রসঙ্গ: নজরুল সঙ্গীতের বাণী ও সুর	মুহম্মদ তকীয়ুল্লাহ, মফিজুল ইসলাম	হিপনো, থেরাপী	মূল: তাকাশি আতোবা, অনুবাদ: মোবারক হোসেন খান	দু:খের জার্নাল থেকে এলে, দাড়িয়েও ছিলে, স্বপ্নের সনেটযুগল, সাহারা থেকে উত্তমাশা	আ.ফ.ম সিরাজউদ্দৌলা চৌধুরী, সৈয়দ হায়দার, সানাউল হক খান, কাইয়ুম খান				

আগস্ট-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য		মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক			
৪/৮/১৯৮৮ ১৯/৪/১৩৯৫	কমলার দেশে	আতাউর রহমান খান	বুড়ো আঙ্গুলের উপাখ্যান	আন্দালিব রাশদী	গর্জে ওঠো স্বাধীনতা, শুধু সেই প্রতিশ্রুতির জন্যে আশ্রয়, তোমাকে দেখে, কবিতা অঙ্গরাজ্য গড়ে, তুমিই পরমা	শামসুর রাহমান, আসাফ উদ্দৌলাহ্, ফরিদ কবির, ত্রিদিব দস্তিদার, তমিজ উদ্দীন লোদী					
১১/৮/১৯৮৮ ২৬/৪/১৩৯৫	রবীন্দ্রনাথের ছবি, রবীন্দ্র দর্শণ ও ভোরের মা, শিল্প সাহিত্য ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের প্রেক্ষপটে	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, রফিক উল্লাহ খান, আবু জাফর			সত্যি কতোকাল বর্ষা-১৩৯৫, ঘুমের ভেতরে	সাইরিদ আতীকুল্লাহ, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ইরাজ আহমেদ					
১৮/৮/১৯৮৮ ১/৫/১৩৯৫	শিল্প সাহিত্য ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের প্রেক্ষপটে, কিউবিজম	আবু জাফর, সৈয়দ তারিক	আঁধার	মূল: তাতসুজো ইশিকাওয়া, অনুবাদ: ওয়াসি আহমেদ	হাসপাতালের জানালা থেকে, মোমবাতির মতো চেয়ে থাকো	মূল: টমাস এনসেল, অনুবাদ: মহম্মদ মীজানুর রহমান, ইকবালা আজিজ					

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/৯/১৯৮৮ ১৫/৫/১৩৯৫	কবি নজরুল বিশ্ব ব্যক্তিত্ব, নজরুলের মানস বিবর্তন: স্বাধীনতা থেকে সাম্য, কাজীদার জীবনের ট্যাজেডী, নজরুলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কিছু কথা	ওবায়দ-উল-হক, আতাউর রহমান, লুতফুর রহমান জুলফিকার, কামরুল আহসান			যৌগ সত্য/ফিরে আসার পরে	আবু হেনা মোস্ত ফা কামাল				
২২/৯/১৯৮৮ ৫/৬/১৩৯৫	আবু জাফর শামসুদ্দীন স্মরণে, নজরুলের মানস বিবর্তন: স্বাধীনতা থেকে সাম্য, আবহমান বাংলা	মহম্মদ মীজানুর রহমান, আতাউর রহমান, আবু মোহাম্মদ আসাদ	গৃহস্থ	পারভেজ আনোয়ার	হঠাৎ বন্যার পানি, জলবন্দী, আজো তাদের মুখ, কীভাবে ফেরাবো	সৈয়দ আলী আহসান, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, সাইফুল বারী, খালেদা এদিব চৌধুরী				
২৯/৯/১৯৮৮ ১২/৬/১৩৯৫	লোক ঐতিহ্যের মহীরূহ, আমেরিকায় কয়েকদিন, বিকাশমান সমাজ শিক্ষা	তোফায়েল আহমদ, প্রফেসর আব্দুর রব হাওলাদার, সালাহউদ্দিন আহমদ	বিদায়ের আগে	মূল: সার্গেই আস্তলভ, অনুবাদ: আতোয়ার রহমান	যায়, ছিড়ে যেতে হবে	হাবিবুল্লাহ সিরাজী, দারা মাহমুদ				

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/১০/১৯৮৮	আর্থার মিলার: বিক্রেতার সময়পঞ্জী	ফয়সাল মোশাররফ মাহমুদ	সম্পর্ক	ইসহাক খান	আমার আত্মচরিত, আমার এ্যাকিলিজ হৃদয়/সাইগুলডায় শরৎ	আলাউদ্দিন আল আজাদ, মূল: আন্দ্রেই ভজেনেসনস্কী, অনুবাদ: ফিরোজ আহমদ				
১৩/১০/৮৮ ২৬/৬/১৩৯৫	অসম্পূর্ণ কবি হাসান হাফিজুর রহমান	এম আর আকতার মুকুল	অস্তিত্বের রাজা ও প্রতিপক্ষ	হুমায়ুন মালিক	প্লাবনে প্লাবনে	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান				
২০/১০/৮৮ ৩/৭/১৩৯৫	ফররুখ কাব্য: আদর্শ ও শিল্পের ঐক্যতান, নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক নগীব মাহফুজ	জয়নুল আবেদীন আজাদ, এ.বি.এম কামাল উদ্দিন শামীম			হা প্রত্যাশা, কাব্যিকা, বিপরীত অনুভব, মানুষ পারে না এমন কি আছে	কে.জি মোস্তফা, সৈয়দ হায়দার, জিল্লুর রহমান, শামসুল আরেফীন				

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৩/১১/১৯৮৮ ১৭/৭/১৩৯৫	বাংলাদেশে হাফেজ চর্চা	মহমুদ শাহ্ কোরেশী	আরশি	ওয়াসি আহমেদ	সত্যের প্রেক্ষাপুটে, হাফিজ ও আব্দুল হাফিজ, একটি তাঁবু	সৈয়দ আলী আহসান, মাহবুব তালুকদার, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল				
১০/১১/১৯৮৮ ২৪/৭/১৩৯৫	বাংলাদেশে হাফেজ চর্চা, আর্ন্তজাতিক সংখ্যালিপি	মাহমুদ শাহ্ কোরেশী, মুহম্মদ আব্দুল মইজ	সদর	শাহীদ খান	অলৌকিক মোমবাতি, সে কথা কি করে ভুলে যাই, হায় কাঁচাম্যাটিয়া, কাক ও কবি	আলাউদ্দিন আল আজাদ, আমানত আলী, আব্দুল হাই মাশরেফী, জাহাঙ্গীর ফিরোজ				
১৭/১১/১৯৮৮ ১/৮/১৩৯৫	বিপরীত উপাসনা	সরকার মাহমুদ	বন্যা উৎসব	শহীদুল হক খান	মেলানো কঠিন, জতুগৃহ, সমুদ্রের পাড়ে বন্ধ্যা মানুষের, কঙ্কাল ও আপেল, চিল্কার চিতা	আতাউর রহমান, শামসুল ইসলাম, শিহাব সরকার, সমরেশ দেবনাথ, রেজাউদ্দিন স্টালিন				
২৪/১১/১৯৮৮ ৮/৮/১৩৯৫	কোলকাতায় গালিব	শামসুল ফয়েজ	তিন বোনের বন্যা, বৈরী অনুরাগ	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, মূল: কেইকো ওচিয়াই, অনুবাদ: মোবারক হোসেন খান	অন্বেষণ, আমি আর আমি, খুব নিরিবিলি, অনুভূতির কণ্ঠস্বর, প্রাচীন আর্ভর থেকে, এক গুচ্ছ কবিতা	সৈয়দ তারিক, সানাউল হক খান, মিহির মুসাকী, আবুল হোসেন				

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/১২/১৯৮৮ ১৭/৮/১৩৯৫	আল্লামা ইকবাল, মনির উদ্দীন ইউসুফ ও আমি	যতীন সরকার	টেলিফোন ঘাপলা	মূল: খাজা আহমদ আব্বাস, অনুবাদ: সালাহ উদ্দিন পাঠান	শুধু সারঙ, ঋণ, যুগল যুগান্তর, উলফতের সুনীল কোট	জাহিদুল হক, শাহীন রীশাদ, কিশোওয়ার ইবনে দিলওয়ার, জহীর হায়দার				
৮/১২/১৯৮৮ ২৪/৮/১৩৯৫	আত্মবাদী কাব্যধারা: মার্কিন কবিতায় নতুন বিপ্লব, ঐতিহ্যের সোনালী পত্র হাতে	আবুল কাইয়ুম, শিহাব সরকার	নিগড়	মাহবুব হোসেন	ফেরীতে	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান				
২২/১২/১৯৮৮ ৮/৯/১৩৯৫	কবি আব্দুল হাই মাশরেকী, বাংলাদেশের জাতীয় পঞ্জিকা: সংস্কারের প্রস্তাব, আত্মবাদী কাব্য ধারা: মর্কিন কবিতায নতুন বিপ্লব	আব্দুর রশীদ খান, মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, আবুল কাইয়ুম	উৎসব	আব্দুল মান্নান	একজন কবির ফিরে আসা, সুন্দর বনে ঘূর্নিঝড়-১৯৮৮	সৈয়দ শামসুল হক, দিলওয়ার				
২৯/১২/১৯৮৮ ১৫/৯/১৩৯৫	আমাদের জীবনের মধ্যস্তরে পরস্পর ও স্ববিরোধীতা, আবুল হাসানের কবিতায সমকালীন মানুষ	আতাউর রহমান খান, হেলাল আহমেদ	তৃতীয় প্রজন্মের উপাখ্যান	মোস্তফা হোসাইন	ফুলের সঙ্গী, ইহুদী গণিকা, মেরী স্যানডার্সের গান	আতাউর রহমান খান, মূল: বার্টল ব্রেখট, অনুবাদ: মফীজ দীন শেখ				

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/১/১৯৮৯ ২২/৯/১৩৯৫	রর্বার্ট গ্রেভাস, সব্যসাচীর শিল্প প্রতিমা	সরকার মাহমুদ	দিকচিহ্নহীন	হামিদ কায়স্যার	গুলাম আমীর গজল মাহফিলে, না থাকা তুমি	আসাফ্ উদ্দৌলাহ্, ফারুক মাহমুদ				মূল্য ২.৫০ টাকা
১২/১/১৯৮৯ ২৯/৫/১৩৯৫	জসীম উদ্দীনের লোকায়ত শিল্প ভাবনা	মহম্মদ মীজানুর রহমান	একান্ত ব্যক্তিগত	আন্দালিব রাশদী	সপ্তম পিরিয়ডের ক্লাশ, কুকুরের ঘুম, ঝরা পাতা	মোফাজ্জল করিম, মূল: রবার্ট আর্মষ্ট্রং মূল: চালর্স এ কলিন্স, অনুবাদ: আবুল কাইয়ুম				
১৯/১/১৯৮৯ ৬/১০/১৩৯৫	চিত্রপুরীর আঙ্গিনায় কবি নজরুল	আসাদুল হক	বর্গাকার বৃত্তে	আনোয়ার পারভেজ	শোক, এই তো আমার দেশ	মূল: ফান্সিস মেয়ো, অনুবাদ: মুস্তফা জামাল, ওমর আলী				
২৬/১/১৯৮৮ ১৩/১০/১৩৯৫	প্রগতি কি সুনিশ্চিত? আধুনিকতা, বোদলেয়ার ও বুদ্ধদেব বসু	মূল: বারটোল্ড রাসেল, অনুবাদ: আহমেদ আশরাফ, মাসুদুজ্জামান	টান	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	সন্ধান, ছায়া ফেলে যায়	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জাহানারা আখতার				

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২/২/১৯৮৯ ২০/১০/৯৫	সালেভেদের দানি: শিল্পে পরাবাস্তবতা, আধুনিকতা বোদলেয়ার ও বুদ্ধদেব বসু	মহম্মদ মীজানুর রহমান, মাসুদুজ্জামান	অনিবার্য বিজয়	আবদুল আউয়াল চৌধুরী	নীলিমায় শঙ্খচিল, ঘুম, অতিক্রম	আফলাতুন, আশরাফ আহমদ, আবু হাসান শাহরিয়ার				
৯/২/১৯৮৯ ২৭/১০/৯৫	মনির উদ্দিন ইউসুফের কবিতা	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	আল্লাহর দুনিয়া	মূল: নাজিব মাহফুজ, অনুবাদ: মহিবুল হক	তাঁবু ছেড়ে ছুটে আসে	শামসুর রাহমান				
১৬/২/১৯৮৯ ৪/১১/১৩৯৫	জীবনের উত্তাপে অভিষিক্ত হেনরী মুর, সৈয়দ মুজতবা আলী: জীবন ও সাহিত্য কর্ম, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম	আইয়ুব হোসেন, কামরুল আহসান, আবু মোহাম্মদ আসাদ			প্রমেথিউস, উট, খামার, অবাধ উচ্চারণের জন্য আত্মত্যাগ	আলাউদ্দিন আল আজাদ, শামসুল ইসলাম, সৈয়দ হায়দার, রেজাউদ্দিন স্টালিন				
২৩/২/১৯৮৯ ১১/১১/১৩৯৫	শিক্ষাই ভাগ্য উন্নয়নে বিকল্প, সৈয়দ মুজতবা আলী: জীবন ও সাহিত্য কর্ম	মিজানুর রহমান শেলী, কামরুল আহসান	সোহাগ-সিঁদুর	পিটার ব্রেইক	চিন্তাহরণ মল্লিক	মাকিদ হায়দার				

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২/৩/১৯৮৯ ১৮/১১/১৩৯৫	টি.এস.এলিয়ট: তাঁর মোহন আকর্ষণ	মূল: স্টিফেন স্পেন্ডার, অনুবাদ: ফিরোজ আহমদ	যুবরাজ আসছেন	মাহবুব মোতানাব্বী	একটি মেয়ের কাহিনী, জরমগ্ন ১৯৮৮	কায়সুল হক, আমিনুর রহমান সুলতান				
৯/৩/১৯৮৯ ২৫/১১/১৩৯৫	আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাহিত্য চিন্তা	মহম্মদ মীজানুর রহমান	ভালবাসার ক্যানভাস	জাহানারা বীথি	ইন্দ্রজাল মধ্যরাতে, মেঘের কবিতা, লিউক হ্যাভারগল	সৈয়দ শামসুল হক, সেলিম মাহমুদ, মূল: এডউইন আরলিংটন রবিসন, অনুবাদ: আবুল কাইয়ুম				
১৬/৯/১৯৮৯ ২/১২/১৩৯৫	আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাহিত্য চিন্তা	মহম্মদ মীজানুর রহমান	শেষ বিকালের সংলাপ	হাসান জাহিদ	সুপ্রভাত সম্ভাষণ, নাটকের বিবেক	এনামুল হক, ইউসুফ পাশা				
২৩/৩/১৯৮৯ ৯/১২/১৩৯৫	মুসলিম পুর্নজাগরণের প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ	মীর সোহরাব আলী	হনন	ওয়াসি আহমদ	একুশের এ্যালবাম, দিন যাপনের আপোষ চিত্র	আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান হাফিজ				
৩০/৩/১৯৮৯ ১৬/১২/১৩৯৫	সিকান্দার আবু জাফরের প্রাসঙ্গিকতা	মুহম্মদ নুরুল হুদা	কাপুরুষ	পারভেজ আনোয়ার	আত্মসংহারের গান, বুনো হাঁস, তোমার কবিতায় আমাকেও একটু রাখো	আল মাহমুদ, জাহিদুল হক, শামসুল ফয়েজ				

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/৪/১৯৮৯ ২৩/১২/১৩৯৫	হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতা ও সংগ্রাম	মহম্মদ মীজানুর রহমান	মধ্যাহ্নের যাত্রা	মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল	হাসানরা হারায় না কখনো, তুমি কথা দেবার পর, তোমার সত্য আমার সত্য, ফিরে আসি বাজেনা সঙ্গীত	জাহানারা আরজু, আবু জাফর, আব্দুল হাই শিকদার, আশরাফ মীর				
১৩/৪/১৯৮৯ ৩০/১২/৯৫	জোসেফ ব্রডস্কির নোবেল অভিভাষণ, তিমির হননের গান	ফিরোজ আহমদ, আখতার-উল-আলম	মানুষ	ইকতিয়ার চৌধুরী	প্রকৃত দেবার মতো/ সে নয় তোমার/ হে সুরভিতমা/ কেবল নেশার ঘোরে/ কবিতা অমর শিল্প, মেঘ, মানুষকে কাঁদায়	মুহম্মদ নূরুল হুদা, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, শিহাব সরকার				
২০/৪/১৯৮৯ ৭/১/১৩৯৬	পিউটরটান থেকে হুইটম্যান: মার্কিন কবিতার দর্শন	আবুল কাইয়ুম	অপরাজিতা	আহমদ বুলবুল ইসলাম	মানুষতো/মানুষ তো কত কিছু করে/ একটি নদীর খোঁজে/ যখন/ আর কতো/ নীরদ সি চৌধুরী, যখন তোমাকে দেখলাম	দিলওয়ার, সিকদার আমিনুল হক				
২৭/৪/১৩৮৯ ১৪/১/১৩৯৬	বাংলাদেশ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য	নাজির আহমদ	জোট	মূল: জন গলসওর্য়াদ্দী, অনুবাদ: মোবারক হোসেন খান	শওকত ওসমানকে, তাই তুমি আমি দুজনেই	আবুল হোসেন, এনামুল হক				

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৪/৫/১৯৮৯ ২১/১/১৩৯৬	যুগ প্রবর্তক কবি কাজী নজরুল ইসলাম, এইসব দিন রাত্রি	সৈয়দ নাজমুদ্দিন হুসাইন, সরদার আব্দুস সাত্তার	স্বপ্ন	মূল: সামারসেট মম, অনুবাদ: মেহের নিগার	অস্তিত্ব জ্বলে ওঠে, ভাঙ্গবে সময়, অবতরণ	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মঈন চৌধুরী, তসলিমা নাসরিন				
১১/৫/১৯৮৯ ২/১/১৩৯৬	স্বচৈতন্যে রবীন্দ্রনাথ	মহাম্মদ মীজানুর রহমান			আকু পাংচারের পর, সাঁতার শিখবো, লিথোগ্রাফে বন্দী এক নদী	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, নাজমা বেগম, তমিজ চৌধুরী				
১৮/৫/১৯৮৯ ৪/২/১৩৯৬	কাজী আব্দুল ওদুদ: তাঁর বিশ্বাস, সাদিত আলী আখন্দ: বিস্মৃতির অন্তরালে	খন্দকার রেজাউল করিম, গাজীউল হক	তৃতীয় পক্ষ	শরীফ খান	বাতাসের কাছে/ বিরতি হীনতার মধ্যে, স্বপ্ন	ফজল শাহাবুদ্দিন, মূল: জুরাব কুখিরানিদজে, অনুবাদ: মোখলেছ উদ্দিন আহমেদ				
২৫/৫/১৯৮৯ ১১/২/১৩৯৬	নজরুল বিশ্ব ব্যক্তিত্ব, নজরুল: সংগ্রামী সাংবাদিক, কাজীদার স্মৃতি, নজরুলের ইতিহাস সচেতনতা	ওবায়েদ উল হক, আতাউর রহমান, লুতফুর রহমান জুলফিকার, শাহাবুদ্দীন আহমদ			এক সুহাসিনী বোনের জন্য	আল মাহমুদ				

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
১/৬/১৯৮৯ ১৮/২/১৩৯৬	নজরুল-সংগ্রামী সাংবাদিক, মিথ-ঐতিহ্য-চেতনা ও নজরুল ইসলামের কবিতা, সিংগাপুরের কূটনৈতিক জীবন	আতাউর রহমান, রফিক উল্লাহ খান, আবুল ফজল শামসুজ্জামান			মৃত্যুহীন মৃত্যু তোমার, কি বুঝবো ক্ষুদ্র জ্ঞানে, অসহায় সাঁকো, কোথাও যাবার কথা	ইমরান নূর, আব্দুস সাত্তার, রেজাউদ্দিন স্ট্যালিন, গোলাম মহিউদ্দিন				
৮/৬/১৯৮৯ ২৫/২/১৩৯৬	শিল্পাচার্য: একটি প্রদর্শনী ও একটি পাখা, আধুনিক বাংলা গান ও সমকালীন অনুষঙ্গ	তোফায়েল আহমদ, রওশন আরা মুস্তাফিজ	আত্মজা	ফজলে রাব্বী	মৃতের বাড়িতে, এবং কবিতা	সিকদার আমিনুল হক, মোফাজ্জল করিম				
১৬/৬/১৯৮৯ ২/৩/১৩৯৬	মহাকবি ইকবাল ও আমরা	সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন	উজবুক	মূল: আন্দ্রেই প্লাতোনভ, অনুবাদ: আতোয়ার রহমান	কাল বৈশাখী, গরমে সমুদ্রে যাওয়া/মাকড়শা/তোমাতে আমার মুক্তি/রৌদ্র ছিঁড়ে রৌপ্যমুদ্রা/সুন্দরের প্ররোচনা, আমার অপর যমজ ভাইয়ের প্রতি	মূল: আহমদ ইলিয়াস, অনুবাদ: আসাদ চৌধুরী, শামসুল ইসলাম, মুশাররাফ করিম				শুক্রবার প্রকাশিত হল।
২২/৬/১৯৮৯ ৮/৩/১৩৯৬	ওয়াল্ট হুইটম্যানের বিশ্ব মানবতা	আবুল কাইয়ুম	বিবৃতি	রেজানুর রহমান	ঠিকানাহীন নাওয়ের ভাসান, মুই তোরে কুচপাং, অবুঝ দুঃখ/কথা	আল মাহমুদ, সৈয়দ হায়দার, সানাউল হক খান				
২৯/৬/১৯৮৯ ১৫/৩/১৩৯৬	কবি ফররুখ আহমদের জীবন দর্শন	মুহম্মদ মীজানুর রহমান	বয়স যখন পঞ্চান্ন	মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল	পালাও এ শহর ছেড়ে, মোসুম, এ বড় দুর্ভগা দেশ, শেষ উত্তরাধিকার	আবুল হোসেন, আশরাফ সিদ্দিকী, আবু মহম্মদ রইস, শাহীন শওকত				

জলাই-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৬/৭/১৯৮৯ ২২/৩/১৩৯৬	চিরায়ত বাংলা, আমার দাদী প্রমিলা নজরুল	আজাহারুল ইসলাম, খিলখিল কাজী	ঘুন	আনোয়ারা সৈয়দ হক	আমার যৌবন, পুরাতন ঢাকা, তা না হলে কালো নারী, বিনয়ানত রাগে, ফেলু বেপারীর পর্যবাস্তর	আব্দুস সাত্তার, মুস্তফা আনোয়ার, ফারুক মাহমুদ, রেজা ফারুখ, আবিদ আনোয়ার				
১৩/৭/১৯৮৯ ২৯/৩/১৩৯৬	প্রেমের কবিতা আহসান হাবীব: দৃশ্যান্তরে রিলকের গোলাপ, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা	মোহাম্মদ সাদিক, রফিক উল্লাহ খান	স্যাবেল	মূল: সামারসেট মম, অনুবাদ: মেহের নিগার	অগ্রজার শেষ বিদায়, কোনো সমস্যা নয়, সক্রেটিসের মতোন	আতাউর রহমান, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, ইজামুল হক				
২০/৭/১৯৮৯ ৫/৪/১৩৯৬	বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, অগ্নিপুরুষের স্বাক্ষর	নাজির আহমদ, খন্দকার রেজাউল করিম	তিন পুরুষ	ফজলুল কাশেম	কী করে অন্য কোথাও	শাকুর রাহমান				
২৭/৭/১৯৮৯ ১২/৪/১৩৯৬	বাংলাদেশ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, কায়কোবাদ কাব্যে দেশ চেতনা	নাজির আহমদ, দেওয়ান শামসুল হক			সরোবর/বৃষ্টিতে বিপন্ন শহরের রাস্তায়/ ফুটবল খেলোয়ার/অবিরাম/ অগ্নিগোলক, সে না এলে ফিরে আসা/ ফেরা যাবে না/ ফেরা, কবিতার আমি	মূল: কাজুকু শিরাইশী, অনুবাদ: ফজল শাহবুদ্দীন, মোফাজ্জল করিম, ওবায়দুল ইসলাম, আবু হাসান শাহরিয়ার				

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৩/৮/১৯৮৯ ১৯/৪/১৩৯৬	রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, রবীন্দ্রনাথ ও বিদেশী ফুল, রবীন্দ্র সাহিত্যে সুফিবাদের প্রভাব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শান্তি নিকেতন	খোন্দকার সিরাজুল হক, আমিনুর রহমান মামুন, মুহম্মদ আবু তালিব, রমজান আলী খান মজলিশ			গৃহগত বিশ্বলীন, ডিম	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মাসুদুজ্জামান				
১০/৮/১৯৮৯ ২৬/৪/১৩৯৬	রবীন্দ্র সাহিত্যে সুফীবাদের প্রভাব, নির্বাসিতের অভিষেক	মুহম্মদ আবু তালিব, আন্দালিব রাশদী			হাফেজের গজল, সিরাজ উ দ্দৌলা, পোশাক শিল্পের শ্রী রাধা, বিরুদ্ধ বাতাস	মনির উদ্দিন ইউসুফ, আব্দুল হাই শিকদার, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, আসলাম সানী				
১৭/৮/১৯৮৯ ২/৫/১৩৯৬	কবি মোজাম্মেল হকের 'জাতীয় মঙ্গল' চেতনা	মহম্মদ মীজানুর রহমান	বিষ পিঁপড়ে	নাসরিন জাহান	অন্তিম প্রার্থনা, শাহবাগ, খিদে কি আশ্চর্য অগ্নি, আমার মৃত্যু বার্ষিকী	রফিক আজাদ, ফাহিম ফিরোজ, হাসান হাফিজ, মূল: ডব্ল্যু এস. মেরউইন, অনুবাদ: সুরেশ রঞ্জন বসাক				
২৪/৮/১৯৮৯ ৯/৫/১৩৯৬	বিশ্ব সাহিত্যে নজরুল, নজরুল চর্চা ও গবেষণার পরিধি, বিদ্রোহী মরমী নজরুল ইসলাম	দেওয়ান মোহাম্মদ আজরাফ, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আলমগীর জলিল	দুর্দিনের দুর্গ শিরে ওড়ে বিজয় কেতন	ওবায়েদ উল হক	তোমার সহ্যের ক্ষত	আল মাহমুদ				
৩১/৮/১৯৮৯ ১৬/৫/১৩৯৬	কবি সৌম এ্যানসেল/তাঁর জীবন ও প্রেম, বিদ্রোহী মরমী নজরুল ইসলাম, কাজীদার স্বপ্ন: বুলবুল নিকেতন/বেঙ্গল টাইগার পিকচার্স	মহম্মদ মীজানুর রহমান, আলমগীর জলিল, লুৎফুর রহমান জুলফিকার			একটি ব্যক্তিগত কবিতা, মধ্যবিত্তের চাঁদ, ফিরে যাই সাগর-সঙ্গমে, নির্মাণ	সিকদার আমিনুল হক, ত্রিদিব দস্তিদার, শাহজাহান ইকবাল, কামাল মাহমুদ				

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টম্বর-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/৯/১৯৮৯ ২৩/৫/১৩৯৬	দক্ষিণ আফ্রিকার সাম্প্রতিক সাহিত্য	মাসুদুজ্জামান	কারণ অস্পষ্ট	আজিজুল হক	বর্ণমালা দিয়ে গাথাঁ, তাকে চোখে দেখি নি, চারজন রঙ্গিলা ভিক্ষুক	শামসুর রাহমান, জাহাঙ্গীর ফিরোজ, আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ				
১৪/৯/১৯৮৯ ৩০/৫/১৩৯৬	বাংলা গদ্যের ধারায় সৈয়দ মুজতবা আলী, দক্ষিণ আফ্রিকার সাম্প্রতিক সাহিত	ড. নূরুর রহমান খান, মাসুদুজ্জামান	সত্যবাদী	মূল: ভার্নার ভন ভাইভেনষ্টম, অনুবাদ: মোবারক হোসেন খান	সুপ্ত শতদল, আজ রাতে কেউ বেঁচে আছে কিনা	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ইকবাল আজিজ				
২১/৯/১৯৮৯ ৬/৬/১৩৯৬	বাংলা গদ্যের ধারায় সৈয়দ মুজতবা আলী, অডেনের একটি কবিতা	ড. নূরুর রহমান খান, মনিরুল সালেহীন	তলকুঠুরির টান	ওয়াসি আহমেদ	পানির নির্মম থাবা, ঈশপের গল্প	ফজল শাহাবুদ্দিন, মাকিদ হায়দার				
২৮/৯/১৯৮৯ ১৩/৬/১৩৯৬	আবু হেনা মোস্তফা কামাল/স্মরনের সান্নিধ্যে	আলমগীর জলিল	ঐ	হুমায়ুন মালিক	এ শহরে ঢাকা আছে, ফুল স্টপ, নিজস্ব নির্জন, অলাতচক্র	আব্দুস সাত্তার, খালেদ হোসাইন, ইরাজ আহমেদ, কে জি মোস্তফা				

অক্টোবর-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৫/১০/১৯৮৯ ২০/৬/১৩৯৬	তুমি কেমন করে গান করো, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরের আকাশে শুকতারা	আব্দুস শাকুর, মোহাম্মদ আলমগীর	তিনটি টুকরো গল্প	মূল: ফ্রানজ কাফকা, অনুবাদ: শহীদুল আলম	স্বগতোক্তি, আশ্বিনের ঝড়/১৩৯৬, সিস্টেস লস, অকস্মাৎ কোন অভিমানে	জাহানারা আরজু, আবু মহম্মদ রইস, মোফজ্জল করিম, গোলাম মহিউদ্দিন				
১২/১০/১৯৮৯ ২৭/৬/১৩৯৬	তুমি কেমন করে গান করো, তোমার উপমা শুধু তুমি	আব্দুস শাকুর, আবু জাফর	প্রেম	শেখর ইমতিয়াজ	এক লায়লার কাহিনী	আল মাহমুদ				
১৯/১০/১৯৮৯ ৪/৭/১৩৯৬	আলেক্সান্দর সোলঝেনিৎসিনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার	নিয়াজ মোরশেদ	আয় খুকু আয়	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	ক্রমাগত আমি, আজকাল রোজ রাতে/কিছুই করার নেই, ভাগ্য ও ভাগফল	সাইদুল বারী, সিকদার আমিনুল হক, মুজিবুল হক কবীর				
২৬/১০/১৯৮৯ ১১/৭/১৩৯৬	ফরুখ আহমেদ উত্তরকালের জিজ্ঞাসা, নোবেল বিজয়ী উপন্যাসিক ক্যামিলা হোসেসেলা, সুরের মাঝে সুরাতীতের অন্বেষা	সালাহউদ্দিন নিয়াজী, ফয়সাল মুশাররফ মাহমুদ, আবুল ওমরাহ ফকরুদ্দীন			ফররুখ, বসিয়া বিজনে কাজ কারা মনে, দুঃখলতা	আবুল হোসেন, মোহাম্মদ সাদিক, মারুফুল ইসলাম				

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
২/১১/১৯৮৯ ১৮/৭/১৩৯৬	মানুষের অধিকার ফরাসী বিপ্লবের ভূমিকা, আবু হেনা মোস্তফা কামাল	আতাউর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ			এই বৃদ্ধা শতাব্দী, কান্ত বাবু কোথায় পালাচ্ছেন, হিজল তলা গ্রাম	আবু বকর সিদ্দিক, মুস্তফা আনোয়ার, মাহমুদ শফিক				
৯/১১/১৯৮৯ ২৫/৭/১৩৯৬	মানুষের অধিকার ফরাসী বিপ্লবের ভূমিকা,	আতাউর রহমান	তিন অধ্যায়	নাজমুল হক	সময় নেই, ছুরিতে শান দিচ্ছে একটি মানুষ/ঘূর্ণায়মান আরেকটি বিষয়, উর্দ্দিষ্ট পথ সত্য, বুকের ভেতর এক সবুজ উদ্যান	সৈয়দ আলী আহসান, মূল: কোতারো তাকামুরা, মূল: কিহীচি ওজাকি, অনুবাদ: মহম্মদ মীজানুর রহমান, নাসির আহমেদ,				
১৬/১১/১৯৮৯ ২/৮/১৩৯৬	নির্যাতিতদের উচ্চতর গুণ, অধ্যাপক আসকার আলী স্মরণে	মূল: বারট্রান্ডে রাসেল, অনুবাদ: আহমেদ আশরাফ, আজহার ইসলাম	বনয়	মনীশ রায়	হাফেজের এক গুচ্ছ গজল, সবুজ দীপ	অনুবাদ: মনির উদ্দিন ইউসুফ, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল				
২৩/১১/১৯৮৯ ৯/৮/১৩৯৬	সোফোক্লিস ও ইলেকট্রা, মুক্তিযুদ্ধ ও শিল্পী শাহাবুদ্দিন	মোবাশ্বের আলী, আনোয়ারুল হক	ও জীবন	হামিদ কায়সার	সর্দিজ্বরে স্বগত: সংলাপ, কবিতার মতো সেই প্রাচীন গাছটি	নয়ীম গহর, জহীর হায়দার				
৩০/১১/১৯৮৯ ১৬/৮/১৩৯৬	সাহিত্য সাধক ও কবি দেওয়ান আব্দুল হামিদ, সোফোক্লিস ও ইলেকট্রা	দেওয়ান মোহাম্মদ আজহার, মোবাশ্বের আলী	নরক	মূল: জর্জ লুই বুর্জেস, অনুবাদ: আসাদুজ্জামান খান	কবি ও কবিতা/ স্বপ্ন, আলোতে ভেসে আছে মমি, ক্ষুদ্র কাগজে ছোট্ট শ্যামা পাখি, সম্ভাবনা, কষ্ট যার নাম	সৈয়দ আলী আহসান, শিহাব সরকার, রেজাউদ্দিন স্টালিন, সৈয়দ তারিখ, জাহানারা আখতার				

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক		
৭/১২/১৯৮৯ ২৩/৮/১৩৯৬	কবিতার অনুবাদ অনুবাদ কবিতা, আমাদের থিয়েটার	আন্দালিব রাশদী, ওবায়দুল হক সরকার	আপন ঠিকানা	মোস্তফা হোসাইন	ঢাকার কবিতা, নীলকণ্ঠ পাখি খোঁজে, কেউ কেউ বোঝে অনেকেই বোঝে না	আব্দুস সাত্তার, শামসুল ইসলাম, সানাউল হক খান				১৪ তারিখ ধর্মঘট।
২১/১২/১৯৮৯ ৭/৯/১৩৯৬	আঁদ্রে শাখারভ: ভবিষ্যতে পৃথিবী, উত্তর রণাঙ্গনে, আমাদের থিয়েটার	আখতার-উল-আলম, উইং কমান্ডার (অব:) এম হামিদুল্লাহ খান বীর প্রতীক, ওবায়দুল হক সরকার			আপেক্ষিক দূরত্ব, পথ পরিক্রমা	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আশরাফ আহমদ				
২৮/১২/১৯৮৯ ১৪/৯/১৩৯৬	আঁদ্রে শাখারভ: ভবিষ্যতে পৃথিবী, ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান: জীবন ও সাহিত্য	আখতার-উল-আলম, আজহার ইসলাম	ভালো মানুষ	আবদুল মান্নান	মুক্তিযোদ্ধা/স্মৃতি সৌধ, ভাঙ্গাগড়া খেলা, অধিকার করে নাও	আলাউদ্দিন আল আজাদ, খালেদা এদিব চৌধুরী, জাহাঙ্গীর ফিরোজ				

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দৈনিক 'সংবাদ' সাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলির তালিকা প্রণয়ন ও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৬/১৯৮০ ২১/৯/১৩৮৬	উপেক্ষিত উর্মিমালা	আহসান উল্লাহ খান	সারমেয় সমাচার	মূল: প্রেমচন্দ, অনু: বিপ্লব দাশ	চা, অন্ধকার	আবিদ আজাদ, শিহাব সরকার			কাব্য: পাললো কুমারসাপ	রবীন্দ্র গোপ	সৈয়দ মাহবুবুর রহমান	শিল্পী কালিদাস কর্মকারের একক চিত্র প্রদর্শনী সমীক্ষা/শামসুল ওয়ারেশ খান।	
১৩/১/১৯৮০ ২৮/৯/১৩৮৬			যখন জীবন দুঃসহ	শামসুদ্দিন আবুল কালাম	গুচ্ছ কবিতা:- পিতা-পুত্র/বাচা/ ধূলোকণা/জাল/ না-হ্যা হয় না	মুস্তফা আনোয়ার			উপন্যাস: ইস্টিমার সিটি দিয়ে যায় (কিশোর উপন্যাস)	মাহমুদ আল জামান	আসাদ চৌধুরী	শহীদ কবীরের চিত্র সমালোচনা: রবিউল হুসাইন,	
২০/১/১৯৮০ ৫/১০/১৩৮৬	সামারসেট মম : নিঃসঙ্গ জীবনের ছেড়া পাতা, মানবতাবাদী বিবেকানন্দ	কৌশিক আহমেদ, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী	খাচায় পাখি	মূল:মূলক রাজ আনন্দ, অনু: জাফর আলম	অভিযাত্রী আয়ু, যাচ্ছে ভালো দিনকাল	সানাউল হক, আফলাতুন			রাজনৈতিক গ্রন্থ: কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি	মওদুদ আহমেদ	সন্তোষ গুপ্ত		
২৭/১/১৯৮০ ১২/১০/১৩৮৬	ধূলোমাটি কীর্তিনাশা	হায়াৎ মামুদ	অন্য রকম	সারোয়ার কবীর	কয়েকটি পেরেক এবং কিছু সংলাপ, নুরের জন্য একদিন	বেলাল চৌধুরী মাকিদ হায়দার			গদ্য: স্মৃতির শহর, সমকালীন প্রেমের গল্প	শামসুর রাহমান, ফিউরি খন্দকার	সন্তোষ গুপ্ত সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি ১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/২/৮০ ১৯/১০/১৩৮৬	কিশোর জীবন কাব্যে উপলব্ধি	রায়হান শরীফ	শান্তনুর দুঃখ কষ্ট	ভাস্কর চৌধুরী	ডাকি	[illegible] সিদ্দিক						বার্টোল্ট ব্রেখট ও কিছু কথা/ কৌশিক আহমেদ	
১০/২/৮০ ২৬/১০/১৩৮৬	ভারতীয় রূপদী ভাস্কর্য	মূল: চিন্তা মনিকর, অনু: মুনতাসীর মামুন			সেই চিঠি সেই ভালোবাস	সানাউল হক খান						চিত্রসমালোচনা –মন ও মূর্তিকার রঙ/সৈয়দ রফিক হাসান	সাময়িকীটি এক পৃষ্ঠার
১৭/২/৮০ ৪/১১/১৩৮৬	ভারতীয় রূপদী ভাস্কর্য	মূল: চিন্তা মনিকর, অনু: মুনতাসির মামুন	লাশ	অনু ইসলাম					জীবনী - সুরের রাজা	মোবারক হোসেন খান	হুমায়ুন কবীর	কবি "মহীউদ্দিন চৌধুরী স্মরণে"/ আজহার ইসলাম	
২৪/২/৮০ ১১/১০/১৩৮৬	আ মরি	জহুরুল হক	দিবালোকে অন্ধকারে	নুরুল ইসলাম খান	এক দুপুরে বাউল রাখাল	খালেদা এদিব চৌধুরী						ভাষা আন্দোলন ও শিকড় চেনা/আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ ১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
২/৩/৮০ ১৮/১০/১৩৮৬	ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্য	মূল: চিন্তামনি কর, অনু: মুনতাসির মামুন	যে সঙ্গে নেই	শামসুদ্দিন আবুল কালাম	ঘুম দ্বীপে মধ্যরাতে পরী যুবতীরা	আবু কায়সার			গল্প: অসুখের কাল	আকরাম হোসেন	সন্তোষ গুপ্ত		
৯/৩/৮০ ২৫/১০/১৩৮৬	ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্য	মূল: চিন্তামনি কর, অনু: মুনতাসির মামুন			তোমরা কি জানো চিরন্তন চন্দ্রবিন্দু	মহাদেব সাহা, সানাউল হক খান			প্রবন্ধ: কুমুর বন্ধন গল্প: যে যার ভূমিকায়	সিরাজুল ইসলাম চৌ., নূরুল করিম নাসিম	কাজল বন্দোপাধ্যায়, আহমেদ আশরাফ		
১৬/৩/৮০ ২১২/১৩৮৬	বিভ্রম	ভাস্কর চৌধুরী	লোডশেডিং	মনজুরুল সিদ্দিক					গল্প: পিপড়ে নেকলেস ও অন্যান্য	নবিউল আলম	সন্তোষ গুপ্ত		
২৩/৩/৮০ ৯/১২/১৩৮৬	পোড়া মাটির দহন জ্বালা	রবিউল হুসাইন			খোকন ও খেলনা, পলাশের রক্ত	আবিদ আনোয়ার, ওমর আলী			ছড়া: তুনু ও কেঁদো বাঘের গপপো	এখলাস উদ্দিন আহমেদ	সন্তোষ গুপ্ত	গ্রীক নোবেল বিজয়ী ওদিসিউস এলিটিস/সৈয়দ আবুল মকসুদ	সাময়িকীটি এক পৃষ্ঠার
৩০/৩/৮০ ১৬/১২/১৩৮৬	কাব্য নাট্য	শান্তনু কায়সার	ভাঙন	ফজলুল কাশেম	আগুন পুর্নমিলন	রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান			ঈশ্বরী পাটনী	চিত্ত সিংহ	সন্তোষ গুপ্ত	মুসলিম হলের সারে চার বৎসর /জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল ১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/৪/৮০ ২৩/১২/৮৬	ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্য বাংলাদেশের কথা সাহিত্য	মূল: চিন্তামনিকর, অনু: মুনতাসির মামুন নাদিরা পারভিন	ক্ষুর	ইসহাক খান					স্মৃতি ভাষণ:জিন্দাবাহার	পরিতোষ সেন/প্যাপিরা, গনেন্দ্রলেন কলকাতা	সন্তোষ গুপ্ত	শহীদ খান খাদিম/ ড: অজয় রায়	
১৩/৪/৮০ ৩০/১২/৮৬	প্রসঙ্গ : বাঙালী সংস্কৃতি	মোহাম্মদ আমীর হোসেন	জারজ যন্ত্রনা	ইসমাইল হোসেন	জ্যোৎস্নার ঝিলমিল	ওমর আলী							
২০/৮/৮০ ৭/১/১৩৮৭			জায়গা জমি	শান্তনু কায়সার					ছড়া: টোপাকুন	বদরুল হাসান /বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত	জাঁ পল সার্ত্র/সৈয়দ আবুল মকসুদ, আমৃত্যু আপোষহীন /বেলাল চৌধুরী, জাঁ পল সার্ত্রের সঙ্গে আলাপ/মূল:মিসেল কঁত্যা, অনু: শহীদ কাদরী	
২৭/৪/৮০ ১৪/৪/১৩৮৭	একটি গল্প প্রসঙ্গে, এক অখ্যাত সাধক	আহসান কবীর, মাসুদ রেজা	টারটল নেক	রায়হান শরীফ	এই চাঁদ এই জল	মোহাম্মদ রফিক			সঙ্গীত গ্রন্থ: গীতি মিতালী	মালিকা আল রাজি/ ড: বেগম মালিকা আল রাজি	গ্রন্থ সুহৃদ	কথাশিল্পী মনসুর আহমেদের কাছে খোলা চিঠি /রশীদ হায়দার	

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৫/৮০ ২১/১/৮৭	চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, ঋষি দর্শন	আসাদ চৌধুরী, রশীদ আল ফারুকী	পাথর আলীর গল্প	আহমদ বশীর	আমার একটি আগ্নেয়াস্ত্র চাই, ঋণগ্রস্থ সাঝের মানুষ	রফিক আজাদ, আওলাদ হোসেন			গল্প: জন্ম - মৃত্যু	মনসুর আহমেদ/ শার্মীম প্রকাশনী,ঢাকা	সন্তোষ গুপ্ত	শ্রেয়তর মন্দিরে মগ্ন /আবেদীন আবদুল কাদের	
১১/৫/৮০ ২৮/১/৮৭	শব্দ নৈঃশব্দ	মহাদেব সাহা	দুঃখমূর্তি	মাহমুদ কুদ্দুস	মানুষের তো কোন বন্ধু হয়না	রবিউল হুসাইন						নদীর কান্না ও জীবন জিজ্ঞাসা/শেহের ইমতিয়াজ	
১৮/৫/৮০ ৪/২/৮৭	হেনরী মুরের শিল্পিত পৃথিবী	মূল: জোয়ান বেকওয়েল, অনু: কৌশিক আহমেদ			স্বপ্নের নাম ভাস্বতী	শামসুর রাহমান			কাব্য: তার আগে চাই সমাজতন্ত্র	সম্পাদক: নির্মলেন্দু গুণ/ প্রকাশনা, চট্টগ্রাম	সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জুন ১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৬/৮০ ১৮/২/৮৭	লাকসামের গ্রাম সকল, জয়নুল আবেদীনের অপূর্ণ সাধ	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, নজরুল ইসলাম	ছবি	ফিরোজ সারোয়ার	ভালোবাসতে চাও	ফজল সাহাবুদ্দিন			উপন্যাস: শিলায় শিলায় আগুন	রিজিয়া রহমান/ মুক্তধারা	কাজল বন্দোপাধ্যায়	মানুষের জন্য দর্শন/বটিন্ড রাসেল	অনুবাদকের নাম নেই
৯/৬/৮০ ২৬/২/৮৭	রবীন্দ্রনাথের রক্ত করবী বাংলাদেশ জাতীয় অবস্থান	আতাউর রহমান খান আবদুর রাজ্জাক	দলছুট	সৈয়দ কামরুল হাসান	মনের পূর্ণ নগ্নতা	বেলাল চৌধুরী			কাব্য:করতল নক্ষত্রবন্দী	মাহমুদা পারভীন/আমরা সূর্যমুখী প্রকাশনী,ঢাকা	সন্তোষ গুপ্ত		অর্থমন্ত্রির (সাইফুর রহমান)বাজেট বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ পাওয়ায় সাময়িকীটি রোববারের (৮/৬)পরিববর্তে সোমবারে প্রকাশ পেল
১৫/৬/৮০ ১/৩/৮৭	বাংলাদেশ জাতীয় অবস্থান, ইংরেজী পত্রিকা "পোয়েমস"	আবদুর রাজ্জাক, বশীর আল হেলাল	দ্বন্দ্ব	ওয়াহিদ রেজা	আমি,আমাদের বাগান , সাধারন গান	মূল-খায়রিল আনোয়ার,অনু-সাইদ আতীকুল্লাহ			বিজ্ঞান/ বিজ্ঞানের মজার খেলা	আবদুল হক খন্দকার/মুক্ত ধারা	নাদিরা মজুমদার	হেনরী মিলার, উদ্বাস্তু ও সন্ন্যাসী / শিহাব সরকার	
২২/৬/৮০ ৮/৩/৮৭	বাংলাদেশ জাতীয় অবস্থান	আবদুর রাজ্জাক	প্রেম কাহিনী	বিপ্লব দাশ	যে কোন সুন্দরী, মুছে দেবো সমস্ত শৈবাল, ফ্রিজ শট	নির্মলেন্দু গুন, অরুণাভ সরকার, হবীবুল্লাহ সিরাজী						অন্ধকারে প্রেমোজ্জল প্রজাপতি/রবিউল হুসাইন	

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই ১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/৭/৮০ ২২/৩/৮৭	শিল্পে সমাজের বোধ, বাংলাদেশ: জাতীয় অবস্থান	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুর রাজ্জাক	জীবনানন্দের জীবন	ভিস্মদেব চৌধুরী	চে-বা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী	আবুল মোমেন						স্বাধীনতার কয়েক বছর/ডক্টর কামাল হোসেন, খালেদ নিকিরের স্বজন পরিজন/আবিদ আজাদ	
১৩/৭/৮০ ২৯/৩/৮৭	বাংলাদেশ: জাতীয় অবস্থান, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	আবদুর রাজ্জাক, মোস্তফা নূরউল ইসলাম	অমিমাংসিত	সারোয়ার কবীর	চৌতালী পঙক্তি	আলাউদ্দিন আল আজাদ			প্রবন্ধ-বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী	কামরুদ্দিন আহমেদ/ জোবেদা খানম	সন্তোষ গুপ্ত		
২০/৭/৮০ ৪/৪/৮৭	শত বার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি- বেগম রোকেয়া	শান্তনু কায়সার	জ্যোৎস্নায় জলচোর, সেই ঘুড়ি	ইসমাইল হোসেন, আহমদ বশীর	প্রশ্রয়, ফেনী	মাকিদ হায়দার, জাহিদুল হক			উনিশ শতকের ঢাকার থিয়েটার	মুনতাসির মামুন/বাংলা একাডেমী	আহসানুর রহমান	ফেদারিকা গার্সিয়া লোরকা/সোয়েব সাহরিয়ার	
২৭/৭/৮০ ১১/৪/৮৭	শতবার্ষিকীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি, কবি, কবিতা ও কাব্য ভোক্তার সমস্যা, কীর্তিনাশা	হায়াৎ মামুদ, ইজাজ হোসেন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	অরুনা মহল	সৈয়দ কামরুল হাসান	নগ্নধর কান্তি	মুহম্মদ নুরুল হুদা							

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট ১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৩/৮/৮০ ১৮/৪/৮৭	আধুনিক ছড়ার রাজ্যে, বিনয় ঘোষ	সৈয়দ আলী আহসান, রশীদ আল ফারুকী	জন্মদিন	ইকতিয়ার চৌধুরী	সন্তান চায়	শিহাব সরকার			উপন্যাস: আমার আততায়ী গল্প: বহু ললনার আত্মকথা	হাসনাত আবদুল হাই/মুক্ত ধারা ইউসুফ হায়দার/মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত সন্তোষ গুপ্ত		পত্রিকার মূল্য সত্তর পয়সা থেকে এক টাকায় উন্নিত হয়
১০/৮/৮০ ২৫/৪/৮৭	যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে , রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ চেতনা, রবীন্দ্র প্রর্দশ শালায় কিছুক্ষণ	যতীন সরকার, হাসান হাফিজুর রহমান, আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল			মানুষের কাছাছি নিলকণ্ঠকে নিবেদন	মাহবুব সাদিক অরুণাভ সরকার							
১৭/৮/৮০ ৩২/৪/৮৭	শিল্প আন্দোলনের পরোক্ষ প্রতিবেশী, জীবন ও জলোচ্ছ্বাস	কৌশিক আহমেদ দিলারা হাফিজ	স্বভাব	ফিরোজ সারোয়ার	না , কী মাতাল	মুস্তফা আনোয়ার , শামসুল ইসলাম			গল্প: নিশাত অমি নরকে চলেছি	শেখ আতাউর রহমান/মুক্তধারা	শফী আহমেদ		
২৪/৮/৮০ ৭/৫/৮৭	কমল হীরের পাথর চাই	যতীন সরকার	ছাদ	মবুল মোমেন	আড়ত, রবীন্দ্রথের গান কথায় ও সুরে	জাহিদুল হক, আতাহার খান			প্রবন্ধ: আমার পিতার মুখ	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/ধানশীশীষ প্রকাশনী	শামসুদ্দোহা	লতা গুল্মের আদি শিকর/ হবীবুল্লাহ সিরাজী	
৩১/৮/৮০ ১৪/৫/৮৭	নজরুল এক প্রতিভা , নজরুল ইসলাম ঃ-কবি	মোবাশ্বের আলী আবদুল মান্নান সৈয়দ			বান নিয়তি	মোহাম্মদ রফিক, খালেদা এদিব চৌধুরী			কাব্য: অবির যতো শক্রমিত্র	সয়িদ আতিকুল্লাহ/সন্ধানী প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/৯/৮০ ২১/৫/৮৭	সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, কবিতার বেলাভূমি	আল মাহমুদ, আবেদীন আবদুল কাদের	ব্যাঙ	সুনীল শর্মাচার্য	সুখের কোন স্মৃতি নেই, জলে কোন এক গান	মূল: মিখাইল লুকোনিন, অনু: সানাউল হক, মাহমুদ আল জামান						এম এ সামাদের একটি বই/রফিকুল ইসলাম	
১৪/৯/৮০ ২৮/৫/৮৭	ফস্টারের ভারত বোধ	কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়	রথের দাগ	সৈয়দ কামরুল হাসান	সোনামতি বর্ণমালা	আলাউদ্দিন আল আজাদ			উপন্যাস: ঘরমন জানালা	দিলারা হাশেম/ মুক্তধারা	শফি আহমেদ		
২১/৯/৮০ ৪/৬/৮৭	নাটক সমকালীন সমাজ, ও হেনরীর প্রেম গল্প	কবীর চৌধুরী, শান্তনু কায়সার	অন্তুড়	মূল: শোলম এ্যাশ, অনু: আবদুল আউয়াল খান	কবিতার বিষয় বস্তু	আবিদ আজাদ						সমালোচা আবুল কালাম শামসুদ্দিন/ আবদুল কাদির	
২৮/৯/৮০ ১১/৬/৮৭													এ্যাসফল্টিক বিটুমিনপ্লান্ট এর উদ্বোধন উপলক্ষে সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/১০/৮০ ১৮/৬/৮৭	প্রেমের দুই আবর্তে দুই নারী	শফি আহমেদ	অসুখ	ইসহাক খান	আমাদের সমুদ্র সীমা							সমালোচক আবুল কালাম শামসুদ্দিন /আবদুল কাদির	
১২/১০/৮০ ২৫/৬/৮৭	নদী ও মানুষের চিত্রী অদ্বৈত মল্লবর্ম	শান্তনু কায়সার	প্রসব	সুশান্ত মজুমদার	কলকাতা-১৯৭৯, সঙ্গীতের জন্য	আবুল হোসেন মূল: লিওনোড অনু: সানাউল হক খান						প্রসঙ্গ: একটি জার্নাল/আসহাবুর রহমান, সমালোচক আবুল কালাম শামসুদ্দিন /আবদুল কাদির	
১৯/১০/৮০ ২/৭/৮৭	শতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি- গিয়ম অ্যাপোলেনী য়ার	বেলাল চৌধুরী	মুখোমুখি	শামসুল আলম সরদার	গাওদিয়া	মোহাম্মদ রফিক			শিশুতোষ: হঠাৎ রাজার খাম খেয়ালী	এখলাস উদ্দিন আহমেদ/ শিশু সাহিত্য বিতান , চট্টগ্রাম	সন্তোষ গুপ্ত	রোজ নামচার অংশ/শামসুদ্দিন আবুল কালাম	
২৬/১০/৮০ ৯/৭/৮৭	গল্পকার নাজমুল আলম, শান্তি সম্মেলন, সহজ কবি কঠিন কবি	মুস্তফা নূরুল ইসলাম, কবীর চৌধুরী, জুবাইদা গুলশান আরা	জনে নির্জন	সৈয়দ আমীরুল ইসলাম	বিরহ কাতর এক দগ্ধ বাউলিনী, অমর প্যালেস্টাইন	অসীম সাহা মূল: ফেদুয়া তুকান, অনু: সুপর্ণা দাশ			কাব্য:আফ্রিকার কবিতা	করুণাময় গোস্বামী, শিপ্রা গোস্বামী	সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
২/১১/৮০ ১৬/৭/৮০	দেশের ছবি-১	সনজীদা খাতুন	চিত্রা বাঘের মুখোমুখি , কায়কারবার	শেখর ইমতিয়াজ শামসুদ্দিন আবুল কালাম	কামপোডি ফিউরি	মূল: শেজলাভ মিরশ, অনু: হাসান ফেরদৌস						ভারতে ইতিহাস চর্চার ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত/রশীদ আল ফারুকী	
৯/১১/৮০ ২৩/৭/৮৭	পুতুল নাচের ইতিকথা, দেশের ছবি-২	শাহিদা আকতার, সনজীদা খাতুন	ঋতু সন্ধি	নকিব ফিরোজ	ব্রেশ্ট তোমার উত্তর পুরুষ লেলিন বন্দনা	মূল: ভল ফবিয়ারমান, অনু: শাসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ						ইন্দোনেশীয় সাহিতিকের আলেখ্য; বর্বরতার বিরুদ্ধে লেখনী/গাই সাক্রেদিত/মফিদুল হক	
১৬/১১/৮০ ৩০/৭/৮৭	দেশের ছবি-৩ জীবনানন্দের ছন্দ	সনজীদা খাতুন আবদুল মন্নান সৈয়দ	পালাবদলের দায়ভার	সৈয়দ কামরুল হাসান	ছোট্ট জনির শেষ পত্র কফিন	ব্রায়ান প্যাটেন/মুহম্মদ খসরু, মিলন মাহমুদ			উপন্যাস: সংকর সংকীর্তন	আবু জাফর শামসুদ্দিন/ নবজীবন প্রকাশন	সন্তোষ গুপ্ত	অ্যাজলার সার/দ্বিজেন শর্মা	
২৩/১১/৮০, ৭/৫/৮৭	খেয়াল খুশির ওবিন ঠাকুর, জীবন ঘঁষে আগুন, দেশের ছবি-৪	হায়াৎ মামুদ, ইজাজ হোসেন, সনজীদা খাতুন	নিরস্ত্র সৈনিক	মাহমুদ কুদ্দুস	ভাবলেশ স্মৃতিকথা, অন্যমনস্ক	মূল: উইলিয়াম মেরিডিমথ, অনু: বেলাল চৌধুরী, আবিদ আনোয়ার			কাব্য: কেউ কিছু জানে না	অরুণাভ সরকার/ নওরোজ কিতাবিস্তান	আবেদীন আবদুল কাদের		
৩০/১১/৮০ ১৪/৮/৮৭	রোটম-এর গোড়ার কথা, কবি আবুল হাসান, দেশের ছবি-৫	শাহিদা আখতার, হারুন হাবীব, সনজীদা খাতুন	কাছের মানুষ	নূরউল ইসলাম	ব্যতিক্রান্ত জগৎ	মূল: পেটার হ্যান্ডক, অনু: রফিক আজাদ							

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮০

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১৪/১২/৮০ ২৮/৮/৮৭	শহীদুল্লাহ কায়সারের সংসপ্তক, বুদ্ধিজীবিদের দারিদ্র্য ও জাতীয় সংস্কৃতি , যারা রচে গেল তাদের কাহিনী	যতীন সরকার, সন্তোষ গুপ্ত			মৃগণাভি	খালেদা এদিব চৌধুরী			গল্প: দুই নায়ক	সাইফুল ইসলাম/ মুক্তধারা	( )	নিকোসিয়া সম্মেলন/সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, অচলায়তনের বিরুদ্ধে/ইজাজ হোসেন	( ) দেয়া অংশের লেখকের নাম পাওয়া যায়নি
২১/১২/৮০ ৬/৯/৮৭	সদ্য স্বাধীন দেশ,বুদ্ধিজীবী ও সমাজ, পদাবলীর কবিতা সন্ধ্যা	শফি আহমেদ, মনিরুল ইসলাম	যোদ্ধা	ইফতিয়ার চৌধুরী	পোষ মানানো সহজ নয়	তানভীর মোকাম্মেল			গল্প: কোথাও ঝড়	মাহফুজা চৌধুরী/মৌসুমী পাবলি.	সন্তোষ গুপ্ত	চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক চিত্র প্রদর্শনী-টিকটিকি,চাঁদ করোটি হাসি/রবিউল হোসাইন	
২৮/১২/৮০ ১৩/৯/৮৭	আমরা যখন পরাজিত, সাহিত্য প্রসঙ্গ, সদ্য স্বাধীন দেশ,বুদ্ধিজীবি ও সমাজ	মতলুব আলী, মূল: অগাস্তিনো নিতো, অনু: অজয় রায়, শফি আহমেদ	উত্তরাধিকার	সৈয়দ কামরুল হাসান	মরু সরণি একটি পতাকা পেলে	শামসুল ইসলাম, হেলাল হাফিজ			সঙ্গীত: সঙ্গীত প্রসঙ্গ	মোবারক হোসেন খান/ শিল্পকলা একাডেমী	মুস্তফা নুরুল ইসলাম		

জানুয়ারি-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/১/৮১ ২০/৯/৮৭	কমলকুমারের সুহাসিনীর পমেটস, রবীন্দ্রনাথের বড়ো খবর প্রসঙ্গে	রফিক কায়সার, শরীফ হোসেন	জীবনের বোঝা	মূল: জুয়ান রুলফো অনু: মোবারক হোসেন খান	সময় তোমার হিরামন পাখি, মেঘ বলছে যাবো যাবো	আবু কায়সার, তপন জ্যোতি বড়ুয়া			আমাদের ভাষার লড়াই, নাটক-মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, গিলগামেশ	বদরুদ্দিন ওমর/টাপুর টুপুর গ্রন্থমালা–চট্টগ্রাম, আবদুল মতিন খান/মুক্ত ধারা ও খোশরোজ কিতাবিস্তান	মনিরুল ইসলাম, জীবন চৌধুরী		
১১/১/৮১ ২৭/৯/৮৭	সত্যেন সেন প্রসঙ্গে, বুকের পাজন জ্বলিয়ে দিয়ে	সরদার ফজলুল করিম, ওয়াহিদুল হক										বাংলাদেশে এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী/নজরুল ইসলাম	সাময়িকীটি সত্যেন সেন স্মরনে প্রকাশিত
১৮/১/৮১ ৪/১০/৮৭	জহুর হোসেন চৌধুরী ও তার কালের কথা, মানুষ এবং সাংবাদিক জহুর হোসেন, এক বছর আগের দরবার-ই জহুর	এ. এস. এম আবদুর রউফ, হাশমাতোল হক, --	প্রেম সংকট	মূলঃ গী দ্য মপাশা, অনুঃ বিপ্রব দাশ	আলতা রঙে আঁকা ছিল, ঘর	শিহাব সরকার, মূল: ব্রায়ান প্যাটেন, অনু: মুহম্মদ খসরু							
২৫/১/৮১ ১১/১০/৮৭	আমাদের বুদ্ধিজীবী ও মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী, তেরশ সাতাশির পৌষ, স্মারক গ্রন্থ প্রসঙ্গে	সালাহ উদ্দিন আহমেদ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গির, সরদার ফজলুল করিম			আমাদের প্রেম	ফরহাদ মজহার							সংখ্যাটি এক পৃষ্ঠার, অপর পৃষ্ঠায় প্রয়াত সাংবাদিক ২৩/১/১৯৮১) 'সৈয়দ নুরুদ্দিন এর প্রতি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি -১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৮/২/৮১, ২৫/১০/৮৭	জীবনের কথা শিল্পী জহির রায়হান, সত্যেন সেন: আমার স্মৃতি, কমল কুমারের সুহাসিনীর পমেটস	নুরউল করিম খসরু, আবুল ফজল, রফিক কায়সার	বিপন্ন উৎসব	কাজী হাবিব	কবিতা, একজন মানুষ একদিন প্রতিদিন	মোহাম্মদ রফিক, মুহম্মদ আল জামান	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	আলোচক		
১৫/২/৮১, ৩/১১/৮৭	বিস্মৃত একজন মানুষের কথা, কমল কুমারের সুহাসিনীর পমেটস	যতীন সরকার, রফিক কায়সার	অতিক্রম, মাঙ্গলিক	ইকতিয়ার চৌধুরী, মূল: কনস্টেন্টভস্কি অনু: দিলওয়ার হোসেন	গল্পের আহবান, জহুর হোসেন চৌধুরী	সানাউল হক, শওকত ওসমান			ছড়া- পালাবদলের ছড়া	এনায়েত হোসেন/ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংস্থা	মাসুদ রেজা		
২২/২/৮১, ১০/১১/৮৭									প্রবন্ধ-দশ দিগন্তের দ্রষ্টা	আবদুল মান্নান সৈয়দ/বাংলা একাডেমী	রফিক উল্লাহ খান		
৮/২/৮১, ২৫/১০/৮৭	জীবনের কথা শিল্পী জহির রায়হান, সত্যেন সেন: আমার স্মৃতি, কমল কুমারের সুহাসিনীর পমেটস	নুরউল করিম খসরু, আবুল ফজল, রফিক কায়সার	বিপন্ন উৎসব	কাজী হাবিব	কবিতা, একজন মানুষ একদিন প্রতিদিন	মোহাম্মদ রফিক, মুহম্মদ আল জামান							২১ ফেব্রুয়ারি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ পাওয়ায় সাময়িকী ক্রকাশিত হয়নি

মার্চ-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৩/৮১ ১২/১১/৮৭	বাংলা ছন্দ ও জীবনান্দ দাশ, বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি	শাহজাহান ঠাকুর, রংগলাল সেন	বকুল তলায় ভোর	আত্ম সরকার	মুখোমুখি, পড়ন্ত পরগনায়	মাহবুব সাদিক, আবু কায়সার			নাটক-এই পথ অন্য পথ	নিরঞ্জন অধিকারী/মাধবী অধিকারী	( )	শৌখিন শিল্পীর সমস্যা/বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর	আলোচকের নাম নেই
৮/৩/৮১, ২৬/১১/৮৭	ভিন্ন চোখে শেক্সপীয়র, নতুন আইন	রেজা শামসুর রহমান, মূল: সাদত হাসান মান্টো, অনু: জাফর আলম			মৌলিক ও তৃষ্ণা	শিহাব সরকার			পেট্রোডলার চক্রাবর্তে'র অর্থনীতি ও আয়াতুল্লাহ খোমেনীর তাৎপর্য	রহমান সোবহান/জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	ভেজা কাক, কবি ও অসহায় তিনটি পাখি"-রবি উল হুসাইন	
১৫/৩/৮১, ১/১২/৮৭	ভিন্ন চোখে শেক্সপীয়র, জেগে আছি	রেজা শামসুর রহমান, শান্তনু কায়সার	লাশ	নিশাত খান	অনল অয়াত, একদিন, জন্মের পূর্বে প্রার্থনা	শামসুল ইসলাম, জাহিদুল হক, মূল: লুইচ ম্যাকনীচ,অনু: মুহম্মদ আবু তাহের			ক্যাপ্টেন দুহিতা	মূল: আলেকজান্ডা পুশকিন, অনু: মোবারক হোসেন মুক্তধারা	আবদুল মালেক খান	একজন চিত্রী তাঁর চিত্রকর্ম/বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর	
২২/৩/৮১, ৮/১২/৮৭	ভিন্ন চোখে শেক্সপীয়র, কবি আহসান হাবীব	রেজা শামসুর রহমান, মহাদেব সাহা	নিষিদ্ধ নজর	ইসমাইল হোসেন	জহুর হোসেন চৌধুরী, মালা, ভূমিহীন	আতাউর রহমান, ফারুক মেহেদী, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়			উপ-পরাবর্তন, প্রপঞ্চ, স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামভূমি	আবুল ফজল/মুক্তধারা, আবু জাফর শামসুদ্দিন/নবজীবন প্রকাশনী, অনিল মুখার্জি/জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	সন্তোষ গু	একটি ভিন্ন ধরনে পত্রিকা/ আবিদ আনোয়ার	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/৪/৮১ ২২/১২/৮৭	মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সমালোচনা, ভিন্ন চোখে শেক্সপীয়র	আবুল হাসনাত, রেজা শামসুর রহমান	অবলম্বন	খসরু চৌধুরী	কবিতা (শিরোনামহীন)	মূল: গীয়ম এপলিনীয়র, অনু: হাসান ফেরদৌস			উপ-শতপানি, দূরত্ব	ফাতেমা বারী/মুক্তধারা, সৈয়দ শামসুল হক/জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		৫/৪/৮১ ২২/১২/৮৭
১২/৪/৮১, ২৯/১২/৮৭	ভিন্ন চোখে শেক্সপীয়র, পদাবলীর একটি সুন্দর সন্ধ্যা	রেজা শামসুর রহমান, নাবিল নাসির	আগুন	শেখর ইমতিয়াজ	নন্দন তত্ত্ব	আবিদ আনোয়ার			উপ-ইস্পাত প্রত্যয়, গল্প সংকলন-অন্য আলো বাতাস	তাসাদ্দুক হোসেন/মুক্ত ধারা, সম্পাদক-মিহির সেন--/রমা ভট্টাচার্য/কলকাতা	সিদ্দিকুর রহমান , রশীদ আল ফারুকী	চিত্র সমালোচনা-কির্দরিয়ার কাজ/ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর	১২/৪/৮১, ২৯/১২/৮৭
১৯/৪/৮১, ৬/১/৮৮	বাঙ্গালী সমাজ ও সমাজ চিন্তার দিক : ঐতিহ্য ও রূপান্তর, নির্মলেন্দু গুণ-চাষাভুষার কবি	মূল:-সালাহ উদ্দিন আহমেদ, অনু: মানবর্দ্ধন পাল	প্রশ্নবিদ্ধ পরিত্রাণ	মনজু সরকার	নববর্ষের চিঠি, ছাড়া বাড়িটা	মহাদেব সাহা, সৈয়দ হায়দার						ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ,মুখ না মুখোশ/সমীর দাশ গুপ্ত	১৯/৪/৮১, ৬/১/৮৮
২৬/৪/৮১, ১৩/১/৮৮	আকাশ চারীর দুঃসাহসী স্থলবিহার	শফি আহমেদ	বৈরী হাওয়ায় জীবন যাপন, প্রশ্নবিদ্ধ পরিত্যাণ	বিশ্বজিৎ চৌধুরী, মঞ্জু সরকার	কবির দুঃখ, প্রতিধ্বনি, একটি প্রিয়তম হৃদয়	ত্রিদিব দস্তিদার মূল: লিওনিদ মার্তিনভ, অনু: সানাউল হক, মূল: রসুল গামজাতুভ, অনু: সানাউল হক							২৬/৪/৮১, ১৩/১/৮৮

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/৫/৮১, ২০/১/৮৮	কবিতার ভূমিকা, আকাশচারীর দুঃসাহসীস্থলবিহার	জাহাঙ্গীর ইসলাম, শফি আহমেদ	খুন	মূল: রোয়াল্ড ডাহল, অনু: শাহীদা আকতার						শিশুতোষ- ঢাকার কথা	মুনতাসীর মামুন/টাপুর টুপুর টুপুর গ্রন্থমালা- চট্টগ্রাম	আসহাবুর রহমান	
১৭/৫/৮১, ৩/২/৮৮	সাংবাদিকতা একজন পাঠকের দৃষ্টিতে, আইন বাঁচিয়ে সত্য কথা লেখা	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, নির্মল সেন	ভিন্ন সিড়িতে	আবদুল মান্নান সৈয়দ	বসন , খণ্ড কবিতা কিছু (সৈয়দ নূরুদ্দিন স্মরণে)	মোহাম্মদ রফিক, সানাউল হক							
৩১/৫/৮১ ১৭/২/৮৮	প্রসঙ্গ ভাবনা, বাংলাদেশে নজরুল চর্চা	মূল: নস্তর ভকির, অনু: হাসান ফেরদৌস, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	বারান্দা	আবুল মোমেন,	এই বৈশাখ	রুবি রহমান			প্রবন্ধ: বৈরী সমাজ	হোসনে আরা শাহেদ/ওয়ারী বুক সেন্টার	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ		
৩/৫/৮১, ২০/১/৮৮	কবিতার ভূমিকা, আকাশচারীর দুঃসাহসীস্থলবিহার	জাহাঙ্গীর ইসলাম, শফি আহমেদ	খুন	মূল-রোয়াল্ড ডাহল/শাহীদা আকতার			শিশুতোষ- ঢাকার কথা	মুনতাসীর মামুন/টাপুর টুপুর গ্রন্থমালা- চট্টগ্রাম	আসহাবুর রহমান				

জুন-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১০/৬/৮১, ২৭/২/৮৮	কিবরিয়ার চিত্র প্রমাণ, আইজাক সিংগার	রবিউল হুসাইন, সৈয়দ আবুল মকসুদ	অন্ধ	ইকতিয়ার চৌধুরী	গোলাপ থেকে গোলাপ গণজীবনে	সানাউল হক খান			নাটোরের ইতিহাস	পদাতিক প্রকাশনী	মোহাম্মদ তোহা খান	একটি সাধারণ মানুষের কাহিনী (আরজ মাতব্বর) /অরূপ তালুকদার	সাময়িকীটি ৭ তারিখে প্রকাশিত হয়নি অর্থমন্ত্রির বাজেট ঘোষণার কারণে
১৪/৬/৮১, ৩১/২/৮৮	ভাৎসারোভের কবিতা, একজন কথাশিল্পী ও উপন্যাসে জীবন	নূরউল করিম খসরু, আবেদীন আবদুল কাদের	মেমসাহেব	মূল: সা'দত হোসেন মান্টো, অনু: এ বি এম কামাল উদ্দিন শামীম	নির্বাসনে, প্রবল ঝড়ের দিকে	হুমায়ুন কবির, (কবির মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর অপ্রকাশিত কবিতা)			এ যুগের বিজ্ঞান, কাব্য-আমি কিংবদন্তির কথা বলছি	আবদুল্লাহ আল মুতী,/মুক্তধারা , আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ/	সুলতানা বেগম		
২১/৬/৮১, ৬/৩/৮৮	নজরুল রচনাবলী ও ছন্দ বিন্যাস, রবীন্দ্রনাথই স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তক, একজন কথাশিল্পী ও উপন্যাসে জীবন	আবদুল কাদির , আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবেদীন আবদুল কাদের	টিকা	সুশান্ত মজুমদার	সনেট বন্ধুর জন্মদিনে, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর	অরুণাভ সরকার, হাবীবুল্লাহ সিরাজী			প্রবন্ধ: বেলায়েত নামা	মূল: মির্যা শেখ ইতিশামুদ্দিন, অনু: আবু মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/৭/৮১, ২০/৩/৮৮	প্রথম বিশ্ব ভিখারী ও ত্রাতা: মধুসূদন, আবুল ফজল, দ্বৈত শিখা, একজন কথাশিল্পী ও উপন্যাসে জীবন জিজ্ঞাসা	হুমায়ুন আজাদ, রণাত্রি শর্মা, আবেদীন আবদুল কাদের	অলীক স্বপ্ন	মূল: ডরোথি পার্কার, অনু: মোবারক হোসেন খান					প্রবন্ধ- রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী:-চরিত কথা	বাসন্তী চক্রবর্তী/ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, সম্পাদক- প্রহল্লাদকুমার প্রামানিক/ঐ	রশীদ আল ফারুকী	রবীন্দ্রনাথই স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তক/মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	
১২/৭/৮১, ২৭/৩/৮৮	একজন কথাশিল্পী ও উপন্যাসে জীবন জিজ্ঞাসা, কল সমকাল ও আহসান হাবীব	আবেদীন আবদুল কাদের, আবুল কাশেম	গন্তব্যহীন	নুরুল করিম খসরু	রহস্যময় বেলুন অথবা একটি চিত্রকল্প:-তার উপাখ্যান, পাখির কৃতি অংকন	নাসির আহমেদ, মূল: জাক প্রেভ, অনু: মুহম্মদ খসরু			কাব্য-আমরা তামাটে জাতি	মুহম্মদ নুরুল হুদা/দ্রাবির প্রকাশনী	শেখর ইমতিয়াজ		
১৯/৭/৮১, ৩/৪/৮৮	লাতিন আমেরিকার শিল্প সাহিত্য সাম্প্রতিক চারিত্র্য লক্ষণ, সাম্প্রতিক বনাম আধুনিক, একজন কথাশিল্পী ও উপন্যাসে জীবন জিজ্ঞাসা	বেলাল চৌধুরী, জাহাঙ্গীর ইসলাম, আবেদীন আবদুল কাদের	সাকো	শহু আশরাফ হোসেন	আগুন	অসীম সাহা							
২৬/৭/৮১ ১০/৪/৮৮	কঠিন দায় সর্বাধিক ত্যাগ লাতিন আমেরিকার শিল্প সাহিত্য সাম্প্রতিক চারিত্র্য লক্ষণ	আবুল মোমেন, বেলাল চৌধুরী			রক্ষা কবচ	ইয়ার্গে লুই বোর্হেস/(অনুবাদকের নাম নেই)			নাটক-ওথেলো	মূল: উলিয়াম সেক্সপিয়র, অনু: কবীর চৌধুরী/মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত		সাময়িকীটি এক পৃষ্ঠার

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৯/৮/৮১, ১৭/৪/৮৮	দূর কোন পরবাসে, কথা সাহিত্যের ইতি নেতি,	রফিক কায়সার, সনৎকুমার সাহা	নিষিদ্ধ যন্ত্রণা	ইসহাক খান	নিরঞ্জন, চোর, পরীক্ষায় উন্মোচিত	হায়াৎ সাইফ, রবিউল হুসাইন, দিলওয়ার			প্রবন্ধ-কথা ও কবিতা,	আবু হেনা মুস্তফা কামাল/	সন্তোষ গুপ্ত		
১৬/৮/৮১, ৩১/৪/৮৮	ব্রেখটের কবিতা প্রসঙ্গে, একজন প্রাক্তন রাজবন্দীর ডায়রী, কথা সাহিত্যের ইতি নেতি,	সুশান্ত মজুমদার, সরদার ফজলুল করিম, সনৎকুমার সাহা	শেক্সপীয়র এ্যান্ড কোম্পানী	মূল: আনের্স্ট হেমিংওয়ে, অনু: আবুল মোমেন	উপমা পাইনে, বিন্দু বিন্দু জ্বলছি	সৈয়দ আবুল মকসুদ, খালেদা এদিব চৌধুরী			কাব্য-বন্দর থেকে বন্দরে	সানাউল হক/ মুক্তধারা	কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়		
২৩/৮/৮১, ৬/৫/৮৮	স্বীকারোক্তি, একজন প্রাক্তন রাজবন্দীর ডায়রী, কথা সাহিত্যের ইতি নেতি,	শান্তনু কায়সার, সরদার ফজলুল করিম, সনৎকুমার সাহা	ব্যর্থ প্রহরে দাঁড়িয়ে	ইকবাল আজিজ	মানুষের চেয়ে অন্য কিছু, ভুল	হাবীবুল্লাহ সিরাজী, রফিক নওশাদ			প্রবন্ধ-দ্য ম্যান বিহাইন্ড দ্য প্লাউ	এম আজিজুল হক/বাংলাদেশ বুক ইনঃ লিঃ	সন্তোষ গুপ্ত		
৩১/৮/৮১, ১৩/৫/৮৮	নজরুলের চোখও ছন্দ বিদ্যুৎ অনুভব করেছিল, সর্বহারা কবি	আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ সালেহ উদ্দিন মাহমুদ	মন্দের ভাল	সৈয়দ কামরুল হাসান	প্রত্নগণ ও প্রত্নগণ, মাটির গোলাপ	আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ			প্রবন্ধ-প্রসঙ্গ নাটক	কবীর চৌধুরী/বাংলাদেশ শিল্প কলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/৯/৮১, ২৭/৫/৮৮	মাহবুবু উল আলম-ব্যক্তি ও সাহিত্যকর্ম, একজন প্রাক্তন রাজবন্দীর ডায়রী	আবুল ফজল, সরদার ফজলুল করিম			অটোবায়োগ্রাফি অ্যান আননোন বেঙ্গলি, ঢাকায় বসবাস	রফিক আজাদ, সৈয়দ হায়দার			কাব্য-প্রেক্ষাপট ভিন্নতর, স্বর্গের কাছাকাছি	ইমরান নুর/সন্ধানী প্রকাশনী, মৈত্রেয়ী দেবী/প্রহিমা পাবলিকেশন, কলকাতা	সন্তোষ গুপ্ত, রশীদ আল ফারুকী		
১৩/৯/৮১, ২/৫/৮৮	রবীন্দ্র সঙ্গীত ও সনজীদা খাতুন, বাঙ্গালীর কুলজী সন্ধান, কবি মিয়োশ	জিলুর রহমান সিদ্দিকী, অজয় রায়, ওয়াহিদ রেজা	ভরিবু	আবু মুসা চৌধুরী	আফ্রিকার কবিতা	মূল:ইউসাচপু দনর্সিও, অনু: সৈয়দ মোহাম্মদ সাহেদ						অনন্য প্রতিভা (ডঃ মু নীহার রঞ্জন রায়ের স্মৃতে)। আলোকময় নাথ	২০ সেপ্টেরের পত্রিকাটি চার প্রষ্ঠার, মূল্য-০.৫০ টাকা ,২০ তারিখ সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি
২৭/৯/৮১, ১০/৬/৮৮	বাসন্তীকা, রামকিংকরের কাজের কথা	আবুল ফজল, শওকাতুজ্জামান	গল্প নয়	আলম খোরশেদ	কাশফুলের কাব্য	নির্মলেন্দু গুণ			রাজনীতি-জানদের রাজনীতি: একটি নিকট বিশ্লেষণ	নজরুল ইসলাম	সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/১০/৮১, ১৭/৬/৮৮	বাংলা কবিতায় গণচেতনা, ধ্যান মৌন হিমালয়	নজরুল আলম, সুধা সেন	স্বপ্নের মতো দিন	সাফায়াত খান	অভিশাপ, অবিচ্ছিন্ন	মূল:আন্দ্রিয়েভিচ ভজনে সের্নস্কি, অনু: মনজুরুল হক, সানাউল হক খান			কাব্য- বিকেলবেলা	সৈয়দ আবুল মকসুদ/নলেজ হোম, ঢাকা		কথা সাহিত্য একটি প্রচেষ্টা/কমল চৌ.	
১৮/১০/৮১, ১/৭/৮৮	ধ্যান মৌন হিমালয়, অস্তাচলের দুয়ারে দাঁড়িয়ে	সুধা সেন, আকবর উদ্দিন	সুধাংশু সংবাদ	দেবাশীষ ভট্টাচার্য	জন্মদিনে নির্বাসন, কেন বসিয়ে রাখ, দহন/ হাটা	মূর্তজা বশীর, রুবী রহমান, হায়াৎ মামুদ, সৈয়দ হায়দার						সংস্কৃতির জগতে একটি প্রাচীন সেতু/আলী আসগর	
২৫/১০/৮১, ৮/৭/৮৮	পিতামহ পিকাসো, পিকাসো দর্শন, পিকাসোর গয়ের্নিকা, পিকাসোর চোখ, বিদ্রোহী পিকাসো, পিকাসোর সঙ্গে জীবন	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, কামরুল হাসান, মূল: হার্বার্ট রীড, অনু: অমলেন্দু চক্রবর্তী, মফিদুল হক, রফিউর রাব্বি, মূল: ফ্রাসোয়া জিলো, অনু: হাসান ফেরদৌস										যুবতী আর বুড়ো বেবুন,বাদর/ আবদুল মান্নান সৈয়দ	সাময়িকীটি পাবলো পিকাশোর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/১১/৮১, ১৫/৭/৮৮	কথকতার তীরন্দাজ, ধ্যান মৌন হিমালয়	সনৎকুমার সাহা, সুধা সেন	তেলাপোকা	মামুন হুসাইন	মানচিত্র ও এক দশকের পুতুল সঙ্গীরা, ভাঙ্গন	সিকদার আমিনুল হক, আনওয়ার আহমেদ			স্মরণে সরোবরে, উপন্যাস অনন্ত মধ্যাহ্ন রাত, অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র	মোহাম্মদ নুরুল হুদা/ফিরোজা হক, খালেদা এদিব চৌধুরী/বানোক পেত্রা প্রকাশনী, গোপাল চন্দ্র রায়/ দেপু পাবলিশিং, কলকাতা	আবদুল মান্নান সৈয়দ, সন্তোষ গুপ্ত, রশীদ আল ফারুকী		
১৮/১১/৮১, ২/৮/৮৮	ধ্যান মৌন হিমালয়, মানুষের জয়গান যার কণ্ঠে, ভিন্ন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ	সুধা সেন, বেলাল চৌধুরী, সৈয়দ আবুল মকসুদ	শবল	হালিম আজাদ	আজ জাগার সময়	মাহবুব সাদিক			উপন্যাস সামনে সময়, গল্প-যে চিঠি বিলি হয়নি	নাজমা জেসমীন চৌধুরী/মুক্তধারা, মহিদুল হক/সৈয়দা নুর মহল বেগম,টাঙ্গাইল	কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্র সরকার	অন্ধের নিনাদ/এলিয়াস কণোস্তি	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে ১৫ তারিখ প্রকাশিত না হয়ে ১৮ তারিখ সাময়িকীটি প্রকাশিত হল
২২/১১/৮১, ৬/৮/৮৮	বাস্তববাদীর পরা স্বপ্ন - প্রেক্ষিত শামসুর রাহমান, তিন দশকের যুগলবন্দী শিল্প	আবিদ আনোয়ার, মফিদুল হক	হ্যান এর অপরাধ	মূল:নাগুয়া শিগা, অনু: তাহের উদ্দিন খান	অন্য কিছু, কবিতা (শিরোনামহীন)	মাকিদ হায়দার, মূল:সাফো, অনু: হাসান ফেরদৌস			প্রবন্ধ-রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পলোক	সৈয়দ আকরম হোসেন/ঢাকা বিশ্ববিদ্যাবিদ্যালয়	সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮১

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/১২/৮১. ২০/৮/৮৮	আগুনের পরশমনি, বাংলাদেশের প্রবন্ধ, কথা সাহিত্য আমাদের প্রত্যাশা	রফিক কায়সার, আমিন ইসলাম, শাহীদা আখতার	হ্যান এর অপরাধ	ঐ	দক্ষিণ আফ্রিকায় নিহত ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে	মূল: টি এস এলিয়ট, অনু: শামসুর রাহমান			গল্প- ছিন্ন পত্রিকার কাহিনী	মূল: আব্দুল হক, অনু: আনোয়ারা হক: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ঢাকা	সন্তোষ গুপ্ত		১ ডিসেম্বর থেকে পত্রিকার মূল্য ১.২০টাকা
১৩/১২/৮১. ২৭/৮/৮৮	পয়লা মে থেকে বাইশে শ্রাবণ	আবুল মোমেন	বোবা মেয়ে	বিশ্বজিৎ চৌধুরী	মধ্যরাতের ট্রেনে একজন নির্গুণ যন্ত্রী, হার্লেম পণ্ডিতমালা	অনু ইসলাম, মূল:ল্যাংস্টোন হিউজেস, অনু: ফারুক মেহেদী			ইতিহাস- কিংবদন্তির ঢাকা	নাজিম হোসেন/আজাদ মুসলিম ক্লাব	সন্তোষ গুপ্ত		
২০/১২/৮১. ৪/৯/৮৮	পুশকিন ও আমরা, ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ তার অনুবাদ	হায়াৎ মামুদ, নূরুন্নাহার বেগম	যা নেই	ফজলুল কাসেম	শ্যামল সন্দেশ	রবিউল হুসাইন			প্রবন্ধ:অন্যপট ভূমি	আহমদ কবীর/সপ্তর্ষী প্রকাশনী	আহমেদ আশরাফ		
২৭/১২/৮১. ১১/৯/৮৮	সর্বদেশের সর্বকালের শিল্পি- জয়নুল, জয়নুলের সৃজনশীল হাত ও তার দৃষ্টিভঙ্গি, ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ তার অনুবাদ	শওকাতুজ্জামান, মতলুব আলী, নূরুন্নাহার বেগম	অতিক্রম	পান্না মুস্তাফা	যুদ্ধ ভাসনা	মাহবুব সাদিক			কবি আতাউর রহমান	সম্পাদনা: আনওয়ার আহমেদ, বেবী আনওয়ার/রূপম প্রকাশনী	সৈয়দ রফিক হাসান		

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৩/১/৮২, ১৮/৯/৮৮	স্বাধীনতা : সমাজ ও সংস্কৃতি, ওমরখৈয়ামের রোবাইয়াৎ তার অনুবাদ	মুমহম্মদ নুরুল হুদা, নূরুননাহার বেগম	ভিড়	মাফরুহা চৌধুরী	একজন কবি	সৈয়দ শামসুল হক			কাব্য: রক্তে আমার অনাদি অস্থি, স্বনিষ্ঠ সনেট	দিলওয়ার/ঈশান প্রকাশনী, দিলওয়ার /মাহমুদ হক পক্ষে-কবি সম্বর্ধনা পরিষদ সিলেট	সন্তোষ গুপ্ত		লক্ষণীয় '৮০ সাল থেকেই ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষে কোন সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে না
১০/১/৮২, ২৫/৯/৮৮	সেয়ানা (সত্যেন সেন স্মরনে), সাহিত্যের উৎস: একে ফজলুল হক ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ তার অনুবাদ	সনজীদা খাতুন, সরদার ফজলুল করিম, নূরুননাহার বেগম			আমি সেই লোকটাকে, নসিহৎ নামা	আলাউদ্দিন আল আজাদ, শওকত ওসমান							
১৭/১/৮২, ৩/১০/৮৮	একটি ঝরা পাতা ও ভাঙ্গা চাঁদ, কমল পুরান প্রসঙ্গে, ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ তার অনুবাদ	রবিউল হুসাইন, শেখর ইমতিয়াজ, নূরুননাহার বেগম	তেমন একজন	মহফিল হক,	ঘৃণা, বাঙ্গালী	অসীম সাহা, সানাউল হক						মাঠ পারের গাছগুলি/ দ্বিজেন শর্মা	
২৪/১/৮২, ১০/১০/৮৮	নিত্য বিরহে নিত্য মিলন, বারকভের সৌন্দর্য তত্ব, ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ তার অনুবাদ	সনজীদা খাতুন, সুলতান আহমেদ, নূরুননাহার বেগম	আঁধারের জল,	দেবাশীষ ভট্টাচার্য	বাইরে থেকে যায় না চেনা তাকে, কবিতা না লিখলেও চলে	মিলন মাহমুদ, সৈয়দ হায়দার			কাব্য: অন্তরীক্ষে মরণ্য	ফজল শাহাবুদ্দিন,/কবিকণ্ঠ প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		
৩১/১/৮২, ১৭/১০/৮৮	সাহিত্য সমালোচকের স্বাধীনতা, সার্ত্রের দর্শনে স্বাধীনতার ধারণা, ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াৎ তার অনুবাদ	সুহৃদ চাকমা, আহমেদ আশরাফ, নূরুননাহার বেগম	সতীত্ব	মূল: সরলা দেবী, অনু: এবি এম কামাল উদ্দিন শামিম	কবিতা	শিহাব সরকার			উপন্যাস: নন্তপর্ণ	ফাতেমা বারী/মুক্তধারা	রমা লাহিরী		

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/২/৮২, ২৫/১০/৮৮	কাগমারি সাংস্কৃতি সম্মেলন-১৯৫৭: স্মৃতিচারণ	আবু জাফর শামসুদ্দিন	অন্নযাত্রা	সুশান্ত মজুমদার	বৃথাই আমার বন্ধু আর আমি	মূল: খাইরিল আনোয়ার, অনু: সাইয়িদ আতীকুল্লাহ			উপন্যাস: ফিরে চলো	মিরজা আবদুল হাই/মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত		
১৪/২/৮২, ২/১১/৮৮	একুশের পূর্ব পথিক আত্মবিকাশের প্রশ্নে বয়ন্নোর ভাস্কর্য	সরদার ফজলুল করিম আসাদ চৌধুরী ফারুক মেহেদী	গোলাকার	ইসহাক খান	ক্রান্তি কাল	সানাউল হক খান			কাব্য: যখন প্রবাসে	সানাউল হক/জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		
২৮/২/৮২, ১৬/১১/৮৮	মুহম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে কিছুক্ষণ, কাইয়ুম চৌধুরীর একুশের অন্বেষণ	আসাদ চৌধুরী, মালেকা বেগম			কৃষকের গামছা(প্রয়াত অনিল মুখার্জির প্রতি)	সৈয়দ আবুল মকসুদ						গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য-ছেড়াতুতা করোটি আর একাকুর/রবিউল হুসাইন	সাময়িকীটি দেড় পৃষ্ঠার বাকি অংশে রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের ভাষণ

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৭/৩/৮২, ২৩/১১/৮৮	ভাষা ও সংস্কৃতি একুশের চেতনায়, এজরা ও এলিয়ট	রশীদ আল ফারুকী, মূল: আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, অনু: আবদুল মোমেন	বুকের কাছে রোদ	সাফায়াত খান	এখনো আর্সিনি, দুঃসময়, একা থাকা, গেলেই তো পাপ	আলাউদ্দিন আল আজাদ, মুনির উদ্দীন ইউসুফ, মুস্তফা আনোয়ার, শামসুল ইসলাম			উপন্যাস: সাধারণ লোকের কাহিনী	রশীদ করিম/মুক্তধারা	শফি আহমেদ	জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী সমীক্ষা/নজরুল ইসলাম	
১৪/৩/৮২, ৩০/১১/৮৮	কবি জসীম উদ্দিন, সমস্যা: ইহলৌকিক ও পারলৌকিক	সামসুজ্জামান খান, শওকত ওসমান	অবদমনের পর	মইনুল আহসান সাবের	জয় হোক ভালবাসার, ঢেউ বিষয়ক	সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, ওয়াহিদ রেজা			কাব্য: উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ, মাতাল ঋত্বিক	শামসুর রাহমান /সন্ধানী প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		
২১/৩/৮২, ১২/৭/৮৮	কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত শতবর্ষের পরে, গদ্য ছন্দ	সনজীদা খাতুন, আব্দুল মান্নান সৈয়দ	স্মৃতি জাগানিয়া	আলম খোরশেদ	অসম দুনিয়া কে কাঁপছে/ একটি মেয়ে করছে দুন কর্ণর, গর্ব রাখো হে সময়/আমার বিমোহিত অন্তরে / একটি প্রিয়তম হৃদয় / পাঁচ মিনিট / পৃথিবী যেনও সমুদ্র	মূল: কাইসিন কুলিয়েভ, অনু: সানাউল হক, রাসুল গামজাতোভ, অনু: সানাউল হক			নাটক: পরবাসে বসবাস	মুস্তফা আনোয়ার/ হিরক প্রকাশনী চট্টগ্রাম	কবীর চৌধুরী		
২৮/৩/৮২, ১৪/১২/৮৮	উচ্চ সঙ্গীত ও সমাজ, শেক্সপীয়র ও তাঁর নাটকের মেঠো দর্শক, মানুষের জন্য বিজ্ঞান	ওয়াহিদুল হক, তানভীর মোকাম্মেল, আবদুল হালিম	দেরী আর কত দেরী	অনু ইসলাম	মরাবো সেতু, দূরে চলে যাই	মূল: গীয়াম আপোলিনিয়ার, হোসেন সোহরাব							

এপ্রিল- ১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৪/৮২, ২১/১২/৮৮	নিঃসঙ্গ মানুষ, শেক্সপীয়র ও তাঁর নাটকের মেঠো দর্শক,	মূল-ফ্রানসেস কাফকা, তানভীর মোকাম্মেল	শ্রী লেখা	বিশ্বজিৎ চৌধুরী	পুষ্প প্রকরণ	রুবী রহমান			কাব্য:সহি ফু প্রতীক্ষা	আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ/ সন্ধানী প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	তাঁর প্রস্থান ও আকাশ ছোঁয়া দালান (ডঃ ফজলুর রহমান খানের মৃত্যুতে)/রবিউল হুসাইন	
১১/৪/৮২, ২৮/১২/৮৮	হৃদয়ে তাঁর স্পেন- পাবলো নেরুদার কাব্য চেতনা, শেক্সপীয়র ও তাঁর নাটকের মেঠো দর্শক,	নূরউল করিম খসরু, তানভীর মোকাম্মেল	নিশীথের কথকতা	মাফরুহা চৌধুরী	নৈশ প্রহরী, কবিতা	ওমর আলী, আহসান হাবীব						কাঁদে কানন ভূমি/দ্বিজেন শর্মা	
১৮/৪/৮২, ৪/১/৮৯	আমার মাস্টার মশাই, একজন গল্পকার, শেক্সপীয়র ও তাঁর নাটকের মেঠো দর্শক,	শওকত ওসমান, জাকির হোসেন বুলবুল, তানভীর মোকাম্মেল	তারিখ	শামসুদ্দিন আবুল কালাম	ঐ ছবিটা, উৎসমুখে	আলতাফ হোসেন, দিলার হাফিজ			গল্প: দুর্বিনাশী আয়োজন	মধু সরকার/রূপম প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		
২৫/৪/৮২, ১১/১/৮৯	কথা সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ- তাঁর জীবন ও তাঁর সাহিত্য, তরু প্রেমিকের প্রতিবাদ, শেক্সপীয়র ও তাঁর নাটকের মেঠো দর্শক,	আবেদীন কাদের, মাহমুদ আল জামান, হায়াৎ মামুদ, তানভীর মোকাম্মেল	সাহেব আলী	আবদুল হাই শিকদার	ভারাভারা আলেকসান্দ্র ভনার জন্য, ভালোবাসায় নারী, নিবদ্ধ বাতাস	মূলঃ সালভাতোর কোয়াসিমোদো, মূলঃ পল এলুয়ার, মূলঃ গীয়ম অপোলেনিয়র, অনুঃ হাসান ফেরদৌস							

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১৬/৫/৮২, ১/২/৮৯	পুতুল নাচের নেপথ্য কুশলীর সন্ধানে, আফ্রো-এশীয় সাহিত্যের ধারা, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছায়াচ্ছন্ন ভালোবাসা	শান্তনু কায়সার, ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	অনন্যোপায়	ইব্রাহিম আজাদ	সিন্ধু মাতা, দুরবর্তনীকে	নির্মলেন্দু গুণ, মাহবুব তালুকদার			কাব্য: অনন্য পথিকের গান	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ/সন্ধানী প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		
২৩/৫/৮২, ৮/২/৮৯	বিনোদ বিহারীর কাজ, কিছু স্মৃতি-শহীদ সাবের ও তাঁর রচনাবলী	ওয়াহিদুল হক, মাহমুদ আল জামান	ভাগ্য বদল	ইকবাল আজিজ	রফিক আজাদ, ফাঁদ	রফিক আজাদ, আনওয়ার আহমেদ			গল্প: নেপথ্যে নাটক	আব্দুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন /মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত		
৩০/৫/৮২, ১৫/২/৮৯	জয়নুল আবেদীন, সমকাল ও মুনীর চৌধুরীর নাটক, বাংলাদেশের নকশার আশ্চর্য জগৎ	কাইয়ুম চৌধুরী, খন্দকার শওকত জুলিয়াস, বেলাল চৌধুরী	গাছ, মায়ের কাছে কালো চিঠি	মুহম্মদ শামসুল হক	সন্ধ্যাতারা ও শুকতারার গল্পো,	ওয়াহিদ রেজা							

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬.৬/৮২, ২২/২/৮৯	স্মরণকরি (মুহম্মদ এনামুলহক), সমৃদ্ধির জন্য চাই নিরস্ত্রীকরণ, হৃদয় নিয়ে ভাবনা	মুস্তফা নুরুল ইসলাম, হাসান ফেরদৌস, সুব্রত বড়ুয়া	অনুপম অপরাহ্ণ, স্বপ্ন নয়	মূল: গারসিয়া মারকুয়েজ, অনু: মোবারক হোসেন খান, দেবাশীষ ভট্টাচার্য	কম্পাস, অফুরন্ত, অনন্ত, ভুল হয়, পাগলামি	মূল:ইয়ার্গো লুই বোরহেস, অনু: জহুরুল হক, মাহমুদ কামাল, সানাউল হক খান			নভেলা-পোড়ামাটির কাজ, কাব্য-শোকার্ত তরবারি	আবদুল মান্নান সৈয়দ/বুক সোসাইটি,ঢাকা, হাসান হাফিজুর রহমান	আবেদীন কাদের, সন্তোষ গুপ্ত	না বন না বাগান/দ্বিজেন শর্মা,	সাহিত্য সাময়িকীটি চার পৃষ্ঠার ,মূল্য-১.৩০ টাকা
১১/৬/৮২, ২৯.২/৮৯	রাজনীতির অঙ্গনে ইসলামী নবতরঙ্গ, কবি সৈয়দ আলী আহসান,	শওকত ওসমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ	পেরেক	মাহমুদ কুদ্দুস	আমার বন্ধুরা, নিষ্পেষিত প্রশান্তি, তুমি কি আমার চেয়ে	মূল: মিখাইল লুকোনিন, অনু: সানাউল হক, ইমরান নূর, মনজুরে মওলা			কাব্য-পাথরের সাথে কথা	মুশাররাফ করিম/সংবিৎ প্রকাশনী	মারুক চৌধুরী	লেখানন এখনও জ্বলছে/হাসান ফেরদৌস, সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান/এম শামসের আলী,	৮২'র জুনের পূর্বে সাধারণতঃ সাময়িকী দুই পৃষ্ঠার ছিল, জুনের পর থেকে সাময়িকী সহ পত্রিকার পৃষ্ঠা দাড়াঁয় ১২-এ
২০/৬/৮২, ৫ ৩/৮৯	আত্মজীবনীর বদলে, আমাদের মহান সমকালীন: দন্ত ভরুকি, কিশোর সাহিত্য প্রসঙ্গে	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মূল: অক্তাবিও পাস, অনু: হায়াৎ মামুদ, আবুল মোমেন	পদ্মপাড়	বিপ্রদাস বড়ুয়া	কুমোর, অনন্ত, প্যালেস্টাইন, দুটি কবিতা,(কারাগার থেকে চিঠি, আমি প্রতিরোধ করবো)	শামসুর রাহমান, মূল: মাহমুদ দরবিশ, অনু: রফিক আজাদ, মূল: হুসেইন মারওয়ান, অনু: আসাদ চৌধুরী, মূল: সামিহ আলকাসিম, অনু: রবিউল হুসাইন	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ-সমাজ সভ্যতা জীবন	মফিজ উল হক/সৈয়দা নূর মহল,বেগম টাঙ্গাইল	যতীন্দ্র সরকার	মনের ঐক্যে বাঁধা কেন্দ্রীয়/হাসান ফেরদৌস, জল-তন্ত্র/শহীদ আহমেদ, দেশজ চিকিৎসায় উদ্ভিদ/আবদুল্লাহ আলমুতি, কৃত্রিম উপগ্রহঃবৈজ্ঞানিকরা কি চান/ফাহমিদা নিলুফার	মূল্যবৃদ্ধি-১.৫০টাকা, বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাবৃদ্ধি
২৭/৬/৮২, ১২/৩/৮৯	আকর্ষণীয় উপার্জন, শওকত ওসমানের নিকট খোলা চিঠি, ধ্বংসের মাঝে ফুল, আগুনের কি গুণ	ওয়াহিদুল হক, শওকত ওসমান, মূল-গুন্টাগ্রাস, অনু-কৌশিক আহমেদ, জহুরুল হক	গল্প নয়	ইমদাদুর হক মিলন	দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘরে বাইরে, আমি পুড়ছি	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, সৈয়দ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				রাজা যায় রাজা আসে/হাসান ফেরদৌস, আমাদের দেশের ক্রিকেট-১/শওকাতুজ্জামান, পুষ্টিসম্পর্কে কিছু কথা/ডাঃ আব্দুল কালাম আজাদ খান ও শাহ মোহাম্মদ ফেরদৌস আলী, আকাশ জুড়ে মজার খেলা/কাজী হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৭/৮২, ১৯/৩/৮৯	শওকত ওসমানের নিকট খোলা চিঠি, বিবলো থেরাপি, ইবসেন - আধুনিক নাটকের জনক	শওকত ওসমান, শামীম আহমেদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ	পাইপ	অলোক সেন	হে মাতৃভূমি, তোমার নিঃশব্দে, বিরল নাটক	মূল: পাবুইক সেভাক, অনু: সানাউল হক, সৈকত রহমান, আবুল হোসেন	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কাব্য: পৃথিবী জোড়া গান,	নির্মলেন্দু গুণ/সন্ধানী প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	পশ্চিমা জোটে দ্বন্দ্ব বাড়ছে/হাসান ফেরদৌস, আমাদের কালের চিত্রকর-২/শওকাতুজ্জামান, নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্থান/এম শমসের আলী, আকাশ জুড়ে মজার খেলা/হারুন হাবীব	
১১/৭/৮২, ২৬/৩/৮৯	বিভূতিভূষণ ও বাস্তবতার রোমাঞ্চ, শওকত ওসমানের নিকট খোলা চিঠি,	সিরাজুল ইসলাম, শওকত ওসমান,			তরুনদের প্রতি একজন মুমূর্ষু কবি	শামসুর রাহমান	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কাব্য: আমার পলাতক ছায়া	জিয়া হায়দার/ সম্পাদক প্রকাশনী, চট্টগ্রাম	সন্তোষ গুপ্ত	ভিন্ন এক মারণাস্ত্র/হাসান ফেরদৌস	সাময়িকীটি দুই পৃষ্ঠার
১৮/৭/৮২, ১/৪/৮৯	সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহর উপন্যাস	আহমেদ আজিজ			জন্মান্ধ প্রেমিক, সহিষ্ণু প্রেমিক, ঘুম	মাহবুব তালুকদার, সানাউল হক খান, মাকিদ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা	রফিকুল ইসলাম/মল্লিক ব্রাদার্স	সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৮/৮২, ১৫/৪/৮৯	উইলিয়াম ফকনারের মানবিকতা, পশ্চিম বাংলা ইতিহাসের ক্রান্তি কাল	আহমেদ আশরাফ, আর এম দেবনাথ			বিশ্ব রঙ্গর্ন্না, জোনাক দ্বীপের গল্প, আমার রয়েছে	বেলাল চৌধুরী, দিলারা হাফিজ, মূল: নিকোলাস গিলেন, অনু:কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: কাদামাটির গল্প	সিরাজুল ইসলাম সাগর/স্টুডেন্ট ওয়েজ	নূরউল ইসলাম		
৮/৮/৮২, ২২/৪/৮৯	রবীন্দ্র বিচারের দৃষ্টিকোণ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা দ্বিতীয় উপসংহারে, পশ্চিম বাংলা ইতিহাসের ক্রান্তি কাল,সমস্যাটা কোথায়?	ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়-শফী আহমেদ, গোলাম মুরশিদ, আর এম দেবনাথ, আসাদ চৌধুরী			প্রতীক্ষা, পাকা কথা নক্ষত্রের সাথে, ভবিষ্যতের জন্য	মোহাম্মদ রফিক, রুবীরহমান, হবীবুল্লাহ সিরাজী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ:স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/ডানা প্রকাশনী	খোন্দকার আশরাফ হোসেন	জরুরী অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা/ ডাঃআবুল কালাম আজাদ খান ও শাহ মোহাম্মদ কেরামত আলী, দীর্ঘ জীবনের সমস্যা/আবদুল্লাহ আলমুতি	
১৫/৮/৮২, ২৯/৪/৮৯	প্রজাপতির উৎপত্তি, অনাগত বংশধর,	মূল: চার্লস ডারউইন, অনু: দ্বিজেন শর্মা, মূল: মরছুরি ওয়ালেস, অনু: আলী রিয়াজ	টাকা	সুনীল শর্মাচার্য	দুঃখ ও দুঃখী, এখানে, শিল্পের স্মরণে, শিশুকন্যাকে সম্বোধন	সানাউল হক, আবিদ আজাদ, দিলওয়ার, মূল: পারভেজ শাহেদী, অনু: রনেশ দাশগুপ্ত	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: ল্যান্ডিং উইথসোশ্যাল জাস্টিস দি বাংলাদেশ	প্রফেসর এম রহমান শরীফ/বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	এম আর দেবনাথ		
২২/৮/৮২, ৫/৫/৮৯	ব্যক্তিগত ভাবনা:গত কালের , দেখতে শেখার প্রথম পাঠ, আলাওল মানস ও সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ, লালনের গানের পাখি	সরদার ফজলুল করিম, মূল: কনস্তান্তিন পাস্ত ভস্কি, অনু:আবুল মোমেন, মোহাম্মদ আবুজাফর, আবুল আহসান চৌধুরী			ট্রেন চলে গেল, বিপ্রতীপ, একজন বৃদ্ধের প্রার্থনা	মিলন মাহমুদ, রফিক নওশাদ, আনওয়ার আহমেদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	ভ্রমণ: আরেক ভুবন (সোভিয়েত ইউনিয়ন)	মবুজাফর শামসুদ্দিন/প্রাচ্য প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	নিজের দেহে আমাদের অধিকার/আবদুল্লাহ আলমুতী, আফ্রিকান ঐক্যে চিড় ধরেছে/হাসান ফেরদৌস, ছাপ চিত্রের প্রদর্শনী সমীক্ষা/সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	
২৯/৮/৮২, ১২/৫/৮৯	ব্যক্তিগত ভাবনা:গত কালের,শেষ হয়নাই বলা, প্রশ্ন নিশ্চিত, চিরসবুজ প্রানের উৎস,নজরুল ও প্রগতি চেতনা	সরদার ফজলুল করিম, অরুণাভ গাঙ্গুলী, মনবর্ত্ত পাল, বেলাল চৌধুরী, রফিক উল্লাহ খান			ছায়া, পিকাসোর দোহল, অমর জীবন	শামসুল ইসলাম, সৈয়দ আবুল মকসুদ, ইমাউল হক	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				হৃদয়ে আমার প্যালেস্টাইন/ হাসান ফেরদৌস,আগুনের দিগুণ/জহুরুল হক,	

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৫/৯/৮২, ১৯/৫/৮৯	কাজী আবদুল ওদুদের কথা সাহিত্য, সঙ্গীত কোষের সম্ভাবনাময় খড়তা	নাজমা জেসমিন চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক	চশমা ও অন্য জটিলতা	শেখর ইমতিয়াজ	প্রস্তবনা বন্দুকহাতে ভোজপূর্বে, প্রত্যাবর্তনের স্বার্থে, যে মুখ আমার	মূল: খালেদ আবু খালেদ (প্যালেস্টাইন), অনু: সানাউল হক, নাসির আহমেদ, ত্রিদিব দস্তিদার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: ফিরে যাওয়া, ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশ,	সৈয়দ ইকবাল/ মুক্তধারা, মহিউদ্দিন খান আলমগীর/সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডি	আবেদীন কাদের , আর এম দেবনাথ	আমাদের কালের চিত্রকর-৫/শওকাতুজ্জামান, জরুরী অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা/ ডাঃআবুল কালাম আজাদ খান ও শাহ মোহাম্মদ কেরামত আলী,	
১২/৯/৮২, ২৬.৫/৮৯	সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ প্রসঙ্গে কিছু খন্ড চিত্র, আমার বন্ধু সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, শিল্পীর রুপান্তর, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ তার অগ্রন্থিত ছোট গল্প,	সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাশেম, সানাউল হক, আবুল হোসেন, সৈয়দ আবুল মকসুদ, শান্তনু কায়সার			বৈরুত রইলো পড়ে,	মনজুরে মওলা	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				চিলি: দুঃসময়/ হাসান ফেরদৌস, উরন্ত ঢাকা কি মহাকাশের আগন্তুক/আবদুল্লাহ আলমুতী	সাময়িকীটি সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ স্মরণে, ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে সরকারি ছুটি রবিবারের পরিবর্তে শুক্র ও শনিবার করা হয়
২৬/৯/৮২, ৯/৬/৮৯	সুশোভন সরকার, সামপ্রতিক কাব্যধারা এবং বাংলা কবিতা	মুনতাসির মামুন, শামসুর রাহমান	ক্ষুধা	মূল: সেভদেত কুদরত, অনু: ফারুক মেহেদী	আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে চেতনালোক ও শিল্পরূপ	সৈ.আকরম হোসেন/ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আবেদীন কাদের	আত্মঘাতী প্রবণতা/আবদুল্লাহ আলমুতী, বৈরুতে উদ্বাস্তু শিবিরে ইসরাইলের বর্বরতম গণহত্যা: একটি রিপোর্ট	

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/১০/৮২, ২০/৬/৮৯	কাঙাল বাঙাল মোতিহার, আমিষ নিরামিষ, মহাশূণ্যে স্বদেশ ও সমকালীন বাস্তবতা, সবচেয়ে ছোট কিন্তু সবচেয়ে দামী কবিতা	যোবায়দা মির্যা, তপন চক্রবর্তী, শান্তনু কায়সার, বেলাল চৌধুরী			স্বাধীন প্যালেস্টাইন তোমার জন্য এ কবিতা, কবিতা, বোধ	মহাদেব সাহা, সৈয়দ হায়দার, ভাস্কর চৌধুরী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: মেয়েদের ঘরবাড়ি	রশীদ হায়দার /শফিক প্রকাশনী, ঢাকা	কবীর চৌধুরী	পাশ্চাত্য দেশগুলোর আসল সমস্যা কি?/শহিদ ইসলাম, নতুন শিক্ষানীতির ক্ষতিকর দিক/আহমদ শরিফ/পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা/আর এম দেবনাথ, স্বাধীন বিজ্ঞান চর্চা/এম শমসের আলী	'রোববারের সাময়িকী' নাকরণের পরিবর্তে 'সংবাদ সাময়িকী' নামে বৃহস্পতিবার থেকে চার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হতে শুরু করল
১৪/১০/৮২ ২৭/৬/৮৯	আমাদের পুরনো, জীবন সন্ধানী তরুণদের জন্য, নিজের কথা	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আহমেদ আশরাফ আবুল ফজল	একা	আবু জাফর শামসুদ্দিন	সম্বোধন শোভনকে	সনাউল হক	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	চ্যালেঞ্জ ইন দি ইকোনমি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশের লোকশিল্প	ড. আবদুল্লাহ ফারুক/ইউ পি এল, তোফায়েল উ. খান জা.	এম আর দেবনাথ, আমিন ইসলাম	বলিভিয়ার পালা বদলের পালা/হাসান ফেরদৌস, নতুন শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে/কবীর চৌধুরী, লাইব্রেরিয়ার আশ্চর্য আলো/আবদুল্লাহ আলমুতী, বাংলাদেশের স্থাপত্য/রবিউল হুসাইন	
২১/১০/৮২ ৩/৭/৮৯	ছন্দ বিসংবাদ	সনৎকুমার সাহা	কন্টি	সৈয়দ শাহনেওয়াজ করিম	শিরোনামহীন ফিরে যেতে হবে গহনে	মূল: মাহমুদ দারবিশ, অনু: হায়াৎ মামুদ, খালেদা এদিব চৌধুরী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	ইতিহাস: এক মোঘল ক্রীত দাসের আত্মকাহিনী	মূল: রহমান খান, অনু: লুৎফুন্নেছা হাবীবুল্লাহ	সন্তোষ গুপ্ত	অথপূষ্প কথা গৌরচন্দ্রিকা/এনামুল হক, দক্ষিণ আফ্রিকায় বন্দীমনদশা সত্যাগ্রহ থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম/শহীদ ইসলাম, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	
২৮/১০/৮২, ১০/৭/৮৯	শতাব্দীর নৈশব্দ ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিজয়, বাংলাদেশের কালচার, প্যালেস্টাইনী তরুণী	আমিনুল ইসলাম, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মুস্তফা ইসলাম	গাছে পর্দার গান	মূল: প্যাট্রিক হোয়াইট, অনু: বিপ্লব দাশ	বাবার প্রতিকৃতি, আততায়ী, হৃদয়ে আমার প্যালেস্টাইন, দ্বৈরথ/আশা/স্বপ্ন দাখে সে দবদবে সাদা ফুলের	সোহরাব হাসান, হালিম আজাদ, মূল: মাহমুদ দারবিশ, অনু: শামসুর রাহমান, সাইফুদ্দিন আতীকুল্লাহ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: স্বদেশ আমার স্বজন আমার	শেখ আবদুল জলিল	মানবর্দ্ধ পাল	জীবজগৎ থেকে প্রযুক্তি আহরণ/আবদুল্লাহ আলমুতী	

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১১/১১/৮২, ২৪/৭/৮৯	ইমদাদুল হকের আব্দুল্লাহ, গোলাপ ও রিলকের এপিটাফ	রশীদ আল ফারুকী, আলম খোরশেদ	কলিমদ্দি দফাদার	আবুজাফর শামসুদ্দিন	বাকবাকুম বাকবাকুম, তাই বসে থাকা,জীবনানন্দ ও রোদনের মন্দিরা	শামসুর রাহমান, তসলীমুর রহমান, আবসার হাবীব	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: পরাস্ত সহিস	মঈনুল আহসান সাবের/	শান্তনু কায়সার	পারমানবিক বর্জ্য এশিয়ার নতুন সমস্যা/আলী রিয়াজ,পাঞ্জাবের অশান্ত সময়/হাসান ফেরদৌস, আমাদের কালের চিত্রকর-৬/শওকাতুজ্জামান,মানুষের বন্ধু অনুজীব/আবদুল্লাহ আলমুতী	
১৮/১১/৮২, ২/৮/৮৯	সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি,	খোন্দকার মির্যা	অভঙ্গুর,	মঈনুল আহসান সাবের	আলো আমার আলো, সমস্ত সৃষ্টির শরীর ছুঁয়ে দেখি, তুমি যে-ই হও	মনজুরে মওলা, মোয়াজ্জেম হোসেন, মসিহউদ্দিন শাকের	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কাব্য: জ্বলে চিতা বাঘ	হুমায়ুন আজাদ/নওরোজ কিতাবিস্তান	আবিদ আনোয়ার	তুরস্ক কি উল্টো পথে চলছে?,শেখ গোলাম হাসান,প্রসঙ্গ শিক্ষানীতি/অত্র্য জাফর মুরশিদ,নতুন দুইটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার/আলী রিয়াজ,আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	
২৫/১১/৮২, ৯/৮/৮৯	আধুনিক রুশ কবি ও কবিতা, আমাদের শিক্ষক, অথ চিঠি সংক্রান্ত	সানাউল হক, সৈয়দ আহমেদ খান ও রংগলাল সেন, শওকত ওসমান	আমার বাবা এবং আমি	মূল: পারলার্গে-কভিস্ট, অনু: মোবারক হোসেন খান	দুই প্রেম, সোনালী আঁশের গল্প ২/	মূল: নাজিম হিকমত, অনু: অলোক সেন, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: রাখালের আত্মচরিত	শান্তনু কায়সার/দ্রাবির প্রকাশনী	সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম	গোপন যুদ্ধ টার্গেট নিকারাগুয়া/শেখ গোলাম হাসান, উদ্ভিদ ও উচ্চ সঙ্গীত/মানবর্দ্ধ পাল, জৈব বস্তু থেকে জ্বালানী/আবদুল্লাহ আলমুতী	

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮২

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
২/১২/৮২, ১৪/৮/৮৯	আধুনিক রুশ কবি ও কবিতা, তার মাতৃভূমি স্বদেশ ও অন্বেষা, কবিতা ও পরাবাস্তবতার ধারণা, পরিচয় এর বংলাভাষা চর্চার প্রেক্ষত	সানাউল হক, রফিক উল্লাহ খান, আব্দুল হাফিজ, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়			এই সাধ শেষ নয়, তোমার কালো বদেন্যতা টুকরে খাব	মূলঃ জোহানফন গ্যায়াট, অনুঃ শিহাব সরকার, মিলন মাহমুদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				নবীন চিত্রীঃ প্রত্যয়ের অভাব/মুনতাসীর মামুন, তোমার সঙ্গে প্যালেস্টাইন/শেখ গোলাম হাসান	
৯/১২/৮২, ২১/৮/৮৯	পুণ্য করে পূর্ণ করে মন, মার্কেজের অবিস্মরনীয় উপন্যাস শত বৎসরের নিঃসঙ্গতা, মেহের আলী, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি,	মহাদেব সাহা, আবুজাফর শামসুদ্দিন, দ্বিজেন শর্মা, রেজোয়ান সিদ্দিকী			হারানো কবিতাগুলো আমার, মনে পড়ে মনে হয়	রফিক আজাদ, জাহিদ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				ইতালীর নয়া সরকার ও প্রসঙ্গ কথা/শেখ গোলাম হাসান, আমাদের কালের চিত্রকর, অনুঃ ৭/শওকাতুজ্জামান	
২৩/১২/৮২ ৭/৯/৮৯	আধুনিক রুশ কবি ও কবিতা, একদশকের সামাজিক চেতনা,	সানাউল হক, মাহফুজ উল্লাহ			হৃদয়ে শেষ রাত্রি	নির্মলেন্দু গুণ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				মধ্য আমেরিকার বধ্যভূমিতে রিগ্যান/শেখ গোলাম হাসান, মানুষের হাতে গড়া হৃদপিণ্ড/সযযাদ কাদীর, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক,	
৩০/১২/৮২ ১৪/৯/৮৯	আমার কথা, একাত্তরের রনাঙ্গনে	আবু সাঈদ আইয়ুব, আবু জাফর শামসুদ্দিন	কালো মানুষ	সুশান্ত মজুমদার			বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	উপন্যাসঃ মৃত্যুঞ্জয়ী কংহোয়া	মূলঃ নগুয়েন নগক, অনুঃ ফকির আশরাফ/বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত	মাপজোকের আনুজাতিক পদ্ধতি/আবদুল্লাহ আলমুতী	

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৬/১/৮৩, ২১/৯/৮৯	আবু সাইয়িদ আইয়ুব : চেতনার প্রহর শেষের রাঙা আলো, এক দশকে সামাজিক চেতনার অগ্রগতি, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস	সন্তোষ গুপ্ত, সৈয়দ আবুল মকসুদ, রফিক উল্লাহ খান					বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/ধানশীষ প্রকাশনী	খালিকুজ্জামান ইলিয়াস	ইসলামাবাদ ওয়াশিংটন কানেকশন/শেখ গোলাম হাসান, শিক্ষক শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন/রফিকুন নবী	
১৩/১/৮৩, ২৮/৯/৮৯	সত্যেন সেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, সেনের বাংলার সুরের ভুবনে,	অজয় রায়, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী	হবুর কেবলা	আবুল মনসুর আহমেদ			বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: খেলা করতাল	সেলিনা হোসেন/কাশবন প্রকাশনী	শেখর ইমতিয়াজ	আমাদের কালের চিত্রকর: ৮/শওকাতুজ্জামান, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	
২০/১/৮৩, ৬/১০/৮০	গণসংগীত প্রসঙ্গে, শেখ ফজলুল করিমের কবিতা	কাজী সুফিয়া আকতার, আবদুল হালিম	হবুর কেবলা	আবুল মনসুর আহমেদ	কী সঞ্চয় রেখেছ?, চতুর্দশপদী, আমার যুদ্ধ	শামসুর রাহমান, ত্রিদিব দস্তিদার, আল মুজাহিদী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	উপন্যাস: দ্যা ক্রুকড নিম	নিয়াজ জামান/ বাংলাদেশ বুকস ইনঃ	আবদুস সালাম	ইন্দিরা এবার কি করবেন?/শেখ গোলাম হাসান /রক্তে অস্ত্রোপাচার/আবদুস সবুর,ওজন ও পরিমাপে মেট্রিক পদ্ধতি/চিশতি আবদুর রহমান	
২৭/১/৮৩ ১৩/১০/৮৯	সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, হারানো দিনের স্মৃতি	কবীর চৌধুরী, সেলিনা বাহার জামান	অনুভব	সেলিনা হোসেন	পাখিরা আসেনা, শান্তনু কায়সার, শকুন্তলা	আবুজাফর, ওবায়দুল্লাহ, মুহম্মদ নুরুল হুদা	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	আলেখ্য: বৈরী সমাজ	হোসনে আরা শাহেদ/	/মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	পাকিস্তানে ইসলামী শাসনের নামে যা হচ্ছে/এয়ার মার্শাল আসগর খান,উত্তরাধীকারের অন্যে ঐশ্বর্য/আবদুল্লাহ অল মুতী, শূণ্যতার শোকসভায় আলোকিত প্রদর্শিত/রবিউল হুসাইন	

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/২/৮৩, ২০/১০/৮৯	কবর, কবর প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর সাক্ষাৎকার, প্রদীপ্ত মনিষীর রবীন্দ্র ভাবনা, পদাবলী-পুরস্কার সঙ্গে সপ্তরথী	আনিসুজ্জামান, আলী ইমাম, আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, আলম খোরশেদ			বৃষ্টি হলো সারা, আত্মচরিত, কলি ফুটিতে চাহে, আফ্রিকার চিঠি	মনজুরে মওলা, মাকিদ হায়দার, হাসান হাফিজ, নির্মলেন্দু গুণ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: লিটারেচার অব বাংলাদেশ এন্ড আদার এসেজ	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী/ বাংলাদেশ বুকস ইনঃ	আহমেদ আশরাফ	আও এর আফ্রিকা অভিযান/শেখ গোলাম হাসান, আগুনের কি গুণ /জহুরুল হক, সমুদ্র দানবেরা এখন কোথায়?/নিতাই দাস	
১০/২৮৩, ২৭/১০/৮৯	বাংলা ভাষা শিক্ষা সমস্যা, প্রতিকৃতিঃ আত্মপ্রকৃতি, বার্লিনে বঙ্গসংস্কৃতি চর্চা,	রফিকুল ইসলাম, কায়েস আহমেদ, যতীন সরকার			১৯৪০/মালুবোখার র বৃক্ষ/ভোজের টেবিল থেকে মাংস/শয়তানের মুখোশ, নেই/ভেতরে	মূল: বেরটোল্ট ব্রেখট, অনু: জহুরুল হক শামসুল ইসলাম	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: নেপথ্য নায়ক	আবদুর রহমান/জাকিয়া অম্বরি	আহমেদ আশরাফ	পশ্চিম আফ্রির ৩০লাখ উদ্বাস্তু/শেখ গোলাম হাসান, স্মৃতিমুখর রঙিন স্বপ্নে সূর্য পাথর প্রজাপতি/বেলাল চৌধুরী	
১৭/২/৮৩, ৪/১১/৮৯	শিল্পীর চোখ বনাম দর্শকের চোখ, সময়ঃ-দ্বিতীয় ব্যক্তির সমস্যা, শিল্পী-ব্যক্তিগত ভাবনা	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, শান্তনু কায়সার, মূল: পাবলো পিকাসো, অনু: সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	বোবা যন্ত্রণার রাত, বিমর্ষ আন্না	মূল: হাসান মনেয়ার, অনু: সাদেক কাদির, মূল: হাইনরিখ বোল, অনু: শাহীন ইসলাম			বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	ক্রাফটস ফ্রম বাংলাদেশ	সংকলন ও সম্পাদনা: পরভীন আহমেদ/বাংলাদেশ বুকস ইনঃ	আবদুস সালাম	আমাদের বাঘ সম্পদ/তপন চক্রবর্তী	
২৪/২/৮৩, ১১/১১/৮৯	রবীন্দ্র সংগীত আলোকে, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ সামাজিক চেতনা	আবুজাফর শামসুদ্দিন, নুরুল ইসলাম	শেষ পাতা	মূল: ও হেনরী, অনু: মোবারক হোসেন খান	দূরত্ব, গয়া, আমার ঠিকানা, প্রত্যয়, অজ্ঞাত নও তুমি, ঘোষণাপত্র	নির্মলেন্দু গুণ, মূল: আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি, অনু: মনজুরুল হক, মূল: আই কিং, অনু: ফারুক হাসান, আদুনিস, মূল: হাসান ফেরদৌস, মূল: থিয়াগো দে মেল্লো, অনু: হাসান ফেরদৌস	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				তেল প্লাবনে নিমজ্জিত ওপেক/শেখ গোলাম হাসান, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক,	

মার্চ-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৩/৩/৮৩, ১৮/১১/৮৯	স্বীকৃতির কৃতজ্ঞতায়, বিপ্লবী কবিতার সোচ্চার স্মৃতি, মানব হিতৈষী রবার্ট কোখ	শওকত ওসমান, জামিল শরাফি, আবদুল হালিম	ঠিকানা	মুহম্মদ শামসুল হক	কুড়েঘর /জেলে/পুকুর/পাহাড়/সাঁ বতা/মোড়ল, ভালোবাসার ফড়িংগুলো, সুন্দর তোমার নির্জনে	সানাউল হক, সৈয়দ হায়দার, মাহবুব সাদিক	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	রিমির কথাবলা	মোবারক হোসেন খান/ধান শীষ প্রকাশনী	বাবুল রহমান	আসাম পরিস্থিতি ও প্রসঙ্গ কথা/শেখ গোলাম হাসান, গ্রহান্তরের আগন্তুকদের অস্তিত্ব /নিতাই দাস, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	
১০/৩/৮৩, ২৫/১১/৮৯	বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তর ছোটগল্প: বিষয়ের নিরিখে, নির্জনতার ল্যাটিন আমেরিকা, মাইকেল লৌকিক উৎস থেকে নব নির্মাণ, প্রতিকৃতি আত্ম প্রতিকৃতি	মোহাম্মদ আবুজাফর, মূল: গার্ব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, অনুবাদক ফেরদৌসি, শামসুজ্জামান খান, কাদের মাহমুদ			কন্যামাটি, কবিতার প্রশ্ন, জীবনের অমিয় গরল	সানাউল হক, মূল: আবু সালমা, অনু: কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় হাসান হাফিজ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	স্ব-মধ্যরাতের রোহী	ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ/ইউ পি এল	সন্তোষ গুপ্ত		
১৭/৩/৮৩, ২/১২/৮৯	সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি, সাহিত্যে নতুন বিতর্ক ও নন্দন তাত্ত্বিক বিবেচনা, মার্কসের মৃত্যুর শত বর্ষ পরে	যোবায়দা মির্জা, শান্তনু কায়সার, অমর্ত্য সেন	সিঁড়ি	মজলুল হক	আমাদের ব্যাপার, গৃহী ও কবি, নির্লিপ্তি	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, ভাস্কর চৌধুরী রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার	মুনতাসির মামুন/বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত	কচুরিপানা: আপদ ও সম্পদ/আবদুল্লাহ আলমুতী, কোহল ক্ষমতায় ফিরে এলেন/শেখ গোলাম হাসান	
৩১/৩/৮৩, ১৬/১২/৮৩	একা এবং একসঙ্গে, বিভূতিভূষণের উপন্যাস: প্রকৃতি ও মানুষ, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি, সাহিত্যে নতুন বিতর্ক ও নন্দন তাত্ত্বিক বিবেচনা,	বোরহান উদ্দিন খান জা./মাহমুদ কুদ্দুস, যোবায়দা মির্জা, শান্তনু কায়সার,			তুমি এবং তুমি, এক বাউলের অহংকার	হুমায়ুন চৌধুরী, নাসির আহমেদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গবেষণা-বেলতৈল গ্রামের জরিমন ও অন্যান্যরা	সম্পাদক: ড: মুহম্মদ ইউনুস/গ্রামীণ ব্যাংক প্রকাশনী	সিকান্দর খান	কম্পুচিয়ার নতুন জীবন/শেখ গোলাম হাসান, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/৪/৮৩, ২৩/১২/৮৯	হাসান হাফিজুর রহমান: তাঁর স্মৃতি, হাসান হাফিজুর রহমান, তাঁর ভেতরের বাঘ, ব্রেশট: তাঁর নাটক ও চলচ্চিত্র, চিত্রকর ও সমাজের আন্ত সম্পর্ক	আনিসুজ্জামান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শফি আহমেদ	আরো দুটি মৃত্যু	হাসান হাফিজুর রহমান	গৌতম চলে যাবো, হাসান এবং পক্ষীরাজ,	শামসুর রাহমান, খোন্দকার আশরাফ হোসেন,	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকট	রেহমান সোবহান/জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	আর এম দবনাথ	সমর ব্যয় কমাতে হবে, শেখ গোলাম হাসান	
২১/৪/৮৩, ৭/১৯০	স্বাধীনতা ও আমাদের বুদ্ধিজীবী, বাংলাদেশের জাতীয় ও জনজীবনের গতিধারার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য	আবুল কাশেম চৌধুরী, বিচারপতি সৈয়দ মোহম্মদ হোসেন	চাবি	মঈনুল আহসান সাবের	তা মানুষ যেখানেই থাক	জাহিদ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: আধুনিক সাহিত্য: বিবেচনা সমূহ	আবদুল হাফিজ/বাংলাদেশ বুকস ইন:	আবুজাফর শামসুদ্দীন	আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক, সোভিয়েত বনাম যুক্তরাষ্ট্র/শেখ গোলাম হাসান	১৪ তারিখ সাময়িকী প্রকাশিত হয় নি, ১৫ তারিখ নব বর্ষ সংখ্যা প্রকাশ হওয়ায়
২৮/৪/৮৩, ১৪/১/৯০	টমাস পেইন সাহিত্য ও জীবন, বাংলাদেশের জাতীয় ও জনজীবনের গতিধারার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষ্য	কবীর চৌধুরী, বিচারপতি সৈয়দ মোহম্মদ হোসেন	চাবি	মঈনুল আহসান সাবের	তুমি, কবিতা (১,২)	আবদুল মান্নান সৈ., শামসুল ইসলাম	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	ছড়া: অন্যমনে লেখা	এহসান উদ্দিন আহমেদ/শিশু সাহিত্য বিতান, চট্টগ্রাম	সন্তোষ গুপ্ত	শেখ গোলাপ গুচ্ছ/হিরেন শর্মা, সোভিয়েত বনাম যুক্তরাষ্ট্র/শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৫/৮৩, ২১/১/৯০	রবীন্দ্রসংগীত বিদেশী সঙ্গীত জ্ঞানীর কানে, রবীন্দ্র প্রতিভা, বাংলার বাউল ও রবীন্দ্রনাথ	ওয়াহিদুল হক, আলাউদ্দিন আল আজাদ; মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী	গহনে	সিরাজুল ইসলাম	রবীন্দ্রনাথ, কলস গিয়েছে ভেসে, তুমি শুধু জল	মোয়াজ্জেম হোসেন	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কাব্য: বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা	আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ/সন্ধানী প্রকাশনী	বেলাল চৌধুরী	আইজাক সিঙ্গারের সাক্ষাৎকার/সুমন রহমান, তিনজন শিল্পীর কাজ/বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর	
১২/৫/৮৩, ২৮/১/৯০	সাহসী আবুল ফজল, মানবতন্ত্রী আবুল ফজল, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, শামসুজ্জামান খান, আবুল ফজল, যোবায়দা মির্যা			এসো হে বৈশাখ,	মোহাম্মদ রফিক	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				ইতিহাসের প্রেক্ষনে বিজ্ঞান/মূল: জেডি বার্নাল, অনু: আনোয়ারুল হক খান, আমাদের কালের চিত্রকর: ৯/শওকাতুজ্জামান, নিকারাগুয়ায় গোপন অভিযান/শেখ গোলাম হোসেন	
১৯/৫/৮৩, ৪/২/৯০	রবীন্দ্র কাব্যে প্রকৃতি ও মানব প্রেম, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	সনজীদা খাতুন, যোবায়দা মির্যা	উজান	শামসুল আলম সরকার	মনকন্ড চাঁদ, রূপের সম্পর্কে	মূল: ইঅলমার ইঅল বোরি, অনু: মিলন মাহমুদ, কাজল বন্দ্যোপধ্যায়	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: চেতনার অনুসঙ্গ	সিদ্দিকুর রহমান/	আল কামাল আবদুল ওহাব	আমাদের কালের চিত্রকর:১০/ শওকাতুজ্জামান, খ্যাচার নির্বাচন ভেকেছেন/শেখ গোলাম হাসান, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	
২৬/৫/৮৩, ১১/২/৯০	নজরুল প্রসঙ্গে, নজরুল গীতির প্রামাণ্য স্বরলিপি, নজরুল ইসলামের কবিতা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	বিচারপতি সৈ. মোহাম্মদ হোসেন, করুনাময় গোস্বামী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, যোবায়দা মির্যা	বনের পাপিয়া (অগ্রন্থিত ছিল)	নজরুল ইসলাম	আপনার কাছে একটি শব্দ চাই	জাহিদ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: নিবেদন	সংকলন/বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত	চশমা কি নিতেই হবে/আবদুল্লাহ আলমুতী	

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৬/৮৩, ১৮/২/৯০	অশ্রু যে চোখে, সেতুর বন্ধন, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি,	মূল: ডোনাল্ড হল, অনু: হাসান ফেরদৌস, সেলিনা হোসেন, মোবায়দা মির্যা	বিস্তার	ফজলুল কাশেম	বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো,	শামসুর রাহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ,	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কাব্য: কোন সুখবর নেই	সৈয়দ হায়দার/সন্ধানী প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	সাজানো বাগান/রবিউল হুসাইন, ফ্রান্সে কি ঘটছে/শেখ গোলাম হাসান	
৯/৬/৮৩, ২৫/২/৯০	আধুনিকতার খাঁটি জহুরী, উপন্যাসে শুভ অশুভর দ্বন্দ্ব, কবি হুমায়ুন কবীর: তার মর্ত্যলোক, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি,	যতীন সরকার, শান্তনু কায়সার, নাসির আহমেদ, মোবায়দা মির্যা,			স্বপ্নদেশের অপেক্ষায়	মাকিদ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: নলখাগরার সাপ	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন/মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	নিকারাগুয়ায় যা দেখেছি/গিরিশ মাথুর	
১৬/৬/৮৩, ১/৩/৯০	মলিয়ের নাটক ও জীবন, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি,	ভাস্কর চৌধুরী মোবায়দা মির্যা,	হেরে যাওয়া	অনন্য খোরশেদ	উত্কানি আছে তাই কবিতা	শিহাব সরকার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কাব্য: ধুলোমাটির মানুষ	মহাদেব সাহা/নওরোজ হোম	তানভীর মোকাম্মেল	বিশ্বের আবহাওয়া সংকট আসন্ন/দ্বিজেন শর্মা, চীন মার্কিন সম্পর্ক/শেখ গোলাম হাসান, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	
২৩/৬/৮৩, ৮/৩/৯০	তোফাজ্জল হোসেন ও সাংবাদিকের ভূমিকা, সংস্কৃতির স্বাধীনতা, অগাস্ত্য রদ্যাঁর বালজাক	আবুজাফর শামসুদ্দিন, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর চিন্তামনি কর	করোটির অন্ধকারে মৃত্যু	হরিপদ দত্ত	মার্কিন, প্রত্যাবর্তন	হায়াৎ মামুদ, আবসার হাবীব	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				মৌসুমী বৃষ্টির পূর্বাভাস/আবদুল্লাহ আলমুতী, ইতিহাস প্রেক্ষণে বিজ্ঞান /আনোয়ারুল হক খান, পর্তুগালের নতুন সরকার/শেখ গোলাম হাসান	
৩০/৬/৮৩, ১৬/৩/৯০	আবুল হুসেন ও ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ	রফিক কায়সার	লবি, করোটির অন্ধকারে মৃত্যু	ইমতিয়ার চৌধুরী, হরিপদ দত্ত	রসালো ব্রেকফাস্ট, কবিতা '৮৩	সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, সৈয়দ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসঙ্গে ভাবনা/ এম শামসের আলী, বৃহস্পতি: গ্রহ অথবা নক্ষত্র/ ফারুক মেহেদী, আমাদের কালের চিত্রকর-১১/শওকাতুজ্জামান,	

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৭/৭/৮৩ . ২২/৩/৯০	বানি ভালোদিয়া প্রেম সমাচার, আবুল হোসেন ও ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ, ভালো লাগার সীমানা	হায়াৎ মামুদ, রফিক কায়সার, হোসনে আরা শাহেদ			ঋত্বিক, পচিশ পেরুনো হলো এইভাবে, নিদ্রাহীন কৃষ্ণপক্ষ, তুমি নেই	আবুল মোমেন, কামাল চৌধুরী, নয়ীম গহর, আবু করিম	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কাব্য: মগ্ন চৈতন্যের ডালপালা	মাহবুব সাদিক/শিল্পতরু প্রকাশণী	শেখর ইমতিয়াজ	ক্যান্সার বিজয় কতদূর/আ. আলবুতী, বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব ও বাধা/মোঃ ইকবাল জুবেরী	
২১/৭/৮৩,/ ৫/৪/৯০	চল্লিশের দশকের ঢাকা, ভাষাচার্য শহীদুল্লাহ ও কিছু কথা, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	সরদার ফজলুল করিম, জিনাত আরা বেগম, যোবায়দা মির্যা	প্রভু সংবাদ	মঈনুল আহসান সাবের,	মানুষের পাশে,	হোসেন সোহরাব	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গল্প: মোহন ইচ্ছের বৃক্ষে	শামসুল আলম/রুন্না প্রকাশনী	আহমেদ আশরাফ	প্লাস্টিক সার্জারীর যাদুকর/গুল - ই-রানা পারভীন, আগুনের কি গুণ/জহুরুল হক	ঈদুল ফিতরের বন্ধ থাকায় ১৪ তারিখ পত্রিকা প্রকাশ পায়নি
২৮/৭/৮৩, ১১/৪/৯০	আধুনিক ও লৌকিক, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	শামসুজ্জামান খান, যোবায়দা মির্যা	বাবার ছবি	সেকান্দর হায়াত	ঐতিহ্য বিশ্বাসী তবু, ভয়ের সময়, মধ্যরাতের গল্প, চোখহীন অচেনা মানুষ	মোহম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, মাহবুব সাদিক, ওয়াহিদ রেজা, শহীদুজ্জামান ফিরোজ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	উপন্যাস: নীল ময়ূরের যৌবন	সেলিনা হোসেন/ মৃত্তিকা	গাজীউল হক		

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
৪/৮/৮৩, ১৮/৪/৯০	রবীন্দ্রনাথ: নিয়মের দিগন্ত ও উত্তরণ, জনপ্রিয়তার মূলে তিনিই, ভক্তিময় দাশ গুপ্ত ও ঢাকায় রবীন্দ্রচর্চা, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	মতলু আলী, ওয়াহিদুল হক, সেলিনা বাহার জামান, যোবায়দা মির্যা			অপেক্ষায় আছি, আমি লিখি, উদয়পুরের একদিন	শাহনুর খান, মূল: জেসথর, অনু: দিওয়ার মূল: ওকটাভিও পাজ, অনু: ফখরুজ্জামান চৌধুরী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	গ. মনেমনে	বেবী মওদুদ/ অভীদীপ্ত	অজয় রায়	আগুনের কি গুণ/ জহুরুল হক	
১১/৮/৮৩, ২৫/৪/৯০	সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি, কর্পিলা, চল্লিশের দশকের ঢাকা প্রসঙ্গে	যোবায়দা মির্যা, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোলাম মহিউদ্দিন	বাহিনী	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	শিমা মন আমুর, জ্যোৎস্নার নীচে	সানাউল হক, মাকিদ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				জেলুই বোহার্সের একটি সাক্ষাৎকার, অনু: মসুদুজ্জামান	
১৮/৮/৮৩, ১/৫/৯০	শেকড়ের সন্ধানে তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	মোহাম্মদ রফিক, যোবায়দা মির্যা	মানব সন্তান	আলমগীর সাত্তার	সংক্ষিপ্ত আমার প্রার্থনাও/ তীরের মতোই একটা কিছু, লাবণ্য আমিই জয়ী, পরিচয়, কবিতাটি কষ্টে আছে খুব।	সাইফুল্লাহ আতীকুল্লাহ, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, তুষার দাশ, জাহিদ হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক					
২৫/৮/৮৩, ৮/৫/৯০	নজরুলের কতো গান, প্রতিভার খেলা, নজরুল ইসলামের গদ্য, দেশের ছবি, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	করুণাময় গোস্বামী, হায়াৎ মামুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ সনজীদা খাতুন, যোবায়দা মির্যা					বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				আগুনের কি গুণ/ জহুরুল হক।	

সেপ্টেম্বর-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	গ্রন্থকার ও প্রকাশক	আলোচক		
১/৯/৮৩, ১৫/৫/৯০	স্বাধীনতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জানা অজানা ঢাকা, বাসেতের রং-এ শান্ত সাহস, নজরুল ইসলামের গদ্য	হুমায়ুন আজাদ, মুনতাসির মামুন বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল মান্নান সৈয়দ			একেমন অদ্ভুদ সত্য, যাকে আমি জানি	মুলঃ বেনিনো একুইনো, অনুঃ মুশাররাফ করিম, মোয়াজ্জেম হোসেন	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				স্বাস্থ্যরক্ষায় দই, বাংলাদেশে উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা/ হিরন্ময় সেন গুপ্ত	
১/৯/৮৩, ১৫/৫/৯০	সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহর অস্বিষ্ট, বর্হিবিশ্বে লালসালু, সেই যে আমার নানান রঙের দিনগুলি	শামসুজ্জামান খান, সৈয়দ আবুল মকসুদ, যোবায়দা মির্যা	বুবু	সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ	জল ও গন্ধমসম, স্থবির অস্থাবর, বাংলাদেশ: ১৯৮৪	শামসুল ইসলাম, সোহরাব হাসান, আঃ গাফফার চৌধুরী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি	শামসুর রহমান	সন্তোষ গুপ্ত	মিলিয়ন ডলার এবং শতবর্ষের নির্জনতা এন্থনী কুইন/মূল: গ্যাব্রিয়া গর্সিয়া মার্কেজ, অনু: হাসান ফেরদৌস ও নাজমুল আলম	

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৬/১০/৮৩ ১৯/৬/৯০	ব্লকের কবিতা, জীবন ঘনিষ্ট উত্তাপ, জানা অজানা ঢাকা, সমাজমনস্ক ব্যাঙ্গ	আবুল কাইয়ুম মুনতাসীর মামুন আসাদ চৌধুরী	হনন	মাফরুহা চৌধুরী	কন্যারা/ একটি স্তবক, ভঙ্গুরতা	সানাউল হক, মামুদুজ্জামান	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	মস্তেষ ও শিল্পী বিদ্যাসাগর	অধ্যাপক সাফিউদ্দিন আহমেদ/ নওরোজ কিতাবিস্তান	আবু জাফর শামসুদ্দিন		
১৩/১০/৮ ৩ ২৬/৬/৯০	উইলিয়াম গোল্ডিং, আন্তাচলের দুয়ারে দাঁড়িয়ে, নিখোঁজ কথা সাহিত্যিকদের প্রত্যার্বতন, জানা অজানা ঢাকা	হায়াৎ মামুদ, আকবর উদ্দিন, আলী রীয়াজ মুনতাসীর মামুন	গোরস্থানের বাঁধাকপি	মূল: পিত্তবারোজা, অনু: মোবারক হোসেন খান	কান্নকুল আবার ডাকে, উন্মোচন, সত্য ও সুন্দরের কাছে, মেত্তসাওয়ার	জাহিদ হায়দার, নয়ীম গহর, বিমল গুহ, খোন্দকার আশরাদ হোসেন	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				মনের এ দুয়ারটুকু/ শুভাগত চৌধুরী	
২০/১০/৮ ৩ ২/৭/৯০	কথা সাহিত্যে গ্রাম নগর পারাপার, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, বায়রনের রোম, জানা অজানা ঢাকা	আহমদ রফিক আবু হেনা মোস্তফা কামাল মূল: লিভিও জন্যাজেন, অনু: শাহবুদ্দিন, মুনতাসির মামুন					বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	জীবন সংগ্রাম	মণিসিংহ/ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনা	নির্মলেন্দু গুণ	ছবি,রজনী/ কামরুল হাসান দেহ-ঘড়ি সন্ধান করি/ শুভাগত চৌধুরী একজন চিত্র কর/ শওকতুজ্জামান, ছাড়া কায়া সামাজিক সাধন/ ফিরোজ সারোয়ার, বিজ্ঞান শিক্ষা ও সমাজ প্রাসঙ্গিকতা	
২৭/১০/৮ ৩ ৯/৭/৯০	আড়ালের অন্য মুখপাধ্যায় রুপসী বাংলার জীবনানন্দ, বঙ্কিম চন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক জানা অজানার ঢাকা	হায়াৎ মামুদ, কাজী সুফিয়া আখতার, মুনতাসির মামুন	এক মুঠ ভাত	আবু জাফর শামসুদ্দিন	পূর্ণেন্দু নন্দিনের, শুকপুলি তাকিয়ে রয়েছি, যেমন আছি ও চই	শামসুর রহমান ওমর আলী দুলাল সরকার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				ব্যক্তিত্ব এবং স্বাস্থ্য/ শুভাগত চৌধুরী ছবি: কাকের সমাবেশ/ মেজবাইউদ্দিন	

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৩/১১/৮৩ ১৬/৭/৯০	সোনেন চন্দ স্বর্ণ সূচনা, এই দু:খী পাখিও মানুষ	নজরুল আলম খালেদা এদিব চৌধুরী	বিজিত সম্রাজ্য	ইকতিয়ার চৌধুরী	পাড়শীরা উত্তেজিত সারাক্ষণ	সাইয়িদ আতী.	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	সংকলন: হাসান হাফিজুর রহমান	সম্পাদক/ খালেদ খালেদুর রহমান	সন্তোষ গুপ্ত	স্থাপত্যে স্বরূপ অন্বেষন/রবিউল হুসাইন আশ্চর্য সেই ওষুধের কক্ষ/ শুভাগত চৌধুরী. বিজ্ঞান শিক্ষা ও সমাজ প্রাসঙ্গিকতা/ শহীদুল ইসলাম	
১০/১১/৮৩ ২৩/৭/৯০	এডগার অ্যালেন পো, এক পরিব্রাজক, একজন শিশু সাহিত্যিক, জানা অজানা ঢাকা	বজলুল করিম বাহার, কবির চৌধুরী, মুনতাসির মামুন			বিপন্ন বিস্ময়, পাওয়া, বিধ্বস্ত গোপুরম/ এখন চিত্রির সময় শ্রীমতি চন্ডী	আসাদ চৌধুরী সানাউল হক, মূল: জাঁ আরসানারগম আলক্রেতো ভিসিন্ডা, প্যাট্রিক ফর্ণান্ডো, অনু: শফি আহমেদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: লেখা দিয়ে মামলা	গাজী শামসুর রহমান/ বাংলাদেশ বুকস ইন:	আবিদ আনোয়ার	সৌরশক্তি আহরণের সমস্যা ও সম্ভাবনা/ ফারুক মেহেদী শিশু-পুষ্টি এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ/ শুভাগত চৌধুরী	
১৭/১১/৮৩ ৩০/৭/৯০	লোহ ও কার্বুকি, আঙ্গিকের সৌকর্য	মূল: মাসাও ইয়া মাগুচি, অনু: মনজুরুল হক	কুমারী	আহমেদ আশরাফ	জীবনানন্দ, ৫০০০ মার্কিন নৌ সেনা গ্রেনাডা দ্বীপে অবতরণ করেছে	আবুল মোমেন, মোহাম্মদ রফিক	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	প্রবন্ধ: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা সংকট ও সমাধান	অজয় রায়	এ আর এম দেবনাথ	মঙ্গলের কি গুণ/জহুরুল হক. বিষন্নতার উৎস সন্ধানে/ শুভাগত চৌধুরী গার্সিয়া মার্কেজের একটি সাক্ষাকার / মোয়াজ্জেম হাসান	
২৪/৭/৮৩ ৭/৮/৯০	হাইনে, তার জীবন ও সময়, জানা অজানা ঢাকা, শ্বেত তুষার রক্ত জবা, অর্বুনিকরুণ কবিতা	বেলাল চৌধুরী, মুনতাসির মামুন, সৈয়দ আবুল মাকসুদ	দুটি মৃত্যু	মূল: আলেকজান্ডার সেরাফিমোভিচ, অনু: আতোয়ার রহমান	তুমি ও আরেক দুঃখ পতনহীন শব্দ ও আবুল হাসান	শাহজাহান হাফিজ, হালিম আজাদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	মুক্তি যুদ্ধের গল্প	প্রকাশক/ সন্ধানী প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	চোখ যে মনের কথা বলে/ শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৩

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থ ও গ্রন্থের ধরন	বই আলোচনা: গ্রন্থকার ও প্রকাশক	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
১/১২/৮৩ ১৪/৮/৯০	অন্য মানুষ ভিন্ন সাহিত্যিক, কবি পাসোলিনি, জানা অজানার ঢাকা	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সৈয়দ শাহ নেওয়াজ করিম মুনতাসির মামুন	বাড়ি	মুল:সমরসেট মম অনু: ফেরদৌস মাহবুব উরে হক	সম্পর্ক	রফিক আজাদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	খাদ্য ও পথ্য	সৈয়দা হাসিমা রহমান/ আশিস পাবলিক		আই কিউ. বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক টিকা/ মূল: এলিজাবেথ বাউম্যান অনু: কাজল বন্দ্যোপাধায় বাংলাদেশের চিত্রকলা/ বোরহান উদ্দিন খান জ্বরের রহস্য/ শুভাগত চৌধুরী	
৮/১২/৮৩ ২১/৮/৯০	আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ, কথা সাহিত্যের গতিধারা ও একজন কথা শিল্পী, সাহিত্য ও ঐতিহ্য, জানা অজানা ঢাকা	আলাদ চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মানবর্দ্ধপাল, মুনতাসির মামুন	ঘড়িয়াল	ভাস্কর চৌধুরী	সাংহাই/ কোথা স্বপ্ন তরী, অধুনা তুমি ও আমি, সাহসী গোলাপ চারা, এক মহিলার স্মৃতি	সানাউল হক জিনাত আর রফিক নাসির আহমেদ ইকবাল আজিজ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক	উপন্যাস: পতঙ্গ পিঞ্জর	শওকত ওসমান/ ট্রিব	সন্তোষ গুপ্ত		
	১৫ তারিখের সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি ১৬ তারিখ বিজয় দিবস সংখ্যা												
২২/১২/৮৩ ৬/৯/৯০	আলবেরু শ্রী. ঐতিহাসিকতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলাভাষা বাঙালী জাতীয় তাবাদ ও স্বরূপ অন্বেষা, দেশের ছবি, জানা অজানা ঢাকা	রশীদ আল ফারুকী, রফিক আজাদ, সনজীদা খাতুন, মুনতাসির মামুন	কুলসুম	আলমগীর সাত্তার	যে যায়, আত্তোরাতে ষাড় গুলো কোথা থেকে আসে	হায়াৎ মামুদ, খন্দকার আশরাফ						অমরত্বের বাসনা/ নিতাই দাস দাও ফিরে সে অরন্য/ শুভাগত চৌধুরী জলবায়ুর ভালো মন্দ/ জহুরুল হক	
২৯/১২/৮৩ ১৩/৯/৯০	জয়নুল আবেদীনের কাজের কেন্দ্র, সংগীত ও অপসংস্কৃতি, জানা ও অজানা ঢাকা	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সুলতান আহমেদ মুনতাসির মামুন			গাইড মিলনায়তনে সভায়, কৈশোর	আলতাফ হোসেন, জহীর হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক				অচেনা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই/ শুভাগত চৌধুরী নৈতিকতা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান চেতনা/ মোজাফফর হোসেন	বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কারণে ২৯ তারিখ সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি

জানুয়ারি-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৫/১/৮৪ ২০/৯/৯০	লুই আরাগ জনগণের কবি, জানা অজানা ঢাকা, মাদাম বোভারী, পৌষ লিপি	ইথেল এম ক্রক -কাজল বন্দোপাধ্যায়, মুনতাসির মামুন মুলঃ গোস্তভে ফ্লবেয়র /হোসেন উদ্দিন হোসেন, সুচরিত চৌধুরী	ভুল ছায়া	সুশান্ত মজুমদার	কালে কালে, তিনটুকরো দুঃখ বিলাস	মোফাজ্জল করিম, হাসান হাফিজ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,				সত্যেন বসু বাঙ্গালীর গৌরব, বিজ্ঞানের ইতিহাসে/ এস এম মুজিবুর রহমান পরজীবীদের রুখতে হবে/ডা. শুভাগত.চৌধুরী.	
১২/১/৮৪ ২৭/৯/৯৫	সালমান রুশদির শেষ, মাদাম বোভারী, জানা অজানা ঢাকা, আবুল ফজল মানস ও মুক্ত বুদ্ধির দর্শন	মু. অ্যালান রস -মফিদুল হক, ঐ মুনতাসির মামুন, সন্তোষ গুপ্ত	সেই সময়	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	আসা-যাওয়া/ বাঁশি	শামসুর রহমান	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,				এশিয়ার মানচিত্রে স্বাধীন ব্রুনেইয়ের পতাকা/রফিকুল ইসলাম	
১৯/১/৮৪ ৪/১০/৯৫	কাবুকি নাটক লোকজ কলা থেকে সাহিত্যে উত্তরণ, জন্মদিন, আবুল হোসেন একটি কাব্য পরিক্রমা	মঞ্জুরুল হক, সুচরিত চৌ, আবু জাফর শামসুদ্দিন	রং নাম্বার	আবুল খায়ের, মুসলেহ উদ্দিন	আলো অন্ধকার, সুখের মতো ব্যথা	হাবীবুল্লাহ সিরাজী, শামীম আহাদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,				নাইজেরিয়ার অভ্যুত্থান/ শেখ গোলাম হাসান ভালোবাসা চাই/	
২৬/১/৮৪ ১১/১০/৯৫	ভারতের ৩৫ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হওয়ায় সাময়িকি প্রকাশ পেলনা												

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
২/১/৮৪ ১৮/১০/৯০	ভাষা ও তার নিয়ামক, জানা অজানা ঢাকা, মৃগয়া	দানীউল হক, মুনতাসীর মামুন, সিদ্দিকুর রহমান	আত্মবিসর্জন	মূল: মিখাইল শলোকভ অনু: মোবারক হোসেন খান	আমার বন্ধু বাক টুডে	রফিক আজাদ	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,	উপন্যাস: সোনার হরিণ চাই	আনোয়ারা সৈ. হক/ সৈ. আমজাদ হোসেন সব্যসাচী	সন্তোষ গুপ্ত	তেল রং- অনুজগত- ১. এ.এস. মঞ্জুরুল হাই, দি ডে আফটার: নরম্যান মাইরাস শেখ গোলাম হাসান একটি ব্যাতক্রমী প্রকাশনা/ হাসান ফেরদৌস এক বনৌষধি	
৯/১/৮৪ ২৫/১০/৯৫	ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথের গানের ভান্ডারী দিনেন্দ্রনাথ, কাজলের ছবি, জানা অজানা ঢাকা, ভাষা ও তার নিয়ামক	নজরুল আলম, আলোকময় সাহা, তানভীর মোকাম্মেল, মুনতাসীর মামুন, দানীউল হক	হারলেট	খায়রুল আলম সবুজ	ইউলিসিস, যখন হেগে আছি	মূল: লেনসন সল দানা, অলস্ভোরো অনুভব না করিয়ে (ব্রাজিলিয়ান) অনু: শিহাব সরকার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,				অথ. পশ্প কথা প্রসঙ্গে/ দ্বিজেন শর্মা একটি প্রতিবেদন ও প্রসঙ্গ কথা/ শেখ গোলাম হাসান মাথা ধরা/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	
১৬/১/৮৪ ৩/১১/৯৫	সমাজ বিকাশে জনগন ও ব্যক্তির ভূমিকা, ভাষা, ঢাকার প্রগতি লেখক আন্দোলন, জানা অজানা ঢাকা	আব্দুল হালিম, সুচরিত চৌধুরী, নজরুল আলম, মুনতাসীর মামুন	প্রত্যাবর্তন	ফজলুল হক	আরজ আলী	মোহাম্মদ রফিক	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,	ইতিহাস: ইতিহাস কোষ	সরদার ফজলুল করিম/ মুনতাসীর মামুন, পরিচালক সমাজ নীরিক্ষণ কেন্দ্র	সন্তোষ গুপ্ত	আও.কি.গু/ জহুরুল হক, একটি বিভক্ত জাতির কাহিনী (রাজ). শেখ গোলাম হাসান. এলার্জি/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থের নাম	বই আলোচনা: গ্রন্থকার	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৪/৩/৮৪ ২০/১১/৯০	মাতৃভাষার স্বরূপ ও শক্তি, নন্দলাল বসু শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি, মধ্যযামে, বাংলা সাহিত্যে বাঙালী সমাজ প্রগতি ও আধুনিকতা, জানা অজানা ঢাকা	যতীন সরকার, আবুল মোমেন, সুচরিত চৌ., আবু জাফর শামসুদ্দিন, মুনতাসীর মামুন	জন্ম সহচার	প্রশান্ত মজুমদার,	আর্হণিমি ক্রন্দসী সত্তায়, সঙ্গ তোমার ভিক্ষা দিয়ে দিন বদলের কবিতা, মুষ্টিবদ্ধ মগ্নতার মোড়ক	জাহানারা আরজু, জাহিদ হায়দার, নাসির আহমেদ, জাহাঙ্গীরুল ইসলাম	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,	ই. মানুষের ইতিহাস	নুরুন নাহার বেগম/ লেখা প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	ইউনেস্কো নিয়ে বিতর্কের পেছনে/ আলতাফ গওহর, দৌড়ান স্বাস্থের জন্য/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	১ মার্চ অনিবার্য কারণে সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশ পেল ৪ তারিখ রোববার
১৫/৩/৮৪ ১/১২/৯০	পুশকিন: তার বিশ্বাস ও দ্বন্দ, অন্নদাশঙ্কর রায়, কথার কথা, একজন কবির সম্ভার, জানা অজানা ঢাকা	হোসেন ফেরদৌস, ডি.এ.সি., ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্দিকুর রহমান, মুনতাসীর মামুন			সেই অস্ত্র, একটি পংক্তির জন্য নিষ্ঠুরতা রক্তপাত, ভুলগুলো নাড়া দেয়	আহসান হাবীব, হাসান হাফিজ, সৈ. হায়দার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, কা.জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ	আসাদ চৌধুরী/ বাংলা একাডেমী, ম. সা.সৈ./ শিল্পতরু	শেখর ইমতিয়াজ, কাজল শাহনেওয়াজ	এলার্জী নিরাময় প্রসঙ্গে/ হেদায়তুল ইসলাম খান	মার্চ ৬-১৪ তারিখ পর্যন্ত ধর্মঘট থাকায় পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি।
২২/৩/৮৪ ৮/১২/৯০	বাংলা গানের বিবর্তন, শেষ বিস্ময়, একটি ফুলকে বাঁচাবে বলে, জানা অজানা ঢাকা	করুণাময় গোস্বামী, সুচরিত চৌ. কবীর চৌ. মুনতাসীর মামুন	একটি মেয়ে	খাজা আহমদ আব্বাস	তন কিশোরের শেষ পরাজয়	নঈম গহর	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,	প্র: উপ কাঠামোর ভিতরেই	সিরাজুল ই.চৌ./চিহ্ন	মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা	চিত্রকর্ম, খাজা শাহরিয়ার, আগুনের কি.গুণ, জহুরুল হক অর্থহনি এক যুদ্ধ/ শেখ গোলাম হাসান	২৯ মার্চ সাময়িকি প্রকাশিত হয়নি/ স্বাধীনতা সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৫/৪/৮৪ ২১/১২/৯০	মামুন দাদা, মনসুর উদ্দিন, লোক সাহিত্য চর্চা, আমার বাবা কাইফি	সেলিনা বাহার জামান, তোফায়েল আহমেদ, মৃ.শাবানা আজমী -হাসান ফেরদৌস			এখন সকলশব্দই, নির্বোধ, স্পন্দন, শৈশব আমার কষ্টা নাটাই, সেই প্রিয় শহীদেরা	হাসান হাফিজুর রহমান, জিনাত আরা রফিক, আবু করিম, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, আবুল মোমেন, খালেদা এদিব চৌধুরী	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,				চিত্রকর্ম,ফেরা-কামরুল হাসান, নৌকা, নুরুল ইসলাম, ই.ইসর সংকট তীব্র হচ্ছেশেখ গোলাম হাসান শহীদ মোয়াজ্জেমের ডায়রীর থেকে কৃত্রিম রক্ত/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	
১৫/৪/৮৪ ১/১/৯১	শিল্পি রফিকুন নবী, চিত্রগীতিময় কাজ, নয়ন ছেড়ে গেল চলে, আসাদ চৌধুরীর কবিতা, জানা অজানা ঢাকা, শামসুর রহমান, নিঃসঙ্গ শেরপা	মঈনুদ্দিন খালেদ, সনজীদা খাতুন, কবীর চৌ. মুনতাসির মামুন, সুনীল কুমার মুখোপধ্যায়	কাউনের ক্ষ্যাতি কাউয়া	ডুবাইনা গুলশান আরা	হিরণ্য নয় হত্যা হলো, তোমাকে শেষ লেখা একাত্তরের সেই দিনগুলোতে একদিন	হায়াৎ সহিফ, আহসান হাবীব	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,				আশান্ত চিলি/ রফিকুল ইসলাম নাসিম	১২ এপ্রিল সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি। ১৯ এপ্রিলের পত্রিকাটি নেই বাংলা একাডেমিতে

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৩/৫/৮৪ ২০/১/৯১	আবুল ফজল ব্যক্তি ও মানুষ, ঢাকায় মীর মশাররফ হোসেন	হায়াৎ মামুদ, আবুল এহসান চৌ.	বুনো সংসারের উপাখ্যান	মাহমুদ কুদ্দুস	জন্ম ফলাফল, মৃত্যু	শহীদুজ্জামান ফিরোজ, শান্তিময় বিশ্বাস	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,				ডা. শুভাগত চৌধুরী ভারত. তেল রং/ শান্তিদেব, আগুনের কি. ও/ জ.ই. নিকারাগুয়ায় মার্কিন অভিযান/	* কবিতাটির ছাপায় কালি লেপ্টে আছে
১০/৫/৮৪ ২৭/১/৯১	সমাজ সচেতন একজন কবি, ঢাকায় মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক নাটক, রবীন্দ্রনাথের নাটক, জানা অজানা ঢাকা, গণ মানুষের চোখে বাংলাদেশের লেখক সমাজ	মঈনুদ্দিন খালেদ, সনজীদা খাতুন, কবীর চৌ. মুনতাসীর মামুন, সুনীল কুমার মুখোপধ্যায়, এম.আর. আকতার মুকুল					বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,	প্রেসক্রিপশন	অধ্যাপক নুরুল ইসলাম/ আনোয়ার ই: ও ডা: জাফর লতিফ প্রকাশ	সন্তোষ গুপ্ত		
২৪/৫/৮৪ ১০/২/৯১	দুই কবি, নজরুলের বিরহ বিরহ, শামসু ছায়ার নাইবা গেল	আ.মা. সৈয়দ, মনবর্ধন পাল, হা.আজি.হক	কালমাটি	মু. জেমস জয়েস - আহমেদ আশরাফ	এ বড়ো রহস্যময়, ঘাতক সময়, ডারউইনীয় রক্তস্রোতে	জাহিদ হায়দার, রফিক নওশাদ, মুজিব অনোয়ার	বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক,				বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নতুন অধ্যায়/ শেখ গোলাম হাসান চি.ক. সময় এবং সময়ের অতীত/ আমিনুল ইসলাম	
৩১/৫/৮৪ ১৭/২/৯১	জন টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত, লেনিনের দেশে, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি, আফ্রিকা-কবিতা ও রাজনীতি	সনজীদা খাতুন, মহাদেব সাহা, আলী আসগর, সৈ. মোঃ শাহেদ	সলিমুল্লাহর মুক্তি	আ.খা. মু.উ.	আদি পাপের জন্য অনুতাপ, রক্তবীর স্বপ্ন, অস্ত্রভার বিবাহোৎসব, কালো ছেলেদের জন্য হাতকড়া	হাসান চৌধুরী, মু. মজিবুর কুদি সৈ. মো.শা. হুগলে উইল, মনগানে ওয়ালে সিরোতে, অলওয়াজ আর মাসাল			দ্য. হিন রমনীর হার্দিনা	খোন্দকার আশরাফহোসেন/ একবিংশ		আলোর রহস্যময়ী/ দুর্চরিত চৌধুরী, চি.ক.- পরিস্থিতি এখন ও তখন- কাজী রফিক, অঙ্গ প্রতিস্থাপন: একটি ব্যয়বহুল আকাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা/ ডা. শুভাগত চৌধুরী ফিলিপাইনের নির্বাচন প্রহসন/ শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৭/৬/৮৪ ২৩/২/৯১	আবু মাহামেদ হাবীবুল্লাহ: শ্রদ্ধাঞ্জলী, সুনীল কুমার মুখোপধ্যায়, লেলিনের দেশে	সালাহ উদ্দিন আহামেদ, সৈ. আবুল মকসুদ, মহাদেব সাহা	ঠিকানা	ফরিদুর রহমান	দু'দন্ড শান্তির জন্য, টুকরো জীবন	নাসিমা সুলতানা, সৈ. হায়দার			কা. আমারে তুমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছো বিপ্লবের সামনে	ফরহাদ মজহার/ প্রতিপক্ষ	গ্রন্থ সুহৃদ	আগুনের কি গুণ, জহুরুল হক রিগান আবার নির্বাচিত হলেন/ শেখ গোলাম হাসান ম্যালেরিয়া আবার আসছে ডা. শুভাগত চৌধুরী	
১৪/৬/৮৪ ৩১/২/৯১	চল্লিশের দশকের ঢাকা, হুমায়ুন কবির: কুসুমিত ইস্পাত জীবন চেতনা, নিদাঘ, বইমেলা, লেলিনের দেশে	সরদার ফজলুল করিম, ফরিদ কবির, আবুল মোমেন, জাফর তালুকদার, মহাদেব সাহা	মানুষের ঠিকানা	অশোক কর	আবেদন/ দৈত্য/ কুয়াশার ভেতর জাহাজ, ক্ষত, অনন্তের ট্রেন	সিলভিয়া প্লাথ/ মুস্তফা আনোয়ার, হালিম আজাদ, নাসির আহামেদ			গ. রক্তপাতের ব্যাকরণ	ভাস্কর চৌ./ সালেম সুলেরী	মহীবুল আজিজ	তৃতীয় দুনিয়ার কি হবে? শেখ গোলাম হাসান মেরুদন্ডের সুখ-অসুখ/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	
২১/৬/৮৪ ৭/৩/৯১	চল্লিশের দশকের ঢাকা, যেতে পারি কিন্তু যাবো না, কবি ইমাউল হক এবং তার অনুরাগ, লেলিনের দেশে	সরদার ফজলুল করিম, মযহারুল ইসলাম, কেএস আ: আউয়াল, মহাদেব সাহা			বেঁচে থাকার রূপকথা-১৯৭১, ছইরেল	ইকবাল আজিজ, বিমলগুহ			রম্যরচনা পাগের লেখা	সৈ. আব্দুস সুলতান/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	আলীমুল্লাহ খান একটি স্মরণীয় নাম/ জহুরুল হক, আলোর প্রত্যাশী/ মাহতাব/ মতলুব আলী, জ্যাসি জ্যাকসনের সাথে একটি সাক্ষাৎকারশেখ গোলাম হাসান	
২৮/৬/৮৪	অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান অর্থসচিব মোঃ সাইদুজ্জামান পুরনো সংসদ ভবনে রাষ্ট্রপতি এরশাদের সভাপতিত্বে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেট ঘোষনা করেন এবং এই বাজেটের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ পাওয়ায় সংবাদ সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।												

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
১২/৭/৮৪ ২৭/৩/৯১	মুসাফিরের কলাম ও তৎকালীন রাজনীতি, স্থাপত্য ও আধুনিকত	ফয়েজ আহমেদ, রবি উ. হ.	সুতরাং (অলংকৃত)	সাইফুল ইসলাম	একটি পুস্পস্তবক, আষাঢ়ের বিষ-নীল ঢল	আলাউদ্দিন আ. জাহানারা আরজু	—	—	উ. অবসন্ন গান	মকবুলা মঞ্জুর/ ইউরেকা বুক হাউজ	হোসেনে আরা শাহেদ	চি.ক. নুর উদ্দিন আ. স্নায়ুতন্ত্রের রোগ ডা. শুভাগত চৌধুরী	৫ জুলাই সংবাদ সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।
	১৩ তারিখ থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত সকল পত্রিকা বন্ধ ছিল। সংবাদ বন্ধ ছিল ১৩ আগষ্ট পর্যন্ত।												

Dhaka University Institutional Repository

আগষ্ট-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
১৬/৮/৮৪	১৬ আগষ্ট সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি												
২৩/৮/৮৪ ৬/৫/৯১	অপূর্ণ প্রকৃতি, তারাশঙ্করের স্বরূপ ও জিজ্ঞাসা, জয়নুল আবেদীনকে ফিরে দেখা	মুহম্মদ নূরুল হুদা, সৈ. আজিজুল হক, মঈনুদ্দিন খালেদ	বাশোমন	মু. রিউনোসুক্য আকুতাগাওয়া -মোবারক হোসেন খান	জন্মদিনে, শোকে সংগ্রাম, বৃষ্টি, বিসৃত জাল, পরিমিত বৃত্তটুকু ঘিরে	মোফাজ্জল করিম, হায়াৎ সাইফ, মাহবুব সাদিক, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, জিনাত আরা রফিক			বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ	মোহাম্মদ আব্দুল মোহাইমেন	আবু জাফর শামসুদ্দিন	হামিদুর রহমানের কাজ/ বো.খামা, চি.ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্রীষ্মে নতুন হাওয়া বইছে/ শেখ গোলাম হাসান, সাগর সঙ্গমে/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	
৩০/৮/৮৪ ১৩/৫/৯১	নজরুলের সঙ্গীতিক অবস্থান, ধরিত্রী পিতা, একটি খোলা চিঠি, বিজ্ঞান ও মুক্তি	করুণাময় গো. সুচরিত চৌ. সত্যেন্দ্র ভৌমিক, মোহাম্মদ নাসের	ক্যান্সার	মাহফুজা চৌ.	সকল ঋতুর সকল হাওয়া	মোয়াজ্জেম হোসেন			উনিশ শতকে পূর্ব বাংলার সমাজচিন্তা	মুনতাসীর মামুন ডানা প্র.	সন্তোষ গুপ্ত	চি.ক. প্রকৃতি মুক্তি ও স্বাধীনতা মনসুরুল করিম, বেরলিওজের মৃত্যু ও ইটালী/ শে.গু.হা., অজাত শিশু ও প্রসঙ্গ কথা/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ শিরোনাম	প্রবন্ধ লেখক	গল্প শিরোনাম	গল্প লেখক	কবিতা শিরোনাম	কবি	উপন্যাস শিরোনাম	উপন্যাস লেখক	বই আলোচনা গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৬/৯/৮৪ ২০/৫/৯১	উইলিয়াম কেরী-১৭৬১, তিন কবি একমঞ্চের ফুল	জি.র.সি., মানবর্দ্ধন পাল	ফেরারী	ডাক্তার চৌ.	শিরোনামা মনে পড়ে না, তোমাদের বাঁচাতেই হবে, দুঃখ, আমার ঈর্ষা হয়, দান	শামসুর রাহমান, আলতাফ হোসেন, নিয়ামত হোসেন, মাহবুব হাসান, মূ. হেইনরিশ হাইনে -হাবিবুল্লাহ সিরাজী			স্বাধীনতার কবিতা/ কবিতায় বঙ্গবন্ধু	সম্পাদক: সিদ্দিকুর রহান/ প্রাচীন প্রকাশনী	আবু জাফর শামসুদ্দিন	চি.ক. তেল রং/ কামরুল হাসান, রহস্যজনক মৃত্যুদূত/ ড.শু.চৌ	
১৩/৯/৮৪ ২৭/৫/৯১	তনত্তয়ের সমাজ দর্শন, ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন, একটি উপন্যাস	হোসেন উদ্দিন হোসেন, রফিকুল্লাহ খান	রৌদ্র ছায়ার নীচে	মাকিদ হায়দার	সুরু আজ ফের, হরা যাত্রা, বোবা হই, পেশী ও পেশাক, এবং ইদানিং আমরা (হাবিবুল কবীর স্মরণে)	রবীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, শামসুল ইসলাম, শিহাব সরকার, হাসান হাফিজ, আলমগীর			সেই যে আমার নানান রঙের দিন গুলি	যোবায়দা মির্যা/ মুক্ত ধারা	সন্তোষ গুপ্ত	কে.এ.এল. ০০৭/ এক বছর পর, শেখ গোলাম হাসান., মাথা ধরা/ ডা. শুভাগত চৌধুরী, দুই নবীন চিত্রীর প্রদর্শনী/ শওকাতুজ, চি.ক. স্রান-মাকসুদুল হাসান, তবু মনে রেখো-তেলরং/ হাম্বা সতোউ-(ইন্দোনেশিয়া)	
২০/৯/৮৪ ৩/৬/৯১	অধ্যাপক এ.কে.এম হাবিবুল্লাহ একটি সংগ্রামী নাম, নাম গোত্রহীন, দূরের জানালা	অজয় রায়, সৌমিত্র ভৌমিক, মানব মিত্র	যে কেন হাঁসের মৃত্যু এবং আমি	মাহমুদ কুদ্দুস	বাঁচ/ছহ, স্মৃতি শুধু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে	মু.আলোহান্দ্রা পিজারনিক -হাসান ফেরদৌস, ফায়জুল কবির			তারার দেশের হাত ছানি	আব্দুল্লাহ আল মুতি/ বাংলা একাডেমি	সন্তোষ গুপ্ত	মরক্কোর সাম্প্রতিক ঘটনাবলী/ শে.গো.হা., আগুনের কি.গু/ জহরুল হক, এ্যমিবীয় আমাশয়/ ডা. শুভাগত চৌধুরী পেইন্টিং-মোঃ কিবরিয়া	
২৯/৯/৮৪ ১২/৬/৯১	আর কাকে ক্লি খাবেন- মিরজা আব্দুল হাই?, দ্বিতীয় ভাষা পরিকল্পনার কক্ষ, আমার জীবনে চেখাভ	রশীদ হায়দার, মনসুর মুসা, মূল: লিদিয়া আবিজোভ, অনু: হাবীব আসদ	চেহারা	সুশান্ত মজুমদার	নিজগৃহে নতজানু, জলজ অন্তাপ	জাহিদ হায়দার, নয়ীম গহর			দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান	মুহম্মদ শফীউল্লাহ/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং/ ডাঃ মোহসিন উল্লাহ পাটোয়ারী, বর্ণবাদের সঙ্গে সখ্যতা/মাইকেল ম্যানলি, ইনসুলিন ও গবেষণা/ ডা.নুরুর রহমান জাহাঙ্গীর, চি.ক. শিরোনামহীন-এচিং/একে এম আলমগীর	

অক্টোবর-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থের নাম	বই আলোচনা: গ্রন্থকার	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৪/১০/৮৪ ১৭/৬/৯১	নজরুল সংখ্যা পান্না লাল, আমার জীবনে চেখভ, পরাধীনতা সম্পর্কে	মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, মূল: লিদিয়া আবিলোভা অনু: হাবীব আসাদ	যুদ্ধযাত্রী	অশোক কর	তোমরাই নাহয় আমাকে বলো/ সোনার জলে ছাপানো চিঠি, দুইস্নে এলিজি, কবিতা	সাইয়িদ আতী:, প্রথম এলিজি/ কাজল বন্দো:, খোন্দকার আশরাফ হোসেন						চি.ক. বার্মকিঙকস বেট, হংকং-এর ভবিষ্যৎ/ শে.গো.হা., গণ মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা/ আ.আ.মু, রসময় রসায়ন/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	
১১/১০/৮৪ ২৪/৬/৯১	প্রতিরোধ করা শিখতে হবে, আমার জীবনে চেখভ, চল্লিশের দশকের ঢাকা প্রসঙ্গে	চন্টার গ্রাস, মূল: লিদিয়া আবিলোভা অনু: হাবীব আসাদ মোজাফফর হোসেন	যন্ত্র, শব যাত্রা ও নিক্কণ ভূমিকা	শামীম ফারুক	পাজিস্টার মুখোশ/ সর্বত্রই বান্ধব, বিচ্ছিন্ন হবার আগে	বারটোল্ট ব্রেখট/ আসাদ চৌধুরী, বেজোউদ্দিন স্টালিন						চি.ক. সুখদুঃখের গাঁথা তেল: কাজী হাসান হাবীব, আগুনের কি.গুণ, জহুরুল হক, জোৎস্নার রাতের ঘোড়ে সওয়ার/ দ্বিজেন শর্মা, উপসাগরীয় যুদ্ধ, আর কতদিনশেখ গোলাম হাসান খাওয়া দাওয়া/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	
১৮/১০/৮৪ ১/৭/৯১	কবি সেইফেৎ ও প্রসঙ্গ কথা, সোভিয়েত দেশের ডায়েরী, আমার জীবনে চেখভ	হায়াৎ মামুদ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী মূল: লিদিয়া আবিলোভা অনু: হাবীব আসাদ			বাসনা	হেনরিখ হাইনে/ রফিক আজাদ			বহু মাইচুব খানের কুমার শিকার ও ইয়াহিয়া খানের কৃত কর্মের	আলমগীর সাত্তার	কবীর চৌধুরী	চি.ক. ঘরে ফেরা-ওয়াং লাওকেং জুলিয়ানা-মালেশিয়া, পোলিও আসসিনের কাহিনী/নুরুর রহমান জাহাঙ্গীর, বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস ও বিজ্ঞান সাহিত্য-মু.ইব্রাহিম	
২৫/১০/৮৪ ৮/৭/৯১	পিকাসোর সৃষ্টি একরাশ পিকাসো, আমার জীবনে চেখভ	মতলুব আলী মূল: লিদিয়া আবিলোভা অনু: হাবীব আসাদ	অন্তরে জাগে শ্যাম	সুচরিত চৌধুরী	স্মৃতি পরবাসে	খালেদা এদিব চৌধুরী			অন্ধ করতাল/ জন্মগ্রহণ চন্দ্র গ্রহণ	সুজনের প্রকাশনী, সানাউল্লাহ হক খান রূপম প্র:	সন্তোষ গুপ্ত	বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস ও বিজ্ঞান সাহিত্য/ মু. ই. মার্কিন নির্বাচনশেখ গোলাম হাসান সেপটিক আলসার/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
১/১১/৮৪ ১৬/৭/৯১	সত্যেন সেনের পুরুষ মেধ, আমার জীবনে চেখভ	রশীদ আল ফারুকী মূল: লির্দিয়া আবিলোভা অনু: হাবীব আসাদ			কবিতাগুচ্ছ গ্রামের বাড়িতে	সানাউল হক			কারাগারের ডায়েরী	কর্নেল শওকত আলী/ সাজেদা শওকত আলী৭		হ্যালি ধুমকেতু আবার আসছে/মো.আ. জব্বার, আর্ন্তজাতিক উদ্যান মেলা-লিভার পুল-৮৪/ দ্বিজেন শর্মা, মার্কিন নির্বাচন: একটি সমীক্ষা/ শেখ গোলাম হাসান , রজ: নিবৃত্তি কোন সমস্যাই নয়/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	১ তারিখের পরিবর্তে ২ তারিখে সাময়িকী প্রকাশিত হলো
১৫/১১/৮৪ ২৯/৭/৯১	একশো একতম নকশা, চল্লিশের দশকের ঢাকা	হাসান আজিজুল হক, সরদার ফজলুল করিম			বেজান শহরের জন্য কোরাস	সৈয়দ শামসুল হক	মানুষ জন	ইমদাদুল হক মিলন				আগুনের কি গুন/ জহুরুল হক, ইন্দিরার মৃত্যু প্রস্থান/ শেখ গোলাম হাসান., বিশ্ব ইতিহাস ও বিশ্ব বিজ্ঞান অবিচ্ছিন্ন ও অবিভাজ্য. অবসরের সময় হলে ডা. শুভাগত চৌধুরী চি.ক. হাত তেলরং- তাদাসি ওয়াসা (জাপানী)	বিপ্লব দিবসের জন্য ৬ তারিখ সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি
২৯/১১/৮৪ ১৩/৮/৯১	ফয়েজ স্মরণে, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও তার কবিতা সম্বন্ধে, কবি আদীকারের নতুন যাত্রা, তামাটে জাতির আত্মনে সন্ধান, ডারউইন তীর্থে ক্রস সাবি	কবীর চৌ., রনেশ দাশ গুপ্ত, অসাদ চৌধুরী, শহেনু কায়সার, দ্বিজেন শর্মা	উৎস মুখে	আলম খোরশেদ	সেই পূর্বের প্রশ্রয়/ শিরোনাম হীন/বেরুত, ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে	মূল: ফয়েজ আহমদ ফয়েজ অনু: বশীর আল হেলাল, ফয়েজ আহামদ ফয়েজ/ কলিম শরাফী						নিকারাগুয়ায় গেরিলা যুদ্ধের ম্যানুয়েল/ শেখ গোলাম হাসান., বিশ্ব ইতিহাস-----ঐ, জেনে শুনে বিষপান/ ডা. শুভাগত চৌধুরী দেবরাম দাকোজি: এচিং ভারত	নিউজ প্রিন্টের সংকটের কারনে সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৪

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থের নাম	বই আলোচনা: গ্রন্থকার	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৬/১২/৮৪ ২০/৮/৯১	একজন সম্পূর্ণ মনস্বী মানুষ, আমার বাবা	অশোক সেন, মোবারক হোসেন খান	অনিবার্য, জার্নাল, ইন্টারভিউ, মাটির মানুষ	সুশান্ত ম. রুবী রহমান, সানাউল হক খান, সৈ. হায়দার	কবি ফয়েজ আহমদ, আত্মস্মৃতির লাবন্যবাশি	সুফিয়া কামাল, সিকদার আমিনুল হক						প্যালেষ্টাইন সমস্যা ইয়াসির আরাফাত ও ভবিষ্যৎ/শে. গো.হা., বিজ্ঞান ও ইতি/ শেখ গোলাম হাসান নয়া আন্ত র্জাতিক, তথ্য ব্যবস্থার সংগ্রাম/ নফিদুল হক	
১৩/১২/৮৪	সাময়িকি প্রকাশিত হয়নি												
২০/১২/৮৪ ১/৯/৯১	ছোট ছোট তারাদের কথা, মুসলিম সমাজের ঝড়ের পাখি কবি বেনজির আহমদ, হাসান আজিজুল হকের গল্প কৃষ্ণপক্ষের দিন ও আটক শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস : একটি সাধারণ প্রকাশনী	আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, আবু জাফর শামসুদ্দিন, সৈয়দ্র ভৌমিক, রেজাউল হক রানা	টুলু তোর কথা	জুবাইদা গুলশান আরা	কালো বাঘের গল্প, সারেটায় রাত্রি নামে/ একজন পথিক মাত্র, পথ ও পথিক	খোন্দকার আশরাফ হো., আসওয়াদ বুয়ে মিনি নামিবীয়/ মুজাহিদ শরিফ, বেজাউদ্দিন স্টালিন			প্রবন্ধ নানা কথার পরের কথা	সরদার ফজলুল করিম/ বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত	প্রসঙ্গ নিকারাগুয়া/ শেখ গোলাম হাসান পথ চলতে আনন্দ/ ডা. শুভাগত চৌধুরী আইনষ্টাইন ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের আবিষ্কার প্রসঙ্গে/ আলী আসগর, কার কত আয়ু/ফারুক মেহেদী	
২৭/১২/৮৪ ১২/৯/৯১	মুসলিম সমাজের ঝড়ো পাখিঃ কাবি বেনজির আহমেদ, আমাদের বুল বুল চৌধুরী, চুয়ান্ন-ছাপান্নর দিনগুলি	আবু জাফর শামসুদ্দিন, লায়লা হাসান, মোঃ বদিউজ্জামান	কাক তাড়ুয়া	ফরিদুর রহমান	সকালের গল্প	রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ			কাব্য ভূত	মুস্তফা আনোয়ার/ শিল্পতরু	কবীর চৌধুরী	আব্দুল কাদিরের একটি সাক্ষাৎকার/ সামসুজ্জামান খান, ক্যান্সার কি সারে?/ডা. এম. আব্দুল খালেক	

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৩/১/৮৫ ১৯/৯/৯১	ছাইপুরী সুবর্নপুরী, মুসলিম সমাজের ঝরো পাখি, কবি বেন আহ, ক্যানভাসে ভায়োলেন্স, একটি গবেষনা: প্রাথমিক দুটি কথা	সমৎকুমার সাহা, আবু জাফর, শামসুদ্দিন, মোজাম্মেল হোসেন, মুহাম্মদ ইকবার জুবেরী	তৃষিত তিথি	থায়রুল আলম সবুজ	এ্যালবাম, তোমার হৃদয়ে বাঁচি সাল শতকের দু:সময়ে	হাবিবুল্লাহ সিরাজী, হাসান হাফিজ, হোসেন সোহবার						চিত্র কর্ম আত্মপ্রকৃতি, ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা, ভারতে নির্বাচন/ গণতন্ত্রের আর এক বিজয়/শেখ গোলাম হাসান	
১০/১/৮৫ ২৬/৯/৯১	সত্যেনসেন তাঁর বিপ্লবী ও সমাজিক উপ, নভ.চারীর দুঃস্বপ্ন মুসলিম সমাজের ঝরো পাখি, কবি বেনজির আহমেদ	নজরুল আলম, রেজাউর রহমান আবু জাফর শামসুদ্দিন			মহার্ঘ্য	ইমরান নুর			বাজ, আমি বিজয় দেখেছি	এম আর আখতার মুকুল/ সাগর পাবলি-স্যার্স	সন্তোষ গুপ্ত	চিত্র কর্ম বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় পরিবর্তনের হাওয়া প্রাসঙ্গিক কথা/শেখ গোলাম হাসান সংবরণ ঠান্ডা লাগা- ডা.শুভাগত চৌধুরী	
১৭/১/৮৫ ৩/১০/৯১	সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ- এর তরঙ্গভঙ্গ ছাইপুরী সবর্ণ পুরী নাটকায় এক ঝলক মুসলিম সমাজের ঝরো পাখি, কবি বেনজির আহমেদ	আবদুল মন্নান সৈয়দ, সন্য কুমার সাহা সিরাজ খান আবু জাফর শামসুদ্দিন	নভো:চারীর দু:স্বপ্ন	রেজাউর রহমান	হৃদয়ে অন্তরীণ জগে কবির টেবিল	মোয়াজেম হোসেন রুবি রহমান						একজন অসাধারণ জেনারেল/গ্রাহাম গ্রীন পারমানবিক বিকিরণ ও খাদ্য সংরক্ষণ সন্তান সম্ভবা হলে/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
২৪/১/৮৫ ১০/১০/৯১	কাব্য নাট্যে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার বিশ্ব যখন এগিয়ে চেলেছে	শান্তনু কায়সার লায়লা রহমান	ছায়ার মতন	হামীম ফারুখ	কারো মুখের দিকেই তাকানো যায়না, বিষয় স্বাভাবিক, আন্তর্জাতিক যুববর্ষে তরুণদের প্রতি গণতন্ত্র	সা:আ: জাহিদ হায়দার, সানাউল হক, নাসির আহমেদ			প্র: পুরনো বাংলা গদ্য, শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারকগ্রন্থ	আনিসুজ্জামান/ বাংলা একাডেমী, প্রকাশনায় বাংলা একডেমী	সন্তোষ গুপ্ত	লুপ্ত ঐতিহ্য: চৈতন্য নার্সারী চিত্র কর্ম নৌকা ও ঝড়, সফিউল্লাহ আফগানিস্তান কিছু নতুন তথ্য: শেখ গোলাম হাসান	
৩১/১/৮৫ ১৭/১০/৯১	হাসান আ: হকের ফেরা ছাইপুরী-সূবর্ণ পুরী মুসলিম সমাজের ঝরো পাখি, কবি বেনজির আহমেদ	সতীন্দ্র ভৌমিক, সনৎ সাহা আবু জাফর শামসুদ্দিন	নিউ প্যারাডাইস	শফিক খান	এখন শীতার্ত আমি/ তুমি এক আর্তনাদে, অন্ধকার দেশ ও ইয়াসিন আলী আমাদের সমরেন্দ্র	ফজল শাহাবুদ্দিন, নাসিমা সুলতানা, মাকিদ হায়দার			গল্প যুদ্ধ জয়ের গল্প	বিপ্রদাশ বড়ুয়া/মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	আগুনের কি গুন/জহুরুল হক জোনভার করদ গলাদ/ শেখ গোলাম হাসান আপনার ফুসফুস কেমন আছে/ ডা.শুভাগত চৌধুরী অপরাধ প্রকাশ ও তার প্রতিকার/সেলিনা খালেক চিত্র কর্ম স্মৃতি, এচিং মো.কিবরিয়া	

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থের নাম	বই আলোচনা: গ্রন্থকার	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৭/২/৮৫ ২৪/১০/৯১	আর্থ সামাজিক বিকাশের পথে বাধা ও নিরসনের একটি সমীক্ষা নিঃসঙ্গতার বাস্তব, একবিংশ শতাব্দীর মুখমুখি বাংলাদেশ	সালাহ উদ্দিন আহমেদ হাসান আজিজুল হক এম হারুন অর রশীদ	শিকার	বেলায়েত হোসেন	এখন সে কথা থাক, আবার, কবিতার 'তুমি' শব্দটিকে নিয়ে	শামসুর রাহমান আবিদ আজাদ			গল্প: রহমানের মা ও অন্যান্য	রনেশ দাশ গুপ্ত / জাতীয় সাহিত্য প্রকা:	গ্রন্থসু হুদ	জলরং-তিনজন/ সৈয়দ জাহাঙ্গীর ইউানকে নিয়ে বিতর্ক/ আলতাফ সহতর/ অনু: শেখ গোলাম হাসান	
১৪/২/৮৫ ২/১১/৯১	বাঙালী জাতীয়তা ভিত্তিক রাষ্ট্রের বিকাশ ও নিঃসঙ্গ চেতনা ছাইপুরী-সুবর্ণপুরী বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু একবিংশ শতাব্দীর মুখমুখি বাংলাদেশ, হা মরি বাংলাভাষা	সনজীদা খাতুন, সনৎ কুমার সাহা, আবদুল্লাহ আল মুতি, এ এস আনন্দ্য হারুন-অর রশীদ,			কোনো কিশোরের প্রতি অলংকৃত দরোজা এক দশক রূপ	জিন্নাত আরা রফিক জাহাঙ্গীর ইসলাম কামাল চৌধুরী ওমর আলী						ইরান বিপ্লবের বাৎসরিকী: একটি পর্যালোচনা তারকা যুদ্ধের ছায়ায় জেনেভা আলোচনা/ লায়লা রহমান কবির	
২৮/২/৮৫ ১৬/১১/৯১	মানিক বন্দোপাধ্যায়ের একটি গল্পের জন্ম কথা, অপসংস্কৃতির অপলাপ একুশ ও বই ফয়েজ আহমদ ফয়েজ অঙ্গীকারের কবি, একবিংশ শতাব্দীর মুখামুখি বাংলাদেশ	রথীন্দ্রকান্ত ঘটক, আবুল কাশেম চৌধুরী মাহমুদুল হাফিজ সৈয়দ আজিজুল হক হারুন অর রশীদ	নেতা (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর অগ্রন্থিত গল্প)	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	আফ্রিকা, শেষ রাতে নুপুরের শব্দ, মেধা বাড়িতে	[illegible] সাহা, নঈম গহর, ওয়াহিদুল হক			গল্প: নির্বাচিত গল্প	শওকত ওসমান/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	প্রসঙ্গ: টিভি/ শেখ গোলাম হাসান বেদনাহলেই উৎসব নয়/ ডা: শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৭/৩/৮৫ ২৩/১১/৯১	অভিজ্ঞতা শিল্প সাহিত্য ও বিচ্ছিন্নতা, জীবনানন্দের মাল্যবান, উন্নয়ন ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসঙ্গে নয়োরের, তারার দেশে হাতছানি	হাসান আজিজুল হক, আহসানুল কবির আব্দুর রাজ্জাক সেলিনা বাহার জামান	খুনী	মূল: আর্নেস্ট হেমিংওয়ে অনু:মইনুল হাসান চৌধুরী	বিশ শতকের এক গুচ্ছ ফরাসী কবিতা, পিকনিক করে ব্যবধানে, জানালা খোলা অপেক্ষা	অনু: মুস্তদা আনোয়ার শামসুল ইসলাম সৈয়দ হায়দার মাহবুব হাসান			কাব্য: প্রথম কবিতার নাম	শামসুর রাহমান	সন্তোষ গুপ্ত	অশব্দ পরিবেশন/ জহুরুল হক, আবহাওয়া ও স্বস্থ্য/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
১৪/৩/৮৫ :৩০/১১/৯১	ভিন্ন অবলোকনঃ সাহিত্যের দিগ্বলয়, ছাই-সুবপু: জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি	শামসুজ্জামান খান সনৎ কুমার সাহা মূল: হেমিংওয়ে, অনু: দাউদ হায়দার	অসংলগ্নস ছবি খুনী	শাহীন আখতার মূল: আর্নেস্ট হেমিংওয়ে অনু:মইনুল হাসান চৌধুরী	আজ দুপুরে, প্রাপ্তির অতীত কিছু নেই, নিয়ম, মনের নিজের কাছে	ইকবাল হাসান, হাসান হাফিজ, আবিদ আনোয়ার, আলী মাসুদ			বাংলা উপন্যাসে মুঘল ইতিহাসের ব্যবহার	দিলওয়ার হোসেন/ বং:এ:	আবু জাফর শামসুদ্দিন	মিসর: সম্প্রতি/ শেখ গোলাম হাসান ডিপথেরিয়া: কারণ ও প্রতিকার/ডা: আশেবুর রহমান খান, চিত্র কর্ম তেলে রং/ মাহমুদুল হক	
২০/৩/৮৫ ৭/১২/৯১	আধুনিক জাপানী গদ্য সাহিত্য স্বরূপের অন্বেষা	মনজুরুল হক	বেতাল বসতি	মুহাম্মদ শামসুল হক	ম্যাডোনা, কবি, হাফিজের গজল তুমি সুখি হও	মূল: এমি লোয়েল অনু: আলম খোরশেদ, মূল: মোয়াজেম হোসান (উর্দু থেকে) অনু: নুরুন নাহার বেগম, আহসান হামিদ			সানাউল হকের নির্বাচিত কবিতা সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত/ আবেদীন কাদের	সানাউল হক/ ইরতেফারুন	সন্তোষ গুপ্ত	আমাদের পরিবেশও জীবানুজগত/মৃ: ইকবাল জুবেরী চিত্র কর্ম প্রকৃতি: সেলিনা চৌধুরী মিলি, সোভিয়েত নেতৃত্বে পালাবদল/শেখ গোলাম হাসান স্মৃতির রহস্য/ডা:শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৪/৪/৮৫ ২১/১২/৯১	সামাজিক সত্তা: কবি হাসান হাফিজুর রহমান মনে পড়ে, আধুনিক জাপানী গদ্য সাহিত্য স্বরূপের আন্বয়া	দিলওয়ার হোসেন, সরদার জয়েন উদ্দিন, মনজুরুল হক	মাছ	সুশান্ত মজুমদার	আমার কুকুর, পৃথিবী ও তাঁর বিস্ময়কর জন্ম, অসংগতির গান	সৈকত রহমান জহীর হয়দার বিমল গুহ			গল্প: স্বর্ণলতার বৃক্ষ চাই সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত	খায়রুল আলম সবুজ	কবীর চৌধুরী	চিত্র কর্ম জন্মদিন: মার্ক শাগাল, গোপন যুদ্ধ:প্রসঙ্গ কথা/ শেখ গোলাম হাসান স্বপ্নলোকের সন্ধানে/ডা:শুভাগত চৌধুরী	
১৮/৪/৮৫ ৫/১/৯২	মার্কশাগাল: নিঃশব্দ মৃত্যু, আকাশ পাতাল	মনজুরুল হক, সন্যকুমার সাহা	পিঁপড়ে ও সবুজ ফুলের গল্প	রেজাউর রহমান	আছে সব হারাবার ভয়, ক্ষেত মজুরের হালখাতা	জাহিদ হায়দার সোহরাব হাসান			ইসলাম ও আমেরিকা	গোলাম সামদানী কোরায়শী/ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	আবু জাফর শামসুদ্দিন	চিত্র কর্ম প্রতীক: মাসকী সারন, নেপাল:তেলরং বিজ্ঞানচেতনা ও সংস্কৃতি/আব্দুল্লাহ আল মুতি মানসিক চাপ/ ডা:শুভাগত চৌধুরী ভিন্নস্বর- অন্যমত/আমি বিজয় দেখেছি: স্মৃতিচারনা/ জামিল চৌধুরী	
২৫/৪/৮৫ ১২/১/৯২	ধনি-প্রতিধ্বনি তুলে ছবি ও কবিতা সাহিত্যে গোষ্ঠী প্রবণতা	রবিউল হু: আহসানুল কবির	জীবন বিরিক্ষের কথা	জুবাইদা গুলশান আরা	স্বপ্নের সময় কোথায় গেল, নিশ্চুপ প্রশান্তি কবিতা পল এল্যুয়ার ভিয়েতনাম সাইরেন	মূল: পল ওয়েইস প্রাচীনতরু, হোরাডোটাস, হ্যান্স সিবুস্কা হ্যান্স সিবুস্কা অনু: সানাউল হক			যুক্তরাষ্ট্রের দিন	লায়লা সামাদ/ খালেদ খালেকুর রহমান	সন্তোষ গুপ্ত	বিজ্ঞান চেতনা ও সং স্কৃতি/ আব্দুল্লাহ আল মুতি আগুনের কি.গুণ/জহুরুল হক সুদানে যা ঘটেছে/শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থের নাম	বই আলোচনা: গ্রন্থকার	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৩/৫/৮৫ ২০/১/৯২	ভলতেয়ার ও ক্যান্ডিড মানুষের দর্শনের নাটক মার্কেজ: আতস কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা রক্তারক্তির কাহিনী	হোসেন উদ্দিন হোসেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বেলাল চৌধুরী			দ্রোহের গোলাপ, শবদেহের, রাস্তার তর্জনী, নদী ও মানুষের কবিতা	নসীম শহর, নূর-উল আলম, রেজা উদ্দিন ষ্টালিন, মতিউর রহমান	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জী	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ অনু. বেলাল চৌধুরী	কাব্য: দুঃখ নয় দীর্ঘ পরিনাম সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত	সানাউল হক খান/ দুন্দুধারা, আবেদীন কাদের	নূর উল করিম খসরু		২মে যে দিনের বন্ধ থাকায় সংবাদ সাময়িকী ৩ মে প্রকাশিত হয়
৮/৫/৮৫ ২৫/১/৯২	যতই কাঁদো হব রবীন্দ্র গদ্য পদ্য, বিশ্বভারতী, মরুপ রতনের খোঁজে রূপান্ত র বহির্বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ	মঞ্জুরে মওলা আহমদ রফিক মনজোরী সাইকস হায়াৎ মামুদ আবদুল মান্নান সৈয়দ											২৫শে বৈশাখ উপলক্ষে সংবাদ সাময়িকী ৯ তারিখের পরিবর্তে ৮ তারিখে প্রকাশিত হয়
১৭/৫/৮৫ ২/২/৯২	সংবাদ পত্র সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব সংবাদ ও সংবাদ পত্রের বর্ব মূর্খতন্ত্র অথ নব মগজধর্ষিত প্রবর্তনের লোক গুলো খবর ভালো নয়	কবীর চৌধুরী আবু জাফর শামসুদ্দিন সরদার ফজলুল করিম মোঃ তোহা খান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী			নিরাপত্তাহীন কোথাও যাওয়া হয়নি তবু ধবলেশ্বরী সম্মুখে চিত্রিত বালক কবিতাটির, সন্দীপ	মাসউদুল হক, সাইফুল্লাহ আতিকুল্লাহ শামসুল ইসলাম, মামুনুর রহমান							সংবাদের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে সাময়িকী ১৬ তারিখের পরিবর্তে ১৭ তারিখে প্রকাশিত হয়
২৪/৫/৮৫ ৯/২/৯২	বীরেন সোমের ছবি, প্রকৃতির কাছে জীবনের কাছে, ভলতেয়ার ও ক্যান্ডিড ছবি ও কবিতা চিত্রিত	মতলুব আলী, হোসেন উদ্দিন হোসেন আবুল মনসুর	ঝড়	মাসুদা রব	ত্রানকর্মীরা/ দুঃস্বপ্ন	মূল: মাই চিউ অনু: ফয়েজ আহ.	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জী	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ অনু. বেলাল চৌধুরী	কাব্য, কাঙাল দীর্ঘকাল	[illegible]	তানভীর মোকাম্মেল	[illegible]	
২০/৫/৮৫ ১১/২/৯২	বিদ্রোহী প্রসঙ্গে কয়েকটি বিরূপ সমালোচনার জবাব অর্থহীন দুধু মিয়া, নজরুল ইসলাম ও আ. কাদির কাজী নজরুল ইসলাম ও আফজালের বন্ধু, বিদ্রোহীর প্রেক্ষিত	আবদুল মান্নান সৈয়দ [illegible] মো. ম. মজিদ মাহমুদ আশরাফ											
৩১/৫/৮৫ ১৬/২/৯২	[illegible] ভলতেয়ার ও ক্যান্ডিড কাহিনী শিল্পী দুল দুল চৌ ধুরী স্মৃতি, শেক্সপীয়রের সমকালীনতা	সন্তোষ কুমার সাহা হোসেন উদ্দিন হোসেন অনুবাদ সন্ধান সরদার ফজলুল করিম	রক্ত মাংস লাশ	দুলাল মজুমদার	খেলাটি, হালেনা আমাদের, হংস সরোবর/শেষ পত্র/ দুর্ভিক্ষের সঙ্গে একান্তে	[illegible], শিহাব সরকার, মূল: এস রাধারমন অনু: আসাদ চৌধুরী	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জী	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ অনু. বেলাল চৌধুরী	গল্প, এক রকমের যুদ্ধ	[illegible] খান চাকলাদার, জ্ঞান প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	[illegible] চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৬/৬/৮৫ ২৩/২/৯২	সত্যেন রচনায় বিপ্লবী জীবনালেখ্য তলস্তোয় এর প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধার্ঘ, সমরেশ মজুমদার তরুণতম একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাসিক জেহাদী স্মৃতি	নজরুল আলম, হাসান ফেরদৌস, তানভীর মোকাম্মেল, অজিত সন্যাল			নিস্তব্ধ বিস্তৃতি, মেজো ভাই, বুদ্ধ পূর্ণিমা	সানাউল হক, হালিম আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু. বেলাল চৌধুরী	সঙ্গীত বিষয়ক- সঙ্গীত কোষ	করুনাময় গোস্বামী/ বাংলা একাডেমী	সনজীদা খাতুন	জীবদ্যুতি, বিশ্বাসে ও বিজ্ঞানে/স্বপন বিশ্বাস, ত্বক প্রসঙ্গে/ডা. শুভাগত চৌধুরী আরাবল্লির আচঁলে ১লা থেকে ৬ই রজব/ লায়লা রহমান কবির	
১৩/৬/৮৫ ৩০/২/৯২	একটি অভিধান সর্ম্পকে সতীনাথ ভাদুড়ীরদিন- পঞ্জিতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-চিন্তা, কবি হুমায়ুন কবির	হায়াৎ মামুদ, শান্তনু কায়সার, আবিদ আজাদ	অবলম্বন	রেজানুর রহমান	আমি উঠে এসেছি সৎকার বিহীন তুষার দাশ	শামসুর রাহমান, আহসান হাবীব			প্রবন্ধ জীবনানন্দ	আবদুল মান্নান সৈয়দ/ চরিত্র	সন্তোষ গুপ্ত	কূতকৌশল- শিক্ষা উন্নয়ন/আলী আসগর মনের আধাঁর/ ডা. শুভাগত চৌধুরী আগুনের কি গুণ জহুরুল হক	
২৯/৬/৮৫ ১৫/৩/৯২	সাহিত্য নিয়ে স্মৃতির কথকতা, ছয়দিনের সফর শেষে ছয় তলায় প্রত্যাবর্তন	সুনৎ কুমার সাহা, কালিম শরাফী, বেলাল বেগ	ঘুরে ঘুরে ফেরা	রেজাউর রহমান	তোমরা কাঁদো ক্ষমাপ্রার্থী এখানে আমরা, মেঘময় প্রশান্তি প্রলেম শৃঙ্খল ভেঙে ভেঙে	মাহবুব হাসান, নাসির আহামেদ, মাযহারুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম, হোসেন সোহরাব	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু. বেলাল চৌধুরী	মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান	ড. মুহম্মদ আ. খালেক/ বাংলা একাডেমী	ড. মুহম্মদ নজির উদ্দিন	পরিবেশ ও স্বাস্থ্য/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	২০/২৭ তারিখ পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে সংবাদ সাময়িকি প্রাকশিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থের নাম	বই আলোচনা: গ্রন্থকার	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৪/৭/৮৫ ১৯/৩/৯২	সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর লালসালু সমরসেন প্রথম নাগরিক কবি, জোসেফ মেঙ্গেল প্রসঙ্গে, স্মৃতির কথকতা	আবদুল মান্নান সৈয়দ, আলম খোরশেদ, শাহীন হক, কলিম শরাফী			কবিতা/ সামান্য সুখ/ কিছুতেই পারি না/ ভালবাসি	মূল: ম্যাক্সিম ট্যাঙ্ক অন: আবদুর রাজ্জাক	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী				বাংলাদেশে শ্রমিক নেতৃত্বের ইতবৃত্ত/ মো. ফসিউল আলম মাথাব্যথা কারণ ও প্রতিকার/ড.ও ভাগত চৌ	
১১/৭/৮৫ ২৬/৩/৯২	শব্দ শাস্ত্রবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অবহেলিত ধ্রুবপদ, শহীদুল্লাহ স্মরণে, একজাতি গঠন, বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে সমাজ সমালোচনা ও তিনজন চিত্র শিল্পি, স্মৃতির কথকতা	সনৎ কুমার সাহা, হায়াৎ মামুদ, ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ আজিজুল হক, কলিম শরাফী			শতবর্ষে, কোটি প্রণাম, চারদিকে এতোকিছু	আসাদ চৌধুরী, আলী মামুদ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	প্রবন্ধ ইতিহাস বিস্তারিত	শওকত ওসমান/ বুরহান স্মৃতি লোক	তানভীর মোকাম্মেল	একজন নিসর্গী, অধ্যক্ষ/দ্বিজেন শর্মা, ক্লান্তি /ডা.শুভাগত চৌধুরী	
১৮/৭/৮৫ ২/৪/৯২	আহসান হাবীব, আহসান হাবীব: অক্ষয়তার গৌরব, স্মৃতির কথকতা, মার্ক্য শাগাল, মগ্ন চৈতান্যর উড়ন্ত পাখা	আবুল হোসেন, সিকদার আমিনুল হক, কলিম শরাফী , আবুল মনসুর	কালুর ঘাটের দরিজ	সুচরিত চৌধুরী	শেষ দেখা অহমান হাবীবের সঙ্গে, পৃথিবী উর্বর হও, কবির বাড়ি ফেরা, চিরায়ুর উত্তরাধিকর	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মঞ্জুরে মওলা, মুহাম্মদ নুরুল হুদা, সৈয়দ হায়দার	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	সতীর্স্ববল য় ডারউইন	দ্বিজেন শর্মা/ সাহিত্য সমবায় সংস্করণ	জহুরুল হক	বংশানুক্রমিক রোগ কি নির্মূল হবে? নিতাই দাস মুখ ও মুখশ্রী/ সামসুদ্দোহা	সংখ্যাটি সম্প্রতি প্রয়াত: আহসান হাবীব স্মরণে
২৫/৭/৮৫ ৯/৪/৯২	বোল,নিসঙ্গ যোদ্ধা, দ্বিতীয় বি.যুদ্ধ গ্রাম ও কয়েকটি উপন্যাস, ড.মু.শহীদুল্লাহ স্মৃতির কথকতা	হাসান ফেরদৌস, খোন্দকার শওকত নুরুল্লাহ, মো.আব্দুল মজিদ, কলিম শরাফী	যাত্রী	নিতাই দাস	গ্রামের মর্দা/ অস্থির বন্দনী, একটি সম্পূর্ণ গান শুনেছে মানুষ	মূল: ওয়ালটার ভেরনার অনু: সানাউল হক, জাহিদ হায়দার	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	প্রবন্ধ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সন্ধানে	কাজী শামসুজ্জামান/ নার্গিস জামান	এ.এন রাশেদা		

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থের নাম	বই আলোচনা: গ্রন্থকার	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
১/৮/৮৫ ১৬/৪/৯২	নীলকণ্ঠ, মনে পড়ে: মওলানা ভাসানী, সাংবাদিক অগ্রনী মহমুদ হোসেন রিগানিজম, রিগানবাদ	সুচরিত চৌধুরী, সরকার জয়েন উদ্দিন, কাজী মোতাহার হোসেন, সরদার ফজলুল করিম			টুকি-সোজাসুজি নিঃশব্দে, দুঃসাহসী নাবিকের মতো, পূর্বপুরুষের নাচ, কবির নির্দেশ বিরতি	মোফাজ্জল করিম সাইফুল বারী হুসেইন মু. এর. কাহিদ হায়দার রেজাউ.স্ট, জিন্নাত আরা রফিক	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী				ঔপনিবেশিক মানসিকতা/দ্বিজেন শর্মা, চিত্র কর্ম স্বর্গ থেকে বিদায় লুকা পিওরদানো, মনের মৃত্যু/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
৮/৮/৮৫ ২৩/৪/৯২	রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন, মরণের সিংহ দ্বার হয়ে এসো পার, পিতৃদেব রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি উৎসব	দিলওয়ার হোসেন, খালেদা এদিব চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল: পিংসিং অনু: হেলাল উদ্দিন ফয়েজ	পারাপার	মূল: হাইনরিখ বোল অনু: ভার্গব বন্দ্যো	শেষ চিঠি/ সেইপ্রেম সব চেয়ে না/ প্রতি দ্বন্দ্বিকে/কুকুর/বলো রবীন্দ্রনাথ এবং	মু. ফয়েজ আহমদ ফয়েজ/ নেয়ামুল বাসির ওবায়দুল ইসলাম	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী				শিশু হন্তা হনুমান/ ড. রেজা খান, অজীর্ণ রোগ/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
১৫/৮/৮৫ ৩০/৪/৯২	বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু মৃত্যুহীন প্রাণ দশটি বছর	ড. কামাল হোসেন বিচারপতি সৈয়দ মোহম্মদ হোসেন আবু জাফর শামসুদ্দিন	রিডিং হার্টের ঝোপ	মাফরুহা চৌধুরী	প্রধান সড়ক	আওলাদ হোসেন	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	কাব্য বিদীর্ণ দর্পণে মুখ	আহসান হাবীব/ বইঘর চট্ট গ্রা.	আবদুল মান্নান সৈয়দ	সুখি কোয়াসিমোদো/ লায়লা রহমান কবির, রবীন্দনাথের স্মৃতি উৎসব/ মূল পিংসিন/হেলাল উ. আহমেদ, বাংলাদেশের ক্ষুদে পাখি মৌচুং/এল এল দেওয়ান	
২২/৮/৮৫ ৫/৫/৯২	গ্রুপ থিয়েটার প্রেক্ষিত ও প্রত্যয়, হবে একদিন হবে	আবদুর রাজ্জাক, স.ফ.ক.	পক্ষীরাজ, ভিটে মাটি	সুচরীত চৌধুরী, হাসীম ফারুক	অমর পিতার মুখ, চর দখলের গল্প, কবিতা	সিদ্দিকুর রহমান, সাইদুল্লাহ মহমুদ দুলাল, আবিদ আহাদ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	কাব্য., আকুলতা শুভ্রতার জন্য	নাসির আহমেদ/ অনিন্দা প্রকাশনী	মাসুদুজ্জামান	নামিবিয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘন/এম এ মোতালেব, সর্প দংশন/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	২৯ তারিখের পত্রিকা ঈদু র অজহার কারনে প্রকাশিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
২/৯/৮৫ ১৯/৫/৯২	গ্রুপ থিয়েটার, প্রেক্ষিত ও প্রত্যয়, আকাশ-পাতাল সাহিত্য নিয়ে, কি করে উপন্যাস লিখতেন	আবদুর রাজ্জাক, সনৎকুমার সাহা, মুল:গাব্রিয়েল গার্মিয়া মার্কেজ অনু: হাসান ফেরদৌস			ক্রিমিনাল নাইয়ার	সানাউল হক খান	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	প্র. ভাষতত্ত্বের নানা প্রসঙ্গ	মহাম্মদ দানিউল হক/ ইতি কথা বুক ডিপো	রাজীব হুমায়ুন	পরিবেশ দূষণ সমস্যা ও সমাধান/শহিদুল ইসলাম, হিরোশিমা, এ নিষ্ঠুরতার কি প্রয়োজন ছিল/শাহীন হক, স্তন-দুগ্ধ তুলনা হান/ডা.শুভাগত চৌধুরী	
১২/৯/৮৫ ২৬/৫/৯২	ভিন্ন ভুবনে শামসুর রহমান স্মৃতির কথকতা	শাহাবুদ্দিন নাগরী, কলিম শরাফী	মরা, ইম্যানুয়েল	দুশান্ত মজুমদার, রেজাউর রহমান	ঘোড়াগুলি/রিকশা/হ্রীন রোড/আষাঢ় সাপ্রথম দিবস, কিছুই পারিনা	আবদুল মান্নান সৈয়দ হায়াৎ সাইফ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	কাব্য, মৃগয়ায় যুদ্ধের ঘোড়া	নাসিমা সুলতানা/ মুক্তধারা	কাজল বন্দ্যো পা.	বর্ণবাদ, একটি অভিশাপ/শাহীন হক, নেসা সর্বনাশা/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
১৯/৯/৮৫ ২/৬/৯২	সুন্দর ঘর স্মৃতির কথকতা পরিসংখ্যানের ভিত্তি, কিছু প্রাসঙ্গিক চিন্তা একটি স্বপ্নের সন্ধানে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের এক যাত্রা (সলিম আলী)	সুচরিত চৌধুরী, কলিম শরাফী, মোহাম্মদ নাসের, মোজাম্মেল হোসেন			ভ্রমণ/বার্লিনে স্বপ্ন, ভূমিকা, কেউ চলে গেলে, বস কোথা যে পথিক বাঘ(নে, ম্যান্ড লাকে)	মুল: হাইনভস চেকোওয়াস্কি অনু: সানাউল হক (জার্মান) মুল: তোকার ব্রাওন অনু: সানাউল হক, সৈয়দ হায়দার, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, হাবীবুল্লাহ সিরাজী	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী				চিত্র কর্ম প্রকৃতি ও মুক্তি তেল রং/বীরেনসোম সন্ন্যাস রোগ দক্ষিণ আফ্রিকা, বর্ণবাদী নীতি ও মানুষের ধিক্কার/ শেখ গোলাম হোসেন নেলসন ম্যান্ডেলার চিঠি অনুলিখন, রফিকুল ইসলাম।	
২৬/৯/৮৫ ৯/৬/৯২	হাইনরিখ বোয়েল স্মৃতির কথকতা	সৈয়দ আবুল মকসুদ কলিম শরাফী	সমাজ চিত্র	পীর হাবীবুর রহমান	সব পলাতক, বৃদ্ধ ক্ষেত্র/ ইভ বনভয়, আম্মার সমুদ্র জন্য, মেহেদী আদর, সর্বগ্রাসী বৃষ্টি শাতের জন্য প্রতীক্ষা	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ মুস্তফা আনোয়ার, জহীর হায়দার খালেদা এদিব চৌধুরী অসীম সাহা	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	চরিত্র বিধান	সম্পাদনা শামসুজ্জামান ও সেলিনা হোসেন	সন্তোষ গুপ্ত	পরিবেশের ভারসাম্য/নিশীথ কুমার পাল, পাকিস্তান, গণতন্ত্র কতদূর/ শেখ গোলাম হোসেন আমাশয় রোগের কারণ ও প্রতিকার/ ড. আশেকুর রহমান খান	

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৩/১০/৮৫ ১৬/৬/৯২	মনে পড়ে, বিরল ব্যক্তিত্ব কাজী মোতাহার হোসেন, স্মৃতির কথকতা, সঙ্গীত শিল্পী আব্বাস উদ্দিন	সরদার জয়েনউদ্দিন, কলিম শরাফী, নুরুল ইসলাম	বৃষ্টি হইলে	মাহমুদ কুদ্দুস	প্রকাশ্য দিবালোকে, পুতুল মুখের আড়ালে মুখ, বিবর্তন	আহমেদ হুমায়ুন, শামসুল ইসলাম, ওয়াহিদ রেজা	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	রোবাইয়াৎ এ- ওমর খৈয়ম	নুরুন নাহার বেগম/লেখা প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	ভাস্কর্য, শায়িতা, সিমেন্ট, হেনরী মুর নিসর্গ পরিক্রমা/দ্বি.শ প্যালেস্টাইন ভবিষ্যৎ কি./শেখ গোলাম হাসান শিশুটির কতটুকুই জানি/ডা.শুভাগত চৌধুরী	
১০/১০/৮৫ ২৩/৬/৯২	বাংলাদেশের লোকজ স্থাপত্য ও গৃহনির্মাণ, শেষ পারানির কড়ি, নীলস বোর, স্মৃতির কথকতা	রবিউল হুসাইন নাজিম মাহমুদ এস এম মুজিবুর রহমান কলিম শরাফী	আংটি ও মাসের তিন দিন	জাহাঙ্গীর সাত্তার	তোমাকে পাঠাতে চাই প্রতিশ্রুতি	শামসুর রহমান সানাউল হক	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী				চি.ক. উচ্ছৃঙ্খল আচরণ/এক্রেলিক, কেংলইত.মাল, ক্ষীণ ছন্দে দুলি আনন্দে/ডা.শুভাগত চৌধুরী	
১৭/১০/৮৫ ৩০/৬/৯২	আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে, একজন ভিন্নধরনের ঔপন্যাসিক, স্মৃতির কথকতা	আহমদ শরীফ, মারুফ খান, আবিদ রহমান কলিম শরাফী	অনুসরণ	সুচরিত চৌধুরী	আমার সহোদরা সড়ক	মাকিদ হায়দার, শোয়েব আহমেদ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	উপন্যাস তোমার পাতাকা	নিরজা আবদুল হাই/মুক্তধারা	সৈ.মাবুল মকসুদ	দুধ সহ্য না হলে/ডা.শুভাগত চৌধুরী	
২৪/১০/৮৫ ৭/৭/৯২	চৈতন্যের গোপন সুড়ঙ্গ ক্লোদ সিম, মনে পড়ে প্রথম এশীয় লেখক সম্মেলন দিল্লী প্রসঙ্গে, স্মৃতির কথকতা	হায়াৎ মামুদ, সরদার জয়েন উদ্দিন কলিম শরাফী	ব্যাধি	ভাস্কর চৌধুরী	স্বরগুলি জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডির শিকার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে, পরেটিকা	আবুল হাসান, সিদ্দিকুর রহমান, মূল: ভিকটর কাসাউস অনু:হাসান ফেরদৌস	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	দস্তয়েভস্কি	সুব্রত বড়ুয়া/ বাংলা একা.	সৈ.মন জুরুল ইসলাম		
৩১/১০/৮৫ ১৪/৭/৯২	অস্তাচলের দুয়ারে দাঁড়িয়ে, জীবনানন্দ দাশের গল্প, ভবঘুরে এক লেখক স্মৃতির কথকতা,ধ্রুপদী. একটি অনন্য সংকলন	আকবর উদ্দিন, আহসানুল কবির, আজফার সাহিদ, কলিম শরাফী সন্তোষ গুপ্ত			যারা কবিকে ফাঁসি দেয়-(দ. আ.কবি বেঞ্জামিন মলিয়েস স্মরণে),তুমিতো মানুষকে বাস্তুত দাও, হৃদয়ের নাম সমাধি ভূমি	শিহাব সরকার, জাহিদ হায়দার, রবিউল হুসাইন	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	উপ.বড়ই নি:সঙ্গ	রশীদ করিম/মুক্তধারা	মাবুল হাসনাত	মানসিক রোগ/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থের নাম	বই আলোচনা: গ্রন্থকার	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৭/১১/৮৫ ২১/৭/৯২	আমার ভাই বলরাজ	মূল: ভিশ্যাম শাহনী অনু: আতাউর রহমান	যুবতী ভিকারী ও গোলাপ বিক্রেতা, হালকা খাবার	মাহমুদ কুদ্দুস মূল: সামার সেট মম অনু: ফিরদৌস মাহবুব-উল হক	ফাসির মঞ্চ থেকেঃ বেঞ্জ মিন মলয়র্স স্মরণে নকোসি সিকেলি অফ্রিকা, মা ও ছেলে, জাতির সঞ্চয়ে বাড়ে শোক	রেজাউল চৌধুরী, মো. সাদিক, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, কামাল চৌধুরী	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	কাব্য. প্রেম আমার প্রেম	রিজিয়া রহমান/ মুক্তধারা	আবুল হাসনাত	বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম পাখি বুলছুরি/ এম এল দেওয়ান, নিজের ডাক্তার নিজে হওয়ার বিপদ/ ডা.শুভাগত চৌধুরী লেবানন সমস্যার মুখোমুখি/ শেখ গোলাম হাসান	
১৪/১১/৮৫ ২৮/৭/৯২	আকাশ-পাতাল ডি এইচ লরেন্স ও প্রকৃতি ভাবনা, স্মৃতির কথকতা, মনোজগতে উপনিবেশ	সনৎকুমার সাহা, কলিম শরাফী	ভয়	সমি সালেহ	আমার ছিল না প্রত্যয়, মিথ্যা সাক্ষী, মিছিল	সাইরিন আতিকুল্লাহ, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী				চিত্র কর্ম উডকাট. কামরুল হাসান নিরস্ত্রী করণ ও বিশ্বজনমত/এন এন রশেদা, নিকার গুয়া একজন বাংলাদেশীর চোখে/ শেখ গোলাম হসান	
২১/১১/৮৫ ৫/৭/৯২	দুর্ভিক্ষের আবেদীন প্রভাত কু.ম. স্মৃতির কথকতা, স্মৃতির ঢাকায় অধ্যাপক দানী	সুচরিত চৌধুরী, রণজিত বিশ্বাস, কলিম শরাফী হাসান ফেরদৌস	অসুখ	মাফরুহা চৌধুরী	রঙগুলি/জন্মদিন/ খুন/ দাঁড়িয়ে রয়েছি যাবো-অর্থ	মূল: ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেংকুর অনু: পুলক হাসান, নাসির আহমদ, সৈয়দ হায়দার	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	লিটারেরী পারসনালিটি অব বাংলাদেশ	সম্পাদনা. মনু ইসলাম	সরদার আবদুস সাত্তার	পৃথিবীর জন্মকথা/ শিশির কুমার ভট্টাচার্য মরণরে তুঁহু মম/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
২৮/১১/৮৫ ১২/৭/৯২	কালো মেয়ের জন্য পংক্তিমালা, মরল্য বাস্তবতা বনাম চমক নিরীক্ষা, স্মৃতির কথকতা	শামসুর রাহমান, মতলুব আলী, কলিম শরাফী			শ্যামলালের সঙ্গে দেখা	আবুল হাসান	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী				রংপুরের পাবলিক লাইব্রেরী/কাজী মাহমুদ ইলিয়াস, জেনেভা বৈঠক.বরফ গলার পালা/ শেখ গোলাম হাসান, ইইডস এর জীবানু ও বাংলাদেশ/ আবদুল খালেক	

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৫

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৫/১২/৮৫ ১৯/৭/৯২	কবিদের লেখা উপন্যাস, স্মৃতির কথকতা, সারল্য বাস্তবতা বনাম চমক নীরিক্ষা নানরেনেট মম	শান্তনু কায়সার, কলিম শরাফী, মতলুব আলী, আজফার সাজিদ	নৈবদ্য	মুল, চিনুয়া আশেবে অনু: আলম খোরশেদ	আমার বন্ধু জোন কুজোনের জন্য কবিতা	সৈয়দ শামসুল হক	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	গল্প, জীবনের রূপকথা	বেগম মুশতারী শফি /প্রিয়ম প্রকা	আবু জাফর শামসুদ্দিন	দেহের ভেতর এক ডাক্তার বাস করে/ ডা.শুভাগত চৌধুরী সন্ত্রাসবাদ বনাম পাল্টা সন্ত্রাসবাদ, চিত্র কর্ম শোক অক্টোবর ৮৫) তুলি, কালি ও কলম, গোলাম, সরোয়ার নোবেল শান্তি পস্কার ঘোষণা ৮৫, ঘোষণা পত্র	
১৯/১২/৮৫ ৩/৮/৯২	কাছে ও দুরে শিক্ষক রবীন্দ্র, জীবনীকার প্রভাত কুমার, নারী জাগরণের অগ্রদূত-বে.রোকেয়া, ১৯৭১-এর বিজয় দিবস ও আমাদের জাতীর মুক্তি, স্বাধীনতা উত্তর আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি	রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, সুফি মোতাহর হোসেন, মুশাররফ হোসেন, মারুফী খান	কন্দুন	ভাস্কর চৌধুরী	ভোর পথের বলিকা, ওরা এসেছিল	হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মাহবুব হাসান, মুহম্মদ ইসমাইল খান	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	উপন্যাস দুরন্ত	হাসনাত আ.হাই	আবুল হাসনাত	আলোকচিত্র প্রদর্শনি/ আবুল মনসুর, মার্ক, নতুন আলোক/ শেখ গোলাম হাসান সমুদ্রের বিচিত্র তলদেশে/আব্দুল্লাহ হারুন পাশা	১২ তারিখ সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশীত হয়নি
২৬/১২/৮৫ ১০/৮/৯২	বিবেকের ঘন্টা, মুজিব নগর সরকার কিছু স্মৃতি, স্বাধীনতার আবেশে বিমুগ্ধ মুহূর্তে	মুল: ইভগেনি ইভ তুশেঙ্কো, অনু: এ এম সাত্তার, সিদ্দিকুর রহমান			তিনি আমার ছবি তোলেন, ফুটেছিল কোন সে কননে	জাহিদ হায়দার, হাসান হাফিজ	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	কাব্য, শোণিত শিরায় যুদ্ধ	মফিজুর রহমান/ নুরুন্নাহার	লুৎফর রহমান	শতাব্দীর রোগ/ ডা.শুভাগত চৌধুরী বন্দুং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও শান্তি/ সাইদুর রহমান	

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লিখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
২/১/৮৬ ১৭/৯/৯২	আমাদের সমকালীন শিল্পকলার সংকট ও ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার, স্বাধীনতার আবেশ বিমুগ্ধ মুহূর্ত	আবুল মনসুর, সিদ্দিকুর রহমান	ঝর্ণা জ্বলে দাউ দাউ, রাশোমান	ওয়াহিদ রেজা, মূল. আকুতা গাওয়া রিয়ুনোসুকে, অনু- ছিরোকা কাসাই	স্বপ্নময় সুন্দরের দিকে, আতঙ্কের বর্ণবিধান	রেজাউদ্দিন স্টালিন, ত্রিদিব দস্তিদার	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	গল্প গ্রন্থ লোক সকলের গল্প	মুস্তফা পান্না/ সাহিত্য সমবায়	আহমদ বশীর	চি.ক. বিভ্রম, ত্রিরত্নী. তেলাপ/আনুল আবেদীন, সৃষ্টির পাখি কর্তকর্তা/এম এল দেওয়ান, পরিকল্পনা-টুবি অর নট টুবি/ শেখ গোলাম হাসান, রোগ চিকিৎসায় শব্দ তরঙ্গ/ডা. শুভাগত চৌধুরী	
৯/১/৮৬ ২৪/৯/৯২	উইলিয়াম ব্যানিং ও রবীন্দ্রনাথ মনে পড়ে, ভুলিনি. মাষ্টারদাকে অভিবাদন	জাকারিয়া সিরাজী, সরদার জয়েন উদ্দিন, আব্দুল মান্নান খান	কিংকতক না হয় পলাশ	রেজাউর রহমান	মস্কো-১৯৮৫, নীল জল জীবনের, রক্তিম এক গোলাপের ভালবাসা, রাশি রাশি গৃহ এস ডাক দেয় মারণাস্ত্র	সানাউল হক. দুলাল সরকার, জহীর হায়দার, ইকবাল আজিজ, ফরিদ কবীর	একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর দিন পঞ্জি	মূল: গাব্রিয়েল গার্সিয়মার্কেজ অনু.বেলাল চৌধুরী	কাব্য: ফুল গুলো নাড়া দেয়	সৈয়দ হায়দার/ নাজমুল উদ্দিন মোল্লান	মকবুলা মঞ্জুর	হ্যালির ধুমকেতু/ আব্দুল্লা আল মুতি, পরিবর্তিত গঠন/ শেখ গোলাম হাসান	
১৬/১/৮৬ ২/১০/৯২	সত্যেন সেনের ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস,স্মরণ, মাতৃ স্বরূপা নেলী সেনগুপ্তা, একজন লেখকের কথা, পুরাতত্ত্বের বিস্ময়কর জগতে	নজরুল আলম, গৌরী কানুন গো, আজফর সাজ্জাদ, আতাউর রহমান	কবি	মূল: সমর সেট মম অনু: ফিরদৌস মাহবুব উল হক	কয়েকজনার নাম/ হাসি মুখে প্রতিদিন/ ফুলে ও কখোলে বুলিনি মুখ, তাকিয়ে রয়েছি, গোলাপের পাশে মুখ	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মোস্তফা মীর			গল্প কালের দর্পনে স্বদেশ	আহমদ শরীফ/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	রিগান বনাম গাদ্দাফী/ শেখ গোলাম হাসান, শিশুখাদ্য, মোটা হওয়ার উপায় প্রসঙ্গে এবং টাক/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
২৩/১/৮৬ ৯/১০/৯২	স্মরণ. শ্রদ্ধেয় সৈ. নুরুদ্দিন, পক্ষি বিশেষজ্ঞ সলিম আলীর আত্মজীবনী থেকে	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ	কফি	ম্যালেক্কুলা ওমা/ সুব্রত বড়ুয়া	শকুন্তলা, একাংকিক, শুধু একবার/ কবি হওয়া	মনজুরে মওলা আবিদ আজাদ, মূল: ইয়রোস্লাভ সাইফার্ট অনু: অসিত বরণ দে			উপন্যাস অপেক্ষা	শওকত ওসমান/ কালান্তর	সন্তোষ গুপ্ত	রোবটের জগৎ/ জহুরুল হক, পোশাকী গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন/ শেখ গোলাম হাসান ,হার্পিস ভাইরাস এবং রোগ ভোগ/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
৩০/১/৮৬ ১৬/১০/৯২	হৃৎকলমের টানে, বাংলাদেশের হস্ত ও কুটির শিল্প. ইতিহাসের কথা	সৈ. শা. হ. আব্দুল হাফিজ	কফি, রাঙাবালি	ম্যালেক্কুলা ওমা/সুব্রত বড়ুয়া, সুচরিত চৌধুরী	মানুষের আছে এক/ ঢাকা বিষয়ক/ অনুজের প্রতি/ এখনো জায়গা আছে/অবর্জনা, আমি কি তোমাকে নেবো?	জাহিদ হায়দার, তুষার দাশ			একটির আত্মার মৃত্যু	আব্দুল মোহাইমেন/ আহমদ পাবলিশিং	সৈয়দ আব্দুল সুলতান	দেহের অনুজীব শত্রু না মিত্র/ আব্দুল্লা আল মুতি, অস্থিরতার কারণ ও প্রতিকার/ ডা আশেকুর রহমান, একটি বাস্তু বসন্ত জিরো অপশন/ শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লিখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: কবি	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লিখক	বই আলোচনা: গ্রন্থের নাম	বই আলোচনা: গ্রন্থকার	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
১/২/৮৬ ২৩/১০/৯২	মানুষের অস্তিত্বেরই প্রতিকৃতি গেরিলা কবি সমরসেন, শান্তির জন্য ভ্রাতৃত্ব	অশোক মিত্র, মূল: এভিল মারচিক অনু: মোজাম্মেল হোসেন মঞ্জু	তারা এল আমরা দেখলাম তারা জয় করল	মূল: নেইল পোস্টম্যান অনু: রিজওয়ান উল হক	এবং এ জন্যই, কালো মানুষের প্রতি	শামসুর রাহমান, সোহরাব হাসান			নির্বাচিত গল্প	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	আবুল হাসনাত	খত্তিব ভাই আমাদের মাঝেই আছেন/ জগলুল আহমদ চৌধুরী, মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি/ ড. আলী আসগর, ফিলিপাইনের নির্বাচন প্রসঙ্গ কথা/.শেখ গোলাম হাসান, আমরা হতে চাই শিশুর মতন/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	
১৩/২/৮৬ ১/১১/৯২	হৃৎকলমের টানে, ফেনরিখ শোপেন ও তার সঙ্গীতের ভুবন, গ্রীসের পৌরনিক কাহিনী, শ্রী পঞ্চমী	সৈয়দ শামসুল হক, মনজুরুল হক, মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, সুচরিত চৌধুরী	একুশে ও আমি	মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল	দেখতেই হবে/ মশাল	মনজুরে মওলা						একুশের হৃদয়ে শান্তির অন্বেষা, জলরং/বীরেন সোম, হাইতি, এক নায়কের প্রস্থান/ শেখ গোলাম হাসান, আলো এবং স্বাস্থ্য/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	
২৭/২/৮৬ ১৬/১১৯২	বাংলার সমাজ চিন্তা, ঐতিহ্য বিবর্তন, হৃৎকলমের টানে, বাংলা ভাষা প্রসঙ্গ, মেকলের প্রতি, স্বাধীনতা মুক্তি সংগ্রাম ও বাংলা ভাষা	সালাহ উদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ শামসুল হক, ডা. মো. সিদ্দিকুর রহমান, আলী নওয়াজ	খোঁজা	সেলিনা হোসেন	অন্য কিছু হোক, নিষ্ফলা দিন, এই হোক শেষ রক্ত বিন্দু, নদী শিকস্তির লোক	মাসুদ বিবাগী, রফিক নওশাদ, সালেম সুলেরী, শাহনুর খান			প্রবন্ধ: মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য	রফিকুল্লাহ খান/ বাংলা একাডেমী	বিশ্বজিৎ ঘোষ	উষর দম্পতিদের জন্য আশার কথা/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লিখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৬/৩/৮৬ ২৭/১১/৯২	জনগণের জাগরণে সংস্কৃতি কর্মীর ভূমিকা আকাশ-পাতাল আবুল হাসান, গ্রন্থিত মরণেষে, মৃত্যুঞ্জয়ী সত্যেন সেন	মফিদুল হক, সনৎ কুমার সাহা, নজরুল আলম	ম্যাজিক লণ্ঠন	শামসুদ্দিন আবুল কালাম	আজ সেই মানুষ নেই, পাখি শিকার, সংক্রমণ, গানের মেলায় ভেসে ভেসে, ভিনদেশী নও	হোসেন সোহরাব সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, বেলাল চৌধুরী, ইকবার আজিজ, ত্রিদিব দস্তিদার						বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু আইন সংস্কার কিছু ভাবনা/ বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	
মার্চ-১৩/৮৬ ফা-২৯/৯২	ভাষার লড়াই ও ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, হৃৎকলমের টানে, জীবনানন্দ দাশের পত্রকথা, কবিতার সীমানা	তকীয়ুল্লাহ সৈয়দ শামসুল হক আহসানুল কবির খালিকুজ্জামান ইলিয়াস	শাড়ি দ্বন্দ্ব যুদ্ধ	হোসনে আরা শাহেদ, হামীম ফারুক	বরফের ঘর, সংহারে উপসংহার, এই দুঃসময়ে, শতাব্দীর রক্ত, বিড়াল তুই, শেকড়ের গভীরে, ছড়ানো রক্তবীজ	মোহাম্মদ সাদিক, মুসুদ খান, ইকবাল হাসান, জহীর হায়দার, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, আবসার হাবীব			শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ কারা, খোলা জানালার দিন	সম্পাদনা/ রশীদ হায়দার বাং.একা. জাহিদ হায়দার/ শব্দশিল্প	সৈ.মনজুরুল ইসলাম, হাসান ফেরদৌস		
মার্চ-২০/৮৬ চৈত্র-৬/৯২	ব্যক্তি ও কবি যতীন্দ্র প্রসাদ কোষতত্ত্বে জন্ম কথা, ভিন্ন ভুবনের মানুষ নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষার লড়াই ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	রবীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী এ এন রাশেদা মোয়াজেম হোসেন তকীয়ুল্লাহ			ছায়া বিষয়ক মানুষ নিজেই	মাকিদ হায়দার হাসান হাফিজ			গল্প বকুল এবং	সরদার নুরুল আনোয়ার/ ব্র্যাক প্রকাশন	কবির চৌধুরী	সমাজতন্ত্রে উত্তরণ থেকে দরিদ্র বিমোচন, পাঁচসালা পরিকল্পনার সংলাপ/ জাহাঙ্গীর আলম, চিলি, নতুন পরিস্থি/,শেখ গোলাম হাসান মধুগন্ধেভরা এই বসুন্ধরা/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লিখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৬/৪/৮৬ ২০/১২/৯২	আধুনিক জাপানী গদ্য সাহিত্য-স্বরূপের অন্বেষা, বাঙালীর সমন্বিত লোক সংস্কৃতি, ব্যক্তি ও কবি যতীন্দ্র প্রসাদ	মনজুরুল হক, আবু জাফর শামসুদ্দিন, রণীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী	ভালবাসা	আশীষ সেন	ইশ্বরের ছায়া মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে কথোপকথন নির্দিষ্ট গন্তিতে স্বপ্ন ও স্মৃতি	মাহবুব বারী হাসান হাফিজ, জিনাত আরা রফিক, শান্তিময় বিশ্বাস			ছড়া, ছড়ায় ছড়ায় ছড়াছড়ি	মোহাম্মদ নুরলহক/ ফিরোজা হক	সন্তোষ গুপ্ত	সমাজতন্ত্রে উত্তরণ থেকে দরিদ্র বিমোচন/ জাহাঙ্গীর আলম ফ্রান্সে. ডান-বামের সহ অবস্থা, শেখ গোলাম হাসান মাবহাওয়া এবং মন দেহ/ ডা.ওভাগত চৌধুরী আমি বিজয় দেখেছি প্রসঙ্গে/ মইনুল জামিল	
১১/৪/৮৬ ২৮/১২/৯২	হৃৎ কলমের টানে, বাঙালীর সমন্বিত থেকে সংস্কৃতি, প্রফেসর মতিনের নিঃশব্দে প্রয়াণ	সৈয়দ শামসুল হক, আবু জাফর শামসুদ্দিন, সেলিনা বাহার জামান	প্রতিকৃতি অস্তু প্রতিকৃতি	কায়েস আহমেদ	এপিগ্রাম কবিতা দুই	মূল: এনস্তো কার্ডেনাল (নিকারাগুয়ের মার্ক্সবাদী কবি ও বিপ্লবী-বর্তমানে সংস্কৃতি মন্ত্রী।) অনু:নানাউল হক খান, ফারুক মেহিদী						হ্যালী একজন জ্যোতির্বিদ ও একটি ধুমকেতু/ আব্দুল্লা আল মুতি শরফুদ্দীন, সমাজতন্ত্রে উত্তরণ থেকে দরিদ্র বিমোচন, সো.ইউনের কমিউনিস্ট পার্টির ২৭তম কংগ্রেস সমীক্ষা, নতুন প্রত্যয় উত্তরণ/আবুল হাসনাত,	১০ তারিখে স.কা. বন. সম্পাদিকা প্র.হ.নি
২৪/৪/৮৬ ১০/১/৯৩	আসীম রায়ের মৃত্যু এবং অসীম রায়, হৃৎ কলমের টানে, এক বীর সৈনিকের মৃত্যুতে, বাঙালীর সমন্বিত লোক সংস্কৃতি, নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায় এবং সুফি মোতাহার হোসেন	নাভিদ হায়দার, সৈয়দ শামসুল হক, সৈয়দ আলী কবির, আবু জাফর শামসুদ্দিন সিদ্দিকুর রহমান	এক জোড়া মোজা	সুশান্ত মজুমদার								লিবিয়া, নগ্ন মার্কিন আগ্রাসন শেখ গোলাম হোসেন, মুরনশক্তি/ডা.ওভাগত চৌধুরী, বাঙালী বলিয়া/ দ্বিজেন শর্মা	

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লিখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
১/৫/৮৬ ১৭/১/৯৩	সূর্যসেন ও তৎকালীন রজনীতি, বাঙালীর সমন্বিত লোক সংস্কৃতি, মে দিবসঃ দিন বদলের বার্তাবহ	আবদুল মাবুদ খান আবু জাফর শামসুদ্দিন বিভুরঞ্জন সরকার	কল্যাণপুর	রশীদ হায়দার								বন, জলাশয়, নির্ধন যক্তের কবলে/ জন ম্যাক করমিক, সে দিবসের তাৎপর্য ও শ্রমিক শ্রেনীর ঐক্য/ সৈয়দ আজিজুল হক	
২২/৫/৮৬ ৭/২/৯৩	রঙ ও রেখার স্বরূপ সন্ধান, ভিক্তর হুগো, বাঙালির সমন্বিত লোক সংস্কৃতি	রবি. হুসাইন, মনজুরুল হক, আবু জাফর শামসুদ্দিন			আমার বামন দশা/পুরস্কার	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ						চিত্র কর্ম তেল রং/প্রথম পদক্ষেপ/শাহবুদ্দিন আহ জোনে জরিস, শিরোনাম বিহীন মিশ্র মাধ্যম/ ফিলিপাইন,	
২৯/৫/৮৬ ১৪/২/৯৩	বাংলা গানের ধারায় নজরুল, নজরুল:বুদ্ধদেব বসুর চোখে, নজরুলের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, বাঙালির সমন্বিত লোক সংস্কৃতি	করুণাময় গোস্বামী ম.ম.সৈ: শান্তনু কায়সার আবু জাফর শামসুদ্দিন	ফিরে এসো প্রিয়তম	মূল: হাইনরিখ বোল অনু: ভার্গব বন্দ্যোপাধ্যায়	ওরা নূতন এ্যালেন গীন্সবার্গের সম্প্রতিক কবিতা	মাহবুবুল আলম চৌধুরী মারুফ রায়হান			উপন্যাস: সমুদ্র বাসর	শামসুদ্দিন আবুল কালাম/ মুক্তধারা	আবুল হাসনাত	শ্রীলংকা পরিস্থিতি/ শেখ গোলাম হাসান রুশ রক্তশৈলী/সৈয়দ নাজমুদ্দিন হাশেম	

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লিখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
১৯/৬/৮৬ ৪/৩/৯৩	অকৃত্রিম তোমার মিত্রতা, অমিয় বিশ্ব জীবন, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা, অমিয় চক্রবর্তীঃ অবিশ্ব অবিষ্ট সত্তা, বাঙালির সমন্বিত লোক সংস্কৃতি, দীর্ঘ সত দশকের ঐতিহ্য	আবু সাইদ চৌধুরী, মাহবুব সাদিক, সন্তোষ গুপ্ত, আবু জাফর শামসুদ্দিন, অজয় রায়	বুড়ো বট ও শকুন	খায়রুল আলম সবুজ	বৃষ্টি	অমিয় চক্রবর্তী						কোরি অ্যাকিনোঃ একদিন পর/ শেখ গোলাম হাসান	৫জুন-সময়িকী ঈ.দি. সংখ্যার জন্য বের হয়নি
২৬/৬/৮৬ ১১/৩/৯৩	হরখে লুইস বোরহেস, পাকাধানের গান ও সাবিত্রী রায়, বাঙালীর সমন্বিত সংস্কৃতি	সংকলনে হাসান ফেরদৌস, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, আবু জাফর শামসুদ্দিন	পাড়াগাঁর গল্প	ভাস্কর চৌধুরী	অবশেষে সবই মানায় জীবন, মধ্যরাত্রির জগতে জেগে উঠেছি আমি, এইসব সুখ এইসব গান, কোথা রণমাত্মা রক্ত ধন্বন্তরী	মোস্তফা মীর, হাসান হাফিজ, মোয়াজ্জেম হোসেন, ইকবাল আজিজ, সানাউল হক			গল্প, গল্প চিন	সুব্রত বড়ুয়া/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার/ জমিল চৌধুরী, দক্ষিণ আফ্রিকা সব রোধে-বাধা কোথায়/ শেখ গোলাম হাসান, অমার শিশুর নাম/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লিখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৭/৮/৮৬ ২১/৪/৯৩	আমার চৈতন্যে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রনাথঃ প্রসঙ্গ রাজনীতি, রবীন্দ্রিক আধুনিকতা, আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র উৎসব বাংলাদেশে	শামসুর রাহমান, হায়াৎ মামুদ, নিতাই দাস, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিকুল ইসলাম							প্রবন্ধ. সীমার মাঝে অসীম রবীন্দ্র রচনার রবীন্দ্র ব্যাখ্যা	সংকলক বাংলা একাডেমী, মুহাম্মদ হবীবুর রহমান/ বাংলা একাডেমী	কবরি চৌধুরী	ঋন শেখ/সুচরিত চৌধুরী	
১৪/৮/৮৬ ২৮/৪/৯৩	সৈ. ওয়ালিউল্লাহ ও চাঁদের অমাবস্যা, বাঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ হৃৎ কলমের টানে, বাংলাদেশে মার্ক্সবাদ চর্চা, আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র উৎসব বাংলাদেশে	মুহম্মদ নুরুল্লাহ সালাই উদ্দিন আহমদ, সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল হালিম রফিকুল ইসলাম	দর্পনে প্রতিবিম্ব	ফজলুল রহমান	মৃত কন্যা, হিরোশিমা, চিরসবুজ, হিরোশিমার মুখ, কেয়ার অব-গুলো নির্বাসন দিয়ে	নাজিম হিকমেত (তুরস্ক) মেলিক জেভদেত আনদাই-(তুরস্ক) হারা তামিকি(জাপান) মেরিমোতে হিরোশি-(জাপান)/মাহবুবুল হক, জাহিদ হায়দার			প্রবন্ধ নারী মুক্তি আন্দোলন	মালেকা বেগম/ বাংলা একাডেমী	আহমেদ এ জামাল	চেরনোবিল, তথ্য মাধ্যমের ভূমিকা/ শেখ গোলাম হাসান ভঙ্গীতে সংকেত মিথ্যা ভষণ/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
২৮/৮/৮৬ ১১/৫/৯৩	নজরুল ইসলাম কাজী আবদুল ওদুদের চোখে, হৃৎ কলমের টানে, আন্তর্জাতিক রবীন্দ্র উৎসব বাংলাদেশে, ভিন্ন আমেজ	আবদুল মান্নান সৈয়দ সৈয়দ শামসুল হক রফিকুল ইসলাম সালেহ মোহাম্মদ নজীব	তৃতীয় দিন	হাসীম ফারুক	আদিঅন্তহীন, আমাদের অপরাধের কোন শেষ নেই, মানুষের প্রিয় নাম মুজিব, শেখ মুজিব ম্যাকুরিয়াম নেতি ও পাথর নোনা	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ রবিউল হুসাইন মোয়াজ্জেম হোসেন, মারুফ রায়হান, হাসান হাফিজ, দুলাল সরকার						তৃতীয় বিশ্বের বোঝা শেখ গোলাম হাসান শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব জনমত/ আলী আসগর, কোমল ফুলশর এবং আকস্মিক মৃত্যু/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	

সেপ্টেম্বর-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লিখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৪/৯/৮৬ ১৮/৫/৯৩	হেনরী মুর (ভাস্কর্যসহ), আমার ছেলেবেলা, আন্ত র্জাতিক রবীন্দ্র উৎসব বাংলাদেশে	রফিকুন নবী, স্যানাউল হক, রফিকুল ইসলাম	মৎস্যা শিকারী	মুল: ফ্রাঁসোয়া সাগা অনু: মুহাম্মদ রমজুল হক	দশ বছর আগে/ আমি কথা বললেই তো বেলাভূমিকে শেষ বেলায়	আসাদ চৌধুরী খোন্দকার আশরাফ হোসেন			ভ্রমণ. ঢাকা থেকে সিডনী	মফিজুর রহমান	লুৎফর রহমান	দার্জিলিং এ কি হচ্ছে?/ শেখ গোলাম হাসান খাদ্য এবং মন ও মেজাজ/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
১১/৯/৮৬ ২৫/৫/৯৩	লেখার ভাষা মুখের ভাষা, হৎ কলমের টানে, হেনরী নূর, অন্তর্জাতিক রবীন্দ্র উৎসব বাংলাদেশে	হাসান আজিজুল হক, সৈয়দ শামসুল হক., রফিকুন নবী, রফিকুল ইসলাম	সৌভাগ্যের শেষে	মুল: ডি এইচ লরেন্স অনু: দেলোয়ার হাসান	দুহিতার সপ্তম বাগান	তুষার দাশ						জোট রিপেক্ষতা কথার ও কাজের ফারাক/ শেখ গোলাম হাসান বির্তক বাংলাদেশে মার্ক্সবাদের চর্চা প্রসঙ্গে/ মুশাররফ হোসেন, আলিঙ্গনে কি সুখ যদি জানতেন/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
১৮/৯/৮৬ ১/৬/৯৩	সহজে পৌছাবার শিশু-তীর্থ , গার্সিয়া লোরকার দ্বিতীয় জীবন	ওয়াহিদুল হক, মনজুরুল হক	ভুতুরে ট্রেন	রেজাউর রহমান	প্রকৃষ্ট স্মরণের মহিমায়, দেখবো না	শামসুল ইসলাম, সানাউল হক খান			গল্প. স্বরূপ প্রবন্ধ তৃতীয় বিশ্ব	ফরিদা রহমান/ ফিরোজা এমদাদ, মফিজুল হক/ বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত, আহমেদ এ হাসান	বির্তক/বাংলাদেশে মার্ক্সবাদের চর্চা/ মুশাররফ হোসেন,	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লিখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
২১ সে. থেকে অক্টোবরের ৪ তারিখ পর্যন্ত-সকল পত্রিকা ধর্মঘটে ছিল। সংবাদ ধর্মঘটে ছিল- ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত । উল্লেখিত সময়ের-সাময়িকী নেই।													
৩০/১০/৮৬ ১২/৭/৯৩	এবারের নোবেল বিজয়ী ওয়ল সোয়িংকা, কালো হীরের দ্যুতি, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ প্রবোধ চন্দ্র সেন	বেলাল চৌধুরী রথীন্দ্র কান্ত ঘটক চৌধুরী			স্বপ্ন আমার কি দুঃস্বপ্ন, দুই শিবির তোমার মৌচাক থেকে	সাইয়িদ আতিকুল্লাহ গোলাম ইউনুস, শিহার সরকার			উপন্যাসঃ ওর বয়স যখন এ গারো	মনির উদ্দিন ইউসুফ/ কালান্তর প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	চিত্র কর্ম জননী/কামরুল হাসান, পর্দার ভায়োলেন্স/ ডা.শুভাগত চৌধুরী.	২৩ তরিখ সামটিকা প্রকাশিত হয়নি

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লিখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
১৩/১১/৮৬ ২৬/৭/৯৩	গল্পকার এরস্কিল কল্ড ওয়েল, হৃৎ কলমের টানে	আতোয়ার রহমান, সৈয়দ শামসুল হক	অসুখ	ভাস্কর চৌধুরী	আমাদের ব্যক্তিগত পাপ, প্রেতি, নিষিদ্ধ নক্ষত্র ওঠা, গিটারে বিলা পেরেসুর	জিনাত আরা মাহাবুব সাদিক সৈয়দ হায়দার, মুল: নিকোলাম গিয়েনে অনু: মতি উর রহমান			আমৃত্যু তার জীবনানন্দ	শামসুর রাহমান/ বই ঘর চট্টগ্রাম	মাহমুদ জামান	তেনং মেয়েরা/আবদুল বাসেত, শোনালী শরৎ/দ্বিজেন শর্মা,	৬ তারিখে সাময়িকী প্র.হ.
২০/১১/৮৬ ৩/৮/৯৩	ইহলৌকিকতা, পুজোর সাহিত্য সহিত্যের পুজো	আনোয়ারুল হক খান লতিফ হায়দার	শূন্য গেলাস	হামীম ফারুক	আমার ফসল, অধিষ্ঠান, কে যেন দিয়েছে রুয়ে কোথায় দাঁড়াবে	শামসুর রাহমান			একান্তরের দিন গুলি	জাহানারা ইমাম/ সন্ধানী প্রকাশনী	দ্বিজেন শর্মা	সমীক্ষা, চিত্র প্রদর্শনী, সময়ের বলিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি/ সৈয়দ জাহাঙ্গীর	
২৭/১১/৮৬ ১০/৮/৯৩	গুন্টরগ্রাস, পশ্চিম জার্মান সংস্কৃতিক অঙ্গনের এক নি:সঙ্গ ভারত শিল্প ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হৃৎ কলমের টানে দূরদেশ-স্বদেশ	সামসুল ইসলাম খান পথিক, শওকাতুজ্জামান সৈয়দ শামসুল হক জ্যোতি প্রকাশদত্ত			মুখ খুলতেই হবে, তিমের ভেতরে, আমার বেদনা ভয় পায় যে মুহূর্তে, শুকিয়ে গিয়েছে ফুলগুলো করেছি কিছু প্রেম করেছি কিছু-কাজ, হে হৃদয় হে যাত্রী, আজ আবার একটি বানীকে খুঁজে ফিরছে কল্পনা	মুল: গুন্টার গ্রাস অনু: হায়াৎ মামুদ মুল: গুন্টার গ্রাস অনু: হাসান ফেরদৌস মুল: ফয়েজ আহমদ ফয়েজ অনু: রণেশ দাশ গুপ্ত						তেল রং বাগান কাইয়ুম চৌধুরী বহুমূত্র নিয়ন্ত্রণে ব্যায়াম/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৬

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	লিখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লিখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৪/১২/৮৬ ১৭/৮/৯৩	সারেং বৌ. জীবন ও শিল্পের নিরিখে	মুরতজা আলী	জোয়ও উরসে:	মুল: ব্রেনো একিওাল অনু: মাসুমা খানম	ধরে রাখি প্রতিদিন, দুর্ধর্ষ হীরের টুকরো উরুতে উর্মি মালা	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ হাবীবুল্লাহ সিরাজী			প্রবন্ধ: কালারাত্রি খন্ড চিত্র, দুই দশকের স্মৃতি	শওকত ওসমান, জগচ্চিত্র প্র. মো. মোহাইমেন	সন্তোষ গুপ্ত সৈয়দ আবদুস সুলতান	গরবাচেভের ভারত সফর/শেখ গোলাম হাসান	
১১/১২/৮৬ ২৪/৮/৯৩	স্মৃতিময়, জহুর হোসেন চৌ. অন্য দরবার প্রীতিলতা ও তৎকালীন রাজনীতি, জীবন শিল্পী চিঙ্গিজ আইৎ মাতভ, সংগীত চিন্তা	জ্যোতি প্রকাশ দত্ত সন্তোষ গুপ্ত, আবদুল মাবুদ খান, দ্বিজেন শর্মা করুনাময় গোস্বামী	স্পন্দন	মাফরুহা চৌধুরী					সংখ্যা	সেলিনা বাহর জামান/ বাংলা একাডেমী	সৈয়দ মাসুদ		
১৮/১২/৮ ৬ ২/৯/৯৩	রশিদ চৌধুরী: শ্রদ্ধাস্পদেষু ঝড়ের পাখি হে., প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিন গুলী, দুই বিজয়ী	আবুল মনসুর আসাদ চৌধুরী ওয়াহিদুল হক	সন ইস্রিস্তের শীর্ষে	এনামুল হক									সাময়িকিটি দুই পৃষ্ঠায়
২৫/১২/৮ ৬ ৯/৯/৯৩	সরাদর জয়েনউদ্দিন, ওরে ভীরু তোমার হাতে, হাৎ কলমের টানে, উত্তর কোরিয়ার সাহিত্য, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিন গুলী জনতার জন্য সংস্কৃতি	রশীদ হায়দার, হায়াৎ মামুদ, সৈয়দ শামসুল হক, কবীর চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী, মতিউর রহমান			নিভার হয়ে গেছে, অন্তলোচন	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন সানাউল হক খান			গল্প: মনি ও তাহার কুকুর	শওকত ওসমান/ প্যাপীরাস	আবুল কালাম জনজুর মোরশেদ	ভিয়েতনামে নেতৃত্বের পালাবদল/ শেখ গোলাম হাসান বুড়ো বয়সে মূল্যবান পুষ্টি/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
১/১/৮৭ ১৬/৯/৯৩	জয়নুল আবেদীন, শতাব্দির রক্তাক্ত স্বীকারোক্তি:একজন আধুনিক কবির কবিতা প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	মাকফ রায়হান, তুষার দাশ আসাদ চৌধুরী							প্রবন্ধ: Flamin Howems	মুহাম্মদ নুরুলহুদা (ইংরেজি গল্প) নিয়ে বাংলা দুই দশকের কাব্য ৬০ ৭০	খো. আশরাফ হোসেন	চীন ছাত্র বিক্ষোভের টেউ/শেখ গোলাম হাসান	
৮/১/৮৭ ২৩/৯/৯৩	পূর্ণিরতীন ও নিরাবেগ বেক্ষপত্র, হং.কনদের টানে, ছোট খাট বিষয় আশয়, জিজ্ঞাসা ও অঙ্গিকারের মানুষ, যুদ্ধ এখন বস্তুবতার প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, প্রসঙ্গ বই পড়া	কায়েস আহমেদ, সৈয়দ শামসুল হক, রশীদ হায়দার, আ. আজিজ মূল: সিপহো সেপামোলা অনু: হাসান ফেরদৌস, আসাদ চৌধুরী তানভীর মোকাম্মেল			বেন মলয়েস, আলেকুলা গুমা ও অন্য সহযোদ্ধাদের প্রতি	মূল: অসমা-মাম আইদুর অনু: হাসান ফেরদৌস			প্রবন্ধ: বাংলার কথা	সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন	সন্তোষ গুপ্ত	কৃষ্ণ আফ্রিকার নতুন শক্তি/ সাইদুর রহমান, পেন্টে গেল হস্তে/ ড.ওয়াকত চৌধুরী	
১৫/১/৮৭ ১/১০/৯৩	জ্যাঁ যেনেঃ এক আশ্চর্য সরে গেছি, দূরে চলে যাইনি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আত্মজিজ্ঞাসা প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি,	সৈয়দ আবুল মকসুদ, মতিউর রহমান, আসাদ চৌধুরী	অনেক খানি ভূমি	জুয়ান রাল্ফো/মজহার ল করিম।	কাজেই বলতে পারি, আরে তো	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ সুভাষ মুখোপাধ্যায়			Minority politics in Bangladesh	মোহাম্মদ গোলাম কবীর/ নওরোজ কিতাবিস্তান	সৈয়দ আজিজুল হক		
২২/১/৮৭ ৮/১০/৯৩	শেষ অভিজাত, সৈ.নুরুদ্দিন স্মরণে, সরেগেছি-যাইনি, হং.টা. প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, মাইল পোষ্ট, একটি স্মরণ গ্রন্থ	বেলাল চৌধুরী, মতিউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক আসাদ চৌধুরী কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ			কথা বলা কথা লেখা, সংবাদিক নুরুদ্দিনের প্রতি হে শব্দ কর	সানাউল হক, প্রিন্স রফিক খান, সৈয়দ হায়দার সৈয়দ শামসুল হক							
২৯/১/৮৭ ১৫/১০/৯৩	ইমদাদুল হক মিলনের কুশীলব, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, ছোট খাট বিষয় আশার	দ্বিজেন শর্মা, আসাদ চৌধুরী, রশীদ হায়দার	শেষ অনুরাধ	আলেক জাডার চের্মপিলড/ সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল	আমার শহর (সচিব মহৎ কারণ -কারণ কাইয়ুম চৌধুরী)	সৈয়দ শামসুল হক			উপন্যাস: মনের মত টিই	শামসুদ্দিন আবুল কালাম/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত		

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৫/২/৮৭ ২২/১০/৯৩	বাংলা ভাষার প্রচলন সমস্যা প্রসঙ্গ, মুদ্রাক্ষর যন্ত্র হৃৎ কলমের টানে কোষে কোষে কথা হয়, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি,	মুহাম্মদ দানিউল হক সৈয়দ শামসুল হক, হারুন কে এস ইউসুফ, আসাদ চৌধুরী			প্রানন্তের ছক্কা/ দুজনে ছিলাম শুয়ে এই খানে/ সমুদ্রের বোঝাভার থেকে, ছিন তলিয়া, এই শীতে	মুল: সেসার বাইয়েহো অনু: শিহাব সরকার সোহরাব হাসান, শাহনুর খান			প্রশাসনের অন্তরমহল, বাংলাদেশ	জয়ন্ত কুমার রায় ও মুনতাসির মামুন/ প্যাপিরাস	জামান মাহমুদ	ইরাস-উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং ওআইসি/ শেখ গোলাম হাসান	
১২/২/৮৭ ২৯/১০/৯৩	শেকড়ের সন্ধানে সাম্প্রতিক লাতিন কবিতা আহমদ হোসেন স্মরণে এক মহান শিল্পীরে নেতা গুরুত্বে প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি,	মুল: রবার্ট মার্ভেজ অনু: হাসান ফেরদৌস, আসহাব উদ্দিন আহমদ, মতিউর রহমান আসাদ চৌধুরী	দুই বন্ধুর গল্প	ভাস্কর চৌধুরী	যখন মেঘে গোধুলি/ কবেকার হাহাকার/ আমি ছাড়া কে জানে/ ফেলেছিনু রেস্তে রায়	শামসুর রাহমান			খাদ্য ভুবন	সানাউল হক/ বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত		
২৬/২/৮৭ ১৬/১১/৯৩	একুশের উপন্যাস গ্রাসনন্ত সম্পর্কে এক জন কবির দৃষ্টি ভঙ্গি তিনটি জীবনী গ্রন্থ প্রসঙ্গে, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, এ দেশের সৃপত্য কলা-সমস্যা ও সমাধান	রফিকুল্লাহ খান, মুল: ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেঙ্কো অনু: মনজুরুল হক, মুনতাসীর মামুন, আসাদ চৌধুরী, রবিউল হুসাইন			চ্যালেঞ্জারের জন্য প্রার্থনা সঙ্গীত	ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেঙ্কো/ন নজরুল হক			চড়বরঃর বধব বষরঃরবং ষরহ ইধহমষধফব ংয	চকটর রঙ্গলাল সেন/ টচখ	আবু জাফর সামসুদ্দিন		
১৯ ফেব্রুয়ারি সাময়িকী প্রকাশিত হয় নি।													

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৫/৩/৮৭ ২০/১১/৯৩	উপকথা নয়, পুরানই মাটির কথা বলে, (সাক্ষাৎকার) ভ্রমণ/ বিলেতে কিছুদিন	মূল: উইলিয়াম গোল্ডিং অনু: দাউদ হায়দার, তানভীর মোকাম্মেল	কোথাও উম্মুল	কাজী ফজলুর রহমান	নৈঃশব্দ ট্রাফিক বাতিগুলি	শুভ রহমান, মূল: হীন বিশে মু-(প্যালে) অনু অনু: নরুল করিম নাসিম			প্রবন্ধ: বাংলাদেশে নাট্যচর্চা গল্প, চলচ্চিত্রের খুটিনাটি কাব্য, জয়হবে দীর্ঘশ্বাসে	রামেন্দ্র মজুমদার মুক্তধারা, হাসান আ.হক/ মুক্তধারা, শিহাব সরকার/ মুক্তধারা	জামান মাহমুদ, সন্তোষ গুপ্ত	উৎসর্গ/ সুচরিত চৌধুরী পেইন্টিং দেবদাস চক্রবর্তী ছাপচিত্রে কর্মশালা আঁত লিয়ে-৭১/ নঈম মাহমুদ, ওরতেগার সঙ্গে এক দিন সালমান রুশদী অনু/ হাসান ফেরদৌস	পত্রিকার মূল্য ১.৫ টাকা হয়েছে। সময়িকীস হ মূল্য ২.০০
১২/৩/৮৭ ২৭/৯৩	মহাত্মা গান্ধী, আমাদের চিত্র কলার ক্ষেত্রে সমালোচনার অভাব প্রসঙ্গে, ওয়ালিউল্লাহর সাহিত্য কর্ম প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি,	আবু মহাদেব হবিবুল্লাহ মতলুব আলী, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আসাদ চৌধুরী			তেমন রয়ফ গন্ধ, বিনয়ী বসন্ত/ কবি বিনয়/ এপিটাফ, এই বসন্তেও	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মূল: ইরক্তি ভেলিকার অনু: অসিত বরণ দে, শামসুল ইসলাম			প্রবন্ধ বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি	আহমদ রফিক/ মুক্তধারা	মঞ্জুরুল হক	ড্রইং-নিতুন কুন্ড মধুমাস ফেব্রুয়ারি/ সাইয়িদ হাসান রিগান এখন কি করনে/ শেখ গোলাম হাসান চিত্র কর্ম পোড়ামাটি/ অলক রায় কেশ প্রসঙ্গে/ ডা.শুভাগত চৌধুরী.	
১৯/৩/৮৭ ৪/১২/৯৩	অলস দিনের হাওয়া, শ্রেণী সমাজ ও সাহিত্য, আলেক্সান্দার পুশকিন, আধুনিক কথা সাহিত্যের স্রষ্টা, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, ভ্রমণ, চীনের মসজিদ মন্দির, ছাপচিত্রের দক্ষ রূপকার মনিরুল ইসলাম সঙ্গে আলাপ	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম [illegible]দেহা, কবীর চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী, মুনতাসীর মামুন মাহমুদ আলী জামান			এসব কি হচ্ছে, আমি বাড়িয়ব	আমজাদ হোসেন			সংগ্রামের তিন দশক, দেশ বিদেশের পথে	খোকা রায়/ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, সেলোয়মান আলী/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত, মনজুরুল আহসান বুলবুল	বেনজীরের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার/ শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
২/৪/৮৭ ১৮/১২/৯৩	মুক্তিযুদ্ধের গল্প রূপ অলস দিনের হাওয়া গুরু কণ কণ কণ, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি,	রফিকুল্লাহ খান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সুচরিত চৌধুরী আসাদ চৌধুরী	ভলুক	বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	নানা দিনে নানা ছবি	মোয়াজ্জেম হোসেন			প্রবন্ধ: সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ	আবদুল মান্নান সৈয়দ/মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	পিএল ও ঐক্য কি সম্ভব/শেখ গোলাম হাসান মানুষ, প্রতি পক্ষ ভাইরাস/ ডা.শুভাগত চৌধুরী.	
৯/৪/৮৭ ২৫/১২/৯৩	হাসান হাফিজুর রহমান, জীবন ও সাহিত্যকর্ম, দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়, বঙ্গসংস্কৃতির এক ভিনদেশী প্রধান পুরুষ ক্লিয়েরেদেক, মানুষ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি,	মিনার মনসুর, রশীদ হায়দার, মহবুবুল হক, কবির আহমদ, আসাদ চৌধুরী			এই বদল আমরা ও নিচ্ছি দুহাতে, মানুষের এপিটাফ/ শত শত অথবায়, ওদের জীবন মৃত্যু যেন একাকার হয়	সিকদার আমিনুল হক, জাহিদ হায়দার, সিদ্দিকুর রহমান			কাব্য. ভূমধ্য সাগরে অন্ধ ঘূর্নি যা বলুক	আলতাফ হোসেন/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	চিঠি: অমৃত-গরল সংবাদ/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
২৩/৪/৮৭ ৯/১/৯৪	ভাষা নিয়ে অলস দিনের হাওয়া, সবার উপরে মানুষ সত্য, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি,	সনৎ কুমার সাহা সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আবু জাফর শামসুদ্দিন, আসাদ চৌধুরী	নিয়ম	আনিস রহমান	দেখি নাই তোমাকে দেখে নাই, তোর জন্য নাম, আমি তার শুধু তার	জহিদুল হক, কামাল চৌধুরী, নাসির আহমেদ			ব্যাধির বিরুদ্ধে বিক্রমী	আবদুল হক খন্দকার/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	দক্ষিণ কোরিয়া সামরিক শাসনের দিন ফুরাচ্ছে/ শেখ গোলাম হাসান মানসিক চাপ সব সময় মন্দ নয়/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	বন্ধ১৬/৪

মে-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৭/৫/৮৭ ২৩/১/৯৩	উচুঁ রবি নিচু রবি সার্বভৌম কবি, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র কাব্যে, আর্ট সঙ্গীত ও সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথের চীনা ছাত্র, আলৌকিক আনন্দের ভার, ফুফী জুলফিকার হায়দার ও কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ, অলস দিনের হাওয়া	ওয়াহিদুল হক, মাহবুবুল হক, অনুপম সেন দিলওয়ার হাসান, কাজী আনোয়ারা বেগম, সিদ্দিকুর রহমান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	শখ	হামীম ফারুক	স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, হ্যারিকেন	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মকিদ হায়দার						প্রবাসে মু.যু.দিন.ও/ আ.সা.চৌ. চিনির বিকল্প কতটুকু/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	সাময়িকী সহ পত্রিকার মূল্য ২.০০
১৪/৫/৮৭ ৩০/১/৯৪	কবি কবিয়েল, দিনেমারের দেশে, আত্ম পরিচয়ের সীমানা অঙ্কন, মহিলাদের শরীর প্রবসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি,	সুচরিত চৌধুরী তানভীর মো. চিনুয়া আকিবির সাক্ষাৎকার/ শহীদুল জহির আনোয়ারা সৈয়দ হক আসাদ চৌধুরী			বিপদ ঘন্টা বাজাও কবিতা	মূল: হাইরিশ ব্যোল অনু: সামসুল ইসলাম খান, সৈয়দ হায়দার	দুর্দিনে কবির শেষ কবিতা		মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ	মুহম্মদ আব্দুল জলিল/ বাংলা একাডেমী	মুহম্মদ ইদরিস আলী	ইন্দোনেশিয়া কবে সরে যাবে আন্তকা শেখ গোলাম হাসান	২১ তারিখে সাময়িক প্রকাশিত হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৪/৬/৮৭ ২০/২/৯৪	নজরুল গীতি, স্বরলিপি, নজরুলের জীবনের শেষ অধ্যায় ও সুফি জুলফিকার হায়দার, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, অলস দিনের হাওয়া	করুনাময় গোস্বামী, আব্দুল মজিদখান, আসাদ চৌধুরী সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	শৃঙ্খলায় ক্ষত	বিপ্রদাশ বড়ুয়া					প্রবন্ধ: নান্দনিক নৈতিকতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	হাসান ফেরদৌস/ সাহিত্য সমবায়ে	ওয়াসি আহমেদ	নিয়নের কসাই:শেখ গোলাম হাসান তেজস্ক্রিয়া নিয়ে ভজিলতা/আব্দুল্লা আল মুতি	
১১/৬/৮৭ ২৭/২/৯৪	এক মানব প্রেমিক ও গবেষকের মৃত্যু, কিছু কথা, ভালেন্তিন রাসপুতিন, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি,	দাউদ হায়দার, দ্বিজেন শর্মা, আসাদ চৌধুরী	পাথরের ফুল	ফজলুল কাশেম	এখনি হঠাও, আমার ভয় করছে	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, জাহিদ হায়দার			গল্প নদীর নাম গনতন্ত্র	বিপ্রদাশ বড়ুয়া/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	ফ্রিজ,ভেতরে শত্রু বাহিরে শত্রু/শেখ গোলাম হাসান বর্ধাকের রূপ ও রহস্য/ ডা.ভগত চৌধুরী	
১৮/৬/৮৭ ৩/৩/৯৪	লাল দীঘি, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, খাজা আহমদ আব্বাস: এক জীবন বাদী লেখক, অলস দিনের হাওয়া	সুচরিত চৌধুরী আসাদ চৌধুরী রশীদ আল ফারুকী, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	আউগস বুর্গের চক্রবৃত্ত, মানুষ	মুল: বার্টল্ট ব্রেখট অনু: মফীজ দীন শেখ, মতিয়া চৌধুরী	তোমার বাঁশরির, রূপহারা সঙ্গীতে, সূর্যোদয়ে সংসারের সজল সিঁড়িতে	মোয়াজ্জেম হোসেন, শাহজাহান হাফিজ			প্রবন্ধ: বিচিত্র চয়ন	রমজান আলতা খান মজলিশ/ মনোলোভা প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
১০/৭/৮৭ ২৫/৩/৯৪	নজরুল কে নিয়ে প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর উজানের মৃত্যু, ঢাকার পরিতোষ সেন অর্ধ শতব্দী কলকাতায় একজন শেকড়হীন মানুষ	জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত আসাদ চৌধুরী, মো.জয়নুদ্দিন, মতিউর রহমান	জীবিকা	হাইনরিখ বেল্যা/ ভার্গব বন্দ্যো পাধ্যায়	না হয় আমি ঘুমের ঝুঁকে	শামসুর রাহমান			প্রবন্ধ: শরৎচর্চা	নারায়ণ চৌধুরী/ মুক্তধারা	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	উপসাগার, আরেক হুমকি শেখ গোলাম হাসান এইডস, রোগী শিকারীদের কাহিনী/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	এস এসসির রেজাল প্রকশিত হওয়ায় ২ জুলাই সাময়িকী প্র. হয়নি।
১৬/৭/৮৭ ৩১/৩/৯৪	আহসান হাবীব যা বৃক্ষ অলস দিনের হাওয়া, প্রবসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, তিমির বণ	আবু মো. মোজাম্মেল হক, দ্বিজেন শর্মা, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আসাদ চৌধুরী, করুণাময় গোস্বামী	যাত্রী	কাজী ফজলুর রহমান	স্বভাবটা এই যেমন বাতাসে	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ			প্রবন্ধ: মুসলিম মানসের রূপান্তর	শওকত ওসমান/ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী	তনভীর মোকাম্মেল	সেকি দেহের বুড়ো না মনের বুড়ো/ ডা.শুভাগত চৌধুরী সাম্প্রতিক সিঙ্গাপুর/ শাহীন হক প্রযুক্তির চরিত্র/ জহুরুল হক	
২৩/৭/৮৭	প্রথম পুরুষ, মনির উদ্দিন ইউসুফ, পেজলা চিঠির দেশে, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি,	আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবু জাফর শামসুদ্দিন সুচরিতা চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী,			কোথয় লুকিয়ে থাকো/সে রাতে বলেছি/ ল্যাম্পপোস্ট	শামসুর রাহমান						বিজ্ঞান ও প্রত্যাশা/ আলী আসগর ভিয়েতনাম, নতুন নেতৃত্ব/ শেখ গোলাম হাসান কোন ধরনের মোটা আপনি/ ডা.শুভাগত চৌধুরী,	

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
১৩/৮/৮৭ ২৭/৪/৯৪	হৃৎ কলমের টানে, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, মার্ক শ্যাগল, স্মৃতির রূপকথা	সৈয়দ শামসুল হক আসাদ চৌধুরী, রফিকুন নবী	হৃদয়ে রক্তপাত	দিলওয়ার হাসান	স্বগোক্তি প্রথম আলোক বর্ষের জীবন	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, খালেদা এদিব চৌধুরী			দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষে	সাইয়েদ আহমদ হাই/ বাংলা একাডেমী	সন্তোষ গুপ্ত	ওষুধ থেকে বিপদ	৭ তারিখ ঈদুল আজহা উ.বঙ্ক
২০/৭/৮৭ ৩/৫/৯৪	হৃৎ কলমের টানে প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, চিত্রিত এক নিঃসঙ্গ সাম্পান, পটুয়া কামরুল হাসান সত্যেন রচনা সমগ্র এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ, নাটক পশ্চাদভূমি ও উত্তরণ	সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী., রবিউল হুসাইন, তানভীর মোকাম্মেল, মো. জয়েনুদ্দিন			কালো রুমাল/ ঘন্টা ধ্বনি, মফস্বলে আবার আরাধ্য হোব	মাকিদ হায়দার, জিনাত আরা রফিক, তুষার দাশ						প্রযুক্তির পথে/ জহুরুল হক, আগামী দিনের চিকিৎসা/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
২৭/৭/৮৭ ১০/৫/৯৪	হৃৎ কলমের টানে, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি, নজরুলের বাজেয়াপ্ত রচনা, আবেগ উচ্ছ্বসিত নজরুল মহাশূন্যে রাশিয়ার বিরাট অগ্রযাত্রা, অলস দিনের হাওয়া	সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী., রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী/সনজিদা খাতুন সুব্রত বড়ুয়া সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	বন ভূমি	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	জল হাওয়া ও বাংলাদেশ	শামসের আনোয়ার			প্রেম ও বিপ্লবের কাব্য	ফারুক মেহেদী (অনূদিত)	মোহাম্মদ রফিক	দক্ষিণ কোরিয়া গণতন্ত্র কি আসবে? কিস নায়ে জু./ শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৩/৯/৮৭ ১৭/৫/৯৪	সমরসেন সাহস ও সততার প্রতিকৃতি মানুষের অস্তিত্বের প্রতিকৃতি গেরিলা কবি চীনে আধুনিকতার নতুন হাওয়া হৃৎ কলমের টানে প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন	শামসুর রাহমান অশোক মিত্র মুনতাসীর মামুন সৈয়দ শামসুল হক আসাদ চৌধুরী			স্মৃতি/মেঘ দূত/ উর্বশী এটা এমন একটা সময় একটি অপ্রতিরোধ্য কবিতার জন্য প্রার্থনা অশঙ্কের কারুকাজ	সমরসেন শাহজাহান হাফিজ আবসার হাবীব তুষার দাশ						ফিলিপাইন/ শেখ গোলাম হাসান	
১০/৯/৮৭ ২৪/৫/৯৪	নজিব হিক মতের আত্মজীবনী হৃৎ কলমের টানে চেতনা বিষ্ণুর উৎসর্গের কবি সাইয়িদ আতীকুল্লাহ অলস দিনের হাওয়া- নবর সেন তার কবিতা তার অঙ্গীকার	বিনায়ক সেন সৈয়দ শামসুল হক সন্তোষ গুপ্ত সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	দেওয়ান হাট	সুচরিত চৌধুরী	আত্মজীবনী কোন এক বংশী বাদক জন্মান্ধের সৌন্দর্যবর্ননা	নাজীম হিকমত/ বিনায়ক সেন সিদ্দিকুর রহমান জাহিদ হায়দার						দূরদেশ স্বদেশ/ জ্যোতি প্রকাশ দত্ত মধ্য আমেরিকা শান্তির সম্ভাবনা/ ডা. ওয়াহাব চৌধুরী হরমোন ওষুধ ক্রীড়াবিদ/ ডা. ওয়াহাব চৌধুরী	
১৭/৯/৮৭ ৩১/৫/৯৪	হৃৎ কলমের টানে চাঁদের হাসি বাঁধ ওয়াল সোয়িঙ্ক, ভেঙেছে কালো আফ্রিকার হীরক দ্যুতি/ প্যারি ও লড়	সৈয়দ শামসুল হক, আলমগীর সাত্তার হেনরিখসন/নাজেন্দুল আওয়াল	প্রেম কুপি সংক্রামক	মূল: নি হঁচি হোশি অনু: বেলাল চৌধুরী আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন					বিজ্ঞান প্রানলোক, নতুন দিগন্ত	আব্দুল্লা আল মুতী/ আহমদ প্রাবনিশির	এ এন রাশেদ	রুডলফহেস এর মৃত্যু ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক/ শাহীন হক বাংলাদেশের স্থাপত্য সংস্কৃতি/ হাসী মোস্তফা	
২৪/৯/৮৭ ৭/৬/৯৪	মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, ভূমিকা ও সাক্ষাৎকার অলিখিত জীবনের ভাষ্যকার দূরের থেকে সুদূরের ইঙ্গিতে হৃৎ কলমের টানে	আবদুল মান্নান সৈয়দ, সেলিনা হোসেন রবীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী সৈয়দ শামসুল হক			সবাই তটস্থ হয়ে আছে কবি/ উর্বশী তুমি ও/ বিপজ্জনক নয়/ প্রতিযোগিতা	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ আবু হেনা মোস্তফা কামাল			কব্য, আমার সময়	আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ/ অনিন্দ্য প্রকাশক	মোয়াজ্জম হোসেন	মোরহেক কি বিপদ মুক্ত হতে পারবেন/ শাহীন হক	

অক্টোবর-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
১/১০/৮৭ ১৪/৬/৯৪	রাজনীতি ও ছাত্র সমাজ অলস দিনের হাওয়া নাম তার ক্যামিলিয়া হৃৎ কলমের টানে	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, নওয়াজেশ আহমেদ, সৈয়দ শামসুল হক	পাথর কুচি	ফজলুল কাশেম	রিস্ত মাস্টার	খোন্দকার আশরাফ হোসেন			কাব্য, প্রতীকের হাত ধরে অনেক প্রতীক	ইকবাল আজিজ	হাসান ফেরদৌস	পারমানবিক অস্ত্রহ্রাসে বৃহৎ শক্তির মতৈক্য/ শাহীন হক	
৮/১০/৮৭ ২১/৬/৯৪	সমালোচক হৃৎ কলমের টানে, মুহম্মদ নুরুল হক এক অনন্য সমাজ সেবক	আবদুল মান্নান সৈয়দ সৈয়দ শামসুল হক আবুল মাল আবদুল মুহিত			রুচি হয় ঝড়ে ও স্বপ্নায় আছি তোমার নৌকায়	শামসুর রাহমান; রেজাউদ্দিন স্টালীন			দেওদান বের মালিকানা সত্যেন্দ্রনাথ বসু	জুবায়দা গুলশানআরা/ সরদার প্রকাশনী, সম্পাদক তপন চক্রবর্তী/বাংলাএকাডেমি	কবীর চৌধুরী সন্তোষ গুপ্ত	ও মাধবী ও মালতী/ দ্বিজেন শর্মা জাপান প্রধান মন্ত্রিত্বের লড়াই বিজ্ঞান নিয়ে লেখা/ আব্দুল্লাহ আল মুতি	
১৫/১০/৮৭ ২৮/৬/৯৪	রক্তচুল্লির সাংসারে শালতে গুনের মহোৎসব জীবনানন্দ দাশের কারু বাসনা হৃৎ কলমের টানে জীবন প্রেমীদের জন্য তারকা লোকে থাক অবারিত অলস দিনের হাওয়া	সাইদ হায়দার মাহমুদুল কবির সৈয়দ শামসুল হক এডুয়েদো প্যারেজ এস কুই চেল/ মুস্তাফিজুর রহমান খান সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	ঝড়	মাফরুহা চৌধুরী	নিগৃহীত পংক্তিমালা	এনামুল হক						যোগাযোগের দিগন্ত/ জহুরুল হক প্রথম হটি এটাকের পর/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
২২/১০/৮৭ ৪/৭/৯৪	হৃৎ কলমের টানে বাস্কর রোঁদ্যাদার জীবন ইতিহাস ও সমকাল স্মৃতির ফুল কনকচাঁপা	সৈয়দ শামসুল হক দিলওয়ার হাসান মমতাজউ. পাটোয়ারী শিপ্রারক্ষিত			ছলকাম/ পাগলামী নেপোর মারতে দুই তুষারে প্যারিস বৃক্ষ গুলো দাঁড়িয়ে আছে	সানাউল হক খান আবুল মোমেন মূল: শিওপন্ত সেতার অনু: হাসান ফেরদৌস শামসুল ইসলাম			শাড়ী/ এখানে ফটো তোলা হয়/ বাসে এক যাত্রী ও অন্যান্য গল্প/ দশ পয়সার প্রথম পর্ব/ দশ পয়সা দ্বিতীয় পর্ব/	রশীদ উ. আহমদ/	আবু জাফর শামসুদ্দিন	ওয়ালী খানের বই/ ভারত ভাগ প্রসঙ্গে কিছু কথা/ তানভীর মো. সমর নায়ক বাবু কা ও তার দ্বিতীয় অভ্যুত্থান/ শাহীন হক	

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৫/১১/৮৭ ১৮/৭/৯৪	হৃৎ কলমের টানে জোসেফ ব্রডস্কী ও এবারের নোবেল পুরস্কার কবি মঈনুদ্দিন ভ্রমণ সাম্পাটান নগরী গ্রীস শিল্পী-নিজামীর চিত্রকর্ম	সৈয়দ শামসুল হক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আনিসুজ্জামান আব্দুস সত্তার মতলুব আলী			আমি আমার হৃদয় পতিত পুষ্প সৌরভ রেলগাড়ি কেগ্নো সবাই বিদায় নেয় সেই মেয়েটি	ঝাও নাল মুলি ফিভস্যাফেত্র পিয়ান জিলিন খালেদা এদিব চৌধুরী ইকরাম আজিজ আসীম সাহা	চীনা কবিতা অনুবাদক ফয়েজ আহমদ		গল্পঃ মৃত্যুবাণ	মঞ্জুসরকার/ UPL	আতোয়ার রহমান	যাদুবিদ্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ/ মুনতাসীর মামুন পদ্মদের জন্য আশার সংবাদ	
১২/১১/৮৭ ২৫/৭/৯৪	সফিউদ্দিন নিভৃত ও নেপথ্যচারী এক বড় মাপের শিল্পী হৃৎ কলমের টানে অস্কার আরিযাসের নোবেল পুরস্কার ও মধ্য আমেরিকায় শান্তির অন্ধতা	রফিকুন নবী সৈয়দ শামসুল হক শাহীন হক	বিদায়	মূলঃ হাইনরিখ ব্যোল অনুঃ মোবারক হোসেন খান	এতো দ্রুত চলার/ তার কেথাও যাবার ছিল/ ওইতো আমার তরবারি/ শালিখের কিচিরমিচির	আবদুল মান্নান সৈয়দ সাইয়িদ আতীকুল্লাহ						সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর তরঙ্গ ভঙ্গ, সামাজিক সমস্যা মোহাম্মদ জয়েনুদ্দিন	
২৬/১১/৮৭ ৯/৮/৯৪	হৃৎ কলমের টানে শিশিরের শব্দের মতন মো. নাসির উদ্দিন শতবর্ষ উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি সফিউদ্দিন আহমেদ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, জীবন ও সৃষ্টি	সৈয়দ শামসুল হক নওয়াজেশ আহমদ সৈয়দ আবুল মকসুদ রফিকুন নবী নুরুল ইসলাম	ছুটি	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	ভস্মের বিজয়ে অন্ত হিঁত হয়- অকারণে	মুহম্মদ নুরুল হুদা শিহাব সরকার			কোথা থেকে কোমন করে এলাম (বিজ্ঞানাব)	তপন চক্রবর্তী/ মুক্তধারা	রেজাউল রহমান	ক্যান্সারে কিছু মৌলিক প্রশ্ন/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	হরতালের কারনে নিউপ্রিন্ট সরবরাহে আ.যা.স ম.প্র. হয়নি (১৯ শে)

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৭

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৩/১২/৮৭ ১৬/৮/৯৪	হৃৎ কলমের টানে যাতায়তের সীমানা আঁদ্রে মাল রো.জীবন ও শিল্পি চেতনা প্রসঙ্গে স্মৃতির ফুল কনক চাঁপা লোক সাহিত্যের ভুবন ও কিছু স্মৃতি	সৈয়দ শামসুল হক জহুরুল হক আবেদীন কাদের একে এম নুরুল ইসলাম রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী	সিটি যে গড	শামসুদ্দিন আবুল কাশেম	পাগল বালক আশ্বাস	শামসুল ইসলাম জিনাত আরা রফিক			খনার বচন	সম্পাদনা. পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্র আনন্দপুর, সাভার ঢাকা	সিদ্দিকার রহমান		
১০/১২/৮৭ ২৩/৮/৯৪	রশীদ চৌধুরীর শিল্প স্বরূপ জহুর হোসেন চৌ. সময়ের সারথী মৃত্যুর সাইত্রিশ বছর পরে আমাদের কাছে বিভূতি ভূষন আঁদ্রে মালিরো. জীবন ও সমীক্ষা. দর্পণে নিজের মুখ	মতলুব আলী সন্তোষ গুপ্ত আহমেদ আশরাফ আবেদীন কাদের হায়াৎ মামুদ			মুখরিত জীবনের কথা সাম্প্রতিক ভাবনা	খালেদা এদিব চৌধুরী দেলোয়ার হোসেন খান						মানসিক চাপ ও শিশু/ ডা.ওজাগত চৌধুরী বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বর্তমান অবস্থা/ শহীদুল ইসলাম	
২৪/১২/৮৭ ৮/৯/৯৪	অতুল প্রসাদের গানে সমকালীন কবিতায় শরীর ও মেজাজ আর্দ্রে মালরো হেমাঙ্গ বিশ্বাস তার শিল্প ক্ষুধা উড্ডীন কড়চা আকাশ ভরা সূর্য তারা	দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় মোহাম্মদ জয়েনুদ্দিন হাসান ফেরদৌস শান্তনু কায়সার আলমগীর সন্তোষ	ঐ	মামুন চৌধুরী/ আমিনুল হক মিন্টু	গালিব অজ্ঞাত বনে দ্রাক্ষাবনে দ্রৌপদী কালের পাথর অবিরল বর্ষণ	জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী হবীবুল্লাহ সিরাজী রবীন্দ্র গোপ মূল: গাব্রিয়েলা মিস্ত্রল অনু: তসলিমা নাসরিন			ধর্ম ও রাষ্ট্র	ড. রশীদ আল ফারুকী/ অক্ষর চট্টগ্রাম	আবু জাফর শামসুদ্দিন	সোনার চেয়ে সোনা ডিম/ডা.ওজাগত চৌধুরী	
৩১/১২/৮৭ ১৫/৯/৯৪	দুই দ্রষ্টা পুরুষ. রবীন্দ্রনাথ ও নেহেরুর লেখ্যেপত্র বিনিময় রশীদ আল ফারুকী. নব প্রজন্মের একমুক্তি যোদ্ধ উড্ডীন কড়চা ইতিহাস ও ঐতিহাসিক চেতনা	চিত্তরঞ্জন বাইন মিনার মনসুর হাসান ফেরদৌস মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী	ভয়	বিশিত খান	সরল গন্তব্যে ব্যুরোক্র্যাসী	মাকিদ হায়দার			চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস	ড. আশরাফ সিদ্দিকী/ আশরাফ ফাউন্ডেশন	জাহানারা বেগম	বহু কাদাদের কথা ও জীবন তত্ত্ব/ ডা.ওজাগত চৌধুরী	

জানুয়ারি-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৭/১/৮৮ ২২/৯/৯৪	বিপ্লবী ও প্রেমিক, আর্দ্রে মালরো জীবন ও শিল্প চেতনা আমি ও আমার লেখা	কবীর চৌধুরী, আবেদীন কাদের, মূল: কন স্তানতিন পাউস্তোভিস্কি অনু: দিলওয়ার হাসান	অধ্যবসায় ঝগড়া পর্ব	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, অমল সাহা	এখন আমি কি করি, প্রিয় সেই স্মৃতিগুলো, দুলে ওঠে ঝুটি, মধ্যবিত্তের মেরুদন্ড বিষয়ক	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, নাসির আহমেদ, আবু তাহের, জাহিদ হায়দার			গল্প, ফেরারী উত্তরাংগ, নাটক নাট্যকার, পত্র সাহিত্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন/ মুক্তধরা, গজনফর আলী/ হাফিজ বুক সেন্টার, আমস নূরুল ইসলাম সম্পাদিত/ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত	ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, সন্তোষ গুপ্ত	চিত্র কর্ম এস এম সুলতান, ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে/ ডা.শুভাগত চৌধুরী পুষ্প তরু পরিচিতি প্রয়াস/ শ্যামল রায়	
১৪/১/৮৮ ২৯/৯/৯৪	সারকোকে গাস বিজ্ঞান সাহিত্যের অনুবাদ	আলী আনোয়ার, আলী আসগর	শরীর টুথপেস্ট	জগলুল আলম, সুশান্ত মজুমদার	তাঁওতে চিং গ্রন্থের কিংবদন্তী, বস্ত্রহরণের মালা/ নরপশু/ পুচ্ছপরা লোকেরা	নুরুল হুদা বার্টল্ট ব্রেখট/ মাফীজ দীন শেখ, বেলাল চৌধুরী, গোলাম কিবরিয়া পিনু						চিত্র কর্ম জয়নুল আবেদীন, বিজ্ঞানে নোবেল ১৯৮৭/ শামছুলহক পাইন/ কে এম আবেদীন, মনস্তু পর্তীমইর/ শেখ গোলাম হাসান	
২১/১/৮৮ ৬/১০/৯৪	অলস দিনের হাওয়া: জেমসবল্ড উইন-১৯২৪-৮৭, রবীন্দ্রনাথ ও রজনীকান্ত সেন	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ফজলুল হক	বাঘ-বকরি	বশীর আল হেলাল	মরুভূমি হাওয়াকাঙ্খা ঘুড়ি	ময়িনবসিসো/ কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষার দাশ, হাসান হাফিজ			উপন্যাস নবান্ন	শামসুদ্দীন আবুল কালাম/ মুক্তধরা	রুমি করিম	হরিপুর তৈলচুক্তি/ ড. খলিলুর রহমান বাংলাদেশে হেরোইন সমস্যা/ ডা.দেওয়ান ওয়াহিদুন নবী	
২৮/১/৮৮ ১৩/১০/৯৪	ইকোনিয়া সেই প্রিয়জন	মোজাফফর হোসেন, মুস্তফা নুরুল হক	বুড়ো রিক্সাওয়ালা ও আমি, পরিত্রাণ	শহজাহান কিবরিয়া, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ/ মাসুমা খানম	একজন জন্ম নিয়ন্ত্রণ কারীর প্রতি, একজন কবিকে ট্রেঞ্চ/ পৌরুষ অবশেষে থেকে যায়	রবিউল হুসাইন, মাহবুব আজাদ, সৈয়দ নুরুদ্দিন, ইকবাল আজিজ			কাব্য: রমনায় বৈশাখের বাঁশী	এনামুল হক/ প্রগতি প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	চিত্র কর্ম গুণটানা জয়নুল আবেদীন, লোক চিকিৎসা/ তপন চক্রবর্তী, স্মরণ, বীরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়/ প্রকৃতিচক্রবর্তী	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৪/২/৮৮ ২০/১০/৯৪	শিল্পী কামরুল হাসান, কামরুল হাসান তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য, আমার মাস্টার সাহেব কামরুল নি:সঙ্গ নাবিক কামরুল ভাই, কখন ও ছাড়েননি তিনি দেশের আত্মাকে, কামরুল হাসান	মুনীর চৌধুরী, শান্তনু কায়সার কামরুল হাসান, মুনতাসীর মামুন আব্দুল্লাহ আল মুতি, ওয়াহিদুল হক, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর											
১১/৪/৮৮ ২৭/১০/৯৪	আলস দিনের হাওয়া, নীরদ চৌধুরী প্রবাস জীবন, মনির উদ্দিন ইউসুফ, এক অতৃপ্ত শিল্পী গনেশ পাইন, সত্যেন বসুর উত্তরাধিকার	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আনিসুজ্জামান মতিউর রহমান এম এম হারুন অর রশীদ			পরিবর্তন, বিরূপী উচ্চারণ, বামন নাচছে	শান্তনু কায়সার সনাউল হক খান, শিহাব সরকার			প্রবন্ধ: বাংলাদেশের সন্ধানে	মোবাশ্বের আলী/ মুক্তধারা	গোলাম কিবরিয়া টিপু	দূরদেশ স্বদেশ/ জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, সম্প্রতি নিকারগুয়া/ শেখ গোলাম হাসান	
২৫/২/৮৮	দুটি দষ্প্রাপ্য ও ব্যতিক্রমী ছোট গল্প বিস্তৃত ভাস্কর,কামিল ক্রোনেল, আবার আলোচিত হোক সেই ইতিহাস	শান্তনু কায়সর, অমলেশ সরকার, আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	দুপুর বেলা	মঈনুল আহসান সাবের	শুনি বিচরণ ধ্বনি, সার্থকতা	আবু তাহের, জিনাত আরা রফিক			পঞ্চ মন্ত্র	হোসনে আরা শাহেদ/ পালক পাবলিকেশন	সন্তোষ গুপ্ত	রাজীবের ভারত/ শেখ গোলাম হাসান, নতুন স্বাস্থ্য সমস্যা ক্যান্সার/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	

মার্চ-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৩/৩/৮৮ ১৯/১১/৯৪	মরুর দিনের হাওয়া কবি উর্দ্ধে চন্দ কীটস-এর হ্যাম্প স্টেড কবি নরেন্দ্র দত্ত	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সুচরিত চৌধুরী	জীবন জাগানো জ্যোৎস্না	জুবাইদা গুলশানা আরা	সারদায় সন্ধ্যায়, অবিনশ্বর মানুষ, নষ্ট	রফিক নওশাদ, মিনার মনসুর, শহীদুল ইসলাম			মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান, বিষয়: নাটক, উপন্যাস: নীলা মিতা পুতুল এবং রাজনীতি	সম্পাদক, সেলিম রেজা/ অনুপম রামেন্দ্র মজুমদার/ মুক্তধারা, আমিনুল ইসলাম তোড়া/ স্নেহ নীড় ২০১ ফকিরাপুল	সনজীদা খাতুন, মোহাম্মদ জয়নুদ্দিন, এম এফ আর এস রহমান	রোহ এর যাত্রা শুরু/ শেখ গোলাম হাসান, শিশু মনের উপর অত্যাচার বাড়াহ/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
১০/৩/৮৮ ২৬/১১/৯৪	নজরুল মঞ্জুরের বর্ণনায়: কবি জীবন [illegible] ঘটি, উত্তীর্ণ করচা, [illegible] [illegible]	আবদুল মান্নান সৈয়দ আলমগীর ছাত্তার	মেয়েটি	বিপ্র দাশ বড়ুয়া	নবান্ন, গোলাপের গন্ধ, আয়োজন, কামরুল হাসানের ছবি'৮৮	আতাউর রহমান, হুমায়ুন মালুদ, মুজিবুল হক কবীর, হোসেন সোহরাব			বিজ্ঞানের বিস্ময়, প্রতিরোধের ছড়া, উপন্যাস: টাট্টু ঘোড়া-টাট্টু ঘোড়া	আব্দুল্লাহ আল মুতী/ বর্ণ বিচিত্রা এখলাস উদ্দিন আহম্মদ/ বইঘর	সন্তোষ গুপ্ত আনোয়ার রহমান	আফগানিস্তান নতুন উদ্যোগের আলোকে/ শেখ গোলাম হাসান, হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য/ডা.শুভাগত চৌধুরী	
১৭/৩/৮৮	তলস্তয়ের ও ইতিহাস, বিদায় নজরুল নয়, বড়ো অসময়ে এই চলে যাওয়া	মমতাজ উদ্দিন পাটুয়ারী, বেলাল চৌধুরী, শান্তনু কায়সার	ভূত	মারী লুইজ কাশনিৎস/মফীজ দীন শেখ	একটি বৃক্ষের কথা/ আমি ভ্রাম্যমান/ তুমি আমি ও আমরা, শিশু, তরুণদের উদ্দেশ্যে মুমূর্ষু কবির ভাষা, অবিনশ্বর মানুষ	সৈয়দ শামসুল হক, খুরশিদ জাহান হক, বার্টোল্ট ব্রেখট/ মোজাম্মেল হোসেন, মিনার মনসুর			শামসুর রহমানের রাজনৈতিক কবিতা	প্রকাশক/ সুবর্ণ	সন্তোষ গুপ্ত	অর্ধেক তার করিয়াছ নারী অর্ধেক তার নর/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	
৩১/৩/৮৮ ১৭/১২/৯৪	সমাজ বাস্তবতার কবি হাসান হাফিজুর রহমান নজরুল মঞ্জুরের বর্ণনায় সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহর "নকশানে বই" একটি সাক্ষাৎকার মরুর দিনের হাওয়া, (রবীন্দ্র সিকেলের সমালোচনা ও শোভন সোম)	মিনার মনসুর, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সরদার ফজলুল করিম, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম,			বিপ্রলব্ধ শেষ বিবাদী/ আক্রান্ত গজল/ এক জীবনে ও নয়, লিফট ম্যানের উক্তি	আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মর্কিন হায়দার						আরেক কন্ট্রা কেলেঙ্কারী/ শেখ গোলাম হাসান, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি/ রবিউল হুসাইন	২৪ তারিখ প্রকাশিত হয়নি স্বাধীনতা সংখ্যার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৭/৪/৮৮ ২৪/১২/৯৪	গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, তার নতুন উপন্যাস ও একটি সম্প্রতিক সাক্ষাৎকার, ১৯৭১ ও ঢাকা নগর যাদুঘর	মফিদুল হক নসিহ উদ্দিন শাকের			জ্বলন্ত গাছ/ বেশ্যা এডে লিন বোর গাথা	মূল: বের্টল্ট ব্রেখট অনু: আবদুস সেলিম			সক্রেটিস, প্রবন্ধ আফ্রোদিতির দেশে, মুসলিম সমাজের ঝড়ো পাখি বেনজীর আহমদ	হাসন অজিজুল হক/ ভাষা শহীদ গ্রন্থ মালা/ বাংলা একাডেমী আলমগীর ছাত্তার/ সাহিত্য সমবায় আবু জাফর শামসুদ্দিন/মুক্ত ধর,	মুকতি মজুমদার সন্তোষ গুপ্ত	মহাশূন্য যোগের দেহ/ জহুরুল হক জ্যাকসনের নাটকীয় উত্থান/ শেখ গোলাম হাসান., ভ্রমন, পশ্চিম জার্মানী, ভিন্ন চোখে/ তানভীর মোকম্মেল, সোনামণিদের নামধারা/ ডা.শুভাগত চৌধুরী.	
১৪/৪/৮৮	রাজনীতি:কবিতা: শামসুর রাহমান, আরো কতদূরে আছে সে আনন্দ ধান পাড়িত কবি এক বসন্তের পাখি	জি.ব. সিদ্দিকী, ওয়াহিদুল হক, সি.আমি.হক	পূণ্যভূমি	মঞ্জু সরকার									মূল্য-৩ টাকা
২১/৪/৮৮ ৮/১/৯৫	আকাশ পাতাল সেই কালের নিরীক্ষণ ও প্রসঙ্গ কথা, আত্মোপলব্ধি এবং মূল্যায়নের আলোকে স্থাপত্য শিক্ষা ও চর্চার পঁচিশ বছর,	সনৎ কুমার সাহা, রবিউল হুসাইন	ডিনার	আবদুল খালেক মুসলেহ উদ্দিন	ওপড়ানো স্বপ্নের সংলাপ সময়	জাহিদ হায়দার, সিদ্দিকুর রহমান			চিরঞ্জীব নজরুল	মাহমুদ নুরুল হুদা/ আবু রুশীদ মাহমুদ	সন্তোষ গুপ্ত	মূত্র ও পথুরী/ ডা.শুভাগত চৌধুরী উপসাগর, শান্তি উদ্যোগের প্রয়োজন/ শেখ গোলাম হাসান	
২৮/৪/৮৮ ১৫/১/৯৫	সমরেশ বসু, কোথায় পাব তারে, অলস দিনের হাওয়া, স্বপ্নবর্ন্দীর কবি, কাজী হাসান হাবীবের নয়াচিত্র, একজন গল্পকার , ভিন্ন আদলে	রবীন্দকান্ত ঘটক চৌধুরী সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, মাহমুদ আল জামান, মুরতজা আলী	মাছ ও মানুষ	রেজাউর রহমান	বুড়ো নাবিক অনন্যশীতের সংজ্ঞা দুখী বাঙলার বেথেল হেসে তুমি তো নিশ্চিত	সানাউল হক খান মুশাররফ করিম	একটি ক্যালেন্ডার	ফিরদৌস মাহবুব উল হক				সারাক্ষণ চেয়ারে বসে থাকাত নেই/ ডা.শুভাগত চৌধুরী আফগানিস্তান:শান্তি কি আসবে? / শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৮/৫/৮৮ ২৫/১/৯৫	রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও কাব্যে এক প্রান্তবাসিনী রবীন্দ্রনাথের ছবি, রবীন্দ্র সংগতি কলা, সে, দাঁড়ায়ে থাকে দীর্ঘ ছায়া	হায়াৎ মামুদ, যামিনী রায়, করুণাময় গোস্বামী শান্তনু কায়সার, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম											৫ তরিখের পরিবর্তে ২৫ বৈশাখ উপলক্ষে ৮ তারিখ প্রকাশিত হল
১২/৫/৮৮ ২৯/১/৯৫	১৯ তারিখ ঈদুল ফিতরের জন্য ২৬/৫/৮৮ তারিখে বিশেষ কারণে সাময়িকী প্রকাশিত হয় নি												ঈদ সংখ্যার জন্য বের হয়নি ১২/৫

Dhaka University Institutional Repository

জুন-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
২/৬/৮৮ ১৯/২/৯৫	নজরুলের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা নজরুলের একটি দুর্লভ কবিতা ট্রেড শো, শ্রোতারা যদি সহায় হন রবীন্দ্র সংগীত কলা, গ্যালিলিও, আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের সুরে নজরুলের গান,	হায়াৎ মামুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, করুণাময় গোস্বামী তানভীর, করুণা রায়							রামপ্রসাদ চন্দ	সাইফুদ্দিন চৌধুরী/ বাংলা একা	ফজলুল হক	মাস্কোশীর্ষ বৈঠক, নতুন সম্ভাবনা/ শেখ গোলাম হাসান, নাসির উদ্দিন আহমদ স্মরনে/ একজন শ্রদ্ধেয় মানুষকে হারিয়ে/ ফয়েজ আহমদ	
৯/৬/৮৮ ২৬/২/৯৫	রাষ্ট্র সংবিধান ও ধর্ম, চিনুয়া আচিবি, স্বদেশ ও ঐতিহ্য নাইজেরিয়া এক ঔপন্যাসিক, প্রেমেন্দ্র মিত্র	আমীর উল ইসলাম, মাহমুদুল হোসেন, হোসেন উদ্দিন হোসেন	একটি মেয়ে ও একটি পদপাত্র	মূল: অমৃতা প্রীতম অনু: শামসুজ্জামান খান	কারু পিলে চমকালো	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ						মস্কো বৈঠক, ঠান্ডা যুদ্ধের কবর/:শেখ গোলাম হাসান, মানব শরীর কিছু তথ্য/ ডা. শুভাগত চৌধুরী., পরমানুর বর্ণাঢ্য জগৎ/ আলী আসগর	
১৬/৬/৮৮ ১/৩/৯৫	সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর লালসালু ও প্রাসঙ্গিক, অলস দিনের হাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার উপন্যাস এবং জে. এম.কোয়েডেজি, অতিপরিবাহিকতা. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বর্তমান, সশস্ত্র সুন্দর কাব্য কথা	শামসুল আলম সাঈদ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, এম এম. মজীবুর রহমান, মতিউর রহমান	শরীরেন	ফজলুল রহমান	রক্তকাণ্ডের গান ওরে, মিথ্যে প্রতিশ্রুতির বেসাতি করো যারা, আমার বন্ধু আতিক	সানাউল হক খান, মাহমুদ দারবেশ/ আলম খোরশেদ, মোফাজ্জল করিম			ক্রান্তি কালের ছায়া	মাহফুজা চৌধুরী/ কালান্তর	হাসিনা খাতুন	কন্টির নতুন উত্তাপ/ কায়েস হাসান, প্যালেস্টাইনে এক এক ঐতিহাসিক গণজাগরণ/ শেখ গোলাম হাসান	
২৩/৬/৮৮ ৮/৩/৯৫	রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, জীবনানন্দ, তার গদ্যের জগৎ, হামীদুজ্জামান খান তাঁর শিল্প অন্বেষা ও সফলতা	কায়েস আহমেদ, আলম হায়দার, নাসিম আহমেদ নাদভী,	কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ	মুস্তফা পান্না	বেহুলার সাম্পান	রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ			শিল্পী শ্রমিক রথীন চৌধুরী	জান্নাত চৌধুরী/ মহিসংযুক্তা পাবলিকেশন চট্টগ্রাম	দুলতা সীরাজুন	এন্টিবয়োটিক কুফল সংবাদ/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	
৩০/৬/৮৮ ১৫/৩/৯৫	বঙ্কিমের পশ্চাত্য প্রভাব, ছায়া পরিচর্যার প্রেক্ষিত, অলস দিনের হাওয়া, নির্বাসনের সহিত্য ও অগাস্তো রোয়াবাস্তোস দালজনর দালি, শাহতাব স্মরণে	মনসুর মুসা, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, দিল ওয়ার হাসান, হারুণ হাবীব			ছোবল, রঙিন মাছ ১৯৮৮	অসীম সাহা, জাহীদ হায়দার			ভরতের মুক্তি সংগ্রাম ও মুসলিম অবদান, গড়, জৈব চেতনা	শান্তিময় রায়/ মুক্তধারা, অনামিকা হক লিলি/ হাক্কানী	সন্তোষ গুপ্ত, মোবারক হোসেন খান	হাইতি আবারো জেনারেল নামফি/ শেখ গোলাম হাসান.	

Dhaka University Institutional Repository

জুলাই-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৭/৭/৮৮ ২২/৩/৯৫	আধুনিকতা ও আহসান হাবীব, বিদ্রোহী কবি নাজিম হিকমত, প্রদর্শনী সমীক্ষা: মাহমুদুল হকের চিত্রকলা, রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্যের ধারায় প্রসঙ্গিক কথা	মাসুদুজ্জামান, নজরুল আলম, নজরুল ইসলাম শিশির কুমার ভট্টাচার্য	কবেজ লেঠেল	মাঈনুল আহসান সাবের	আমাদের সেই স্বাধীনতা, নবান্ন, ফিরিয়ে নিয়োনা পেয়ালা	তমিজ উদ্দিন লোদী, আতাউর রহমান, সমরেশ দেবনাথ			এ্যান অ্যানথোপল জী অব মডার্ন লিটারেচার ফ্রম বাংলাদেশ	সম্পাদক/ আবেদীণ কাদের/সপ্ত পদী পাপলি	সালেহ মাহমুদ রিয়াদ	প্যালেস্টাইন প্রশ্নে নতুন উদ্যোগ/ শে.গো.হা., হাসির আড়ালে/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	
১৪/৭/৮৮ ২৯/৩/৯৫	আকাশ পাতাল বাঙালী যদি, অলস দিনের হাওয়া, রুম প্রাওয়ার জহুবালার উপন্যাস, উত্তীর্ন কড়চা, ভ্রমণ, প্রদর্শনী সমীক্ষা, শওকতুজ্জামানের চিত্রকলা, স্বপ্ন ও ভালবাসা	সনৎ কুমার সাহা, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আলমগীর ছাত্তার, ফারুক নওয়াজ			কুমবুর্গের জীবন, মন্তাজ	মূল: শাতোব্রিয়ে অনু: বেলাল চৌধুরী, মুস্তফা আনোয়ার			ভাষাতত্ত্ব কথা, ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান	মুহাম্মদ দানীউল হক/ পাক পাব্লিশার্স, সম্পাদক আনিসুজ্জামান, ওবাইদুল হক, জামিল চৌধুরী ও নরেন বিশ্বাস	শামসুন নাহার গফুর, বদি উর রহমান	উপসাগর কেবল দুর্ঘটনা নয়/ শেখ গোলাম হোসেন	
২১/৭/৮৮ ৫/৪/৯৫	ঐতিহ্যবোধ ও রশীদ চৌধুরী শিল্প, প্রমিত বাংলার রীতিগত সমস্যা, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্য অবলোকন	শফিকুল ইসলাম, মনসুর মুসা, আবু মোঃ মোজাম্মেল হক, কায়েস আহমেদ	সোনার শরীর	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	কুমীর, কবিতা, আফ্রিকা আমার আপনজন	সাঈয়িদ আতীকুল্লাহ, ওবায়দুল ইসলাম, আসাদ চৌধুরী			গল্প শকুনেরা সবখানে	মকবুলা মনজুর	নয়ন রহমান	হেমাঙ্গ বিশ্বাস/ হেনা দাস, মঙ্গল গ্রহে মানুষের অভিযান/ টাইমস থেকে অনূদিত	

Dhaka University Institutional Repository

আগস্ট-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৪/৮/৮৮ ১৯/৪/৯৫	রবীন্দ্রনাথের চিত্র কলা, রবীন্দ্রনাথের গানে মৃত্যু ভাবনা, কোথায় পাব তারে ও সোনার বাংলার সন্ধানে, রবীন্দ্রনাথের জনগণ মন নিয়ে বিতর্ক, রবীন্দ্রনাথের গদ্য গান, ভ্রূনের রহস্য ও রবীন্দ্র কবিতা	কেজি সুব্রহ্মনিয়ম, সনজিদা খাতুন, রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, আব্দুল হালিম, করুণাময় গোস্বামী, হায়াৎ মামুদ											
১১/৮/৮৮ ২৬/৪/৯৫	বন্দনাগীতি চেঙ্গিস আইত মাত্রভের একটি সাক্ষাৎকার, চিত্রকলায় অভিব্যাক্তিবাদ, অলস দিনের হাওয়া, গ্যব্রিয়েল ওয়কারের কবিতা	সুব্রত চৌধুরী শাহেদুজ্জামান, নাঈম আখতার, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	শেকড়	ভাস্কর চৌধুরী	ঢাকা, নিজ উঠোনের কিংবদন্তী, রজনীগন্ধা	শিহাব সরকার ত্রিদিব দস্তিদার, বিনু আহমেদ			গল্প, পুই-ডালিমের কাবা	শামসুদ্দিন আবুল কালাম/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	উপন্যাসের শান্তি সম্ভাবনা/ শেখ গোলাম হাসান	
১৮ তারিখ এর পত্রিকা বাংলা একাডেমীতে পাওয়া যায়নি। ২৫ তারিখ পবিত্র আশুরা উপলক্ষে বন্ধ থাকায় পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি													
২৬/৮/৮৮ ৯/৫/৯৫	নজরুল সংগীত কলা, ইন্টারন্যাশনাল সংগীতের শতবর্ষ, অলস দিনের হাওয়া বঙ্কিম চন্দ্র ও আজকের বাংলা উপন্যাস ভ্রমণ/ বার্লিন দেওয়ালে এপার ওপার	করুণাময় গোস্বামী সিলভিয়া বক্সি, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, তানভীর মোকাম্মেল	বরফ	মূল: কনস্তান্তিন পাউস্তোভস্কি অনু: আতোয়ার রহমান								পাকিস্তান তারপর কি?/ শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
১/৯/৮৮ ৫/৫/৯৫	প্রতিবেশী সহচর ও সতীর্থ, সময়ের সাহসী সন্তান, দূরের যাত্রী এক অদম্য পথিক, নিউইয়র্কের চিঠি, এ ক্যারের পুলজিৎ পুরস্কার, অন্য অবলোকন, লোকায়ত সংস্কৃতি ও বাঙালী সমাজ	শওকত ওসমান, সেলিনা হোসেন, মহাদেব সাহা, আলম খোরশেদ, কায়েস আহমেদ, আবু জাফর শামসুদ্দিন	আমেরিকা থেকে বেড়াতে এল বার্লের ছেলে	মুল: আইজ্যাক বি সিঙ্গার অনু: বাবুল আলম					উপন্যাস, ভয়ভাল বাসা নির্বাসন	বিপ্রদাস বড়ুয়া/ মুক্তধারা	মুরতাজা আলী	আমৃত্যু তার সাধনা/মফিদুল হক	সাময়িকীটি আবু জাফর শ্যামসুদ্দিন স্মরণে
২২/৯/৮৮ ৫/৬/৯৫	বাংলাদেশের বন্যা কারণ ও এর সঙ্গে সহাবস্থানের উপায়, লালন চর্চার প্রথম নিদর্শন, জীবন শিল্প-এ ওয়াহেদ আলী ও বাঙালী মুসলিম জাগরণ, একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা	মো. শামসুল আলম ও দারা শামসুদ্দিন, আবুল আহসান চৌধুরী, সুচরিত চৌধুরী রানা, রাজ্জাক আহসান	সব জান্তা	মুল: সামার সেট মম অনু: ফিরদৌস মাহবুব-উল হক	বন্যা বিলাপ, ক্যামাড্রিন ভুলে, সাহসী নাটক	শামসুর রাহমান রেজাউদ্দিন স্টালিন, আতাউর রহমান			প্রবন্ধ: বাঙালী কাকে বলে	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আহমেদ পবলিশিং	মোহাম্মদ শামসুল্লোহা		বন্যাজনিত কারণে নিউজপ্রিন্ট সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায়-সংবাদ সাময়িকী ৮ ও ... তারিখে প্রকাশিত হয়নি
২৯/৯/৮৮ ১২/৬/৯৫	প্রেরণার উৎস এলিয়ট, টি এস এলিয়ট এবং তিরিশের কবিরা, ওয়েস্ট ল্যান্ড পরিক্রমা, বাংলাদেশের বন্যা, টি.এস.এলিয়ট, কবি	শামসুর রাহমান, খোন্দকার আশরাফ হোসেন আহসানুল হক, মো. শামসুল আলম ও দারা শামসুদ্দিন,সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	এলিয়ে সঙ্গে	মুলক রাজ আনন্দ/সৌম্য মাসুদ	খুকির কাঁকই ওঙকার, হাত দুটো আটাশ মিনিটে কার নিঃসঙ্গ হইল	আবু তাহের অঞ্জনা সাহা, সৈয়দ হায়দার						অন্য অবলোকন/ কায়েস আহমেদ, সম্প্রতি, বার্মা/ শেখ গোলাম হাসান	

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৬/১০/৮৮ ১৯/৬/৯৫	নষ্টনীড়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য, মার্কসবাদী দৃষ্টিতে শিল্পের আয়ত্ত রুপ, নিউইয়র্কের চিঠি. চিনুয়ার মৌন ভঙ্গ	সুচরিত চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আল মুতী, তানভীর মোকাম্মেল, আলম খোরশেদ	সব মিলে একটি নদী	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	কুসকুস কারওয়ে এবং মির্জা মুরাদ আলী বেগের উদ্দেশে পঙক্তি মালা, নিয়েছে দহন নিয়েছে দ্রোহ, নৌকা বিলাস	মুল: টি.এস. এলিয়ট অনু: হায়াৎ মামুদ, সানাউল হক খান, শামসুল ইসলাম			ছড়া/স্বপ্ন লোক	আবু শাহরিয়ার	কুররাতুল আইন তাহমিনা	আসনগ্রহণ করুন ভেবে চিন্তে/ ডা. শুভাগত চৌধুরী, বুশ বনাম ডুসকিস/ শেখ গোলাম হাসান	
১৩/১০/৮৮ ২৬/৬/৯৫	পলগর্গার বিচিত্র জীবন, জীবনান্দ দাশের সঙ্গ নিসঙ্গ, কালো কবিতা, অলস দিনের হাওয়া, নিমগ্ন কবিতা	কবির আহমেদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, গাজী আজিজুর রহমান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	শয়তানী	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	ঘুমায় ঘুমকে/ সংযোগ দেয়া সম্ভব হল না, অভিজ্ঞতার গান/ তুমি কোথায়, চিলির সঙ্গে সাক্ষাৎকার, মোনো হাফিজ	সৈয়দ শামসুল হক, ইয়াসাব সাইরাক সোহরাব হাসান, মোফাজ্জল করিম			At Bangabhaban last phase	মোহাম্মদ সায়েম হাক্কানী পাচলি	কাজী মদিনা	প্রেসিডেন্ট গরবাচেভ/ শেখ গোলাম হাসান	
২০/১০/৮৮ ৩/৭/৯৫	বিজ্ঞানীর নিঃসঙ্গ, হৃৎ কলমের টানে, নিউইয়র্কের চিঠি. রাজা রাওয়ের পুরস্কার প্রাপ্তি, বন্যার বিরুদ্ধে একটি সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গি	ওয়াহিদুল হক, সৈয়দশামসুল হক, আলম খোরশেদ, জহুরুল হক	অনুরাগ,	মূল: জেমস জয়েস অনু: মোবারক হোসেন খান,	আবু জাফর শামসুদ্দিন স্মরণে, ক্ষুর দুর্যোগ থেকে দুর্যোগে রাখি পা, বিশুদ্ধ বৃষ্টি চাই, এই জীবন নীল সংসার	সমরেশ দেবনাথ, সোহরাব পাশা রেজাউদ্দিন স্টালিন, আবুল কালাম আজাদ, রবিউল হুসাইন			কাব্য: পুস্তক, দগ্ধ ধুলিকণা, সংরক্ষা বাদ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক ব্যবস্থাপনা	কাজল বন্দোপাধ্যায় / উত্তরায়ন সংসদ, হায়াৎ সাইফ/ শিল্প তরু	যতীন সরকার, আব্দুল হাফিজ		
২৭/১০/৮৮ ১০/৭/৯৫	ইতিহাস ও আমাদের জীবন, হৃৎ কলমের টানে, অলস দিনের হাওয়া মাহফুজ এবং মার্গারেট ড্রাবল এর কথা	মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারী, সৈয়দ শামসুল হক, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	বিশ্বাস ঘাতক	কাজী ফজলুর রহমান	রঙিন মার্বেলের মতো/ শীতগ্রীষ্ম বারে মাস/ বারবার করতো বর্ষে/ তুমুল তর্ক	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ			সুখের ঠিকানা	আমিনা মাহমুদ		আনোয়ারা হোসেনের ছবির বই- "এ জার্নি থ্রু বাংলাদেশ" আলোকচিত্রে চিত্রিত স্বদেশ/ তানভীর মোকম্মেল, বন্যার পরবর্তী রোগ ও তার প্রতিকার/ ডা. আশেকোর রহমান	

Dhaka University Institutional Repository

নবেম্বর-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৩/১১/৮৮ ১৭/৭/৯৫	বন্যা প্রতিরোধ ও বাংলাদেশের বসতবাটি, অভিজ্ঞতার গান, নিউইয়র্কের চিঠি. নোবেল বিজয়ী প্রথম আরব নাগিব মাহফুজ, জীবনান্দ দাশের সুতীর্থ, হৃৎ কলমের টানে	রবিউল হুসাইন, আবদুল মান্নান সৈয়দ আলম খোরশেদ, আহসানুল কবির, সৈয়দ শামসুল হক			আরেক দুশন্তের উক্তি রুমাল/ জমা/ দুপুর/ সার্ট, ক্যানভাসে কুমারী চাঁক	মুহম্মদ নুরুল হুদা, জাহিদুল হক, রবীন্দ্র গোপ			গল্প: বিড়াল	শহিদুর রহমান	সন্তোষ গুপ্ত	উড্ডীন করচা/ সুর্যাস্ত সুর্যোদয়/ আলমগীর সাত্তার	
১০/১১/৮৮ ২৪/৭/৯৫	ঘাটের কথা, অলস দিনের হাওয়া মিলান কুন্ডেরা, হাসান আজিজুল হক: চিত্রিত আদল, হৃৎ কলমের টানে	সুচরিত চৌধুরী সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, শহীদুল ইসলা, সৈয়দ শামসুল হক	গাভী	মাহমুদ কুদ্দুস	লোকটি/ প্রলাপ/টেকঅফ	মাকিদ হায়দার							
১৭/১১/৮৮ ১/৮/৯৫	হৃৎ কলমের টানে, শ্রদ্ধাভিবাদন. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, সুহৃদের সঙ্গে দন্দ্ব ও সহবাস, আবুল হাসান. সমাজ সচেতন কবি	সৈয়দ শামসুল হক, তোফায়েল আহমেদ, শান্তনু কায়সার, সাইফুল্লাহ মাহমুদ(দুলাল)	গাভী	মাহমুদ কুদ্দুস	কোথাও তেমার কথা, দ্বৈরথ, নির্জন শিল্পের কাছে, প্রমত্ত প্রলয়	সাইয়িদ আতীকুল্লাহ মুল: মাহমুদ দারবীশ অনু: শামসুর রাহমান জাহানারা আখতার, হাবীবুল্লাহ সিরাজী			কাব্য: লাশ কাটা ঘর, আমর আছে জল	কায়েশ আহমেদ/ UPL, হুমায়ুন আহমেদ/ অনিন্দ্য	সন্তোষ গুপ্ত, আহমেদ আফরাফ	বুশ. প্রত্যাশিত বিজয়/:শেখ গোলাম হাসান	
২৪/১১/৮৮ ৮/৭/৯৫	যুক্তরাষ্ট্রে রবীন্দ্র নাথ হৃদয়ে হৃদয় নয়, হৃৎ কলমের টানে, বিশ্ব নাট্য মঞ্চের কিংবদন্তীর স্তানিস্ লাভস্কি	জৌতিপ্রকাশ দত্ত, সৈয়দ শামসুল হক, ভাস্বর বন্দ্যোপধ্যায়			নিভে যায়/ একটি দিন/ ব্যবিলনে চাঁদ/ ছবি, দুর্গত ভেলা, ওই যে মিছিল যায়	শিহাব সরকার, ত্রিদিব দস্তিদার, সোহরাব হাসান			গল্প: বিরঙ্গনার প্রেম, নজরুল জীবনের অশ্রুত কাহিনী	বিপ্রদাশ বড়ুয়া, মুক্তধারা, শেখ মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম	সন্তোষ গুপ্ত, কবীর চৌধুরী	পাকিস্তান, গণতন্ত্রের বিজয়/ শেখ গোলাম হাসান, প্লুটো দা প্লানেটেয়ড/ নাদিরা মজুমদার, দীর্ঘস্থায়ী ডায়রিয়া/ ডা.শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৮

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	কবি	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
১/১২/৮৮ ১৫/৭/৯৫	অলস দিনের হাওয়া ক্যাথারিন ম্যানসদিস্ত, শতবর্ষ শ্রদ্ধা, নিউইয়র্কের চিঠি, কুর্ট ভনোগাট, একজন আধুনিক মার্কিন উপন্যাসিকের প্রতিকৃতি, হৃৎ কলমের টানে, রবীন্দ্রনাথ	কাইয়ুম চৌধুরী সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আলম খোরশেদ, সৈয়দ শামসুল হক, প্রকৃতি মিশ্র	উজান	ওয়াসির আহমেদ	তিন পতাকার শুদ্ধ গোলাভ	আসাদ চৌধুরী			বাংলাদেশে বিজ্ঞান চিন্তা	সম্পদক, আব্দুলাহ্ আল মুতি/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	প্রদর্শনী সমীক্ষা, জুনুবুল ইসলাম,তার বাটিক ও চিত্রকলা/ নজরুল ইসলাম	
৮/১২/৮৮ ২২/৭/৯৫	দারুণ মাস্তুলের কর্ণধার মানিক বন্দোপধ্যায় "সরীসৃপ", কবি শাহনুর ও তার সম্রাজ্য, হৃৎ কলমের টানে	আবদুল মান্নান সৈয়দ, হারুন হাবীব, সৈয়দ শামসুল হক	শিবমন্দির	নাসরিন জাহান	অধিকার/ শুনতে পাচ্ছি/ আমি আসব/ ক্রমাগত/ বিচূর্ণ পাহাড়/আমি ও প্রবাহ কাঠ গড়ায় দাড়াতে দাও, হে মানব নিরস্ত হও	তেলেগু কবি চেরবান্দা রাজু/ ফয়েজ আহমেদ, সিদ্দিকুর রহমান							
২২/১২/৮৮ ৭/৯/৯৫	নারী মুক্তি সমকাল ও বেগম রোকেয়া, অলস দিনের হাওয়া সামপ্রতিক ক্যারিয়ান কবিতা, নিউইয়র্কের চিঠি, গ্রীনিচ ভিলেজে ইয়েভতু শেভেকা, হৃৎ কলমের টানে	আনিসুজ্জামান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আলম খোরশেদ, সৈয়দ শামসুল হক	মৃত মানুষের গল্প	চিনুয়া আচির/ মোহাম্মদ সাদিক	যোগ-বিয়োগ/ রাত/নদী সমক্ষ, জীবনের উর্ণাজলে	সৈয়দ হায়দার, হাসান হাফিজ			কাব্যঃ অলৌকিক এক পাখি	আফলাতুন/ আহমেদ মাহফুজুল হক	সন্তোষ গুপ্ত	প্যালেস্টাইন, সম্ভাবনার আলোকে কিছু কথা/ শেখ গোলাম হাসান, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর/ নজরুল ইসলাম	
২৯/১২/৮৮ ১৪/৯/৯৫	কামী হাসান হাবীব, সময় ভাবনার আলোচিত চিত্রকর মুখ সন্ধানে, দামোক, জ্যেতিন্দ্র নাথীর "গন্ধ", হৃৎ কলমের টানে	মাহমুদ আল হাসান, নুওয়াজেশ আহমেদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ,, সৈয়দ শামসুল হক	মরাগাশোচ	রেজাউর রহমান	অষ্টাদশী, ভূতত্ত্ব ও ভ্যঙ্গল জরিপ	ত্রিদিব দস্তিদার, হাবীবুল্লাহ সিরাজী			হাসান আজিজুল হক/UPL	অপ্রকাশের ভার	স্বরোচিষ সরকার	এভুলে যায়াকে/ রায়হান হক	

Dhaka University Institutional Repository

জানুয়ারি-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৫/১/৮৯ ২১/৯/৯৫	আর্কিমিডিস. এ বিশ্বের নাগরকি, হৃৎ কলমের টানে, নিউইয়র্কের চিঠি বন্ড উইনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, সুর্যসেন, ভ্রমন উড্ডীন কড়চা	আব্দুল হালীম, সৈয়দ হক, আলম খোরশেদ, আব্দুল মাবুদ খান, আলমগীর সাত্তার	পাথরের চোখ	আনোয়ার মেহেদী	ফেরা, নীল নকশা, আশ্চর্য সুন্দর ভোর	জাহিদুল হক, মাফরুহা চৌধুরী, ফারুক আলমগীর			জন নায়ক ফজলুল হক	সিরাজ উদ্দিন আহম্মদ/ ভাস্কর প্রকাশনী	কে.এম. করিম	অবহেলিত শিশু/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	
১২/১/৮৯ ২৮/৯/৯৫	পোস্ট মাস্টার আলস দিনের হাওয়া ইউজীন ও নীল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, হৃৎ কলমের টানে,	সুচরিত চৌধুরী, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক	পরিত্রাণ	মুল: পার লাগ্যের্কভিস্ট অনু: মোবারক হোসেন খান	লাওৎজুর নির্বাসন বিষয়ক, তাওতে চিং গ্রন্থের উৎপত্তি সংক্রান্ত কিংবদন্তী, যুদ্ধ, কৈশোর কাব্য	মুল: বার্টোল্ট ব্রেশট অনু: আব্দুর রাজ্জাক, অসীম সাহা, মাকিদ হায়দার			উপন্যাস চৌরসন্ধি, প্রবন্ধ: স্যার উইলিয়াম জোন্স ও অন্যান্য প্রবন্ধ	শওকত ওসমান/ বিউটি বুক হাউস, আবু তাহের মজুমদার/ পূনম প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত		
১৯/১/৮৯ ৫/১০৯৫	পিছিয়ে যায় শীতল জলভুমি, একটি রবীন্দ্র সন্ধ্যা, হৃৎ কলমের টানে, উপাখ্যান-আহত কোকিল	জাহানারা নওশিন, আসাদ চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক নওয়াজেশ আহমদ	শক্র	ইসহাক খান	কফিন কাহিনী, অস্ত্রোপাচার	মাসুদুজ্জামান রফিক নওশাদ			কাব্য: লোকেশ সাহিত্য	ফারুক আলমগীর	সালেহ মাহমুদ রিয়াদ	রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধ হবে কি?:শেখ গোলাম হাসান., মাস্তিষ্কের ঠোকারানি. নাদিরা মজুমদার	
২৬/১/৮৯ ১২/১০/৯৫	অবশেষে প্রিয়তমা নদীর আশ্রয়, হৃৎ কলমের টানে, হাস্যোজ্বল নেই মানুষটি, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, এলান প্যাটানের মৃত্যু, একটি রবীন্দ্রসন্ধ্যা অলস দিনের হাওয়া টি এস এলিয়টের ইহুদী বিদ্বেষ	আবু কায়সার (আলমগীর কবীর স্মরনে) সৈয়দ শামসুল হক, সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন, মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী, আলম খোরশেদ, আসাদ চৌধুরী সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম			নির্জনতার চক্রান্ত/ গত রাতে, ভাই-শব্দটির অভাবে- "এভাবে কেউ বাঁচবে না " ঠিক সেরকম পাখির উদ্দেশ্যে	অমৃতাপ্রীতম/ কাজী রাশিদা আনওয়ার, সানাউল হক খান			গল্প. অলকা পুরী রচনা দুই বাংলার ছোটদের শ্রেষ্ট গল্প	ঝর্ণাদাশ পুরকায়স্থ /পালক পাবলিসার্স, সম্পাদক লীলা মজুমদার ও এখলাস উদ্দিন আহম্মেদ/মডেল পাবলিসার্স	সান্তাষ গুপ্ত কবীর চৌধুরী	কবি মনিরুদ্দিন ইউসুফের কাছে লেখা সৈয়দ নুরুদ্দিনের একটি চিঠি	

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারি-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
২/২/৮৯ ১৯/১০/৯৫	চিত্রশিল্পী সালভাদর দালি, দালি-আমার কথা, হৃৎ কলমের টানে	নাহিদ আকাতার এ এইচ আর্নপ্ত /সন্তোষ গুপ্ত, কামরুল হাসান সৈয়দ শামসুল হক	সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা (বড় গল্প)	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	নিভিয়ে এক ফুয়ে, খতিয়ান, কি এমন ক্ষতি হয়	শামসুর রাহমান, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ জাহানার আখতার			প্রবন্ধ: অনুত্তম বক্তব্য, কাব্য: ভীষণ সুখের নির্যাতনে	সন্তোষ গুপ্ত/UPL, এনামুল হক/ নওরোজ কিতাবিস্তান	আব্দুল হালিম, সন্তোষ গুপ্ত	ইতিহাস ও ঐতিহাসিক /মমতাজ উদ্দিন পাটুয়ারী	
৯/২/৮৯	নিহত কপোত, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, একজন স্নিগ্ধ সাহিত্য কর্মী, নিউইর্য়কের চিঠি. ফয়েন্ডস একজন অনন্য মেক্সিকান, হৃৎ কলমের টানে, অলস দিনের হাওয়া উইলিয়াম গোল্ডিং পুনরাবৃত্তির বিপদ	নওয়াহেশ আহমেদ, রশীদ করীম, শামসুর রাহমান, আলম খোরশেদ, সৈয়দ শামসুল হক, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম.	সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা (বড় গল্প) আরোহী কসাই	বিপ্রদাশ বড়ুয়া সামসুল আলম সরকার আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন	এলিজি	রেজাউদ্দিন স্টালিন			কাব্য. নীর্ঘশ্বাসের বাঁশী	হাফিজুর রহমান /সাহিত্য সংসদ	ইজাজ হোসেন		
১৬/২/৮৯ ৪/১১/৯৫	দেনা পাওনা, চন্দ্রশেখর দে'র প্রদর্শনঃ নতুন সম্ভাবনা, হৃৎ কলমের টানে একুশের নাটক, আলোকের এই ঝর্ণাধারায়	সুচরিত চৌধুরী মাহমুদ আল জামান সৈয়দ শামসুল হক, মোহাম্মদ জয়নুদ্দিন, আবুল মনসুর	সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা (বড় গল্প)	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	আমাদের নক্সিকাঁথা ওরা ধিক, একদিন নেরুদা, যেন কল্লোলিত হয় নদী, অন্তর্ঘাত	ওয়াহিদ রেজা, তমিজউদ্দিন লোদী বিলোরা চৌধুরী, মোয়াজেম হোসেন, খোন্দকার আশরাফ হোসেন			প্রবন্ধ: মধুসূদন ও নবজাগৃতি	মোবাশ্বের আলী/ মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	অগ্নিযুগের অগ্নি পুরুষ অনন্ত সিংহ। রিয়াজ হাসান, আফগানিস্তান সোভিয়েত প্রস্থানের পর/শে. গো. হা., হার্ট এটাক/ ডা.গু.চৌ	

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
২/৩/৮৯ ১৮/১১/৯৫	জয়নুল আবেদীনের জিজ্ঞাসা, অলস দিনের হাওয়া ঔপন্যাসিক ইয়েটস, বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চায় নতুন ধারা পলাতক পলাশের রুদ্র নিনাদ	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, শাহীদা আখতার, জাহানারা নওশীন	লুইস (বড় গল্প)	মূল: সামাচসেট মম অনু: ফিরদৌস মাহবুব-উল-হক	৯ই ফেব্রুয়ারী-১৯৮৯, পুষ্পের পাহাড় হাতে, ছায়াবী আশ্রয়, দুটি কবিতা বৃষ্টি ও স্বপ্নের ভিতর/ একদার সযত্ন অযশ্র তুমি	হালিম আজাদ সাইফুল বারী, জাহিদ হয়দার, ফেরদৌস নাহার						ধুমপানের অপকরিতা/ড 1. আশেকুর রহপনে খান	বই পরিচিতি বিভাগকে নতুন করে করে সাজানো হয়েছে- নতুন "বই" নিরোনাম
৯/৩/৮৯ ২৫/১১/৯৫	একজন উপেক্ষিত মানুষ, হৃৎ কলমের টানে বাংলাদেশে ফোকলোরধারা উডডীন কড়চা, অনন্ত গোধূলী লগ্ন, স্মৃতিভারে আমি পরে আছি, সে এখানে নেই	মযহারুল ইসলাম সৈয়দ শামসুল হক, শাহীদ আখতার, আলমগীর ছাত্তার, শামসুল হক	লুইস (বড় গল্প) ফাটা শহরের গল্প	মূল: সামাচসেট মম অনু: ফিরদৌস মাহবুব-উল-হক অফসান চৌধুরী	কেন্দ্রো হলে নাকি, একটি তাবু	রফিক নওশাদ, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল						সহজ অনেক নিত্য ঘটনা ব্যাখ্যার প্রয়োজন কোয়ান্টাম/ আলী আসগর	
১৬/৩/৮৯ ২/১২/৯৫	লালন চর্চার প্রথম নিদর্শন স্মৃতি-১৯৭১ অলস দিনের হাওয়া মুক্তধারার রবীন্দ্রনাথ, নারীর অতীত এবং বর্তমান, হৃৎ কলমের টানে	আবুল এহসান চৌধুরী সৈয়দ আবুল মকসুদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ভিকটর ও কাম্পো/ আলম খোরশেদ, সৈয়দ শামসুল হক	লুইস (বড় গল্প)	মূল: সামাচসেট মম অনু: ফিরদৌস মাহবুব-উল-হক	ঘুরপাক খাই, হাত	শাম রাহ, দুলাল সরকার			প্রবন্ধ: বাঙ্কিম চর্চা	নারায়ন চৌধুরী মুক্তধারা	আসিফ আহমেদ		
৩০/৩/৮৯ ২৬/১২/৯৫	ভ্রান্ত কর্ণফুলি, একাত্তরের স্মৃতি, কয়েকটি দিনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হৃৎ কলমের টানে, জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা	নওয়াজেশ আহমেদ, বাসন্তীগুহ বাকুবতা, সৈয়দ শামসুল হক, সৈয়দ নাজমুদ্দিন হুসেইন	উজানেফেরা (বড়গল্প) লুইস (বড় গল্প)	আবুল কালাম মা. মো. মূল: সামাচসেট মম অনু: ফিরদৌস মাহবুব-উল-হক	একটি শব্দ/চক্র/ কী কী খারাপ, প্রাচীন মৃত্যু, হৃদয় খোড়া জমিন য কিছু যার কাষ্ঠ হাসি	গর্ডফিস্কভব্রেন/ আসাদ চৌধুরী ওয়াহিদ রেজা, আবু তাহের, রবীন্দ্র গোপ সৈ.হায়দার							

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৬/৪/৮৯ ২৩/১২/৯৫	জয়নুল আবেদীনের জিজ্ঞাসা একাত্তরের স্মৃতি, কয়েকটি দিনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, হৃৎ কলমের টানে, চিত্ত যেথা ভয়শূণ্য উচ্চ যেথা শির. রবীন র‍্যামজে, অলস দিনের হাওয়া. ছেলেবেচলায় রবীন্দ্রনাথ	বোরহান উ.যা.জা, বাসন্তী গুহ, ঠাকুরতা, সৈয়দ শামসুল হক আতাউর রহমান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	(বড় গল্প) সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	বিপ্রদাশ বড়ুয়া					দা ফোর শ্যাডোয়িং অফ বাংলাদেশ, বেঙ্গল মুসলিম লীগ এন্ড মুসলিম পলিটিক্স	হারুন অর-রশীদ/এশিয়াটিক সোসাইটি	এম এম আকাশ		
২০/৪/৮৯ ৭/১/৯৬	বাংলার গণ-উৎ-সব গম্ভীরা, অলস দিনের হাওয়া ফার্নান্দো পেসোয়া. চতুরানন কাবি, হৃৎ কলমের টানে, সমীক্ষা. দ্বিবার্ষিক ত্রশীয় চরুকলা প্রর্দশনী	রংগলাল সেন, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সৈয়দ শামসুল হক, তন্দ্রা দাশ।	(বড় গল্প) সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	বিপ্রদাশ বড়ুয়া								কালাজ্বর/ডা.শুভাগত চৌধুরী, আধুনিক বিজ্ঞানের চালচিত্র/ আনোয়ারুল হক খান	
২৭/৪/৮৯ ১৪/১/৯৬	জীবনানন্দ দাশের জীবন প্রনালী, হৃৎ কলমের টানে এরিখ ফ্রিড এবং তার কবিতা	আহসানুল কবীর, সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী	তৃষ্ণা (বড় গল্প) সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	কাজী ফজলুর রহমান বিপ্রদাশ বড়ুয়া					আত্মস্মৃতি, পাঁচশো বছরের কিশোর কবিতা	আবু জাফর শামসুদিন/ আহমেদ পারভেজ সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সরল দে/মডেল আবলিশিং কলকাতা	সন্তোষ গুপ্ত। আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ		

Dhaka University Institutional Repository

মে-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৪/৫/৮৯ ২১/১/৯৬	ঈদ উপলক্ষে বন্ধ থাকায় ১১ মে সাময়িকী প্রকাশিত হয়নি।												
১৮/৫/৮৯ ৪/২/৯৬	অলস দিনের হাওয়া. জীবননানন্দ, ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ, হৃৎ কলমের টানে, নাজমাকে আমার ও মনে পড়ে, নিউ.ই.চি, আশীতপর সিঙ্গার এখনো সমান সক্রিয়	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক, যোবায়দা মির্যা আলম খোরশেদ	ভেড়া, সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	ইকতিয়ার চৌধুরী, বিপ্রদাশ বড়ুয়া	সেই মোয়টি, পাথরের গেরিলা, লিখতে লিখতে, কেউ বলছে না	হালিম আজাদ, রেজাউদ্দিন স্টালিন, আলতাফ হোসেন, সানাউল হক খান			স্মৃতি সত্তায় আবু সাইদ চৌধুরী	সম্পদক. মাহবুব উল আজাদ চৌধুরী/ আবু সাইদ চৌধুরী স্মৃতি সংসদ	ডা.শুভাগত চৌধুরী		
২৫/৫/৮৯। ১১/২/৯৬	নজরুলের সমাজ ভাবনা, কুহেলিকা, জয়নুল আবেদীনের বিলাপ, হৃৎ.ক.টা ভ্রমণ-উড্ডীন কড়চা	ঝরুনা স্মা বোরহান উ.খা.জা, সৈ.শা.হ, আলমগীর ছাত্তার	সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	বিপ্রদাশ বড়ুয়া								সমীক্ষা. চীনঃ সোভিয়েত বিরোধের অবসান মানতার জয়যাত্রা/আবদুল হালিম	

জুন-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
১/৬/৮৯ ১৮/২/৯৬	ভ্যান গহ, তার শিল্প সুকৃতি, তৃপ্তি মিত্রের চলে যাওয়া, ভ্রমণ, বিচ্ছিন্ন দৃশ্য, বিক্ষিপ্ত ভাবনা, হৃৎ কলমের টানে, ফিরোজা বেগমের সঙ্গে কিছুক্ষণ	আনা ইসলাম, আলী যাকের, মুনতাসীর মামুন, সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী	সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	বৃক্ষবৈরী জর্জিয়ার মৃত্যু আঁধার গিলে থাকে মুখোশ	খন্দকার আশরাফ হো. কাজল বন্দো. রবীন্দ্র গোপ মাইমুদ আল জামান			বিজ্ঞান আন্দোলন	ডঃ আলী আজগর /মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	কম্বোডিয়া নতুন প্রত্যাশা	
৮/৬/৮৯ ২৫/২/৯৬	পুরন্দরের ইন্দ্রজাল, অলস দিনের হাওয়া শ্রদ্ধা ক্রুস চ্যাটউইন, বাংলাদেশের হরপ্পা চর্চাঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, হৃৎ কলমের টানে, বুলবুল ওসমানের সৃজন অন্বেষা রং ও রূপের খেলা, জীবন ক্রমশ ও মায়ের কাছে যাচ্ছি, আত্মজীবনী ও আত্ম জৈবনিক উপন্যাস	নওয়াজেশ আহমদ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আবদুল হালিম, সৈয়দ শামসুল হক মতলুব আলী, হুমায়ুন আজাদ	সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	সত্য বসনের উন্মোচন	মাসুদ বিবাগী							
১৫/৬/৮৯ ১/৩/৯৬	জাঁ আনুইঃ শতাব্দীর একজন শীর্ষস্থানীয় নাট্যকার, হৃৎ কলমের টানে, বিদেশে একটি ভিন্নধর্মী প্রদর্শনী	সৈয়দ আবুল মাকসুদ, সৈয়দ শামসুল হক, মুনতাসীর মামুন	সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা	বিপ্রদাশ বড়ুয়া	অসাম্প্রদায়িক, আমার আকাশ, ও	মাসুদুজ্জামান, মিনার মনসুর			কৃষিঃ প্রশ্ন	আতিউর রহমান টচব	সন্তোষ গুপ্ত	চীনের ছাত্রসমাজ ও গণতন্ত্রের লড়াই/শাহীন হক	
২২/৬/৮৯ ৮/৩/৯৬	চার্লি চ্যাপলিনঃ এক অসাধারণ স্রষ্টা অলস দিনের হাওয়া দি জুডাস ট্রী, হৃৎ কলমের টানে মনীষা চিত্র প্রদর্শনী আলো আধারের মিলন	শাহাদুজ্জামান সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সৈয়দ শামসুল হক শুক্লাসেন গুপ্ত	সমুদ্রচর ও বিদ্রোহীরা, গরু	বিপ্রদাশ বড়ুয়া, আবুল বায়ের মুসলেহ উদ্দিন	রামছাগল ও খোদার খাসির লড়াই, চেতনা প্রবাহ	নজরুল ইসলাম (অপ্রকাশিত) কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার			স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙ্গালী	আবদুল মতিন/র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাব লিকেশন, ইংল্যান্ড	সন্তোষ গুপ্ত	জাপানঃ হাল ধরলেন-মোসুক ডানা/ শাহীন হক	
২৯/৬/৮৯ ১৫/৩/৯৬	দেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রদ্ধাস্পদেষু প্রদর্শনী সমীক্ষা শিল্পী মনসুর-উল-করিমের চিত্রকলা হৃৎ কলমের টানে	আবদুল মান্নান সৈয়দ সৈয়দ আবী দুল ওয়াজেদ, সৈয়দ শামসুল হক			যারা দেখে সফলতা/ এ দৃশ্য কোথায় অগ্নি/রেখোনা দাসেরে মনে/গ্রীষ্মের প্রতিভা, দুঃস্বপ্ন নষ্ট শিল্পি	সিকদার আমিনুল হক মুস্তফা আনোয়ার						পশ্চিম জার্মানীতে গরবাচেভঃ প্রাচীর ভেদী কূটনীতি/শেখ রফিক ইসলাম, মাদক দ্রব্য যুব সমাজের জন্য ক্ষতিকর/ডাঃ আশেকুর রহমান খান	

জুলাই-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৬/৭/৮৯ ২২/৩/৯৬	রবীন্দ্রনাথের গিন্নী অলস দিনের হাওয়া দুটি নাটক, হারায়ে সেই মানুষে, হৃৎ কলমের টানে	সুজিত চৌধুরী সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, পারভেজ আহমেদ খান, সৈয়দ শামসুল হক	স্বপ্ন	মূল:সামার সেট মম অনু: ফেরদৌস মাহবুব-উল- হক	বৃষ্টি হতে পারে/বাড়িয়ে বলছিনে, জ্বললেই কষ্ট	সাইফুল আতীকুল্লাহ, সৈয়দ হায়দার						হাঙ্গেরী পরিবর্তনের হাওয়া/শাহীন হক	
১৩/৭/৮৯ ২৯/৩/৯৬	ফরাসী বিপ্লবে প্যারীর জনতা, ফরাসী বিপ্লব ঐতিহাসিক তাৎপর্য, নীরোদ সি চৌধুরী, মুসলিম পৌরুষনামা, সন্ধি ও সংঘাত, তৃপ্তি মিত্র, অভিনয় ও অভিনয় ভাবনা	সৈদে বদরুল হোসাইন, নুরুন নাহার বেগম, আলম খোরশেদ, শেখ ইসতিয়াক, সৈয়দ শামসুল হক, শান্তনু কায়সার			ভালবাসা ছাড়া/তোমার কবিতা	শামসুর রাহমান						এঙ্গোলা, মম ক্ষোভার পথে বিজয়/শেখ রফিকুল ইসলাম ভাইরাস ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিধর/প্রফেসর এস এ খালেক	
২০/৭/৮৯ ৫/৪/৯৬	বাঙালীর আত্মসপরিচয় সংগীতে, সমীক্ষা, রনজিৎদাস, জীবনের শিল্পীত রুপকার অলস দিনের হাওয়া উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস ভ্রমন, এলোমেলো দৃশ্য বিচ্ছিন্ন ভাবনা, হৃৎ কলমের টানে	করুণাময় গোস্বামী মাহমুদ আলজামান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মুনতাসীর মামুন, সৈয়দ শামসুল হক	হৃদয় ফেরা	আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ	জেনাস, আঁচ, আঁধারে অন্ধ	মাহবুব সাদিক, ত্রিদিব দস্তিদার, সফিকুর রহমান			রবীন্দ্রনাথ: অন্তরঙ্গ আলোকে	মোবাশ্বের আলী মুক্তধারা	সন্তোষ গুপ্ত	গ্রীসঃ নির্বাচন ও নতুন রাজনীতির ধারা/শাহিন হক	
২৭/৭/৮৯ ১২/৪/৯৬	বনর্মমরঃ বাঘেরা বেলা করে হীরের আলোকে, ভ্রমন, ওয়াটার লু রণক্ষেত্র, হৃৎ কলমের টানে	নওয়াজেশ আহমেদ, আলমগীর ছাত্তার, সৈয়দ শামসুল হক			চিলির প্রতি, বনের কাছে মনের কাছে, কালো ছায়া আনন্দ বাড়ী নেই	মুল: নিকোলাস গিয়েন অনু: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইকবাল আজিজ, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন সোহরাব পাশা			ভ্রমন দূর- দূরান্তে	খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন	রাহাত খান	অভিন্ন সম্পদ সংরক্ষনে অভিন্ন ব্যবস্থা/ অন্ধকার অ্যারিয়াস প্রেসিন্টে কোস্টারিকা পেণটিক আলসার নতুন ও পুরাতন কথা/ডা. শুভাগত চৌধুরী, সুদান, পুরনো ব্যধি সামরিক বিপ্লব/ শেখ রফিকুল ইসলাম	

আগস্ট-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ: শিরোনাম	প্রবন্ধ: লেখক	গল্প: শিরোনাম	গল্প: লেখক	কবিতা: শিরোনাম	কবিতা: লেখক	উপন্যাস: শিরোনাম	উপন্যাস: লেখক	বই আলোচনা: গ্রন্থের নাম	বই আলোচনা: গ্রন্থকার	বই আলোচনা: আলোচক	অন্যান্য	মন্তব্য
৩/৮/৮৯ ১৯/৪/৯৬	চিত্রশিল্পী ও শহীদ মিনারের স্থপতি, অলস দিনের হাওয়া নিকোলাস গিয়ায়েন, কড়চা-মোহামেডান-আবাহনী কষ্ট মিলনী, শামসুর রহমানের শ্রেষ্ট কবিতা, হৃৎ কলমের টানে	নূরুল ইসলাম, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম দিদারুল ইসলাম, হুমায়ুন আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক	নেকড়ে নারী	মূল.জিও ভান্নি ভেরগা/শামীম আখতার	ফেউ- আগুন বৃষ্টি	রফিক নওশাদ, শামসুল আরেফিন						পোলন্ডি.নির্বাচন ও সম্প্রতিক পরিবর্তন/ শাহীন হক	
১০/৮/৮৯ ২৬/৪/৯৬	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও রবীন্দ্র সংস্কৃতি, ভাষা শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি চিন্তা, রবীন্দ্র সংগীতে পাশ্চাত্য প্রভাব, হৃৎ কলমের টানে	সালাহ উদ্দিন আহমেদ, সনজীদা খাতুন আমিনুর রহমান মামুন, সেলিম জাহান করুণাময় গোস্বামী, সৈয়দ শামসুল হক,											
১৭/৮/৮৯ ২/৫/৯৬	রুশ কাব্যের রৌপ্য যুগের আকাশে এক নক্ষত্র আন্না আখবাতোভা সমীক্ষা, শাহাবুদ্দিনের মুক্তিযুদ্ধায়, ঐ.টি.এম এলিটের চিঠিপত্র বিছিন্ন দৃশ্য, বিক্ষিপ্ত ভাবনা একাত্তরের স্মৃতি, হৃৎ কলমের টানে	আকার্দি তুলাচের্নেক্ষি নজরুল ইসলাম সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মুনতাসীর মামুন বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা সৈয়দ শামসুল হক			সন্ধানী তোমাকে, নিবেদন এই	বাসীরা ইসলাম সাইয়িদ আতীকুল্লাহ			দ্য লাইট অফ আদার ডেইজ	অধ্যাপক শামসুল হক/পাবনা	আমিনুর রহমান মামুন	লেবাননঃ জীবন নিয়ে খেলা/ শাহীন হক	
২৪/৮/৮৯ ৯/৫/৯৬	নন্দিত ভাস্কর রঁদ্যা, আত্মস্মৃতি. সংগ্রাম ও জয়, একাত্তরের স্মৃতি, হৃৎ কলমের টানে, চন্দ্রাবতরন: একটি ব্যক্তিগত উপলব্দি	আনা ইসলাম আবু জাফর শামসুদ্দিন সৈয়দ শামসুল হক, কার্লোস আরানাগা			শিশুর বিষয়ক যেন্ডু বেপারীর পত্রাবান্তব	জাহিদ হায়দার, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়			রাজরাজ ডার গল্পো	এবলাস উদ্দিন আ./শিশু সাহিত্য বিতান	কবীর চৌধুরী	নিকারগুয়া.আসন্ন নির্বাচন ও মার্কিন নীতি. শেখ রফিক ইসলাম	
৩১/৮/৮৯ ১৬/৫/৯৬	নজরুল. বাঙালীর কবি, নজরুলের সমাজ ভাবনা: মৃত্যুক্ষুধা, একাত্তরের স্মৃতি অলস দিনের হাওয়া ছুটির বাঁশি, হৃৎ কলমের টানে	শামসুজ্জামান খান, করুণাময় গোস্বামী সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সৈয়দ শামসুল হক	কার্প	মূল: মাসুজি ইবুসি. অনু: জ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া	বিকেল তোমার ভাললাগে আর্সর অশ্রুশালা শেষ অন্তে ফালানি	শামসুর রাহমান, শামসুল ইসলাম, মোফাজ্জল করিম			গল্প বেহাসিকের পার্শ্বচিন্তা	আবু জাফর শামসুদ্দিন/ লালন প্রকাশনী	সন্তোষ গুপ্ত	দক্ষিন আফ্রিকা. নতুন নেতৃত্বের কাছে প্রত্যাশা/শাহীন হক	

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৭/৯/৮৯ ২৩/৫/৯৬	নাগিব মাহফুজ, তার সাহিত্য ও একটি সাক্ষাৎকার, বিভূতিভূষণের চোখে বাংলাদেশ, একাত্তরের স্মৃতি, ভ্রমন. রোজথিয়েটার ও অন্যান্য, হৃৎ কলমের টানে	অনু.আতাউর রহমান মৃদুলা ভট্টাচার্য, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা মুনতাসীর মামুন, সৈয়দ শামসুল হক			কোমলতা ব্যাধি, মন থাক সুদর্শন ঝর্নাতলার পথে, আকাশ তোমর নাম শিশু প্রিয় বারেষু	সানাউল হক খান, ফেরদৌস নাহার, জহীর হায়দার আবু হাসান সাহারিয়ার						কম্বোডিয়া. শান্তির জন্য কাটা/শেখ রফিকুল ইসলাম	
১৪/৯/৮৯ ৩০/৫/৯৬	বিমুখ প্রান্তরের চির আশাবাদী কবি দূরদেশ-স্বদেশ, একাত্তর স্মৃতি হৃৎ কথার টানে	মিনার মনসুর জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা সৈয়দ শামসুল হক	মাকড়সা	ওয়াসি আহমেদ	অন্যদের সময়ে বেঁচে থাকা	হুমায়ুন আজাদ						মেদেলিনের মাদক চক্র ও কলম্বিয়ার কোকেন যুদ্ধ/শা.হক, তরুসংহার ও পরিবেশের বিপন্নতা/শ্যামল কুমার রায়	
২১/৯/৮৯ ৬/৬/৯৬	জওহরলাল নেহেরু স্মরণে, অলস দিনের হাওয়া কায়কোবাদ, একাত্তরের স্মৃতি আধুনিক নেপালের কবিতা, হৃৎ কলমের টানে	সালাহউদ্দিন আহমেদ সৈয়দ, মযজুরুল ইসলাম, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা ফয়েজ আহমেদ, সৈ. হক	ঘরের বাহিরে	ডব্লিও বি.ইয়ে টস/মো বারক হেসেন খান	দুঃখের মহান সম্রাট/ পাখি ডাকা ভোর/ দ্যাখা যাক কী হয়	রবিউল হুসাইন			দিরুল অফ স্মল টাউনস ইন রুরাল ডেভেলপ মেন্ট	ড. তৌফিক ম সরাজ/এন.অ ই.এলজি	অজয় রায়	ফুলের নামে নাম/মোহাম্মদ আবু জাফর	
২৮/৯/৮৯ ১০/৬/৯৬	আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সঙ্গীত ভাবনা, একাত্তরের স্মৃতি গনতন্ত্রের আকাশে স্বৈরতন্ত্রের কালোমেঘ	আহমদ কবির, সুচরিত চৌধুরী বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা	ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে আজও নিঝরী কান্দে	ইসহাক রাড়ে	এই সুখ একদিন, মৃতের কণ্ঠস্বর, ঘোড়া	ইকবাল আজিজ, ইভান ভি লেলিক/ তমিজউদ্দিন লোদী							

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৫/১০/৮৯ ২০/৬/৯৬	শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া, শিশিরের শতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলি একাত্তরের স্মৃতি--, জার্মনে কবি এনজোনস বাঁগার: ছন্দিত প্রতিবাদে কী উজ্জ্বল চলে যাওয়া, মলন দিনের হাওয়া ইতালো কালো ভিনো	নাহীদ আখতার কামালউদ্দিন নীলু, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা বীকুরতা, আলম খোরশেদ, করুণাময় গোস্বামী, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	দুপুর রাতে	নাসিমা সুলতান					গল্প: নিরন্তর যারে খোঁজে	শামসুল আলম/রুমা প্রকাশনী	আহমেদ আশরাফ		
১২/১০/৮৯	ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান: এক অসাধারণ গুনী শিল্পি, কামরুল হাসানের শিয়ালেরা, একাত্তরের স্মৃতি, বিশ্ব মানবের মহোৎসব	মোবারক হোসেন খান, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, অমলেশ সরকার	তার প্রিয় স্ত্রী	সৈয়দ হামিদুল হোসেন	স্বপ্নের কাছে অর্ধেক	নাসির আহমেদ			গল্প. বৃষ্টির কারুকাজ	মোহাম্মদ আবু তাহের/হাফি জুর রহমান সরুজ	সেলিনা হোসেন	নামিবিয়া স্বাধীনতা ও স্বপ্ন/শেখ রফিকুল ইসলাম	
১৯/১০৮৯	নান্দনিক বৈভব ও নন্দলাল বসুর মন্ডপসজ্জা উড্ডিন করচা একাত্তরের স্মৃতি অ.দি.হা উমবার্তো ইকো ও গোলাপের নাম, কাজী মেতাহার, হোসেন	আবুল মনসুর আলমগীর ছাত্তার বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, এস, জামিল চৌধুরী	অযোগ্য বন্ধু	মুল: জর্জ লুই বোর্হেস অনু: শহীদুল জহির	ক্রমেই কবির দাম/তোমাকে দেখার,ইচ্ছা/অ মাকে দেখে না আর/ এখন পালিশদিই/ মৃত্যুর পরে, চাদের বাসর শয্যায় লোকটা/বলটা স্বপ্ন	সিকদার আমিনুল হক, রবীন্দ্র গোপ			কাব্য, হে যুবক তোমার ভবিষ্যৎ	শামীম আহাদ/শিল্প তরু	রেজা উদ্দিন স্টলিন	রসায়নিক অস্ত্র বিষয়ক মার্কিন প্রস্তাব গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে/ শেখ গোলাম হাসান	
২৬/১০/৮৯ ১১/৭/৯৬	নিস্পৃহ নিরাসক্ত এক কথাকার, শুধু একগুচ্ছ রজনীগন্ধা নয়, একাত্তরের স্মৃতি, গ্রন্থাগারের সেবা সম্প্রসার হৃৎ কলমের টানে	বেলাল চৌধুরী নওয়াজেশ আহমেদ, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা করুণাময় গোস্বামী সৈয়দ শামসুল হক	বিষবৃক্ষ	ফজলুর রহমান	শামসুর রহমান-৬০ কথা ছিলো না	পুর্ণেন্দু পাত্রী শামসুর রহমান						ফর্ডিনান্ড মার্কোজ ও অস্থায়ী শয্যাব চির নিদ্রা শেখ গোলাম হাসান ঠান্ডা লাগা উপশমের ইতিহাস/ ডাঃ শুভাগত চৌধুরী	

Dhaka University Institutional Repository

নভেম্বর-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
২/১১/৮৯ ১৮/৭/৯৬	অলস দিনের হাওয়া প্রাবৃট, টমাস কিন সেলার ঐতিহ্য সন্ধান, নি.ই.চি বিমূর্ত পৃথিবী দূরদেশ স্বদেশ, হৃৎ কলমের টানে একাত্তরের স্মৃতি	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আবুল হোসেন আলম খোরশেদ, জ্যোতি প্রকাশ দত্ত সৈয়দ শামসুল হক বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা	অসমতল	সিরাজুল ইসলাম	মাঝে মধ্যেই তাকাই পেছনে/ আমি বেড়িয়ে পড়ছি	সাইয়িদ আতিকুল্লাহ			উপন্যাস: পাথর সময়	মঈনুল আহসান সাবের /পল্লব পাবলিশিং	সুশান্ত মজুমদার		
৯/১১/৮৯ ২৫/৭/৯৬	হতাশার সমালোচক, কামরুল হাসান গনসাঙ্গীত প্রসঙ্গ মার্কেটের নতুন উপন্যাস আবার সারা বিশ্বে তোলপাড় একাত্তরের স্মৃতি হৃৎ কলমের টানে	বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর মাহমুদ সেলিম, মাসুদুজ্জামান বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা সৈয়দ শামসুল হক			বহুবিঘ্ন শান্তিতে রেখেছে তিনি জ্বরাক্রান্ত একজন	সৈয়দ হায়দার শিল্পী মমতাজ খোন্দাকার আশরাফ হোসেন						নিকারাগুয়ার শান্তিপ্রক্রিয়া হুমকীর সম্মুখীন/ শাহীন হক	
১৬/১১/৮৯ ২/৮/৯৬	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেকাল একাল জীবনানন্দ দাশের পূর্ণিমা, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সমকালীন ভাবনা, চিন্তাবিদ মোতাহার হোসেন চৌধুরী একাত্তরের স্মৃতি	সরদার ফজলুল করিম আহসানুল কবীর, বিনায়ক সেন, খালেদা ইয়সমিন বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা							কাব্য. উন্মানের মন্ত্র নেই	সাজল বন্দ্যোপাধ্যায়/ নিখিল প্রকাশনী	হোসাইন কবীর		
২৩/১১/৮৯ ৯/৮/৯৬	জার্নাল/৮৯ শ্যামল রমনার স্থপতি রবটি প্রাউডলক অলস দিনের হাওয়া.ছিন্নপত্রের ভুবন, একাত্তরের স্মৃতি হৃৎ কলমের টানে	হাসনাত আব্দুল.হাই দ্বিজেন শর্মা সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা সৈয়দ শামসুল হক	বুকের বাগানে হলুদ দোয়েল	রফিকুর রশীদ	অনন্ত গভীরে মজ্জায় সবুজ	খালেদা এদিব চৌধুরী মুস্তফা আনোয়ার শামসুল ইসলাম			গল্প. স্বপ্ন মিছিল	বিপ্রদাশ বড়ুয়া/ মুক্তধারা	মুরত. জা আলী	নামিবিয়ার নির্বাচন, স্বাধীনতা ও প্রসঙ্গকথা/শে রফিকুল ইসলাম	
৩০/১০/৮৯ ১৬/৮/৯৬	হাসান আজিজুল হক. তার গল্পের ভূ-গোল জার্নাল-৮৯ নি.হ.চি. আয়ার গোয়েন্দা উপন্যাস একাত্তরের হৃৎ কলমের টানে	ফারুক মঈনউদ্দিন হাসনাত আব্দুল হাই আলম খোরশেদ, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা সৈয়দ শামসুল হক	একটি দীর্ঘ শ্বাসের ভাল পালা	নাসরিন জহান	সিংহ দরোজা, শ্যামলি মা, কবিতা	হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মুল: ইভান ডাঝোভের অনু: শামসুল ফয়েজ, অসীম সাহা			উপন্যাস তুমি আছো বলে	ফরিদা রহমান/মুক্তধারা	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন		

Dhaka University Institutional Repository

ডিসেম্বর-১৯৮৯

তারিখ	প্রবন্ধ		গল্প		কবিতা		উপন্যাস		বই আলোচনা			অন্যান্য	মন্তব্য
	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	শিরোনাম	লেখক	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার	আলোচক		
৭/১২/৮৯ ২৩/৮/৯৬	তাঁর পুজার গান, জার্নাল-৮৯, ময়মনসিংহ গীতিকা, জীবন ধর্ম ও কাব্যমূল্য, অলস দিনের হাওয়া, রাজ কবিগণ, হৃৎ কলমের টানে একাত্তরের স্মৃতি	ওয়াহিদুল হক, হাসনাত আব্দুল হাই, সৈয়দ আজিজুল হক, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা	বড় দিনের উপহার	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন								চিলির নির্বাচন সামরিক শাসনের ছায়া ও গনতন্ত্রের সংগ্রাম/শেখ রফিকুল ইসলাম	
২১/১২/৮৯ ৭/৯/৯৬	হেনরীমুর ভাস্কর্যের প্রবাদ পুরুষ, জার্নাল-৮৯, একাত্তরের স্মৃতি রনাঙ্গনে আমাদের বিজয়, হৃৎ কলমের টানে	উইলিয়াম পেকার, হাসনাত বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, মো.রফিকুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক	প্রতিমা পুরান	পূরবী বসু	কবিতা কাজ, বাস্তব যোগা যোগ, গোলক ধাধার গল্প	মুল: ব্রোর্টোল্ট ব্রেখট অনু: মোজাম্মেল হোসেন, সানাউল হক, আনন্দ রহমান, রেজাউদ্দিন স্টালিন			ইন্দোনেশিয়ার গল্প	জাফর তালুকদার/ মুক্তধারা	কবীর চৌধুরী	ডায়েটিং করলেও কেন মেদ কমে না/ ডা. শুভাগত চৌধুরী	১৪ ডিসেম্বর বাংলার বাণী ছাড়া সকল পত্রিকা ধর্মঘট পালন করে।
২৮/১২/৮৯ ১৪/৯/৯৬	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের শিল্পকর্মে বাস্তবতা ও রূপান্তর, জার্নাল-৮৯ রণাঙ্গনে আ. বিজয়, হৃৎ কলমের টানে	তন্দ্রা দাশ হাসনাত আব্দুল হাই রফিকুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হক	ঔপনিবেশিক কমিশনার	মুল: চিনুয়া আচিবি অনু: শহীদুল আলম	ভোর বেলা কার বারান্দায় দাড়িয়ে, তিনি/চোখ	আবসার হাবীব, মাকিদ হায়দার						পানামা, মার্কিন বাহিনীর আগ্রাসন/শাহিন হক	

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আশির দশকে 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত বিষয়াবলির সাহিত্যমূল্য কম নয়। এই সময় সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ, গল্প বা কবিতা নিছক সাহিত্যপাতার তাগিদেই লেখা হয় নি, লেখা হয়েছে রচয়িতার স্বতঃস্ফূর্ত চেতনায়. তাই দেখা যায় পত্রিকায় প্রকাশের অত্যল্পকাল পরেই এইগুলো বই আকারে বাজারে বের হয়ে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। এই পর্যায়ে উল্লেখ করা যায় সৈয়দ আলী আহসানের 'নিউইয়র্কের চিঠি' এম.আর.আখতার মুকুলের 'অকৃত্রিম ইতিহাসের সন্ধানে : কোলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ধারা (১৭৫৭-১৯০৫) ইত্যাদি প্রবন্ধ 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত হওয়ার পর বই আকারে বের হতে। এ ছাড়া দৈনিক 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ বই আকারে প্রকাশ পায় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই পর্যায়ে উল্লেখ করা যায় 'জানা অজানা-ঢাকা' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধের কথা। মুনতাসীর মামুন রচিত ইতিহাসাস্রিত এই প্রবন্ধটি 'স্মৃতি-বিস্মৃতির ঢাকা' নামে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদ' বই আকারে প্রকাশ করে আগামী প্রকাশনী, প্যান্না কায়সারের 'স্বাধীনতার শত্রু-মিত্র' প্রবন্ধের বইও প্রকাশ করে আগামী প্রকাশনী। আলমগীর সাত্তারের 'উড্ডীন কড়চা', সৈয়দ শামসুল হকের 'হৃৎ কলমের টানে', আবু সাঈদ চৌধুরীর 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা 'একাত্তরের স্মৃতি' ইত্যাদি প্রবন্ধ বই আকারে প্রকাশ করে ইউনাইটেড প্রেস লিমিটেড। এছাড়া আবদুল্লা আল মুতির 'পরিবেশ সংকট ঘনিয়ে আসছে' এবং দ্বিজেন শর্মার 'নিঃসর্গ নির্মাণ' ও 'নান্দনিক ভাবনা' নামক যে বই প্রকাশ করেছে ইউপিএল তার বেশিরভাগ লেখা সংবাদ সাময়িকীতে প্রথমে ছাপা হয়। বাংলাদেশে চিত্রশিল্পের রেঁনেসার নায়ক জয়নুল আবেদীনকে নিয়ে বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর রচিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'জয়নুল আবেদীনের জিজ্ঞাসা' বই আকারে প্রকাশ করে মুক্তধারা। ডাক্তার শুভাগত চৌধুরীর স্বাস্থ্যবিষয়ক লেখাগুলো 'স্বাস্থ্য বিচিত্রা' ও 'বিচিত্র স্বাস্থ্য' নামকরণে বই প্রকাশ করে মুক্তধারা। এছাড়া আবদুল্লা আল মুতির বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধগুলোকে 'বাংলাদেশের বিজ্ঞান চিন্তা' নামে মুক্তধার বই আকারে প্রকাশ করে। এই সময় 'সংবাদ' সাময়িকীতে প্রকাশিত সৈয়দ শামসুল হকের ধারাবাহিক উপন্যাস 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' বই আকারে প্রকাশ করে বিদ্যাপ্রকাশ এবং বেলাল চৌধুরী অনূদিত গ্যাব্রিয়েল মার্কেজ এর 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি' প্রকাশ করে সন্দেশ প্রকাশনী।

প্রবন্ধের পাশাপাশি এই সময়ে পত্রিকা দুটির সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত গল্প কবিতাও বই আকারে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে সাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলি থেকে প্রধান প্রধান রচনা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে প্রথম পরিচ্ছেদে 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র সাহিত্যসাময়িকী রচনাবলি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকী রচনাবলি আলোচনা করা হল। এই ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণের ধারবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ : 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলির মূল্যায়ন

১. প্রবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তি এদেশের কবি-সাহিত্যিকদের নবচেতনায় উদ্ভাসিত করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নতুন পরিবেশে এঁরা সৃষ্টিশীলতায় মগ্ন হয়- যুক্ত হয় মননধর্মী গবেষণায়। কিন্তু এ সবের প্রকাশের ক্ষেত্র ছিল সীমায়িত। হাতেগোনা কয়েকটি সাহিত্যপত্রিকা ছাড়া এ সময় কবিসাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্ম প্রকাশের বিকল্প উপায় ছিল দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকী। এ ক্ষেত্রে 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ' যত্নসহকারে নবীন-প্রবীণ কবি সাহিত্যিকদের লেখনী এঁদের সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশ করে। এ পর্যায়ে- বিশ শতকের পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিকের পাশাপাশি অনেক নবীন কবি-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক এ দুটো পত্রিকায় তাঁদের সৃষ্টিকর্ম প্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে যেমন আছেন আবুল ফজল, সৈয়দ আলী আহসান, আল মাহমুদ, শামসুর রাহমান, সৈয়দ আবদুস সুলতান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী, আখতার উল আলম, আসকার ইবনে শাইখ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, রবিউল হুসাইন, দাউদ হায়দার, আনিসুজ্জামান, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম প্রমুখ তেমনি আছেন রফিকউল্লাহ খান, মিনার মনসুর, হারুন হাবীব, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, দিলওয়ার হোসেন, আহমদ রফিক, তন্দ্রা দাস, আনা ইসলাম প্রমুখ। গোটা আশির দশকে 'দৈনিক ইত্তেফাকে' ২১৬ জন প্রবন্ধকারের মোট ৬৮৬টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সর্বাধিক ৬২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এম আর আখতার মুকুলের। সৈয়দ আলী আহসানের ৩৪টি। এছাড়া রফিকউল্লাহ খানের ২৭টি, মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের ১৮টি, লৎফুর রহমান জুলফিকার ও সৈয়দ আব্দুস সুলতানের ১৬টি করে এবং আতাউর রহমান খানের ১৪টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই দশকে আবদুল মান্নান সৈয়দের ১২টি, আবু জাফর, আল মাহমুদ, সরদার আব্দুস সাত্তারের ১১টি করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এসময় ১০টি প্রবন্ধ লিখেন আখতার-উল-আলম। ৯টি করে প্রবন্ধ লিখেন শাহাবুদ্দিন আহমেদ, আসকার ইবনে শাইখ, আবু মোহম্মদ রইস, হুমায়ুন মালিক, আ.ন.ম খালিকুজ্জামান, আতাউর রহমান প্রমুখ। ৮টি করে প্রবন্ধ রচিয়তাগণ হলেন মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আবুল কাইয়ুম, সরকার মাসুদ, তকীয়ুল্লাহ। আব্দুল কাদির, তোফায়েল আহমেদ, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ প্রত্যেকে ৭টি করে প্রবন্ধ লেখেন। ৬টি করে প্রবন্ধ লেখেন আহমেদ আশরাফ, দানীউল হক, খোরশেদুল ইসলাম, আন্দালিব রাশদী। এছাড়া ৫টি করে প্রবন্ধ লেখেন ৪ জন, ৪টি করে প্রবন্ধ লেখেন ১০ জন, ৩টি করে প্রবন্ধ লেখেন ১৬ জন, ২টি করে প্রবন্ধ লেখেন ৪২ জন এবং ১টি করে প্রবন্ধ লেখেন ১১৪ জন। বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে এগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়।

ক. ব্যক্তিপরিচিতিমূলক (বাংলাসাহিত্য)
খ. ব্যক্তিপরিচিতিমূলক (বিশ্বসাহিত্য)
গ. কবিতাবিষয়ক
ঘ. গদ্যবিষয়ক
ঙ. অন্যান্য

ক. ব্যক্তিপরিচিতিমূলক (বাংলাসাহিত্য)

'ইত্তেফাক' সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে ব্যক্তিপরিচিতিমূলক প্রবন্ধ বিশেষ স্থান দখল করে আছে। সামাজিক এবং আত্মীক প্রয়োজনে প্রবন্ধকারগণ বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ প্রমুখের জীবন ও কর্ম নিয়ে তথ্য ও তত্ত্বসম্বলিত প্রবন্ধ রচনা করে পাঠকের মানসগঠনে সক্রিয় থেকেছেন এবং আছেন। এরই ধারাবাহিকতায় নিম্নে 'ইত্তেফাক সাময়িকীতে প্রকাশিত বাংলাসাহিত্যের কতিপয় কবি-সাহিত্যিকের পরিচিতিমূলক প্রবন্ধ আলোচনা করা হল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্তরকালে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বিপ্লবী একটা চেতনা প্রবাহিত হয়েছিল। বিশেষত শ্রেণী বৈষম্য এবং পরাধীনতার প্রকোষ্টে চাপা পড়ে এঁদের মধ্যে একটা বিদ্রোহ কাজ করতো। যাঁরা সমাজ বা রাষ্ট্র নিয়ে ভাবতেন তাঁদের মধ্যেই বিপ্লবী চেতনা প্রকটিত হতে দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম, বেনজীর আহমদ প্রমুখের মত মহীউদ্দিন সাহেবও বিপ্লবী সত্তায় আবর্তিত হয়েছিলেন। ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় ১৯০৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৮ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু ঘটলে ১৯১৪ সালে তিনি কোলকাতায় গমন করেন। কর্মজীবন শুরু করেন পুস্তক বাঁধাইয়ের কারখানায় কিন্তু পড়াশোনার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ থাকায় নিজের চেষ্টায় ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করেন। ১৯২৫ সালে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফফর আহমদের সান্নিধ্যে এসে সাম্যবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বিপ্লবী চেতনায় তিনি ছিলেন নিমগ্ন। কিন্তু সৈয়দ আলী আহসান 'কবি মহিউদ্দিন' প্রবন্ধে তাঁকে বিপ্লবীর চেয়ে বিশুদ্ধ কবি হিসেবেই অভিহিত করেছেন। বিশেষত দেশ বিভাগের পর কবি যখন কলকাতা ছেড়ে ঢাকা চলে এলেন তখন তাঁর মধ্যে নাস্তিক্যবাদ আর সক্রিয় থাকলো না। তিনি পুরোপুরি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় খুঁজছেন। কবিতায় থেকেছেন সৎ ও নিষ্ঠাবান। রাজনীতির জটিল পথপরিক্রমা কবিতার সঞ্চরণকে ম্লান করতে পারে নি। কবি মহী উদ্দিন জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে অনেকটা ধ্যান মগ্ন থেকেছেন ঈশ্বরের কৃপা লাভের প্রত্যাশায়। অনুরূপভাবে কবিকে নিয়ে মোহাম্মদ আব্দুল মোহাইমেন রচনা করেন 'মানুষের কবি মহিউদ্দিন' নামক একটি প্রবন্ধ। এতে মূলত কবি মহিউদ্দিনের মাসিক 'অন্ন চাই', 'আলো চাই' পত্রিকার প্রকাশ কাহিনি বিবৃত হয়েছে। 'অন্ন চাই', 'আলো চাই' পত্রিকাটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই মোহাম্মদ আব্দুল মোহাইমেন তার প্রেস থেকে ছাপেন এবং মাত্র চারটি সংখ্যা বের হবার পর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে পাকিস্তান সরকার এটি বন্ধ করে দেয়। গণমানুষের প্রতি কবির গভীর দরদ, ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে 'অন্ন চাই', 'আলো চাই' পত্রিকায়।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পাশাপাশি তাঁর রসবোধ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কতোটা উচ্চমার্গের ছিল তা সৈয়দ আলী আহসান তাঁর স্মৃতির পাতা থেকে রোমন্থন করেছেন 'শহীদ সোহরাওয়ার্দী' প্রবন্ধে। প্রসঙ্গগত উল্লেখ করেছেন সোহরাওয়ার্দীর বড় ভাই কবি জীবন রসিক শিল্প সমালোচক শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর রসবোধ কতোটা ইঙ্গীতবহ ও অর্থপূর্ণ ছিল সে বিষয়ে। ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সব সময়ই একটি চর্চার বিষয়। নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে এ জাতীয় প্রবন্ধ যত রচিত হবে ততই জাতি উপকৃত হবে।

বাংলা সাহিত্যের এক কীর্তিমান পুরুষ মাহবুব-উল-আলম। তাঁর সৃষ্টিকর্ম নিয়ে রফিকউল্লাহ খান 'জীবন শিল্পী মাহবুব উল আলম', শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করেন। তবে সদ্যপ্রয়াত (৭/৮/১৯৮১) এই শিল্পীর জীবন পঞ্জিকা প্রবন্ধে সংযোজন করলে পাঠক উপকৃত হত। আমরা জানি মাহবুব-উল-আলম প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঙালি পল্টনে (১৯১৭) যোগ দিয়েছিলেন এবং মেসোপটেমিয়ায় গমন করে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। পেশাজীবনে তিনি ছিলেন একজন রেজিস্ট্রার। প্রথমে সাব রেজিস্ট্রার (১৯২০) পরে ডিস্ট্রিক রেস্ট্রিার এবং সর্বশেষ ইনস্পেকটর অব রেজিস্ট্রার হিসেবে ১৯৫৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে সাপ্তাহিক জামানা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে মূলত মাহবুব উল আলমের 'মোমেনের জবানবন্দী' (১৯৪০) গ্রন্থটির আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এটি তাঁর আত্মজীবনীমূলক দ্বিতীয় গ্রন্থ। এতে সমাজ ও বাস্তব জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে। এর পাশাপাশি প্রাবন্ধকার মাহবুব-উল-আলমের চট্টগ্রামের ইতিহাস, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, 'গায়ের মায়া, 'মফিজন' ইত্যাদি গ্রন্থের কথাও উল্লেখ করেছেন রেখাচিত্রের মতো আলোচ্য প্রবন্ধে।

বাংলা সাহিত্যে বেনজীর আহমদ সাধারণত কবি হিসেবে পরিচিত। সৈয়দ আব্দুস সুলতান বেনজীর আহমদের সৃষ্টি সম্ভার বিশেষ করে 'বন্দীর বাঁশী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। বেনজীর আহমদ ১৯০৩ সালে ঢাকা জেলার শিবপুর উপজেলার ধানুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিদ্যালয়ের আঙিনা পরিত্যাগ করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২০-২২ সালে চলমান খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন সক্রিয়ভাবে। ইংরেজ সরকার ১৯২১ সালে তাকে গ্রেফতার করে এবং দীর্ঘদিন তিনি কারারুদ্ধ অবনস্থায় থাকেন। ১৯২৭ সালে 'নওরোজ' পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এর পর যোগ দেন 'দৈনিক আজাদের' সহকারী সম্পাদক হিসেবে। তাঁর এ নাতিদীর্ঘ জীবনে রাজনীতির পাশাপাশি সাংবাদিক হিসেবেই সক্রিয় ছিলেন বেশি। কিন্তু কবি বা সাংবাদিকের পরিচয়ের থেকে বেনজীর আহমদ যে একজন খাঁটি বাঙালি মুসলমান বিপ্লবী এ বিষয়টি 'কবি বেনজীর আহমদ', প্রবন্ধে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়েছেন সৈয়দ আব্দুস সুলতান। প্রাবন্ধিকের মতে

> কবি খ্যাতি সহজলভ্য নয়। তাতে প্রচুর সম্মান ও শ্রদ্ধাও আছে। কিন্তু বেনজীর আহমদ আগে বিপ্লবী, বীর ও কর্মবীর পরে অন্যকিছু।[২]

প্রাবন্ধিকের আন্তরিক বিশ্লেষণী লেখনী থেকে পাঠক বেনজীর আহমদ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করবে প্রবন্ধটি পাঠে এ আমাদের বিশ্বাস।

ব্রিটিশ ভারতে বাঙালি মুসলমানরা যেসকল কারণে অনগ্রসর ছিল, এ সবের মধ্যে একটি ছিল খেলাফত আন্দোলনের প্রভাব। যদিও খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন যুগপৎভাবেই চলছিল তবুও চেতনায় এ দুটি ছিল ভিন্নমাত্রিকতায় আরোহিত। খেলাফত আন্দোলনে নিখিল ভারতে খ্যাতিমান অনেক নেতা অংশ নিলেও সবার ত্যাগ এবং প্রভাব একরকম ছিল না। পূর্ববাংলার এক মহান পুরুষ খেলাফত আন্দোলনে জান-মাল দিয়ে সর্বাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই মহান পুরুষ হলেন টাঙ্গাইলের করটিয়াস্থ জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী। তিনি শুধু পুরুষানুক্রমিক জমিদার ছিলেন না, ছিলেন শিক্ষানুরাগী, আধুনিক মনস্ক, মুসলিম হিতৈষী অথচ অসম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ একজন প্রাগ্রসর পুরুষ। তোফায়েল আহমদ 'ওয়াজেদ আলী

Dhaka University Institutional Repository

খান পন্নী', শিরোনামে উপযুক্ত প্রবন্ধটি রচনা করে পাঠককে আমাদের ইতিহাসস্রিত ব্যক্তিদের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ওয়াজেদ আলী খাঁ বাংলা ১২৭৬ সালে টাঙ্গাইলের করটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাফিজ মোহাম্মদ আলী খাঁ এবং পিতামহ সা'দত আলী খাঁ ছিলেন জমিদার। গৃহশিক্ষকের নিকট শুরু হয় শিক্ষাজীবন। নিজ উদ্যোগে শেখেন আরবি, ফার্সি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষা। সময়ের দাবিতে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে পড়েন রাজনীতিতে। ১৯২১ সালে চলমান খেলাফত আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন এবং আইন ভঙ্গ করার অপরাধে গ্রেফতার এবং ১ বছর ৩ মাস ময়মনসিংহ জেলে অন্তরীণ থাকেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাসহ সামাজের অনেক সংস্কার তিনি সাধন করেন। জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে তিনি ছিলেন 'দ্বিতীয় মহসীন'। ১৩৪৩ সালের ১২ই বৈশাখ তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

সদ্য প্রয়াত (৪/৫/৮৩) আবুল ফজলের জীবন পঞ্জিকা তুলে ধরা হয়েছে 'আবুল ফজল : স্মৃতি ও রেখাচিত্র', প্রবন্ধে। চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়ার ১৯০৩ সালের ১লা জুলাই আবুল ফজল জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম সরকারি নিউ স্কিম মাদ্রাসা থেকে ১৯২৩ সালে মেট্রিক, ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে ১৯২৫ সালে আই.এ এবং ১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাশ করেন। ১৯৩১ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.টি এবং ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবন শুরু করেন স্কুল শিক্ষকতা দিয়ে। কৃষ্ণনগর কলেজে বাংলা বিষয়ের লেকচারার নিযুক্ত হন ১৯৪১ সালে। ১৯৪৬ সালে তিনি বদলি হন চট্টগ্রাম কলেজে। ১৯৫৯ সালে প্রফেসর হিসেবে কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীন হলে ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ এর ২৬শে নবেম্বর রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং মন্ত্রীর পদমর্যাদায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের (১৯২৬) প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম তিনি। বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন গড়ে তোলে তিনি প্রচার করেন 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে তিনি ছিলেন একনিষ্ট এক কর্মী। সমাজ ও সমকাল উঠে এসেছে তাঁর প্রবন্ধে, কথাসাহিত্যে। 'চৌচির' (১৯৩৪) 'প্রদীপ ও প্রতঙ্গ' (১৩৪৭), 'রাঙ্গা প্রভাব' (১৩৬৪) ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে মাটির পৃথিবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, মৃতের আত্মহত্যা ইত্যাদি। কায়েদে আজম, প্রগতি ইত্যাদি তাঁর রচিত নাটক। তাঁর প্রবন্ধসম্ভারে রয়েছে বিচিত্র কথা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা, সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন, সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্র, সমকালীন চিন্তা, মানবতন্ত্র প্রভৃতি। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান অত্যন্ত নির্মোহভাবে এই গুণী শিল্পীর কীর্তিকথা প্রবন্ধটিতে তুলে পাঠকের ক্ষুধা নিবারণে সক্ষম হয়েছেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মনীষা অপরিসীম। তিনি শুধু একজন ব্যক্তি নন তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে তাঁর রয়েছে সর্বাত্মক অংশগ্রহণ। কী অনুবাদ, কী মৌলিক রচনা দুটোতেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অথচ বাংলাদেশে এই মনীষি অবহেলিত হচ্ছেন এমন আফসোস উচ্চারিত হয়েছে কাজী দীন মুহম্মদ রচিত 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌', প্রবন্ধে। প্রবন্ধটিতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বহুমাত্রিক প্রতিভার বিশেষত তার ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে অধিক আলোকপাত করেছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণায় ১৮৮৫ সালে ১০ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে তিনি এন্ট্রাস পাশ করেন। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ পাশ করেন ১৯০৬ সালে। কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অর্নাসসহ বি.এ পাশ করেন ১৯১০ সালে। ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ পাশ করেন। ১৯১৪ সালে তিনি বি.এল পাশ করেন। বর্নাঢ্য শিক্ষাজীবনের মাঝখানেই কর্মজীবন শুরু করেন শিক্ষকতা দিয়ে। জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেনে শিক্ষক হিসেবেই। অবশ্য কিছুদিন 'আল এসলাম' পত্রিকায় সহ-সম্পাদকের কাজ করেছেন। এইভাবে সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি দিয়ে প্রাবন্ধিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ভাষা প্রীতির পরিচয় তুলে ধরেন

> 'তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত। আরবী, ফরাসী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, আবেস্তান, হিব্রু, সিংহলী, তিব্বতী, উড়িয়া, অহমিয়া, মৈথিলী, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, বেলুচি, সিন্ধি, লাতিন, ইতালী, স্প্যানিশ প্রভৃতি প্রায় চল্লিশটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর কালে এবং তার পরেও আজ পর্যন্ত এতগুলো ভাষা কেউ আয়ত্ত করতে পারেন নি।'[২]

বিগত শতাব্দির চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে বহুমাত্রিক পরিচয়ে অভিহিত হন হুমায়ুন কবীর। ফরিদপুর জেলার কোমোরপুর গ্রামে ১৯০৬ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে নওগা কে.বি স্কুল থেকে ইংরেজিতে লেটারসহ মেট্রিক পাশ করেন। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন ১৯২৪ সালে। ১৯২৮ সালে ইংরেজি বিষয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। সরকারি বৃত্তি লাভ করে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতিতে অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবন শুরু করেন শিক্ষকতা দিয়ে। রাজনীতির সাথে সংস্পৃক্ত হন ১৯৩৭ সালে। এসময় কৃষক প্রজা পার্টির নমিনেশনে ফরিদপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। তিনি বঙ্গীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী এ.কে ফজলুল হকের রাজনৈতিক সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি 'কংগ্রেস' এবং পরে

Dhaka University Institutional Repository

'বাংলা কংগ্রেস' রাজনৈতিক দলের সাথে সংস্পৃক্ত ছিলেন। রাজনীতির পাশাপাশি দর্শন, সাহিত্য ও সমাজতত্ত্বের উপর বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সাংবাদিক এবং চিন্তাবিদ। এই সব্যসাচী লেখকের জীবনকাল (১৯০৬-৬২) সংক্ষিপ্ত হলেও কর্মমুখরতা ছিল আজন্ম। প্রাবন্ধিক আবু মহম্মদ রইস 'হুমায়ুন কবির: তাঁর স্বপ্নসাধ', প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন

> তৎকালীন জীবন, সমাজ এবং এই সমাজের মানুষকে তিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর কবিতায় যদি এর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ না ঘটতো তাহলে হয়তো তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা তার প্রবন্ধে উপন্যাসে কোথাও সেই উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার এমন আন্তরিক প্রকাশ সম্ভব হতো না।[৩]

প্রবন্ধকার হুমায়ুন কবিরের রচনাবলির একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন যা থেকে পাঠক তাঁর রচনা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করতে সমর্থ হবে।

আবুল মনসুর আহমদ বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ। তাঁর বিচরণভূমি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহে (১৮৯৭) তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন এ অঞ্চল শিক্ষায়, চিন্তায়, সংস্কৃতি সবকিছুতে ছিল পশ্চাদপদ এক জনভূমি। পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ এই জনগোষ্ঠীর মুক্তির অন্বেষায় সর্বপ্রথম নজর দেন নিজেকে যোগ্য করে গোড়ে তোলার দিকে। ১৯১৭ সালে মেট্রিক, ১৯১৯ সালে আই.এ এবং ১৯২১ সালে তিনি বি.এ পাশ করেন। সাধারণ শিক্ষা লাভের পর তিনি আইন শিক্ষায় ব্রত হন এবং কৃতিত্বের সাথে তা লাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষে কর্মজীবন শুরু করেন সাংবাদিকতা দিয়ে। ১৯২৩-২৯ সাল পর্যন্ত তিনি সাপ্তাহিক 'ছোলতান', 'মোহম্মদী' ও 'দি মুসলমান' পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। পরবর্তী প্রায় একদশক তিনি ময়মনসিংহ জজকোর্টে আইন পেশায় নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু ১৯৪১ সালে পুনরায় সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন এবং সক্রিয় রাজনীতির সাথে সংযুক্ত হন। ফলে এই দুইদশকের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় পূর্ববাংলার গণমানুষের নাড়ী তিনি জানতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর লব্ধজ্ঞান যেমনি সাহিত্যে তেমনি রাজনীতেতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। ইংরেজ শাসনের অবসানে এই দেশ কেমন হবে- কেমন হওয়া উচিত এর শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনীতির স্বরূপ এ সব বিষয়ে তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। সানাউল্লাহ নূরী 'আবুল মনসুর আহমদ: তাঁর অগ্রগামী চিন্তা', শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধে মনসুর আহমদের সামগ্রিক চিন্তা চেতনার একটি রেখাচিত্র এঁকেছেন মাত্র। স্বল্প পরিসরে এ মহান ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরা কষ্টকর। প্রবন্ধকার একটি প্রয়াস নিয়েছেন কেবল পাঠকের সাথে আবুল মনসুর আহমদের পরিচয় করে দেয়ার জন্যে।

ইতিহাসের প্রাণপুরুষ যখন সাহিত্যসংশ্লিষ্ট হন তখন তাদেরকে সাধারণত রাজনৈতিক সত্তার চেয়ে সাহিত্যিক সত্তায়-ই বেশি অভিহিত করা হয়। আবুল কালাম শামসুদ্দীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দ্রষ্টাদের একজন। বিংশ শতাব্দির গোড়া থেকে তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজকে জাগ্রত করতে সব্যসাচীর কাজ করে গেছেন। যেমন ছিলেন সাংবাদিক, তেমনি সাহিত্যিক সর্বোপরি ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। আ. ন. ম খালিকুজ্জামান 'আবুল কালাম শামসুদ্দীন: তাঁর চৈতন্য', নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন ১৮৯৭ সালে ৩রা নবেম্বর ময়মনসিংহের ত্রিশালে সম্ভ্রান্ত এক জোতদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন ১৯১৭ সালে। এফ.এ পাশ করেন ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে। অসহোযোগ আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। কর্মজীবন শুরু করেন সাংবাদিকতা দিয়ে। ১৯২৩ এ কলকাতা 'দৈনিক মোহাম্মদী' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক এবং কলকাতার সাপ্তাহিক 'মুসলিম জগত' পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে কাজ করেন ১৯২৪ সালে। এরপর থেকে একে একে 'সওগাত' (১৯২৬), 'দৈনিক সুলতান' (১৯৩০) প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি যোগ দেন দৈনিক আজাদ পত্রিকায়। বলা যায় জীবনের দীর্ঘ সময় এই পত্রিকাই কাটিয়েছেন সম্পাদক হিসেবে। বাঙালি মুসলমানদের উন্নয়নের লক্ষ্যে একদিকে যেমন কলম চালিয়েছেন সংবাদ বিনির্মাণে তেমনি রচনা করেছেন গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি সমাজসচেতনা গঠনের লক্ষ্যে।

সদ্য প্রয়াত (৫/১০/৮৪) বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক মুজিবুর রহমান খাঁ'র স্মরণে- আ. ন. হ. খালিকুজ্জামান' মুজিবুর রহমান খাঁ', শিরোনামে প্রবন্ধটি রচনা করেন। মুজিবুর রহমান খাঁ নেত্রকোনা জেলার উলুআটি গ্রামে ১৯১০ সালের ২৩শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। নেত্রকোনা আঞ্জুমান হাই স্কুল থেকে ১৯২৮ সালে এন্ট্রাস পাশ করেন। বি.এ পাশ করেন আনন্দ মোহন কলেজ থেকে ১৯৩৪ সালে। শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও সাংবাদিক হিসেবে জীবনের দীর্ঘ পথ তিনি অতিক্রম করেন। ১৯৩৬ সালে সহযোগী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন 'দৈনিক আজাদে'। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক এবং বুলবুল ললিত কলা একাডেমির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। 'দৈনিক পয়গাম' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চা সমানতালে চালিয়েছেন

Dhaka University Institutional Repository

আজীবন। তাঁর গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে 'পাকিস্তান', 'বিলাতে প্রথম ভারতবাসী', 'সাহিত্যের সীমানা', 'আমাদের ইতিহাস' ইত্যাদি প্রবন্ধটি থেকে পাঠক মুজিবুর রহমান খাঁ'র একটি সংক্ষিপ্ত জীবন বিবরণী জানতে সক্ষম হবে।

প্রখ্যাত কবি, গবেষক, সম্পাদক, প্রাবন্ধিক আব্দুল কাদিরের মৃত্যুতে (২০/১১/৮৪) 'কবি আব্দুল কাদির স্মরণে', শিরোনামে ১টি প্রবন্ধ রচনা করেন রফিকুল ইসলাম। এতে প্রবন্ধকারের গভীর আবেগ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে কবির প্রতি। আব্দুল কাদির ১৯০৬ সালে ১লা জুন কুমিল্লা জেলার আড়াইসিধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে অন্নদা মডেল হাই স্কুল থেকে মেট্রিক এবং ১৯২৫ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এস.সি পাশ করেন। শিক্ষাজীবন অসমাপ্ত রেখেই ১৯২৬ সালে 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদন বিভাগে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। কিছু দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করলেও নবশক্তি, যুগান্তর, নবযুগ প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রিয় সরকারের মুখপাত্র 'মাহেনও' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৪ সালে তিনি কেন্দ্রিয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রকাশনা অফিসার হিসেবে কাজ করেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানান সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকেন আমৃত্যু। ছন্দ নিয়ে গবেষণা করেন বাংলা কবিতাকে পরিশিলীত, মার্জিত একটি কাঠামোয় দাঁড় করানোর লক্ষ্যে।

সদ্য প্রয়াত (৩/১২/৮২) কবি বিষ্ণুদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর কবিতায় বিশেষত 'উর্বশী ও আর্টেমিস' এবং 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থে ইতিহাস মনস্কতার যে চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তার একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা আছে রফিকউল্লাহ খানের 'হৃদয় মননে ইতিহাস', প্রবন্ধটিতে। বিষ্ণুদে বাংলাসাহিত্যের কল্লোল যুগের পুরোধা। ১৯০৯ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এ কবি। ১৯৩২ সালে সেন্টপলস কলেজ থেকে বি.এ অর্নাস এবং ১৯৩৪ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবন শুরু করেন শিক্ষকতা দিয়ে। শিক্ষকতার পাশাপাশি শিল্পসাহিত্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন আমৃত্যু। ১৯২৩ সালে কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের ফলে সাহিত্যে যে নতুন উদ্দম ও ব্যতিক্রমী শিল্পচেতনার জন্ম নেয় তিনি নিজেকে এ প্রক্রিয়ায় সম্বিবিষ্ট করেন আধুনিকতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে। তাঁর 'তুমি শুধু পচিঁশে বৈশাখ, 'সেই অন্ধকার চাই', 'দিবানিশা', 'উত্তরে থাকো মৌন' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বাংলা কাব্যসাহিত্যের নতুন ধারার পাঞ্জেরি। প্রবন্ধটি থেকে পাঠক বিষ্ণুদে সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা লাভ করবে।

৯ই ভদ্র ১৩৯৫ আবু জাফর শামসুদ্দীন পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মহম্মদ মীজানুর রহমান 'আবু জাফর শামসুদ্দীন স্মরণে', প্রবন্ধটি রচনা করেন। আবু জাফর শামসুদ্দীন গাজীপুর জেলার দক্ষিণবাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জেলার স্থানীয় এক মাদ্রাসায় শিক্ষাজীবন শুরু করেন। কর্মজীবন শুরু করেন সরকারের সেচ বিভাগের কেরানির পদ গ্রহণ করে। কিন্তু গদবাধা চাকরি করতে পারেন নি তিনি। শুরু করেন সাংবাদিকতা। দৈনিক আজাদে যোগ দেন সাব এডিটর হিসেবে। ১৯৫০ সালে পত্রিকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন কিতাবিস্তান পুস্তক প্রকাশনা। ১৯৫০ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাকে'র সাথে সম্পৃক্ত হন এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হয়ে উঠেন। যোগ দেন ৫২'র ভাষা আন্দোলনে। পরবর্তীতে মাওলানা ভাসানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করলে এ দলের সাথে যুক্ত হন এবং ঢাকা জেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। প্রবন্ধে কবির কর্মময় জীবনের একটি রেখাচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর কাব্যকীর্তি সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য

> সততা, সাহস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন বক্তব্য পেশ করতে তিনি কখনই কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তাই তাঁর চিন্তা-চেতনা আবিলতামুক্ত হয়ে আধুনিক মানুষের মনন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। আর এখানেই তার সাফল্য। সাহিত্য সেবার মধ্যে তাঁর নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম।"

খ. ব্যক্তিপরিচিতিমূলক (বিশ্বসাহিত্য)

বাংলাসাহিত্যের কীর্তিমান সাহিত্যিকের পাশাপাশি বিশ্বসাহিত্যের কবি-সাহিত্যিকদের জীবনীও 'দৈনিক ইত্তেফাক' তার সাহিত্যসাময়িকীতে সাগ্রহে প্রকাশ করে আসছে। নিম্নে বিশ্বসাহিত্যের কতিপয় কবি-সাহিতিক্যের জীবনভিত্তিক প্রবন্ধের আলোচনা করা হল।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার পরশ লেগেছে ইংরেজ সভ্যতার ছোঁয়ায় এ কথা অনস্বীকার্য। ইংরেজ সভ্যতার সংকট যে ছিল না তা নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাথে সাথে এ কথাও স্বীকার করেছেন বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব ইতিবাচক বৈকি। তাই ইংরেজ কবি, সাহিত্যিক নাট্যকারদের প্রতি বাঙালি পাঠক মাত্রেরই একটা মোহ বা আকর্ষণ থাকে। খুরশেদুল ইসলাম বিশ শতকের বিখ্যাত ইংরেজ রোমান্টিক কবি

Dhaka University Institutional Repository

টি. এস. ইলিয়টের বিশেষত তাঁর 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড' কাব্যের সানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন 'টি. এস. ইলিয়ড', নামক প্রবন্ধে। পাঠক নিঃসন্দেহে এ মহান কবির কীর্তি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে-প্রবন্ধটি পাঠ করে।

জাপানের প্রকৃতির কবি সাইগিও (১১১৮-১১৯০) র উপর একটি মননধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেন গোলাম রব্বানী খান। দ্বাদশ শতকের একজন এশীয় কবিকে পাঠকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে প্রশসংশা দাবি করতে পারেন প্রবন্ধকার। 'জাপানের প্রকৃতির কবি সাইগিও' শিরোনামায় রচিত প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি কী কারণে সাইগিও রাজদরবার ত্যাগ করে বনে বনে ঘুরেছিলেন। যুগে যুগে এমনি ঘটনা কম ঘটে নি। অনেক মহাপুরুষ আপন জনের বিয়োগ ব্যথায় কাতর হয়ে উচ্চপদ আর অর্থবিত্তের মোহ ত্যাগ করে সন্নাসী হয়েছেন। সাইগিও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে তিনি শুধু প্রকৃতিকে অবলোকনই করেন নি একে আত্মস্ত করেছেন এবং লেখে প্রকাশ করেছেন

> ফুল দেখে বিমুগ্ধ আমি/তাই মনে হয়: ভালবাসি ওদের/এই যে ভাবনা এখনও আমার অন্তরাত্মায়/কোথা থেকে এলো সে/যখন আমি ভেবেছিলাম
> এ পৃথিবীটাকে আমি একেবারে/ভুলে গেছি।[৫]

প্রকৃতির অপার রূপের মধ্যে তিনি বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। আমৃত্যু বনেই ছিলেন তিনি। মৃত্যুর পর তাকে সমাহিত করা হয় বনেই এক চেরি গাছের নিচে।

রাশিয়ান কবি সের্গেই এসেনিন (১৮৯৫-১৯২৫) সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে পাঠকের ক্ষুধা মিটিয়েছেন আবুল কাইয়ুম। আলোচ্য প্রবন্ধে সের্গেই'র মৃত্যু সন বা জন্ম তারিখ কোনটি উল্লেখ করেন নি প্রবন্ধকার। 'সের্গেই এসেনিন: ফিকে নীল ফাসফুল', প্রবন্ধ থেকে সের্গেই'র জীবন সম্পর্কে যা জানা যায় তা অনেকটা রোমাঞ্চকর। এক দূরন্ত, লাগামহীন, বাউণ্ডেলে জীবন তিনি যাপন করেছিলেন। অসীম যৌনাকাঙ্ক্ষা মাত্রারিক্ত সুরাসক্তি তাকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। যদিও ব্যক্তিজীবনের কদাচার তাঁর সাহিত্যকর্মে উপস্থিত নয়। তাঁর সাহিত্যে প্রকৃতির সুন্দর ধারাটিই বহমান। রাশিয়াই ছিল কবির ধ্যান ও জ্ঞান। এ পর্যায়ে প্রবন্ধকার কবির একটি ছোট্ট কবিতার অনুবাদ করেছেন

> যদি স্বর্গের দূত এসে অনুরোধ করে/রাশিয়া ছেড়ে তুমি স্বর্গে চলে এসো/বলে দেব, কখনো যাব না স্বর্গে/জন্মভূমি রাশিয়াই স্বর্গ আমার।[৬]

ভাবতে অবাক লাগে এমন একজন দেশপ্রেমিক কী করে আত্মহননের পথ বেছে নেন।

পোলিশ (১৯০০-৬৭) কবি আলেকসান্দর ভাট এক বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি কাটিয়েছেন জেলে। গদ্য শিল্পি হিসেবে প্রথমে আবির্ভূত হলেও (লুসিদার আন্ এমপ্লয়েড ১৯২৭) মূলত কবি হিসেবেই তিনি খ্যাত। 'মুরব্বী ব্রিউগল সমীপে' নামে একটি কবিতার অনুবাদ করেন প্রবন্ধকার ফখরুজ্জামান। মূলত কবিতার টীকা-ভাষ্য হিসেবে প্রবন্ধটি রচতি হয়। কবিতায় কবি আলেকসান্দর ভাট মানব জীবনের পূর্ণতা দেখতে পেয়েছেন কাজের মধ্যে। কাজ হল নিয়ামত কবি এ মন্তব্যের যুক্তি দেখিয়েছেন-

> কি করে, কাজ না করে আমরা আশা করতে পারি যে সমাজ স্বাস্থ্যবিদের প্রতিশ্রুত স্বর্গে।[৭]

'রবার্ট গ্রেভস : এক যুদ্ধ বিধ্বস্ত কবি মানস', শিরোনামে জাকারিয়া সিরাজী যে প্রবন্ধটি রচনা করেন এর উদ্দেশ্য এবং উদ্দিষ্ট গোষ্ঠী নিয়ে সন্দেহ পোষণ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। প্রথমত রবার্ট গ্রেভস এর পরিচিতি তিনি প্রবন্ধে সংস্থাপন করেন নি। দ্বিতীয়ত তাকে কবি হিসেবে অবিহিত করার পাশাপাশি সমকালীন অথচ অজনপ্রিয় কবি বলে উল্লেখ করেছেন যদিও এর সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। তৃতীয়ত যে দুটি গ্রন্থের কথা তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যথা- 'এ সার্ভে অব মর্ডানিস্ট পোয়েট্রি ' এবং 'পোয়েমস এন্ড স্যাটায়ার্স ' এদের প্রকাশকাল অথবা গ্রন্থ প্রকৃতি তিনি বর্ণনা করেন নি। পাঠক সাধারনত বিভাষীয় কোন কবি সাহিত্যিকের কীর্তির সাথে পরিচিতি হওয়ার সময় তাদের ব্যক্তি পরিচিতি জানার অধিকার রাখে।

এক বৃটিশ কবির বাংলাদেশে অবস্থান এবং তাঁর সাহিত্য রচনার কথা মুহম্মদ মীজানুর রহমান তুলে ধরেছেন 'কবি টমাস এ্যানসেল', নামক প্রবন্ধে। প্রবন্ধপাঠে জানা যায় টমাস এ্যানসেল ১৯০৭ সালের ২৯শে ডিসেম্বর লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এ কবি যেমন প্রত্যক্ষ করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তেমনি দেখেছেন বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানিদের ধ্বংসযজ্ঞ। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের 'ডনস্কুলের প্রিন্সিপাল', যুদ্ধ-উত্তরকালে অর্থনৈতিক দীনতায় স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেলে অবজারবার পত্রিকার সাহিত্যসম্পাদক পদে সমাসীন হন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'ইন স্লিপ এ কিং', 'উইথ দিস কি', 'থ্রী হ্যান্ডস', 'বার্ডস বিগান টু সিং 'মেনি কলারড মেন্টাল, 'এ স্ট্রিং অব পার্লস', 'এ ট্রামপেড সাউন্ডস', ' এ টাইম ফর সিংগিং' ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

গ. কবিতাবিষয়ক

কবিতা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। আধুনিক যুগের পরিকাঠামোয় কবিতা যখন সামষ্টিক পরিমণ্ডল থেকে ব্যক্তি পরিমণ্ডলে আবর্তিত হতে শুরু করলো তখন থেকেই কবিতার স্বরূপ ও শিল্প-সুষমা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা শুরু হলো নিরন্তরভাবে। 'ইত্তেফাক' সাময়িকীতে বিভাগপূর্ব ও বিভাগ-উত্তরকালীন কবিতার অবয়ব ও শিল্প সুষমাভিত্তিক প্রচুর প্রবন্ধ রচিত হয়। আলোচ্য অংশে এসবের থেকে কতিপয় প্রবন্ধ আলোচনা করা হলো।

ফররুখ আহমদের কবিতার রূপ রূপান্তর কৌতূহলী গবেষক এমনকি সাধারণ পাঠকের কাছে সব সময় মননসঞ্চারী। বিশ শতকের প্রথম ভাগে বিশেষ করে তিরিশের দশকে বাংলা কবিতায় যে পরীক্ষা-নীরীক্ষা চলে তা পরবর্তী প্রায় দুই দশক সে সময়কার কবিদের আচ্ছন্ন করে রাখে। নানা বৈশিষ্ট্যের কারণে কবি ফররুখ আহমেদ এদের থেকে ভিন্ন এবং সফল। কবিতার অবয়ব নির্মাণ, শব্দ চয়ন এবং ভাব ও শব্দচয়নের মধ্যে সম্মিলন ঘটানোর মুন্সিয়ানায় ফররুখ আহমেদ স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। প্রবন্ধকার রফিকউল্লাহ খান ফররুখ আহমেদের 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের কতিপয় কবিতা বিশ্লেষণ করে কবির ভাবাশ্রয়ী শব্দ চয়ন এবং এর উৎকর্ষতা নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী 'ফররুখ আহমেদের কবিতা শিল্পের অণুসঙ্গ', শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীর পাশাপাশি সাধারণ পাঠকও প্রবন্ধটি পাঠে উপকৃত হবে বলে আমাদের ধারণা।

ফররুখ আহমদের 'পথ', 'শাহরিয়ার', 'এইসব রাত্রি' এবং 'লাশ' কবিতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে রফিকউল্লাহ খান কবির ইতিহাস ও ঐতিহ্যপ্রীতির প্রামাণিক বিশ্লেষণ করেছেন 'ইতিহাস মনস্ক কবি ফররুখ আহমদ', নামক প্রবন্ধে। প্রাবন্ধিকারের দৃষ্টিতে ফররুখ আহমদের এই ঐতিহ্যপ্রীতি যুগচেতনার বিরুদ্ধ নয় বরং পরিপূরক

> ফররুখ আহমদ ঐতিহ্যে অবগাহন করেছিলেন সত্যি কিন্তু সমকালীন সমাজ, বিশ্ব পটভূমি এবং জাতীয় জীবনের ঐকান্তিক অনুভব তার মধ্যে যুগপৎ স্পন্দমান থেকেছে তাঁর এই ঐতিহ্য নির্ভরতা শুধু শেকড় সন্ধানী নয়; প্রকৃতি ও যুক্তির অঙ্গীকার অর্জনের নিবিড় অনুষঙ্গ।[৮]

রফিকউল্লাহ খান বাংলাসাহিত্যের কীর্তিমান লেখকদের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ রচনায় বেশ সিদ্ধহস্ত। তাঁর অনুসন্ধানী মন বাংলাসাহিত্যের লালনকারীদের পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে সদা তৎপর। 'মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা', নামের প্রবন্ধে প্রবন্ধকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতার সানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। বিশেষত কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দুর্লভ দিন' (১৯৬১), দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'শঙ্কিত আলোক' (১৯৬২) এর গবেষণাধর্মী আলোচনা পাঠকদের বিশেষত বাংলাসাহিত্যের ছাত্রদের সবিশেষ উপকারে আসবে। প্রবন্ধটিতে রফিকউল্লাহ খান কবির 'বিপন্ন বিষাদ' (১৯৬৮) ও 'ভালবাসার হাতে' (১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থ দুটির আলোচনাও করেছেন নির্মোহ দৃষ্টিতে।

আবদুল মান্নান সৈয়দের সদ্য প্রকাশিত 'কবিতা কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড' ও 'পরাবাস্তব কবিতা' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ের সানুপুঙ্ক বিশ্লেষণ করেছেন কবি আল মাহমুদ 'আবদুল মান্নান সৈয়দ নীলিমার চাষাবাদ', প্রবন্ধে। আল মাহমুদ আবদুল মান্নান সৈয়দকে আধুনিক বাংলা কবিতার বিশেষত পঞ্চাশের দশক-উত্তর কবিদের মধ্যে একজন অন্যতম প্রতিভাধর কবি হিসেবে অভিহিত করেছেন এ বিষয়ে তিনি বলেন

> আমাদের মধ্যে এজন যথার্থ অর্থে আধুনিক কবি সমকালীন একঘেঁয়েমির মধ্যেও নির্বিকার সর্বাবস্থায় কবি। এমন কি তিনি যখন গল্প উপন্যাস প্রবন্ধাদি লেখেন তখনও।[৯]

আল মাহমুদের এই মূল্যায়ন আবদুল মান্নান সৈয়দকে অনুপ্রাণিত করবে নিঃসন্দেহে।

বাংলাভাষা ও সহিত্যের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন একজন অগ্রসৈনিক। বিশ শতকের গোড়া থেকেই তিনি বাংলাভাষার উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করেন। বিশেষত তাঁর সম্পাদিত 'সওগাত' পত্রিকা ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্যচর্চার একটা নতুন মাত্রা লাভ করে। বিশেষত বাঙালি মুসলমান কবি-সাহিত্যিক তাদের রচনা সম্ভার সওগাত পত্রিকায় প্রকাশে ছিলেন অধিক স্বচ্ছন্দ ও আগ্রহী। জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে, অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তিনি যখন নূজ্য তখন এক অনাকাঙ্ক্ষিত বির্তকে জড়িয়ে পড়েন কাজী নজরুল ইসলামের 'নতুনের গান' গানটি নিয়ে। শিল্পী সোহরাব হোসেন উক্ত গানটি সম্পর্কে বিস্ত ারিত জানতে নাসির উদ্দিনের সাহায্য চাইলে তিনি একটি পাদটীকা লিখে দেন- যা পত্রিকায় বিবৃতি আকারে প্রকাশিত হয়। ড. রফিকুল ইসলাম এই বিবৃতির বিরুদ্ধে তথ্য বিকৃতির অভিযোগ এনে একটি প্রবন্ধ লেখেন। মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ড. রফিকুল ইসলামের প্রবন্ধের জবাব 'নজরুলের চল্ চল্ চল্ সঙ্গীত প্রসঙ্গে', শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করে দেয়ার চেষ্টা করেন। আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠে পাঠক নজরুলের সঙ্গীত রচনা ও এর প্রকাশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

জীবনানন্দ দাশের রূপান্তর চেতনা: জন্মান্তরবাদ, না মিথস অব মেটামরফসিস', শিরোনামে প্রবন্ধ লেখেন রফিকউল্লাহ খান। জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' রূপসী বাংলা, অন্যান্য কবিতা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবিতা আলোচনা করে প্রবন্ধকার

Dhaka University Institutional Repository

রফিকউল্লাহ খান জীবনানন্দ দাশকে একজন জন্মান্তরবাদী কবি হিসেবে অভিহিত করতে চেয়েছেন। তিনি আলোচ্য প্রবন্ধে যুক্তি দেখিয়েছেন।

> জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আলোচনায় আমরা যে রূপান্তর আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করেছি তার মধ্যে আবহমান ভারতীয় জীবন বিশ্বাস ও উপনিষাদিক ধর্মচেতনা প্রভাবিত জন্মান্তরবাদের প্রেরণা থাকা অস্বাভাবিক নয়।[১০]

বিভাগ-উত্তর বাংলদেশের কবিদের মধ্যে জাতীয় চেতনার যে নতুন জাগরণ শুরু হয় তা ধারণ করার অসীম ক্ষমতা নিয়ে কাব্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। গদ্য রচনায় তাঁর স্বাচ্ছন্দ অনস্বীকার্য হলেও কাব্যকীর্তিতে তিনি প্রাগ্রসরমান। প্রাবন্ধিক আবু মুহম্মদ রইস আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিসত্তা নিয়ে রচনা করেন 'অমিমাংসিত নেত্রপথ কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ', নামক প্রবন্ধটি। প্রাবন্ধিক 'মানচিত্র', 'ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ' 'সূর্যজ্বলার সোপান', 'লেলিহান পাণ্ডুলিপি' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কথা উল্লেখ করে এসবের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতায় বাঙালি জাতিসত্তার স্বরূপ নির্মাণে কবি যে সাহসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন প্রাবন্ধিক এর ভূয়সী প্রশংসা করে বাঙলা সাহিত্যে বিশেষত বাংলা কাব্যসাহিত্যে কবির চিরস্থায়ী অবস্থান সম্পর্কে নিঃশকোচ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত ক্ষুদ্র পরিসরের এ প্রবন্ধে আবু মুহম্মদ রইস আলাউদ্দিন আল আজাদের কবি পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এতে পাঠক কবি সম্পর্কে একটি ধারণা লাভে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বিষয়ের গভীরে না গিয়ে প্রবন্ধ রচনা করা এক অর্থে প্রতারণা করা। আতা সরকারের উদ্দেশ্যটি পাঠকের কাছে স্পষ্ট নয়। 'উপমার অনন্য নির্মাতা', প্রবন্ধটি নজরে এলে পাঠক স্বভাবতই ভেবেছিল কবিতার অবয়ব গঠনে উপমার ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এতে রয়েছে। কিন্তু প্রবন্ধটি পাঠান্তে কেবল জসীমউদ্দিনের কীর্তিগাথা সম্পর্কেই অবহিত হওয়া যায়। তাঁর উপমা নির্মাণের ক্ষেত্র উপেক্ষিত থাকে। জসীমউদ্দিন আধুনিক বাংলা কবিতা রচয়িতাদের শীর্ষতম একজন। রবীন্দ্র-নজরুল বলয় ভেদ করে তিনি নির্মাণ করেন স্বতন্ত্র এক আবাসভূমি। কবিতার এ আবাসভূমি আবহমান গ্রামবাংলার লোকজ সংস্কৃতিতে আর এই ক্ষেত্রকে তিনি পূর্ণ করেছেন হাজারো উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে। প্রাবন্ধিক উপমাগুল্যের একটি বর্ণনা উপস্থাপন করলে পাঠক উপকৃত হত নিঃসন্দেহে।

রেজাউদ্দিন স্টালিন 'কবি আজিজুল হকের কবিতা: অস্তিত্ব ও চেতনার সমীকরণ' নামক প্রবন্ধে কবি আজীজুল হকের স্বরূপ নির্ণয়ে সচেষ্ট ছিলেন। আজীজুল হক ষাট দশকে বাংলা কবিতার একটা বিশেষ ধারাকে লালন করেছেন বলা যায়। শ্রেণীচেতনা তার মানসিকতায় বদ্ধমূল থাকায় সমাজের নেতিবাচক দিকটিতে অন্বিষ্ট থেকে পরম আশাবাদী কবি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠায় মগ্ন ছিলেন। রেজাউদ্দিন স্টালিন কবির 'ঝিনুক মুহূর্তে সূর্য', 'বিনষ্টের চিৎকার' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতার সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে কবি যে বিমূর্ত চেতনার মধ্যে সজীব চেতনা সঞ্চারণের প্রয়াসে মগ্ন এমনি একটি ধারণা পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

আধুনিক কাব্য চেতনার একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ হল প্রকৃতি। বিশেষত বাংলাদেশের মানুষের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নদী, ফুল, পাখি ইত্যাদি। এসবের সরব উপস্থিতি আছে আমাদের সাহিত্যে। ইউরোপ এবং আমাদের সাহিত্যে প্রকৃতির ব্যবহারের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে সৈয়দ আলী আহসান মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতির ব্যবহার নিয়ে লিখেছেন 'আধুনিক কাব্য চেতনা এবং মুহম্মদ মনিরুজ্জামান', নামক প্রবন্ধটি।

সময় কবিতায় একটি অনিবার্য বিবেচ্য বিষয়। যে কবি কালকে যতবেশি আত্মস্থ করতে পেরেছেন তার কাব্য ভাবনার জগৎ তত বিস্তৃত হয়েছে। আধুনিক কাব্যচর্চার গোড়া থেকেই কবিদের মানসচেতনার কালবোধ একটি সক্রিয় উপকরণ হিসেবে ক্রিয়াশীল। খোন্দকার আশরাফ হোসেন 'কবিতায় কালস্রোত', প্রবন্ধে মূলত এই কালবোধের প্রকরণটি ষাটের দশকের কবি বিশেষত নির্মলেন্দু গুণ এবং রফিক আজাদের কবিতায় কতটুকু সাযুজ্য তার একটি রেখাচিত্র অংকন করার চেষ্টা করেছেন। কবিতার উপাদান প্রসঙ্গে প্রবন্ধকারের মন্তব্য

> প্রেম হৃদয়বৃত্তি, জীবনের দার্শনিক গভীরতা প্রসারতা ইত্যাদি কবিতার চিরকালীন প্রসঙ্গ চ্যুত হয়ে কবিতা এসে স্থিত হলো অব্যাবহিত পারিপার্শ্বিকতার ঘটমানতার মধ্যে।[১১]

কবিতার এই প্রসঙ্গতা আরো প্রকট হল মুক্তিযুদ্ধের উত্তরকালে। প্রবন্ধকার তাই স্পষ্টই লক্ষ্য করেছেন

> যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধপরবর্তী বছরগুলোতে কাব্যচরণে একধরণের সপ্রাণ মুখরতা যুক্ত হয়েছে যা কবিতার ভাষায় অদৃষ্ট পূর্ব আক্রমণাত্মকতার অনুষঙ্গ যুক্ত করেছে।[১২]

বস্তুত সৃজনশীল কোন কর্মই একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমে আবদ্ধ থাকতে চায় না। বাংলা কবিতা মধ্য যুগ বা আধুনিক যুগের প্রথম দিককার খোলস বদলাতে শুরু করে নিজস্ব প্রয়োজনে। দশকভেদে এর প্রকরণ প্রবন্ধকারের দৃষ্টিগোচর হয় এভাবে

Dhaka University Institutional Repository

> স্বাধীনতা-পরবর্তী কবিতার যে ধারা বহমান দেখি সত্তরের দশকে, তা স্বীকার করতে হয়, ষাটের দশকের বিলম্বিত বিস্তারণ মাত্র। পুরো সত্তর দশক জুড়ে ষাটের কবিরা ক্রিয়মান ছিলেন এবং তাদের প্রভাব আচ্ছন্ন করে রেখেছে পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের।[১৩]

কবি যখন কবিতা সৃষ্টি করে তখন তাঁর সক্রিয় মন সময় এবং বিষয়কে আত্মস্ত করেই অগ্রসর হয়। এটিই কালের প্রভাব, কালের দাবি।

আহসান হাবীবের কবি প্রকৃতি। প্রেমের কবিতা, এই মন, এই মৃত্তিকা, সারা দুপুর, রাত্রিশেষ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে মুহম্মদ মীজানুর রহমান 'আহসান হাবীবের কবি প্রকৃতি', নামক প্রবন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা অযর্থাত নয়

> শান্ত সমাহিত কবি মানসের অধিকারী আহসান হাবীব তাঁর কবিতার মতনই ছিলেন সহজবোধ্য অথচ গভীর। তাঁর কবিতায় আছে তন্ময়তা স্বপ্নের বিস্মৃতি আর সুপ্রসন্ন প্রকৃতির বিস্তার। যেখানে রুচিবোধ সম্পন্ন এবং আত্মম্ভরিতা বর্জিত মানসিকতাই মুখ্য হয়ে ফুটে উঠেছে। যে কথা শান্তভাবে বল্লেও চলে সে কথায় উগ্রতা প্রকাশ করে বিবাদের সূচনা করার মানুষ ছিলেন না আহসান হাবীব। তার বাক সংযম সিদ্ধ অতি ভাবালুতা বর্জনের ফলে কবিতার কাঠামো হয়েছে বক্তব্য প্রধান ও শিল্প সমন্বিত। তিনি উদ্ভট শব্দ প্রয়োগ করে কবিতাকে কোথাও দুর্বোধ্য করে তোলেন নি। এ কারণেই বিজ্ঞাপিত না হয়েও পৌঁছে গেছেন কবিতা প্রেমিক সর্বসাধারণের কাছে।[১৪]

ঘ. গদ্যবিষয়ক

প্রবন্ধ সাহিত্যে বৈচিত্র্য আনায়নে গদ্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলো পাঠকের বিশেষ আকর্ষণের দাবি রাখে। এ পর্যায়ে আমরা কতিপয় প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ আলোচনার চেষ্টা করব।

দুই সপ্তাহে সমাপ্ত দানীউল হকের 'ভাষা প্রসঙ্গ: শিশুর ভাষা শিক্ষা', একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে। ভাষার মতো একটি জটিল অথচ অত্যাবশ্যক বিষয় প্রবন্ধকার সরলভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। এটি পাঠ করে জানা যায় শিশুর ভাষা আয়ত্তের বিস্ময়কর কৌশল সম্পর্কে ভাষাবিদ বা মনস্তাত্তিকদের গবেষণার ইতিকথা। বিশেষভাবে চমস্কির তত্ত্ব বা ডারউইনের ডায়রি পদ্ধতি অথবা সর্বশেষে অডিও ভিডিও পদ্ধতির কথা। বস্তুত শিশু কীভাবে ভাষা আয়ত্ত করে এ নিয়ে গবেষণা একটা দুরূহ অথচ কৌতূহলী কাজ। প্রবন্ধকার ভাষা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। অনেক শ্লেষ বিশ্লেষের পর তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হল

> মানব সন্তান ভাষা শিখতে পারে শুধু যদি তার চারপাশে সেই ভাষার প্রতিবেশ থাকে এবং তার সবচেয়ে নিকটেই পরিবেশে সে নিজ স্বভাবের আদান প্রদানের জন্য সেই ভাষাভাষীদের কাছে ঐ ভাষার প্রয়োগ করতে পারে।[১৫]

বাংলা কথাসহিত্যের এক অর্ন্তমুখী লেখক আকবর হোসেন অনেকটা নীরবে নিভৃতে লেখনি চালিয়ে গেছেন। শোষণমুক্ত দেশ নির্মাণে তাঁর ছিল গভীর চিন্তা-চেতনা। তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির চেতনায়। তাঁর স্বপ্নসৌধ রচিত হয়েছে উপন্যাসের অবয়বে। মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ তাঁর উপন্যাস আবাঞ্ছিত (১৯৫০), কি পাইনি (১৯৫২), মোহমুক্তি (১৯৫৩), ঢেউ জাগে (১৯৬১), দুর্দিনের খেলাঘর (১৯৬৫), মেঘ বিজলী বাদল (১৯৬৮), নতুন পৃথিবী (১৯৭৪) ইত্যাদির একটি রেখাচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন 'আকবর হোসেন তাঁর কথাসাহিত্য' প্রবন্ধে। স্বল্প পরিসরের এই প্রবন্ধে আকবর হোসেনের মানসভঙ্গি তুলে ধরা দুরূহ একটি কাজ। প্রবন্ধকার চেষ্টা করেছেন পাঠককে আকবর হোসেন সম্পর্কে অবহিত করতে।

দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীর গুরুত্ব নানা কারণে অপরিসীম। এতে যেমন পাঠক পুরো এক সপ্তাহ অপেক্ষা করার পর স্বাদের ভিন্নতায় পত্রিকা পাঠে মনোনিবেশ করে তেমনি লেখকও তৃপ্তবোধ করেন তাঁর সৃষ্টিকর্ম ছাপার অক্ষরে দেখতে পেয়ে। এভাবে পাঠক এবং লেখকের মধ্যে একটা অন্তমিল গড়ে উঠে গোপন অভিসারের মতো। এই স্বাভাবিক সম্পর্কের বাইরেও মাঝে মাঝে অসাধারণ কিছু সৃষ্টিকর্ম প্রকাশিত হয় যা সাধারণ পাঠক অপেক্ষা বোদ্ধা পাঠক বা গবেষক বেশি উপকৃত হন। আবু জাফর রচিত 'রবীন্দ্রনাথের কুমু', এমনি একটি প্রবন্ধ। যারা রবীন্দ্রনাথের খবর সবিশেষ জানেন তারা কুমু, মধুসূদন আর বিপ্রদাসের মনস্তাত্ত্বিক- লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত জানেন। আবু জাফর কুমুর পরিণতি কেন বিয়োগাত্মক হল এর সূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। প্রাবন্ধিকের মাইক্রোস্কোপিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ-ই অপরাধী।

> ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ সমাজকে মূল্য দিতে গিয়ে ব্যক্তির পরাজয় ঘটিয়েছেন।[১৬]

প্রবন্ধকারের এ মন্তব্য যথার্থ। তবে এ কথাও স্মরণযোগ্য যে কবি সাহিত্যিকরা চলমান যুগচেতনার বাইরের কেউ নন। সমাজ বহির্ভূত কোন ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন প্রচণ্ড শক্তিধর বিপ্লবের। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কুমুকে মধুসূদনের আশ্রয়ে না পাঠালে তা হবে চলমান লৌকিকাচরণের রীতিবিরুদ্ধ কাজ। যাতে সাহিত্যের উপকারের চেয়ে অপকারের সম্ভাবনাই ছিল বেশি। আবু জাফর সানুপুঙ্খভাবে কুমু চরিত্রের বিশ্লেষণ করে পাঠকের বিশেষত সাহিত্যের ছাত্রদের কৌতূহল মিটিয়েছেন অনেকাংশে এ কথা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

Dhaka University Institutional Repository

একটা বিশাল সম্ভাবনা জাগিয়ে আবু জাফর 'বিভূতিভূষণ ও তাঁর আম আঁটির ভেঁপু', প্রবন্ধটির সমাপ্ত টানেন। প্রবন্ধের শুরুতে বিভূতিভূষণ সম্পর্কে যে গভীর আকর্ষণ পাঠকের জন্য তিনি তৈরি করেন জানা যায় নি ঠিক কী কারণে তিনি এর সমাপ্তি ঘটান নি বাংলাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ এক অনন্য সাহিত্যিক। বিশ শতকের প্রথমার্ধে সত্যিকার গ্রাম বাংলার ছবি তার লেখায় সুস্পষ্ট। বিশেষত 'পথের পাচাঁলী' তার এমন এক উচ্চমার্গের উপন্যাস যার সীমা আজ পর্যন্ত কোন লেখনী অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি। 'আম আঁটির ভেঁপু' সম্পর্কে প্রবন্ধকার আরো আলোচনা করলে পাঠক উপকৃত হত।

প্রবন্ধের শিরোনাম জগদীশ গুপ্তকে নিয়ে হলেও এতে আলোচিত হয়েছে কল্লোল গোষ্ঠীকে নিয়ে। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর বাংলাসাহিত্যে তৎকালীন সমাজকে সাহিত্যে কতটা ধারণা করতে সক্ষম হয়েছিল এর সত্যানুসন্ধান করতে গেলে রবীন্দ্রনাথ নয় কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যকর্মকেই উৎস ধরতে হবে। বুদ্ধদেব বসু, সমরেশ মজুমদার বা প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ সাড়ম্বরে রবীন্দ্র বিরোধিতা করলেও বাস্তবে তাঁরা রবীন্দ্র বলয় ভাঙতে পুরোপুরি সক্ষম এ কথা বলা যাবে না। কী গল্প কী কবিতা অথবা উপন্যাস, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন নিভৃতচারী পল্লীবাসী এক শিল্পী জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত। মাহবুব হাসান 'জগদীশ গুপ্ত: কল্লোলের পথিকৃৎ', প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয়টিকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

'আবুল ফজল শামসুজ্জামান' প্রবন্ধে আবু রুশদ অভিযোগ করেছেন আবুল ফজল শামসুজ্জামান আমাদের সাহিত্য জগতে কেন বিশ্লেষিত নন। সাহিত্য সমালোচকদের সমালোচনান্তে তিনি আবুল ফজল শামসুজ্জামান সম্পর্কে একটি নকশা প্রণয়ন করেছেন। এই নকশায় আছে আবুল ফজল শামসুজ্জামানের উপন্যাস 'ডন মাষ্টার' রম্য রচনা 'অন্য পৃথিবী' এবং 'জাকার্তায় একাত্তরের ঢেউ' প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা। 'ডন মাষ্টার' উপন্যাসে আমাদের সামন্ত অর্থনীতি এবং পূঁজীবাদী অর্থনীতির সংঘর্ষে সমাজ জীবনের পরিবর্তনগুলো কী রূপপরিগ্রহ তার একটা স্বচ্ছ ধারণা পাঠকের জন্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাবন্ধিক 'ডন মাষ্টার' উপন্যাসকে অনেকটাই বিত্তীক উকিল সাহেবের কন্যার গ্রাম্য স্কুল শিক্ষক 'ডন মাষ্টার' এর প্রতি প্রণয়াসক্তকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। অথচ উপন্যাসের শেষে এই প্রেমের জয় প্রতিস্থাপিত হয়েছে। বলা যেতে পারে এটাই ঔপন্যাসিকের অভিষ্ট। প্রাবন্ধিকের মানসিকতা এখানে উত্তর সামন্তবাদী। 'অন্য পৃথিবী' রম্যরচনায় আবুল ফজল শামসুজ্জামানের অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণের কথা বর্ণিত হয়েছে। 'জাকার্তায় একাত্তরের ঢেউ' গ্রন্থে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনা প্রবাহ বিভিন্ন দূতাবাসে বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার জার্কাতায় কী প্রভাব ফেলেছিল তার ছাপচিত্র পাওয়া যায়। গোটা আলোচনায় প্রাবন্ধিক আবুল ফজল শামসুজ্জামানের সাহিত্যকীর্তি নিয়ে আলোচনা করলেও লেখকের পরিচিতিমূলক কোন তথ্য প্রদান না করায় পাঠক একটু আহত অথবা বঞ্চিত হয়েছেন একথা বলা যায়।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে গ্রিক দেব-দেবতার প্রভাব বিশেষত বাংলা ট্র্যাজেডি সাহিত্য রচনায় গ্রিক ট্র্যাজেডি সবিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষত মধুসূদন দত্ত কর্তৃক 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্য রচনার পর থেকে গ্রিক ট্র্যাজেডি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বিস্তর আলোচনা-সমালোচনা চলছে। গ্রিক ট্র্যাজেডির মূল কথা হল মানুষ অদৃষ্টের হাতে বন্দি। শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ এই নিয়তি নির্ধারিত ভাগ্য বিরম্বনাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না। ইডিপাস, নিজেকে শোধরানোর হাজারো প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। এর কারণ ব্যক্তি ইডিপাস নয় তার পূর্বনির্ধারিত নিয়তি। বস্তুত গ্রিক ট্র্যাজেডি গ্রিক সমাজ ব্যবস্থাপনায় কতটুকু বাস্তব সম্মত প্রবন্ধকার শাহিদ শাহরিয়ার 'জিউস বিজয়ী মানবতা: গ্রিক ট্র্যাজেডি', প্রবন্ধে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন গ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকলেও তা কখনো সামাজিক বন্ধনের বা নিয়মের উর্ধ্বে নয়। ব্যক্তি বিশ্বাস যখন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে আঘাত করে বা সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার উপক্রম করে তখন তা শাস্তিযোগ্য। প্রবন্ধে তিনি গ্রিক দেব-দেবীদের মানবাকৃতি ধারণ করার কারণ বর্ণনা করে যা বলার চেষ্টা করেছেন তার সারসংক্ষেপ হল এরকম যে যেহেতু বহুধা বিভক্ত দেব-দেবীগণ কোন বিষয়ে ঐকমত্য নয় তাই তাদের ক্রোধ এর শিকার অনেক সময় হয় এই মর্ত্যবাসী। তবে এই দেবদেবীদের মধ্যে জিউসই হলেন সবচেয়ে ব্যতিক্রমী যিনি মানবের স্বপক্ষে সর্বদা সর্বাবস্থায়।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে অর্থাৎ বিশ এবং ত্রিশ এর দশকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য রচনায় নতুন দিগন্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্ভার বিভিন্ন উপাদানে পূর্ণ করে ফেলেছেন। পূর্ণমাত্রায় উৎসাহিত করেছেন নতুনদের। কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে তিনি ছিলেন আপোষহীন। কবিতায় বিষ্ণু দে এবং কথাসাহিত্যে জগদীশ গুপ্তের বিষয় বস্তুতে যে যৌনতার বা ব্যভিচারের উপস্থিতি তিনি লক্ষ্য করেছেন তাকে তিনি সমর্থন করেন নি। আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জগদীশ গুপ্ত', প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয়টিই স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রবন্ধটি সাহিত্যের ছাত্রদের বিশেষ উপকারে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে নিয়ে প্রবন্ধ রচনা বাংলা মননশীল সাহিত্যের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। উপমহাদেশের শুধু নয় বিশ্ব প্রেক্ষাপটে তাঁর মতো পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব বিরল। এই মহান পণ্ডিতকে যত বেশি সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থাপন করা যাবে ততই বাঙালি জাতির মানস গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ 'ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্', প্রবন্ধে যে বিষয়টি মোটা দাগে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন তা হল মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রবন্ধ রচনার সার্থকতা। এ প্রসঙ্গ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ভাষা পাণ্ডিত্যের পরিচয় তুলে ধরে প্রবন্ধকার তাঁর ভাষা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে নিম্নোক্ত উপায়ে শ্রেণীকরণ করেন

(ক) ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা
(খ) প্রাচীনগ্রন্থ সম্পাদনা ও ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা
(গ) বাংলাভাষার ইতিহাস রচনা
(ঘ) আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কিত আলোচনা ও বাংলাদেশের আঞ্চলিক অভিধান সম্পাদনা এবং
(ঙ) বাংলা ব্যাকরণের কাঠামোগত রূপ প্রদানের প্রয়াস।[১৭]

প্রবন্ধকারের এই শ্রেণীকরণে সাধারণ পাঠকের পাশাপাশি সাহিত্যের ছাত্ররা উপকৃত হবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে বুঝতে ও পাঠ করতে।

ঙ. অন্যান্য

সুনির্দিষ্টভাবে যে বিষয়গুলোকে শ্রেণীকৃত শিরোনামে অন্বিষ্ট করা গেল না সেগুলোকে অন্যান্য শিরোনামে আলোচনা করা হলো। এ পর্যায়ে প্রথমেই আসে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ কর্তৃক সম্পাদিত ফররুখ রচনাবলী গ্রন্থটির কথা যা প্রকাশ করে বাংলা একাডেমী। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সদ্যপ্রকাশিত এ বইটির প্রশংসা করেছেন আদ্যপান্ত। ফররুখ আহমদের কবিত্ব শক্তির সামান্য আলোচনাপূর্বক এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন প্রবন্ধকার। অনেকটা বই আলোচনার আলোকে রচিত হয়েছে এই প্রবন্ধটি।

কবি সৈয়দ আলী আহসান অত্যন্ত সরস বাকভঙ্গিতে বাঙালি জাতির একটি কু-অভ্যাসের কথা তুলে ধরেছেন 'সারমেয়র লেজ', রম্য রচনায়। উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্রে তোষামোদ করার প্রবণতা লক্ষ্য করে শয়তান এবং কুকুরের লেজ, পাঞ্জাব এবং কুকুরের লেজ ইত্যাদি প্রবাদের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন আলোচ্য রম্য রচনায়।

২. গল্প

গোটা আশির দশকে 'ইত্তেফাক' সাময়িকীতে ১২১ জন গল্পকারের মোট ২৪৪টি গল্প প্রকাশিত হয়। এঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১১টি গল্প লেখেন আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন। ৯টি করে গল্প লেখেন নুরুল করিম নাসিম ও ওয়াসি আহমেদ, ৭টি গল্প লেখেন নাজমুল আলম এবং ৬টি করে গল্প লেখেন ইসহাক খান, ফজলুল কাশেম, শামসুদ্দীন আবুল কালাম প্রমুখ। এসময় ৫টি করে গল্প লেখেন আন্দালিব রাশদী, হুমায়ুন মালিক, মাহবুব মোতানাব্বী ও আব্দুল আউয়াল চৌধুরী। ৪টি করে গল্প লেখকগণ হলেন ইর্কতিয়ার চৌধুরী, আব্দুল মোমেন, শাহ খায়রুল বাশার, সৈয়দ মোফাজ্জেল হোসেন, মনীশ রায় ও পারভেজ আনোয়ার। ৩টি করে গল্প লেখকরা হলেন আবু হাসান শাহরিয়ার, রীয়াজ মোবারক, হেলাল আহমেদ, ফারুক মাহমুদ, মঈনুল আহসান সাবের, মহসীন মুসালুবিন, মহম্মদ মিজানুর রহমান, আবুল ফজল শামসুজ্জামান ও মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল। ২টি করে গল্প লেখেন হেলেনা খান, নাজমুল আলম, সৈয়দ আল ফারুক, আহমদ বশীর, আতাউল করিম, কাজী হাবীব, তাপস মজুমদার, নিশাত বদরুল, জাফর তালুকদার, আলমগীর রেজা, গোলাম রব্বানী, আলম খোরশেদ, আল মাহমুদ, গজনফর আলী, খায়রুল বাশার, শেখর ইমতিয়াজ, নাসরিন জাহান, কাজী ফজলুর রহমান, শাহজাহান কিবরিয়া, জামান মনির, হাসান জাহিদ, আব্দুল মান্নান, মোস্তফা হোসাইন ও হামিদ কায়সার। এবং ১টি করে গল্প লেখেন ৭১ জন গল্পকার। শিল্পমানতার দিক থেকে সবগুলো গল্প সমমূল্য দাবি করে না। বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে প্রকাশিত গল্পগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়

Dhaka University Institutional Repository

(ক) সমাজবিষয়ক
(খ) নিম্নবর্গবিষয়ক
(গ) প্রেমবিষয়ক
(ঘ) বৈশ্বিকপ্রসঙ্গমূলক
(ঙ) অনুবাদমূলক
(চ) অন্যান্য

ক. সমাজবিষয়ক

'সমাজবিষয়ক' শ্রেণীকরণ সীমিত অর্থে করা হয়েছে। বৃহত্তর পরিসরে গল্পকারের সকল সৃষ্টিকর্মই সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। গবেষণাকর্মকে স্পষ্ট এবং সাবলীল করতে এই শ্রেণীকরণ করা হল। এ পর্যায়ে মূলত ব্যক্তি বা পরিবারের কথকথা'র চেয়ে সামষ্টিক বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। 'সমাজবিষয়ক' বিভাগে অনেকেই গল্প রচনা করেছেন। এঁদের মধ্য থেকে কয়েক জনের গল্প আলোচনা করা হল। প্রথমেই যে গল্পটি আমরা আলোচনা করব তা হল রীয়াজ মোবারক রচিত বুনোবৃষ্টি। নারীর প্রকৃতমূল্য কীসে? বিয়েতে? না আত্মপ্রতিষ্ঠায়। এই একটা বিতর্ক আমাদের বিদ্বৎসমাজে দীর্ঘদিন যাবৎ বহমান। রীয়াজ মোবারক 'বুনোবৃষ্টি' গল্পে নারীর মূল্য নির্ধারণ করতে চেয়েছেন বিয়ের মাধ্যমে। বিয়েতে ব্যর্থ হওয়ায় এর নায়িকা শ্যামলা গলায় দঁড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। ঠিক কী কারণে শ্যামলার বিয়ে হয় নি তা গল্পকার পরিস্কার করেন নি। কাহিনি গতানুগতিক। ভাষা গতিহীন। সুখনের পরিচয় আরো স্পষ্ট করলে পাঠক উপকৃত হতেন।
মানুষের বোধ যখন ইতিবাচক চেতনায় কাজ করে তখন কৃতঅপরাধ সর্বক্ষণ তাঁকে কুকঁড়ে রাখে। মানুষের প্রকৃতিই এরকম। যখন সুবোধ কাজ করে, জাগতিক অন্যায়, পাপ, অনাচার তাঁর হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে। ফারুক মাহমুদ রচিত 'আয়না' গল্পে সাদিক একজন দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ স্বল্প বেতনভোগী অফিস সহকারি। আর্থিক স্বচ্ছলতা তার নেই। কিন্তু অসৎ পথে অর্থোপার্জনেও সে পারঙ্গম নয়। তাই যখন বসের নির্দেশে অসৎ উপায়ে সে কিছু উপার্জন করতে যায় তখনই অনুভব করে সে আর স্বাভাবিক সহজ সরল মানুষ নয়

> ক'দিন ধরে সাদিক কোন আয়নার সামনে দাড়াঁতে পারতো না। দাড়াঁলেই দেখতো ওর মুখটা ভীষণ বিকৃত। নিজের মুখটাকে চিনতে পারতো না। কখনো মনে হতো ওর মুখটা আর মানুষের মতো নেই, ওটা একটা ধূর্ত শেয়ালের মুখ, একটা লোভী শুয়োরের আদল।[১৮]

পাপ অথবা অপরাধ যত গোপনেই করা হোক না কেন মনের আয়নায় এর প্রতিফল ঘটবেই। আলোচ্য গল্পে আয়নাই মানুষের বিবেক।

মঈনুল আহসান সাবেরের গল্প বলার ধরণ একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। গল্পের বিষয়বৈচিত্র্যের কারণেও মঈনুল আহসান সাবের সমকালীন গল্পকারদের থেকে একটু ভিন্ন। 'চারদিক খোলা' গল্পে মহব্বত নামে এক খুনি গভীর জঙ্গলের খোলা মাঠে এক ব্যক্তিকে খুন করে। সে পেশাদার খুনি। খুন করার কাজে তার কোন জড়তা নেই; নেই পরাস্ত হওয়ার সামান্যতম আশংকা। কিন্তু এবারের খুন একটু ভিন্ন রকমের। কোন প্রতিরোধ নেই, প্রতিবাদ নেই। নির্বিঘ্ন সহজ সরল খুন। কিন্তু কী আশ্চর্য, কাজ সমাধার পর বরাবরের মতো সে পালাতে পারছে না। নড়তে পারছে না। একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে আড়ষ্ট করে রাখে। নীরব, নির্জন টিলার উপর খুন কর্মটি সমাধা করলেও তার পলায়নের কোন পথ যেন কোথাও নেই। অপরাধীর মধ্যে যখন বোধ কাজ করে তখন তার মনের জানালা খুলে যায়। সে অনুতপ্ত হয় কৃতকর্মের জন্যে। মুক্তির পথ অন্বেষায় তখন সে ছটফট করে।

সামন্তযুগের অবসান ঘটে মূলত দেশ বিভাগের পর থেকেই। আমাদের সমাজ জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটতে থাকে বুর্জোয়াবাদের প্রভাবে। বিশেষত স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পরিবারগুলোতে দ্রুত ভাঙন দেখা দেয়। যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আধুনিক নাগরিক জীবনে মানুষ ক্রমশ হয়ে পড়ে ব্যস্ত, আত্মমুখী। ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রবলভাবে মাথা চাড়া দেয় সংসারে। স্বামী স্ত্রী দুইজনেই প্রচণ্ড অহংবোধে নিমজ্জিত হয়ে ভুলে যায় সন্তানের ভবিষ্যতের কথা। শ্যাহ খায়রুল বাশার রচিত 'জনক' গল্পে এক অসহায় সন্তানের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে তার পিতার জন্যে। সে জানে না কেন তার মা আর বাবা আজ বিচ্ছিন্ন। অসহায় বালক আবু শহরে মামার বাসায় অবস্থান করে। সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত আবুর কোমল হৃদয়ে কেবলি ঘুরে ফিরে একটি সাধারণ প্রশ্ন কবে খুঁজে পাবে তার পিতাকে। কেন তার পিতা মাতা আজ বিচ্ছিন্ন। সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে মানুষের মনস্তাত্বিক যে পরিবর্তন তা সবক্ষেত্রে ইতিবাচক নয়। পরিবারের যে কোন বিচ্ছেদ বা বিয়োগ তার পরবর্তী প্রজন্মের উপর যে ভয়াবহ প্রভাব ফেলে এর ছাপচিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন শাহ খায়রুল বাশার।

Dhaka University Institutional Repository

আশির দশকের গোড়া থেকে বিশেষত যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সমাজ বিন্যাসে যে ভয়াবহ রকমের দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে তাই ইসহাক খান 'দূরত্ব' গল্পে তুলে ধরেছেন। সদ্য স্বাধীন দেশে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। বলা চলে ছিল স্বপ্ন। সুন্দর, সুস্থ, সহজাত জীবন যাপনের স্বপ্ন। বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ক্ষুদ্র আয়তনের এ দেশ জনসংখ্যার প্রচণ্ড চাপে নত। গ্রামের সহজ সরল মানুষ নতুন করে বাঁচার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছুটে আসে শহরে। এরা কাজ খুঁজে। কেউ দিনমজুর, রিকসাওয়ালা, ফেরিওয়ালা অথবা স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ী। শহরে এদের আবাসনের তীব্র অভাব। এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে ওরা

> খোয়াড়ে চারপায়ে জানোয়ার দেখ্ছি, আমরা শালা জন্তুরও অধম-[১৯]

জয়নালের এ খেদোক্তি আরো প্রকটিত হয় যখন বলে

> দেশ স্বাধীন অইলো, ভাবছিলাম দুই বেলা পেটে ভাত যাইবো। এখন ভাত তো দূরের কথা আটার জাও মেলে না।[২০]

শুধু আবাসন বা খাদ্য অভাবই নয় নিরাপত্তারও তীব্র অভাব এসব বস্তিবাসীদের। অথচ শহরের উপকন্ঠেই তৈরি হচ্ছে বড় বড় অট্টালিকা। রং বেরঙের আলোর বন্যায় ভাসছে এ নতুন নগরী। রিকসাচালক লোকমানের কাছে এসবই ঠেকছে একটা বিরাট বিভেদের প্রাচীর স্বরূপ। তার বস্তীতে বাতি জ্বলে না তিন সপ্তাহ যাবৎ। অথচ এ নতুন নগরীতে আলোর বন্যা। একই শহরে দুই জগতের বাসিন্দা তারা। এ যেন আলো আঁধারের এক অসম বেসাতি। এক রহস্যময় খেলা। নগরসভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষের মানুষে এভাবেই তৈরি হচ্ছে ব্যবধান, জীবন যাত্রার দূরত্ব। গল্পকার সমাজের এই বৈষম্যের কথাটাই আলোচ্যগল্পে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

'কেউ যেন না জানে' গল্পের কাহিনি গতানুগতিক। নজমুল আলম এ গল্পে যা বোঝাতে চাইছেন তা হল শ্রেণী বৈষম্যের কারণে আরো স্পষ্ট করে বললে বলা যায় অর্থনৈতিক দীনতার কারণে আমাদের সমাজে নারীরা বেশ্যাবৃত্তি বেছে নেয়। চান্দু বিদেশ ফেরত এক বাংলাদেশি। মফস্বলের বাড়ি মেরামত করতে যেয়ে ঘটনাক্রমে হোটেলে যে মেয়েটি তার সম্ভোগের জন্যে আসে তাকে সে চেনে। মেয়েটি তার বোনের মেয়ের বন্ধু। মেয়েটি এতিম। অবসরপ্রাপ্ত কেরানির ভাগ্নি। সংসারে অনটন। বাধ্য হয়ে মেয়েটি হোটেলে হোটেলে দেহ ব্যবসা করে অর্থোপার্জন করে। আমাদের মনে হয় এটা একটা ভাবালোলতা। অসহায় অথবা দরিদ্র হলেই মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তি করতে হবে কেন? শ্রম বাজারে রকমারি কাজ আছে। ইতিবাচক যে কোন কাজে মেয়েদের প্রবেশাধিকার আছে। গল্পকারদের একটা সামাজিক দায় আছে। সুযোগ পেলেই নারীকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনা করা কতটা যুক্তিসংগত আমাদের বোধগম্য নয়।

হেলাল আহমেদ রচিত 'দ' গল্পটি সমাজের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে একটি তীব্র ভ্রুকুটি। গল্প পাঠান্তে শানিত ছুরির আঘাতে ফালাফালা হয় পাঠকের মন। প্রশ্ন উঠে পিপলুর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? মাত্র এক বছরের একটি অবোধ শিশু চিকিৎসার অভাবে বিকাশ লাভের পূর্বেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিল কেন? শুধু বাংলাদেশে নয় গোটা বিশ্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। যৌথ পরিবারের পরিবর্তে এককেন্দ্রিক পরিবার গড়ে উঠে। বিশেষত শহরে বসবাস করতে আসা মানুষগুলো ব্যয় নির্বাহ করতে না পারার কারণে পরিবারে স্বামী স্ত্রী ছাড়া পিতা-মাতাকে নিয়ে বসবাস হয়ে ওঠে কঠিন ও জটিল। যুগের চাহিদা মিটাতে অল্প বেতনভোগী কেরানি বা অফিস সহকারী একদিকে যেমন সংসারে অভাব অনটনের টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত তেমনি অফিস কর্তাদের দুর্ব্যবহারে অতীষ্ঠ। অথচ বাস্তবতা হল জীবনকে চালিয়ে নিতে হলে এসবের সাথে আপোস করে চলতে হবে। 'দ' গল্পটিতে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত স্বল্পভোগী অফিস সহকারী তার স্ত্রীর কোন আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হয় না। শুধু অর্থনৈতিক দীনতা নয় সময়ের দিক থেকেও সে স্ত্রীর কাছে যথাযথ নয়। সকাল সাতটা থেকে রাত নয়টা অবধি তাকে প্রথমে অফিসে পরে বসের বাসায় কাজ করতে হয়। একেক সময় বিদ্রোহী হয়ে উঠে তার মন। বড়কর্তকে খুন করার প্রত্যয়ে গর্জে ওঠে দেহ-মন। পরক্ষণে স্ত্রী সন্তানের কথা ভেবে নিরস্ত হয়। কিন্তু এত আপোসের পরও তার শেষ রক্ষা হয় নি। অফিস কর্তার অনীহা, রূঢ়তা আর পাষণ্ডতার কারণে অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসা করাতে সে ব্যর্থ হলে পিপলু মৃত্যু মুখে ঢলে পড়ে। অতিমাত্রায় বাণিজ্যিকীকরণে সমাজে মানবিকতা হয়ে পড়ে মূল্যহীন। হেলাল আহমেদ এই বার্তাটাই যেন পাঠকদের দিতে চেয়েছেন। গল্পে উপমার ব্যবহার চমৎকার। দৃষ্টান্ত থেকে এর সত্যতা মিলবে

> (ক) অন্ধকারের সঙ্গেই এ ঘরের যতো মিত্রতা। সিঁড়িতে অন্ধকার প্রাগৈতিহাসিক কালের কোনো কালো পশুর মতো উবু হয়ে সারাক্ষণ শুয়ে থাকে। ভেতরে কালো চিতা অন্ধকারের যথেচ্ছ ভ্রমণ।
> (খ) এরা সব ডাঙ্গায় তোলা পাতিলে ঝিয়ানো মাছ। লাফাবে, তাবড়াবে। কিন্তু লাফিয়ে বাইরে এলেই জলশূন্য মাঠে মারা যাবে।
> (গ) রোজকার মতো গাছের সঙ্গে একটা অগ্নিদগ্ধ দড়ি ঝুলছে। ক্রেতারা সিগারেট ধরানোর কাজটি ওতেই ঝটপট সেরে নেয়। এতে নাকি ম্যাচের পয়সা বাঁচে অনেক। দূর থেকে সে দেখলো দড়িটি পুড়ছে। কে জানে দড়িটির মতো দোকানীও হয়তো ভেতরে ভেতরে একটু একটু করে পুড়ছে।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

গল্পের নামকরণেও আছে একটি চমক। অফিস সহকারীর স্ত্রী পুত্র হারানোর বেদনায় অন্ধকারে দুই হাঁটুতে মাথা রেখে এমনভাবে অঝোরে কাঁদে যা দূর থেকে বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের বর্গীয় ধ্বনি 'দ' এর মতো মনে হয়। কাহিনি বিন্যাসে গল্পের এ নামকরণ যথার্থ হয়েছে বলা যায়।

মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ এবং ফারাক্কা বাঁধের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে শ্যাম বারাকপুরী রচিত 'আট কোটির জখম' গল্পে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহমান আলী। পদ্মা পাড়ে তার নিবাস। যুদ্ধে সে একটি ছেলে সন্তান হারায়। স্ত্রী পুত্র নিয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার এই স্বপ্ন বিনষ্ট হয় পদ্মার পানি শূন্যতায় আর দ্রব্যমূল্যের অগ্নিমূল্যে।

> কিছু দিনের মধ্যে ২০ টাকা চাল ৮০ টাকা অতঃপর ১৫০ টাকা এবং সর্বশেষ ৪০০ টাকা মণদরে উঠে গেল। শরীর ঢাকার জন্য কাগড়ের অভাবে মানুষ মাছ মারার জাল দিয়ে শরীর ঢাকতে আরম্ভ করল।[২২]

এই তীব্র অভাব পদ্মা তীরবর্তী মানুষগুলোর হতো না যদি কর্মচাঞ্চল্য থাকত। কিন্তু পদ্মার পানি শূন্যতা তাদের নির্জীব করে রেখেছে তাই গল্পকারের একান্ত কামনা পদ্মার বুকে চর মুছে গিয়ে আবার যেন পানির ঢেউ খেলে। সেই ঢেউয়ে মুছে যাবে পদ্মার তীরবর্তী মানুষগুলোর কর্মহীনতা, নির্জীবতা, আলস্যতন্দ্রা। কিন্তু তা আর সম্ভব নয় কারণ 'ফারাক্কা' মৃত্যু দানবের মত দাঁড়িয়ে আছে। আজ এরা কাঁদছে। আগামীতে এটা আট কোটি মানুষের কান্নার কারণ হবে। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিকে ব্যহত করলে সমাজজীবনে এর কী ভয়ানক পরিণতি নেমে আসে 'আট কোটির জখম' গল্পে তা তুলে ধরা হয়েছে।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের পরিকাঠামোয় 'পারিবারিক' গল্পটি ঠিক গল্প হয়ে উঠতে পারেনি। নিছক সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য একটি পরিবারের করুণ ইতিকথা হতে পারে এটি। মধ্যবিত্ত পরিবারের 'প্রেম' একটি সুখ ঘাতক উপসর্গ। মীরার বাবা সরকারি চাকুরে। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে সে সবার বড়। অথচ এই মীরাই কি-না প্রেমে পড়ে বাবা মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে বীরুকে। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা বীরুকে কুকড়ে রেখেছিল তাই মীরার প্রেমের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে সে ব্যর্থ হয়। মীরা ফিরে আসে তার বাবার কাছে। কিন্তু একা নয় ছয় মাসের ফুটফুটে পুত্র বাপ্পীকে নিয়ে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের এক সরল রৈখিক চিত্র আলম খোরশেদ এ গল্পে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। গল্পের আবেদন শুধু ঘটনার বর্ণনা নয় এর শৈল্পিক সত্তা নিহিত গল্পের ভাব পরম্পরায়- চরিত্র সংলাপ আর বিশ্লেষণের মধ্যে। আলম খোরশেদ এ পর্যায় সার্থক হয়েছেন গল্প পাঠে তা বলা যাবে না।

পর পর তিনটি ঘটনা মতির জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলে। শৈশবে তার সহজ সরল জীবনকে রাহুযুক্ত করে একটি খুনের ঘটনা। খুনিকে দেখে ফেলায় সে তাড়িত হয়- আক্রান্ত হয় মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত বিয়ের পরপরই স্ত্রীর গহনা বিক্রি করায় স্ত্রীর চরম অবহেলা, অবজ্ঞা তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে। বিবাহ পূর্ব ঋণ পরিশোধের বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকায় সে স্ত্রীর গহনা চুরি করে এতে সে হারায় স্ত্রী তাহেরার ভালবাসা, শ্রদ্ধা, মমতা। তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে সাইকেল দুর্ঘটনায় একটি বৃদ্ধার মৃত্যুতে। যুগপৎ এই তিনটি ঘটনা মতিকে বিপর্যস্ত করে, বিকারগ্রস্থ করে। প্রতি নিয়ত সে সংগ্রাম করে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে। নিজেকে সুস্থভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে। তার এই সংগ্রামে সহচরী কেউ নেই। এমনি জটিল চরিত্রকে শৈল্পিক সুষমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন নাসরীন জাহান 'বিকার' গল্পে। এর ভাষা গতিশীল। সংলাপ চরিত্রানুযায়ী। তবে কয়েকটি শব্দে ব্যবহারে আপত্তি অগ্রহণযোগ্য নয়। দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে

> উঠে দাঁড়ালো। বাইরে আর বৃষ্টি নেই। বেড়ার ঘর গলিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগে। পাছা চুলকায় মতি।[২৩]

এই বাক্যে 'পাছা' শব্দটি ব্যবহার না করলেও গল্পের রস এতটুকু মলিন হত বলে মনে হয় না। অথবা

> অ-চরম অবজ্ঞা ভরা শব্দটা বেরিয়ে আসে তাহেরার গলা থেকে। সে বাচ্চার মুতের কাঁথা সরাতে ব্যস্ত হয়।[২৪]

এই বাক্যের 'মুতের' শব্দটাও পরিত্যাজ্য ছিল।

মধ্যবিত্ত পরিবারে ঘটে যাওয়া নিত্যদিনের নানা ঘটনার একটি উপসর্গ দিয়ে সাজানো হয়েছে আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিনের 'কুরুক্ষেত্র' গল্পটি। এতে একজন উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরের সৎভাবে বেঁচে থাকার ঝক্কি ফুটে ওঠেছে। বস্তুত সংসারের চাহিদা নির্ধারণের কেন্দ্রবিন্দু হল স্ত্রী। স্ত্রীর ভোগ-লিপ্সা যদি মাত্রাহীনভাবে বেড়ে যায় তখন স্বামীকে অথবা উপার্জনকারী ব্যক্তিকে হয়ত সৎপথ ছেড়ে ভিন্ন পথ ধরতে হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারে একটা কমন বিষয় হল পরশীর সাথে তুলনা করা। সমপদাসীন চাকুরের স্ত্রীরা পরস্পরের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে সতত এত ব্যস্ত থাকে যে বেচারা স্বামীরা এদের কাছে ব্যক্তির চেয়ে প্রতিযোগিতার ঘোড়া বনে যায়। ফলশ্রুতিতে হয় নৈতিক পতন অথবা স্ত্রী কণ্ঠের অগ্নিবর্ষণ সহ্য করতে হয় প্রতিনিয়ত। আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন 'কুরুক্ষেত্র' গল্পে আমাদের সমাজ জীবনের এই নেতিবাচক দিকটা তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে। গল্পটির ভাষা সাবলীল এবং উপমার প্রয়োগ যথার্থ বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশি সাহয্যের আশায় আমাদের সরকার অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কোন পর্যায়ে নামতে পারে তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন মাহবুব মোতানাব্বী 'ভিক্ষুক' গল্পে। আশির দশকের গোড়া থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব প্রেক্ষাপট বদলে যায় দ্রুততার সাথে। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বিভিন্ন রাষ্ট্র ঐতিহ্যবাহী কৃষি অর্থনীতিকে উপেক্ষা করে শিল্পনির্ভর করে ফেলে। ফলে অর্থনীতি আর কোন একটি দেশে কেন্দ্রীভূত থাকে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য হয়ে পড়ে বাজার সম্প্রসারণ করা। উৎপাদিত পণ্য যে কোন মূল্যে রপ্তানি করে অর্থোপার্জন করার লক্ষ্যে বড় বড় কারখানা সরকারের পরিবর্তে কোম্পানির অথবা ব্যক্তির হাতে চলে যায়। এ পর্যায়ে রাষ্ট্র অপেক্ষা কোম্পানি অফিস হয়ে উঠে অধিক শক্তিশালী, প্রভাব বিস্তরকারী। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ভীত ছিল খুবই নাজুক। একটি দেশের সবল অর্থনীতির জন্য যে কয়েকটি স্তম্ভ থাকা প্রয়োজন যেমন- রকমারি খনিজ সম্পদ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সর্বোপরি- অভিজ্ঞতায়পুষ্ট দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব। দুভার্গ্যজনক হল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি মানসিকভাবে একটি দেশকে স্বনির্ভর করার যে প্রত্যয় থাকা প্রয়োজন তা স্বাধীনা-উত্তর বাংলাদেশে পাওয়া গেল না। অথবা বিকাশ লাভের সুযোগ পাওয়া গেল না। পরিপ্রেক্ষিতে গোড়া থেকেই দেশটি হয়ে পড়ে বিদেশি সাহায্য নির্ভর। স্বাধীনতা লাভের এক দশক পর কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে উপরোক্ত বিষয়টি ক্রিয়াশীল ছিল বেশি। এরই একটি সরস বর্ননা ভিক্ষুক গল্পটি। গল্পে এক ব্রিটিশ ভদ্রলোক বাংলাদেশে আগমন করেন একটি কোম্পানির আমন্ত্রণে। উদ্দেশ্য বিনিয়োগ করা। বিদেশি সাহেবকে অভ্যর্থনা জানাতে কোম্পানির সকল কর্মকর্তা কর্মচারী প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালায়। সাহেবকে তুষ্ট করতে আয়োজনের কোন ত্রুটি কোম্পানি করে নি। কিন্তু এতসব আয়োজনের পরও ভদ্রলোক চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করেন বাঙালিদের সাথে ফয়েস লেকে নগ্নাবস্থায় গোসল করতে নেমে। এ বিষয়ে তার মন্তব্য

> হিউম্যান বিংস? ডগস অনলি সাম ডগস ওঅ্যার দেয়ার।[২৫]

অর্থাৎ সাহেবের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের আপামর জনতা মানুষ নয় কুকুর সদৃশ। বিদেশিদের এ দৃষ্ঠতা কেবল সাহায্য প্রার্থনার নিমিত্তই তৈরি হয়েছে এরকম একটি বক্তব্য মাহবুব মোতানাব্বী 'ভিক্ষুক' গল্পে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

নদী ও নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহারে বিশ্বের বৃহত্তম এ ব-দ্বীপের অধিবাসী অভ্যস্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সিংহভাগ সংগঠিত হয় নদীর মাধ্যমে। নদীতো বাংলাদেশের শুধু বহমান পানির ধারক নয়, জীবন্ত চরিত্রও। বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক চরিত্র নির্ধারণ করে নদী। বর্ষার ভরা মৌসুমে নদী তার দুকুল ছাপিয়ে জল ঢুকিয়ে দেয় লোকালয়ে। কারো রান্না ঘর, পায়খানা, ছোট বড় গর্ত সব জায়গায় এ সময় পানির অবাধ বিচরণ। কোন বাঁধা বা সংকোচ নেই। হিংস্র সাপের মতো ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস শব্দে পানি ঢুকে পড়ে গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে শুরু করে শহরের ভদ্র লোকের ড্রয়িং রুমেও। আবার বর্ষা অন্তে যখন বন্যার পানি সমুদ্রগামী হয় তখন ধ্বংসযজ্ঞ চালায় জনপদে। নদীর ভাঙনে বিলীন হয়ে যায় সুপ্রাচীন জনপদ, মসজিদ, মন্দির, স্কুল, কলেজ, পতিতালয়, বাজার, ফসলী-অফসলী, উর্বর-অনুর্বর জমি। এই নদীকে নিয়ে 'নদী' শিরোনামে গল্প লিখলেন খায়রুল বাশার। নদী ভাঙনের শিকার এক ভবঘুরে যুবক জগলু। নদীর নয়া ঘাটের ইজারাদার সে। নদীর পারেই বসবাস। কত ঘটনার সে সাক্ষী। নদীতে ভেসে যাওয়া নৌকার পাশাপাশি অনেক জীব জন্তুর লাশ সে যেমনি দেখেছে তেমনি সংগ্রহ করেছে ভাসমান কাঠ। এমনি এক শাখা-প্রশাখাযুক্ত গাছ সংগ্রহ করতে গিয়ে সে অর্জন করে এক নতুন অভিজ্ঞতা। ভাসমান গাছটির সাথে ভেসে আসে এক তরুণীর লাশ। যার হাতে আছে একটি সোনার আংটি, পরনে আছে নতুন শাড়ি। মানবতা এবং শঠতা দুইয়ের দ্বন্দ্বে তার চিন্তা হয়ে পড়ে আবদ্ধ। আর এই টানাপোড়েনের নায়ক আর কেউ নয় নদী।

'এক অস্থির সময়ের' গল্পে নুরুল করিম নাসিম সমাজকে একটা ঘা দিতে চেয়েছেন। একটা দেশের চিত্র ফুটে ওঠে সেদেশের সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। যুবকরাই দেশের নির্ণায়ক। এদের জীবনাচরণ নির্ধারণ করে জাতির সংস্কৃতির মাপকাঠি। আলোচ্য গল্পে রাশেদুলকে একজন ব্যর্থ স্বামী হিসেবে দেখানো হয়েছে। আজন্ম মেধাবী রাশেদুল শৈশবেই হোচট খায় মায়ের বিপথগামিতায়। পরবর্তীতে স্ত্রীর ব্যভিচারী আচরণে সে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। এর কারণ কী? গল্পকার স্পষ্ট করে না বললেও ইঙ্গিত দিয়েছেন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার দৌরাত্ম আর স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সঠিক রূপরেখা প্রণয়নের ব্যর্থতা। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও রাশেদুল জীবন সংগ্রামে এগিয়ে যায়। যৌবনের স্বর্ণসময়েই সে বিয়ে করে সাবেরাকে। সামর্থমত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। স্ত্রীর চাহিদা পুরণে সে প্রাণান্ত। কিন্তু প্রত্যেকেরই একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। রাশেদুলও তাই। শ্রেণীভেদ করার মত সামর্থ নেই তার। অথচ স্ত্রী সাবেরা নিত্যনতুন বায়না ধরে রাশেদুলের কাছে। রাশেদুলকে বুঝতে চায় না সাবেরা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সমঝোতা, যে গভীর ভালবাসা থাকা প্রয়োজন সাবেরার উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাসনার কারণে তার লেশটুকুও নেই। রাশেদুলের সীমাবদ্ধতাকে সাবেরা ব্যর্থতা বিবেচনায় এনে স্বামীকে চরম অবজ্ঞা করে। ঝুঁকে পড়ে পরপুরুষের অর্থের মোহময় জালে। সমসাময়িক অস্থিরতা গল্পকার শিল্প সুষমায় উপস্থাপন করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গল্পে। ভাষার ব্যবহারে এবং সংলাপ রচনায় নুরুল করিম নাসিম বেশ সর্তক। বর্তমান অস্থিরতার কারণ খুঁজতে গিয়ে গল্পকার সংশয়ের সাথে বলেন

> আমি ঠিক বুঝতে পারি না। নাকি আমরা সবাই অস্থির এক সময়ের সন্তান, যে ক্ষমাহীন সময় আমাদের বোঝে না, যে দুর্বিনীত সময়কে আমরাও বুঝতে পারি না।[২৫]

এর কারণ কী? তৃতীয় বিশ্বের এক গরিব দুঃখী দেশের এক মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেকে সুখী দেখলে কার না ভাল লাগে। এমনিতে পৃথিবীর এই অংশের যুবক-যুবতীরা বড় বেশি বিষণ্ন, বিপন্ন। হয়তো এজন্যই এরা অস্থির, অস্থিতিশীল।

নারী-মুক্তির সংগ্রাম আমাদের সমাজে দীর্ঘকাল যাবৎ একটি আলোচিত বিষয়। বেগম রোকেয়া নারীদের শিক্ষিত করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। সুফিয়া কামাল নারীর পেশাদারিত্বের পথ বাৎলে দিয়েছেন। নারী আজ শিক্ষা গ্রহণ করছে। কর্মক্ষম হয়েছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে কতটুকু সার্থক হতে পেরেছে তা বিভিন্ন গল্পে বিভিন্নভাবে উঠে আসে। কর্মক্ষেত্রে কাজের সার্থকতা ব্যর্থতার চেয়ে সমাজে সে কতটা আস্থা অর্জন করতে পেরেছে সেটাই বড় সংকট হিসেবে দেখা দিচ্ছে বর্তমান কালে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ আস্থাহীনতা সবশেষে পরিবারে ভাঙন এমনি একটি আবহ নিয়ে স্বপ্না রেজা রচনা করেন 'আমার প্রজাপতি' গল্পটি। লোপার চাকুরী এবং সেই অফিসের বসের সাথে তার সম্পর্ককে সন্দেহের চোখে দেখে তার পঙ্গু স্বামী। একমাত্র কন্যা রুমুও পিতার অনুসারী। লোপাকে ত্যাগ করে তারা দুজনেই। কিন্তু এতে ভেঙে পড়ে নি লোপা। ব্যক্তিত্বের পরম শক্তিতে সে ফিরিয়ে দেয় বস মাসুদ সাহেবকে। একাকিত্ব তা যত কঠিনই হোক সে তাকেই আকড়ে ধরে সুখ খুঁজে। ঘটনার এক পর্যায়ে ফিরে পায় কন্যা রুমুকে। আর এই রুমুকে আশ্রয় করেই সে গড়ে তোলে তার আপন সুখের নীড়।

উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের একটি কদর্য চিত্র তুলে ধরা হয়েছে 'আত্মঘাত' গল্পে। আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন সমসাময়িক সমাজকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। পুলিশ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ছিলেন গল্পকার আবুল খায়ের। সমাজের ভাঁজে ভাঁজে বিদ্যমান রকমারি সমস্যা, হাসি-কান্না তিনি অবলোকন করেছেন নির্মোহ দৃষ্টিতে। যার ছাপ পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন গল্প কবিতায়। তবে মধ্যবিত্ত সমাজের নেতিবাচক দিকগুলোর সরস উপস্থাপনায় তার মুন্সিয়ানা লক্ষ্যযোগ্য। আলোচ্য গল্পে এক ধনী দম্পতির চরম বেহায়াপনা, একটি নারীর করুণ মৃত্যু এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাপনার একটি স্বচ্ছ চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। উত্তমপুরুষের জবানিতে বর্ণিত গল্পে, গল্পকথক আর তার স্ত্রীর নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা নিত্যদিনের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠে পাশের ফ্ল্যাটে সদ্য উঠা নবদম্পতি। নিঃসন্তান গল্পকথকের স্ত্রী অপেক্ষা করে থাকে কখন তার স্বামী আসবে আর সারাদিনের ঘটনার সানুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা করবে। গল্পকথক স্ত্রীর এই নতুন ব্যধির তাড়নায় আহত হলেও তা প্রকাশ করে না। বরং আগ্রহী শ্রোতা রূপেই স্ত্রীর গল্প শোনে। প্রতিদিন ঘরে ফিরে স্ত্রীর হাসি মাখা উজ্জ্বল মুখ দেখে বরং সে একটু আশ্বস্তই হয়। নিঃসন্তান একজন রমণী সারাদিন অলস সময় না কাটিয়ে অন্তত একটা বিষয় নিয়ে ব্যস্ত আছে এই ভাবনায় গল্পকথক অনেকটা পুলকই অনুভব করে। কিন্তু এই অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। হঠাৎ একদিন স্ত্রীর গম্ভীর মুখ দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারে পাশের ফ্ল্যাটের নতুন ওঠা ভদ্রমহিলা সন্তানসম্ভবা অবস্থায় গতকাল ফাঁস নিয়ে মারা যায়। এ নিয়ে দুজনেই একটা অস্বস্তিকর ব্যথা অনুভব করে। সদ্য বিপত্নীকের বিষাদ বেদনায় তারাও আক্রান্ত হয়। কিন্তু তিন দিন যেতে না যেতেই সেই ফ্ল্যাটে আবারো বাতি জ্বলে উঠে। বিপত্নীক যুবকটি আরেকজন অষ্টাদশী নারীকে নিয়ে ফূর্তিতে মেতে উঠে। গল্পকথকের ধারনা জন্মে সন্ত ানসম্ভবা ঐ মহিলাটি স্বামীর ব্যভিচারে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে। গল্পের ভাষা সাবলীল এবং বিষয়োপযোগী।

এক দুঃসাহসী কিশোরীর ইতিকথা 'পশুর নদীর গাঙচিল' গল্পটি। আল মাহমুদ তার স্বভাব সুলভ উপমার ব্যবহারে সমুদ্রে উড়ন্ত গাঙচিলের সাথে কাইনামারীর কিশোরী কর্পূরের তুলনা করেছেন। দরিদ্র রোগাগ্রস্থ এক দিনমজুরের কন্যা কর্পূর। পিতার অক্ষমতায় কৈশোরেই জীবীকার নিমিত্তে নানা পেশায় নিয়োজিত হয় দূরন্ত চপলা কর্পূর। সম্প্রতি সে এক নতুন পেশায় অবতীর্ণ হয়েছে। পশুর নদীতে নোঙর করে বড় বড় বিদেশি জাহাজ। কাইনামারী গ্রামের মানুষের কাছে এ এক পরম উপভোগের বিষয়। জাহাজে অবস্থানরত ক্রুদের জন্য গ্রামবাসীরা ডিঙ্গি নৌকা করে নিয়ে যায় তরিতরকারি, মুরগি, খাসি ইত্যাদি। বিনিময়ে জাহাজ থেকে তারা পায় দামি সিগারেটের বাক্স, মদের বোতল এ জাতীয় নিষিদ্ধ কিছু পণ্য। তাই ঝক্কিও কম নয়। গ্রামবাসীকে যুগপদ জাহাজের নাবিক এবং পুলিশের বৈরি আচরণ সহ্য করে এ পেশায় সংযুক্ত থাকতে হয়। কিন্তু কিশোরী কর্পূর নির্ভীক। সহযোগী রতনকে নিয়ে ডিঙ্গিতে করে একটি ছাগল, কিছু তরকারি জাহাজে ডেলিভারি দিতে যায়। জাহাজিরা যথাসময়ে কর্পূরের মালামাল নিয়ে গেলেও বিনিময়ে কিছু দেয় না। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে কর্পূর দড়ি বেয়ে জাহাজের ডেকে উঠে পড়ে। ঢোকে পড়ে কেবিনে। আশেপাশে কাউকে না পেয়ে দ্রুত চুরি করে সে কয়েকটি মূল্যবান জিনিস। এসবের মধ্যে যেমন আছে একটি কম্বল তেমনি আছে ঘড়ি, সিগারেটের বাক্সসহ আরো অনেক কিছু। একটা চরম বিপর্যস্ত অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে সে চুরি করে জাহাজে মনের ক্ষোভ, জ্বালা সব ধুয়ে মুছে যায় তার এই দুঃসাহসিক কর্মের মাধ্যমে। সে যে বিবস্ত্রা ত্রয়োদশী এক রমণী এ

কথা বেমালুম ভুলে যায়। তার নেশা একটাই ছাগল আর তরকারির সমমূল্যের পণ্য তাকে নিয়ে যেতে হবে। অসুস্থ পিতার সংসার নির্বাহের দায়িত্ব যে এখন তার। এ দায়িত্ব অনেক কঠিন। কিন্তু কর্মে সে অটল এবং সাহসী। নদীর ঢেউ বা জল পুলিশের ভয় তার প্রাত্যহিক এ কাজে বাধা হতে পারে না। গল্পের ভাষায় আছে গতিশীলতা, আছে উপমা ব্যবহারের চমৎকারিত্ব

> কপুরের শাড়িটা আকস্মাৎ গা থেকে অনেকটা আলগা হয়ে বাতাসে ফড়ফড় করতে লাগলো। দড়ির মোড়ে কনুই জ্বলছে। ছোট বুক দুটি জ্বলছে। এবার কর্পুর হঠাৎ কায়দা করে কোমড় থেকে শাড়ির গিটটা এক হাতে খুলে ফেলল। অন্য হাতে এবং নীচের পা দুটো দিয়ে ক্রোনের দড়ির ওপর ভরটা নিষ্কম্প। আস্তে সে শাড়ির প্যাচ কোমড় থেকে সম্পূর্ণ আলগা করে শাড়িটা বাতাসে উড়িয়ে দিল। শাড়িটা গাঙচিলদের সাথে উড়তে উড়তে নদীর ঢেউয়ের উপর ভাসতে লাগলো। গায়ে একটা হাতকাটা ব্লাউজ ও পরনে খাটো সায়াটা ছাড়া আর কিছু নাই।[২৭]

আমাদের সমাজজীবনে শিশু শ্রম কখনো কখনো পরিবারের প্রয়োজনে কতটা অপরিহার্য আলোচ্য গল্পে আল মাহমুদ তা শৈল্পিকভাবে তুলে ধরেছেন।

সন্তান আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি নারীর সহজাত প্রবৃত্তি। মা হওয়ার উদগ্র বাসনায় রমণীগণ সংসারে নিজেকে উজাড় করে দেয়। বাঙালি নারীর পরম আনন্দ তার নাড়ী ছেড়া ধনের উষ্ণ আলিঙ্গন। এ সৌভাগ্য থেকে যারা বঞ্চিত তাদের দুঃখের, পরিতাপের আর সীমা থাকে না। বাধ্য হয়ে সন্তানের অভাব পূরণে এরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে সংসারের অন্যান্য কাজে। ওয়াসি আহমদ রচিত 'প্রসূতি' গল্পে আমরা কুলসুমকে এমনি ভূমিকায় দেখতে পাই। স্বামী সাগর আর বৃদ্ধ শ্বশুরকে নিয়ে তার সুখের সংসার। কুলসুম বন্ধ্যা নয়, কাকবন্ধ্যা। একটি মৃত বাচ্চা প্রসবের পর দীর্ঘপ্রতীক্ষায়ও তার ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। ফলশ্রুতিতে পরম মাতৃস্নেহে সে লালন করে গাভী আর গাভীর সদ্যপ্রসূত বাচ্চাটিকে। গ্রাম বাংলার চিরন্তন চিত্র ফুটে উঠেছে এই গল্পে। নিচের উদ্ধৃতি অবলোকন করলে এর সত্যতা মিলবে

> এই শীতের সকালে কুয়াশার দিকে নীলচে ধোঁয়া জট পাকিয়ে থাকে চোখের ভেতর। আম-জাম গাছের হিজিবিজি ডাল পালায় আর ঘোর বাশবনের জমাট কুয়াশায় সূর্যের আলো পড়ে পড়ে টাল খায়।[২৮]

অথবা

> সে অবাক হয়ে ভাবে কোথা থেকে আসে এতো দুধ? দিনভর জলতরঙ্গের মতো ঝিরিঝিরি, কখনো শব্দহীন, বেগহীন কিন্তু অনিঃশেষ ধারাবর্ষণ শুনতে পায় সে।[২৯]

গল্পে উপমা ব্যবহারে মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর মেলে

> মনে হয় ফিনকি তোলা দুধ যেন বাট থেকে না কুলসুমের হাতের ছন্দময় আঙুল থেকেই ঝরছে।[৩০]

ওয়াসি আহমদ পশু ও মানুষের মাতৃপ্রীতির মধ্যে যে একটি চিরন্তন সর্বজনীন আবেদন বিদ্যমান তা আলোচ্য গল্পে তুলে ধরেছেন।

সরকারি জমি দখল করার কায়দা কানুন ওঠে এসেছে আন্দালিব রাশদী রচিত 'দুই বিঘে' গল্পে। সদ্য মৃত পিতাকে বন বিভাগের জমির মধ্যে কবর দিয়ে সেই কবরকে পুরনো কবর সাজিয়ে সরকারি জমি দখল করে নেয় মেজদা। বড়দা-মেজদা এবং ছোট সবাই মিলে ফন্দি করলেও শেষ পর্যন্ত জমি দখলে যায় মেজদার। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় কীভাবে খাস জমি বেহাত হয়ে যায় এর উৎকৃষ্ট নমুনা আলোচ্য গল্পটি। নিচের উদ্ধৃতি দুটি লক্ষ্য করলে গল্পের সারবস্তু খুঁজে পাওয়া যাবে

> মেজদা ম্যানেজ করে নিতে পারবেন বিট অফিসার, রেঞ্জ অফিসার সকলকে। আর তাছাড়া সরকারি দলের জেলা শাখার সভাপতি এবং এমনকি অনুগত বিরোধী দলগুলোর সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক এবং আরো অনেকের সাথেই তো জানাশোনা আছে।[৩১]

জমি দখল পাকাপোক্ত হলে এবার মেজদার নজর পড়ে জনসেবার দিকে।

> মেজদা বললো ভেবো না, পার্টির নমিনেশন পাচ্ছি। যে ফর্মুলাতে মানুষ নির্বাচনে জিতছে, উপজেলার চেয়ারম্যান হচ্ছে, সংসদে জনপ্রতিনিধি হচ্ছে, উজির হচ্ছে, রাজা হচ্ছে সে নির্বচনী ফর্মুলাতেই আমিও পার পেয়ে যাবো।[৩২]

আশির দশকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। পাওয়ার পলিটিক্স সমাজ বিন্যাসে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এ সময় নেতৃত্ব তৈরির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া উপেক্ষিত হয়। স্বজনপ্রীতি, পেশীশক্তি আর কালো টাকার জোরে অনেক অনভিজ্ঞ, অজনপ্রিয় লোকও জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জননির্যাতনে লিপ্ত হয়। আন্দালিব রাশদী অত্যন্ত সাহসীকতার সাথে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ছবি আলোচ্য গল্পে তুলে ধরেছেন।

বাঙালি সমাজে নানা সংস্কার, কুসংস্কার শেকড় গেড়ে আছে দীর্ঘকাল যাবৎ। সভ্যতার ক্রমবিকাশে নাগরিক সমাজে কিছু কিছু সংস্কার দূরীভূত হলেও গ্রামীণ জনপদে এসবের উপস্থিতি এখনও সমানভাবে অব্যাহত। বাঙালির গ্রামীণ কৃষি-সংস্কৃতিতে 'নজর লাগা' জাতীয় একটি কুসংস্কার হাস্যকরভাবে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। 'তিন পুরুষ' গল্পে ফজলুল কাশেম এমনি একটি

Dhaka University Institutional Repository

আবহ তৈরি করেছেন। 'মিয়াসাব' এলাকার প্রভাবশালী একজন মাতব্বর। ধনৈশ্বর্যের পাশাপাশি তার আর একটি বড় পরিচয় তার নজর লাগা। সে যাকে বা যা কিছু ভাল বলবে তারই বিনাশ ঘটবে। মিয়াসাবের এই পোড়ানজরের ভুক্তভোগী হাজারী, দোহারী, শাহাবুদ্দিন। এদের ধানক্ষেত, সবজিবাগান সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায় মিয়াসাবের কু-নজরে। তাই তাদের আক্ষেপোক্তি

> কি চাইলাম আর কি হইলো।[৩৩]

মিয়াসাবের সার্থক উত্তরসূরী নাদের-কাদেরের বাবা। গঞ্জে ব্যবসা করে সাফল্য লাভ করে। সেও মানুষকে প্রতারণা করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। মানুষের উপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করে মিয়াসাবের বড় নাতী নাদের। অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে সে বিস্তর জায়গা জমি করে। স্থানীয় রাজনীতিও সে নিয়ন্ত্রণ করে। ভিলেজ পলিটিক্সে দক্ষ এই নাদের তাই আপন মামাকে নসিহত করে

> আপনার পার্টির দুরবস্থার দিনে আমি মামা আপনাকে আশ্রয় দেবো। এখন আমার জানমাল ব্যবসা-বাণিজ্য আর মান ইজ্জতের দিকে আপনি দয়া করে খেয়াল রাখবেন।[৩৪]

গল্পের নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র কাদের। নাদেরের অত্যাচার দেখেও সে প্রতিবাদ করতে পারে না। দ্রুত পাল্টানো সমাজের দিকে তাকিয়ে তার কেবলই আফসোস আর হতাশা বাড়ে

> চোখের সামনে মাঠের পর যে মাঠ ছিলো, এই মাঠ টুকরো টুকরো হয়ে কেবলই ছোট হয়ে যাচ্ছে। এখানে হরেক রকমের কারখানা আর ফার্ম তৈরীর আগরম বাগরম খেলা। বুকের রক্ত ঢেলে মানুষের এই বিচিত্র আয়োজন থামিয়ে দিয়ে মাঠের শস্য দানায় এ যুগের দোহারিদের গোলা ভরে দেয় দু'লাখ বেকার কাদেরও এমন শক্তি নেই।[৩৫]

ছোট পরিসরের এই গল্পে লেখক আবহমান বাংলার পরিবর্তিত পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সংলাপ রচনায় এবং ভাষার ব্যবহারে ফজলুল কাশেম কুশলী এবং মার্জিত।

মানব জীবনের একটি চিরন্তন সত্য 'তিন অধ্যায়' গল্পে নাজমুল আলম তুলে ধরেছেন। গল্পের একেবারে শেষে খালেক সাহেব এবং জামান সাহেবের কথোপথনে গল্পের মূল সুর খুজে পাওয়া যায়।

> খালেক সাহেব বললেন, দেখেন কাণ্ড কি সব ব্যাপার একই সাথে ঘটে গেল। জামান সাহেব নামতে নামতে বললেন, আছিয়া মঞ্জিলে একই দিনে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ তিনটি ঘটনা ঘটে গেল। জীবনটা এমনই।[৩৬]

বস্তুত মানুষের যেমনি আছে জন্ম, তেমনি আছে মৃত্যু। মাঝখানে বেঁচে থাকার সময়টুকুতে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয় আদম সন্তান। গল্পটিতে বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। শহুরে জীবনে অভ্যস্ত জামান এবং খালেক সাহেব। পেশায় দু'জনেই ব্যবসায়ী। তাদেরই পড়শী জলিল। তার বাড়ির নাম আছিয়া মঞ্জিল। অবশ্য জলিল আছিয়া মঞ্জিলে থাকে না। এ বাসায় থাকেন জলিল সাহেবের ভগ্নিপতি হাসানের পরিবার এবং ভাড়াটিয়া মান্নান সাহেবের পরিবার। হাসান সাহেবের মেয়ে পলি সন্তান সম্ভবা। ব্যবসায়ী মান্নান সাহেবের কন্যা লীনা প্রেম করে বিয়ে করে একটা বখাটে ছেলেকে। পারিবারিক নানা জটিলতায় এগিয়ে চলে এদের জীবন। জামাল সাহেবের স্ত্রী তমা এবং কন্যা তন্দ্রা উভয়ে পরোপকারী সদালাপী। সম্প্রতি গার্মেন্টস ব্যবসায় মন্দা গেলেও পরিবারকে গুছিয়ে রাখতে সকল সদস্য আন্তরিক। মান্নান সাহেব মেয়ে লীনার হঠাৎ করে বিয়ে করাটাকে মেয়ে নিতে চাইলেন না কিছুতেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্তান স্নেহের কাছে তাকে হার মানতে হল। লীনার বিয়েকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে এক পার্টি দিতে হল তাকে। গল্পে করুণ পরিণিতি ঘটে সহজ সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হাসান সাহেবের। প্রসব বেদনায় কাতর কন্যা পলি হাসপাতালে গেলে হাসান সাহেবের মৃত্যু ঘটে। আর কাকতালীয় ভাবে একই দিনে একই বাড়িতে ঘটনাগুলো ঘটে গেল। শহরের ব্যস্ত জীবন ব্যবস্থাপনায় প্রতিবেশীর খোঁজ খবর রাখা একটা দুরূহ ব্যপার। প্রতিনিয়ত এখানকার মানুষ জীবীকা এবং জীবীকা সংক্রান্ত নিত্যনতুন সমস্যা মোকাবেলায় তটস্ত থাকে। ইচ্ছে থাকালেও সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনায় পরস্পরের সাথী হওয়া এখানে হয়ে উঠে না। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর হয়ত দূর থেকে আফসোস, হতাশা প্রকাশ করা যায় কিন্তু ঘটনা নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করার কোন ফুসরৎ এখানকার মানুষের নেই। হাসান সাহেবকে চিকিৎসা করাতে পারলে হয়ত প্রাণে বেঁচে থাকতেন, কিন্তু পুত্রসন্তান শূন্য হাসান সাহেবকে কে চিকিৎসা করাবে কে সেবা দিবে? গল্পকার আধুনিক নাগরিক জীবনের একটি স্বাভাবিক চিত্র সার্থকভাবেই তুলে ধরেছেন এ গল্পে।

খ. নিম্নবর্গবিষয়ক

বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের মানুষের ইতিকথা সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান। চর্যাগীতির ছত্রে ছত্রে মঙ্গলকাব্যের ছন্দে ছন্দে উপবস্থাপন করা হয়েছে এ শ্রেণীর মানুষের জীবনাচরণ। বাংলা গদ্যের উদ্ভবের পর কথসাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপাদান হয়ে উঠে নিম্নবর্গের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অল্পস্বল্প গল্পে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসে এদের উপস্থিতি থাকেলও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে এতো সফলভাবে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনাচরণ উঠে আসে নি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাপনায় এ শ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশি। এরা সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু সমাজ বিনির্মাণে এরা উপেক্ষিত। চেতনে অবচেতনে সাহিত্যের পাতায় নিম্নবর্গের মানুষের সরব উপস্থিতি থাকলেও এ

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা বিশ্বে নানামাত্রিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন হয়। ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে কাল মার্কসের দর্শন, চেতনা প্রতিফলনে রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রের সরকার বিভাগ কায়েমীস্বার্থে এদের শক্ত হাতে দমন করে। পুঁজিবাদী সরকার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে অত্যাচার নীপিড়নের স্টিমরোলার চালায় তাদের উপর। ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) নীপিড়িতদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই প্রথম বাংলায় পারিভাষিক নিম্নবর্গের ইংরেজি 'Subaltarn' শব্দটি ব্যবহার করেন। শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়া শেণী এ দুটোর পার্থক্য বুঝানের জন্য তিনি উক্ত শব্দটি ব্যবহার করেন। ইউরোপীর ধারনার 'Subaltarn' শব্দের বাংলা নিম্নবর্গের স্বরূপের সঙ্গে উচ্চবর্গের ধারনাটিও চলে আসে। উচ্চবর্গ আর নিম্নবর্গ কী এ প্রসঙ্গে ভারতীয় উপনহাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেন রঞ্জিৎ গুহ। বাংলাদেশ মূলত নিম্নবর্গের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ফসল। দুর্ভাগ্য নতুন দেশ প্রতিষ্ঠার পর নতুন করে 'সাবলটার্ন' ও 'হেগেমনিক' শ্রেণীর প্রসঙ্গ ব্যাখ্যাত হল। দেশ স্বাধীনের পূর্বে যারা সাবলর্টান ছিল বিস্ময়করভাবে দেশ স্বাধীনের পর তারা হেগেমনিক শ্রেণীতে পরিণত হল। শাসক ও শোষিতের প্রেক্ষাপট সমাজশ্রেণীকরনে নতুন রূপ লাভ করল। ইত্তেফাকের সাহিত্যসাময়িকীতে নিম্নবর্গ বিষয়ক বেশ কিছু গল্প প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে এর কয়েকটি আলোচনা করা হল। নিম্নবর্গের মানুষের জীবনচিত্র নিখুঁতভাবে গল্পে তুলে ধরতে সিদ্ধহস্ত ইকতিয়ার চৌধুরী। গল্প বলার ধরণ তাঁর অসাধারণ। ঘটনার পর ঘটনা বর্ণনার চেয়ে ঘটনার বিশ্লেষণে তাঁর মুন্সিয়ানা ঈর্ষণীয়। ইকতিয়ার চৌধুরীর 'অন্ধ' এমনি একটি রচনা যেখানে সংঘটিত ঘটনার বর্ণনা অপেক্ষা নেপথ্য বিষয় বিশ্লেষিত হয়েছে বেশি। 'সেকেন একজন বংশানুক্রমিক শ্রমিক। কাজী বাড়িতে তার বাবা কাজ করেছে বার বছর। এখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করতে হচ্ছে তাকে। গল্পের মূল ঘটনা খুবই সামান্য। সেকেন দুপুরের একটু পরে রান্না ঘর থেকে আগুন আনতে গিয়ে কাজী সাহেবের কুকীর্তি দেখে ফেলে এবং মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে তাকে আক্রমণ করে। এ বিষয়টাকে পরিস্কার করতে লেখক আঠার বছর বয়সী এক 'অন্ধ মেয়ের অবতারণা করে যাকে সবাই 'কানি' বলে ডাকে। কাজী সাহেব অকস্মাৎ এ অন্ধ মেয়েকে তার কাম বাসনা পূরণের জন্য জোর করে রান্না ঘরে নিয়ে আসে। আর এ ঘটনা সেকেন দেখে ফেলে কাজী সাহেবের মুখে জলন্ত আগুনের ছাই ঢেলে দেয়। গল্পে 'অন্ধ' কে? 'কানি' না কাজী সাহেব। সমাজে তিনি গণ্যমান্য লোক, স্ত্রী পুত্র পরিজন নিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ। তার উপর আবার এলাকার চেয়াম্যান। সাধারণ মানুষের জান মালের রক্ষক সে। কিন্তু এই চেয়ারম্যান কর্তৃক-ই যখন নারী ধর্ষিত হয় সেক্ষেত্রে অন্ধত্বের অভিধায় অভিহিত হবেন স্বয়ং চেয়ারম্যান। সেকেন চেয়ারম্যানের বন্ধনমুক্ত হতে চেষ্টা করেছে অনেক। পিতৃঋণ পরিশোধে সে বদ্ধপরিকর। কিন্তু অন্যায় অত্যাচারের কাছে মাথা নোয়াবার মতো মানসিক দীনতা তার নেই। তাই সামান্য দিনমজুর হয়েও মালিকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সে কুণ্ঠিত হয় না।

একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য ছুড়ে দিয়েছেন শাহ খায়রুল বাশার 'পৈত্রিক ভিটা' গল্পে। নদী ভাঙন বাঙালি সংস্কৃতিরই অংশ। আবহমান কাল যাবৎ এদেশের মানুষ নদী ভাঙনের সাথে পরিচিত। প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর আচরণে কত সুখের সংসার ভেঙে খান খান হয়ে গেল। তাতে হতোদ্যম নয়- বাংলার জনতা। আপন মেধায়, শ্রমে এখানকার মানুষ ঠিক পূর্ণনির্মাণ করেছে মাথা গুজার ঠাঁই। জগলুর পিতা নদী ভাঙ্গনের আঘাত সইতে না পেরে ইহকাল ত্যাগ করেন। এতিম হয় সে। শহরের বস্তিতে বস্তিতে বেড়ে ওঠে তার শরীর, মন দেহ। বাংলাদেশের বসতির সহজাত চরিত্র হল এখানে থাকবে না কোন শুভ চিন্তা, থাকবে না শিক্ষা মানবতা। জগলু আবাল্য চোর হয়ে বড় হয়। বিয়ে করে পিয়ারীকে। সেও যোগ্য সহযোগী। কিন্তু তার মনে বিদ্রোহ দেখা দেয় যখন প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই মারা যায়। ন্যায় অন্যায় বোধ তাকে পীড়িত করে। তার চেতনায় এই বোধ কাজ করে হয়ত পাপ কাজ করার জন্যই মৃত সন্তান ভুমিষ্ঠ হয়। সে পকেট মারার কাজই শুধু ছাড়তে চায়, তা নয় চায় শহর ছেড়ে পিতৃপুরুষের ভিটামাটিতে ফিরেও যেতে। গল্পের ভাষা তীর্যক এবং বক্তব্যানুযায়ী। নিচের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করলে এর সত্যতা মিলবে

> শেষ রাতের 'একতা' ইস্পাতের লাইন দুটো দাপিয়ে জংশনের দিকে ছুটে আসছিলো। আস্তে আস্তে দম কমে গিয়ে গাড়ীটা আউটার সিগনালে ঝক মারে। কাকপক্ষীর পাখনাতুল্য কালো কুচকুচে বস্তির অশ্ব চারটা হেড লাইটের দীপ্ত ফোকাসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়, ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাক আর ন্যাড়া কুত্তাটার কান্না দ্রুত বয়সী হয়ে উঠলো।[৩৭]

অথবা

> না মানুষ ভুল করতাছে। গেরামের মানুষ গেরামেই থাকতে অইবো। শহরে গরীব মানুষগো ইজ্জত আছে নিহি! সংসার আছে নিহি? নাই। অমন কুলি-মজুরের কাম করতেও অনিচ্ছা লাগে। অনিচ্ছা লাগে মাইনসোর পকেট ফাঁকা করতেও।[৩৮]

গল্পের বর্ণনায় মান ভাষার ব্যবহার করা হলেও সংলাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে আঞ্চলিক ভাষা। বাংলা ছোটগল্পের শিল্প সুষমায় এটি একটি রীতিতে পরিণত হয়েছে বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুদ্দীন আবুল কালাম রচিত 'গায়ের আগুন' গল্পটিতে চরিত্র অপেক্ষা ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। মফিজ, শামছু, সালামত উল্লা, মালেক প্রত্যেকেই খেটে খাওয়া, রাস্তায় বসবাসকারী ভাসমান মানুষ। এরা কাজ করে শহরের উঁচু তলার অভিজাত বাড়িতে। কেউ বাবুর্চি, কেউ মিস্ত্রি, কেউ বা ফুটফরমাশ খাটে। রাতে তাদের ঘুমানোর নির্দিষ্ট স্থান থাকে না। কোন দিন বড় রাস্তার পাশে, কোন দিন মাঠে আবার কোন দিন কোন অফিসের পাশে কোন রকমে রাত কাটায়। কিন্তু এই ভাসমান জীবনেও তাদের স্বস্তি নেই। প্রচণ্ড গরমে এরা অতিষ্ঠ। অনাবৃষ্টিতে চারপাশ অগ্নিময়। অনাকাঙ্ক্ষিত খরার কারণ উদঘাটনে এরা তর্কে লিপ্ত। পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলের পরিবর্তন সম্পর্কে এরা তাদের সাহেবদের মুখ থেকে যা যা শুনেছে তাই নিজের মন্তব্য বলে চালিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তাদের সকল আলোচনা ছাপিয়ে আসমত উল্লাহর নিকাহ্র প্রসঙ্গটি মুখ্য হয়ে উঠে। গ্রামে স্ত্রী-পুত্র থাকার পরও আর একটি ষোড়শী বস্তিবাসীকে বিয়ে করার পাকা বন্দোবস্ত সে করে ফেলে। এতো জোয়ান মজদুর থাকতে মেয়েটি যে কেন একজন প্রৌঢ়কে নিকা করতে রাজি হল তাও বোধগম্য নয় এদের। শ্রেণীভেদে মানুষের ধারণা যে কীরূপ অজ্ঞতা আর অস্পষ্টতায় আড়ষ্ট থাকে এর একটি চিত্র আলোচ্য গল্পে ফুটে উঠেছে।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম রচিত 'লালবাত্তি' গল্পটি একটি অসাধারণ ছোটগল্প। এর কাহিনিতে আছে 'ডায়নামিজম'। শহর ও গ্রামের জীবন চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে এ গল্পে তেমনি মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিও প্রতিভাত হয়েছে প্রশ্নাকারে। মুজাফর গায়ের নিম্নবর্গের মানুষ। মাছ ধরে জীবীকা নির্বাহ করা যার পুরুষানুক্রমিক পেশা। কিন্তু সংকোচিত হয় তার এ পেশা। পূর্বে মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরা ছিল জেলেদের সহজাত অধিকার। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর সমাজ ব্যবস্থায় সম্পত্তির মালিকানায় ক্রমেই পরিবর্তন আসে। মুক্ত জলাশয় ব্যক্তি মালিকানার ঘোষণায় অবাধ মাছ ধরার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে বাধ্য হয়ে মুজাফফরকে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে মুটের কাজ নিতে হয়। ক্রমবর্ধিষ্ণু শহরে প্রতিযোগিতাপূর্ণ শ্রম বাজারে সে হেরে যায় এবং জীবন থেকেও সরে যায়। কাহিনির এই সরলরেখায় ব্যত্যয় ঘটায় মুজাফফরের ষোড়শী কন্যা আনু। বাসাবাড়ির ঝি গিরি করতে গেলেও তার ছিল একটি সুন্দর মন। ভালবাসার মানুষ খুঁজে নিয়ে সে পিতামাতার নির্ভরশীলতাকে চরমভাবে অবহেলা করে প্রিয়তমার হাত ধরে নিরুদ্দেশ হয়। মুজাফফর যেমন পরাজীত এক জীবন সৈনিক। এর বিপরীতে এক ত্যাজী মেয়ে মোজাফফরের স্ত্রী। স্বামীর কাছে সে স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দাবী করে। যুদ্ধের সময় যারা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল যারা সুন্দর সুন্দর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার বাস্তবায়ন চায়

> তখন কতো কতো কথা: কই দেশ তো স্বাধীন হইল, একদিনও তো আর খবর করতেও আসলো না। আমরা তো সাধ্যমতো তাগো তত্ত্ব-তালাফির ক্রটি রাখি নাই।[৩৯]

তার এ প্রশ্নের জবাব মেলা ভার। গল্পের ভাষা ভাব ও চরিত্রানুয্যায়ী

> এতো মানুষ, এখন এইসব কামেরও একরকম মালিকানা গজাইতে আছে। তাগো লগে বন্দোবস্ত না করলে হইবে বলিয়া মনে কইতাছি না।[৪০]

সর্বোপরি গল্পে একটি প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে 'লাল বাত্তি' যার অর্থ মুজাফফরের বউ এ শহরের জন্য নয়। এখানে বাস করবে যাদের অর্থ আছে বিত্ত অথবা সামর্থ আছে। সহায় সম্বলহীন মুজাফফরের বিধবা স্ত্রীর ঠাঁই এ শহরে নেই হয়ত এ পৃথিবীতেই আর নেই।

একটি মহাকাব্যিক দ্যোতনা পরিলক্ষিত হয় হুমায়ুন মালিক রচিত 'অস্তিত্বের রাজা ও প্রতিপক্ষ' গল্পে। সামাজিক স্তর বিন্যাসে সবচেয়ে অচ্যুৎ জাতি হল মেথর জাতি। এদের চিন্তা চেতনা, জীবন ভাবনা সবই সীমায়িত থাকে একটা নোংরা আবদ্ধ বসতিকে ঘিরে। সমাজকে সুন্দর, দুর্গন্ধমুক্ত, সুরভিত রাখতে এরা কাজ করে অষ্টপ্রহর। এদের বিচরণসীমা কেবল ভদ্রপল্লীর বাহির ঘর পর্যন্ত। অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার এদের নেই। কিন্তু মানুষের মন কী কোন সীমানা প্রাচীর মেনে চলে? 'অস্তিত্বের রাজা ও প্রতিপক্ষ' গল্প পাঠকালে এমনি প্রশ্নের মুখোমুখি হই আমরা বারবার। আলোচ্য গল্পে দুটো সমাজ বর্ণিত হয়েছে। এর একটি হল মেথর পট্টি। যার প্রতিনিধিত্ব করছে মোহন, লছমি, ডিমোয়া। আর দ্বিতীয়টি হল ভদ্র পল্লী। যার প্রতিনিধিত্ব করছে সা'দত সাহেব, জলিল সাহেব, শুভ্রা প্রমুখ। মেথর মোহন কাজ করে সা'দত সাহেবের বাসায়। সা'দত সাহেবের ম্যানেজার জলিল সাহেব মোহনকে নিয়োগ করে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মোহন সা'দত সাহেবের সুন্দরী অষ্টাদশী, লাস্যময়ী কন্যা শুভ্রাকে দেখে প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। ঠিক প্রণয়াসক্ত নয়। শুভ্রার বসন, চলন তাকে জৈবিক তাড়নায় উৎদীপ্ত করে।

> মোহন তাকিয়ে দেখে। ওর ঘুম ঘুম চোখ। পরনে রাতের শিথিল পোশাক তাতে ফুটে আছে শুভ্র বাহু ঘাড় গ্রীবা নাক মুখ। কোমল আপেল রঙে উঁকি দেয়া স্তন।[৪১]

কিন্তু এই বাসনা তার দৃষ্ঠতা। এ চরম সত্যও স্বীকার করে সে।

> মোহন সিগ্রেটে আগুন ধরায়। টান দেয়া ধোয়া নিয়ে ফুসফুসে কিছুক্ষণ আটকে রাখে। শুভ্রার মূর্তি। রাজকন্যার সাথে রাখালের প্রেম। সে কি শুধু রূপকথা। রাখালের প্রেম হলে হতেও পারে। তবে রাজকন্যার সাথে মেথর যুবকের প্রেম, এক বাক্যেই অসম্ভব।[৪২]

কিন্তু মন তো বশ মানে না। সজীব, সচল মানুষ সে। নারীর শরীরাকাঙ্ক্ষা তার প্রবল। স্বজাতি লছমিকে সে ভালবাসে। কিন্তু লছমি শুভ্রার মত মোহনীয় নয়। মোহনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাবনায় জলিল সাহেবকে সন্দিগ্ধ করে। বিনা নোটিসে কাজ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

বরখাস্ত করে মোহনকে। নিযুক্ত করে মেথর ভিমোয়াকে। ভিমোয়া স্বজাতি মোহনকে অনুকম্পা দেখায় না। কারণ সে দেখতে পাচ্ছে শহরে কর্মজীবী মানুষের প্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষ পঙ্গোপালের মত ছুটে আসছে শহরে। বেঁচে থাকার জন্য এদের চাই কাজ। মর্যদা বড় কথা নয়, অর্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন কাজে এরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রতিনিয়ত। তাই সংশয়াপন্ন ভিমোয়ার ভাবনা

> এদিকে খরা-বন্যা, মহাজনদের মারপ্যাচে কতো লোক শহরে। তারা মান-ইজ্জত তুচ্ছ করে ফ্লাট, রাস্তা ঘাট ঝাট দেয়।[৪৩]

এই অস্তিত্বের সংকটে ছাড় দিতে চায় না ভিমোয়া। কিন্তু মোহন শুভ্রার প্রেমে বিরহকাতর। যে করেই হোক এক নজর দেখার লক্ষ্যে সে শুভ্রাদের বাড়ি আসে। জলিল সাহেবের কড়া শাসনে সে বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পায় না। ডুকরে কেঁদে ওঠে তার মন। সুযোগ খুঁজে, কীভাবে পাওয়া যাবে শুভ্রাকে। এর মধ্যেই বিয়ে ঠিক হয়ে যায় শুভ্রার। অসহায়, দুর্বল মোহন কাতর হয়ে পড়ে। নেশায় চুর হয়ে লছমিকেই শুভ্রা বানাতে চায়। কিন্তু শুভ্রার শারীরিক গড়ন কোথায় পাবে লছমি। তাই ছুটে আসে শুভ্রার বাড়িতে। বিয়ের অনুষ্ঠানে শাসনের ফাঁক গলিয়ে ঢুকে পড়ে সে বাড়ির ভিতরে। বধূরূপী শুভ্রাকে দেখে সে উন্মত্ত হয়ে পড়ে। নেশার ঘোরে সে সামাজিক বন্ধনকে ভাঙার দুঃসাহস দেখায়। এর অপরিহার্য পরিণামও সে ভোগ করে। প্রচণ্ড আঘাতে সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয় তার। প্রেমের কোন সীমানা নেই। এটা গল্পে-কবিতায় অথবা সিনেমায় থাকতে পারে। বাস্তবে এর প্রয়োগ প্রায় আকাশতুল্য কঠিন। গল্পে সমাজের নানা অসংগতির কথা উঠে এসেছে। উঠে এসেছে উচ্চবিত্তের নোংরামি। শুভ্রার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ছবি বর্ণিত হয়েছে এভাবে

> এইরে বাবলা: বেটা হোঁদারাম। ভিতরে কিছু টের পায়নি। আরে তোর সাহেবের ঐ মাল মাইয়াডার পেট বাজছিল। খালাস করা অইছে। অহন বউখুনী এম.পির লগে বিয়া।[৪৪]

কোন সৃষ্টিকর্মই নিছক রচনা নয়। সমাজের প্রতি হুমায়ুন মালিকের যে কমিটমেন্ট রয়েছে এর একটি সুন্দর উপস্থাপনা আমরা লক্ষ্য করি 'অস্তিত্বের রাজা ও প্রতিপক্ষ' গল্পে।

গ. প্রেমবিষয়ক

এ পর্যায়ে নর-নারীর হৃদয়াবেগ এবং এর থেকে সৃষ্ট প্রণয় ও বিরহ বিবেচনা করা হয়েছে বেশি। বিশেষত তরুণ-তরুণী অথবা স্বামী-স্ত্রীর একান্ত প্রেম-ভালবাসা, মান-অভিমান শৈল্পিক সুষমায় উঠে এসেছে এ সময়কার গল্প লেখকদের সৃষ্টিকর্মে। প্রেমাসক্ত হৃদয় যেন হয়ে উঠে গদ্যকবিতা। বলা যায় মাঝে মাঝে গল্পও হয়ে উঠে কবিতা। ইত্তেফাকের সাময়িকীতে প্রকাশিত আবু হাসান শাহরিয়ারের 'বিশ্বাস' এমন একটি নিটোল প্রেমের গল্প। গল্পে চরিত্র মাত্র দুটি। হাসান ও নীরা। তারা পরিণত বয়সী, বোধ সম্পন্ন একজোড়া সমাজ সচেতন প্রেমিক। যমুনা নদীর দুই পাড়ে এদের কর্মস্থল। হাসান নীরার সাথে দেখা করতে যমুনা নদী পাড়ি দেয়। বহু কাঙ্ক্ষিত সাক্ষাৎ শেষে আবার ফিরেও আসে। ভৌগোলিক দূরত্ব তাদের প্রেমকে নাড়া দিলেও ভাঙতে পারে না। তাদের একমাত্র সম্বল বিশ্বাস। প্রেমের ক্ষেত্রে বিশ্বাসই মূল সম্পদ। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভালবাসা সবই গড়ে উঠে উভয়ের প্রগাঢ় বিশ্বাসের উপর। গল্পটির বিশিষ্টতা হল তার ভাষা, যেন কবিতার ছন্দে দোলায়িত প্রতিটি লাইন

> ঝিম মিঠে রোদ আকাশি। শিরশিরে বাতাসে টাল খায় গাছের পাতারা, ছোলবিলে ওড়ে নীরার শাড়ির আঁচল। দু'জনের মধ্যে ছুঁয়াছুঁয়িতে কথা হয়, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে গল্প হয়-মুখ তখন অচল।[৪৫]

গল্পের দুর্বলতা এর স্থানঐক্য। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠক হাসান আর নীরার অবস্থান খোঁজে ব্যর্থ। অবশ্য এই ব্যর্থতা বিশুদ্ধ প্রেমের স্বাদ অবগাহনে অনেকটা প্রশমিত হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ঘটনার পর ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে নাজমুল আলম রচিত 'মোরগ' গল্পে। হতদরিদ্র আতর আলীর দ্বিতীয় কন্যা টেপী। জীবনের প্রারম্ভে সখ্য গড়ে ওঠে অবলা প্রাণী একটা লাল মোরগের সাথে। দু'জনের প্রেম বিরহ গল্প পাঠকের মনকে সিক্ত করে। নাজমুল আলম লাল মোরগের প্রতি টেপীর প্রগাঢ় ভালবাসার পাশাপাশি পাশের গ্রামের দুরন্ত বালক জাবনার প্রতিও যে তার প্রেম প্রবাহ বিদ্যমান, তা প্রচ্ছন্নভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পের সমাপ্তিতে আমরা দেখতে পাই লাল মোরগ সাপের কামড়ে মারা যায় এবং জাবনা তার প্রতিপক্ষ হারেসের দায়ের কোপে নিহত হয়। জাবনা এবং হারেস দু'জনই টেপীকে আপন করে পেতে চায়। কিন্তু টেপীর হৃদয়ে আসন গেড়ে বসে আছে জাবনা। দস্যু প্রকৃতির হারেস কিছুতেই এই সত্য মানতে রাজি নয়। তাই জাবনকে সে হত্যা করে। টেপীর দুই প্রেমিকই রক্তে রঞ্জিত হয়- রিক্ত হয় তার হৃদয়। গ্রমীণ পটভূমিতে রচিত গল্পটিতে খেটে খাওয়া মানুষের নিরন্তর জীবন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবিও খুঁজে পাওয়া যায়।

গল্প তৈরির যে প্লট সাধারণত ইকতিয়ার চৌধুরী বেছে নেন 'ফাঁস' তার থেকে একটু ভিন্ন। এক ব্যর্থ প্রেমিকের ইতিবৃত্ত নিয়ে রচিত গল্পের গাঁথুনি এতটা মজবুত নয়। যদিও তাঁর ভাষার কারুকার্য অব্যাহত আছে- আছে তীব্র ব্যঙ্গ। হাসান ভালবাসে

Dhaka University Institutional Repository

নিপাকে। হাসান ছোট চাকুরে। স্বভাবতই ব্যবসায়ী পাত্রের সাথে নিপার বিয়ে হয়ে যায়। হাসান নিপাকে ভুলে নি এখনও। তাই কেবল স্বপ্নেই সান্নিধ্য লাভ করে তার । একদিন এক বন্ধু যে কিনা নিপারও বন্ধু সে একটি টাই কিনে নিপার বরের জন্য। এই টাইয়ের মডেল করা হয় হাসানকে। এতেই হাসানের মনে হয় তার গলায় ঐ টাইটা ফাঁস হয়ে আটকে আছে। গল্পের কাহিনি নির্মাণে গতানুগতিকতা থাকলেও কর্পোরেট কনসেপ্ট কীভাবে আমাদের চিরায়ত মানবতাকে কণ্ঠরুদ্ধ করেছে তার একটা আভাস এ গল্প থেকে পাওয়া যায়।

জাতীয় দলের ফুটবল খেলোয়াড়দের প্রতি দর্শকদের বা দেশবাসীর প্রত্যাশা থাকে আকাশচুম্বী। সাফল্যই তাদের (খেলোয়াড়দের) একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এই সব খেলোয়াড়ের আর একটি পরিচয় ধ্রুব সত্য তা হল এরাও মানুষ। তাদেরও মন আছে- ভালবাসার প্রত্যাশা আছে। খেলার মাঠের মতো প্রেমের ক্ষেত্রেও আছে সফলতা ব্যর্থতা। এমনি একটি কাহিনি অবলম্বন করে শাহ খায়রুল বাশার 'মরা ফুলের গল্প' গল্পটি রচনা করেন। আলাউদ্দিন বাংলাদেশের জাতীয় দলের খেলোয়াড়। মফস্বলের একটি সাধারণ ঘরের ছেলে। কলেজ জীবনে খেলা সূত্রেই পরিচয় হয় সহপাঠী মল্লিকার সাথে। প্রেম হয় তাদের মধ্যে। কিন্তু কন্যার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ কল্পনা করে আলাউদ্দিনের সাথে মল্লিকার পরিণয় হতে দেন নি অভিভাবক। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আলাউদ্দিন ফুটবলকেই জীবনের সর্বস্ব হিসেবে বেছে নেয়- সফলতাও লাভ করে। কিন্তু ফুটবলের প্রতিটা সাফল্যে সে ব্যথিত হয়, আহত হয় মল্লিকাকে না পাওয়ার বেদনায়।

খেটে খাওয়া মানুষ 'হুঁপু' সদু খালার বড় বোনের একমাত্র ছেলে সে। সদুখালা নিঃসন্তান। ছোট বোনের মেয়ে আয়নামতির সঙ্গে বোনপোর বিয়ে দিয়ে নিজের একটা কৃত্রিম সংসার তৈরি করে। সদুখালার স্বপ্ন ছিল এই নয়া দম্পতি নিয়ে তার জীবন সুখে ভরে যাবে। কিন্তু বিধি বাম। আয়নামতির খামখেয়ালিপনায় সদুখালার জোড়া দেয়া সংসার টিকে না। হুঁপু একা হয়ে যায়। নিঃস্ব সহায়হীন হুঁপু ইটের ভাটায় কাজ করে। ইট পোড়ার চিত্র যেন হুঁপুর নিজের অন্তর পোড়ার বাইরের রূপ। এমন একটি কাহিনি নিয়ে মোহাম্মদ মোফসেন 'ভাটি' গল্পটি রচনা করেন। 'হুপু' তার বিয়ে করা স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে কিন্তু এ ভালবাসা স্থায়িত্ব দেয়ার মতো সাধ্য তার নেই। আয়নামতি 'হুপু'র প্রেমের মূল্যায়ণে হৃদয় অপেক্ষা অর্থনৈতিক বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে বেশি। গল্পে কার্লমার্কসের বস্তুবাদী চেতনার সংশ্লেষ ঘটেছে বলা যায়। এর ভাষা সাদামাটা। চরিত্রচিত্রনে কুশলতা আছে।

আধুনিক ছোটগল্পের অবয়বে শুধু নয় উপস্থাপনাও পরিবর্তন হয়েছে। গল্প হয়ে উঠেছে অনেকটা মন্ময় কবিতা। সরল রেখার মতো কাহিনির বর্ণনা করার চেয়ে চরিত্রের ভাব চেতনার সানুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণে গল্পকারেরা বেশি উৎসুক স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটগল্পে। ইসহাক খান 'ক্ষত' গল্পে দুই বন্ধুর মনস্তাত্তিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। মৃণাল আর নিশাত দু'জনই অন্তরঙ্গ বন্ধু। যে ভাবেই হোক মৃণাল অসুস্থ। শরীরে তার ক্ষত। এই ক্ষত নিয়েই তাকে অন্ধকার একটি ঘরে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হচ্ছে। একসময়কার প্রাণান্ত বন্ধু নিশাত বিয়ের পিড়ীতে বসতে মৃণালকে ত্যাগ করে। এই হল বাস্তবতা। জীবনকে রঙিন চশমার ফানুসে দেখা বড় দুঃস্বপ্ন। চাওয়া এবং পাওয়ায় গড়মিল আমাদের মানব সমাজের এক নিরেট সত্য। এ সত্যকে যত দ্রুত আত্মস্থ করা যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু জান্তব মানুষ সহজে এ হিসেব মেলাতে পারে না। ভুল করে জীবনের অংকটা বিষময় করে তোলে।

'জুলেখার ক্রন্দন' গল্পে আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন মাসুদের প্রেমের কথা উল্লেখ করেছেন। বাল্যবন্ধু শবনমের প্রতি উদ্‌গত প্রেম বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অকস্মাৎ শবনমের বিবাহে সে বিপর্যস্ত হলেও জীবন থেকে পালায় নি। জুলেখাকে জীবনসঙ্গী করে বাস্তবতার সাথে দ্রুতলয়ে চলছে। কিন্তু মাসুদের মানসিকতায় একটা সমস্যা আবর্তিত থাকে। তার মনে শবনম অথচ শারীরিক সঙ্গী জুলেখা। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে তার জীবন যে অস্থির হওয়ার কথা ছিল তা হয় নি। বরং তার মধ্যে একটা বৈপরীত্য ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা গেছে। জুলেখার পিতার সম্পদ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এমনকি একটু ভীতিও রয়েছে। প্রেমকে এমন হালকাভাবে গল্পকার তুলে ধরেছেন যে এতে নেই কোন গভীরতা; নেই কোন আবেদন। জুলেখার ক্রন্দন পর্বটাকে এমন হালকাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে তার সত্যিকারে স্বামী প্রেম ব্যর্থ হতে চলেছে। গল্পের ভাষা অযথা প্যাচানো হয়েছে। উপমাগুলোও হয়েছে বিসদৃশ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত

> (ক) ইতিহাসের স্যার মোগলদের ভারত বিজয় পড়াচ্ছেন মুখে বক্তৃতার ফেনা তুলে, আর আমি শবনম বিজয়ে কল্পনায় আঁটছি।
>
> (খ) হঠাৎ ঠাটা পড়া নারকেল গাছের মত কেঁপে ওঠলাম।
>
> (গ) কান্নার ধকলে সারা শরীর কাঁপছে ওর। বর্ষার কাদায় রাবারের চটি পড়ে হাঁটলে যে রকম শব্দ হয়, সে রকম প্যাঁচপ্যাচ শব্দ হচ্ছে ওর গলায়।[৫৬]

'মেঘমালার উপাখ্যান' গল্পে হুমায়ুন মালিক অত্যন্ত সাবলীল। গ্রামের সহজ সরল একটি মেয়ের সম্ভ্রম হানি করে তাকে ঘরে তুলে মণ্ডল। বয়সী মণ্ডল মেঘমালার গর্ভে অবৈধ সন্তান সঞ্চার করে। কিন্তু এতেও তার প্রেম পরাজিত হয় নি। রথীন্দ্রকে সে

Dhaka University Institutional Repository

তার ভার নেয়ার আহ্বান জানায়। রথীন্দ্র সানন্দে মেঘমালাকে গ্রহণ করে। মণ্ডলের সকল চক্রান্ত ভেদ করে মেঘমালার প্রেম বিজয়ী হয়। রচিত হয় এক নতুন কাহিনি মেঘমালার প্রেম কাহিনি। গল্পের শুরুতে যে গাঁথুনি ছিল শেষটায় আর তা অক্ষুণ্ন থাকে নি।

প্রচণ্ড আবেগ মুহম্মদ শামসুল হকের 'সুখ অ-সুখ' গল্পটিকে কক্ষচ্যুত করেছে। মফস্বলের এক কলেজ শিক্ষকের মনোবাসনা এবং এই বাসনার পরিপূর্ণতার অক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে গল্পে। গল্প কথক প্রচণ্ড দোদল্যমান ভালবাসার পাত্রী নির্বাচনে। একদিকে মামাতো বোন চেয়ারম্যান কন্যা অশিক্ষিত খোরশেদা, অপরদিকে ছাত্রী হাসিনা। হাসিনার আছে বিদ্যা- খোরশেদার আছে সারল্য। এই দুই নারীর অন্তর অনুধাবনে ব্যর্থ শিক্ষক, জীবন থেকে পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়া তার অক্ষমতা। এই অক্ষমতার কারণ অবশ্য প্রচ্ছন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে

> সংসার গড়ার সময় তো আদৌ হয়নি। তাছাড়া এই গুরুগিরি বেকারত্বেরই শামিল।[৪৭]

সংসারের ভার বহনে উপযুক্ত কী-না এ নিয়ে প্রচণ্ড মানসিক চাপে নিমজ্জিত গল্প কথক

> এই চারদিনে বিশেষভাবে মানুষের সংসার, সমাজ, প্রকৃতির সংসার সমাজ প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ নানা আঙ্গিকে দেখলাম, শুনলাম ইনিয়ে বিনিয়ে। দারুন ভয় জাগলো ভেতরে।[৪৮]

এই ভয় জাগার কারণ কী? অর্থনৈতিক দুর্বলতা! না কী সঠিক মানুষ পছন্দ করতে না পারা। অর্থনৈতিক দীনতা তার ছিল তা কিন্তু গল্পের কোথাও বলা হয় নি। বরং আমরা দেখতে পাই

> বাবা ভালই থাকবে। ওর টাকা আছে। ভালো দুটো সংসারী ছেলে আছে ওর। একটা ছেলে পচে গেলেই কি আসে যায়।[৪৯]

এমনি ভাবলেশহীন জীবন সে শহরে যাপন করে। প্রেম মানুষকে মহৎ করে, কখনো কখনো করে গতিশীল ও কর্মঠ। কিন্তু আলোচ্য গল্পে আমরা গল্পকথক অর্থাৎ গল্পের নায়ককে উপরোক্ত কোন বিষয়ে সুস্থির হতে দেখি নি।

নিম্নপদস্ত এক কর্মচারীর স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা এবং সেই প্রেক্ষিতে বড় সাহেবের কাছে ছুটির প্রার্থনার বিষয় নিয়ে ওয়াসি আহমদ 'ছুটি' গল্পটি রচনা করেন। মনোয়ার শহরের একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কেরানি। গ্রামের বাড়ি মা বোন এবং স্ত্রীকে রেখে শহরে অবস্থান তার জন্য এক কঠিন জীবন। ফুসরত পেলেই সে গ্রামের বাড়ি চলে আসে। এ নিয়ে বড় সাহেবের বকুনি সে কম খায় নি। এক শীতে মনোয়ার হঠাৎ করেই বাড়ি আসে। স্ত্রী কুলসুম এতে ভীষণ আনন্দিত হয় এবং স্বামীকে তার মা হওয়ার কথা জানায়। স্ত্রীর এই অসাধারণ সংবাদে মনোয়ার যুগপদভাবে পুলকিত এবং শংকিত হয়ে পড়ে। আসন্ন বাবা হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তার নিত্যনতুন স্বপ্ন রচনা যেমন এগিয়ে চলে তেমনি অফিসে না যাওয়ার বাসনা উদগ্র হয়ে উঠে। একদিকে জীবিকার তাগিদ অন্যদিকে স্ত্রী সন্তানের প্রতি অদম্য ভালবাসা। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিতে সে কুণ্ঠা বোধ করে না। তাই নিঃসংকোচে বড় কর্তার কাছে সে টেলিগ্রাম পাঠায়

> লিখলাম আরো ছুটি দরকার, কারণ বাচ্চা হওয়ার সময় আমার স্ত্রী মারা গেছে।[৫০]

এ ছুটি প্রার্থনায় অসত্য থাকলেও স্ত্রীর প্রতি ভালবাসায় কোন খাদ নেই।

মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান অথবা ময়মনসিংহ গীতিকায় প্রেমের প্রতি নারীর যে একনিষ্ঠতা, একাগ্রতা এমনকি জীবন বিসর্জনের ছবি বর্তমান তা আধুনিক যুগের যন্ত্র বাস্তবতায় অনেকটাই ম্রিয়মান। জীবন এখন অনেক বৈচিত্র্যময়, লোভনীয়। প্রেমের ব্যর্থতা অথবা বিরহের ব্যথায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা এখনকার প্রেমিক প্রেমিকার বৈশিষ্ট্য নয়। বরং নতুন পরিস্থিতিতে সমাজকাঠামোর পরাকাষ্ঠায় মানিয়ে নেয়ার মনস্তাত্ত্বিক উন্নতি আধুনিককালের প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে দেখা যায়। মঈনুল আহসান সাবের মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প গাঁথুনিতে সিদ্ধহস্ত। 'দাগ' গল্পে রায়হান ফরিদার বিবাহোত্তর জীবন, প্রেম, ভালবাসার ছবি এঁকেছেন তিনি। তুলে ধরেছেন ফরিদার মানসিক শক্তিমত্তার একটি উজ্জ্বল ছবি। বাড়িওয়ালার সাথে বনিবনা না হওয়ায় রায়হান দম্পত্তি এমন এক জায়গায় নতুন করে আবাসন করতে চায় যেখানে তারা কেবল নিজেরাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। পরিচিত আত্মীয়, বন্ধুদের এড়িয়ে নির্ভেজাল জীবন যাপন করবে। কিন্তু নতুন বাসায় উঠতে গিয়ে ফরিদার সাথে দেখা হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী প্রেমিক দিপুর সাথে। দিপু অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলে ফরিদা দৃঢ়তার সাথে এড়িয়ে যায় তাই রায়হান যখন বলে

> আগে খেয়াল করি নি: রায়হানের গলা বেশ উত্তেজিত শোনায়। একটা দাগ ফরিদা আমাদের এ ঘরে থেকেই গেছে।' উত্তরে ফরিদা বলে 'থাকুক। বহু ঘষাঘষির পরও দু' একটা দাগ বোধ হয় থেকেই যায় রায়হান। কিন্তু ওতে কিছুই এসে যায় না।[৫১]

কোন ঘটনাই জীবনকে আটকাতে পারে না। জীবন চলছে চলবে।

'প্রেম-বিরহ' বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের সংস্কৃতিরই একটি অংশ। পশ্চিমা দেশগুলোতে স্বামী-স্ত্রীতে যেখানে একটু তর্ক অথবা মতের অমিল দেখা দিলেই বিবাহ বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে তা এতটা প্রবল নয়। সাময়িক বিচ্ছেদ হতে পারে কিন্তু অবস্থার এক পর্যায়ে মেলোডিই এর পরিণতি। 'যামিনী শেষে' গল্পে আবুল ফজল শামসুজ্জামান মনি আর আনোয়ারের বিবাহিত জীবনের শুরু, বিবাহ পূর্ব প্রেম' বিবাহ-উত্তর দুঃখ বেদনা, সন্দেহ সর্বোপরি মনির বিদ্রোহ ইত্যাদির

Dhaka University Institutional Repository

ছবি তুলে ধরেছেন। আনোয়ারকে মনি সন্দেহ করতে থাকে বিয়ের উত্তরকাল থেকেই। কিন্তু মনি স্বামী প্রাণান্ত। এটা বাঙালি নারী সমাজের একটি কমন বিষয়। প্রত্যেক স্ত্রীই চায় তার স্বামী একান্ত তারই হোক। মনি তাই আনোয়রকে একান্ত নিজের করে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু আনোয়ার বিবাহের প্রথম রাত থেকে মনির সাথে দুর্ব্যবহার করে আসছে। অনেক বঞ্চনা, গঞ্জনা সে মুখ বুঝে সহ্য করেছে। দীর্ঘ বারো বছর ধরে সে স্বামীর অপমান মাথা পেতে নিয়েছে। একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে স্বামীর ভিটেয় আকড়ে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু সকল সহ্য আর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে তাকে স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ করতে হয়েছে

> মনের পুঞ্জিভূত বেদনা রূপ নেয় বিদ্রোহে। বারো বছরের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম তার মনে বিপ্লব ঘটে'।[৫২]

তার এই যাত্রার শেষ কোথায় আমরা জানি না। হয়তো একদিন কুমুর মত তাকেও ফিরে আসতে হবে আনোয়ারের সংসারে।

'গৃহস্থ' একটি ভিন্নধর্মী গল্প। মানুষের জীবনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে মিশে আছে প্রকৃতি প্রকৃতির নানা উপাদান। শহুরে মানুষের নিত্য দিনের সঙ্গী কাক। সাত সকালে কাকের ডাকে ঘুম ভাঙ্গে অনেক নাগরিকের। নগরের এক সুখী দম্পতি জুয়েল ও মনি। কাকের কর্কশ ডাকে মনি একটি অশুভ ইঙ্গিতের আভাস পায়। এ নিয়ে জুয়েল ও মনির মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। দাম্পত্য কলহে নিপতিত হয় দু'জন। সারাটা দিন তাদের জীবন এক দুঃসহ যন্ত্রনায় কাটে। মনি এ যন্ত্রনার প্রতিশোধ নিতে দাড়কাকটিকে রুটিতে পটাসিয়াম সায়োনেড খাইয়ে মেরে ফেলে। উদ্ভুত পরিস্থিতির সামগ্রিক মূল্যায়নে মনির মনে হয়েছে দুর্মুখো কাকই তাদের সুখী জীবনে অশান্তির বিষ ছড়িয়েছে। কাককে বিনাশ করে সে স্বস্তি পেতে চেয়েছে। কিন্তু এখানেও দেখা দিয়েছে বিপত্তি। মৃত কাকটির প্রতি হঠাৎই মনির পরম মায়া পড়ে যায়। কাকটিকে মেরে সে একটা চরম মানসিক সমস্যায় নিপতিত হয়। নিজেকে খুনি অভিযুক্ত করে ঘটনার থেকে মুক্তি পেতে ব্যর্থ হয়। সারাদিন নিরন্ন থাকে সে মৃত কাকটিকে নিয়ে। সন্ধ্যায় জুয়েল একরাশ স্বপ্ন নিয়ে ঘরে ফিরে। ভাবে হয়তো তার স্ত্রী তার জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে আছে। সাময়িক বিরহ বেদনায় কাতর স্ত্রীর প্রতি দয়ার্দ্র হৃদয় নিয়ে ঘরে ফিরে সেও অবাক হয়ে যায়। যাপিত জীবনে কত ছোট খাট ঘটনা ঘটে। হয়তো ইতিহাসের পাতায় এসব ঘটনার কোন মূল্য নেই কিন্তু ব্যক্তি জীবনের এই সব ঘটনার সম্মিলনেই চলে প্রাত্যহিক জীবন গৃহস্থের জীবন।

যে গল্পের গঠনে নাটকীয়তা আছে, আছে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের মুন্সিয়ানা। সবটুকু না পড়লে যে গল্পের রস আস্বাদন সহজ নয় এমনি একটি গল্প 'বাঁশি বাজে' । ফজলুল কাশেম মানুষের চিরন্তন প্রেম সত্তাকে এই গল্পে এঁকেছেন ভিন্ন প্রতিমায়। কাশেম তার মামা আফতাবের বাড়ি থেকে পড়াশোনা করে। মামার একান্ত বাধ্যগত ছেলে কাশেম। এ বাড়ির রাজহাঁস দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করে সে। পড়াশোনার পাশাপাশি মামার গৃহস্থালি কাজে নিয়মিত সহযোগিতাও করে। কাশেমের একটা অতিরিক্ত গুণ আছে যেটা মামাতো বোন কোহিনুরের খুব পছন্দ। কাশেম খুবই পরোপকারী এবং লেখক। কোহিনুরের প্রেমকে গ্রহণ করার মত সাহস কাশেমের নেই। দারোগার সাথে প্রভাবশালী মামা কোহিনুরের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করলে কোহিনুরের অশ্রুসিক্ত মুখ তাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে নি। বরং পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। বহুজনপদ ঘুরে জীবনের একটা স্বরূপ খোঁজার চেষ্টা করেছে কাশেম। কিন্তু কোথাও স্বস্তি পায় নি সে। বরং নানান জাগতিক ও পারলৌকিক চেতনায় সে বিভোর হয়ে পড়ে। জীবনের নানা বাঁক পেড়িয়ে এক সময় সে ফিরে আসে গ্রামে। শুনতে পায় কোহিনুরের দাম্পত্যজীবনের খুটিনাটি অনেক খবর। কোহিনুরের বান্ধ্যাত্ব তাকে পীড়া দিলেও তার বুক খা খা-ই করে প্রিয়া হারানোর ব্যথায়। আলোচ্য গল্পে যেমন আছে সমসায়িক সমাজে চিত্র

> আফতাব সবিনয়ে বললো আমরা যেই মানুষদের ভালো আর সরল বলে জানি, গত দ'তিন বছরে তারা একেকটা হারামির বাচ্চা হয়ে গেল।[৫৩]

পাশাপাশি আছে একটা গভীর দার্শনিকতা

> দুনিয়াটাই দেখার। সবকিছু দেখার পরে লেখার কাজটা সোজা না কঠিন, না ভেবে দরকার শুধু লিখে যাওয়া।[৫৪]

কাশেমের এ বোধ ব্যক্তির গণ্ডি ছাড়িয়ে সার্বজনিন রূপ লাভ করে।

কালো চশমা কী দুনিয়ার বিচিত্রতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার একটা উপায়? না কি অন্তর্হিত কোন দুঃখকে ভুলে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টা। ফজলুল কাশেম রচিত 'কালো চশমা' গল্পে আমরা এমনি একটি আমেজ খুঁজে পাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া রসুল সবসময় বড় ফ্রেমের কালো রঙের চশমা পড়ে থাকে। সহপাঠী প্রেমিকা নীলা রসুলের এই অদ্ভুদ শখ একদম পছন্দ করে না। হাজারো কথা গল্প তাদের সীমায়িত থাকে এই চশমাকে নিয়ে। নীলার গভীর অভিমান এবং অভিযোগ রসুলকে এই কালো চশমা ছাড়তে হবে। এমন কি সে আল্টিমেটাম দিয়ে দেয় কালো চশমা না ছাড়লে তাদের সম্পর্কই থাকবে না। কিন্তু রসুল নিরুপায়। সে তার আশৈশব দুঃখের কাহিনি নীলাকে বলতে পারে না

> তার শৈশবকালের মামার বাড়ি আর তার মা। মার চোখে সারাক্ষণ জল থাকতো। মার মুখে ঘুম পাড়ানিয়া গানের বদলে তার গুন গুন কান্নার সুর তাকে ঘুমে জড়িয়ে দিত। তাকে বুকে জড়িয়ে রেখে মা নিজের জন্যে একটা আলাদা ভুবন তৈরী করে নিয়েছিল।[৫৫]

অথচ নীলা মনে করে

> এই সাদা রং মৃত্যুর ভয়ের এই কারণে সে কালো চশমা নিল।[৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত একটা প্রতীকের আবছায়ায় গল্পকার মানুষের মনের বিচিত্র ছায়াপাত তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন 'কালো চশমা' গল্পে। এর উপমার ব্যবহার বিষয়ানুগ।

> কালো চশমা না খুলে রসুলের উপায় ছিল না। নীলার মন খারপ দেখলে এই শহরে শীতের কুয়াশা পড়ছে মনে হয় তার।[৫৭]

পাঠক জীবনের রকমারি আখ্যানের একটা ভগ্ন অংশের স্বাদ পাবে আলোচ্য গল্প থেকে।

ঘ. বৈশ্বিকপ্রসঙ্গমূলক

ভৌগোলিক সীমারেখা বিবেচনায় না এনে তাবৎ পৃথিবীর মানুষকে উপাদান করে এ সময় কয়েকটি গল্প রচিত হয়। পাঠকের চেতন্যাকে নিমিষেই যিনি গল্পের আবহে বিভোর করে নিতে সিদ্ধহস্ত তিনি শামসুদ্দীন আবুল কালাম। 'বিলাহ বিলাত' গল্প পাঠকালে পাঠক কখনোই ইংরেজ অধ্যুষিত বিলাত থেকে মন ও চোখ অন্য কোথাও সরাতে পারে না। গল্প কথক ইভ যখন ব্রিটিশ আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ গর্কী'র সাথে গল্পে মেতে উঠে তখন পাঠক জানতে পারে এককালের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কথা, বর্তমান বর্ণবৈষম্যের কথা-

> সভ্যতার আলো দেবার ছল করেনি এরা তামাম পৃথিবীতে। আর এখন হঠাৎ এরা এদেশের বিদেশী বাসিন্দাদের উপর খুবই খাপ্পা হয়ে উঠেছে। সময় সময় মনে হয় যেন জার্মানদের উপরেও টেক্কা দিতে চাইছে।[৫৮]

অবশ্য এ পরিস্থিতিতে খুব একটা ভীত নয় গর্কী; তার ধারণা খুব শীঘ্রই বদলে যাবে দৃশ্যপট। এক কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে মানুষের চাহিদার প্রেক্ষিতেই *'ওয়ান ওর্য়াল্ড নিউ অর্ডার'*। এক আফ্রিকান আর এক বাংলাদেশি ইংরেজ মুলুকে বসে দেশটির অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে। গল্পটি থেকে পাঠক বিলাত সম্পর্কে এক ভিন্ন মাত্রার আস্বাদ লাভ করবে শামসুদ্দিন আবুল কালাম রচিত 'বিলাহ বিলাত' গল্প থেকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিন দশক পেরিয়ে চতুর্থ দশকে এসেও বিশ্বে শান্তি প্রতিস্থাপিত হয়নি। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধের দমামা চলছে। বিশেষত ইরান-ইরাক, ফিলিস্তিন-ইসরাইল এবং এদের ঘিরে লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান পুরো মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের উন্মাদনায় বিক্ষুব্ধ। এছাড়া কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশে চলছে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা। ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে এরা জর্জরিত। আফ্রিকার এলসালভেদর, ইথিওপিয়ায়ও চলছে আন্তসংঘর্ষ। ইউরোপের পোলান্ড অশান্ত। এমনি সব যুদ্ধের বিষয় নিয়ে শামসুল আলম 'ঘৃণ্য' গল্পটি রচনা করেছেন। গল্পকারের বিশ্বজনীন ভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ আবাসস্থল গড়ে তোলা। ঘুণে ধরা পৃথিবীটাকে সকল গ্লানি, অশান্তি থেকে মুক্ত করে নতুন পৃথিবী গড়ার প্রত্যয় তাঁর কণ্ঠে

> আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম ঘুণে ধরা গোলকটা ভেঙ্গে গেল। কিশোর আবার আকুল কণ্ঠে বললো একটা নতুন গোলক আনবো। আমি অস্ফুষ্ট স্বরে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। তোমরা একটা নতুন পৃথিবী গড়বে।[৫৯]

প্রগতির বৈশিষ্ট্য এমনি যে কোন সংকটই চিরকালীন নয়। সকল অস্থিরতার অবসানে পৃথিবী এগিয়ে যাবে মানুষের নিমিত্তে, মানুষের সমবায়ে।

ঙ. অনুবাদমূলক

গোটা দশকে অনূদিত গল্পের সংখ্যা কম নয়। বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পসার্থকতা নিরিখে এ পর্যায়ে কয়েকটি গল্পের আলোচনা করা হল। আতোয়ার রহমান কর্তৃক অনূদিত 'সবজান্তা' গল্পের মূল লেখক সামারসেট মম। জাহাজে অবস্থানরত কতিপয় যাত্রীর জীবনযাপন নিয়ে রচিত এ গল্পটি। সবজান্তা একজন সদালাপী বন্ধুবৎসল আমোদে ব্যক্তি। তার নাম ম্যাক্স কেলাডার। ইংরেজ এই ভদ্রলোক মুক্তা ব্যবসায়ী। ব্যবসার কাজে জাপান যাচ্ছেন। গোটা জাহাজে সেই একমাত্র ব্যক্তি যে সকলকে আনন্দে রাখতে সচেষ্ট। সকল আলাপ চারিতায় সে পারঙ্গম। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তার নামকরণ করা হয়েছে সবজান্তা। কিন্তু তার সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখের অন্তড়ালে লুকিয়ে আছে একটা গভীর বেদনা। সে বিপত্নীক। জীবনে পথচলার সঙ্গীই তার একমাত্র বন্ধু। তাই সবাইকে আপন করে নিতে এত ব্যকুল। গল্পে বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে। এসেছে ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও। আতোয়ার রহমান যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন গল্পের আবহে দেশিয় সংস্কৃতির ধারা ফুটিয়ে তুলতে। সক্ষমও হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। তবে কয়েকটি শব্দ একটু বিদঘুটে মনে হয়েছে। যেমন 'আমার কোন জ্যাঁক দেখাবার খায়েশ নাই'। এখানে জ্যাঁক শব্দটা পাঠকের কাছে পরিষ্কার নয়। অথবা 'প্রাচীসুলভ এক হাসি' বাক্যে 'প্রাচীসুলভ' হাসি একটু দুর্বোধ্য। যে কোন

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদকর্মের মূল লক্ষ্য থাকে সাধারণ পাঠক। এ বিষয়টি বিবেচনায় এনে শব্দ চয়নে অনুবাদককে হতে হয় সাবধানী ও কৌশলী।

মেক্সিকোর এক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী যিনি উর্দি পরা জেনারেল, জনগণের সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে যিনি ফাঁকা বুলি আওরান তার ইতিবৃত্ত নিয়ে 'ভাবী রাষ্ট্রপতি' গল্পটি রচিত। এরস্কিন কল্ডওয়েলের এ গল্পটির অনুবাদ করেন আতোয়ার রহমান। একটা চরম ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মাধ্যমে সামরিক জান্তাদের ক্ষমতারোহণের অভিলাষ তুলে ধরা হয়েছে গল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্নায়ু যুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন তৃতীয় বিশ্বের কোন কোন দেশে সামরিক শাসকরা দেশ পরিচালনায় উৎসাহিত হত। বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে সামরিক শাসকরা গণমানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে অত্যাচার নিপীড়ন করে দেশ চালাত। আলোচ্য গল্পে এরই একটি চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়

> এখানে যারা চাষ করে সমাজের মুখে গ্রাস তুলে দেয় তারা খেতে পায় না। আর যারা চাষাদের ভোগা দিয়ে তাদের মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে খায়, সম্পন্ন গৃহস্ত তারা[৮০]

উপরের বক্তব্যটিই মুনসী প্রেমচাঁদ রচিত 'কাফন' গল্পের সারবত্তা প্রকাশ করে। ঘিষু বা মাদব গল্পকারের উদ্দেশ্যে পূরণের ক্রীড়ানক মাত্র। গল্পের প্রতিটি লাইনে শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। পিতা-পুত্র ঘিষু-মাদব নিম্নজাতের মানুষ। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কাজে যায় না এরা। সংসারের একমাত্র মহিলা সদস্য মাদবের স্ত্রী প্রসব বেদনায় কাতর। পিতা-পুত্রের ভ্রুক্ষেপ নেই এতে। কারণ অর্থের সঙ্গতি নেই যে চিকিৎসা করাবে। অক্ষম মায়া মমতা দেখানোর চেয়ে মরতে দেয়াই শ্রেয়। মাদবের স্ত্রী তাই করে: বেদনায় নীল হয়ে সে ইহধাম ত্যাগ করে। স্ত্রীর মৃত্যু পিতা-পুত্রকে নতুন সুযোগ করে দেয়। দাহ করার জন্য জমিদার বা বাবু সাহেবরা অর্থ সহায়তা করে। এ পর্যায়ে অভিজ্ঞ ঘিষু আরো বেপরুয়া হয়ে উঠে। কয়েকটি উদ্ধৃতি পর্যবেক্ষণ করলে এর সত্যতা মিলবে

> (ক) কী ছ্যাকা নিয়ম বাপু। বেঁচে থাকতে তো ছেঁড়া ত্যানা তাই একটা জোটে না যে গা ঢাকবে। মলেই অমনি নতুন কাপড় চাই।
> (খ) কে তোকে বলেছে যে ঘাট বস্তর জুটবে না? তুই কি আমাকে এতই গ্যাবেট ঠাউরেছিস। ষাট বছর ধরে কি আমি ঘোড়ার ঘাস কেটেছি? কাফন ঠিক আসবে, বেশ ভাল কাপড়ের কাফন হবে দেখিস:
> (গ) সে পূণ্যবতী যদি বৈকুণ্ঠে না যায় তো কে যাবে। পেট মোটা বড়লোকগুলো? যারা দু'হাতে গরিবের গলা টিপে তার রক্ত চুষে খায় আর পাপ ধোবার জন্যে গঙ্গায় দেয় ডুব, ভোগ লাগায় মন্দিরে, তীর্থস্থানে তারা যাবে?[৮১]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলো যুগপৎভাবে গল্পের ভাষা ও শ্রেণী চেতনার ধারণাকে পুরিপুষ্ট করেছে। বিপ্লব দাস মুনসী প্রেমচাঁদের মূল ভাবটি অনুবাদকর্মে অক্ষুন রেখে পাঠককে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চার সাথে পরিচয় ঘটিয়েছেন সার্থকতার সাথে।

মাঝে মাঝে বিপন্ন অস্তিত্বকে সমুন্নত রাখতে প্রিয়জনকে বিনাশ করতেও কুণ্ঠিত হয় না কোন কোন নারী। রোয়ল্ডি ডাল রচিত ভূঁইয়া শাহাবুদ্দিন অনূদিত 'কসাইয়ের হাতে মেঘ' নামক গল্পে এমনি একটি বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়। গল্পটি দ্রুতই পাঠককে আকৃষ্ট করে এক নিঃশ্বাসে পাঠ করে শেষ করতে আহ্বান জানায়। কাহিনিতে জটিলতা কিছু নেই। স্ত্রী মেলোনী নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় পুলিশ অফিসার স্বামী প্যাট্রিককে খুন করে। এবং খুনের ঘটনাকে অত্যন্ত কৌশলে আড়াল করে নিজেকে রক্ষা করে। মেলোনী তার স্বামীকে ভালবাসে। কিন্তু সেই স্বামী যখন তাকে ডিভোর্সের কথা বলে তখন আর সে স্থির থাকতে পারে না। ফ্রিজে জমাট বাধা মেষের মাংসের (রান) আঘাতে স্বামীকে হত্যা করে। অনুবাদক সাফল্য দেখিয়েছেন শব্দচয়নে। যথাযথ আবহ তৈরি করতেও ছিলেন যত্নশীল। তবে গল্পটি কোন ভাষার বা মূল গল্পকার সম্পর্কে একটি পাদটীকা থাকলে পাঠক উপকৃত হত। শিশু মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে 'প্রতিক্ষা' গল্পে। শিশুরা স্কুলে যা শিখে বাস্তব জীবনে তা মিলিয়ে দেখতে চায়। 'শেজ' স্কুলে বন্ধুদের কাছে শুনেছিল যে চুয়াল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কেউ বাঁচে না। অথচ তার গায়ে একশ দুই ডিগ্রি জ্বর। এতে বালক শে'জের ধারণা জন্মাল যে সে অচিরেই মারা যাবে। শে'জের বাবা থার্মোমিটারে জ্বর মাপার কৌশলটা বাতলে দেয়ার পর সে স্বাভাবিক হল, সুস্থ হল। আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের এ গল্পটি মারুফ রায়হান অনুবাদ করে পাঠকের ধন্যবাদ কুড়িয়েছেন বলা যায়।

পৃথিবীটা নশ্বর এটা যেমন চরম সত্য তেমনি মানুষের সামর্থ ও এর সীমা অসীম নয় একথাটিও পরম বাস্তব। প্রস্তুতি নিতে নিতে জীবনের সবটুকু সময় পার করা উচিত নয়। যখন যতটুকু হাতের কাছে পাওয়া যাবে কাজ শেষ করে ফেলা উচিত। এমনি একটি আবেদন নিয়ে সামারসেট মম 'পরিত্রাণ' গল্পটি রচনা করেছেন। বিচিত্র সখের বশবর্তী মেহিউস আকস্মিকভাবেই প্যারিস ছেড়ে ক্যাপ্রি শহরে নেপলস সাগরের তীরে একটি বাড়ি কিনে। সে লক্ষ্য স্থির করে রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখবে। বিস্তর বই জোগাড় করে পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণের নিমিত্ত সে বন্ধু বান্ধব সকলের সংশ্লেষ ত্যাগ করে এমন কি রোজগারের বিষয়টাও অবজ্ঞা করে রোমান সাম্রাজ্যের মত সেও ইতিহাস হবে এ মোহে বিভোড় থাকায় সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে। সকল প্রস্তুতির পর যখন সে বই লিখতে শুরু করে, তখন বুঝতে পারে জীবনের সীমা আর তার নেই। সে পরলোকে গমন করে। বস্তুত সময়ের

Dhaka University Institutional Repository

কাজ সময়ে করাই শ্রেয়। তা সে যত সামান্যই হোক। মোবারক হোসেন গল্পটির অনুবাদে যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন বলা যায়।

বৃটিশ সাহিত্যিক জন বার্জার অত্যন্ত নির্মোহভাবে 'কসাই' গল্পে তার পশুপ্রীতি তুলে ধরেছেন। প্রায় পৃথিবী বয়সী এর পশুপাখি। পশুরা প্রকৃতির একটি অপরিহার্য অংশ। মানুষের জীবনাচরণে পশুর গুরুত্ব সর্বব্যাপী। অথচ সেই পশুকে মানুষ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। কসাই গল্পে আমরা দেখি একজন কৃষক অধিক অর্থের লোভে একটি গর্ভবতী গাভীকে কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেয়। কৃষক জানে আর মাস দুয়েক পর গাভীটি বাচ্চা প্রসব করবে। তখন এর ওজন কমে যাবে। এর ক্ষয়ক্ষতি সে পুষতে পারবে না। কসাই চিরাচরিতভাবেই গাভীটিকে জবাই করে। চামড়া ছাড়ায়। টুকরো টুকরো করে মানুষের ভক্ষণ উপযোগী করে গাভীর দেহটি। গল্প পাঠে পাঠকের মন দয়ার্দ্র হয়ে উঠে যখন গাভীর মৃত্যু দৃশ্যটি বর্ণিত হয় এভাবে

> পশুর মস্তক, কলিজা ও জিহবা এখন এক সারিতে ঝুলছে। জিহবাহীন চোয়াল হা হয়ে আছে। প্রতিটি দাঁতের পাটি রক্তে রঞ্জিত। একটি জন্তু নিয়ে যেন এক নাটকের মহড়া চলছে ঃ মাংসাশী নয় অথচ মনে হচ্ছে যেন সে মাংস ভক্ষণ করে চলেছে। যকৃতের নীচের কংক্রীটের লোম লাল রক্তে রঞ্জিত- যেন সদ্য প্রস্ফুটিত পপি ফুলের রং, গাঢ় লাল হয়নি তখনও ঠিক যেন তেমনটি।[৬২]

গল্পে একটি দর্শনও প্রকাশ পেয়েছে। মৃত্যুই জীবের পরম সত্য। গল্পকার এ প্রসঙ্গে বলেন

> জীবনের ইতিটানা কত সহজ। অথচ চীনারা কেন যে শ্বাস প্রশ্বাসকে অতি প্রয়োজনীয় বলে মনে করতো। তা হলে কি আত্মাই শ্বাস-প্রশ্বাস?[৬৩]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ের পটভূমিতে রচিত 'দুই পুত্র' গল্পটি। বারটল্ট ব্রেখট মূলত জার্মানির পতনকালে সে দেশের সাধারণ মানুষের চিন্তা চেতনায় কী পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল তার একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এ গল্পে। গল্পে বর্ণিত কৃষক পত্নী যথার্থই একজন স্নেহশীল মাতা। তার পুত্র হিটলারের বাহিনীতে যুদ্ধরত। এদিকে তিনি যে রাশিয়ান যুদ্ধবন্দিদের তদারকি করেন তাদের মধ্যে এক যুবককে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করেন। তাকে সাহায্য করতে সর্বোত চেষ্টা করেন। হিটলারের পরাজয় নিশ্চিত হলে কৃষকপত্নী তার নিজপুত্রের সুরক্ষায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে যুদ্ধফেরৎ পুত্রকে আহত করে রাশিয়ানদের হাতে তুলে দেন বন্দি হিসেবে যেন সে অন্তত প্রাণে বেঁচে থাকে। এক স্নেহশীল মায়ের সন্তান বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা তুলে ধরা হয়েছে 'দুই পুত্র' গল্পে। মফীজ দীন শেখ অনুবাদকর্মে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বলা যায়।

'পাণ্ডুর মুখ' গল্পটির রচয়িতা জার্মান গল্পকার হাইনরীশ ব্যোল। যুদ্ধ নানাভাবে ওঠে এসেছে তার গল্পে। একজন নিয়মিত সৈনিক হিসেবে যুদ্ধকে দেখেছেন খুব কাছে থেকে। এর ধ্বংস যজ্ঞ এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন জ্ঞাত। গল্পে অত্যন্ত শৈল্পিক সার্থকতায় তিনি যুদ্ধের বিভৎসতা তুলে ধরতে পেরেছেন। 'পাণ্ডুর মুখ' গল্পটিতে যুদ্ধবিধ্বস্ত নগরীর এক পরিবারের কথা বিবৃত হয়েছে। গল্পকথক যাকে তার প্রিয়তমা এলিজাবেথ 'মুটজ' নামে ডাকতো সে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে পিতামাতাকেসহ অনেককেই খুঁজে পায় নি

> শহরে ফিরে আমার পরিচিত কাউকে পেলাম না[৬৪]

এই একটি বাক্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার কথা। সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পায় নি আপনজন কাউকে। অবশেষে আশ্রয় পায় এক প্রৌঢ় গৃহকর্ত্রীর বাসায়। কাজ বলতে তেমন কিছু নেই তার এখানে। তাই সারাক্ষণ

> কর্মহীন মুটজকে গৃহকর্ত্রীর পুত্রহারানোর বেদনার কথা শুনতে হয় সারাক্ষণ।[৬৫]

কথায় কথায় উঠে আসে শহরের মানুষগুলোর অতীত ও বর্তমান জীবনচিত্র। প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে অ্যানার কথা। সুন্দরী অ্যানা। গল্পকথক এবং অ্যানা এই শহরেরই পাশাপাশি বাসিন্দা ছিল। অফিসে যাওয়ার সময় প্রায়ই তাদের দেখা হত বাসে। সহযাত্রী হিসেবে তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে আসে, প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। তারপরই শুরু হয় যুদ্ধের ভয়াবহতা। যুদ্ধ ফেরত গল্পকথক অ্যানার কথা জানতে চাইলে গৃহকর্ত্রী খুবই মর্মদন্তভাবে বর্ণনা করেন তার বর্তমান করুণ অবস্থা

> তার মুখের চেহেরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে, সারা মুখে দাগ- যে দোকানে কাজ করতো সে দোকানে একদিন বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। মেয়েটি বোমার আঘাতে জানালা দিয়ে বাইরে ছিটকে পড়েছিল। তুমি এখন তাকে দেখলে চিনতে পারবে না।[৬৬]

যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে গল্পটিতে।

আরব দুনিয়ায় নাজিব মাহফুজ সাহিত্যকর্ম নিয়ে যে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন তা শুধু মুসলমানদের কাছে নয় বিশ্ববাসীর কাছে অনুস্মরণযোগ্য। নোবেল বিজয়ী এই লেখকের গল্প 'আল্লাহর দুনিয়া' অনুবাদ করেন মহিবুল হক। দুনিয়ার রূপ বৈচিত্র্যের মতোই বৈচিত্র্যময় মানুষের মন। ঘটনা পরম্পরায় কর্ম পরিকল্পনা পাল্টায় পৃথিবীর মানুষ। গল্পে বর্ণিত ইব্রাহিম চাচা একজন প্রৌঢ় দাড়োয়ান। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সর্ব নিম্নস্তরের একজন স্টাফ। অথচ এই ইব্রাহিম চাচার মধ্যে ঘটে যায় অদ্ভুত এক ঘটনা। ঘটনার সূত্রপাত একটি পত্রিকার রিপোর্ট থেকে। সম্প্রতি প্রকাশ পায়

> পৃথিবী ধ্বংস হবে খুব শ্রীঘ্রই, এক বৎসর মাত্র বাকি।[৬৭]

এই সংবাদে অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশেষ করে টাইপরাইটার মোস্তফা, অফিস সহকারী আহমাদ, সীমার, লুৎফী, হান্নান এমন কী পরিচালক জামিল সাহেবের মধ্যে কর্মে এক ধরনের শৈথিল্য এবং অবহেলা কাজ করে। আসন্ন ধ্বংসযজ্ঞের

Dhaka University Institutional Repository

বিভীষিকায় তারা ভীত, সন্ত্রস্ত। তাই মাস শেষ হতে না হতেই তারা দারোয়ান ইব্রাহিম চাচাকে হেড অফিসে পাঠায় বেতন উঠানোর জন্যে। ইব্রাহিম অফিসের সকলের কাছে একজন সৎ, গোবেচারা বয়োবৃদ্ধ কর্মচারী। কিন্তু সংক্ষুব্ধ এই পৃথিবীতে নিরঙ্কুশ সৎ বলতে কেউ কী আছেন! ধারণাতীত অর্থ মানুষকে অনেক সময় কক্ষচ্যুৎ করে, নির্বোধ করে। ইব্রাহিমকে আমরা দেখি সকলের বেতন নিজের থলেতে নিয়ে অফিসে না গিয়ে লা-পাত্তা হতে। বৃদ্ধ অন্ধ স্ত্রীর পরিবর্তে সে তরুণী, সুন্দরী নারীতে আসক্ত হয়। অর্থের বিনিময়ে চায় সে তরুণী ভার্যা। অতৃপ্ত মনোবাসনা পুরণে সে পাড়ি জমায় সমুদ্র সৈকতে। অর্থসংযোগ বৃদ্ধ ইব্রাহিমকে ক্রিয়াশীল করলেও শারীরিক গঠন সে বদলাতে পারে না। রঙ্গরসে মত্ত ইব্রাহিমকে তাই লাস্যময়ী অষ্টাদশীর খোঁচা সইতে হয় এভাবে

> এমনি হাসতে হাসতে মেয়েটি বল্লো, তোমার তো আর চারটি মাত্র দাঁত আছে। উপরে একটি, নীচে তিনটি।[৬৮]

কিন্তু হতোদ্যম নয় ইব্রাহিম। সে নিজেকে সজীব রাখতে সমুচিত জবাব দিতে চায় ভিন্ন কায়দায়

> সে তার গোলাপী গালে চুমো খেলো এবং তার দিকে প্রেমের হাসি ছুড়ে দিল।[৬৯]

ইব্রাহিম বল্লো,

> এ আকাশ আর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখো, যা পেয়েছো তাই নিয়ে সুখী হও না। সময়টা সুন্দর কাটুক।[৭০]

কিন্তু আল্লাহর দুনিয়ায় মানুষের কী এমন ক্ষমতা আছে যে সময়কে অস্বীকার করবে? সুরা আর অর্থ হয়ত সাময়িকভাবে মানুষকে উত্তেজিত করতে পারে, তাকে স্থায়ীত্ব দিতে পারে না। রঙ্গরসে ব্যর্থ ইব্রাহিমের মধ্যে তাই এক সময় অনুশোচনা আসে

> মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ সে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়লো এবং তারপর দেয়ালের দেকে তাকিয়ে রইলো।[৭১]

পাপ করলে এর শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। এর ব্যত্যয় ঘটে নি ইব্রাহিমের ক্ষেত্রেও। টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ার আগে তাই তার মনে হয়

> লাখ লাখ মানুষের মাঝে মনে হয় আমি কত একা, এটা প্রায় মৃত্যু যন্ত্রণার মত।[৭২]

বস্তুত আল্লাহ দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন মানুষকে কল্যাণকর্মে নিয়োজিত রাখার লক্ষ্যে। কিন্তু মানুষ ভুল করবে। ভুলের শাস্তিও হবে। এই নিয়েই আল্লাহর দুনিয়া।

চ. অন্যান্য

মোটা দাগে যেসব ছোটগল্পকে বিন্যাসিত শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি সেসব গল্পকে 'অন্যান্য' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করা হল। জীবনকে যাপন করাই মুখ্য। উপায় ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু থেমে থাকা চলবে না। পৃথিবীর মতোই ঘূর্ণায়মান মানুষের জীবন। কক্ষচ্যুত হওয়া এখানে ধ্বংসকে আলিঙ্গন করার সামিল। ঝুঁকি সে যত মারাত্মকই হোক মানুষ সানন্দে তাকে বরণ করে। শাহ খায়রুল বাসার রচিত 'জীবিকার খেলা' গল্পের বাদশা এমনি একটি চরিত্র। জীবন পুষ্পিত সুভাসে পূর্ণ নয় তার। খেটে খাওয়া মানুষের অগ্রবর্তী সৈনিক সে। মানুষকে শারীরিক নানা কসরৎ ও খেলা দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করা তার পেশা। পেশা যত ছোটই হোক এর প্রতি রয়েছে তার শ্রদ্ধাবোধ, আন্তরিকতা আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। বাদশাহ ফুটপাতে খেলা দেখিয়ে মানুষের মনোরঞ্জন করে দু'পয়সা রোজগার করে। এ জাতীয় চরিত্র আমাদের সমাজে অহরহ চোখে পড়ে। এদের জীবনযাত্রাকে গল্পের উপাদান করে গল্পকার সমাজের একটি বাস্তব দৃশ্যের রূপায়ন করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। বাদশাহ দীর্ঘ দিনের পুরোনো খেলা প্রদর্শনে ক্লান্ত তাই একঘেয়ে খেলা পরিবর্তন করে সে এক মরণ খেলায় মেতে উঠে। দর্শকদের মনোরঞ্জনের নিমিত্তে নিজের পেটে চকচকে এক ছুরি ঢুকিয়ে নিজেকে রক্তাক্ত করে। এতে হাত তালি পাওয়ার পাশাপাশি অর্থের সমাগমও ঘটে। কিন্তু বিপন্ন হয়ে পড়ে নিজের জীবন। বাদশাহ জানে জীবন প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধমুখর। এ যুদ্ধে টিকে থাকতে হলে সাহসী হতে হয়-স্বাপ্নিক হতে হয়। খায়রুল বাশার বরাবরের মতো শব্দ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা নীরীক্ষা করেছেন এ গল্পেও। এমিনিতে তার ভাষা গল্পের চরিত্র ও ভাবানুযায়ী, অনেকটা বিদ্রোহী। প্রথাগত ভাষার পরিবর্তে শ্রেণীজাত ভাষা গল্পে ব্যবহার করতে তিনি কুণ্ঠিত নন। তবে কিছু শব্দ যেমন 'খুশীয়াল' 'খেলদেখানদার' 'খেলদার' ইত্যাদি সাহিত্যের ভাষায় উপনীত হতে পারবে বা পারছে কিনা ভেবে দেখার সুযোগ রয়েছে।

হেলাল আহমেদ রচিত, উত্তম পুরুষের জবানিতে বর্ণিত 'শব্দ' গল্পে যুদ্ধের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। গল্প কথক শব্দ প্রেমিক। প্রকৃতির শব্দ তার ভাল লাগে। ভাল লাগে প্রেমিকা মিতু'র হাসির শব্দ। কিন্তু বন্দুকের গুলির শব্দ তার অসহ্য। যে গুলি তার প্রিয়তমাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। যে গুলির শব্দ প্রকৃতিকে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে। সেই শব্দকে সে ঘৃণা করে। চীৎকার করে বলে ওঠে

> শব্দ আমি চাই না। শব্দ আমার আতঙ্ক। শব্দ আমার ভয়। শব্দই আমার একমাত্র শত্রু।[৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

গল্পটিতে কাব্যিক মাত্রা থাকলেও সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারে নি। পাঠান্তে মনে হবে কোন একটি খোলসে এটা বন্দি। গল্পকারের কল্পনা এখানে পরিস্কার নয়। অথবা মেধা আর শব্দচয়ন একসঙ্গে ফুটে ওঠে নি। ঠিক কোন বিষয়টি গল্পকার স্পষ্ট করতে চেয়েছেন তা বোধগম্য নয়। শব্দের একটি রূপ তিনি দিয়েছেন

> ট র র র র--- ফট্ ফট্--- দ্রুম, দ্রা, ট্-ট্-ট্-ট্--- ঘর, ঘর---[৭৪]

কিন্তু এর উপলক্ষটি তিনি পরিস্কার করেন নি। এ শব্দ কী যুদ্ধকালীন শব্দ না কি কোন সন্ত্রাসী বাহিনীর আত্মহুংকার। বিষয়গুলো পরিস্কার করলে পাঠক আরো উপকৃত হত।

সাহিত্যের যে শাখায় আবদুল মান্নান সৈয়দ হাত রাখেন সেই শাখাই হয়ে উঠে বাঙ্ময়। রচনায় তাঁর বিষয় বৈচিত্র্য ঈর্ষণীয় এবং অনুসন্ধানী। পৃথিবীতে যত মানুষ তত রকম তাদের রুচি, জীবনাচরণ, অভীপ্সা। 'মাছ' গল্পে আবদুল মান্নান সৈয়দ এমন একটি চরিত্রের অবতারণা করেছেন যিনি সকলের মধ্যে থেকেও একা, জাগতিক কাজকর্মের মধ্যে থেকেও নির্মোহ। উত্তম পুরুষের জবানীতে রচিত গল্পের নায়ক স্বয়ং গল্পকথক। এক সময়কার হাসোজ্জ্বল প্রাণোচ্ছল তরুণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত আজ আত্মীয়, পরিজন এমন কী স্ত্রীশূন্য এক নৈর্ব্যক্তিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত। পেশায় কলেজ শিক্ষক হলেও জীবনাচরণে তিনি অতি সাধারণ। জীবনে বড় কোন সখ বা আকাঙ্ক্ষা নেই তার। একমাত্র সখ পাচরঙা পাঁচটি মাছ বিশিষ্ট একটি এ্যাকুরিয়াম। এই এ্যাকুরিয়ামই তার নিঃসঙ্গ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

> এ্যাকুরিয়ামের পাঁচ রঙের পাঁচ জাতের পাঁচটা মাছ জোগাড় করতে আমার বোধ হয় পাঁচ বছরই লেগে গেছে প্রায়। একজন কর্মী মানুষের এক দিনের একটি ঘন্টাই হয়তো যার জন্য ছিল যথেষ্ট কিন্তু এই ধীর এবং কম ঘটনার ফল হয়েছে এই যে, এই এ্যাকুরিয়ামটি যেন হয়ে উঠেছে আমার শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ[৭৫]

তাই স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় তার সঙ্গী হয়ে পড়ে এই এ্যাকুরিয়ামটি। দৈবাৎ তাঁর এই এ্যাকুরিয়ামটি মানুষের ধাক্কায় হাত থেকে পড়ে যায় এবং এক নিমিশে ধ্বংস হয়ে যায় তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্ন, তার আকাঙ্ক্ষা। গল্পের পরিসমাপ্তিতে পাঠক কয়েকটি চেতনায় সিক্ত হতে পারে। প্রথমত আক্ষরিক অর্থেই এ্যাকুরিয়াম আর মাছকে ধরে নিয়ে এর করুণ পরিণতিতে আফসোস করতে পারে অথবা জানাতে পারে সমবেদনা। আবার এই রকম ধারণাও নেয়া যেতে পারে যে আসলে পৃথিবীটাতো এ্যাকুরিয়ামের মতোই সাজানো গোছানো। এখানে বাস করে হাজার রকমের মানুষ। যাদের কাঠামোগত বা রঙগত সর্বোপরি মনোজগতগত কোন মিল নেই। এ্যাকুরিয়ামের মাছের মতোই এরা একই পাত্রে অবস্থান করলেও প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বায় সঞ্চরমান। তাহলে লেখক কী 'মাছ' প্রতীকি অর্থে মানুষকেই বলতে চেয়েছেন? একদিন তাই রঙমহল ভেঙে যাবে। জাগতিক সকল কর্মযজ্ঞের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে গল্প লেখা সৃষ্টিশীলতার পরিপন্থী। গল্প তার চরিত্র ও কাহিনির আবর্তে সমাসীন হয়ে এক সময় আপনি থেমে যাবে। এ পর্যায়ে প্রতিভার পরশেই গল্প হয়ে উঠবে একটা শিল্প, একটা সৃষ্টি। নুরুল করিম নাসিম 'নিজের সাথে' গল্পে সমাজের একটা নেতিবাচক অবস্থার রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কাহিনি খুবই সাদামাটা। মতলুব দরিদ্র পরিবারের সামান্য বেতনের কেরানি। প্রাচুর্য না হোক চলনসই অর্থের আকাঙ্ক্ষায় তিনি একসময় আফ্রিকার দেশ লিবিয়ায় গমন করেন এবং কৃপণতার অপরিহার্য ফলস্বরূপ কিছু অর্থ জমিয়ে দেশে ফিরে আসেন। দশ বছর পর দেশে ফিরে তার বোধোদয় হল বহু কষ্টে সঞ্চিত অর্থে তার নিজের কোন সফলতা আসেনি। স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয় পরিজন আজ তার টাকার দাবীদার। সকলের দাবী মেটাতে না পেরে সে হয় অপ্রকৃতিস্থ, পরাজিত। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষণীয়- গল্পের শুরুতে নুরুল করিম নাসিম যা বলতে চেয়েছেন তা শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয় নি। গল্পকার আভাস দিয়েছিলেন মতলুব

> শেষ পর্যন্ত এমন একটা সিদ্ধান্ত নেবেন, কেউ ভাবতে পারেনি[৭৬]

অথচ গল্পের শেষে পাওয়া গেল

> পরদিন ভোরবেলা প্রবাস ফেরৎ মতলুবুর রহমানকে উলঙ্গ অবস্থায় তার ঘরে পাওয়া গেল। সমস্ত শরীরে কামড়ের দাগ, হাত দিয়ে টেনে মাথার চুল ছিঁড়ছেন। মধ্যে মধ্যে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছেন আর বিরবির করে বলছেন-'টাকা আমি কাউকে দেব না।'[৭৭]

অর্থাৎ মতলুব পাগল হয়ে গেছেন। আমদের সমাজে বলে কয়ে বা সিদ্ধান্ত নিয়ে কী কেউ কোন দিন পাগল হয়েছে? অথবা সিদ্ধান্ত নিয়ে কী পাগল হওয়া যায়। এছাড়া গল্পের বেশ কিছু ক্ষেত্রে বৈপরীত্য দেখা যায়। গল্পকার এক জায়গায় বলছেন

> মধ্যে মধ্যে হাতের জলন্ত সিগারেটের ছাই বিছানার পাশে রাখা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা অ্যাসস্ট্রে, তাতে ঝাড়তেন। তারপর সিগারেটে সুখ টান দিয়ে পাশ ফিরে টাকার অংক বাড়ানোর চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তেন[৭৮]

এর উল্টো চিত্রও দেখা যায়

> পাতলা শাড়ীর ভিতর মেদ বহুল শরীর থেকে একেক সময় একেক পারফিউমের ঝাজালো গন্ধ উঠে আসে।[৭৯]

কিছু অসংগতি থাকলেও গল্পটিতে শেষ পর্যন্ত যে বক্তব্যটি ফুটে উঠেছে- তা হলো অর্থ নয় জীবনকে সফল করতে প্রয়োজন মানবীয় আচরণ, মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি।

Dhaka University Institutional Repository

খুবই সামান্য ঘটনা। রিকসায় যাচ্ছে ফয়সল। হঠাৎ তাকে অতিক্রম করে অনিন্দ্যসুন্দরী এক তরুণী। ফয়সলের অবাক হওয়ার মতো ঘটনা। এমন সুন্দরী সচারচর সে রাস্তায় দেখে না। আর একবার সাধ জাগে তার মনে মেয়েটিকে দেখার। কিন্তু কোন প্রকার প্রতিযোগিতায় নামতে সে রাজি নয়। রিকসা ওয়ালাকে তাগিদ দিয়ে মেয়েটির রিকসাকে ধরার কোন ইচ্ছে তার নেই। আকাঙ্ক্ষা প্রবল কিন্তু সাধ্যের বাইরে যাওয়া বোধবিরোধী কাজ হবে ভেবে সে বিরত থাকে। সুন্দরী নারীর নাগাল আর সে পায় না। এমনি একটি কাহিনি ইকতিয়ার চৌধুরী 'নির্ভরতার দুঃখ' গল্পে তুলে ধরেছেন। গল্পে ফয়সল আর সুন্দরী তরুণীকে প্রতীকি অর্থে গল্পকার ব্যবহার করেছেন। লোভ আর প্রত্যাশা পূরণের আনাহুত প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকতে সচেতন থাকার আহবান পাঠকের প্রতি তুলে ধরেছেন ইকতিয়ার চৌধুরী।

আধুনিক জীবনের একগুয়েমি শহুরে মানুষগুলোকে করে ফেলেছে যন্ত্রবৎ। গ্রাম থেকে উঠে আসা চাকুরে, ব্যবসায়ীরাই ঢাকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পেশাদারিত্বের চাকায় ঘুরতে ঘুরতে এরা ভুলে যেতে বসেছে গ্রামকে, গ্রামের ঐতিহ্যকে। তাই যখনই ফুসরৎ মিলে এখানকার মানুষ অবরে-সবরে ভাবে তার গ্রামের কথা, তার শিকড়ের কথা। এমনি একটি আহব তৈরি হয়েছে ফারুক মাহমুদ রচিত 'শিকড়' গল্পটিতে। আতিক সাহেব একজন ব্যবসায়ী। রহিম মিয়া তার অফিসের সামন্য চাকুরে। রহিম তার একমাত্র ছেলে সুমনের হাতেখড়ি অনুষ্ঠানে আতিক সাহেবকে নিমন্ত্রণ করেন। আতিক সাহেব তা ফেলতে পারেন না। সুমনের হাতেখড়ি অনুষ্ঠানে গিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেন। রহিম মিয়ার স্ত্রী অনেক যত্নে তৈরি পিঠা বড় সাহেবকে খেতে দেন। এই পিঠা খেয়ে আতিক সাহেবের মধ্যে নষ্টালজিয়া জন্ম নেয়। সে ভাবে তার শৈশবের কথা, গ্রামের কথা। জনবহুল এই দেশে শুধু জীবীকার নিমিত্তেই অনেককে শহরে পাড়ি জমাতে হয়। এক সময হয়ত সাফল্যও আসে। কিন্তু সাফল্যের পিছনে শ্রম আর সময় ব্যয় করতে গিয়ে এরা গ্রাম থেকে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। থাকে শুধু স্মৃতি আর মনোকষ্ট।

সমকালীন জাতীয় আর্ন্তজাতিক নানা ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় আন্দালিব রাশদী রচিত 'টাকা পয়সার কাব্য' গল্পে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা যুগপদভাবে ছিল ঐতিহ্যের মূলধারা বজায় রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নতুন কাঠামোয় প্রতিষ্ঠা করার অবিরাম পরীক্ষা-নীরীক্ষা। এক দৃষ্টিতে দেখলে দেশটা তখন ছিল একটা নতুন স্বপ্নকে ধারণ করার উন্মত্ততায় মত্ত। যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোনটিই গণমানুষের নাগালের মধ্যে ছিল না। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা প্রভৃতি নদী বাংলাদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। এ সব নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ করা আশির দশক পর্যন্ত ছিল স্বপ্ন আর কল্পনার বিষয়। আজকের টেলিযোগাযোগের সুবিধা '৮০র দশকে ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। রাস্তাঘাট ছিল কাঁচা অথবা আধা পাকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ছিল কাচা অথবা সেমি পাকা। ব্যাংকিং খাত ছিল পুরোপুরি সরকারি ব্যবস্থাপনায়। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি অথবা ঘুষ দুর্ণীতির প্রবাল্য থাকায় সাধারণ মানুষ এ সব সেবা খাতের কোন সুবিধা ভোগ করতে পারে নি। পাশাপাশি বিশ্ব প্রেক্ষাপটও ছিল আজকের অবস্থা থেকে ভিন্ন। '৮০র দশকে তারকা যুদ্ধ নিয়ে দুই শক্তিধর রষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর মধ্যে উত্তেজনা চরমে পোঁছে। বর্ণবাদ ইস্যুতে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতি হয়ে উঠে উত্তাল। ইরান-ইরাক যুদ্ধ, আফগানিস্তনে সোভিয়েত উপস্থিতি, আরব-ইসরাইল যুদ্ধ গোটা বিশ্ব ব্যবস্থাকে রেখেছিল অস্থির এবং শংকাযুক্ত। আলোচ্য গল্পে এ বিষয়গুলোর ছাপ পরিলক্ষিত হয়। একজন বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ শওকত আলী। তার টাকা দরকার ছিয়াত্তর কোটি একাত্তর লক্ষ বত্রিশ হাজার। এ টাকা দিয়ে সে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ তৈরি করবে। তৈরি করবে যমুনা সেতু। পুনর্বাসন করবে সিরাজগঞ্জের ভাসমান পতিতাদের, দান করবে দক্ষিণ আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলটি তৈরি করবে মজবুত করে। এমন কি সে তার উপর পাটি দাঁতদুটো বাঁধাবে। শওকত আলীর হাজারো খেয়ালের মধ্যে একটি হল বকুলকে বিয়ে করা কিন্তু এক্ষেত্রেও সে ব্যর্থ হয়। কারণ

> বকুলের সাথে যে আমার বিয়ে হয় নি তাও একটি আর্ন্তজাতিক চক্রান্ত। এই যে আমার কয়েক দাঁত পড়ে গেল তাও রিগান ও ব্রেজনেভের গোলযোগের কারণেই; স্টার ওয়ার শুরু হয়ে গেলে বাকী দাঁতগুলোও পড়ে যাবে। টাকাটা যে পাচ্ছি না তার পেছনেও আছে রুশ-মার্কিন রাজনীতি।[৮০]

শওকতের অনেক টাকার প্রয়োজন। তার টাকা প্রাপ্তির পেছনে যুক্তি

> কতোজনই ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা ওভার ড্রাফট করে নিয়ে গেলেন, কেউ তো তাদের টিকিটিও স্পর্শ করলো না, আমার তো লিগ্যাল ক্লেইম।[৮১]

এমনি হাজারো সামাজিক অসংগতি উঠে এসেছে আন্দালিব রাশদীর টাকা পয়সার কাব্য গল্পে।

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল বিশাল ক্যানভাস নিয়ে 'অতনুর আহবান' গল্পটি রচনা করেছেন। ব্রিটিশ বিতাড়নের পর ভারতবর্ষের বিভাজন, পাকিস্তান সৃজন এবং বাংলাদেশের পাকিস্তান অর্ন্তভুক্তি, ভাষা আন্দোলন সর্বোপরি ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের খণ্ড খণ্ড ঘটনার সন্নিবেশ ঘটেছে গল্পে। গল্পকার কাকতালীয়ভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন ৫২' র একুশে ফেব্রুয়ারি এবং ৭১' এর

Dhaka University Institutional Repository

২৫শে মার্চ দুটি দিনই ছিল বৃহস্পতিবার। তিনি অভিযোগের ভঙিমায় বলার চেষ্টা করেছেন হয়তো অনেকেই এদুটোর ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে অবগত কিন্তু ঘটনা সংঘটনের দিনটি অনেকেরই অজানা। ইতিহাস সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে সঠিক ধারণা দেয়ার তাগিদ আছে এ গল্পে। উত্তম পুরুষের জবানিতে রচিত এ গল্পের ভাষা বিষয়ানুগ এবং মার্জিত।

মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সামাজিক স্তর বিন্যাসে মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধার পরিবার কতটা অনিরাপদ, বিপন্ন, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তার একটি সজীব চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় মুক্তিযুদ্ধোত্তর পরবর্তী কাহিনি 'ঐ' গল্পে। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে পরে বাঙালি সমাজ বিশেষত গ্রামীণ সমাজ পূর্ণস্থাপনে ব্যপক অদল বদল হয়। যুদ্ধ চলাকালে যে ব্যক্তি বা পরিবার হানাদার বাহিনীর সরাসরি বিরোধিতা করেছে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে যুদ্ধপরবর্তী কালে সমাজ শাসনে এরা হয়েছে উপেক্ষিত নিগৃহীত। রূপার বাবা মুক্তিফৌজের নৌ পারাবারে কাজে নিয়োজিত ছিল। সাইদুল, মন্টু খা এরা ছিল রাজাকার। যুদ্ধ শেষ হলে রূপার বাবার জীবন বিপন্ন হয় রাজাকারদের হাতে। একটু নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় রূপা তার মা ও পঙ্গু ভাই আসাদকে নিয়ে চলে আসে শহরে। মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে তারা আশ্রয় পায়। একটু নিরাপদ আশ্রয় লাভের পর রূপা পড়াশোনায় মন দেয়। কলেজে পরিচয় ঘটে ছাত্র নেতা আসিফের সাথে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ছাড়ে না তাকে। রূপার যৌবন তার কাল হয়ে দাঁড়ায়। কলোনীর বখাটে মন্টু খার নজরে পড়ে রূপা। প্রতিনিয়ত উত্যক্ত করে মন্টু রূপাকে। মন্টুর কু-প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় পুরো পরিবারকে উৎখাতের হুমকি দেয় সে। নিরুপায় রূপা ছুটে যায় ছাত্রনেতা আসিফের কাছে। আসিফও রূপার দুর্বলতার সুযোগ নিতে চায়। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে রূপার। দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করেও রূপা একটু নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায় না, পায় না নিজের সম্ভ্রম বাঁচানোর ন্যূনতম আশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

৩. কবিতা

বিশ শতকের আশির দশকে 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র সাহিত্যসাময়িকীতে মোট ২২৩ জন কবির ৮০৫টি কবিতা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ২২টি কবিতা লেখেন আল মাহমুদ। শিহাব সরকার ও সানাউল হক খান লেখেন ১৮টি করে কবিতা। ১৭টি কবিতা খোন্দকার আশরাফ হোসেন। ১৬টি কবিতা লেখেন মাকিদ হায়দার এবং ১৫টি কবিতা লেখেন সৈয়দ হায়দার। ১৪টি করে কবিতা লেখেন রফিক আজাদ, সৈয়দ আলী আহসান, নয়ীম গহর, আলাউদ্দিন আল আজাদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, রেজাউদ্দিন স্টালিন প্রমুখ। এই সময় ১৩টি কবিতা লেখেন আবিদ আনোয়ার। আবু বকর সিদ্দিক, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, শামসুর রাহমান, হাবিবুল্লাহ সিরাজী প্রমুখ লেখেন ১২টি করে কবিতা। ১১টি করে কবিতা লেখেন খালেদা এদিব চৌধুরী, নাসির আহমেদ, আব্দুস সাত্তার, জাহাঙ্গীর ফিরোজ, ত্রিদিব দস্তিদার, মাহমুদ শফিক। মোফাজ্জল করিম, শিকদার আমিনুল হক, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন লেখেন ১০টি করে কবিতা। এছাড়া ৯টি করে কবিতা লেখেন ৪ জন, ৮টি করে কবিতা লেখেন ৯ জন, ৭টি করে কবিতা লেখেন ৩ জন, ৬টি করে কবিতা লেখেন ৪ জন, ৫টি করে লেখেন ৬ জন এবং ৪টি করে কবিতা লেখেন ১০ জন। এই সময় ৩টি করে কবিতা লেখেন ১৬ জন, ২টি করে কবিতা লেখেন ২৮ জন এবং ১টি করে কবিতা লেখেন ১১৬ জন। প্রকাশিত কবিতাবলিকে বিষয়বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়

ক. সমাজবিষয়ক
খ. প্রেমবিষয়ক
গ. মানুষ ও প্রকৃতিবিষয়ক
ঘ. জীবনদর্শনবিষয়ক
ঙ. ইসলামি ভাবধারাবিষয়ক
চ. বৈশ্বিক চেতনামূলক
ছ. নগরচেতনামূলক
জ. অনুবাদমূলক
ঝ. গুচ্ছকবিতা
ঞ. অন্যান্য

ক. সমাজবিষয়ক

গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ জীবীকা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে যুগযুগ ধরে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। সমাজই রাষ্ট্রের ভিত্তি। সমাজের চিত্র বৃহদার্থে রাষ্ট্রেরই চিত্র। কবিতা মূলত সমাজ আশ্রয়ী। আধুনিক যুগের কবিতা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রধান্য দিলেও সমাজ নিরেপেক্ষ কোন প্রাণী নয় কবি-সাহিত্যিকরা। ফলে অনায়াসে কবিতায় উঠে আসে বিরাজমান সমাজের প্রতিচিত্র। সমাজ স্বতঃসিদ্ধ নিয়মে আবদ্ধ নয়। যুগের পরিবর্তনে এর পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন হয়েছে এবং হচ্ছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা ক্রমে জটিলতর হতে থাকে। ঐতিহ্যগত একান্নবর্তী পরিবার ব্যক্তিস্বাত্যন্ত্রবাদের মন্ত্রনায় চূর্ণ বিচূর্ণ হতে থাকে। মানুষের মধ্যে ভোগবিলাসের প্রবণতা বাড়তে থাকে। আর এসব অনাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন কবি সাহিত্যিকরা। এমনি এক সংক্ষুব্ধ কবি শিহাব সরকার। মানুষের চরিত্রের সহজাত পরিস্ফুটন না ঘটায় তিনি আহত, ব্যথিত। 'মানুষ ও ম্যানিকিন' কবিতায় কবি তাঁর মনোবেদনা, হতাশা ব্যক্ত করে বলে উঠেন

> এভাবে চলতে পারে না/ত্বকের নীচে ঝুরঝুরে খড়িমাটি, স্বপ্ন ভঙ্গ চোখ খুললে।[৮২]

স্বপ্ন ভঙ্গের ব্যথায় কুকুড়ে ওঠে কবি আশ্রয় খুঁজেন ম্যানিকিনের কাছে

> মানুষের চেয়ে ম্যানিকিন অবিচ্ছেদ্য, মহান হয়ে উঠবে ইতিহাসে ভাই আমার![৮৩]

কারণ তিনি লক্ষ করেছেন

> বালিকারা ভূতেদের সাথে উঠে যাচ্ছে দুপুরের ছাদে/আর বালিকার মায়েরা/একে অপরের রূপান্তর করে যায়/অপরূপ কাঁকড়া বিছেয় কিলবিল খাঁচার আয়তন নিয়ে/বলো, এভাবে কি চলতে পারে বাংলা আমার?[৮৪]

সমাজব্যবস্থার এই পরিবর্তন একটা গোষ্ঠী গ্রহণ করলেও আপামর জনতা একে স্বাগত জানায় নি। উচ্চবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবার অর্থের অপপ্রয়োগে আমাদের চিরায়ত পরিবারব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে পশ্চিমাজীবনাচরণকে অনুকরণ করতে যাওয়ায় কবির এত আক্ষেপ এত ক্ষোভ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ শতকের আশির দশক নানাভাবে আন্দোলিত। নব্য স্বাধীন দেশের পথ চলা শুরুতেই হোঁচট খায় পঁচাত্তরে এসে। তারপর অর্ধযুগ যেতে না যেতেই আবারো অস্ত্র আর বারুদের খেলা। গণমানুষের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হওয়ায় সবচেয়ে সংক্ষুব্ধ ছিলেন কবিরা। তাঁদের চেতনায় যে সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ ছিল তার অনুপস্থিতিতে বারবার আহত হয়েছেন তাঁরা। এসবেরই উপস্থাপনা পাওয়া যায় এ সময়কার কবিতাবলিতে। নাসির আহমদ রচিত 'ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যাবলী' এমনি একটি কবিতা। কবি চেয়েছিলেন সুন্দর সুখী একটা বাংলাদেশ। তাঁর স্বপ্নসৌধ বাস্তবায়িত না হওয়ায় তাই বলেন

> চাই না আমি এমন অলীক ভেলকি বাজির/ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যাবলী চাইনা আমি/ঠুনকো কাচের মতো ক্ষণস্থায়ী সুখের/অলৌকিক এই দৃশ্যাবলী[৮৫]

অথচ কবির এখনও মনে হয়

> গোলাপ ফোটে গন্ধ করে হাওয়ায় হাওয়ায়/দৃষ্টি জুড়ে প্রজাপতির রঙিন ডানা কাঁপতে থাকে/গোলাপ বনে কাঁটার ফাঁকে।[৮৬]

কিন্তু তাঁর এ বিশ্বাস বিচূর্ণ হয় যখন দেখেন

> পোড়াবাড়ি শূন্য হাড়িঃ চর্তুদিকে অসংখ্য লাশ/বিকট ধ্বনি চিঁহি চিঁহি চিল শকুনের[৮৭]

এসব দৃশ্য অবলোকন করে কবির মনে হয়

> রক্তে আমার এ কোন অসুখঃ এ কোন অসুখ/কুহক আমায় ঘুরাচ্ছে কোন কল্পলোকে/রূপকথার এক শ্বেত পাথরের রাজ প্রাসাদের[৮৮]

কবি এসব চান না। তিনি চান সাধারণ মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একতালে চলতে। কোন লোভ বা ঐন্দ্রজালিক মোহ যেন তাঁকে বিভ্রান্ত করতে না পারে তাই বলে উঠেন

> অন্ধ হবো চশমা খোলো অন্ধ হবো/অনুতাপে একটিবার আজ নিজেকে দেখি।[৮৯]

প্রতিবাদের ভাষা স্থানকাল পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন। একজন রাজনৈতিক নেতা যে তীর্যক ভাষায় বক্তৃতা উপস্থাপন করে তার ব্যক্তি চেতনা সমষ্টির চেতনায় সঞ্চারিত করে, একজন সৈনিক তার হাতিয়ার দিয়ে যেভাবে গর্জে ওঠে কবির প্রতিবাদ তার থেকে একটু আলাদা। কবিরা সমাজকে অবলোকন করে তৃতীয় মাত্রিকতায়। ঘটনার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট না থেকেও কবিরা থাকে ঘটনার মধ্যমনি। তাঁরা প্রতিবাদ জানায় শব্দের পর শব্দ পংক্তির পর পংক্তি সাজিয়ে। তাদের প্রতিবাদে আগুন উদ্‌গীরণ হয়। জ্বলে পুড়ে ছারখার হয় অন্যায় অত্যাচার আর ধ্বংসকারীর বিবেক চেতনা। হাসান হাফিজুর রহমান এমনি একজন কবি। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অবক্ষয় কবিকে আহত করেছে ক্ষুব্ধ করেছে। তিনি সবিস্ময়ে অবলোকন করেছেন দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য আর মানবতাবোধের অসহায় অধঃপতন দেখে। দেশের এই পরাজয়, এই পরাভব কবির চেতনার পরিপন্থী। তাই স্বেচ্ছায় তিনি নিতে চান নিস্কৃতি। 'আমি যাই' কবিতায় কবির এই পলায়নপর মনোবৃত্তি প্রকাশিত হয়েছে বাঙ্ময়ভাবে। কবির প্রিয় স্বদেশ শ্যামলিমায় সুশোভিত ছিল। ছিল প্রতিরোধের অগ্নিকণায় উত্তপ্ত

> তোমার ভেতর ছিল প্রতিরোধের উষ্ম/রক্তকণা আমি ছিলাম তার অনিদ্র প্রতিহারী[৯০]

কারণ কবির মনে তখন ছিল শুভ্র সফেদ প্রেম। কোন ক্লান্তি বা খেদ ছিল না দেশ মাতৃকার সেবায়

> আমি কি ছিলাম না যথেষ্ট বিনম্র,/তোমার ডাকের সাড়ায় সর্বক্ষণ স্পন্দিত?/কখনো কি বলেছি আমি, আমার সময় নেই,/আসবো না আমি আজ?[৯১]

কবি অষ্টপ্রহর দেশের ডাকে সাড়া দেয়ার অপেক্ষায় থাকতেন।

কিন্তু হঠাৎই বদলে গেল দৃশ্যপট। কবির মানসচেতনায় ঘটল বিপর্যয়। তিনি ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠলেন

> চারপাশের অদৃশ্য সব ভয়াল দাঁতে/বিধেঁ থাকা মানুষের পাশব দৃশ্য থেকে/আমি যাই আমি যাই।[৯২]

তাঁর এই যাওয়া হেরে যাওয়া নয়। বরং ঘৃণা আর লজ্জাবোধের বহিঃপ্রকাশ। উল্লেখ্য স্বাধীনতা পরবর্তী একযুগ কবি পর্যবেক্ষণ করেছেন বিচক্ষণতার সাথে। এ সময় মানুষের চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে যে বিভেদ তৈরী হয়ে গেছে তাতে কবির ক্রিয়াশীল মনন স্থির থাকতে পারে নি

> যা দেখতে পারি না তা দেখা থেকে/আমি যাচ্ছি, আমি যাই।[৯৩]

এই উক্তিতে পরাভব নেই। আছে ধিক্কার। কবিরা তো বল প্রয়োগে আগ্রহী নয়। তাঁরা শব্দ ব্যবসায়ী। শব্দের ধারালো ছুরির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করতে চায় অন্যায়কারীকে। ফলে কবির এই আপ্ত বাক্য

> তার বান্ধ্যাত্ত্বের ব্যাথায়/কুকড়িয়ে মরা থেকে/যেখানে মনুষত্ব নেই, সেখানে মানুষ খোঁজার/চরম প্রহসন থেকে/আমি যাচ্ছি, আমি যাই।/যাই।[৯৪]

শামসুর রাহমানের কবিতার বিষয়বৈচিত্র্য গবেষণাযোগ্য। সমাজের রাষ্ট্রের এমন কি বিশ্বের ঐতিহাসিক বা সমকালীন ঘটনা প্রবাহে তিনি যেমন ছিলেন সঞ্চরমান তেমনি পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে অস্বীকার করেন নি তাঁর কবিতায়। 'ভ্রাতৃসংঘ' কবিতায় কবি তাঁর ছয়-ছয়টি ভাইয়ের চলচ্চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরে এদের সাথে নিজের সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য চিহ্নিত করার

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করেছেন 'ভ্রাতৃসংঘ' কবিতায়। বস্তুত শামসুর রাহমানের কোন রচনাই নিছক খেয়ালীমনের বহিঃপ্রকাশ নয়। এর পেছনে থাকে যুক্তি, দর্শন, ইতিহাস। বাংলাদেশ অর্জনে আমাদের রয়েছে বড় বড় সাতটি ঘটনা, যা জাতির গর্ব স্মৃতি-সৌধেও সংস্থাপিত শামসুর রাহমান তাঁর পরিবারকে কী বৃহত্তর পরিসরে বাংলাদেশকেই দেখেছেন? কবিতাটি পাঠান্তে পাঠকের মনে এমন ধারণার উদ্রেক হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সংসারের টুকি-টাকি কোন বিষয়ই দৃষ্টি এড়ায় না কবি ইউসুফ পাশার। 'কুশল সংবাদ' কবিতায় তাই দেখা যায় মানব সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে বাঙ্ময় করে তুলতে

> সামান্য কথা আছে, দয়া করে একটু শুনুন[৯৫]

এই আহ্বানের পরই কবি বলেছেন তার সংসারের সুখ-দুঃখের কথা। তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার কথা। এমন কী দারিদ্র্যপীড়িত তার স্ত্রীর কথা

> আমারও সন্তান আছে আছে সন্তানের মাতা/মুখ বুজে ভালবাসে জানে না সে চাতুরীর ছল/দেহ তার দুঃসহ খরতাপে শুষ্ক লতাপাতা/চোখে থাকে কাজলের চেয়ে বেশী দুঃখের জল।[৯৬]

এত দুঃখকষ্টের পরও বাঙালি সমাজে দাম্পত্যজীবন অচল নিস্তব্ধ হয়ে যায় না। প্রাচীন সাহিত্য অবলোকন করলেও এ সত্য প্রমাণিত হয় যে দারিদ্র্য আমাদের দাম্পত্যজীবনের অন্তরায় নয়। পারস্পরিক ভালবাসা শ্রদ্ধা এসবই আমাদের পরিবার গঠনের শক্ত স্তম্ভ। পাশ্চাত্য সভ্যতায় যার তীব্র অভাব।

'কবিতা পাঠ' কবিতায় শামসুর রাহমান একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠের চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে কবির মানসলোকে কবিতার চেয়ে কবি প্রিয়ার উচ্ছল উপস্থিতি ছিল বেশি মধুময়; বেশি আকর্ষিত। দ্বিতীয় কবিতা 'সে রাতে পার্টিতে তুমি'। এ কবিতায় আমাদের সংস্কৃতিতে নবসংযোজিত উচ্চবিত্তের অর্থব্যয়ের এক শব্দ চিত্র প্রতিস্থাপিত। হৈ-হোল্লোর, খাওয়া-দাওয়ার পাশাপাশি অবাধ যৌনচারের চিত্র পাওয়া যায় কবিতা পাঠে

> নিভৃত শরীর দেখলাম ন্যাংটায়/উদ্ভাসিত এবং তোমার উরু, স্মিত যোনিকুপ/সতেজ ঘাসের স্পর্শে মাটির আঘ্রাণ/পেতে চায়।[৯৭]

ত্রিমাত্রিক সংঘর্ষে বিপর্যস্ত এক হতভাগা যুবকের পরিণতি 'যে আত্মহত্যা করে' কবিতাটি। শিহাব সরকার এ কবিতায় এক সহজ সরল যুবকের জীবন-যাপনের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন

> ও ছিল ভিন্ন পুরুষ/মহিলার মতো কোন ঠাণ্ডা হৃদ দেখেনি জীবনে[৯৮]

অথচ প্রত্যেক পুরুষেরই স্বপ্ন থাকে নারীর সান্নিধ্য লাভের। কবিতায় উল্লিখিত পুরুষ প্রথমে নিজেকে নারী সঙ্গ থেকে বিরত রেখে দেশ প্রেমের মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন

> স্বপ্নে পর্বত চূড়ায় ক্যারাভান সবুজ তাঁবুর দৃশ্যের ওপর/স্বাধীনতার বিশাল শাদা পতাকা উড়ছে দেখে/কিছু দিন চোখে ধরে রেখেছিল শ্রমিকের ক্রোধ[৯৯]

শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা আদায়ে ব্যর্থতা থেকেই বোধ হয় তার মধ্যে একসময় নারী সঙ্গ লাভের উদগ্র বাসনা জাগ্রত হয়। কিন্তু এই পরম পাওয়ার উপায় সম্পর্কে যুবকটিকে অবশেষে পাওয়া যায় মৃত্যুর হিমশীতল সীমানায়

> মেঝেতে এমন তীব্র ভঙ্গিতে ভেঙে আছে/মনে হয় নারীর অতল অন্ধকূপে ডুবে যেতে যেতে/শেষবার সাধ করেছিল, দ্যাখো/বিশাল সাদা পতাকা ব্যাপী আঁকা আছে মহিলার ছবি।[১০০]

রফিক আজাদের কবিতায় সাধারণত একটা দ্রোহ থাকে। প্রতিটি অক্ষর যেন এক একটা আগুনের গোলা। সমাজের গভীরে তার শিকড়। সমকালীন সমাজ তাকে এত বেশি আলোড়িত করে যে শব্দের পর শব্দ মিলিয়ে ছন্দের অগ্নিতে দগ্ধ করে পাঠকের মন। কী বিদ্রূপ,কী ব্যাঙ্গ কী প্রাসঙ্গিক সকল ক্ষেত্রেই কবি পারঙ্গম। স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশ এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ এই দুই-ই যে সব কবি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তারা আশির দশকে এসে মনে হল খুব বেশি হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। বিশেষত রফিক আজাদ। যিনি ইতিবাচক বাংলাদেশ ভাবতেই অস্বস্তিবোধ করছেন। বস্তুত বাঙালি সমাজ শহরের গুটি কয়েক নর-নারীর মিছিল নয়। লক্ষ, কোটি মানুষ গ্রামের বাঁকে বাঁকে ইতিহাস ঐতিহ্যকে বুকে লালন করে পূর্ব পুরুষের পেশাকে অনেকাংশে আকড়ে ধরে টিকে আছে। এদের পরিবার সুস্থ ধারার ধারক এবং বাহক কিন্তু স্বাধীনতার মাত্র বার বছর পর রফিক আজাদ আমাদের পরিবারে এক ভয়াবহ পরিণতি লক্ষ করেছেন 'জতুগৃহ' কবিতায়

> প্রতিটি সংসার আজ বড় বেশি ভাঙন প্রবণ,/ভাঙছে কেবলি দ্রুত ছোট-বড়-মাঝারি মাপের।[১০১]

এই ভাঙনের কারণ হিসেবে তিনি দারিদ্র্যকে দায়ী করেছেন

> বিছানার চাদরে ও বালিশের অড়ে বেখে যাচ্ছে/স্খলিত বীর্যের দাগ, অমোচনীয় কলঙ্ক চিহ্ন/মধ্য শ্রেণী নিয়ে আসে, ক্রমাগত, আমন্ত্রণ করে,/দারিদ্র্য ঘুচাতে গিয়ে।[১০২]

কিন্তু এই চিত্র গোটা বাংলাদেশের নয়। হ্যাঁ তিনি যা বলতে চেয়েছেন

> ফিরে তো পাবো না আর সুখে-দুঃখে পুরানো সংসার/কালো টাকা কিনে নিয়ে গ্যাছে জীবন সর্বস্বসুখ।[১০৩]

Dhaka University Institutional Repository

এটা শহরের চিত্র। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু লোকের মধ্যে এক ধরনের বিভ্রান্তি দেখা দেয় ফলে অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার নেশায় অক্টোপাসের মত আকড়ে ধরে ফেলেছে অর্থ উপার্জনের যেকোন উপায়কে। বৈধ অবৈধ মুখ্য নয়-অর্থ উপার্জনই মুখ্য। ফলে সুবোধ ও মানবিকতার পরোয়া না করে তারা পাগলা ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়েছে অন্ধ অনুকরণে

কবিতাটিতে উপমার সরব উপস্থিতি পাঠককে আকৃষ্ট করবে

> তৃষ্ণার্ত শরীর নিয়ে এ তুমি কোথায় যাচ্ছো, নারী?/যাকে তুমি তৃষ্ণার অমেয় জল ভাবো, সে অনল/অগ্নিস্রাবী ড্রাগনের ভয়াবহ নিঃশ্বাসে প্রবল।[১০৪]

তীব্র ব্যঙ্গ আর হতাশা ব্যক্ত হয়েছে আবুল মকসুদ রচিত 'বিদেশী নাবিকের চোখে দীর্ঘতম ঘাসের দেশ' কবিতায়। দেশপ্রেম প্রতিটি নাগরিকের এক পবিত্র আমানত। দেশের মঙ্গল দেশের উন্নতি সকলেরই কাম্য। সৈয়দ আবুল মকসুদও চান তার দেশের সাফল্য। কিন্তু শস্যের চেয়ে এখানে আগাছা বড়। মানুষের কর্মক্ষমতা অপকর্মের চাদরে আজ ছায়াময় তাই ব্যঙ্গ করে কবি বলে ওঠেন

> দ্যাখো, দ্যাখো এক সবুজ ঘাসের দেশ, ক্রুদের ডাকলো কাপ্তান,/ও দেশে মানুষ ক্লান্ত বুঝি খুব দীর্ঘতম ঘাসের ভ্যাপসা গরমে[১০৫]

অবস্থা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে নাবিকও এখানে নোঙর করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। পৃথিবীর বহু দেশ এরা ঘুরেছে, নোঙর করেছে অনেক বন্দরে কিন্তু বঙ্গোপসাগরে এসে এদের চোখ ছানাবড়া। তাই

> অবাক নাবিক তখন তার জাহাজ সরিয়ে নেয় উপকূল থেকে/সভয়ে করে না আর বন্দরে প্রবেশ।[১০৬]

যোগ্যতার মাপকাঠির চেয়ে স্বজনপ্রীতি যখন সমাজের উচ্চাসনে সমাসীন হওয়ার প্রধান নিয়ামক হয় তখন কবির মনে তো এ ধারণা জন্ম নিতেই পারে

> এ দেশে সকল উদ্ভিদের চেয়ে অনেক উঁচু ও ঘন এই ঘাস-/আম, জাম, জারুল, তাল, তেঁতুল, সুপুরি, সেগুন, সুন্দরী, দেওদার/মেহগনির মাথা ছড়িয়ে যে ঘাস ছড়াচ্ছে আকাশে নিশ্বাস/গবাদি পশুতো ছার, জিরাফের গলাও পাবে না নাগাল তার।[১০৭]

যে কোন বিষয়কে কবিতার অবয়বে রূপ দেয়া কবির পারঙ্গমতার স্বাক্ষর বহন করে। কবির মেধা আর শ্রম যখন সঠিক শব্দ ব্যবহারে সজীব হয়ে ওঠে তখন সে বিষয়টি ব্যক্তি পর্যায় থেকে সার্বজনীন রূপ লাভ করে। আবার কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে কবিতার স্বরূপে প্রকাশ করা কবির মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর থাকা চাই। কবি শামসুর রাহমান এমনি একজন কবি যিনি ব্যক্তিক চেতনা বহুজনীন আবার সামষ্টিক কোন ভাবনাকে একান্ত নিজের বলে প্রকাশে পারঙ্গম। 'লের্যাটেস' কবিতায় কবি জাতির একটি মর্মান্তিক ঘটনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন শব্দ ও ছন্দের নান্দনিক উপস্থাপনায়। স্বাধীন বাংলাদেশে পঁচাত্তরের শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ড একটি নারকীয় ঘটনা। এই ঘটনার প্রতিবাদ রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেভাবে প্রকটিত হোক না কেন কবির মন বিক্ষুব্ধ ভারাক্রান্ত

> এই ছিল তবে আমার ভাগ্যে মধ্যদুপুরে/বিনা মেঘে এই বিপুল বজ্রপাত?'/এই বজ্রপাতে কবির হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন।/বোধ, মেধা, মনন সব কিছু স্তব্ধ।[১০৮]

প্রতিকারের উপায় খুঁজছেন-পান নি। কারণ

> জোর যার তার মুলুক সত্য, দুর্ভোগ বাড়ে/গণমানুষের, খরা কবলিত দেশ।/ঘুচাবো দীনতা এমন সাধ্য নেই এক তিল/আমি নগন্য ব্যর্থ লের্যাটেস।[১০৯]

'বিরুদ্ধ যাত্রা' কবিতায় কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন নবদিগন্তের যাত্রায় দূরন্ত এক অভিযাত্রী। যত কঠিন হোক পথ তবু কবিকে পাড়ি দিতে হবে

> সুদীর্ঘ পথের কষ্ট, খাদ্যহীন ক্ষয়িষ্ণু শরীর/তারপর হাঙরের ক্লান্তিহীন হিংস্র আচরণ,/এসব উপেক্ষা করে রাখতে হয় নিজেকে স্থির,/সঙ্গোপনে ছদ্মবেশে যেন আর না আসে মরণ।[১১০]

লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কবি দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে এই তাঁর অঙ্গীকার।

গল্পের মত কবিতায়ও বেশ সাবলীল আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন। তবে তাঁর লেখায় সবসময় একটা উদ্দেশ্য লক্ষ করা যায়। সমাজে বিরাজমান নানবিধ সমস্যা তিনি কী গল্পে কী কবিতায় মূর্ত করে তোলেন। 'মুখপুড়ি ও মেয়ে' কবিতায় এসিডদগ্ধ এক কলেজ ছাত্রীর ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এককালের পরম সুন্দরী নারী নিষ্ঠুরতার শিকারে আক্রান্ত হয়ে সমাজে আজ অপাঙ্ক্তেয়। সমসাময়িক ঘটনার আলোকে কবি তাঁর অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন শব্দের মালা তৈরি করে। কবিতার মূল শক্তির এর ছন্দ। স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত এ কবিতায় উপমার ব্যবহারও চমৎকার

> তোমার ঠোঁটে ডালিম ফুলের লাল/তাজা গোলাপ নিটোল দুটো গাল/পাশে বিনুনী রেশম কালো চুলে/ইচ্ছে করে মুখ লুকিয়ে ভুলে/বলি ওগো চম্পাবরণ মেয়ে/মরতে দেব একটু চুমু খেয়ে।[১১১]

এই আধিত মেয়ে এসিড আক্রান্ত হওয়ার পর

> সারা পাড়ার তুমি এখন বালাই/বীভৎস মুখ দেখার ভয়ে পালাই।[১১২]

Dhaka University Institutional Repository

এসিড সন্ত্রাস আমাদের সমাজে একটি নয়া সংযোজন। আশির দশক থেকে এর মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। নব্য স্বাধীন দেশে এই ধরনের অব্যবস্থাপনা কবির মনোপুত নয়। ফলে তাঁর কলমে উঠে এসেছে এসিড সন্ত্রাসের ভয়াবহতা।

সমাজের চরম অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন সাইয়িদ আতিকুল্লাহ 'ঘাসীরা ঘাস কাটুক' কবিতায়। কবির আহ্বান সমাজের সবাই যেন এক হয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে না উঠে। শ্রেণীভেদে যে যার অবস্থানে থেকে কাজ করে যাওয়াই মঙ্গলজনক। নয়তো দেখা দিবে বিশৃঙ্খলা-অরাজকতা। তাই কবির আহ্বান

> ঘাসীর হাতে রঙতুলি দেবার/বায়না ধরো না/তাতে তার না হবে ঘাস কাটা/না হবে ছবি আঁকা/অকর্মণ্য অপদার্থ হয়ে একদিন সে/নিজের এবং আর সকলের মুখে/কালিকুলি মাখিয়ে দেবে/অনাসৃষ্টি করবে[১১৩]

সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার নিমিত্তেই প্রয়োজন পেশার বিচিত্রতা। একটি সভ্যতার নির্মাণ মূলত পেশার বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক লাভালাভ বিবেচনায় সকল মানুষ যদি এক ধরনের পেশায় আত্মনিষ্ঠ হয় তবে সমাজ প্রতিস্থাপন সম্ভব নয়। মুক্তবাজার অর্থনীতির দৌরাত্ম্যে মানুষ কর্মের গুণাগুণ বিচার না করে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনায় আনছে। যোগ্যতা অপেক্ষা মানুষ অর্থসর্বস্ব কাজে আসতে চায়। এ বিষয়ে কবির গভীর খেদোক্তি প্রকাশ পেয়েছে 'ঘাসীরা ঘাস কাটুক' কবিতায়।

সমসাময়িক নানা প্রতিকূলতায় কবি অতীষ্ঠ। চারদিগকার বৈষম্য নৈরাজ্য কবিকে আহত করে, ব্যথিত করে। এ সবের একটা বিহিত না করে কবি কোথাও যেতে চান না। 'সময় হয় নি' কবিতায় সানাউল হক খান সাথীর প্ররোচনা সত্ত্বেও দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিতে চান না। 'সময় হয়েছে চলো' এই আহবানে কবির সাড়া না দেবার যুক্তি অনেক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ

> ক. শুভদিন নেই পিতার ভবনে ভাঙচুর/বিষণ্ন বদনে কোথায় যাবো?
> খ. হৃদয়ে সাত-সমুদ্রের ঢেউ থামুক/আর একবার হাসুক বৃদ্ধির বসুন্ধরা।
> গ. ছটফট করো, অবহেলায় কাঁপছে স্বাধিকার/এভাবে তারে ছেড়ে..।
> ঘ. চারদিকে ঝাঁকের কৈ: স্বপ্নের ছত্রখান দৃশ্যপট/এখনও সময় হয় নি।[১১৪]

তাই কবি দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিতে চান না। কবি কাপুরুষ নন, নন ভিতু। পরিস্থিতি মোকাবেলার সৎ সাহস তার বিদ্যমান। তাই সহকর্মীর শত প্ররোচনা সত্ত্বেও তিনি অবিচল, অটুট, যুধিষ্ঠির।

কবির সৃষ্টিকর্ম বৈচিত্র্যময় সবসময়ই। মধ্যযুগ থেকে লক্ষ করা গেছে একই বিষয়ের উপস্থাপনা কবিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। এই ধারা অব্যাহত আছে আধুনিক যুগেও। এ যুগের কবি-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্র বিশাল। বিষয়বৈচিত্র্যও অসীম। আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যও প্রাচীন বা মধ্যযুগ থেকে অনেক ভিন্ন। তবু একই বিষয়ের উপর লেখার প্রবণতা আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে কম নয়। বিশেষত যখন জাতীয় কোন বিপর্যয় দেখা দেয় স্বভাবত এর ছবি ভেসে উঠে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বা উপন্যাসে। '৮৮র বন্যা এমনি একটি বিষয়। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে এ সময় প্রচুর সাহিত্যকর্ম রয়েছে। সৈয়দ আলী আহসান রচিত 'হঠাৎ বন্যার পানি' অথবা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'প্লাবনে-প্লাবনে' কবিতার মত খোন্দকার আশরাফ হোসেন রচিত 'বর্ষা-১৩৯৫' ও '৮৮র বন্যার কথা উঠে এসেছে। এ কবিতায় বন্যার ভয়াবহতার কথা বর্ণিত হয়েছে প্রতীকের মাধ্যমে

> বজ্রাহত তমালের কাছে চেয়ে নাও সমাজের অর্থ-অভিধস/কালো চামচিকের কাছে রাত্রির গহীন অর্থ/লাল পিপঁড়ের কাছে সূর্যের ঠিকানা/এবং খুনীর কাছে হিমোগ্লোবিনের গূঢ় রঙ ও বিন্যাস।[১১৫]

বর্ষা শুধু ভয়াবহতাই সৃষ্টি করে না প্রেমের মধুর পরিবেশও তৈরি করে।

> এখন এ শ্রাবণের উন্মাদ বৃষ্টির মধ্যে সেই প্রতিশ্রুতি/বারো মহলার পারে অন্তরিতা রাজপুত কুমারী মতো/বারোটি চৌকাঠ ভেঙে দেখা-পাওয়া জন্য অন্ধ আকবর বাদশাহের।[১১৬]

স্মরণকালের ভয়াবহতম বন্যার কথা কবিতার পংক্তিমালায় সাজিয়েছেন কবি সৈয়দ আলী আহসান 'হঠাৎ বন্যার পানি' নামক কবিতায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ব্যথিত হন, আহত হন কবিসাহিত্যিকরা। যেকোন প্রকৃতিক দুর্যোগ মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে ব্যহত করে। সচল, সজীব জীবন প্রকৃতির খামখেয়ালীপনায় হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়

> স্বপ্নের বৈকুণ্ঠ নিয়ে নিয়ে/শয্যার আনন্দে যারা ছিল,/যখন পাহাড় থেকে/প্রপাতের শব্দগুলো নামে/একটি প্রচণ্ড বৃক্ষ/উৎপাটিত ভূমিতে তখন:/কয়েকটি তারা নামে/গগন দেহ ছুঁয়ে ছুঁয়ে/তখন নিঃশব্দ বন্যা/শীতল সময়ে ভেংগে পড়ে।[১১৭]

অসহায় মানুষ তখন হয়ে পড়ে হতবিহ্বল, দিগ্বিদিকশূন্য। নদীর দেশ, পানির দেশ বাংলাদেশ। প্রতি বছরই বর্ষার ভয়াবহতায় এরা অভ্যস্ত। কিন্তু '৮৮র বন্যা ছিল প্রলয়ংকারী

> এখন শুধুই নদী/মাটির সীমানা নেই/শহর ভাসছে শুধু/ডোবা ঘর মলিন বিমুখ/মৃত্যুই নিশ্চল দৃষ্টি/প্যানি আজ অমোঘ বেদনা।[১১৮]

তাই কবি অসহায়ভাবে বলে উঠেন

> আগুন নেভানো যায়/পানি কোন শাসন মানে না।[১১৯]

Dhaka University Institutional Repository

'৮৮র বন্যা নানাভাবে ওঠে এসেছে আমাদের সাহিত্যে। কখনো কবিতায়, কখনো গল্পে অথবা রম্য রচনায়। বন্যার মাত্রিকতা ব্যপক যেমনি এর ক্ষয়ক্ষতি তেমনি এর ভয়াবহতা। পানির সাথে সংগ্রাম করতে প্রধান যে অস্ত্রটি প্রয়োজন সেটি হল সাঁতার। বাঙালির সাঁতার বিষয়ক ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে শহরের ছেলে মেয়েদের সাঁতার শেখার পরামর্শ দিয়েছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 'প্লাবন' কবিতায়।

> এবার প্লাবন এসে সয়লাব করে দিয়ে গেছে/নাগরিক দাপ ও দাপট। দেখা গেছেঃ দু-তিন সপ্তাহ ধরে/মতিঝিল-বারিধারা-গুলশান-বনানী-উত্তরা আর
> মীরপুর-শোভা যত শাসক প্রজাতি/জলে-ডোবা মার্সিডিজ, টয়োটা, হিউন্দাই ফেলে/দেশী নৌকা আর রিকশাতেই ঘোরে ফেরে।[১২০]

ফলে

> আগামী প্লাবনের প্রস্তুতি হিসেবে এখন থেকেই/রিকসার সাথে, নগরীর চলাচলে/নৌকর লাইসেন্স প্রথা চালু করা যেতে পারে।[১২১]

সেই সাথে

> বন্যাত্রাণে স্বেচ্ছাসেবী তরুণ-তরুণী/তোমরা তো রোজই দেখছ/তোমাদের সেবাধর্ম সম্পাদনে সাহায্য করেছে/সাতারো কিশোর মাঝি, ত্রাণকর্মী সাতারু বাঙালী/আগামী বন্যার আগে তাই ধীরে সুস্থে/সাতারটা শিখে নাও।[১২২]

খ. প্রেমবিষয়ক

জীবমাত্রই প্রেমাসক্ত। আর মানুষের মূলগত বৈশিষ্ট্য হল প্রেম। বিশ্বসংসার প্রেমের শক্তিতে চলমান। প্রেম সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী, শান্তিময়ী কখনো কখনো সর্বনাশী। প্রেমের এই ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায় সিকদার আমিনুল হকের 'ইচ্ছে হয় সব দেখি' এবং 'যার জন্যে আসা' নামক কবিতা দুইটিতে। উভয় কবিতায় কবি তাঁর প্রেমিকার স্বরূপ সন্ধানে নিবেদিত। 'ইচ্ছে হয় সব দেখি' কবিতাটি ফ্রায়েডিয় চেতনায় সিক্ত

> বলি তুমি আসো,/সমস্ত শরীর নিয়ে, জিহবা, গ্রীবা, যেভাবে পেশীতে/তুমি হাসো অন্ধকারে।[১২৩]

কবির এই চেতনা আরো প্রকটিত পরবর্তী 'যার জন্যে আসা' কবিতায়

> মনে ছিল, অন্য ছবি, কালো চোখ, জামরঙ্গা শাড়ি বাচাল বর্তুল নক্সাঃ প্রণত পুরুষ খুব কাছে নিষ্পেষিত ওষ্ঠ থেকে এস্রাজের দীর্ঘ কাতরতা পাহাড়ে ঝর্ণায় নয়, এই ঘরে তুমি আর আমি।[১২৪]

প্রিয়তমাকে কাছে পাওয়ার এই বাসনা প্রাগৈতিহাসিক। পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের চিরন্তন এই আকাঙ্কার প্রকাশ ভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। হতে পারে সমাজ ও শ্রেণীভেদে আলাদা। কিন্তু প্রণয়াসক্তি চিরকালীন, চিরসবুজ।

যুদ্ধ ফেরৎ এক যুবকের মনোবেদনার প্রতিচ্ছবি 'হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ' কবিতাটি। নাসির আহমদ রচিত কবিতায় হৃদিক যন্ত্রণায় ছটফট করছে এক ব্যথাতুর।

> তোমার দহন যন্ত্রণা কি, বুঝি না তা?[১২৫]

এ যন্ত্রণা বোঝার চেষ্টায় অন্ধকারে হাতরে বেড়াচ্ছে এক যুবক। ব্যর্থ হতে সে চায় না। তাই তার দৃপ্ত উচ্চারণ

> আমার তুমুল লড়াই হবে, তোমার নামে/রক্ত দেব প্রস্তুতি আজ প্রতীক্ষিত/তবু কেন এত অনুরাগের দামে/এ রক্ত সাথে তোমার কাছেই উপেক্ষিত?[১২৬]

প্রিয়া হারানোর ব্যথা সে জয় করবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রিয়াকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ব্যকুল কবি মাহবুব সাদিক। 'তোমাকে আমার চাই' কবিতায় কবি উন্মুখ প্রিয়তমার কোমল পরশ লাভের অপেক্ষায়। কবির একটা স্বপ্ন আছে তাঁর প্রিয়তমাকে ঘিরে। কবি চান

> হিমসাগরের পরপারে/দূর দ্বীপে চুপিসারে[১২৭]

তাঁর প্রিয়াকে একান্তে নিজের কাছে পেতে। যদিও তাঁর এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়

> জলে ঘূর্ণি, ঢেউ-ঢেউ, ব্যতিব্যস্ত হাঙর কুমীর[১২৮]

তবু কবির প্রত্যয় এসব বিরুদ্ধ পরিবেশকে তিনি অতিক্রম করতে পারবেন। কারণ

> যার কাছে দাস্য মেনেছি/জলে গভীরে নেমে গেছি।[১২৯]

তাকে না পেয়ে তো আর ফিরে আসা যাবে না

> শুধু তোমাকে আমার চাই/তোমাকে আমার চাই।[১৩০]

প্রেমিকাকে পাওয়ার এই উদগ্র বাসনা বহতা নদীর মত চলমান, অন্তহীন। প্রেমিকার প্রতি এই ভালবাসার রকম ব্যক্তিভেদে স্বতন্ত্র : কেউ তার প্রেমিকা চায় নিরলম্ভভাবে কেউ বা সর্বাঙ্গীনভাবে। বস্তুত দেহ ও মন নিয়ে মানুষের পূর্ণাঙ্গতা। স্বতন্ত্রভাবে

Dhaka University Institutional Repository

একজন নারী বা একজন পুরুষ একে অপরের তখনই হয় যখন দেহ মন এক হয়ে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। ভালবাসা শুধু দেহ নির্ভর নয়। ফজল শাহাবুদ্দিন 'শরীরে মনে' কবিতায় প্রিয়ার কাছে দেহ এবং মন দুটোই চেয়েছেন

তোমার মন চেয়েছিলাম/তোমার দেহ চাইনি/তোমার দেহে এলাম আমি/তোমার মন পাই নি।[১৩১]

এই মন না পাওয়ার বেদনায় কাতর কবি ফজল শাহাবুদ্দিন। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে নর-নারীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে দেহ মনের সম্মিলনে। দাম্পত্য জীবন শুধু দেহ সত্তার উপর নির্ভরশীল নয়। পুরুষ আর নারীর সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয় মন আর মনের সন্ধির মাধ্যমে। প্রিয়তমার প্রতি প্রেমিকের এই আবেদনের সুর পাওয়া যায়

রূপ লাগি আঁখি ঝরে গুণে মন ভোর।/প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।[১৩২]

প্রিয়তমার প্রতি প্রগাঢ় আসক্তিতে তাই ফজল শাহাবুদ্দিন অকপটে বলে উঠেন

মনের এক জাত্রী আছে/শরীর থেকে ছড়ানো/গভীর রাতে এলিয়ে দেয়া/তোমার চুলে জড়ানো।[১৩৩]

মাহবুব তালুকদারে নিখাঁদ ভালবাসার আর্তি প্রকাশ পেয়েছে 'ভালবাসার পংক্তিমালা' কবিতায়

তোমাকে ভালবাসি বলেই জীবন এত মধুরতর[১৩৪]

এই ভালবাসা কবি চায় তাঁর একার হোক। তাই বলে উঠেন

তুমি কেন বৃন্তহীন ফুল হলে না/তাহলে ডালে ডালে বাতাসের গুঞ্জরণ ও ফিসফিস শব্দ উঠত না।[১৩৫]

ভালবাসার মদির রসে কবি সিক্ত। তাই প্রিয়তমাকে একান্ত করে পাবার বাসনা তাঁর উদগ্র।

এক ব্যর্থ অথবা ভিতু প্রেমিকের জবানি 'হায় মায়াবী জানালা' কবিতাটি। নাসির আহমেদ কবিতার ছত্রে ছত্রে পরাজয়ের গ্লানি শব্দময় করে তুলেছেন

আমি তো জেনেছি প্রেম হবে না আমার অন্তত তোমার সাথে[১৩৬]

কিন্তু কেন হবে না; কী তাদের মধ্যে ব্যবধান তৈরি করেছে অজানা রয়ে গেল। শুধু হৃদয়ের ব্যকুলতা প্রকাশ পেল আর প্রেম হবে না বলে বিলাপ করা হল।

প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের মনে চেতনে অবচেতনে এক সময় প্রিয়ার আসন স্থাপিত হয়। শৈশব কৈশোরের স্বপ্নময় দিনের অবসান ঘটে জান্তব জঙ্গব চেতনায়। কবি সিকদার আমিনুল হক "তোমাকে দেখি, তাকে দেখি" কবিতায় মানব প্রকৃতির উপরোক্ত রূপটি অবলোকন করেছেন

স্বপ্ন আর ইন্দ্রজাল নিয়ে মননের আস্তাকুঁড়ে/থাকার শৈশব আর নেই। তাই পারি না।/তাই নক্ষত্রের মধ্যরাতে নিরুত্তাপ বিতৃষ্ণায় বসে বসে জপবো তোমার নাম;[১৩৭]

সৃষ্টির আদি থেকে এই চেতনা জীব জগতে প্রবহমান যার স্থিতি পৃথিবী বিনাশ পর্যন্ত থাকবে অব্যাহত।

নারী-পুরুষের জঙ্গম সঙ্গম চেতনা প্রাগৈতিহাসিক। তাবৎ পৃথিবীর প্রেমিক চায় তার প্রিয়তমার কালো কেশরাশিতে মুখ লুকাতে। প্রিয়ার মধুর আলিঙ্গনে সিক্ত হতে প্রেমিকের আকুলতা সতত সঞ্চরমান এবং মনোপ্রশান্তির এক অপার সোপান। কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ অনেকটাই ফ্রয়েডিয় চেতনায় আবিষ্ট 'তোমাকে দেখবো বলে' কবিতায়। কবিপ্রিয়া মালতী অভিমানে বিমুখ কবির প্রতি। এই বিমুখতা কবিকে আহত করছে, কাতর করছে। তাই তিনি ছুটে আসছেন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে

তোমাকে দেখবো বলে আমি ছুটে এসেছি/সুমেরু বিত্তের হিমশীতল/ধুধু তুষার পেরিয়ে।[১৩৮]

কবির এ যাত্রাপথে প্রিয়া যেন তার ছায়াসঙ্গী

একমাত্র তোমার স্বপ্ন আমার হৃদয়ে/মায়াময় মরুজ্যোতি।[১৩৯]

তাই কঠিন পথ বাঁধা তিনি অতিক্রম করতে পেরেছেন অবলীলায়

অগ্নিগিরির সামনে দিয়ে চলেছি অক্লান্ত।[১৪০]

কবির লক্ষ তাঁর প্রিয়তমা। চড়াই-উৎড়াই ভাঙার মতো দূরন্ত সাহস তার বুকের গভীরে। চলতি পথে কবি ভাবনায় দোলায়মান তার প্রিয়তমা। চলচ্চিত্রের মতো কবির চোখে ভেসে ওঠে তার প্রিয়তমা অবয়ব

কিন্তু জানি তুমি কুয়াশার চাদর জড়িয়ে/এলোচুলে শুয়ে আছ/ফসল তোলা মাঠের প্রচ্ছদে পোয়ালী নদীর/ঝিকিমিকি স্ফটিক পালকে/এখানে ওখানে খড়ের আগুন, ধোঁয়া ঝাঁকে ঝাঁকে/শালিকেরা কিচির মিচির করে/যাচ্ছে উড়ে;[১৪১]

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম বাংলার আবহমান রূপের মধ্যে কবি অনুভব করেন তার প্রিয়াকে। আগাগোড়া কবিতাটিতে কবির প্রিয়ার সঙ্গ লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা যেমন উক্ত হয়েছে তেমনি ওঠে এসেছে ভ্রমণপিপাসু কবি মনের ভৌগোলিক চিত্রের ছায়াচিত্র। শেষের পংক্তিগুলোতে কবিকে পুরোপুরিই ফ্রায়েডিয় চেতনায় চুড় হতে দেখা যায়

> অস্ফুট যাতনা পাও, কোরক স্তবকে যদি মন্দ মন্দ স্তনভার/কিঞ্চিৎ কাঁচুলি শিথিল করো হলুদ প্রলেপ যেন/মৃদুল বাতাসে শান্তি পাবে।[১৮২]

অথবা

> বিরহে বিলীন তুমি ও মালতী নিবিড় কামরসে বিষাদে প্রতিমা/এক বুক ঝড় নিয়ে মৌন, স্তব্ধ, সিক্তা হয়ে আছো মনোলিনা/যাচ্ছি আমি যাচ্ছি দ্রুতযান রেলগাড়ি চড়ে আর হবে না আমার দেরী/একটি তিমির রাত্রি হবে আমি আলিঙ্গনে ভাঙাতে/তোমার অভিমান।[১৮৩]

আল মাহমুদ রচিত 'সজলমুখী' একটি সনেটজাত কবিতা। বার লাইনের এই কবিতাটির প্রথম আট লাইন এবং পরে চার লাইন। প্রথম আট লাইনে প্রতিটিতে বারটি করে অক্ষর এবং এর মিল বিন্যাস যথাক্রমে কগ, খঘ। পরবর্তী চার লাইনে আবার অক্ষর বিন্যাসে একটু ভিন্নতা আছে। প্রথম দুই লাইনে তেরটি করে অক্ষর। তৃতীয় লাইনে বারটি এবং চতুর্থ লাইনে সাতটি। এখানকার মিল বিন্যাসও অবশ্য কগ ও খঘ। প্রথম আট লাইনে কবি তার প্রিয়তমার কথা বলেছেন নদী, আকাশ আর বাংলার চিরায়ত রূপের আবরণে

> নদীর কথা বলা মানেই বুকে/আস্তে নড়ে জলের ঢেউ ঘোলা,/তোমার নাম ভাবলে ভাসে চোখে/বালিশে লাল গোলাপ ফুল তোলা।[১৮৪]

দ্বিতীয় স্তবকে কবির স্বাপ্নিক প্রিয়তমা সশরীরে হাজির। আর ধূয়াশা নয় কুয়াশার আবরণ নয় জান্তব প্রেমিক কবির সামনে

> এসেছে সেই যুবতী যার হাতে/চিরকালের কবির দেওয়া বালা,/নকশা কাটা তারায় ভরা রাতে/রূপোলী এক থালা।[১৮৫]

'রৌদ্রে অবগাহন' কবিতায় কবি খালেদা এদিব চৌধুরী এক পরিশুদ্ধ প্রেমের কথা বলেছেন। তাঁর প্রেমিকের জন্য জয় করেছেন পৃথিবীর সকল প্রতিকূলতা। সুগভীর সমুদ্র অথবা সুবিস্তৃত বনভূমি কবি পাড়ি দিয়েছেন মনের মানুষের জন্যে। পেয়েছেন কাঙ্ক্ষিত সফলতাও

> পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের বিনিময়ে-/তোমার জন্যে এ সঞ্চয় শুধুর তোমার জন্যে[১৮৬]

এত পাওয়ায়ও কবি শংকামুক্ত নন। বহু সাধনায় লব্ধ জয় যদি কোন কারণে স্ফীত হয়ে যায় এই ভয় তার হৃদয় বীণায় বেজে ওঠে অমনি শংকেতরূপে

> জানি না সে শ্রম, মেধা, অহংকার এবং সমস্ত বিশ্বাস কতকাল সুহৃদের মতো জ্বলবে মৃত্তিকায়।[১৮৭]

'নন্দিনী তোমার জন্য' কবিতাটি ত্রিমাত্রিকা লাভ করেছে। নাসির আহমেদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর শব্দ চয়নের বিচক্ষণতায়। যে কোন পাঠকের 'নন্দিনীকে' একজন প্রেমিকরূপে আখ্যায়িত করা স্বাভাবিক। বিশেষত যখন কবি বলে ওঠেন

> তুমি প্রেম, বিজ্ঞান সভ্যতা/তাই তুমিহীনতায় মুখের উপর বন্ধ হয়ে গেলো/সাফল্যের সমস্ত দরোজা।[১৮৮]

অথবা

> তোমার জন্যে সম্ভাবনাময় এক যুবকের বুক বিরান প্রান্তর আজ।[১৮৯]

এটাই কবির অভিপ্রেত কী না তা বোঝা মুশকিল। কারণ কোন সচেতন পাঠক যখন দেখেন কবিতায় লেখা আছে

> তুমি গেলে/ধাতব এ নগরীর কঠিন কংক্রিট/মুখ থুবড়ে পড়ে আছে শ্যামল সুন্দর বন।[১৯০]

তাই কবির আহ্বান

> ফিরে এসো হে কল্যাণ দ্রবার্দ্র নন্দিনী/হে প্রেম, হে স্বপ্নময়ী। সবুজ পাতার গন্ধে/আবার উঠুক ভরে ডিজেলের ভারাক্রান্ত দুঃখের শহর।[১৯১]

এ পর্যায়ে একথা ভাবাটা অন্যায় হবে না যে কবি আমাদের ক্রমোবনতিশীল বনভূমির পূর্ণজন্মের কথা বলতে চেয়েছেন। অথবা ভাবা যায় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে গণমানুষের কাঙ্ক্ষিত যে সাফল্য বা গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা তাঁর পূর্ণবহালের দাবি স্পষ্ট হয়েছে কবিতায়।

প্রেমকে বয়সের ফ্রেমে আটকানো যায় না। নর-নারীর সম্পর্ক প্রাগৈতিহাসিক, জৈবিক সম্মোহনকারী। লোকনিন্দা বা লোকভর্ৎসনার ভয়ে কেউ প্রেম থেকে বিরত থাকে নি। কবি সানাউল হকও নন। 'তিরিশোত্তর এই শীতে' কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়ার আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব

> হৃদয়ে অক্ষয় বন্দনা, নিঃশ্বাসে অমর বিষপান-শব্দ/আজো তোমারই জন্যে বসে থাকা/লোকে বলুক ছেলে খেলা।[১৯২]

কবির তনুমন তাঁর প্রিয়ার প্রতীক্ষায় উষ্ণ

> গরম কফির পেয়ালার চেয়ে/তোমার ঠোঁটের কাছে বিড়বিড় উষ্ণ/মেজাজী বয়সের উত্তাপ রেখে যাওয়া ভাল।[১৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

'তুমিঃ প্রিয়তম শব্দ, প্রিয় প্রসঙ্গ' কবিতাটি একটু ভিন্ন সুরে রচনা করেন সানাউল হক খান। উত্তম পুরুষের আরাধ্য কী? ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই চাওয়া ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু কবি সানাউল হক খানের কাছে তাঁর একমাত্র আরাধনার বিষয় হল- 'তুমি'। 'তুমি' কে? এর উত্তর সহজ নয়। এ তুমি কী কবির প্রিয়া বা কোন নারী? না কী অসীম করুণাময় পরমসৃষ্টিকর্তা! সে যেই হোক কবি প্রিয় সম্বোধন হল 'তুমি'

> যে তুমি আহ্নিক ইশারায় ছড়িয়ে দাও ঈশানের মেঘ/আণবিক বৃষ্টিপাতে ভস্ম করো কিষাণের চোখ/রক্তিম আক্রোশে, অপচয়ে, ঠেলে দাও/স্বেচ্ছাচারের অসুরঘরে মেধা ও মনন/সেই তুমি বালুচরে গ'ড়ে তোলো হলুদ বিয়ে বাড়ি/হাহাকার ধুয়ে দাও নবজাত শিশুর লালায়।[১৫৪]

গ্রিক পুরানকে উপজীব্য করে সৈয়দ আলী আহসান রচনা করেন 'প্রেম' কবিতাটি। এর দুটো অংশ। প্রথম অংশে সৌন্দর্যের স্বকীয়তার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে নিখাঁদ প্রেমের কথা। সৌন্দর্যকে একটি একক হিসেবে অবিহিত করে এর বিনাস বা মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন এভাবে

> সৌন্দর্যকেও একটি মৃত্যুবরণ করতে হয়,/যার অধিগম্যতায় মানুষ এবং দেবতারা পরাজিত হয়/তার নিষ্ঠুরতায় জিউস দেবতার লৌহকপাট তুল্য বক্ষ
> কম্পিত হয় না।[১৫৫]

কিন্তু এই দেবতা বশীভূত হয়

> একমাত্র প্রেম জিউসকে দুর্বল করেছিল।[১৫৬]

এই প্রেমের মাহত্ব প্রকাশ পায় আরো গভীরভাবে যখন কবি বলেন

> বিশ্রাম নামুক এবং প্রেম আমাকে আবৃত্ত করুক।/প্রেমকে নিয়েই আমি বিশ্রামের অতলতায় নামবো।[১৫৭]

একটা সময়ে এসে কবি রুদ্র মুহম্মদ শাহিদুল্লাহ জীবন সম্পর্কে চরম সন্দীহান হয়ে পড়েন। চেতনা প্রবাহের বেড়াজালে আটকে পড়ে তার মনন, চেতনা শক্তি এমন কি যাপিত জীবনের ইতিবৃত্ত। 'জীবন যাপন-২ কবিতায় তাকে সন্দিহান হতে দেখি, যখন তিনি বলেন

> আমরা কি পরস্পরকে অবিশ্বাস করছি।[১৫৮]

এর কারণ তিনি খুঁজছেন। তিনি দেখতে পাচ্ছেন

> একটি হাত কেবলই দুদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে দু'জনে মুখ/পরস্পরের দিকে পাকিয়ে আমরা ক্রমশ অনুতপ্ত হয়ে পড়ছি।[১৫৯]

গ. মানুষ ও প্রকৃতিবিষয়ক

কবির কল্পনা ভাবনা কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা মেনে চলে না। মুদ্দাকথা কবিতার কোন গাইড থাকে না। কবি যা দেখেন, হৃদয়ঙ্গম করেন শব্দ এবং ভাব এক করে তার রূপ দেন। এই রূপ একদিকে প্রকৃতির অবয়বে সীমায়ীত থাকে। আবার কখনো মূর্ত হয়ে উঠে সজীব সচল চিরায়ত মানসসত্তায়। কখনো কখনো কোন কবির ভাবনায় মানবী এবং প্রকৃতি হয়ে উঠে এক ও অভিন্ন সত্তা। 'ঝরা পাতাদের গান' কবিতায় মাহবুব সাদিক প্রকৃতির সাথে মানব মনের সম্মিলনের কথা বলেছেন। বৃক্ষ প্রকৃতির এক অপরিহার্য উপাদান। বৃক্ষের পত্র যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর রূপ বৈচিত্র্য তৈরিতে নিরত। ঋতু পরিক্রমায় পত্র রূপ বদলায়। সবুজ হয় ফিকে, ফিকে হয় হলুদ, আর হলুদ পাতা কালের আবর্তে লাল হয়ে ঝড়ে পড়ে পৃথিবীর বুকে। এই ঝড়ে পড়ার মধ্যে নিহিত চিরন্তন একটি দর্শন। পুরাতনের বিদায় নতুনের আগমন বার্তা। কবি এই ঝরা পাতার গান শুনে কী উপলব্ধি করেন? তাঁর চেতনায় অনুরণিত হয়

> আমরা দ'জনে ফের ভোরবেলা বাগানে বেড়াবো পাতা ঝড়ে আছে, পাতারা ঝড়ছে ঘাসে, ঘাসের বিছানা বুক পেতে ধরে আছে ঝরাপাতাদের অভিমান।[১৬০]

এই হল পৃথিবীর অমোঘ রীতি। একে অস্বীকার নয় কবি বরং এই সত্যটাকে স্বীকার করে উন্মুখ হয়ে বলে ওঠেন

> আমার সবুজ স্বপ্ন যেখান হলুদ পাতায় ডুবে আছে।[১৬১]

কবির স্বাধীনতা অসীম। পার্থিব অপার্থিব যে কোন বিষয়কেই কবি তাঁর বাণীছন্দে আবদ্ধ করতে পারেন। একটি তুচ্ছ ঘটনাও কবির কবিত্ব শক্তির অপার মহীমায় বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারে। কবি কল্পনা কোন আনুষ্ঠানিকতা বা আড়ম্বরতার কাছে দায়বদ্ধ নয়। বরং নিজের চেতনাকে নিরাড়ম্বরভাবে সার্বজনীন করার মধ্যে বিস্তৃত। আধুনিক বাংলা কবিতা ষাট বা সত্তর দশক পেরিয়ে আশির দশকে এসে অধিক মাত্রায় মন্মথ হয়ে পড়ে। সমাজের চেতনা কবিকে আড়ষ্ট করে বেশি। মাহবুব বারী একেবারেই তাঁর নিজস্ব একটি বিষয়কে কবিতায় রূপ দিয়েছেন শৈল্পিকভাবে। দীর্ঘ অপেক্ষার পর তাঁর প্রণয়কাল উপস্থিত। প্রতিটি নর বা নারীর

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্ন থাকে ঘর বাঁধার, জীবনের পূর্ণতার লাভ করার। সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিরূপতা অনেকসময় এ প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্থ করে। বৃষ্টি এমন একটি প্রাকৃতিক উপাদান। কবির আশংকা অব্যাহত বৃষ্টি তাঁর শুভ পরিণয়কে হয়তো বাঁধাগ্রস্থ করবে। কিন্তু প্রকৃতি তাঁর প্রতি সদয় হয়েছে। বৃষ্টিহীন তিনটি দিন তিনি পেয়েছেন। তাই কৃতজ্ঞার বাণী ঝরছে তাঁর কণ্ঠে থেকে

> অনবরত বৃষ্টিপাতের মধ্যে এই তিন দিন কোন বৃষ্টি ছিলো না বৃষ্টি ও আকাশ প্রভুকে ধন্যবাদ।[১৬২]

প্রকৃতির প্রতি এই কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি কবি তাঁর প্রিয়তমাকে শুনিয়েছেন তাঁর অপেক্ষার প্রহরগুলোর কথা

> তুমি আসবে বলে রাত্রিবেলা ঘরের আলোগুলো উজ্জল হয়েছিল/আলেকজান্দ্রিয়ার বাতিঘরের মতো। তুমি আসবে বলে/আমার হৃদয়ের ভেতরে সবুজ জ্বালার মতো রোপন করেছিলাম একটি বিশ্বাসকে।[১৬৩]

কবিতায় উপমার ব্যবহার লক্ষণীয়। পাঠক মিষ্টি প্রেমের একটি আমেজ উপভোগে সক্ষম হবে 'বৃষ্টি ও আকাশের প্রভুকে ধন্যবাদ' নামক কবিতাটি পাঠান্তে।

সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে মানুষের ইতিবাচক দিকগুলো খুন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। মানবিকতা মার খাচ্ছে যন্ত্রসভ্যতার হাতে। মানুষ আজ এক বিশাল চক্রজালে আবদ্ধ। পুঁজিবাদের ধারক ও লালকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিকাশ ঘটাচ্ছে নব নব যন্ত্রের। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ সবকিছুই আজ সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে। কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ 'রেলপথ' কবিতায় এ কথাগুলোই বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে রেলপথ হল

> সভ্যতার একটা জালের মতো/তার হাত থেকে নিস্তার নেই কারো।[১৬৪]

অথচ কবি চান প্রকৃতির উদারতায় জীবন যাপন করতে। কোন কৃত্রিমতা নয়, কোন মোহ নয় সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক জীবন তাঁর কাম্য।

পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সৃষ্টি অগ্নিগিরির লাভা থেকে। তারা বলছেন এ পৃথিবী এক সময় উত্তপ্ত ছিল। ক্রমে বরফ জমে জমে মানুষের বাসোপযোগী হয়ে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা রূপ নিয়েছে। কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী 'নারী ও আগ্নেয়গিরি' কবিতায় পৃথিবীর তৈরী হওয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে নারীর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। তাঁর মতে নারী-ই পৃথিবী। তাই বলে ওঠেন

> সে তার সমস্ত দেহ খুলে দিলো-অগ্নিমুখে/যৌবনের শিলারাশি অফুরন্ত চাঞ্চল্য ও ত্যাগে/এক টুকরো ভারি মেঘ আর কিছু ফিকে নীল ছুঁতে ছুঁতে/লাভায় ও লাস্যে ভরিয়ে দিলো সমুদ্রের নোনা পানি, উর্মিমালা/একটি জন্মের সঙ্গে মিশে যায় আরেকটি প্রজন্ম।[১৬৫]

এভাবেই কবি নারী ও পৃথিবীকে একে অপরের সাথে প্রতিতুলনা করেছেন।

কবির মন সতত সঞ্চরমান। নিত্য সংঘটিত নান ঘটনা যেমন কবিকে আক্রান্ত করে তেমনি চিরায়ত অনেক বিষয়ও কবি মনকে আপ্লুত করে উন্মুখ করে। 'বৃষ্টির বিবৃতি' কবিতায় কবি আল মাহমুদ আমাদের প্রকৃতির এক চিরস্থায়ী উপাদান বৃষ্টিকে শিল্পসুষমায় উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের বৃষ্টির প্রধান উৎস বঙ্গোপসাগর। এই সাগরের বহুমাত্রিক প্রভাবে এতদঞ্চলের জনবসতি আন্দোলিত হয় অবহেলিত হয়, হয় নিয়ন্ত্রিতও। কবি বঙ্গোপসাগরেই যে বাংলাদেশের বৃষ্টির প্রধান আঁধার তার একটি বয়ান দিয়েছেন কবিতায়। আল মাহমুদের কবিতায় উপমা ব্যবহার সবসময়ই ওৎসুক্যের দাবি রাখে। 'বৃষ্টির বিবৃতি' কবিতায়ও আমরা দেখতে পাই তার উপমা ব্যবহারে মুন্সিয়ানা। দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে

> এখনও তেমনি আছি অবিমৃশ্য কবির মতই/ফাটা ঠোঁটে বলি, ওগো ভালবাসি তোমাকে কেবলই,/যেমন চিলে দৃষ্টি ভূপৃষ্ঠের খাদ্য খুঁজে ফেরে/যেমন মেঘের ভেলা ভেসে গিয়ে কাঞ্চনজংঘাকে/দারুন বেষ্টন দিয়ে শুরু করে জলের গুঞ্জন[১৬৬]

আল মাহমুদের কবিতায় গ্রাম-বাংলার ছবি সজীব এক সত্ত্বা। 'অস্পষ্ট স্টেশন' কবিতায় 'ফুলতলী' স্টেশনের অন্তড়ালে বস্তুত চিরায়ত গ্রাম বাংলার কথাই উঠে এসেছে

> আমি সর্ষে ক্ষেতের পাশ দিয়ে, মটর শুটির ঝোপ মাড়িয়ে/সেই গায়ের হিজলতলায় দাড়াতেই গায়ের বৌ-ঝিরা/মাছের মত ঝাঁক বেধে আমাকে ঘিরে দাড়ালো।[১৬৭]

কবির এ মধুর স্মৃতি আজ আর স্পষ্ট নয়। তাঁর চোখ কেবলই ভেসে উঠে একটি স্টেশন যেখানে থেকে নেমে তিনি গিয়েছিলেন একটি গ্রামে আর গ্রামের সাধারণ মানুষের স্যান্নিধ্যে তিনি পেয়েছিল পরম মমতা, ভালবাসা সুখী অর্ভ্যথনা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসকে যেন কবিতায় রূপায়িত করেছেন রফিক আজাদ 'নদী' কবিতায়। নদী বাঙালি জীবন-যাত্রায় এক সজীবসত্তা। ধর্মে-কর্মে, জনমে-মরনে সকল ক্ষেত্রে নদী বাঙালিকে শাসন করে, আপন করে, লালন করে। এ নদীর যেমন আছে মমতা তেমনি আছে ভয়াবহতা

> ভাঙন প্রবণ নদীর তীরে যাদের আবাস তারা সুখে নেই বরং দুঃখেই কাটে তাদের দিনকাল।[১৬৮]

অথবা

> *না খেয়ে না দেয়ে কাটে দিনরাত ঝড়ে বা বাদলে/শতছিদ্র বেড়াজালে যা তারা নৌকায় টেনে তোলে/জলের রূপালি শস্য তার প্রায় পুরোটাই যায়/লোলজিহ্বার মধ্যস্বত্বভোগী মহাজনের মুঠোয়।*[১৬৯]

কেতুপুর গ্রামের জীবন চিত্র অবলোকন করলে আমরা এ কবিতার প্রতিটি লাইন উপলব্ধি করতে পারব, হৃদয়ঙ্গম করতে পারব।

শামসুল ইসলামে রচিত '*নীলকণ্ঠ পাখি খোঁজে*' কবিতার শুরুটা নাটকীয়। কবির দৃঢ় বিশ্বাস

> বাতাসের গতিবিধি জানে পাখি, জানে ছলাকালা পাখনায়[১৭০]

তাই যেখানে সেখানে নোঙর করে না নীলকণ্ঠ পাখি। অথচ কবি শামসুল ইসলাম উন্মুখ হয়ে অপেক্ষায় আছেন কখন নীলকণ্ঠ পাখি পাওয়া যাবে। কিন্তু

> বাষ্পীভূত হয়ে যায় জলীয় প্রেমের ধারা, রমণী ঠমক-/*নিতম্ব খঞ্জন নৃত্যকলাকর্ম রিবহপ্রধান দেশে/ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস মাত্র, ফুটবে না কোনদিন* প্রধান কুসুম?/বাতাসের গতিবিধি জানে পাখি, পাখার পালক খসে যায়।[১৭১]

ঘ. জীবনদর্শনবিষয়ক

যাপিতজীবনের যে অভিজ্ঞতা তাই মূলত মানুষের জীবনদর্শন। কোন বিশেজ্ঞ মতামত নয়, নয় কোন তাত্ত্বিকতা। জীবনই জীবনকে জানার শ্রেষ্ট মাধ্যম। এই বিষয়গুলো খুঁজে পাওয়া যায় জীবনদর্শনবিষয়ক কবিতাবলিতে। পৃথিবীতে আসা না আসা, কারো ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় নয়। প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়মে মানুষ মাতৃজঠর থেকে ধূলিময় পৃথিবীতে আগমন করে। জন্মের পর উদয়াস্ত পরিশ্রম করে একসময় চির নিদ্রায় শায়িত হয়। কিন্তু এর আগে মানুষকে তার চারপাশ কর্মমুখর করে রাখতে হয়। পরিবেশ প্রতিবেশকে রাখতে হয় সচল, সজল, সঞ্চরমান। বিশ্রাম নেবার এতটুকু ফুসরৎ এখানে নেই। এমন একটি ধারণা ফুটে উঠেছে সানাউল হক খান রচিত- 'বিশ্রামের আগে' কবিতায়। তাঁর 'রূপসনাতন' কবিতায় ফুটে ওঠেছে সৌন্দর্যবোধের বিশুদ্ধতার কথা। কবির মনে হচ্ছে হৃদয়ের শুদ্ধতা যতদিন বিদ্যমান ততোদিন মাতৃভূমিসহ সবকিছুই সুন্দর অমলিন

> *যতদিন সৌন্দর্যবোধ লুকানো স্বপ্নে সুষমা/ততোদিন আমি পায়ে হেঁটে যাবো/অজস্রবর্গমাইলের মোহনকামী কালিন্দীর বুকে/ঠিক ততোদিন* আমার জন্মভূমি বেদনাপ্লুত রক্তে/রক্তের স্রোতে সুন্দর।[১৭২]

মনুষত্ব, প্রেম সবকিছুতেই উচিত সত্য সুন্দর বিশুদ্ধরুচির ইতিবাচক উপস্থাপনা।

জীবনের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন কবি হাসান হাফিজুর রহমান। যৌবনের উদ্দমতায় এক সময় পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে বেড়িয়েছেন দিগ্বিদিক। পেছনে ফিরে তাকানোর ফুসরৎ ছিল না এতটুকু। শুধু সামনে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু এ চলারও শেষ আছে। এক সময় কবিকে থমকে দাঁড়াতে হয়। নিজের ক্ষমতা নিজের সীমানা নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। 'আমার সীমানা' কবিতায় এ প্রশ্নেরই সমাধান খুঁজছেন। পথ পরিক্রমার এক পর্যায়ে এসে কবির উপলব্ধি হয়

> ক্রমশই শূন্যতার দিকে ফেলছি পা।[১৭৩]

এ ভাবনা কবিকে আহত করে, ব্যথিত করে। অথচ এক সময়

> রাজপথ, দর্পিত নগরী, কিংবা ছলভরা ঋতুর নিসর্গ/সবি করতালি দিয়ে ডেকেছে আমাকে,/তখুনি তখুনি দিগ্বিদিকে/গেছি ছুটে।[১৭৪]

কবির এ আবেগময় জীবন আজ নতুন অধ্যায়ের বিভাজনে আবদ্ধ

> আমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাপে সমস্ত নতুন/পুরনোর অনাদি বর্নোদি খাপে সুনিশ্চিত করে নিছে স্থান।[১৭৫]

এ পরিস্থিতিতে কবির ঠাঁই নিতান্ত গৌণ। তাই তিনি ভাবছেন

> *নিজেকে হাতড়িয়ে যতটুকু পাই, তার বেশী আমি নই, পৃথিবীটা পৃথিবীরই।*[১৭৬]

মানব সত্তার এক অমোঘ বিস্ময় সে যা দেখে তার চেয়ে বেশি কিছু দেখতে চায়। তাঁর কল্পনার শ্বেতঅশ্ব উর্ণনাভ ভেদ করে উড়ে বেড়াতে চায় উর্ধ্বলোকে। চেতনার বর্হিভূত শক্তিকে আত্মস্থ করতে চায় নিজস্বসত্তায় বিলীন করে। সৈয়দ আলী আহসান '*শেষ বিশ্রাম*' কবিতায় এমনি উদ্‌ভ্রান্ত

> *আমি হৃদয়কে নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলাম/সমুদ্রের গভীরে*[১৭৭]

Dhaka University Institutional Repository

অথবা

> আমি চেয়েছিলাম প্রাগৈতিহাসিক যুগের/দ্রুত ধাবমান অশ্বগুলোকে/প্রাচীন প্রস্তর যুগের বহ্নুৎসবের লেলিহান শিখায়/যেন অকুতভয়ে দুর্গম অতিক্রম করতে পারি[১৭৮]

কিন্তু কবি এর কিছুই পারেন নি। মানুষের অবচেতন মন কল্পলোকের পাখায় ভর করে মেঘে মেঘে ভাসতে চায় কিন্তু মাটির পরশ তাকে একসময় বাস্তবতার চরম সত্যে নামিয়ে আনে। কবিও এর ব্যতিক্রম নন

> কিন্তু পৃথিবীর বৃষ্টি বিন্দুর বিনয় নম্রতায়/সলজ নয়নের উদ্ভাসিত কাতরতায়/বাহুর কম্পমান সম্ভাষণে/পৃথিবীর ক্ষণকালীনতায়/আমাকে তুলে ধরলাম-/এখানে আমার শান্তি/মাটিতেই আমার শেষ বিশ্রাম।[১৭৯]

মানুষ মাত্রেরই চেতনালোকের রূপান্তর ঘটে বহুমাত্রিকতায়। অনুভূতির সুক্ষ্মতম অংশও মানুষের সঞ্চরমান মনকে আন্দোলিত করে উদ্বেলিত করে। কবি সানাউল হক খান 'ঘৃণা মনস্তাত্ত্বিক' কবিতায় তাঁর মানসলোকের রূপান্তরের কথা বলেছেন বাঙ্ময়ভাবে। কবির আড্ডা চলছিল একটা ইতিবাচক পরিবেশনায়। জ্যোৎস্নালোকে চীনাবাদাম অথবা রবীন্দ্রনাথের গান উপভোগ্য বটে

> আমরা একে অপরের বুকের ভেতর থেকে/অন্তর্গত সূতোগুলো টেনে টেনে বের করছিলাম/লাল সূতো, নীল সূতো, কালো সূতো,/এবং আরো কতো মানবিক দীর্ঘসূতো।[১৮০]

এভাবেই আন্তরিক পরিমণ্ডলে পরস্পর পরস্পরের ভাব বিনিময় চলছিল। ছিল না কোন অশুভ ঈঙ্গিত অথবা পাপ চিন্তা। কিন্তু হঠাৎ করেই বদলে গেল দৃশ্যপট। চীনাবাদামের স্থান দখল করল সিগারেট। সুন্দর শুভবোধের অবসান ঘটল জৈবক তাড়নায়

> কয়েক রাশ এলো চুল ময়ূরের চেয়ে রেশমী আর প্রভাবময়।[১৮১]

এই মোহজালে আবেষ্টিত হয়ে তাদের সকল সৌন্দর্যচর্চার অবসান ঘটল

> নিজেদেরই অসহায় ঠোঁটে, জিভ গ্রীবা আর মায়া মমতার কাছে।[১৮২]

যে শুদ্ধচেতনা নিয়ে কবির পথচলা শুরু হয়েছিল তার বসান হল

> আমরা কি পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম সেই ঘৃণার জন্যে।[১৮৩]

মহাসমুদ্র পাড়ি দিতে প্রয়োজন কম্পাসের সঠিক রিডিং জানা। কম্পাসের অণুকম্পন বুঝতে ভুল হলে ভুলণ্ঠিত হবে দরিয়া পারাপার। আবার মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রয়োজন সঠিক নিশানা। লক্ষ স্থির না থাকলে সফলতা ধরা দুরূহ। এমনি এক বিষয় নিয়ে 'অনুকম্পা ও স্বপ্নের ছায়া' কবিতাটি রচনা করেন হাবীবুল্লাহ সিরাজী। কবির চিন্তায় নাবিক স্বার্থক হবে তখন যখন কম্পাসের কম্পন যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারবে। অনুরূপ মানুষের আকাঙ্ক্ষা,

> প্রতিরাত স্বপ্নময় প্রতিদিন ছায়ার প্রতীক/চুম্বকের পাশাপাশি বসে থাকে দু'জন নাবিক।[১৮৪]

কবিরা স্বভাবত পৃথিবীটাকে চায় নির্মল, নিষ্পাপ আর নিঃশঙ্কুল রাখতে। কোথাও এতটুকু অন্যায় অনাচার দেখলে তাঁদের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠে। সমাজের আর দশজন সাধারণ মানুষের মত হয় না তাদের রিঅ্যাক্ট। বোধের কাছে কবিরা দায়বদ্ধ। তাই প্রতিবাদ, তাদের কলামে উঠে আসে সতত স্বতঃস্ফূর্ত। 'অলৌকিক আয়না' আব্দুস সাত্তারের এমনি একটি কবিতা। পুরাণ থেকে উপাদান এনে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কীভাবে পাপীরা সংশোধিত হত

> হাতেম তাঈর সেই অলৌকিক আয়না এখন/কোথাও যাবে কি পাওয়া? যে দর্পনে বীভৎস দানব/নিজের চেহারা দেখে নিজেই একদা তনুমন/অনুতাপে ছিড়েখুড়ে মৃত্যুর জঠরে রাখবে সব।[১৮৫]

অথবা

> পাবো কি সেই রামায়ণে বর্ণিত দর্পণ/যেখানে বিম্বিত হয়ে নিজেই রচনা করে শব নিজের![১৮৬]

কবি এমন একটি আয়না বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কারণ

> পাপের দানব আর লোলুপ স্বার্থের চোখ যাতা/রক্তের ভাষায় তোলে অট্টহাসি, নীরিহ জীবন/ভয়ার্ত মৃগের মতো গোঙ্গায় মৃত্যুর অবয়বে।[১৮৭]

বাঙালিকে বলা হয় শংকর জাতি। আর্য, অনার্য, অস্ট্রিক, নিগ্রো, দ্রাবিড় বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গঠিত বাঙালি জাতির শারীরিক অবয়ব। বাংলা সাহিত্যে বাঙালি জাতিসত্তার এই রূপ ফুটে উঠেছে নানাভাবে। আবু হাসান শাহরিয়ার 'কৃষ্ণকীর্তন' কবিতায় আমাদের জাতিসত্তার প্রসঙ্গ তুলে এনে কৃষ্ণত্বকে মাহমন্বিত করেছেন

> আমি জানি দ্রাবিড়েরা মিশকালো ছিলো-/আমাদের আদি পুরুষেরা[১৮৮]

হয়ত এই কারণে কবি সচেতনভাবে কালো মেয়ের প্রশস্তি গেয়েছেন, ভালবেসেছেন

> কালো মেয়ে কালো তার ঠোঁটে[১৮৯]

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্ণত্বের এমনি বর্ণনা আমরা পাই, রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও

কালো তা সে যতই কালো হোক/দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ[১৯০]

বাঙালি সমাজব্যবস্থাপনায় কালো রঙের একটা সমস্যা বিরাজমান। বিশেষত কালো বরণ মেয়েদের বিয়ে নিয়ে আমাদের সাহিত্যে যেমন বিস্তর লেখা আছে, তেমনি বাস্তব জীবনে কালোর বিরূপ প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। এই প্রেক্ষিতে কবির 'কৃষ্ণকীর্তন' পাঠককে ইতিবাচকতায় উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মানব প্রেমের এক অনন্য স্বাক্ষর মহাদেব সাহা রচিত 'আমি তো অটোগ্রাফ চাই' কবিতাটি। চলতি পথে প্রায়শ কবি অটোগ্রাফ দেন হাজারো মানুষকে। কিন্তু জীবনে একটি লগ্নে এসে মনে হল তার এই অটোগ্রাফ দেয়াটা নিস্ফল, ব্যর্থ। কেউ তাকে মনে রাখছে না বা মনে রাখবে না। কাগজ বা পত্র এসবতো ক্ষণস্থায়ী। ধূলোমলায় নিঃশ্বেসে একসময় ভূগর্ভে বিলীন হবে এসব কৃত্রিম উপাদান। ফলে মুছে যাবে তার নামও

আমার নশ্বর নাম ঝরে গেছে তৎক্ষণাৎই সামান্য হাওয়ায়/আর যেটুকু বাকি ছিলো মুছে গেছে শিশিরের বৃষ্টিতে।[১৯১]

তাই কবি আর কোন পার্থিব বস্তুতে অটোগ্রাফ দিতে চান না। বরং তিনি নিজে অটোগ্রাফ চান মানুষের কাছ থেকে। আর সেই অটোগ্রাফ লেখা থাকবে কোন কাগজে নয় তার হৃদয় পটে

আমিও তো অটোগ্রাফ চাই, আমিও তো লিখতে চাই/তোমাদেরই নাম হৃদয়ের গভীর খাতায়।[১৯২]

'অসহায় আদম হাত' জাহানারা আরজুর একটি সনেট কবিতা। এতে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে মানুষের আহাজারি প্রকাশ পেয়েছে। এটি মূল সনেটের গঠনপ্রক্রিয়া অনুসরণ করে অষ্টক ষষ্ঠকে বিভক্ত। মিল বিন্যাসে দেখা যায় কঘ খখ অন্তমিল রক্ষিত হয়েছে। অষ্টকে মহান সৃষ্টিকর্তার কবির জিজ্ঞাসা মানুষের মনে অন্তহীন অশান্তির উপশমের উপায় কী? এবং ষষ্ঠকে কবির যুক্তি একমাত্র মহাপ্রভুর ক্ষমা। তাই আল্লাহ যেন মানুষের ক্ষমা প্রার্থনার হাতকে ফিরিয়ে না দেন

নির্মম আঘাত বুকে নিয়ে খোদা তোমাকে ডাকে/অসহায় আদম হাত তোলে, মার্জনা কর তাকে।[১৯৩]

'অপেক্ষা' কবিতায় সৈয়দ আলী আহসান মানুষের চিরায়ত সত্যটি উপলব্ধি করে অপেক্ষার প্রহর গোনার পরামর্শ দিয়েছেন। কবিতার আবহটি তৈরি হয়েছে একদল অভিযাত্রীদের নিয়ে। যাদের যাত্রাপথে পাহাড় বেষ্টিত গহীন অরণ্য। তাদের এ যাত্রাপথ আটকে রেখেছে একটি বহমান নদী। নদীটি এমন যেখানে পারাপারের ব্যবস্থা নেই।

'অন্য একজন যাত্রী বললো, যদি/নৌকা পেতাম, কিন্তু এ পথে তো নৌকা যায় না। কোন/ইচ্ছাকে সম্বল করলে সৌভাগ্য আসবে,[১৯৪]

এমতাবস্থায় সকল যাত্রী ভীত সন্ত্রস্ত তখন যাত্রীদলের সবচেয়ে প্রবীণ অভিযাত্রী বলে

.........সংকটকে ত্রাসের বিরোধে/ভীষণ বলে মনে করো না, সহ্য করার জন্যইতো/পৃথিবীতে দুঃখ নামে সবকিছুই তো অন্ধকারে যায়;/পর্বতের গুহায় অন্ধকার, সাগরের অতলে অন্ধকার,/হৃদয়ের বিমর্ষতায় অন্ধকার।[১৯৪]

তাই অন্ধকার থেকে মুক্তির জন্য কবির নির্দেশ

সুতরাং অপেক্ষা কর, অনন্তকাল যদি/অপেক্ষা করতে হয় তবুও তবুও তবুও।[১৯৫]

কবিতার উপযুক্ততা কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে :

এক. সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে এর উত্তরণে প্রয়োজন ধৈর্য, সাহস এবং সংকট উত্তরণের দৃঢ় প্রত্যয়।

দুই. স্বাধীনতা উত্তর বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তা অর্জন করতে প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রম, কর্মনিষ্ঠা, ত্যাগ আর দেশপ্রেম।

তিন. যারা বিরহে কাতর, যার সর্বহারা অথবা কোন কারণে হতাশ তাদের প্রতি কবির উদাত্ত আহ্বান উদ্ভূত পরিস্থিতি চিরস্থায়ী নয়। সংকট এক সময় কেটে যাবেই। প্রয়োজন শুধু অপেক্ষা, সুসময়ের অপেক্ষা।

গভীর জীবনবোধের বহিপ্রকাশ ঘটেছে ওমর আলীর 'বেশী দূরে নয়' কবিতায়। মানুষের গন্তব্য কোথায়! আজন্ম তার কর্ম তার বাসনা সবকিছুর মোহনা কোন ঠিকানায়। ওমর আলী গ্রামীণ জনপদের বর্ণানান্তে অকপটে বলে দিয়েছেন এর উত্তর নিশ্চিন্তপুর। নিশ্চিন্তপুর এমন এক ঠিকানা যেখানে নেই কোন ভাবনার পসরা, কর্মের উন্মাদনা অথবা স্বার্থের দ্বন্দ্ব। কারা যাবে সেই নিশ্চিন্ত পুরে! জীব মাত্রকেই আশ্রয় নিতে হবে সেখানে। কবিতায় যেমন প্রকটিত গ্রামীণ জনপদের অকৃত্রিম বর্ণনা তেমনি প্রতিফলিত জীবন বিনাশের দর্শন। কবি যখন বলেন

দূর্বাঘাসের আলপথে পা ডুবিয়ে চলে/যাওয়া যায়[১৯৬]

পরবর্তী প্রশ্ন আসে কোথায়! কবি বর্ণনা করেন

Dhaka University Institutional Repository

> এই তো আমার অতি পরিচিত শ্যামপুর/গোয়ালে বাথান গুদাবাড়ি উল্লাপাড়া/যথেষ্ট ঘাস ফড়িং আর যথেষ্ট বাতাস/ঢোল কলমী ফুটে আছে রক্তিম হাসিতে/পথ পাশে।[১৯৮]

তখন এই জনপদ চিনতে আমাদের ভুল হয় না। এই আমাদের প্রিয় স্বদেশ, মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এখানে চলেছে

> যুবতী বশীরণ স্বামীর বাড়ি/কোলে ছেলে/বেলা পড়ে আসে কমছে রোদের বুঝি তেজ/লোকটার মাথায় একটা টিনের বাকসো/যুবক হায়দার বশীরণের স্বামী/কিসের কথায় অনুভবে হাসছে ওরা/মেয়েলি গায়ের গন্ধে ফুটে আছে সব/ঝোপঝাড়।[১৯৯]

এই চলচ্চিত্র আমাদের মনকে আবেলিত করে বিচলিত করে। কিন্তু পরক্ষণেই কবি যখন বলেন

> দুর্বাঘাসের আলপথে পা ডুবিয়ে চলে/যাওয়া যায়/নিশ্চিন্তপুরে[২০০]

তখন আমরা অবাক বিস্ময়ে কবির পরবর্তী কথাগুলো শুনি

> যারা ছিল করিম কাসেম সফর আলী/আলেয়া হামিদা সবুরণ নেকজান/তারা আজ নেই/এইভাবে আসছে যাচ্ছে আলো ও আঁধার/উঠছে পাকা ধান আবার সবুজ চারা ভরে দিচ্ছে মাঠ।[২০১]

তখন আমাদের মনে আর সংশয় থাকে না মানুষের চিরায়ত সত্যটিও তিনি উপলব্ধি করেছেন-গ্রামীণ জনপদের লীন বিলীনের চিত্রময়তার মধ্যে।

> সবকিছু চেনা যায় কেবল মানুষ/আজীবন দেখে চিনতে পারিনি[২০২]

'কেবল মানুষ' কবিতায় শাহীন রীশাদ এই মানুষকে জানার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ পাত্রভেদে তার রূপ বদলায়। ঋতুবৈচিত্র্য যেমন পৃথিবীকে বৈচিত্র্যময় করে। ঘটনা পরম্পরায় মানুষও তেমনি বৈচিত্র্যময়। তাই কবির মতে সচল সমুদ্রকে হয়তো চেনা সম্ভব অথবা চেনা সম্ভব আলো আঁধারের দিবস-রজনী। কারণ এ সবেরই বাহ্যিক রূপ পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু মানুষ! তার অভ্যন্তরীণ চিত্র তো চাক্ষুষ নয়। তাই

> কেবল চিনতে কেউ পারে না মানুষ[২০৩]

বলে কবি হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন।

'গড় ঠিকানা' কবিতায় কবি আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন এক অজানা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াতে চান। জীবনের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এক সময় তাঁর কাছে মনে হয় পেছনের সবকিছুই নিরর্থক। তাই ধরাবাঁধা জীবন আর তাঁর কাম্য নয়

> সন্ধ্যে সকাল নেইকো তাড়া ঘরে ফেরার, নেই পিছু টান,/ঘরটা তখন পড়োবাড়ি, তাই হয়েছি বেপরোয়া বোহেমিয়ান,/ছন্দে মোড়া তারগুলো সব ছিঁড়ে গেছে বুকের ভিতে,/খাচার পাখি উধাও বনে।[২০৪]

তাঁর এই যাযাবর মন তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠে

> স্মৃতির ঘড়া কি লাভ খুলে? দাও ডুবিয়ে/বদ্ধ কুয়ার কালো জলে/কান্নটাকে দুমড়ে মারো, চেপে রাখা ছাদ ফাটানো/হাসির তলে,/শঙ্খ চিলের মত মেলে মেঘ পেরিয়ে নীলাম্বর শক্ত/ডানা/স্বস্তি পাবে। দারুণ মজা হয়ে যেতে দেশান্তরী গর ঠিকানা।[২০৫]

এই ঠিকানার ঠিকানা কবি খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

যুগভেদে মানুষের জীবনচেতনা রকমারি আবহে দোলায়িত হয়। সামন্ত পরিবার ভেঙে একক পরিবার সৃষ্টি হওয়ার পর বিংশ শতাব্দির মানুষ পরিবারেও হয়ে পড়ে একা, নিঃসঙ্গ। সামাজিক পরিমণ্ডলে যাপিত জীবন যত চ্যালেঞ্জিং এবং বৈচিত্র্যময় নিঃসঙ্গতায় একেবারেই তা অন্যরকম। তাই মানুষের সাহচার্য মানুষের চিরকালীন। এমনি একটি প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া সাইয়িদ আতীকুল্লাহ রচিত 'সত্যি কতোকাল' কবিতায়

> মানুষ থাকলেও যা না থাকলেও তাই/খামোকাই এমন একটা কথা/বলতে পারিনে বলে/একেবারে যাচ্ছে তাই অথৈ অগাধ জলে পড়ে আছি।[২০৬]

তাই কবি খুঁজেছেন মানুষ। যখন যেখানে গেছেন পার্ক কিংবা লোকালয়ের বাইরে কথা বলেছেন মনে মনে বিড়বিড় করে।

> আমি চিরকাল দিনভিকিরি/মানুষের জন্যে/তাকেই আমি দেখতে চাই প্রাণভরে/আর কিছু নয়/আমার চারপাশে মানুষের থাকাটা তাই/বেজায় জরুরী।[২০৭]

কারণ

> এখন যা বলবার ইচ্ছে বলছি কেবলি নিজেকে/যা ইচ্ছে নয় তা আমি মোটেও বলছি নে/না নিজেকে না কারুকে।[২০৮]

অতএব

> মানুষের সাথে মাখামাখি চলছে আমার/কতোকাল হয়ে গেল মনে নেই, সত্যি কতোকাল।[২০৯]

বস্তুত এই হল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষের জন্যই মানুষ। মানুষের জন্যই পৃথিবী এত সুন্দর, এত মধুময়।

মানুষের চাহিদার অন্ত কোথায়। চিরকালীন বহমানতায় লীন মানুষ। কালের স্রোতে ভেসে যায় কত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার গীতি গাঁথা। এই চরম সত্যকে কী এড়ানো যায়। খালেদা এদিব চৌধুরী 'কীভাবে ফেরাবে' কবিতায় তাই প্রশ্নোন্মুখ

Dhaka University Institutional Repository

> কীভাবে ফেরাবে সে পথ অবুঝ চোখের চাহনি/কীভাবে ফেরাবে আহত ডানার পাখিটাকে, শুধু/মৃত্যু অপরূপ হবে, ফেরার বাসনা ডুবে যাবে/তুমি জানবে না। মানুষের কত আকাঙ্ক্ষা থাকে।[১১০]

জান্তব মানুষই মানুষের আকাঙ্ক্ষী। কর্মময় জীবনে তাই মানুষের এই স্বপ্নবুনা সমাপ্তহীন অতল, অগণন।

পৃথিবী এবং মানুষ একে অপরের পরিপূরক। মানুষ ছাড়া পৃথিবী যেমন মূল্যহীন অনুরূপ মূল্যহীন মানুষ পৃথিবী ছাড়া। মানুষ হল ব্যক্তির সমষ্টি। ব্যক্তি চিরকালীন নয় এর আছে জন্ম, আছে মৃত্যু। এই মৃত্যু ব্যক্তির সমাপ্তি ঘটায়, মানুষ থাকে সঞ্চরমান সজীব, ক্রিয়াশীল। তাই পৃথিবীতে অপ্রাপ্তির যত হতাশা, দীর্ঘশ্বাস সবই ব্যক্তির। সময়ই ব্যক্তিকে তাড়া করে, সাফল্য ব্যর্থতার পরাকাষ্ঠায় দাঁড় করায়। ব্যক্তিমাত্রেরই স্বাদ থাকে মোহময় পৃথিবীর শিলালিপিতে নিজেকে চিরঞ্জীব করে রাখতে, অক্ষয় করে রাখতে। সৈয়দ আলী আহসান 'সময় নেই' কবিতায় এমনি একটি আবহ তৈরী করেছেন। কবি ইতিহাসকে নিজের মনের মতো করে সাজাতে চান। কারণ

> ইতিহাসের শক্তি অসীম-/'ইতিহাসে সম্ভার আছে ইচ্ছার/ইতিহাসে মৃত্যুকে অতিক্রম করে দীপ্যমান/ ইতিহাসের কোন ভাষা নেই, কিন্তু /ইতিহাসের অস্তিত্ব আছে[১১১]

তাই ইতিহাসের প্রতি কবির আগ্রহ প্রবল। তাঁর এই পরম আগ্রহে বাঁধার প্রাচীর সময়। সময় কবিকে তাড়িয়ে বেড়ায়

> সময় আমাকে বিশ্রাম দেয় না।[১১২]

অবশেষে অসহায় কবি উচ্চারণ করেন

> হে অনন্ত কালজয়ী অতীত/তোমাকে স্পর্শ করবার অধিকার আমাকে দাও/আমি তোমার মধ্যেই নির্গুণ জীবনবেদনাকে আবিষ্কার করতে চাই।[১১৩]

কবির এই প্রার্থনা যেন সার্বজনীন ব্যঞ্জনায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় পৃথিবীর পরতে পরতে, হৃদয় থেকে হৃদয়ে।

ও. ইসলামী ভাবধারাবিষয়ক

শরিয়ত, হকিকত, তরিকত, মারফত ইত্যাদি উপায়ের মাধ্যমে আল্লাহ ও আল্লহর রাসুলের (সা.) নৈকট্য লাভের চেষ্টায় নিরত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত মানুষ। তাদের আরাধনায় থাকে পরকালের প্রশান্তি লাভ এবং ইহকালের কষ্ট লাঘবে ধৈর্য ও শক্তি লাভ। ইসলামি ভাবধারাবিষয়ক কবিতায় এমনি বিষয় ফুটে ওঠেছে। এ পর্যয়ে প্রথমে আসে সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার কথা। তাঁর কবিতার ব্যঞ্জনা বহুমুখী। এ কবির কবিতায় যেমন রয়েছে জৈবিক ভাবনা তেমনি রয়েছে ঈশ্বরচেতনা। কোন কোন কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে নিটোল প্রেমের আহ্বান। আবার কোন কোন কবিতায় সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমার কথা বর্ণিত হয়েছে প্রাঞ্জলভাবে। কবির হৃদয় নিঃসৃত বাণীতে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেমিকাই তাঁর সৃষ্টিকর্তা অথবা সৃষ্টিকর্তাই তাঁর আরাধনা। 'তোমার অস্তিত্বের সুগন্ধি' কবিতায় আমরা দেখতে পাই কবি প্রিয়তমার স্পর্শ লাভ করেছেন অথচ সেই প্রিয়া অস্পষ্ট, অদর্শী

> তুমি কোথাও কোন নির্যাস সুগন্ধের অথবা সৌন্দর্যের[১১৪]

কবি এর উৎস খুঁজছেন

> তোমাকে আবিষ্কার করে/একটি জয়োল্লাসকে বক্ষে লালন করবো চিরদিন[১১৫]

কিন্তু তাঁর এই আরাধনা শেষ হয় না। যে সুগন্ধি তাঁকে এতটা মোহিত করে আন্দোলিত করে সেই মহানকে সে খুঁজে ফিরে অহর্নিশি দমে দমে। কিন্তু নিরাশ নন কবি

> তুমি আমাকে শক্তি দাও।/বিপুল অন্ধকারে আমার হাত/না দেখা গেলেও/তোমার অস্তিত্বের সুগন্ধ/আমাকে স্পর্শ করেছে।[১১৬]

কবি এতেই খুঁজে পেয়েছেন জীবনের সঞ্জীবনি সুরা।

বাংলায় মুসলিম বিজয়ী বীর বখতিয়ার খিলজি। ইতিহাসের এই বীর সেনানীকে উপজীব্য করে আল মাহমুদ লিখেছেন 'বখতিয়ারের ঘোড়া' কবিতাটি। আল মাহমুদ সাহিত্যচর্চার শুরু থেকে গণমানুষের মুক্তির কথা তাঁর কবিতায় তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন। বিশেষত বামভাবধারায় তিনি ছিলেন আসক্ত। বুর্জোয়া শ্রেণীকে তিনি দেখতেন জনতার চিহ্নিত শত্রুরূপে। কেবল দেশীয় চিন্তাধারা নয় তার মধ্যে ছিল বৈশ্বিক চেতনার এক মহাসম্মিলন। ষাট এবং সত্তরের দশকে যে চেতনায় তিনি লেখনী চালিয়েছেন আশির দশকে এসে তাতে একটু বাঁক লেগেছে। এ সময় থেকে আল মাহমুদ ফররুখ আহমেদের ভাবনা চেতনাকে এগিয়ে নিতে লেখনী চালিয়েছেন। 'বখতিয়ারের ঘোড়া' কবিতায় শুরুতে আছে কবির মধ্যে এক নতুন প্রত্যয়

> তখন স্বপ্নে ভেতর জেহাদ জেহাদ বলে জেগে উঠি।[১১৭]

Dhaka University Institutional Repository

কবির এই জঙ্গম চেতনায় পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। গণমানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় যে পথ তিনি আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিলেন এক সময় তা ভুল বলে ধারণা জন্মাল তাঁর। উদয় ঘটল নতুন চেতনার

তুবও এখনও সে শিশু।[২১৮]

এ বয়সেই সে স্বপ্ন দেখে। বখতিয়ারের সাদা ঘোড়ায় চড়ে সে জেহাদে যাবে। পৃথিবী জুড়ে যে অন্যায় অত্যাচার বিশেষত মুসলিম বিশ্বের যে করুণ পরাভব তার থেকে উত্তরণে বিকল্প কিছু নেই সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া

আজ আবার হৃদয়ে কেবল যুদ্ধের দামামা/মনে হয় রক্তই ফয়সালা।/বারুদই বিচারক, আর/স্বপ্নের ভেতর জেহাদ জেহাদ বলে জেগে ওঠা।[২১৯]

কবিতা রচনায় সৈয়দ আলী আহসানের অন্বেষা বহুমুখী। পার্থিব-অপার্থিব নানা বিষয় তাঁর কবিতায় উপাদান হিসেবে স্থান পেয়েছে। 'তোমারই নামে' কবিতাটি বুখারি শরিফের একটি হাদিসের অনুবাদ। এ কবিতায় প্রভুর কৃপা লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে। মানুষ মাত্রেরই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। পরকালে আল্লাহ্‌র রহমতই মানুষের একমাত্র পাথেয়। তাই অষ্টপ্রহর কবি ঈশ্বরের কৃপা বাসনা করেন

আমার সর্বমুহূর্তের প্রার্থনা হে প্রভু/আমার হৃদয়ে আলো স্থাপন কর/আমার নয়নে আলোর উদ্ভাসন ঘটুক/আমার শ্রবণেও আলোর বন্যা নামুক/আমার দক্ষিণে আলোর অভিসার ঘটুক/এবং বামেও/আমার উর্দ্ধে এবং নিম্নে/আমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে/প্রভু তোমার অবিনশ্বর বিভার/প্রবাহ নামুক।[২২০]

কারণ কবির গভীর বিশ্বাস পৃথিবীর যাবতীয় অমাঙ্গলিক কাজ থেকে একমাত্র আল্লাহই তাকে রক্ষা করতে পারবে

হে প্রভু আমি তোমার কাছে/কল্যাণ প্রার্থনা করি/ইহকালের এবং পরকালের,/হে প্রভু, আমার ভ্রান্তি, অজ্ঞতা/এবং সীমা লঙ্ঘনকে/তুমি ক্ষমা কর।[২২১]

চ. বৈশ্বিক চেতনামূলক

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে বড় ধরনের কোন যুদ্ধ সংঘটিত না হলেও রক্তপাত বন্ধ হয় নি একদিনের জন্যও। বিশ শতকের ষাটের দশকে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমিরিকার কয়েকটি দেশে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিশেষত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধ, ইরান-ইরাক যুদ্ধ এ অঞ্চলের মানুষের মনকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। একটু শান্তির অন্বেষায় তারা ছুটেছে দিগ্বিদিক। কিন্তু যুদ্ধের নারকীয়তা মানবসত্তা বিবর্ণ হয়েছে-আহত হয়েছে সুকুমারবৃত্তির ধারক ও প্রচারকের হৃদয়। খালেদা এদিব চৌধুরী 'কোথায় আমার আশ্রয়' কবিতায় নিরঙ্কুশ সুখাশ্রয় খুঁজে না পেয়ে আহত হয়েছেন, হতাশ হয়েছেন

কোথায় আশ্রয় পাবো? ক্লান্ত সর্বরিক্ত জীবনের প্রতি পলে শূন্যতাই শেষ পরিনাম।[২২২]

কবির এ উপলব্ধির যৌক্তিতার কারণ সন্ধান করেছেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন আমাদের চারপাশে কেবলই রিক্ততার সঞ্চারণ, নির্মমতার নগ্ন প্রকাশ

কোথাও দেখিনা বিপুল ঐশ্বর্য আর প্রীতি-সখা ভালবাসা[২২৩]

তাই হৃদয় নিংড়ে তাঁর হতাশ আকুতি প্রস্ফুটিত হয়

হায়! কোথায় আশ্রয় পাব?[২২৪]

পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। অনেক হতাশার মধ্যেও কবির আশাবাদ বিশ্বমানবতা জেগে উঠবেই মানুষ মানুষকে ভালবাসবেই।

কবি আল মুজাহিদী 'সশস্ত্র ঈশ্বর' কবিতায় একবিংশ শতাব্দির পৃথিবীর এক রূপরেখা অংকনের চেষ্টা করেছেন। বিশাল এ কবিতায় কবি দুটি পক্ষ দাঁড় করিয়েছেন। এক পক্ষে আছে কবির নিরস্ত্র শব্দাবলি, অপর পক্ষে সশস্ত্র ঈশ্বর। কবির শব্দাবলি নীরিহ। সহজ সুন্দর পৃথিবী রচনায় উদ্‌গ্রীব অপরদিকে ঈশ্বর তার অস্ত্রের অভিসম্পাতে ধ্বংস করে চলছে সবকিছু। ভাঙা-গড়ার এই দোলায়চলবৃত্তির মাঝখান থেকেই গড়ে উঠবে নতুন পৃথিবী। কবিতাটির শব্দ চয়ন লক্ষণীয়। তৎসম বা তদ্ভবের চেয়ে মিশ্র শব্দের ব্যবহার অধিক পরিলক্ষিত। দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে 'ফ্রিজ শরীর' রাডার চোখ, স্টিলথ বিমান, আগুনের ইউনির্ফম ইত্যাদি। 'জলপাই' রঙ' এর প্রতি দূর্বলতা আছে কবির। সুযোগ পেলেই এই শব্দটা তিনি ব্যবহার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। সামরিক ধারণাটাকে প্রকাশ করার জন্যেই বোধ হয় তিনি এই শব্দের ব্যবহার অতিমাত্রায় করেছেন।

মহান সৃষ্টিকর্তার নিটোল প্রেমে মগ্ন কবি আল মাহমুদ 'আমার রোদন' কবিতায়। বিশ্বের প্রতিটি মানুষ শান্তি পাক এই তাঁর প্রার্থনা

আমার রোদনে জেনে জন্ম নেয় সর্বলোকে ক্ষমা/আরশে ছড়িয়ে পড়ে আলো হয়ে আল্লাহর রহম।[২২৫]

Dhaka University Institutional Repository

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর কথা কবি বিমল গুহ তাঁর 'কোথায় পৃথিবী' কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবির দৃষ্টিতে পৃথিবীতে আজ বোধসম্পন্ন মানুষের তীব্র অভাব। চারদিকে কেবল হায়েনার মত বিরুদ্ধভাব

> যেদিকে পালাতে চাও-যাও/দৌড়াতে দৌড়াতে তুমি কতদূর যাবে?/সম্মুখে বিশাল নদী/হাঙর-কুমীর একত্রে গলাগলি করে/তীরে হানাদার পশু খনখন।[২২৬]

অতএব পালানোর পথ নেই। এই বাস্তবতাই মানুষকে বাস করতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধকল সইতে না সইতে বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রের দামামা বেজে ওঠে। বিশেষত বিশ শতকের ষাট এবং সত্তরের দশকে পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও মজুদ নিয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে তীব্রভাবে। এ প্রতিযোগিতায় মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন অগ্রভাগে থাকলেও চীন, ফ্রান্স, বৃটেন পিছিয়ে নেই। তবু মার্কিন-সোভিয়েত লড়াই-ই তাবৎ পৃথিবীর মানুষকে শংকিত রেখেছে, উৎকণ্ঠিত করেছে। একদিকে ক্ষুধা দারিদ্র আর চিকিৎসার অভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে, অন্যদিকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে মারণাস্ত্র তৈরি করছে। এমতাবস্থায় বিবেক সম্পন্ন কোন মানুষ নিরুদ্বেক থাকতে পারে না, নেমে আসে রাস্তায়, প্রতিবাদ প্রতিরোধে মিছিলে মিছিলে মুখরিত হয় সাধারণ জনতা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের বিরুদ্ধে এমনি এক প্রতিবাদ মিছিলে এক তরুন যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল তার আলোকপাতে রফিক আজাদ লেখেন 'আমাকে সুযোগ দাও' কবিতাটি। এতে কবির যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে তীব্রভাবে। অস্ত্র কখনো মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে না। এর কাজ হল ধ্বংস করা। পরিবেশ, প্রতিবেশ কোন কিছুই পারমানবিক বোমার আঘাত থেকে রক্ষা পেতে পারে না। বয়স নিবির্শেষে সকলেই এর দ্বারা আক্রান্ত হয়, বিপর্যস্ত হয়। তাই রিগানের কাছে-প্রতিবাদী তরুণের হয়ে কবির আকুতি

> আমাকে সুযোগ দাও তোমার বয়সে/পৌছে যেতেঃ নিরুদ্বিগ্ন মনে জীবনের/প্রতিটি মুহূর্ত দাও উপভোগ করি।[২২৭]

ছ. নগরচেতনামূলক

যে সকল কবিতায় শহর এবং শহরের মানুষের পরিবেশ ও প্রতিবেশ প্রস্ফুটিত হয়েছে বেশি সে সকল কবিতাকে নগরচেতনমূলক শিরোনামে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। শহুরে জীবনের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন 'ভাল আছি' কবিতায় কবি সাইয়িদ আতীকুল্লাহ। নাগরিক জীবনের নানা ব্যস্ততায় এখানকার মানুষ কেমন এক জটিল আবর্তে সঙ্গীন। কেউ কারোর ধার ধারে না কেউ কারোর প্রতি নির্ভরশীল নয়। এ এক অন্যরকম জীবন। বাঙালি সংস্কৃতির আবহমান কালের যে সহচরীর রূপ তা শহরের পরিবারগুলোতে অনুপস্থিত

> ভেবে দেখেছি খুব আকুল জানিনে কিছুই/অথচ আছি এক বাড়িতে বারোমাস, বস্তুত/বছরের পর বছর যাচ্ছে মনোমানিল্য ছাড়াই[২২৮]

কবির কাছে এ থাকাটা কেমন অদ্ভুত ঠেকছে। তাই হয়ত ব্যঙ্গ করেই বলে উঠেছেন

> ভাল আছি।[২২৯]

নাগরিক জীবনের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন কবি নয়ীম গহর 'জিম্মি নাগরিক' কবিতায়। ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত নাগরিকের হৃদয় একটু শান্তির অন্বেশায় ধাবমান দিগ্বিদিক। কিন্তু কোথায় শান্তি কোথায় সুখ।

একটা ধুয়াশা তৈরি করা হয়েছে হাবীবুল্লাহ সিরাজী রচিত 'বড়ি মিস্ত্রি বটেশ্বর' কবিতাটিতে। কে এই বড়ি মিস্ত্রি বটেশ্বর। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। না-কী গ্রাম বাংলার কোন ছুতার। যে বাঁশ, কাঠ-লোহা আর হাতুরি দিয়ে তৈরি করে জনযান। কবির উক্তি

> এ কোথায় নিয়ে এলে দাদা গো, ও বটেশ্বর![২৩০]

কবি আরো জানতে চান

> ও দাদা বটেশ্বর, বটে দা, এ কোন আয়োজন/মন পড়ে থাকলো পদ্মার কিনারে আর তুমি কীনা/বিনা নোটিশে টাঙিয়ে দিলে 'বড়ি মিস্ত্রি বটেশ্বর[২৩১]

এরা তৈরি করে স্থল ও জলযান

> মহাকারিগর তুমি। ঝরঝরে লোহা-কাঠ-খোসাও/খাবলা ঝিলে/বিলে রেসে জোড় দাও বেতাল বাহন/ঝনঝন্ টন্টন্ সন্সন্ পন্পন্ ছুটলো ডিলাক্স বাস/হাসফাঁস শেষ না হতেই ঝাঁকি মারে মাথায় পাছায়/হায়! তারপর অবলীলায় নেমে পড়ে কোলে মেঘনায়।[২৩২]

পিতৃপুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে কেবল পেশার তাগিদে এরা চলে আসে শহরে। নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষে এদের শ্রম নিরন্তর। নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হলেও পরমুহূর্তের বাস্তবতা তাদের হাতুরি, বাটাল চালাতে বাধ্য করে। এরা কারিগর। মানুষের সর্বোত্তম সেবা প্রদানে এরা অক্লান্তকর্মী।

Dhaka University Institutional Repository

নামকরণেই কবিতার ভাব প্রকাশমান। ক্রমপরিবর্তিত ঢাকার দৃশ্যাবলি শব্দায়ন করেছেন আবদুস সাত্তার 'ঢাকার কবিতা' নামক কবিতায়। কবি ঢাকার বদলে যাওয়াকে দেখছেন সম্মোহনী দৃষ্টি দিয়ে। দেখছেন কী দ্রুত বদলে যাচ্ছে এই ঢাকা নগরী

> গহীন ধোলাই খাল দেশগড়া ইট-মাটি খেয়ে/আশ্রয় দিয়েছে বুকে সারি সুরম্য প্রাসাদ,/নর্দমা হজম করে বহুতল প্রাসাদের ছাদ/ছুঁইছুঁই করে আকাশের দিকে আছে চেয়ে।[২৩৩]

ঢাকার এই পরিবর্তনে যেমন আছে ইতিবাচকতা তেমনি আছে নানা কূটিলতা

> পাল্টেনি ঢাকার নাম, এ নাম এখনো টিকে আছে/তবে, হ্যাঁ, পড়েছে ঢাকা সততার ধারক-বাহক,/ফুলে ফেঁপে কলাগাছ ক্ষমতার ঠক প্রতারক/সততা ঢেকেছে ওরা ধোঁকাবাজি মিথ্যার লেবাসে।[২৩৪]

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জীবিকার লক্ষে মানুষ বসত গড়ে রাজধানীতে। পাশাপাশি বাড়িতে অথবা একই ছাদের নীচে ভিন্ন ভিন্ন ফ্ল্যাটে অবস্থান করা আনাত্মীয় পড়শীদের মধ্যে তাই গড়ে উঠে না সামাজিক দৃঢ় বন্ধন। সবকিছুতেই থাকে কেবল আড়ম্বরতা আর সৌজন্যতার লেবাস। কবিতাটির গঠন কাঠামো বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এর ছয়টি স্তবক। প্রতি স্তবকে চার লাইন। প্রতি লাইনে আঠারোটি অক্ষর। ছন্দের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় এর অন্তমিল প্রতি স্তবকের প্রথম ও চতুর্থ লাইন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইনে

> সত্যের দেয়াল থেকে খসিয়ে আসল পলেস্তারা/যাইনি এখনো পাল্টে, ঢাকায় রয়েছি ঠিক ঢাকা/ঘোরাতে পারিনি আজো অন্যায়ের কদর্য চাকা/ওরাই তো বেশ আছে মিথ্যার বেসাতি করে যারা।[২৩৫]

জ. অনুবাদমূলক

অনুবাদমূলক শিরোনামে বাংলায় অনূদিত কিছু কবিতা আলোচনা করা হল। এই পর্যায়ে প্রথমে আসে সাইয়িদ আতীকুল্লাহর নাম। তিনি ইন্দোনেশিয় কবি খাইরিল আনোয়ারের 'একটি ঘর' 'আমার বাড়ি' 'আগ্রহ' কবিতাত্রয় অনুবাদ করে পাঠকের বাহবা পাবেন মূলত মূল কবি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা ভাষ্য উপস্থাপনের জন্য। এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে গিয়ে আমরা এমন অনেক অনুবাদকর্ম পেয়েছি যেখানে শুধু বিদেশি কবিতা শিরোনাম দিয়ে এর অনুবাদ ছাপা হয়েছে। না আছে কবির পরিচয় না কবির দেশের পরিচয়। খাইরিল আনোয়ার ইন্দোনেশিয়ার একজন স্বাধীনতা যুদ্ধের সক্রিয় বীর, একজন শুদ্ধতম অথচ স্বল্পায়ু কবি। তাঁর প্রথম কবিতা হল 'ঘর'। পৃথিবীতে সভ্যতার সূচনা হয় স্থায়ী বাসস্থান দিয়ে। বাসস্থান বা ঘর হয়ে উঠে মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহের অন্যতম একটি অধিকার। খাইরিল আনোয়ার মানুষের জন্য এমন ঘর চান যেখানে এরা সুস্থ সবল এবং সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে। তাঁর মতে এমন ঘর হওয়া উচিত নয় যেখানে মানুষ স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম চালাতে অক্ষম হয়

> এ রকম একটা ঘর/৩ গজ বাই ৪ গজ, এতো আঁটোসাটো যে/এখানে আত্মায় প্রাণ সঞ্চার সম্ভব নয়।[২৩৬]

'আমার বাড়ি' কবিতায় কবিকে অনেকটা স্বতঃস্ফূর্ত হতে দেখা যায়। কবির মন উদ্বেল থাকে তাঁর নিজের কবিতা দিয়ে তৈরি এ বাড়িতে তিনি স্বচ্ছন্দ

> আমার বাড়ি বানানো হয়েছে স্তুপ করে রাখা কবিতা দিয়ে ঝকঝকে আয়না।[২৩৭]

তাঁর এ সুরম্য ঘরখানা অটুট থাকুক সুন্দর থাকুক এই প্রত্যাশায় কর্মমুখর সে। কিন্তু কী এক অজানা আশংকা তাঁকে পীড়িত করে। আচমকা এক ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হবে না তো তাঁর এ ঘর।

'আগ্রহ' কবির তৃতীয় কবিতা। নিরলংকার অনাড়ম্বর এ কবিতায় সরাসরিই কবি তাঁর প্রিয়তমাকে আহ্বান জানিয়েছেন পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসতে। কবি বলতে চেয়েছেন তাঁর প্রেমিকা অপরের প্রণয়ী হলেও এতে তাঁর আপত্তি নেই কারণ তিনি প্রিয়তমার অপেক্ষায়ই প্রহর গুণছেন।

> চাইলে আবার ফিরিয়ে নেবো/তোমাকে আমি মনে প্রাণে। কেন?[২৩৮]

কারণ

> এখনো আমি রয়েছি একলা।[২৩৯]

কবি এই একাকীত্ব ভাঙার প্রত্যয়ে প্রিয়তমার যে কোন বিপর্যয়ও যে মেনে নিতে প্রস্তুত

> যা ছিলে তুমি এখন আর তেমন নেই[২৪০]

এতে কোন আপত্তি নেই কবির। প্রেমসত্তা কবিকে মহৎ করেছে। প্রিয়াকে পাওয়াই বড় কথা। না পাওয়ার বেদনা সহ্য করা অপেক্ষা যে করে হোক প্রিয়ার সান্নিধ্য লাভ আধিক সুখকর।

এই দশকের গোড়র দিকে 'ইত্তেফাক' সাহিত্যসাময়িকীতে ইন্দোনেশিয়ান কবি খাইরিল আনোয়ারের তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়। খাইরিল আনোয়ারে কবিতা অনুবাদে সাইয়িদ আতীকুল্লাহ যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন উক্ত কবিতাত্রয় এরই ধারবাহিকতার ফসল। কবিতাত্রয়ের প্রথম কবিতাটি হল 'বন্দী ও মুক্ত'। এ কবিতায় কবি দ্বিধান্বিত। তাঁর প্রিয়তমা কী আসবে! যার প্রতীক্ষায় সে ঘর গুছিয়ে রেখেছে সে কী সাড়া দেবে

> ঘরদোর আর হৃদয়টাকে গুছিয়ে রেখেছি/কোন কারণে যদি তুমি হাজির হও/তোমার জন্যে তাহলে আমি নতুন একটি গল্পকে মুক্তি দেবো।[২৪১]

Dhaka University Institutional Repository

খাইরিল আনোয়ারের দ্বিতীয় কবিতা 'অভিন্ন'। এ কবিতায় দেখা যায় কবি তাঁর প্রিয়তমার কণ্ঠলগ্ন। পৃথিবীর সকল বাঁধা বিপত্তি উপেক্ষা করে তারা এক ও অভিন্ন সত্তায় বিলীন

> তোমার দুচোখ বুঝিবা ঘন বেগুনি পাথর/আমরা কি এখনো রেখেছি বুকের সাথে বুক/লাগিয়ে আগের মতোই[২৪২]

এখানেও শুনতে পাওয়া যায়

> দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া/আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া[২৪৩]

পদাবলীর অনুসুর। বস্তুত প্রেমিক প্রেমিকার মিলনাকাঙ্ক্ষা চিরকালীন সবুজ, সতেজ ও সরস।

তৃতীয় কবিতা 'আমি একা'। এখানে কবি খাইরিল আনোয়ার ভিন্ন একটি মূর্তিতে মূর্তমান। প্রেমের কোমল খোলস ছেড়ে এবার রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছেন তিনি। নিজেকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে একা থাকতে চান তিনি। তাঁর একাকীত্ব নিস্তেজ নয় বরং অগ্নিময়।

> আমি পাত্তির জানে সমুদ্র ফেনা।/সমুদ্র আমার শোণিত।[২৪৪]

তাই হুংকার দিতে কুণ্ঠিত নন তিনি

> খবরদার আমাকে যেন রাগিয়ো না/আমি ঐই বাদাম গাছগুলোর সর্বনাশ করবো/অসার করে ছাড়বো কুমারীদের/দেবতাদেরও পথে বসাবো।[২৪৫]

তাঁর এই দ্রোহ প্রেমিক মনেরই উল্টোপীঠ।

মায়াকোভস্কির একটি কবিতা ম. মীজানুর রহমান অনুবাদ করেন 'ঘোড়াটির জন্য' নাম দিয়ে। কবিতাটি পাঠে দেখা যায় পথশ্রান্ত ঘোড়া চলতে চলতে এক সময় পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিতে না পেরে পড়ে যায়। এতে ওৎসুক জনতা তীব্র ভর্ৎসনায় ঘোড়াকে বিদ্রুপ করে। আর বিপদ থেকে একে উদ্ধার না করে বরং পরিহাসের তীব্রবাণে জর্জারিত করে।

> পিছলে পড়ে ঘোড়াটি।/মুখ ব্যাদানে দারুণ ক্লান্তি/তীব্র যন্ত্রণায় জরাজীর্ণ ভাষা/ঘন ঘন হাই তুলে জানাচ্ছে সকলকে[২৪৬]

বস্তুত পৃথিবীতে একদল মানুষ আছে যারা অপরের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিয়ে উল্টো আর্তিকে আরো বিপদগ্রস্থ করে তুলতে ভালবাসে। কবি ঘোড়ার করুণ অবস্থার অন্তড়ালে মানব প্রকৃতির একটি স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন কবিতায়। ম. মীজানুর রহমান মায়াকোভস্কির কবিতাটি অনুবাদ করে পূর্ব ইউরোপের গণমানুষের চেতনার সাথে আমাদের একটি আন্ত সংযোগ স্থাপনে সচেষ্ট থেকেছেন।

প্রকৃতির প্রতি মানুষের বিরূপ আচরণ রূপকার্থে 'মৎস্য কন্যা আর কতিপয় মাতাল' নামক নয়ীম গহর কর্তৃক বাংলায় অনূদিত কবিতায় তুলে ধরতে চেয়েছেন কবি নেরুদা। কতিপয় অসাধু পাপী মানুষ পৃথিবীর সৌন্দর্যকে ধ্বংস করছে প্রতিনিয়ত। মূক প্রকৃতি তাদের অত্যাচার সহ্য করছে প্রতি নিয়ত

> কান্না কাকে বলে তা তাঁর জানা ছিলো না/তাই মৎস্যকন্যা কাঁদলেন না।[২৪৭]

কিন্তু অত্যাচারেরও একটা সীমা আছে। সুজলা সুফলা এই ধরনী একদিন হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে

> আবার তিনি সাঁতরাতে শুরু করলেন/মৎস্যকন্যা সাঁতরে চললেন নিশ্চিহ্নের দিকে,/তার মৃত্যুর দিকে।[২৪৮]

নয়ীম গহর অনুবাদকর্মে পাঠকের রুচিকে শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন বলা চলে।

মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা কবি এনজেলিনা ওয়েল্ড গ্রীর্থের (১৮৮০-১৯৫৮) কবিতায় মূলত কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শেতাঙ্গদের অন্যায় অত্যাচারের কাহিনি ফুটে উঠেছে। কবিতায় তিনি সাধারণত তুলে ধরেন কৃষ্ণাঙ্গদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। তাঁর একটি কবিতা 'কালো আঙ্গুল' নাম দিয়ে অনুবাদ করেন আবদুল মোমেন। এই কবিতায় কৃষ্ণাঙ্গদের বিজয় কামনা করেছেন কবি

> একটি কালো আঙুল/উপরের দিকে তাক করা/হে সুন্দর দৃঢ় আঙুল, তুমি কেন অমন কৃষ্ণবর্ণ?/আর তোমার নিশানা কেনই বা অমন উর্দ্ধমুখী?[২৪৯]

তোমার 'হাত' কবিতায় কবি তার প্রিয়তমার পরশ চেয়েছেন আকুলিত হয়ে

> আমি ভালবাসি তোমার 'হস্তযুগল'[২৫০]

কারণ কবির ধারণা

> তোমার বাম করতলে/আরো নিবিড় হয়ে মিশে থাকতে পারতাম/যেনো আমি জানতাম সারাক্ষণ রয়েছে যেখানে/তোমার করতলে[২৫১]

অনুবাদক পাঠককে সুন্দর দুটি কবিতা উপহার দিয়েছেন নিঃসন্দেহে বিশেষত কৃষ্ণাঙ্গ কবির ভাব জগতের সাথে আমাদের পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি সময়ের দাবি পূরণ করেছেন বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ফার্সি কবি রুমি বাংলাভাষার পাঠকদের কাছে নানাভাবে পরিচিত। তাঁর কবিতায় যেমন আছে ইসলামের শরিয়তের ভাবধারা তেমনি আছে মারফতের অভিধা। তিনি কবিতা লিখেছেন জাগতিক পারথিক, মানবিকতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। তাঁর দুইটি কবিতা 'অন্ধ' ও 'নারীপ্রেম' নামে অনুবাদ করেন আফজাল চৌধুরী। 'অন্ধ' একটি অনন্য সাধারণ দার্শনিক কবিতা। মানব সৃষ্টির মূল উপাদান হল ভ্রূণ। পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ সম্পর্কে সে থাকে অজ্ঞ। তাই পৃথিবীর স্বরূপ তার কাছে অকল্পনীয়

> জননী গর্ভের কোন ভ্রূণকে যদি বলা হয়, বাছা/বাইরে বিরাজমান সুশৃঙ্খল দুনিয়া রয়েছে/প্রসস্ত বিস্তৃত এক চমৎকার জমিন সেখানে,/হাজার ফুর্তির বস্ত সংখ্যাহীন খাদ্যে খাদ্যেপকরণে/পরিপূর্ণ জগৎ[২৫২]

ভ্রূণের কাছে এ সবের বর্ণনা অর্থহীন

> ভ্রূণ তার অবিশ্বাস নিয়ে মুখ ফেরায় তখন[২৫৩]

কবি ভ্রূণের মতোই অন্ধ তুলনা করেছেন জাগতিক ভোগ লিপ্সায় ব্যাপৃত সাধারণ মানুষকে। তাই সাধু পুরুষরা যখন পরজগতের কথা বলে, জীবাত্মা-পরমাত্মার কথা বলে তখন এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

> অবিকল বর্ণনায় দরবেশ যখন বলেন/বর্ণ গন্ধহীন এক আধ্যাত্মিক জগতের কথা/পাষণ্ডেরা ফিরে যায়, মানবিক কামনা বাসনা/দেয় না এদের খুলতে চিত্তের রুদ্ধদ্বারগুলো[২৫৪]

বস্তুত কবি পৃথিবীর অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চের অবসানে যে বৃহৎ এক জীবন যাপন করতে হবে এ বিষয়ের অবতারণা করে মানব মনকে পরকালের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাচ্ছেন।

'নারীপ্রেম' কবিতায় কবি নারীস্তুতি করেছেন কোরান ও হাদীসের আলোকে। ইসলাম যে নারীর মর্যাদা সমুন্নত রেখেছেন তা তিনি তুলে ধরেছেন এ কবিতায়

> নারী আল্লাহর জ্যোতি, দুনিয়ার প্রেমিকাই নয়/নারীই নিখিল সৃষ্টি, এমন কি নয় সে সৃষ্ট জীবে বলা যায়।[২৫৫]

দুটো কবিতায়ই আফজাল চৌধুরী চমৎকার অনুবাদ করেছেন। তবে রুমী সম্পর্কে একটি পাদটীকা দিলে পাঠক আরো উপকৃত হত।

বিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্টাইনি সমস্যার উদ্ভব ঘটে। সংঘটিত হয় যুদ্ধ। রক্ত ঝরে। তবু হয় নি কোন সমাধান। আশির দশকে যেমন তেমনি এই একবিংশ শতাব্দির প্রথম দশকেও মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার কোন সুরাহা হয় নি। এই ঘটনা নিয়ে বিশ্ব পটে রাজনীতি হয়েছে, তর্ক হয়েছে সমাধানের চেষ্টাও করা হয়েছে। কিন্তু এ সবের উর্ধ্বে প্যালেস্টাইনে প্রতিদিন মানুষ মরছে। স্বজন হারাচ্ছে প্রতিটি মানুষ। মানুষের এই ধ্বংসযজ্ঞই উঠে এসেছে কবি হারুন হাশিম রাশিদের একটি কবিতায়। আল মুজাহিদী তাঁর এই কবিতার নাম 'শরণার্থী শিবিরে' দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করেন। এক কিশোরী তার পিতাকে অসংখ্য প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছে কেন তারা উদ্বাস্তু ? কেন তারা স্বাধীন নয়?

> আমাদের কি কোন স্বদেশ ভূমি নেই?[২৫৬]

অথবা

> আমরা কি বাড়ি ফিরে যেতে পারবো না?[২৫৭]

পাঠকের হৃদয় আরো সিক্ত হয়ে ওঠে যখন কিশোরী তার পিতাকে প্রশ্ন করে

> আমি কাল তাকে আমার মার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।[২৫৮]

অথবা

> আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ক'দিন আগে/আমার ভাই আহমদ কোথায়[২৫৯]

কিশোরীর এই স্বজনরা কেউ বেঁচে নেই। ফিলিস্তিনিদের সাথে যুদ্ধে প্যাস্টোইনিরা একদিকে যেমন স্বজন হারাচ্ছে অন্যদিকে তেমনি হারাচ্ছে সম্পদ। কিন্তু কবির প্রত্যাশা এই অবস্থা থাকবে না।

> মা মণি আমায়, ধৈর্য ধরো/আমাদের বিজয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে/খুব বেশি দূরে নয় আর।[২৬০]

কবির এই প্রত্যাশা পূরণে উদগ্রীব সমগ্র আরববাসী।

আধ্যাত্মিকতায় সিক্ত গ্যাটের দুইটি কবিতা 'বীণাবাদক' ও 'দয়িতার সান্নিধ্য' শিরোনামে অনুবাদ করেন যথাক্রমে রফিক আজাদ ও আল মুজাহিদী। 'বীণাবাদক' কবিতায় কবি ঈশ্বরকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ধারণায় পৃথিবীর রূপ রসের রূপান্তর ঈশ্বরের কৃপায়ই সংগঠিত হয়। ফলে যারা তাঁর স্বরূপ অনুধাবনে ব্যর্থ তারা নির্বোধ, মুর্খ

> ভাগ্যাহত এই অপরাধী পেয়েছে তোমার দান/পাপকে সমূলে ধ্বংস করো তুমি নিরবধিকাল[২৬১]

ঈশ্বরের কাছে কবির আরো আরজি একাকিত্বকে সইতে পারার সক্ষমতা। কবির বিশ্বাস একা থাকতে পারার মধ্যে যে সংযম আর সাহস তৈরি হবে তা পরবর্তীতে তার পাথেয় হবে

আমার সমস্ত দিন আর রাতের প্রহরগুলি/কেটে যায় দুঃসময় নির্জনতায় একাকী,/নিঃসঙ্গতা বিষে একা,[২৬২]

এবং সবশেষে কবির ইচ্ছা

পরিশেষে পারি যদি থাকতে নিজের কবরে একা,
সব্বাই চলে গ্যালে আমি একা-একা।[২৬৩]

'ভূমধ্যসাগরের কবিতা' নামকরণ করে আলেকজান্ডার ভাটের একটি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন ফখরুজ্জামান চৌধুরী। কবির দৃষ্টিতে মানুষের স্বরূপ প্রকাশিত কাজে। কর্মহীন জীবন অর্থহীন। যত বাঁধা বিপত্তি থাকুক কাজে মগ্ন থাকতে হবে। পৃথিবীর চাকা ঘুরছে শ্রমিকের কর্ম-উন্মাদনায়। মৃত্যুর মূল্যায়নও হয় কাজে মাধ্যমে। তাই কবির সরল স্বীকারোক্তি

একমাত্র মুক্তি কাজের মধ্যে।/তাই বলছি, আমি, হে মুরুব্বী ব্রিউগেল/(আমি আপনার বাধ্যগত, ভাই, আলেকজান্ডার)/কাজই আমাদের মহৎ মোক্ষ পথ।[২৬৪]

'দুটি কবিতা' শিরোনামে ফিরোজ আহমদ ইয়েভগানির যে কবিতাদ্বয় অনুবাদ করেন এ দুটি মূল রুশ থেকে ইংরেজি অনুবাদ করেন 'টম বটিংক'। দুঃখের বিষয় হল অনুবাদক কবিতার শিরোনাম দেন নি। প্রথম কবিতায় কবি তাঁর বন্ধু বিয়োগের ব্যথায় জর্জরিত

আমাকে অশান্ত করে তুলছে যা কিছু-/সে আমার পুরনো বন্ধু তাকে আর দেখছি না।/কোলাহলে মত্ত নানা কিসিমের লোকজন/কিন্তু তাদের কেউ তো আমাদের নয়।[২৬৫]

দ্বিতীয় কবিতায় কবি তার প্রিয়ার ভাবনায় বিভোর। তার আকুতি কবি প্রিয়াও যেন তাকে দিবা রাত্রি ভাবে

বসন্তকাল সারারাত তুমি আমার কথা ভেবো/গ্রীষ্মকালে সারারাত তুমি আমার কথা ভেবো/শরৎকালে সারারাত তুমি আমার কথা ভেবো/শীতকালে সারারাত তুমি আমার কথা ভেবো।[২৬৬]

মরমি চেতনাপ্রসূত কবিতা 'ফাঁদ'। জেমস স্টিফেন আলোচ্য কবিতায় বলার চেষ্টা করেছেন এ পৃথিবীটাই হল এক বিশাল ফাঁদ। জন্ম থেকেই প্রাণীকূল এখানে ফাঁদে আটকে পড়ে। লোভ, মোহ, মায়া-মমতা মানুষকে পৃথিবীর প্রতি চরমভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এখানকার আলো-বাতাস, নদী-প্রকৃতি সবকিছুর প্রেমে এমন মগ্ন হয়ে পড়ে যে এর মায়া ত্যাগ করে পরপারে যাওয়ার কল্পনায় ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠে। তাই কবি শুনতে পান

সর্বকিছু করে দিচ্ছে চাকিতেই ভীত/কান্নায় বিকৃত ছোট্ট সুন্দর মুখ তার/সে কাঁদছে সাহায্যের জন্য, শুধু কাঁদছে/আমি বলতে পারি না কোথায় থেকে কাঁদছে।[২৬৭]

আবুল কাইয়ুম কবিতাটি অনুবাদের পাশাপাশি যদি জেমস স্টিফেন সম্পর্কে একটা টীকা দিয়ে দিতেন তাহলে পাঠক উপকৃত হত নিঃসন্দেহে।

প্রকৃতির অমোঘ সত্য হল মৃত্যুর পর মানুষের সরব উপস্থিতি মাটির পৃথিবীতে থাকে না। অনায়াসে ভুলে যায় দিন-রাত্রির হাজারো মহাকাব্যিক জীবন-যাপনের ইতিকথা। তবে কেউ কেউ মনে রাখে, মনে রাখার চেষ্টা করে। এমনি একজন মানুষ লোরকা। লোরকা তার প্রিয়মানুষ আন্দালুসিয়ানকে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে চায় কবিতার চরণে চরণে। 'লোরকার বিলুপ্ত আত্মা' কবিতা অনুবাদ করেন আলম খোরশেদ। এই কবিতায় লোরকাকে শুনতে পাওয়া যায়

পাথরের পাহাড়েরা তোমাকে জানে না, এমন কি/নিজেকে খণ্ডিত করো কালো যে সার্টিন দিয়ে সেও।/তোমার নিজস্ব বোবা স্মৃতিরাও তোমাকে চেনে না/কেন না তোমার মৃত্যু হয়েছে চিরকালের মতো।[২৬৮]

আন্দালুসিয়ার প্রয়াণ নিরেট সত্য। কিন্তু লোরকার বাসনা হল

তাই আমি সুনির্বাচিত শব্দ ও সুরে/মহিমা কীর্তন করি তার,/যা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে/জলপাই বলে বয়ে যাওয়া এক বিষন্ন বাতাস।[২৬৯]

পাঠকের জন্য বিষয়টি বেশ কষ্টকর হয় যখন কোন অনুবাদক অনুবাদকালে কবিতার শিরোনাম উল্লেখ না করেন। আবুল কাইয়ুম সার্গেই এসেনিনের দুটো কবিতার অনুবাদ করেছেন। একটির শিরোনাম দিয়েছেন 'একটি কুকুর বিষয়ে গান'। দ্বিতীয়টির কোন শিরোনাম নেই, এমনকি নেই সার্গেই এসেনিন সম্পর্কে কোন টীকাভাষ্য। 'একটি কুকুর বিষয়ে গান' কবিতায় পশুর প্রতি মানুষের নির্মমতা, তাচ্ছিল্য ও চরম অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে। কুকুরীটি সাতটি বাচ্চাকে প্রসব-উত্তর পর্যায়ে পরম মমতায় আদর করছে কিন্তু গৃহকর্তা চরম নিষ্ঠুরতায় কুকুরীর বাচ্চাগুলোকে পুকুরে নিক্ষেপ করে গৃহকোন পরিস্কার রাখছে। কুকুরীর আহত হৃদয় এখানে হয়েছে উপেক্ষিত-ব্যথিত। দ্বিতীয় কবিতায় কবির প্রেমাসিক্ত হওয়ার চিত্র পাওয়া যায়। সুন্দর জোছনায় কবি তার প্রিয়তমাকে গ্রামীণ আবেশে প্রেমে আবেলিত করতে চায়। চায় শরীর মন এক করে সারা রাত জ্যোৎস্না উপভোগের সুখোন্মাদনা

আমি তোমাকে নিয়ে যাব ঝোপের/আড়ালে, থাকব সকাল অবধি,/আবাবো ধন ঝোরগেরা বিলাপ করবে দীর্ঘ/ক্রন্দন, শোকে/রক্তিম সকাল জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে তাদের আনন্দ তৃষ্ণায়।[২৭০]

হাবার্ডরিডের একটি কবিতা আবুল কাইয়ুম '১৯৪০ সালে একজন সৈনিকের উদ্দেশ্যে' শিরোনামে অনুবাদ করেন। এই কবিতায় একজন সৈনিকের প্রতি কবির জিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়েছে। দেশে দেশে যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে কী দিয়েছে? উত্তরে সৈনিক বলে

> আমি মনে করি আমরা ভুল পাত্রে দিয়েছি। বিশ্ব পায়নি/নতুন জীবন/গৃহে গৃহে ছিল স্বপ্ন, কাজপথে রোষ; কিন্তু সেই পুরনো/পৃথিবীটাই পুনরুহিত হলো এবং আমরা ফিরে গেলাম/বিষণ্ণ মাঠ আর কারখানায় এবং শুরু হয়ে গেল/ধনী গরীবের বিস্মৃত বিবাদে।[২৭১]

বস্তুত যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে এ কবিতায়।

ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ারের যে কবিতা 'নৈশ আকাশের মতো বন্দনা করি তোমাকে' নামে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে তা মূলত একটি প্রেমের কবিতা এটি অনুবাদ করেন টিটু চৌধুরী। কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়তমার বিরহে কাতর। কবি প্রিয়া পরপারে চলে গেছে জনমের তরে। তার এই চলে যাওয়ায় কবি হৃদয় ভালবাসায় আরো গভীরভাবে অনুরক্ত

> নৈশ আকাশের মতো বন্দনা করি তোমাকে/হে বিষাদ প্রতিমা, হে মৌন তাপসী/আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে আরও বেশী ভালবাসি তোমাকে[২৭২]

ফরাসি কবিতায় প্রেম এসেছে নানাভঙিতে। পল এলুয়ার তাঁর কবিতায় প্রেমকে এত উচ্চাসনে সমাসীন করেছেন যে যখন কেউ ভালবাসায় মগ্ন হয় পৃথিবীর সবকিছু তখন যেন অচল হয়ে পড়ে। 'কার্ফ্যু' কবিতায় আমরা দেখতে পাই

> কিইবা আর করতে পারতাম আমরা যেহেতু দরোজাগুলি ছিল সুরক্ষিত/কিইবা আর করতে পারতাম আমরা যেহেতু ওরা আমাদের করে রেখেছিল কাররুদ্ধ/এর কারণ/কিইবা আর করতে পারতাম আমরা যেহেতু তখন আমরা ছিলাম ভালবাসায়?[২৭৩]

বাংলায় অনূদিত 'ভালবাসার গান' কবিতাটির রচয়িতা মিশরীয় কবি ওমর ইবনুল ফরদি। এর অনুবাদ করেন মোহাম্মদ সারওয়ার জাহান। কবিতাটি আধ্যাত্মমূলক। ঈশ্বর বন্দনা কাব্যসৃজনের একটি অনন্য উপাদান। ধর্ম বিশ্বাস মানুষ মাত্রেরই থাকে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নৈকট্য লাভই থাকে কবিমনের মূল লক্ষ। আলোচ্য কবিতায় তাই দেখা যায়

> আল্লাহর জন্য বাসনা আমার চক্ষু সমূহ উন্মুক্ত করলো,/আল্লাহর জন্য ভক্তি হৃদয়কে আমার পীড়া দিলো।[২৭৪]

বেহেশত লাভের প্রত্যাশায় কবি আল্লাহর প্রেমে মশগুল

> প্রেমের পীড়ণ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আমি তা প্রত্যাশা করি[২৭৫]

কারণ প্রেমের জন্য যত কষ্টই সইতে হোক কবি তাতে ভীত নয়। পরমাত্মার প্রতি কবির ভালবাসা খাঁটি এবং গভীর

> যে ভালবাসা অশ্রুহীন আঁখি পরিত্যাগ করে তা/ভালবাসাই নয়,/এবং মনের সে উত্তেজনা হর্ষোল্লাসে অনিয়ন্ত্রিত তা মিথ্যে[২৭৬]

কিন্তু কবির ভালবাসা মিথ্যে নয়। কবি অনুভব করেন তার প্রিয়তমাকে

> যখন সে আমার পাশে/আমার গৃহ কাতরতা থাকে না,/এবং আমার মন অশান্তি মুক্ত।[২৭৭]

এই শান্তির অন্বেষায় তাঁর প্রতীতি জন্মে যে আল্লাহর উপস্থিতি সর্বত্র সবক্ষণ

> যে গৃহে সে রয়েছে/সে গৃহটিই আমার গৃহ/তোমারা আমার কাছে কি প্রার্থনা করো/হে আমার দেশবাসী?[২৭৮]

কবির এ আহ্বানে আছে নানা রকম প্রস্তাব। কখনো তিনি বলছেন তিনি তার দেশবাসীর জন্যে বিলাস বহুল প্রাসাদ নির্মাণ করবেন অথবা কাব্যসম্ভার। না-কি তিনি ভক্তদের নির্দেশ মতো

> ধ্বংস করে দিতে/মিথ্যাবাদী এবং অনিয়মতান্ত্রিকভাবে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত/প্রজ্ঞা পীড়নকারী শাসকদের?[২৭৯]

কবির মনে হচ্ছে এ সবই হবে অর্থহীন। কারণ

> তোমারা আমার জন্যে কি করেছো/আমার দেশবাসী?[২৮০]

তিনি অভিযোগ করেছেন কবি যখন ব্যথায় কাতর হয়েছেন, কেঁদেছেন তখন কেউ তাকে সহমর্মিতা দেখায় নি। অথবা কবির সংশয়

> আমি তোমাদের ডাকবো/রাতের নীরবতার মধ্যে।/যেখানে চাঁদের ঔজ্জ্বল্য এবং তারার সম্ভ্রম/হবে দৃষ্টিগোচর।/কিন্তু তোমরা বিস্মিত হবে নিদ্রিত থেকে/এবং ভয়ের মধ্যে তোমাদের তরবারি মুষ্টিবদ্ধ চিৎকার[২৮১]

কবি তার দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান তার পূর্বপুরুষেরা কেমন করে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন, কেন হারিয়েছেন। যুগপৎভাবে কবি মানুষকে আশান্বিত করেছেন সর্তকও করেছেন জীবনযাপনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে।

ঝ. গুচ্ছকবিতা

আশির দশকে 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র সাহিত্যসাময়িকীতে কখনো কখনো কোন কোন কবির একাধিক কবিতা একটি শিরোনামে প্রকাশ পেতে দেখা যায়। এই জাতীয় কবিতাকে 'গুচ্ছকবিতা' নামে অভিহিত করে আলোচনা করা হল। আবদুল মান্নান সৈয়দ

Dhaka University Institutional Repository

'তিনটি কবিতা' শিরোনামে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কবিতা রচনা করেন। প্রথম কবিতার নাম 'শিল্পি'। কবিতায় কবিপ্রিয়ার প্রাণোচ্ছল বর্ণনা আছে। কবির কাছে তাঁর প্রিয়স্বত্তা পৃথিবীর তাবৎ সৌন্দর্যের সৌন্দর্য, মাধুর্যের মাধুর্য।

> তুমি নও দ্বিতীয় প্রকৃতি।/তুমি দিগন্তের আর্চ থেকে পাঠানো সূর্যের মতো,/জাগর চাদের মতো।[২৬২]

শুধু তাই নয় কবিপ্রিয়া তাঁর কাছে জান্তবস্বত্তা

> আমার ভিতরকার সূর্য তুমি, চাঁদ তুমি।[২৬৩]

তাঁর দ্বিতীয় কবিতা "কবিতা কোথায় থাকে"। এ কবিতায় কবি অনুসন্ধিৎসু। কবিতার উৎস কোথায়! অহর্নিশি তাঁর আরাধনা

> দুহাতে শিশুর মতো ছিড়েছি গোলাপ,/কুমোরের মত আমি তাল তাল আকাশ ছেনেছি,/চলে গেছি বহুবার নারীর ভিতরে।[২৬৪]

তিনি কবিতার উৎস সন্ধান করেছেন ঝর্ণায়, শীতল জলে, অথবা পাহাড়ের নীরব গুমোট গুহায়। অবশেষে উপলব্ধি করেছেন হয়ত গোলাগের পাপঁড়ি অথবা আকাশভাঙা মেঘেই লুকিয়ে আছে কবিতার সরলগ্রন্থি।

তার তৃতীয় কবিতা 'তুমি'। অনেকটাই চিত্রময় এই কবিতা

> বিতারিত হয়ে আছো/অর্ধেক পাথরে তুমি/অর্ধেক উড্ডীন কোন পরির পাখায়।[২৬৫]

ছোট্ট ক্যানভাসের এ কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়তমার স্বরূপ খুঁজছেন।

ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে মোহাম্মদ মনিরুজ্জান সাতটি কবিতা প্রকাশিত হয় আশির দশকে গোড়ার দিকে। প্রথম কবিতার নাম 'সময়ের গান'। চার লাইনের এ কবিতায় কবি জীবনের এক গভীর সত্যের উপলব্ধি তুলে ধরেছেন। সময় কারোর নিরঙ্কুশ নয়। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে একসময়কার জাঁদরেল মানুষকেও হার মানতে হয়- পরিণত হতে হয় লাশে

> সময়ের গর্ব ভালো নয়/সময় কারোই নয় দাস,/সকলেরই শেষ হয় সাধের সময়।/পড়ে থাকে লাশ।[২৬৬]

তাঁর দ্বিতীয় কবিতার নাম 'নেশার আয়ু'। দুই লাইনের এই কবিতায় দার্শনিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে

> নেশার আয়ু কত কম/যৌবনের, ক্ষমতার টাকার।[২৬৭]

সবকিছুরই একটা সীমারেখা আছে। যৌবন অথবা টাকা অথবা ক্ষমতা এমনকি এ ত্রয়ীর সম্মিলনে মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে। নিজের ক্ষমতাকে অসীম ভেবে উন্মত্তার নেশায় মগ্ন হতে পারে। কিন্তু এ সবই ভুল। কবি বলতে চেয়েছেন নেশার সমাপ্তি অবশ্যসম্ভাবী।

তাঁর তৃতীয় কবিতার নাম 'সম্ভব'। এ কবিতায় কবি মানব জীবনের চরম সত্যের কথা উপস্থাপন করেছেন। মৃত্যু এমন একটি অধ্যায় যার স্বাদ প্রতিটি জীবেরই গ্রহণ করতে হয়। তাই তিনি লেখেন

> মৃত্যু কেবল জীবনেই সম্ভব।[২৬৮]

'কপোত' তাঁর চতুর্থ কবিতা। নির্খাদ প্রেমের এ কবিতাটি অবয়বের দিক থেকে একটু ভিন্ন। অন্তমিলে বিন্যাসিত এ কবিতায় তিনটি করে পর্ব। প্রতি পর্বে রয়েছে চারটি করে মাত্রা। কবিতাটি পাঠে একটি চমৎকার ছন্দের আবেশে আবেশিত হবে পাঠক।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের পঞ্চম কবিতার নাম 'মা'। মা মানুষের পরম সম্পদ। কিন্তু কবি তার মাকে হারিয়েছেন বোধ হবার পূর্বেই। মায়ের আদর, স্নেহ, মায়া বঞ্চিত তাই বলে উঠেন

> আমার হল জন্ম, আমি/দেখিনি তোমার দেহ/চেতনালোকে কখন তুমি/ছিলে তা সন্দেহ।[২৬৯]

'ডাকি' তাঁর ষষ্ঠ কবিতা। কবি কালবৈশাখীকে আহ্বান করছেন। যা কিছু অকল্যাণকর সবকিছুকে ভেঙেচুড়ে একাকার করে দিতে তাঁর এই আহ্বান

> পৃথিবী কেবল ঘৃণা পরিভাষা শিখে/ঢাকা পড়ে যায় পশুর প্রাবে, স্বাদে:/গরলোৎসবে প্রমত্ত চোখ বেঁধে/অন্ধগলির কানামাছি যায় লিখে/প্রভেদ্যবিহীন গোজামিল মৌলিকে।[২৭০]

'পুষ্পিত সঙ্গীতা' তার সপ্তম কবিতা। প্রকৃতই সঙ্গীতের মূর্ছনায় কবিতাটি রঞ্জিত

> কি যেন সে বলতে চায়/সহজ সবুজ বনলতায়/তবু কেন সে/বলে না এসে/কথায় কথায় দিন যে যায়।[২৭১]

পৃথিবীর স্বরূপটাই এরকম। যা বলতে ইচ্ছে করে তা বলা যায় না। অস্ফুটস্বরে কেবল ওধরদুটো কেঁপে ওঠে। বলা হয় না। প্রাণ খোলা হয় না।

মাহবুব তালুকদারের দুটি কবিতার একটি হল 'তোমার চুলের মধ্যে' এবং অপরটি হল 'প্রশ্নবোধক'। কবি যখন তার প্রিয়তমাকে ভালবাসেন তখন কোন অঙ্গভেদ থাকে না। প্রিয়ার সত্তাটাই তার কাছে বড়। এমন কি প্রিয়ার চুল পর্যন্ত তার একান্ত ভালবাসার প্রিয়বস্তু। তাই তিনি বলে উঠেন

> যেন চুল নয়, অজস্র ফুলের ঘ্রাণে আমি আচ্ছন্ন ছিলাম[২৭২]

তাঁর এই ভাবনা আরো প্রকটিত হয় যখন তিনি বলেন

> আমার সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে তোমার মোহময় চুলের সৌরভ।[২৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

ফুলের চুলের প্রশস্তি বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনতম একটি ধারা। প্রাচীন বাংলাকাব্য বিশেষত মধ্যযুগের প্রণয়োপখ্যানসমূহে চুলের বর্ণনা এক অপরিহার্য অধ্যায় ছিল। যুগ পরিবর্তন হলেও কবির দৃষ্টিতে নারীর চুল আজও সৌন্দর্যের এক অপার আধার।
তাঁর দ্বিতীয় কবিতা 'প্রশ্নবোধক'। এ কবিতায় কবি ভালবাসার উপযুক্ত পাত্রী খুঁজছেন। তিনি বাংলার ঘরে ঘরে সন্ধান করছেন

> আমি যা কিছু চাই বা চাই যাই না-/সাজানো গোছানো ঘর/আলনায় কাপড় জামা, সেলফে বই কিংবা প্রতি ঘরে নারী/আমার প্রেমের জন্যে সকলেই প্রতীক্ষায় থাকে।[২৯৪]

কিন্তু কবি তাঁর এই প্রতীক্ষায় নির্বিঘ্ন নন। একটা ভয় আর অনিশ্চয়তার দোলাচালে তার মন আন্দোলিত

> কি করে বুঝতে পারি, কার বুকে ভালবাসা, কার হাতে ছুরি![২৯৫]

প্রেমের ধর্মই এ রকম। কারোর জন্য প্রেম বয়ে আনে স্বর্গীয় সুখ, খুলে জীবনে সফলতার বাতাবরণ। আবার কারোর জন্য বা নরক যন্ত্রণা জীবনাবিনাশী গরল।

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ রচিত দুটি কবিতার একটি হল- 'এই যে তুমুল বৃষ্টি' অপরটি হল 'হার মানতে কে চায়' দুটো কবিতায়ই একটি প্রতিবাদ প্রকটিত হয়েছে। 'এই যে তুমুল বৃষ্টি' কবিতায় কবির আহ্বান বৃষ্টির প্রতি। চারদিকে প্রতিনিয়ত যে অন্যায় অত্যাচার চলছে এগুলোকে যেন ধুয়ে মুছে একাকার করে দেয়। 'হার মানতে কে চায়' কবিতায় কবি আপোষ করতে নারাজ। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার দ্রোহ সুকঠিন। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আশির দশকে রাজনৈতিক দলগুলো যখন রাজপথে আন্দোলনে রত তখন কবিও উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেন

> বস্তুত আমার পক্ষে এখন বুঝি হুঁশ/টিকিয়ে রাখাই দায়/তবুতো হার মানতে চায় না মন, হার মানাতে কে চায়!/.../আপাতত আমার সকল দিন ও রাত/কখনো কেবল অট্টহাসি কখনো কেবল অশ্রুৎপাত।[২৯৬]

ব্যর্থতা হতাশা আর মৃত্যু নিয়ে এক রোমান্টিক ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে শিহাব সরকার রচিত 'আমার জন্মের ফলে' কবিতায়। মৃত্যু নিয়ে কবির মধ্যে কোন দ্বিধা নেই। কিন্তুর মৃত্যুর উপায় নিয়েই কবির যত ভাবনা

> কী ভাবে মৃত্যু হতে পারে?[২৯৭]

এ মৃত্যু কী সাপের কামড়ে অথবা দৈবদুর্বিপাকে, না-কি কোন কঠিন ব্যাধিতে অথবা প্ল্যান ক্র্যাশ বা গাড়ি চাপায়। যেভাবেই হোক তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের কোন ক্ষতি নেই। ক্ষতি নেই তাঁর নিজেরও

> যেভাবেই মরি-/নিতান্ত অবহেলায় ভাগাড়ে, কাক শকুনের উৎসবে বা আবাল বৃদ্ধবণিতার বুক ফাটা বিলাপে/বিবেচনা হবে ঐ একটি মুহূর্তে,/আমার জন্মের ফলে কার কতটুকু এসে গেছে।/না-কি আমিই শুধু গিয়েছি বার বার মানুষের কাছে/চোখের পর্দাহীন বেহায়া প্রেমিক?[২৯৮]

আশির দশকের গোড়া থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক চিত্র বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা এ সময় কঠিন হয়ে পড়ে। এ বিষয়টি মাথায় রেখে অত্যন্ত সচেতনভাবেই আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনা করেন 'শীতের আগুন' কবিতাটি। শাব্দিক অর্থে কবিতায় বলা হয়েছে শীতের অবসানে বসন্ত আসে। এটা চিরাচরিত নিয়ম। শীতকে ভয় পাওয়া বা এড়িয়ে চলার অবকাশ নেই।

> সারারাত গাঢ় কুয়াশার ভেতরে মাতাল জাহাজের মতো আমাদের ঘর গেরস্থালি।[২৯৯]

বস্তুত শীত বা কুয়াশা এখানে ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রতিচ্ছবি। কবি জাতীয় যে কোন বিপর্যয়ে আমাদের একসঙ্গে মোকাবেলার একটা চিত্র তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে

> এমনকি ভোর হলে আকাশ উপচে নামে না সোনালি তরল।/তাছাড়া, গোল হয়ে বসে একসাথে/সহৃদয় আগুনে হাত সেঁকে নেয়ার মতো সম্প্রীতি কোথায়?[৩০০]

তাই বলে হতাশ নন কবি

> যেমনি দিনের পরে আসে রাত,/তেমনি অনিবার্য নিয়মেই শীতের পরে/আসবে বসন্ত।[৩০১]

'প্রেম' কবিতায় কবিকে পাওয়া যায় ভিন্ন এক মাত্রায়। এখানে কবি আনত তার স্রষ্টার কাছে। যাপিত জীবনের ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। যৌবনের উন্মাদনায় কবি ছিলেন তৃপ্ত। জীবনের পরিপূর্ণতায় তিনি ছিলেন মুগ্ধ

> দেবতা, তোমার ঋণ শোধ হয়ে গেছে জেনে আমি/বহুদিন নিরিবিলি ছিলাম সংসারে তৃপ্ত সুখী/সাফল্যে সহজ;[৩০২]

কিন্তু জীবন নদীর তীরে নোঙর ফেলতে এসে তার বোধোদয় হল নতুন করে

> তবু প্রসারিত দুই হাত মেলে/যতদূর যাই হায় কোথায় সবুজ বসুন্ধরা।[৩০৩]

তাই তার পরাভব

> এখন নিশ্চিত জানি কেবল তোমার ক্রীতদাস আমি,[৩০৪]

Dhaka University Institutional Repository

'সীমাবদ্ধা' এবং 'আজব মল্লার হাট' নামে দুটো সনেট রচনা করেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। 'সীমাবদ্ধা' সনেটে কবির প্রেমাকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত। প্রথম আট লাইনে কবি তার প্রিয়ার সান্নিধ্য লাভে উন্মুখ পরবর্তী ছয় লাইনে প্রিয়াকে পাওয়ার আনন্দে উদ্ভাসিত। কবিতাটি সনেটের শর্ত পুরোপুরি অনুসরণ করেছে বলা যায়। অন্তমিলে অষ্টকে কগ ও খঘ এবং ষটকে ঙচ, ঙচ রীতি অনুসরিত। দ্বিতীয় কবিতা 'আজম মাল্লার হাট' ও প্রথমোক্তের রীতি অনুসরণ করেছে। এ কবিতায় প্রকৃতির আবেশে উদ্বেলিত হতে দেখি কবিকে। শ্রাবণের ঝর ঝর ধারার কবি মোহিত। প্রিয়ার সাথে মিলনে বাসনায় কবি অস্থির। শ্রাবণের ঘনঘোর অন্ধকারে

> চুপি চুপি যাবো ছাদে উতলা তোমার দেহলতা/দুলিয়ে এসে জড়াও আমাকে গভীরে, অভিসারে/অশ্বারোহী আমিও সহজে সে সুযোগ ছাড়বোনা/যদিও পিছল উপাত্যকা ভর পতন মৃত্যুর/মায়াজাল, দুরু দুরু অশান্ত হৃদয় তালগোনা/যাকে ভুলে, খুজে নেবো যথাস্থান বিনাশ মধুর।[৩০৫]

এবং এর পরই আমরা কবিকে দেখতে পাই ফ্রয়েডের তাড়নায় পুরোপুরি নিমজ্জিত

> শোরগোল মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ বিতান মন্দ্রধ্বনি/নামুক নামুক বৃষ্টি অঝোর বর্ষণ ঝম ঝম/কি মজা তোমাকে চেপে মনে হয় তুমি রত্নখনি/বলে যাই আচ্ছাদনে যেন পাই সাগর সঙ্গম।[৩০৬]

দুটি কবিতা নামে মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ 'নিরেট পাথর' এবং 'তোমারো ভিতর' নামক কবিতাদ্বয় রচনা করে। 'নিরেট পাথর' কবিতায় স্বার্থান্ধ পৃথিবীর সাক্ষী হিসেবে পাথরকে দেখেছেন কবি

> পাথর বলে না কথা/সমস্ত সঞ্চিত রাখে/বুকের ভিতর/মানুষের ষড়যন্ত্র, স্বার্থ বুদ্ধি/দেখে শুধু/হতবাক নিরেট পাথর।[৩০৭]

বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় নশ্বর মানুষ নানা ছলকলার আশ্রয় নেয়। কোনটি গোপনে কোনটি প্রকাশ্যে। এসবের কোনটি হয়তো বাস্তবায়িত হয় কোনটি অংকুরেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু এ সবেরই সাক্ষ্য বহন করে পৃথিবী, পৃথিবী শীলরাশি এমন কি নিরেট পাথর।

'তোমারো ভিতর' কবিতায় কবিকে গভীর দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষকে অবলোকন করতে দেখা যায়

> তোমার দ'চোখে স্বপ্ন/হৃদয়ে শিল্পীর অধিবাস/আশ্চার্য! তোমাকে করে/মানুষের ষড়যন্ত্র গ্রাস।/সহজেই প্রতারক/পাকচক্রে ফেলে দেয় ফাঁদে/নিয়ে যায় ভুলপথে/অহেতুক কলহ বিবাদে/এবং বিভ্রমে ভাবো/মিত্রকেই শত্রু অতঃপর/বিবেকের মৃত্যু ঘটে/অকস্মাৎ তোমারো ভিতর।[৩০৮]

'নিরেট পাথর' কবিতায় যে ভাবটি সংবৃত। 'তোমারে ভিতর' কবিতায় এই ভাবটিই বিবৃত। এখানে মানুষের প্রতিপক্ষ মানুষ। এদের মধ্যে দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য প্রতিযোগিত চলমান অষ্টপ্রহর। এই প্রকৃতিই মানুষের স্বতসিদ্ধ প্রকৃতি। বোধসম্পন্ন মানুষ চলার পথে প্রতিদ্বন্দ্বি রাখতে চায় না। সাফল্যলাভে উন্মুখ মানুষ তাই নানাবিধ কুটচালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে চেতনে অবচেতনে। কবি অনেকটা অলংকারহীন শব্দ যোজনায় মানুষের এই দুর্বল দিকটি তুলে ধরেছেন 'তোমারো ভিতরে কবিতায়'।

এই দশকের শেষের দিকে 'ইত্তেফাক' সাময়িকীতে আর হেনা মোস্তফা কামালের পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলো হল 'মূল্য', 'স্বগীয়', 'বেড়াল', তুল্যমূল্য', 'মোহনা থেকে' এবং 'সুখ সম্পর্কিত'। 'মূল্য' কবিতাটিকে বলা যায় কবির সারাজীবনের একটি এ্যাসেসমেন্ট। শৈশব, কৈশোর যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ় বয়সে কবির মনে হল পেছনের জীবনটা ছিল সত্যিই ভুল। তাই উচ্চকণ্ঠে বলে উঠেন

> যৌবনের ভুল শুধরে সহজেই ভুলেছি সুন্দরী/তোমার বিষণ্ণ মুখ, সেই থেকে ভিন্ন লোকালয়/আমার গন্তব্য; পথে লোলজিহব লোভের পসরা/সবটুকু বিষ ঢেলে নিয়ে গেছে দাম: একজন কবির হৃদয়।[৩০৯]

ব্যবহারিক জীবনের ন্যানা উপকরণ উঠে আসে কবির ভাবনায়। 'স্বর্গীয় বেড়াল' কবিতায় আমরা টেলিফোনকে শিল্পিতভাবে উপস্থাপন করতে দেখি কবিকে

> শাদা বেড়ালের মতো শান্ত টেলিফোন/অইখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে/কে তাকে ঘুমের দেশে নিয়ে গেছে কবে/জানি না তা, কেবলি অদৃশ্য পাতা ঝরে সামান্য বাতাসে।[৩১০]

অথচ কবি নিঃসঙ্গতা চান না, মানুষের কোলাহলে জীবনের চাঞ্চল্য খুঁজে ফেরেন কবি

> পরম সোহাগে তাকে বুকে নেই, বলি ওঠো/হে বান্ধব, স্বর্গীয় বেড়াল তুমি সাড়া দাও গভীর টঙ্কারে/সমস্ত দেয়াল ভেঙে বেপরোয়া আমি চলে যাবো
>
> জাতিসংঘে, লোকালয়ে, সর্বত্র আমাকে শ্লোকে জ্বলবে অন্ধকারে।[৩১১]

কবির এই আহ্বানে সাড়া দেবে কে? তবে কী কবি কোন কারণে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন জীবনের গতি নিয়ে। আমরা জানি এই কবিতা প্রকাশের বছর খানিক পরেই মহাপ্রয়ানে চলে যান তিনি। কিন্তু তাঁর ভাবনা চিরকালীন অমর।

Dhaka University Institutional Repository

'তুল্যমূল্য' কবিতাটি নানা কারণে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এতে যেমন একটি ভাবের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটেছে, তেমনি আছে আঙ্গিকের একটা পরীক্ষা। কবিতাটির নামকরণেই এর বিষয়বস্তু প্রকাশমান। কবি বার বার নিজেকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন। চাওয়া পাওয়ার হিসেব মেলাচ্ছেন সাধারণ বাঙালির সন্তান তিনি। তাই আকাঙ্ক্ষা গগণচুম্বী ছিল না।

> অলৌকিক সাধনা করিনি/অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত/শুধু জানতাম সব সঞ্চয়/অলীক এবং বড়ো অনিত্য।/প্রাসাদ অথবা গোলাপ বাগান/কিছুই ছিলো না আমার সাধ্য/উত্তরকালে অভিনন্দন/হয়নি কখনো তাই অবাধ্য।[৩১২]

সমাজ বাস্তবতাকে মেনেই তিনি চলেছেন। কারোর কটূক্তি বা প্রবঞ্চনায় আহত হয়েছেন কিন্তু প্রত্যাঘাত করেন নি। তাই শান্ত প্রশান্ত হতে দেখি তাকে শেষ পংক্তিমালায়

> আজ অবেলায় নিষ্প্রয়োজন/ভালো কি মন্দ সেই বির্তক/নির্বাসনের একটিই মানে/তুল্যমূল্য নরক স্বর্গ।[৩১৩]

কবিতাটির প্রতিটি স্তবকে চারটি করে লাইন, এবং দ্বিতীয় এবং চতুর্থ লাইনে রয়েছে অন্তমিল।

'মানব সম্পদ' কথাটি যর্থাথতা লাভ করে মানুষ যখন প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত মানুষ পৃথিবীকে বিকশিত করে সুশোভিত করে। আর শিক্ষা লাভের আঁধার হল বিদ্যাপীঠ। 'মোহনা থেকে' কবিতায় আবু হেনা মোস্ত ফা কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জল ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে বিবৃত করেছেন 'মধুর রেঁস্তোরার' কথা

> মধুর রেস্তোরা থেকে বেড়িয়ে/আমরা সবাই চলে গেলাম যে যার পথে/কেউ সচিবালয়ে, তোপখানায়/কেউ ইসলামাবাদে/কেউ প্যারিসে, রোমে/অনেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গ্রামে গঞ্জে/রোয়া ওঠা স্কুল কলেজে।[৩১৪]

বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হল কর্মী তৈরির কারখানা। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এদের রয়েছে সদর্প পদচারণা। উৎসবে পার্বনে, অবরে সবরে তাই কবির মনে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর রেস্তোরার কথা

> মধুর রেস্তোরায় হঠাৎ কোন পৌষের সকাল ১০ টায়/এক পেয়ালা চা কি আগের মতই মদির[৩১৫]

'সুখ সম্পর্কিত সমাচার' কবিতায় কবি সমাজের একটি চরম সত্য শব্দময় করেছেন। কবির মতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং সুখ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সুখী হওয়ার জন্য দুটি সন্তানই যথেষ্ট। জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ বাংলাদেশ। ক্ষুদ্রাতয়নের এই দেশে জনসম্পদের এত বাড়াবাড়িতে বিশৃঙ্খলা আজ সর্বত্র। প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক কোন পর্যায়ই আজ সুস্থ স্বাভাবিক নয় জনসংখ্যার বিষ্ফোরণে। এ সমস্যা শুধু বাংলাদেশের নয়। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই আজ বিপর্যস্ত, সংকটাপন্ন। তাই নিরঙ্কুশ সুখ লাভ করতে হলে প্রয়োজন জন্ম নিয়ন্ত্রণ।

> সুখ কোন দার্শনিক বিষয় নয়/শুধু চাই নির্ভরযোগ্য নিরোধ/এবং সুযোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ।[৩১৬]

কবিতা পাঠে মনে হবে এটা কোন পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞাপন। আদতে তা নয়। জনগুরুত্বপূর্ণ বা জাতীয় একটি বিষয়কে কবিতায় উপস্থাপন করে তাঁর কবিত্ব শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন বলা যায়। কবিতায় কবির রসবোধের পরিচয় মেলে।

> তৃতীয় বিশ্বে কবির ফলন এমনিতেই অঢেল/প্রায় রপ্তানিযোগ্য পণ্য বটে/এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভেবে দেখতে পারেন।[৩১৭]

আবুল হোসেন 'গুচ্ছকবিতা' শিরোনামে 'ইত্তেফাক' সাময়িকীতে চারটি কবিতা রচনা করেন। তাঁর প্রথম কবিতা 'কবিতা লেখা'। কবিতার অবয়ব বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কবি। শুধু শব্দ আর ছন্দের মিল হলেই কী কবিতা হয়?

> এলোমেলো/সেই শব্দগুলো/কিছু বললো কি না/অথবা যা বললো তার চেয়েও/যা বললো না/আসল কথা যে সেটাই শোনা,/তা কাউকে আর বলতে দেখি না।[৩১৮]

কবিতা দৃশ্যমান কোন বস্তুদ্বারা তৈরি করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সাধনা, মুক্ত চেতনা আর সমকালীন ও উত্তরকালীন ভাবনা। কবির মতে একটি কবিতার জন্যে

> হন্যে হয়ে খুঁজতে হয়/সারা জীবন, আকাশ পাতালময়।[৩১৯]

ইসলমের ইতিহাসের একটি করুণ অধ্যায় নিয়ে আবুল হোসেন রচনা করেন 'দুই ভাই' নামে তাঁর দ্বিতীয় কবিতা। এতে নবী (সা.) এঁর দৌহিত্র হাসান ও হোসেনের জীবনালেখ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

> দুই ভাই হাসান হোসেন।/হাসানকে বিষ দিলো যারা/স্বপ্ন বুঝি দেখেছিলো তারা/ফাঁকতালে সহজে জেতার।/হোসেন শহীদ হয়ে তার/প্রতিদান কেমন দিলেন।[৩২০]

মহাকাব্যিক একটি বিষয়কে কবিতার অবয়বে প্রতিস্থাপন করে কবি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন বলা যায়। কর্মপরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়নে সমন্বয় না থাকলে সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। ব্যর্থতার দায়ভার তখন গিয়ে পড়ে ভাগ্যের উপর। তৃতীয় কবিতা 'মসিব' এ কবি এই রকম একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন

> যদিও সময় ছিল তার,/যাবে সে কেমন করে, যার/ভাগ্যে নেই যাওয়া? পারলো না/দোদুল আবুল, বেপরোয়া/কামরুল রাজার মতোন/উঠে গিয়ে নিলো সে আসন।[৩২১]

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহসী হতে হয়। আলোচ্য কবিতায় কামরুল যা পারল-আবুল তা পারল না। জীবন এমনই এক চলমান প্রক্রিয়া। যেখানে থেমে থাকার কোন অবকাশ নেই। পৃথিবীতে স্থান কখনো শূন্য থাকে না। কোন না কোন ভবে কেউ না কেউ শূন্যতা পূরণে সক্ষম হয়। তাঁর চতুর্থ কবিতা 'সেই সব'। এ কবিতায় নষ্টালজিয়ায় বশীভূত না হতে কবি সাধারণ মানুষকে পরামর্শ দিয়েছেন।

> ফেলে আসা দিনগুলো/ধরা ছোঁয়া যায় না, কেবল/নাকে চোখে মনে লেগে/কিছু রং রস সুর/আর ছবি সেই সব।[৩২২]

অতীত ভাবনা যেন ভবিষ্যৎ পথকে রুদ্ধ না করে এ বিষয়ে কবির পরামর্শ পাঠক সানন্দেই গ্রহণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আলাউদ্দিন আল আজাদ 'দুটি কবিতা' শিরোনামে বস্তুত ভিন্ন দুটি কবিতা রচনা করেছেন। এর একটি হল 'মুক্তিযোদ্ধা', দ্বিতীয়টি 'স্মৃতিসৌধ'। প্রথম কবিতায় অগনিত মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করা হয়েছে। কবি বলতে চেয়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা বিস্মৃত নন। তাঁদের স্মরণ করবে এদেশের লক্ষ কোটি মানুষ-প্রতি দিন-প্রতিক্ষণ-

> 'অজ্ঞাতে সারারাতের যুদ্ধশেষে/শরতের রৌদ্র করোজ্জল ভোরে/কান্নার সিঁড়িতে/আপনি অঘোরে ঘুমুচ্ছেন/তামাটে কফিনে/ভুল করে কারা ঝাঁকে ঝাঁকে/দল বেঁধে এসে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি/দিয়ে গেছে গাদা গাদা/পুষ্পের স্তবক।[৩২৩]

দ্বিতীয় কবিতা 'স্মৃতিসৌধ' মূলত প্রথম কবিতার পরিপূরক। লাখ লাখ শহীদকে স্মরণ রাখতে নির্মিত হয় স্মৃতিসৌধ

> তিন নয়, চার নয়/সাতও নয়কো অগণন অজানা শহীদ/সমাধিক্ষেত্র আমার স্মৃতিসৌধ ঘিরে/কৃষক শ্রমিক বুদ্ধিজীবী মুক্তিসেনা/যারা প্রাণ দিয়েছেন অকাতরে/তাঁরাই মৃত্যুকে অবলীলাক্রমে জয় করে/জেগে আছেন বৃক্ষের সারি/পত্রপুষ্প ফলবান
> আমার অন্তরে।[৩২৪]

ঞ. অন্যান্য

উপরে বিভাজিত বিষয়াবলিতে যেই সকল কবিতাকে সংযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় নি সেই সকল কবিতাকে এই অংশে আলোচনা করা হল। এক মহাকাব্যিক দ্যোতনায় রঞ্জিত আল মুজাহিদী রচিত 'জলপাই রঙ বেয়াড়া গাড়ি' কবিতাটি। বিশাল অবয়বের এ কবিতায় উঠে এসেছে হাজার বছরের বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির কথা। কবি সঞ্চরমান, কালের পীঠে চড়ে তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন পৃথিবীময়। তাই তাঁর চেতনায় উঠে এসেছে ব্যাবিলনের কথা-আরাকানের কথা। কবিতার শুরুতেই আছে যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা। কবির আশঙ্কা সামরিক পরিবহনে পিষ্ট তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, তাঁর অক্ষর সম্বলিত পাণ্ডুলিপি

> জলপাই রঙ বেয়াড়া গাড়িটার নিচে/আমার পুরনো পাণ্ডুলিপি।[৩২৫]

এই পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণে কবি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তিনি এই পাণ্ডুলিপি থেকে জেনেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের কথা। তিনি শুনেছেন দেশবিভাগের কথা, মনন্বতরের কথা। কবি জেনেছেন সকাল দুপুর রাত্রি অষ্টপ্রহর তাঁর জাতির উপর অত্যাচার নির্যাতনের কথা। কিন্তু এতে হতবিহ্বল নন কবি।

> আমি উঠে দাঁড়ালাম/মাতৃগহ্বর থেকে উঠে দাড়ালাম শিরদাঁড়া টান করে।[৩২৬]

এবার কবির বিচরণক্ষেত্র বিশ্বময়। তাঁর চলার পথ শুধু ধূলিমাখা মেঠোপথ বা রেলপথ নয়। সংক্ষুব্ধ সমুদ্রও তাঁর বাহন

> আমি সমুদ্রের কম্পমান তরঙ্গের ওপর দিয়ে হেঁটে চলছি/বিজয় স্পর্ধিত নাবিকের মতো হেঁটে চলেছি।[৩২৭]

তাঁর এই চলার শেষ নেই। যতদিন না তিনি শ্রান্তি পাচ্ছেন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করতে সক্ষম হচ্ছেন ততদিন চলবে তার জঙ্গম পরিভ্রমণ।

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে 'মানুষ, বীজ ও বাড়ির ইতিহাস' ইত্যাদিকে একই শিরোনামে কবিতা রচনা করেন সৈয়দ হায়দার। কবির দৃষ্টিতে মানুষ সভ্যতার চক্রজালে আবদ্ধ হয়ে ক্রমে জটিলতর হচ্ছে। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যেকেই নিজ অবস্থান থেকে চ্যুৎ হচ্ছে

> মানুষ সদরে এবং অন্দরে দুইরূপ বসবাস করে/দরোজায় লটকানো মানবতার বাণী,/বুকের মধ্যে অনন্ত ক্রোধ পিপাসা[৩২৮]

মানুষের এই দ্বৈত আচরণে কবি যুগপদ হতাশ এবং ক্ষুব্ধ।

ইতিহাস্রিত চরিত্র হ্যামলেটকে নিয়ে রচিত 'হোরেশিওর প্রতি হ্যামলেট' কবিতায় গ্রিক পুরানের কথা তুলে ধরেছেন খোন্দকার আশরাফ হোসেন।

কবিতার শক্তি অপরিসীম। পৃথিবীতে এমন অনেক নজীর বিদ্যমান যে কেবল একটি কবিতা বদলে দিতে সক্ষম ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রনীতির পরিকাঠামো। বাংলাসাহিত্যে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার দ্রোহ চেতনা শুধু বাংলা ভাষাভাষীর কাছে নয়

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের সকল মানুষের কাছেই এক চিরন্তন প্রেরণার উৎস। শুধু 'বিদ্রোহী কেন' আলাউদ্দিন আল আজাদের 'স্মৃতিস্তম্ভ' শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' অথবা 'আসাদের শার্ট' বাঙালি জাতিয়তাবাদের এক অগ্নিসম কীর্তি। জাতির যে কোন দুর্যোগে সংকটে এ সব কবিতা এদেশের মানুষকে করে শানিত, উৎসাহিত। এই বিবেচনায় মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ কবিতার বর্তমান ভূমিকা কী হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন 'কবিতার কথা' কবিতায়। চারদিকে আজ যে ধ্বংসযজ্ঞ অন্যায় অত্যাচার এসবের কী কোন শেষ নেই! কবিতা কী এ প্রেক্ষিতে কোন ভূমিকা রাখতে পারে না? কবির আশাবাদ কবিতা পৃথিবীকে সুন্দর সুনির্মল করতে সক্ষম। কিন্তু কেমন হওয়া উচিত সেই কবিতা! কবির প্রশ্ন

> *কবিতা বাঁচাবে এই বিপন্ন পৃথিবী?/কিন্তু সেই কবিতার চেহারা কেমন/এবং কেমন তার অর্ন্তগত স্বভাব প্রকৃতি?*[৩২৯]

'কবির বিশ্বাস কবিতা কেবল ফুল, প্রকৃতি, নারী আর নদীর প্রশস্তি নয়। অথবা নয় সুন্দরের পূজারী। কবিতা সর্ববিস্তারী সর্বজয়ী। এমন কবিতা রচনা করতে হবে যাতে এই বিপন্ন পৃথিবীকে অশুভ শক্তির গ্রাস থেকে মুক্ত করা যায়।

সূর্য যেমন পৃথিবীটাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে তেমনি কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা ব্যক্তির অভিধার উর্ধ্বে একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হন। বাংলার এমন এক মহান পুরুষ হলেন মওলানা ভাসানী। তাঁর বিভায় আলোকিত হয়েছে নানা শ্রেণী পেশার লক্ষ কোটি জনতা। আল-মাহমুদও তেমনি একজন। মওলানার প্রতি কবির অকৃত্রিম ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে। ভাসানী : হারিয়ে যাওয়া এক পর্বতের স্মৃতি' কবিতায়। মওলানা ভাসানীর ধ্যান-জ্ঞান ছিল এদেশের স্বাধীনতা। তাঁর সারাজীবনের সংগ্রাম এ দেশের মেহনতি মানুষের মুক্তির পথ উন্মোচনের সংগ্রাম। তাই কবিতা নয় প্রয়োজন স্বাধীনতার, কবির প্রতি মাওলানার এই নির্দেশ কবি ভুলতে পারেন না।

> আমি এই পাশে মাঝে মধ্যে যেতাম/স্নিগ্ধ, যেন নিজের মধ্যে সমাহিত এক বাতাসের ফুৎকার।/বলতেন, কবিতা দিয়ে কি হবে? আগে চাই স্বাধীনতা
> তারপর ভাত-কাপড়।[৩৩০]

মহান নেতার প্রতি কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি কবিকেও মহৎ ও মহিমান্বিত করেছে আলোচ্য কবিতায়।

মুক্তিযোদ্ধাদের একটি খণ্ড চিত্র চিত্রিত হয়েছে খোন্দকার আশরাফ হোসেন রচিত 'বাউসী ব্রীজ' ৭১ কবিতায়। যোদ্ধারা ব্রিজের পাশে এম্বোশ করে আছে। শত্রু ধ্বংসের নেশায় এরা চুর। আকাশের চাঁদ এদের কাছে অসহ্য। তাদের লক্ষ একটি স্বাধীন মাতৃভূমি। কবিতায় খোন্দকার আশরাফ হোসেন কয়েকটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন দক্ষতার সাথে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'হাইড আউট' আকাশ এরিনা ইত্যাদি।

আল মুজাহিদী কবিতা রচনাকালে বিষয়ের সাথে ইতিহাস ঐতিহ্যকে বিলীন করে দেন অবলীলায়। তার কবিতায় সহজেই ওঠে আসে পুরান-কোরান আর মসজিদ-মন্দির প্যাগোডা। একদিকে যেমন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় তিনি ভাস্বর তেমনি ঐতিহ্যকে তিনি করেন আবেষ্টন। 'সার্বভৌম সূর্যের কোরাস' কবিতায় আমাদের সংগ্রামী স্বাধনতা যুদ্ধের রক্তিম বর্ণনা যেমন দিয়েছেন তেমনি দিয়েছেন দৃপ্ত পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে যাবার সুস্পষ্ট ঘোষণা

> ....প্রিয় রাজধানী!'/তুমি শরীরের শিরা-উপশিরায় ছিড়ে ফেলে উসকে দিয়েছিলে/শোণিতের উষ্ণধারা/দুঃসময়ে মুখে ভিজে গিয়েছিল শিশুদেহ নারীদেহ নারীদের স্তনবৃন্ত/পিপস্ স্কয়ার/রাজারবাগ পুলিশ ফাড়ির হরিৎ উদ্যান।[৩৩১]

কিন্তু এতে হতোদ্যম নন কবি। কারণ বিশ্ববাসী জানে

> *স্বাধীনতা-ই তোমাদের মহান গন্তব্য।*[৩৩২]

এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হবে। তাই ডানা অলা ভোরের উজ্জ্বল দূত বলে ওঠেন

> আমরা এসেছি/আমরা এসেছি/আমরা এসেছি পৃথিবীর মৃত্তিকামণ্ডল থেকে/একই অখণ্ড উৎস থেকে/প্রিয় পিতৃভূমি।[৩৩৩]

আব্দুল হাই শিকদার রচিত একটি মননধর্মী কবিতা 'মানুষ মঙ্গল'। কবির মতে পৃথিবীর প্রাণই হল মানুষ। সূর্য যেমন পৃথিবীকে বিচিত্র রঙে সাজায় মানুষ তেমনি পৃথিবীকে বৈচিত্র্যময় করে। বস্তুত পৃথিবীর আরধ্য হল মানুষ। কিন্তু কখনো কখনো এই মানুষ-ই হয়ে ওঠে কারোর কারোর দুভার্গ্যের কারণ। এমনি একজন কবি আব্দুল হাই শিকদার। তাঁর সরল স্বীকারোক্তি

> মানুষের জন্য কিছু ভালো করে দেখা যায় না/মানুষ দেখতে এসে মানুষই এখন বিপাকে ফেললো আমাকে/[৩৩৪]

এই মানুষের আগমন চিত্রটা কবি তুলে ধরেছেন এভাবে

> পাহাড় থেকে হিমবাহ নেমে আসার মতো/তরঙ্গের পর তরঙ্গ তোলপাড় করে নেমে আসে মানুষ[৩৩৫]

কবির উদ্দেশ্য কী! তা জানা যায় পরবর্তী পংক্তি পাঠে

> বাঁশি কিনতে গিয়ে দোকানে বাঁশের খোঁচায় ক্ষত হয় বুক[৩৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে কবি মেলার কথা বলেছেন

> গমনাগম চলতে থাকলেও কোথাও যাওয়া হয় না/কখনো মনে হয় মেলায় পয়সা হারিয়ে ফেলা কিশোর/কখনো দুপুরের রোদে ঝিম মেরে থাকা নাজুক ছাতিম গাছ/হঠাৎ বাতাস আসে কোলাহলের মধ্যে নামে স্বর্গীয় আতরের গন্ধ/সারকার্সের ঘোড়াগুলো/দোকানে ঝোলানো বাঁশি ও বেতের কাজ/আপনা আপনিই ফিরে পেতে থাকে সহজাত ঘোড়া ও বনের বিবিধ আচরণ/অস্পষ্টতার ঘনপর্দা সরিয়ে আমি আকুপাকু/একজন মানুষের মুখ দেখার জন্য ভিতরে সে কি তাড়া/কিন্তু আমি কিছুই দেখি না।[৩৩]

এই দেখতে না পাওয়ার বেদনায় কবি দগ্ধ হচ্ছেন ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা :

১। সৈয়দ আব্দুস সুলতান, কবি বেনজীর আহমেদ 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৮১, ঢাকা

২। কাজী দীন মুহম্মদ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২২শে জুলাই, ১৯৮৩, ঢাকা

৩। আবু মহম্মদ রইস, হুমায়ুন কবির : তাঁর স্বপ্নসৌধ, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২০শে আগস্ট, ১৯৮৩, ঢাকা

৪। মুহম্মদ মীজানুর রহমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন স্মরণে, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪, ঢাকা

৫। গোলাম রব্বানী খান, জাপানের প্রকৃতির কবি, 'দৈনিক ইত্তেফাক,' ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪, ঢাকা

৬। আবুল কাইয়ুম, সেগেই এসেনিন: ফিকে নীল ফাগফুল, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৮ই মার্চ, ১৯৮৩, ঢাকা

৭। ফখরুজ্জামান, মুরশী বিউগল সমীপে, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫, ঢাকা

৮। রফিকউল্লাহ খান, ইতিহাস মনস্ক কবি ফররুখ আহমেদ, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১লা নবেম্বর, ১৯৮১, ঢাকা

৯। আল মাহমুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ : নীলিমার চাষাবাদ, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮২, ঢাকা

১০। রফিকউল্লাহ খান, জীবনানন্দ দাশের রূপান্তর চেতনা: জন্মান্তরবাদ, না মিথস অব মেটামরফসিস', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা

১১। খোন্দকার আশরাফ হোসেন, কবিতার কালস্রোত, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৪ই মে, ১৯৮৭, ঢাকা

১২। প্রাগুক্ত

১৩। প্রাগুক্ত

১৪। মুহম্মদ মীজানুর রহমান, আহসান হাবীবের কবি প্রকৃতি, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৭ই জুলাই, ১৯৮৮, ঢাকা

১৫। দানীউল হক, ভাষা প্রসঙ্গ : শিশুর ভাষা শিক্ষা, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৮ও১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১, ঢাকা

১৬। আবু জাফর, রবীন্দ্রনাথের কুমু, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৯ই আগস্ট, ১৯৮১, ঢাকা

১৭। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৭শে জুলাই, ১৯৮৬, ঢাকা

১৮। ফারুখ মাহমুদ, 'আয়না', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৮১, ঢাকা

১৯। ইসহাক খান, 'দূরত্ব', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৬শে এপ্রিল, ১৯৮১, ঢাকা

২০। প্রাগুক্ত

২১। হেলাল আহমেদ, 'দ' 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১১ই জুন, ১৯৮৩, ঢাকা

২২। শামস বারাকপুরী, 'আট কোটির জখম', 'দৈনিক ইত্তেফাক,' ১২ই নবেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা

২৩। নাসরিন জাহান, 'বিকার', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৬ই নবেম্বর, ১৯৮৪, ঢাকা

২৪। প্রাগুক্ত

২৫। মাহবুব মোতানাব্বী, 'ভিক্ষুক', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৭ই জুন, ১৯৮৫, ঢাকা

২৬। নুরুল করিম নাসিম, 'এক অস্থির সময়ের', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৭ই জুলাই ১৯৮৬, ঢাকা

২৭। আল মাহমুদ, 'পত্তর নদীর গাঙচিল', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১লা নবেম্বর, ১৯৮৭, ঢাকা

২৮। ওয়াসি আহমদ, 'প্রসূতি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮, ঢাকা

২৯। প্রাগুক্ত

৩০। প্রাগুক্ত

৩১। আন্দালিব রাশদী 'দুই বিঘে', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৯ই জুন, ১৯৮৮, ঢাকা

৩২। প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৩৩। ফজলুল কাসেম, 'তিনপুরুষ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২০শে জুলাই, ১৯৮৯, ঢাকা
৩৪। প্রাগুক্ত
৩৫। প্রাগুক্ত
৩৬। নাজমুল আলম, 'তিন অধ্যায়', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৯ই নবেম্বর, ১৯৮৯, ঢাকা
৩৭। শাহ খায়রুল বাশার, 'পৈত্রিক ভিটা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১১ই মে, ১৯৮০, ঢাকা
৩৮। প্রাগুক্ত
৩৯। শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'লাল বাতি', 'দৈনিক ইত্তেফাক,' ১লা মার্চ, ১৯৮১, ঢাকা
৪০। প্রাগুক্ত
৪১। হুমায়ুন মালিক, 'অস্তিত্বের রাজা ও প্রতিপক্ষ', 'দৈনিক ইত্তেফাক,' ১৩ই অক্টোবর, ১৯৮৮, ঢাকা
৪২। প্রাগুক্ত
৪৩। প্রাগুক্ত
৪৪। প্রাগুক্ত
৪৫। আবু হাসান শাহরিয়ার, 'বিশ্বাস', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৮ই জুন, ১৯৮০, ঢাকা
৪৬। আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, 'জুলেখার ক্রন্দন', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৩শে এপ্রিল, ১৯৮৩, ঢাকা
৪৭। মুহম্মদ শামসুল হক, 'সুখ অ-সুখ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৪ই মার্চ, ১৯৮৬, ঢাকা
৪৮। প্রাগুক্ত
৪৯। প্রাগুক্ত
৫০। ওয়াসি আহমদ, 'ছুটি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৪ই মে, ১৯৮৭, ঢাকা
৫১। মঈনুল আহসান সাবের, 'দাগ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৭ই মার্চ, ১৯৮৮, ঢাকা
৫২। আবুল ফজল শামসুজ্জামান, 'যামিনী শেষে', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৭ ই জুলাই, ১৯৮৮, ঢাকা
৫৩। ফজলুল কাসেম, 'বাঁশি বাজে', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৯ই এপ্রিল, ১৯৮৭, ঢাকা
৫৪। প্রাগুক্ত
৫৫। ফজলুল কাসেম, 'কালো চশমা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৮ই জুন, ১৯৮৭, ঢাকা
৫৬। প্রাগুক্ত
৫৭। প্রাগুক্ত
৫৮। শামসুদ্দিন আবুল কালাম, 'বিলাহ বিলাত', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১১ই জানুয়ারি, ১৯৮১, ঢাকা
৫৯। শামসুল আলম, 'ঘৃণা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৬ই নবেম্বর, ১৯৮২, ঢাকা
৬০। এর্স্কিন কল্ডওয়েল, 'ভাবী রাষ্ট্রপতি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৭শে জুলাই, ১৯৮০, ঢাকা
৬১। মুন্সি প্রেম চাঁদ, 'কাফন', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৩০শে নবেম্বর, ১৯৮০, ঢাকা
৬২। জন বার্জার, 'কসাই', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা
৬৩। প্রাগুক্ত
৬৪। হাইনরীশ বোল, 'পাদ্রর মুখ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৫ই মার্চ, ১৯৮৭, ঢাকা
৬৫। প্রাগুক্ত
৬৬। প্রাগুক্ত
৬৭। নাজিব মাহফুজ, 'আল্লাহর দুনিয়া', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, ঢাকা
৬৮। প্রাগুক্ত
৬৯। প্রাগুক্ত
৭০। প্রাগুক্ত
৭১। প্রাগুক্ত
৭২। প্রাগুক্ত
৭৩। হেলাল আহমেদ, 'শব্দ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৮০, ঢাকা
৭৪। প্রাগুক্ত
৭৫। আব্দুল মান্নান সৈয়দ, 'মাছ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৫ই জুলাই, ১৯৮১, ঢাকা
৭৬। নুরুল করিম নাসিম, 'নিজের সাথে', 'দৈনিক ইত্তেফাক'-ঢাকা, ১লা আগস্ট, ১৯৮২, ঢাকা
৭৭। প্রাগুক্ত
৭৮। প্রাগুক্ত
৭৯। প্রাগুক্ত
৮০। আন্দালিব রাশদী, 'টাকা পয়সার কাব্য', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১০ই জানুয়ারি, ১৯৮৬, ঢাকা
৮১। প্রাগুক্ত
৮২। শিহাব সরকার, 'মানুষ ও ম্যানিকিন', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৯শে জুলাই, ১৯৮১, ঢাকা
৮৩। প্রাগুক্ত
৮৪। প্রাগুক্ত
৮৫। নাসির আহমদ, 'ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যাবলি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৬শে জুলাই, ১৯৮১, ঢাকা
৮৬। প্রাগুক্ত
৮৭। প্রাগুক্ত
৮৮। প্রাগুক্ত
৮৯। প্রাগুক্ত
৯০। হাসান হাফিজুর রহমান, 'আমি যাই', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১লা নবেম্বর, ১৯৮১, ঢাকা

৯১। প্রাগুক্ত
৯২। প্রাগুক্ত
৯৩। প্রাগুক্ত
৯৪। প্রাগুক্ত
৯৫। ইউসুফ পাশা, 'কুশল সংবাদ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১০ই নবেম্বর, ১৯৮২, ঢাকা
৯৬। প্রাগুক্ত
৯৭। শামসুর রাহমান, 'সে রাতে পার্টিতে তুমি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৭শে জুন, ১৯৮২, ঢাকা
৯৮। শিহাব সরকার, 'যে আত্মহত্যা করে', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১১ই জুলাই, ১৯৮২, ঢাকা
৯৯। প্রাগুক্ত
১০০। প্রাগুক্ত
১০১। রফিক আজাদ, 'জতুগৃহ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮২, ঢাকা
১০২। প্রাগুক্ত
১০৩। প্রাগুক্ত
১০৪। প্রাগুক্ত
১০৫। আবুল মকসুদ, 'বিদেশী নাবিকের চোখে দীর্ঘতম ঘাসের দেশ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩, ঢাকা
১০৬। প্রাগুক্ত
১০৭। প্রাগুক্ত
১০৮। শামসুর রাহমান, 'লের্য়াটেস' 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৫ই অক্টোবর, ১৯৮৩, ঢাকা
১০৯। প্রাগুক্ত
১১০। রেজাউদ্দিন স্টালিন, 'বিরুদ্ধ যাত্রা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৩ই মার্চ, ১৯৮৪, ঢাকা
১১১। আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, 'মুখপুড়ি ও মেয়ে', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৭ই জুন, ১৯৮৫, ঢাকা
১১২। প্রাগুক্ত
১১৩। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, 'ঘাসীরা ঘাস কাটুক', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৩ই নবেম্বর, ১৯৮৬, ঢাকা
১১৪। সানাউল হক খান, 'সময় হয় নি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৪ই মে, ১৯৮৭, ঢাকা
১১৫। খোন্দকার আশরাফ হোসেন, 'বর্ষা ১৩৯৫', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১১ই আগস্ট, ১৯৮৮, ঢাকা
১১৬। প্রাগুক্ত
১১৭। সৈয়দ আলী আহসান, 'হঠাৎ বন্যার পানি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮, ঢাকা
১১৮। প্রাগুক্ত
১১৯। প্রাগুক্ত
১২০। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'প্লাবনে প্লাবনে', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৩ই অক্টোবর, ১৯৮৮, ঢাকা
১২১। প্রাগুক্ত
১২২। প্রাগুক্ত
১২৩। সিকদার আমিনুল হক, 'ইচ্ছা হয় সব দেখি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০, ঢাকা
১২৪। সিকদার আমিনুল হক, 'যার জন্যে আসা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০, ঢাকা
১২৫। নাসির আহমদ, 'হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৯ই মার্চ, ১৯৮০, ঢাকা
১২৬। প্রাগুক্ত
১২৭। মাহমুদ সাদিক, 'তোমাকে আমার চাই', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১২ই অক্টোবর, ১৯৮০, ঢাকা
১২৮। প্রাগুক্ত
১২৯। প্রাগুক্ত
১৩০। প্রাগুক্ত
১৩১। ফজল শাহাবুদ্দীন, 'শরীরে মনে', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৮০, ঢাকা
১৩২। প্রাগুক্ত
১৩৩। প্রাগুক্ত
১৩৪। মাহবুব তালুকদার, 'ভালবাসার পংক্তিমালা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৮১, ঢাকা
১৩৫। প্রাগুক্ত
১৩৬। নাসির আহমদ, 'হায় মায়াবী জানালা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১১ই জানুয়ারি, ১৯৮১, ঢাকা
১৩৭। সিকদার আমিনুল হক, 'তোমাকে দেখি, তাকে দেখি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৮ই অক্টোবর, ১৯৮১, ঢাকা
১৩৮। আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'তোমাকে দেখবো বলে', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৮২, ঢাকা
১৩৯। প্রাগুক্ত
১৪০। প্রাগুক্ত
১৪১। প্রাগুক্ত
১৪২। প্রাগুক্ত
১৪৩। প্রাগুক্ত
১৪৪। আল মাহমুদ, 'সজল মুখি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২, ঢাকা
১৪৫। প্রাগুক্ত
১৪৬। খালেদা এদিব চৌধুরী, 'রৌদ্রে অবগাহন', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৮২, ঢাকা
১৪৭। প্রাগুক্ত
১৪৮। নাসির আহমদ, 'নন্দিনী তোমার জন্য', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

১৪৯। প্রাগুক্ত
১৫০। প্রাগুক্ত
১৫১। প্রাগুক্ত
১৫২। সানাউল হক, 'তিরিশোত্তর এই শীতে', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩, ঢাকা
১৫৩। প্রাগুক্ত
১৫৪। সানাউল হক খান, 'তুমি প্রিয় শব্দ, প্রিয় প্রসঙ্গ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৪ই মে, ১৯৮৩, ঢাকা
১৫৫। সৈয়দ আলী আহসান, 'প্রেম', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৮ই মার্চ, ১৯৮৫, ঢাকা
১৫৬। প্রাগুক্ত
১৫৭। প্রাগুক্ত
১৫৮। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, 'জীবন যাপন-২', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৮ই অক্টোবর, ১৯৮৫, ঢাকা
১৫৯। প্রাগুক্ত
১৬০। মাহবুব সাদিক, 'ঝরাপাতাদের গান', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৭শে জুলাই, ১৯৮০, ঢাকা
১৬১। প্রাগুক্ত
১৬২। মাহবুব বারী, 'বৃষ্টি ও আকাশের প্রভুকে ধন্যবাদ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৮০, ঢাকা
১৬৩। প্রাগুক্ত
১৬৪। আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'রেলপথ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৫ই মার্চ, ১৯৮১, ঢাকা
১৬৫। হাবীবুল্লাহ সিরাজী, 'নারী ও আগ্নেয়গীরি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৩শে এপ্রিল, ১৯৮৩, ঢাকা
১৬৬। আল মাহমুদ, 'বৃষ্টির বিবৃতি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৮৫, ঢাকা
১৬৭। আল মাহমুদ, 'অস্পষ্ট স্টেশন', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৫, ঢাকা
১৬৮। রফিক আজাদ, 'নদী', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৫, ঢাকা
১৬৯। প্রাগুক্ত
১৭০। শামসুল ইসলাম, 'নীলকণ্ঠ পাখি খোঁজে', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯, ঢাকা
১৭১। প্রাগুক্ত
১৭২। সানাউল হক খান, 'রূপ সনাতন', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৮১, ঢাকা
১৭৩। হাসান হাফিজুর রহমান, 'আমার সীমানা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, ঢাকা
১৭৪। প্রাগুক্ত
১৭৫। প্রাগুক্ত
১৭৬। প্রাগুক্ত
১৭৭। সৈয়দ আলী আহসান, 'শেষ বিশ্রাম', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১লা মার্চ, ১৯৮১, ঢাকা
১৭৮। প্রাগুক্ত
১৭৯। প্রাগুক্ত
১৮০। সানাউল হক খান, 'ঘৃণা মনস্তাত্তিক', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৭ই মে, ১৯৮১, ঢাকা
১৮১। প্রাগুক্ত
১৮২। প্রাগুক্ত
১৮৩। প্রাগুক্ত
১৮৪। হাবীবুল্লাহ সিরাজী, 'অনুকম্পা ও স্বপ্নের ছায়া', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮১, ঢাকা
১৮৫। অবদুস সাত্তার, 'অলৌকিক আয়না', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৮২, ঢাকা
১৮৬। প্রাগুক্ত
১৮৭। প্রাগুক্ত
১৮৮। আবু হাসান শাহরিয়ার, 'কৃষ্ণকীর্তন', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৩শে অক্টোবর, ১৯৮২, ঢাকা
১৮৯। প্রাগুক্ত
১৯০। প্রাগুক্ত
১৯১। মাহদেব সাহা, 'আমি তো অটোগ্রাফ চাই', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪, ঢাকা
১৯২। প্রাগুক্ত
১৯৩। জাহানারা আরজু, 'অসহায় আদম হাত', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৭ই জুন, ১৯৮৫, ঢাকা
১৯৪। সৈয়দ আলী আহসান, 'অপেক্ষা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২রা আগস্ট, ১৯৮৫, ঢাকা
১৯৫। প্রাগুক্ত
১৯৬। প্রাগুক্ত
১৯৭। ওমর আলী, 'বেশী দূরে নয়', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, ঢাকা
১৯৮। প্রাগুক্ত
১৯৯। প্রাগুক্ত
২০০। প্রাগুক্ত
২০১। প্রাগুক্ত
২০২। প্রাগুক্ত
২০৩। শাহীন রীশাদ, 'কেবল মানুষ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭, ঢাকা
২০৪। আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, 'গড় ঠিকানা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৭ই জুলাই, ১৯৮৮, ঢাকা
২০৫। প্রাগুক্ত
২০৬। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, 'সত্যি কতোকাল', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১১ই আগস্ট, ১৯৮৮, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

২০৭। প্রাগুক্ত
২০৮। প্রাগুক্ত
২০৯। প্রাগুক্ত
২১০। খালেদা এদিব চৌধুরী, 'কিভাবে ফেরাবে', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, ঢাকা
২১১। সৈয়দ আলী আহসান, 'সময় নেই', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৯ই নবেম্বর, ১৯৮৯, ঢাকা
২১২। প্রাগুক্ত
২১৩। প্রাগুক্ত
২১৪। সৈয়দ আলী আহসান, 'তোমার অস্তিত্বের সুগন্ধি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৫ই এপ্রিল, ১৯৮১, ঢাকা
২১৫। প্রাগুক্ত
২১৬। প্রাগুক্ত
২১৭। আল মাহমুদ, 'বখতিয়ারের ঘোড়া', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৪শে মে, ১৯৮২, ঢাকা
২১৮। প্রাগুক্ত
২১৯। প্রাগুক্ত
২২০। সৈয়দ আলী আহসান, 'তোমারি নামে', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪, ঢাকা
২২১। প্রাগুক্ত
২২২। খালেদা এদিব চৌধুরী, ' কোথায় আশ্রয় পাব', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১২ই এপ্রিল, ১৯৮১, ঢাকা
২২৩। প্রাগুক্ত
২২৪। প্রাগুক্ত
২২৫। আল মাহমুদ, 'আমার রোদন', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩, ঢাকা
২২৬। বিমল গুহ, 'কোথায় পৃথিবী', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা
২২৭। রফিক আজাদ, 'আমাকে সুযোগ দাও', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১২ই নবেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা
২২৮। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, 'ভাল আছি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৯শে এপ্রিল, ১৯৮১, ঢাকা
২২৯। প্রাগুক্ত
২৩০। হাবীবুল্লাহ সিরাজী, 'বড়ি মিস্ত্রি বটেশ্বর', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৬ই অক্টোবর, ১৯৮৬, ঢাকা
২৩১। প্রাগুক্ত
২৩২। প্রাগুক্ত
২৩৩। আবদুস সাত্তার,'ঢাকার কবিতা', 'দৈনিক ইত্তেফাক' ৭ই ডিসেম্বর,১৯৮৯, ঢাকা
২৩৪। প্রাগুক্ত
২৩৫। প্রাগুক্ত
২৩৬। খাইরিল আনোয়ার, 'ঘর' (অনুবাদক : সাইয়িদ আতীকুল্লাহ), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৪শে এপ্রিল, ১৯৮০, ঢাকা
২৩৭। খাইরিল আনোয়ার, 'আমার বাড়ি' (অনুবাদক : সাইয়িদ আতীকুল্লাহ), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৪শে এপ্রিল, ১৯৮০, ঢাকা
২৩৮। খাইরিল আনোয়ার, 'আগ্রহ' (অনুবাদক : সাইয়িদ আতীকুল্লাহ), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৪শে এপ্রিল, ১৯৮০, ঢাকা
২৩৯। প্রাগুক্ত
২৪০। প্রাগুক্ত
২৪১। খাইরিল আনোয়ার, 'বন্দী ও মুক্ত' (অনুবাদক : সাইয়িদ আতীকুল্লাহ), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৮০, ঢাকা
২৪২। খাইরিল আনোয়ার, 'অভিন্ন' (অনুবাদক : সাইয়িদ আতীকুল্লাহ), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৮০, ঢাকা
২৪৩। প্রাগুক্ত
২৪৪। খাইরিল আনোয়ার, 'আমি একা' (অনুবাদক : সাইয়িদ আতীকুল্লাহ), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৮০, ঢাকা
২৪৫। প্রাগুক্ত
২৪৬। মায়াকোভস্কি, 'ঘোড়াটির জন্য' (অনুবাদক : ম. মিজানুর রহমান), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৮১, ঢাকা
২৪৭। নেরুদা, 'মসাকন্যা আর কতিপয় মাতাল' (অনুবাদক : নয়ীম গহর), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৫ই মার্চ, ১৯৮১, ঢাকা
২৪৮। প্রাগুক্ত
২৪৯। এনজেলিনা ওয়েলথ গ্রিথ, 'কালো আগুন' (অনুবাদক : আবদুল মোমেন), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৬শে এপ্রিল, ১৯৮১, ঢাকা
২৫০। প্রাগুক্ত
২৫১। প্রাগুক্ত
২৫২। রুমি, 'অন্ধ' (অনুবাদক : আফজাল চৌধুরী), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৪ই মার্চ, ১৯৮২, ঢাকা
২৫৩। প্রাগুক্ত
২৫৪। প্রাগুক্ত
২৫৫। রুমি, 'নারীপ্রেম' (অনুবাদক : আফজাল চৌধুরী), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৪শে মার্চ, ১৯৮২, ঢাকা
২৫৬। হারুন হাশিম রাশিদ, 'শরনার্থী শিবিরে' (অনুবাদক : আল মুজাহিদী), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২, ঢাকা
২৫৭। প্রাগুক্ত
২৫৮। প্রাগুক্ত
২৫৯। প্রাগুক্ত
২৬০। প্রাগুক্ত
২৬১। গ্যাটে, 'বীণাবাদক' (অনুবাদক : রফিক আজাদ), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৫ই এপ্রিল, ১৯৮৩, ঢাকা
২৬২। প্রাগুক্ত
২৬৩। প্রাগুক্ত
২৬৪। আলেকজান্ডার ভাট, 'ভূমধ্যসাগরের কবিতা' (অনুবাদক : ফখরুজ্জামান চৌধুরী), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২০শে আগস্ট, ১৯৮৩, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

২৬৫। ইয়েভগ্যনি, 'দুটি কবিতা' (অনুবাদক : ফিরোজ আহমদ), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা

২৬৬। প্রাগুক্ত

২৬৭। জেমস স্টিফেন, 'ফাঁদ' (অনুবাদক : আবুল কাইয়ুম), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৬ই জুলাই, ১৯৮৪, ঢাকা

২৬৮। লোরকা, 'বিলুপ্ত আত্মা' (অনুবাদক : আলম খোরশেদ), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৬ই জুলাই, ১৯৮৪, ঢাকা

২৬৯। প্রাগুক্ত

২৭০। সার্গেই এসেনিন, 'শিরোনামহীন' (অনুবাদক : আবুল কাইয়ুম), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৮৫, ঢাকা

২৭১। হাবার্ড রিড, '১৯৪০ সালের একজন সৈনিকের উদ্দেশ্যে' (অনুবাদক : আবুল কাইয়ুম), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৫, ঢাকা

২৭২। শার্ল বোদলেয়ার, 'নৈশ আকাশের মতো বন্দনা করি তোমাকে' (অনুবাদক : টিটু চৌধুরী), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১০ই জানুয়ারি, ১৯৮৬, ঢাকা

২৭৩। পল এলুয়ার, 'কার্ফ্যু' (অনুবাদক : ....), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১০ই জানুয়ারি, ১৯৮৬, ঢাকা

২৭৪। ওমর ইবনুল ফরিদ, 'ভালবাসার গান' (অনুবাদক : মোহাম্মদ সারওয়ার জাহান), 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, ঢাকা

২৭৫। প্রাগুক্ত

২৭৬। প্রাগুক্ত

২৭৭। প্রাগুক্ত

২৭৮। প্রাগুক্ত

২৭৯। প্রাগুক্ত

২৮০। প্রাগুক্ত

২৮১। প্রাগুক্ত

২৮২। আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'তিনটি কবিতা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১১ই জানুয়ারি, ১৯৮১, ঢাকা

২৮৩। প্রাগুক্ত

২৮৪। প্রাগুক্ত

২৮৫। প্রাগুক্ত

২৮৬। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'গুচ্ছ কবিতা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১, ঢাকা

২৮৭। প্রাগুক্ত

২৮৮। প্রাগুক্ত

২৮৯। প্রাগুক্ত

২৯০। প্রাগুক্ত

২৯১। প্রাগুক্ত

২৯২। মাহাবুব তালুকদার, 'দুটি কবিতা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮১, ঢাকা

২৯৩। প্রাগুক্ত

২৯৪। প্রাগুক্ত

২৯৫। প্রাগুক্ত

২৯৬। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, 'দুটি কবিতা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা

২৯৭। শিহাব সরকার, 'আমার জন্মের ফলে', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা

২৯৮। প্রাগুক্ত

২৯৯। আবু হেনা মোস্তফা কামাল, 'গুচ্ছ কবিতা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২১শে জানুয়ারি, ১৯৮৪, ঢাকা

৩০০। প্রাগুক্ত

৩০১। প্রাগুক্ত

৩০২। প্রাগুক্ত

৩০৩। প্রাগুক্ত

৩০৪। প্রাগুক্ত

৩০৫। আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'দুটি সনেট', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৭ই জুলাই, ১৯৮৬, ঢাকা

৩০৬। প্রাগুক্ত

৩০৭। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, 'দুইটি কবিতা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৮ই জুন, ১৯৮৭, ঢাকা

৩০৮। প্রাগুক্ত

৩০৯। আবু হেনা মোস্তফা কামাল, 'কবিতাগুচ্ছ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৭ই মার্চ, ১৯৮৮, ঢাকা

৩১০। প্রাগুক্ত

৩১১। প্রাগুক্ত

৩১২। প্রাগুক্ত

৩১৩। প্রাগুক্ত

৩১৪। প্রাগুক্ত

৩১৫। প্রাগুক্ত

৩১৬। প্রাগুক্ত

৩১৭। প্রাগুক্ত

৩১৮। আবুল হোসেন, 'গুচ্ছ কবিতা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৯ই জুন, ১৯৮৮, ঢাকা

৩১৯। প্রাগুক্ত

৩২০। প্রাগুক্ত

৩২১। প্রাগুক্ত

৩২২। প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৩২৩। আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'দুটি কবিতা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, ঢাকা

৩২৪। প্রাগুক্ত

৩২৫। আল মুজাহিদী, 'জলপাই রঙ বেয়াড়া গাড়ি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৪শে মে, ১৯৮১, ঢাকা

৩২৬। প্রাগুক্ত

৩২৭। প্রাগুক্ত

৩২৮। সৈয়দ হায়দার, 'মানুষ, বীজ ও বাড়ির ইতিহাস', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৩০শে আগস্ট, ১৯৮১, ঢাকা

৩২৯। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, 'কবিতার কথা', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৪শে আগস্ট, ১৯৮৪, ঢাকা

৩৩০। আল মাহমুদ, 'ভাসানী : হারিয়ে যাওয়া এক পর্বতের স্মৃতি', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১৬ই নবেম্বর, ১৯৮৪, ঢাকা

৩৩১। আল মুজাহিদী, 'সার্বভৌম সূর্যের কোরাস', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৯শে মে, ১৯৮৬, ঢাকা

৩৩২। প্রাগুক্ত

৩৩৩। প্রাগুক্ত

৩৩৪। আব্দুল হাই শিকদার, 'মানুষ মঙ্গল', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৯ই এপ্রিল, ১৯৮৭, ঢাকা

৩৩৫। প্রাগুক্ত

৩৩৬। প্রাগুক্ত

৩৩৭। প্রাগুক্ত

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দৈনিক 'সংবাদ' সাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলির মূল্যায়ন

১.প্রবন্ধ

'৮০র দশকে দৈনিক 'সংবাদের' সাহিত্যসাময়িকীতে ৩৪১ জনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৪টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সৈয়দ শামসুল হকের, ৫৭টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের। এই সময় ৩৮টি প্রবন্ধ আসাদ চৌধুরীর, ৩১টি প্রবন্ধ মুনতাসীর মামুনের এবং ২৬টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় শান্তনু কায়সারের। গবেষণায় দেখা যায় এই দশকে ২২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আবদুল মান্নান সৈয়দের এবং ২১টি করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সুচরিত চৌধুরী ও হায়াত মামুদের। ১৯টি করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সনৎকুমার সাহা, যোবায়দা মির্জা, বাসন্তী গুহঠাকুরতা প্রমুখের। ১৮টি প্রবন্ধের রচিয়তা করুণাময় গোস্বামী। ১৬টি করে প্রবন্ধ লেখেন সনজীদা খাতুন, সরদার ফজলুল করিম, আলম খোরশেদ ও কলিম শরাফি। ১৪টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের। বেলাল চৌধুরী লেখেন ১৩টি প্রবন্ধ। ১২টি করে প্রবন্ধ লেখেন কাইয়ুম চৌধুরী, ওয়াহিদুল হক, তানভীর মোকাম্মেল। রবিউল হুসাইন ও রথীন্দ্রকান্তঘটক চৌধুরী প্রত্যেকে লেখেন ১১টি করে প্রবন্ধ। এই সময় ৯টি করে প্রবন্ধ লেখেন ৪ জন, ৮টি করে প্রবন্ধ লেখেন ৯ জন, ৭টি করে ১১ জন, ৬টি করে ১০ জন, ৪টি করে ১৪ জন, ৩টি করে ২৬ জন, ২টি করে ৩৫ জন এবং ১টি করে ১৯০ জন। বিষয়ের ভিন্নতায় এই সব প্রবন্ধকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা:

ক. ব্যক্তিপরিচিতিমূলক (বাংলাসাহিত্য)

খ. ব্যক্তিপরিচিতিমূলক (বিশ্বসাহিত্য)

গ. কবিতাবিষয়ক

ঘ. গদ্যবিষয়ক

ঙ. সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটমূলক।

ক. ব্যক্তিপরিচিতিমূলক (বাংলাসাহিত্য)

'সংবাদ' সাময়িকী বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী প্রমুখের জীবন চরিত পাঠকের সামনে তুলে ধরে নিষ্ঠার সাথে। জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকীতে নিবন্ধ রচনা করে তাঁদের প্রতি জানায় শ্রদ্ধাঞ্জলি। 'ব্যক্তিপরিচিতিমূলক' (বাংলাসাহিত্য) শিরোনামায় বাংলা সাহিত্যের কীর্তিমান পুরুষ, সমাজসেবক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রমুখের কর্মময় জীবন নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়। আলোচ্য নিবন্ধে উল্লিখিতদের মধ্যে কয়েকজনের উপর লিখিত প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করা হল। এ পর্যায়ে সৈয়দ রেদোয়ানুর হাসান রচিত 'রমেশচন্দ্র মজুমদার', নামক প্রবন্ধটি লক্ষণীয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ। তাঁর জন্ম ১৮১৮ সালের ৪ ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলায় এবং মৃত্যু ১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০। প্রথম জীবনে ম্যাজিস্ট্রেসি চাকরী করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (এনসেন্ট ইন্ডিয়া) তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইতিহাসকে শিল্প সুষমায় উপস্থাপন করে শুধু পাঠ্য পুস্তকে সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি সাধারণ পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। ইতিহাস একটা জাতির পথনিদের্শক। অতীতের আলোকে বর্তমানকে বোঝা এবং ভবিষ্যতের পথ বেছে নেয়া সম্ভব হয় ইতিহাস পাঠে। রমেশচন্দ্র মজুমদার ইতিহাসকে সন তারিখের বৃত্তে সীমায়িত না রেখে সুখপাঠ্য করে রচনা করেন। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। প্রাবন্ধিক তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়টি তুলে ধরলে এটি আরো সমৃদ্ধ হত।

সদ্য প্রয়াত সাংবাদিক সৈয়দ নুরুদ্দিন এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সরদার ফজলুল করিম লেখেন 'বন্ধুর স্মৃতিঃ সৈয়দ নুরুদ্দিন', নামক প্রবন্ধ। সৈয়দ নুরুদ্দিন এর জন্ম ১৯২০ সালে যিনি ২৩-১-৮০ তে মৃত্যু বরণ করেন। সৈয়দ নুরুদ্দিন এবং প্রাবন্ধিক

Dhaka University Institutional Repository

সরদার ফজলুল করিম উভয়েই ফজলুল হক হলের বাসিন্দা ছিলেন ১৯৪২/৪৩ সালে। প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কালের তরুণ ছাত্র যুবাদের কথা, জানা যায় মেডিক্যাল বিভাগের ছাত্র সোমেন চন্দ যে কি-না রেল শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিত, তার নিহত হওয়ার কথা। রণেশ দাশগুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, সরল্যানন্দ সেন, অমৃত দত্ত এবং সত্যেন সেন প্রমুখের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ঢাকার প্রগতিশীল লেখকসংঘ প্রতিষ্ঠার কথা। এই সংঘে পরবর্তীতে যোগদেন সানাউল হক, আবদুল মতিন, মুনীর চৌধুরী, প্রমুখ। সত্যেন সেন ছিলেন তৎকালীন কৃষক আন্দোলনের নেতা। এঁরা ছিলেন সবাই বাম মতাদর্শে দীক্ষিত। ১৯৪৪ সালে কাজী মোতাহার হোসেনের 'সঞ্চরণ' গ্রন্থের সমালোচনা লিখেছিলেন সৈয়দ নূরুদ্দিন। তার কর্মময় জীবনের রেখাচিত্র প্রতিস্থাপন করেছেন প্রবন্ধকার। প্রবন্ধে উল্লিখিত সংযোজিত জন্ম সনটি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'বাংলা একাডেমী চারিতাভিধানে' সংযোজিত সৈয়দ নুরুদ্দিনের জন্মসনের সঙ্গে সঙ্গতিপুর্ণ নয়। প্রবন্ধে তাঁর জন্মসন উল্লেখ আছে ১৯২০ অথচ 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান'-এ উল্লেখ আছে ১৯২৩। বস্তুত বন্ধু বিয়োগে ভারাক্রান্ত সরদার ফজলুল করিম নস্টালজিয়ায় আবিষ্ট হয়ে রচনা করেন প্রবন্ধটি। তাই এতে তথ্যের চেয়ে বাষ্পাকুল হৃদয়ের স্মৃতি বেশি প্রকাশিত হয়।

মহাদেব সাহা 'কবি আহসান হাবীব', শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করে আহসান হাবীবের কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন পাঠকের সামনে। প্রবন্ধে

> সাক্ষী এই জারুল জামরুল সাক্ষী পূবের পুকুর/ তার সাকরা ডুবুরের ডালে স্থিত দৃষ্টি মাছ রাঙ্গা আমাকে চেনে/ আমি কোন অভ্যাগত নই। আমাকে বিশ্বাস করো আমি কোন আগন্তুক নই।[১]

আহসান হাবীবের নিজের লেখা কবিতা দিয়েই মহাদেব সাহা আহসান হাবীবের কর্মময় জীবন ব্যাখ্যা করেন। চট্টগ্রাম কবিতা সমিতি, কবি আহসান হাবীবকে সংবর্ধনা প্রদান করে সেখানে যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন এ প্রবন্ধটি তা-ই। আহসান হাবীব বাংলাসাহিত্যের একজন বিদগ্ধ পুরুষ। তাঁর কর্মময় জীবন এতো বিস্তৃত, তাঁর সৃষ্টি জগত এতো বিশাল যে স্বল্পপরিসারের একটি প্রবন্ধে তা তুলে ধরা সম্ভব নয়। যদি চেষ্টা করা হয় তবে তা জীবনালেখ্য না হয়ে হবে লেখচিত্র।

প্রখ্যাত প্রবন্ধকার আবুল ফজল 'মাহবুব-উল আলম: ব্যক্তি ও সাহিত্য কর্ম', বিষয়ক প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধে উল্লেখ আছে মাহবুব-উল আলম এর জন্ম ১৮৯৭ সালে এবং মৃত্যু ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তাঁর পিতা-মৌলভী নছিহ উদ্দিন, জন্মস্থান: চট্টগ্রামের ফতেহপুর গ্রাম। পড়াশোনা শুরু করেন ফতেয়াবাদ হাই স্কুলে এবং চট্টগ্রাম-শহরের কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যোগদেন ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে, নববিবাহিত বধূর আকর্ষণ উপেক্ষা করে যুদ্ধে যোগদেন তিনি। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রথম লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ-'মোমেনের জবানবন্দী' হাবীবুল্লাহ বাহারের বুলবুল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সৈনিক জীবন থেকে ঘরে ফিরে এসে মায়ের ইচ্ছায় রেজিস্ট্রারির চাকরি গ্রহণ করেন। প্রবন্ধে তাঁর কর্মময় জীবনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন আবুল ফজল। তবে প্রবন্ধের তথ্যের সঙ্গে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান' এ সম্বলিত তথ্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবুল ফজল প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন মাহবুব-উল-আলমের জন্ম ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে কিন্তু চরিতাভিধানে আছে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৮ সালের ১লা মে। প্রবন্ধে উল্লেখ আছে কলেজিয়েট হাইস্কুল থেকে তিনি এন্ট্রান্স পাশ করেন। কিন্তু চরিতাভিধানে আছে তিনি এন্ট্রাস পাশ করেন ফতেয়াবাদ এম.ই.স্কুল থেকে। প্রথম রচনা নিয়েও বিভ্রান্তি আছে। প্রবন্ধে উল্লেখ আছে তাঁর প্রথম রচনা 'মোমেনের জবানবন্দী'। কিন্তু চরিতাভিধান মোতাবেক তাঁর প্রথম রচনা 'পল্টন জীবনের স্মৃতি'। তথ্যগত অসঙ্গতি থাকলেও প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য এবং সুলিখিত।

প্রখ্যাত সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দীন 'তফাজ্জল হোসেন ও সাংবাদিকের ভূমিকা' বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন তথ্য ও তত্ত্বের চমৎকার সম্মিলনে। সাংবাদিক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার চতুর্দশ মৃত্যু বার্ষিকীতে পি.আই.বি তে লেখক যে ভাষণ প্রদান করেন প্রবন্ধটি তা-ই। প্রাতিষ্ঠানিক প্রবন্ধ অনেক সময় রস-উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়। তথ্য আর উপাত্তের সংযোজনই প্রবন্ধ নয়–প্রবন্ধ শিল্প সুষমায়ও মণ্ডিত।

'আবুল ফজল: মানস ও মুক্তি', বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন সন্তোষ গুপ্ত। একজন নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও অধ্যবসায় আর সাধনার মাধ্যমে আবুল ফজল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরসহ রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং মন্ত্রীর পদমর্যাদায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। প্রবন্ধে আবুল ফজলের কর্মজীবনের নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

'আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে সালাহউদ্দিন আহমেদ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। প্রবন্ধ থেকে জানা যায় আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ পশ্চিবঙ্গের এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুকাল যথাক্রমে ৩০/১১/১৯১১ ও ০৩/০৬/১৯৮৪। পিতা এবং পিতামহ উভয়ই ছিলেন প্রখ্যাত আলেম। তিনিও প্রথমে মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিভাগে এম. এ ও লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম (অভিসম্পর্ভ) গ্রন্থ 'দি ফাউন্ডেশন অব মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া' এলাহবাদ থেকে। ১৯৫০ সালে দেশবিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিলে তাকে মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়।এ বছরই বাংলা একাডেমী 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস'(যদিও বাংলা একাডেমী চরিতাভিধানে পৃষ্ঠা নং-৫২, উল্লেখ আছে 'সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস' নামক গ্রন্থের, যার প্রকাশ কাল ১৯৭৫) নামে তাঁর প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতিতে তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। মুসলমানদের প্রাগ্রসর করতে তাঁর কর্ম প্রচেষ্টা প্রবন্ধকার বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেন সাবলীল ভাষায়।

সদ্যপ্রয়াত সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় স্মরণে একটি স্মৃতিচারণ মূলক প্রবন্ধ 'সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়', রচনা করেন সৈয়দ আবুল মকসুদ। সুনীলকুমার (২৩.৫.৮৪) এর মৃত্যুতে এ প্রবন্ধ লিখিত। সুনীলকুমার ফরিদপুর জেলার দুলুখণ্ড গ্রামে ১৯২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। প্রবন্ধকার মোটা দাগে তাঁর বিভিন্ন রচনাবলি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর রচিত অন্যতম প্রধান গ্রন্থ 'জসীমউদ্‌দীন' (১৯৬৭)। 'কবি ফররুখ আহমদ'(১৯৬৯), 'মোজাম্মেল হক' (১৯৭০) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। এ ছাড়া সাহিত্য সমীক্ষা নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ সংগ্রহও রয়েছে। সুনীলকুমার বাংলা সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ গবেষক। 'কবি জসীমউদ্দিনের জীবন ও সাহিত্যকর্ম, বিষয়ে গবেষণা করে' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৮ থেকে ৬৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কলেজে বাংলা বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রথমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রবন্ধ পাঠে সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে পাঠক সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবেন।

দিলওয়ার হোসেনের একটি অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধ হল 'সামাজিক সত্তা: হাসান হাফিজুর রহমান' নামক প্রবন্ধটি। প্রবন্ধে হাফিজুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। প্রবন্ধকারের লেখনী থেকে জানা যায় হাসান হাফিজুর রহমানের সংগঠনিক দক্ষতার কথা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তিনি ছিলেন মাসিক সওগাত ও দৈনিক ইত্তেহাদের সহকারী সম্পাদক, পাকিস্তান (সাবেক) সাহিত্য সংসদ ও লেখকসংঘ পূর্বাঞ্চল শাখার সম্পাদক, 'দৈনিক পাকিস্তান' (সাবেক) এর সহকারী সম্পাদক, 'দৈনিক বাংলার' সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি, 'সমকাল' (মাসিক) এর সম্পাদক এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন প্রকল্পের সম্পাদক। বিভাগ-উত্তর পূর্ববাংলায় যে আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে হাসান হাফিজুর রহমান তার অন্যতম স্থপতি। তাঁর সাহিত্য কর্মে জনজীবনের প্রত্যাশা, যন্ত্রণা, প্রতিবাদ এবং গণমানুষের সংগ্রামী জীবন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। আমৃত্যু তিনি ছিলেন কর্মী। প্রবন্ধে কবি হাফিজুর রহমানের পাশাপাশি কর্মী হাফিজুর রহমানের উপর আলোকপাত করলে পাঠক আরো উপকৃত হতো বলে আমার বিশ্বাস।

দাউদ হায়দার অসীম রায়ের অকাল মৃত্যুতে আহত হয়ে রচনা করেন 'অসীম রায়ের মৃত্যু এবং অসীম রায়' শিরোনামের একটি প্রবন্ধ অসীম রায় এর জন্ম ১৯২৭ সালের ১৫ মার্চ। জন্মস্থান বরিশালের ভোলায়। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র অসীম রায় পড়াশোনা করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৮ সালে প্রথম সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন 'স্টেটম্যান' পত্রিকায়। এ পত্রিকায় ছিলেন '৫১ সাল পর্যন্ত। পরে অমৃত বাজার, 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' এবং মৃত্যুর পূর্বে আবার 'স্টেটম্যান' পত্রিকায় কাজ করেন তিনি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ফুটপাতে ফুলের গল্প'। এছাড়া 'গোপালদের দ্বিতীয় জন্ম', 'রক্তের হাওয়া', 'শব্দের খাঁচায়', 'আমি হাটছি', 'আবহমান কাল' ইত্যাদি তাঁর রচনা। 'একালের কথা' তাঁর প্রথম উপন্যাস। প্রবন্ধ গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও তার উত্তরাধিকার।' প্রবন্ধে অসীম রায় সম্পর্কে একটি সাধারণ পরিচিতি আছে। যার ফলে পাঠক অসীম রায় কে তা জানতে পারেন। তবে রচনাটি আরও মূল্যায়নধর্মী হতে পারত। তাতে লেখক অসীম রায়ের স্থান কোথায় তা পাঠক বুঝতে পারতেন। এ প্রবন্ধে অসীম রায়ের কোন কোন পরিচয় সম্পর্কে তেমন গুরুত্বই দেয়া হয়নি। যেমন, তাঁর কবিসত্তা নিয়ে যত বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে, তুলনায় সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কর্মের উল্লেখ অতি সামান্য।

খ. ব্যক্তিপরিচিতিমূলক (বিশ্বসাহিত্য)

'সংবাদ' সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য ঈর্ষণীয়। সমাজ, সাহিত্য সমকালীন প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্মজীবন ও তাদের রচিত সাহিত্য নিয়েও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে প্রচুর। 'ব্যক্তি পরিচিতিমূলক (বিশ্ব-সাহিত্য)' শিরোনামে ল্যাটিন আমেরিকা, ইউরোপ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রতিথযশা কবি সাহিত্যিকদের সাথে উপমহাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনচরিত নিয়েও লেখা হয়েছে বিস্তর। এ সব নিবন্ধ থেকে সংশ্লিষ্ট দেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করা যাবে। এ পর্যায়ে প্রথমেই ধরা যাক 'নিঃসঙ্গ জীবনের ছেড়া পাতা' নামের প্রবন্ধটির কথা। এটি লেখেন কৌশিক আহমেদ। বিখ্যাত ফরাসী কথা সাহিত্যিক সামারসেট মম সম্পর্কে জানা যাবে প্রবন্ধ পাঠকালে। ১৯৬৫ সালে একানব্বই বছর বয়সে বৃটেনের ব্রিটিশ আমেরিকা হাসপাতালে সামারসেট মম মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্ম ১৮৭৪ সালে প্যারিসে ব্রিটিশ দূতাবাসে। পিতৃহারা হন-খুব অল্প বয়সেই। ডাক্তার হন ১৮৯৭ সালে। প্রথম উপন্যাস 'লেইজা অব ল্যাম্বেথ'। এরপর লেখেন 'অব হিউম্যান ব্যান্ডেজ' 'দি মুন এ্যান্ড সিক্স পেনসি'-চিত্রশিল্পী পলগঁগ্যার বিচিত্র জীবন নিয়ে লেখা অনান্য উপন্যাস। 'কেকস এন্ড এলস' উপন্যাসিক টমাস হেভি এবং হেগ ওয়াল পোলের জীবনী নিয়ে লেখা। ১৯১৩ সালে সাইরীর সাথে পরিচয় হয় তার। বিয়ে হয় ১৯২৭ সালে। ১১ বছরেই দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি। ভ্রাতুষ্পুত্র রবিনমম সামারসেটমমকে নিয়ে লেখেন 'কনভারসেশন উইল উইলি'। সামারসেট মমের নিঃসঙ্গতাই এ প্রবন্ধের মূল বিষয়। মমের অত্যন্ত নিকটজন জেরাল্ড হেক্সটন ১৯৪৪ সালে মারা গেলে তিনি পুরোপুরি একা হয়ে যান। সাইরীও মারা যান ১৯৫৫ সালে। এর প্রায় দশবছর পর নিঃসঙ্গ জীবনের ইতি ঘটে সামরসেট মমের। সামারসেটমমের জীবন ও উপন্যাস সম্পর্কে একটা সাদামাটা ধারনা লাভ করা সম্ভব প্রবন্ধ থেকে।

ইতালীয় কবি 'গিয়ম আপোলিনীয়অর' সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন বেলাল চৌধুরী। গিয়ম জন্মগ্রহণ করেন ফ্রান্সে ১৮৮০ সালে, তার পিতা ইতালীয় এবং মাতা পোলিশ। তারা প্রথাগত বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না বিধায় গিয়ম নিজেকে পিতামাতার অবৈধ সন্তান হিসেবে বিবেচনা করত। তাই তার জীবন ছিল অগোছালো ঝড়ো হাওয়ার মতো। যৌনতা কখনও তাকে আক্রান্ত করেছে কখনও করেছে পীড়িত। প্রচণ্ড অস্থিরতার মাঝেও কাব্যচর্চা থেকে বিচ্যুত হন নি। তার প্রথম দিগকার রচনায় পর্নোগ্রাফির ছাপ লক্ষ্য করা যায়-'মেমেয়ের্স অফ ইয়ং র‍্যাশেন', 'ডেবিট হসনাডর' ইত্যাকার কাব্যগ্রন্থ এর উদাহরণ। 'এ্যালকুলস' ১৯১৩, 'ক্যালিগ্রাম'-১৯১৮ তার বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ। যাপিত জীবনে দীর্ঘ পথ প্রিক্রমা শেষে ১৯৮১ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর জন্ম শতকে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ বেলাল চৌধুরী আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করেন। সাথে গিয়ম অ্যাপোলিনীয়অর একটি কবিতার অনুবাদও প্রকাশিত হয়।

পোলিশ কবি 'মিয়োশ' সম্পর্কে সুখপাঠ্য প্রবন্ধ রচনা করেন ওয়াহিদ রেজা। মিয়োশ ১৯১১ সালে লিথুনিয়ার সাথেলাই নামক শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম আলেকজান্ডার এবং মাতা ভ্যারোনিকা। লিথুনিয়াবাসি হলেও তিনি কাব্যচর্চা করেন পোলিশ ভাষায়। ১৯৩১ সালে তিনি বন্ধুদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'তসাগরি' নামক সাময়িক পত্র। কবিতা ও গদ্য উভয় ক্ষেত্রেই মিয়োশ ছিলেন সমান পারদর্শী। যদিও তিনি নিজেকে মূলত কবি হিসেবেই অভিহিত করতেন। ১৯৮০ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন মূলত কবি হিসেবেই। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হল- 'পোয়েমস অব দি ফ্রোজেন টাইম' ১৯৩২। ১৯৩৪ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য যান প্যারিসে। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় তার দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'থ্রি উইন্টনার্স'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোতে তিনি ওয়ারশোতেই অবস্থান করেন। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি ক্যাপটিভ মাইন্ড'। ১৯৬০ সালে তিনি আমেরিকায় চলে যান অতিথি অধ্যাপক হিসেবে। ১৯৬৮ তে প্রকাশিত হয় তার আত্মজীবনী। কবি মিয়োশ বিশ্ব সাহিত্যের একজন অন্যতম পুরোধা কবি। আলোচ্য প্রবন্ধে ওয়াহিদ রেজা স্বল্প পরিসরে তা তুলে ধরে পাঠককে মিয়োশ সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিখ্যাত কবি 'আলেকজান্ডার পুশকিন'কে নিয়ে 'পুশকিন ও আমরা' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন হায়াৎ মামুদ। প্রবন্ধ থেকে পুশকিনের জীবন ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। পুশকিনের চেতনা বাঙালির চেতনায় কতটা প্রভাব বিস্তার করে আছে হায়াৎ মামুদ তা বিচার করার চেষ্টা করেছেন। পুশকিনের সমাজ বাঙালির সমাজ এক নয়। সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়নে যেমন দেশকাল, পাত্রের ভেদ মানতে হয় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও এ প্রসঙ্গটি স্মরণ রাখতে হয়। বিখ্যাত কোন কবি সাহিত্যেকের চেতনা অনুরূপভাবে আত্মীকরণ সবসময় সুসাহিত্য রচনায় সহায়ক হবে একথা সর্বৈব সত্য নয়।

ফরাসি দার্শনিক নোবেল বিজয়ী আলবেয়ার কামু সম্পর্কে আহমেদ আশরাফ 'জীবন সন্ধানী আল বেয়ার কামু', নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। ইউরোপীয় দর্শনকে কালক্রমিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নেন কামু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল সর্বাধুনিক দার্শনীকতা। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক মতাবলম্বির অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন কামু। কর্মময় জীবনে আগাগোড়া তিনি বিদ্রোহের প্রবক্তা। জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অস্তিত্ববাদী এ দার্শনিক শেষ পনের বছর ছিলেন অন্য ধ্যানে মগ্ন। তাঁর ইচ্ছা ছিল দর্শন হবে এমন যে বিপ্লব যেন সাধারণ খেলো না হয়। আল বেয়ার কামু ছিলেন একজন মানব প্রেমিক দার্শনিক। সমাজের হিতৈষণা ছিল তার মজ্জাগত। প্রবন্ধে কামু'র স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৮২ সালের ৯ই ডিসেম্বর সংবাদ সাহিত্যসাময়িকীতে 'মার্কেজের অবিস্মরণীয় উপন্যাস : শত বছরের নিঃসঙ্গতা' শিরোনামে আবু জাফর শামসুদ্দীন লেখেন একটি অনুসন্ধানী প্রবন্ধ। মার্কেজ 'সিয়েন অ্যানস দ্যা সলেডাড' বইটির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮১ সালে। প্রখ্যাত উপন্যাস 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিয়ড' যার বাংলা অর্থ 'শত বৎসরের নিঃসঙ্গতা' বইটি ১৯৬৭ সালে স্প্যানিশ ভাষায় রচিত হয়। এর ইংরেজী অনুবাদ করা হয় ১৯৭০ সালে ব্রিটেনে। উপন্যাসটিকে প্রবন্ধকার মহাভারতের সাথে তুলনা করছেন। তার মতে এ উপন্যাসে মানব জীবন তার আদিম স্মৃতি এবং ঘটমান বর্তমানের ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতাসহ হাজার ঘটনার উপস্থাপনা করা হয়েছে। উপন্যাসটির শুরু নাটকীয় ভঙ্গিতে। অসংখ্যা অভিনেতা ও অভিনেত্রী এবং আরব্য উপন্যাসের মতো নানা ছন্দ কাহিনির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে এর বিয়োগান্তক ঘটনা। উপন্যাসটির মূল চরিত্র কর্নেল অরলিয়ানো বুয়োন্ডিয়া এবং তার মা উরসুলা। এপিকধর্মী এ উপন্যাস থেকে জানা যায় ল্যাটিন আমেরিকান জীবন, জীবন যাত্রার মাত্রা, ধর্ম-অর্ধমবোধ ইত্যাদি। ল্যাটিন আমেরিকান-এ কবি সম্পর্কে পাঠকদের সম্যক ধারণা দিয়ে আবু জাফর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন একথা বলা যায় অবলীলায়।

উর্দুভাষী কবি 'আবু সায়ীদ আইয়ূব' সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন সন্তোষ গুপ্ত 'আবু সায়ীদ আইয়ুব : চেতনার প্রহর শেষের রাঙা আলো' শিরোনামে। ভাববাদী দার্শনিক হিসেবে পরিচিত আবু সায়ীদ আইয়ুব। উর্দুভাষী আবু সায়ীদ রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ইংরেজি ভাষায় প্রথম পাঠ করে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন উদুর্তে 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' নামে। 'পথের শেষ কোথায়' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলনও তিনি বাংলায় রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই তাঁর বাংলায় প্রবন্ধ রচনা। রবীন্দ্রনাথের প্রাগ্রসর অসম্প্রদায়িক চেতনার কথা আবু সায়ীদ আইয়ুব তুলে ধরেছেন তাঁর নানা প্রবন্ধে। বৃটিশ সরকার কীভাবে এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে এ সম্পর্কেও আবু সায়ীদ আইয়ুব উভয় ভাষায় লিখেছেন শানিত প্রবন্ধ। সন্তোষ গুপ্ত শুধু একজন সাংবাদিক-ই নন তিনি একজন অনুসন্ধান প্রাবন্ধিকও বটে। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি পাঠককে উর্দুভাষী কবি আবু সাইয়িদ আইয়ুবের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়ার চেষ্টা করেন আন্ত রিকভাবে।

'ব্রেশট: তার নাটক ও চলচ্চিত্র' বিষয়ে প্রবন্ধে লেখেন তানভীর মোকাম্মেল। বের্টোল্ট ব্রেশট শুধু একজন বিখ্যাত নাট্যকারই নন পাশাপাশি প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিস্কারকে নাটকের নাট্যিক নন্দনতত্ত্বে ব্যবহার করে শিল্প মাধ্যমটিতে যে বিরাট পরিবর্তন সাধন সম্ভব এর প্রধান পুরোধাও তিনি। নিজের অনেক নাটকই ব্রেশট চলচ্চিত্র রীতির প্রক্ষেপনের ব্যবস্থা করেছিলেন,- 'দি রাইজ এন্ড ফল অবদি সিটি অব মেহগনি' এর উদাহরণ। কখনো কখনো একটা গোটা চলচ্চিত্র দৃশ্য ব্যবহার করেছেন তার নাটকে। যেমন:'মাদর কারেজ'। প্রবন্ধটিতে তানভীর মোকাম্মেল শিল্পসম্মত সংস্কৃতি মাধ্যম হিসেবে সিনেমার কথা উপস্থাপন করেছেন।

উইলিয়াম গোল্ডিং, এর সমন্ধে প্রবন্ধ লেখেন হায়াৎ মামুদ । গোল্ডিং এর জন্ম-১৯১১, সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর। তাঁর পিতা ছিলেন-গ্রাম্যস্কুল মাস্টার। প্রথম জীবনে তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। এর আগে অবশ্য অভিনয়ও করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন রয়েল নেভীতে যোগ দিয়ে। তাঁর দর্শন সমাজের বাঁধন, অপশাসন ও নষ্টামি ছুড়ে ফেলে দিলেই মানুষ তার দেবত্বে ফিরে যাবে না বরং তিনি জোর দিতে চান এই উপলব্ধির ওপর যে মানুষের ভিতরে আগাগোড়াই এক দানবের অধিষ্ঠান, সেই প্রচণ্ড দৈত্যের শক্তিকে সর্বাগ্র চিনে নিতে হবে। নইলে তাকে বেঁধে রাখা যাবে না। গোল্ডিং সাহিত্যের পাশাপাশি প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন গ্রীক ভাষায়ও অনুরাগী ছিলেন। 'লর্ড অব দ্য ফ্লাইজ' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। এছাড়া বেশ কিছু ছোটগল্প একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ ও একটি নাটক তিনি রচনা করেন।

'কবি ইমাউল হক এবং তাঁর অনুরাগ', বিষয়ক প্রবন্ধটি রচনা করেন কে, এম আবদুল আউয়াল। মূলত কবির 'অনুরাগ' কাব্য গ্রন্থের উপর আলোচনাসম্মৃদ্ধ এ প্রবন্ধ ইতিবাচক এ সমালোচনায় ইমাউল হক উৎসাহি হবেন—একথা বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

'আমার জীবনে চেখভ', বিষয়ক মূল প্রবন্ধটি রচনা করেন লিদিয়া আবিলোভা, বাংলায় এর অনুবাদ করেন হাবীব আসাদ। প্রবন্ধটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক। প্রবন্ধে পূর্ব ইউরোপীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের জীবনবোধ উপস্থাপিত হয়েছে যা পাঠককে পূর্ব ইউরোপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সহায়তা করবে।

'ফয়েজ স্মরণে' কবীর চৌধুরীর স্মৃতিচারণ মূলক একটি প্রবন্ধ। তাঁকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন আসাদ চৌধুরী 'কবি অঙ্গিকারের নতুন যাত্রা', এবং রণেশ দাশ গুপ্ত 'ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ ও তাঁর কবিতা' শিরোনামে। উপরের তিন জনের লেখায়-ই মূলত ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জীবন ও কবিতা প্রতিফলিত। আসাদ চৌধুরী ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কিছু কবিতার অনুবাদ করেছেন একই তারিখের সাহিত্য সাময়িকীতে। উপমহাদেশের প্রখ্যাত কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ। তাঁর সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের উর্দু সাহিত্যের স্বরূপ বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

'মাদাম বোভারী' নামাঙ্কিত গোস্তাভ ফ্লভেয়ারের প্রবন্ধ অনুবাদ করেন হোসেন উদ্দিন হোসেন। ফরাসি ঔপন্যাসিক গোস্তাম ফ্লভেয়ারের বিখ্যাত উপন্যাস 'মাদাম বোভারী'। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে ফ্লবেয়ার একটি অমর নাম। ভিক্টরীয় যুগে জন্ম নিয়েও ভিক্টরীয় রোম্যান্টিসিজমে তিনি আত্মগত হন নি। ফরাসি বিপ্লব-উত্তর জীবন প্রণালী, প্রাপ্তির আশা আকাঙ্ক্ষার বিফলতায় ফরাসি মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনে যে ভয়ংকর বুর্জোয়াবাদের প্রভাব পড়েছিল ফ্লবেয়ার তা অবলোকন করেছেন। তার চেতনা বস্তুতান্ত্রিক। তিনি জীবনকে বিশ্লেষণ করেছেন অর্থনৈতিক আঙ্গিকে। 'মাদাম বোভারী' ফ্লবেয়ার রচনা করেন ১৮৫৭ সালে। এতে তৎকালীন ফরাসি সমাজের চেহারার নির্মম নগ্ন রূপ ফুটে ওঠেছে। অবক্ষয়ীত সামন্ত জীবনের উপর পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে তীব্র আঘাত করেছিল, তা যেমন ছিল রূঢ় তেমনি হৃদয়স্পর্শী। উপন্যাসের নায়িকা এম্মা ও তার একাধিক প্রণয়, সমাজ জীবনের ভণ্ডামী, শালীনতার ছদ্মবেশে অশ্লীল জীবন যাপন, ধর্মের নামে অধর্ম, উঠতি বুর্জোয়া সমাজের শোষণ প্রক্রিয়া এবং মধ্যবিত্ত চরিত্রের উচ্চাভিলাষ ও লোভ লালসা উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন ফ্লবেয়ার। এর প্রধান প্রধান চরিত্র এম্মা, স্বামী চার্লস বোভারীর, হোমা, যাজক, হোটেলওয়ালী, লেহুড়ে প্রমুখ। মধ্যবিত্তভুক্ত এম্মা স্বামী চার্লসের পরিবারে নিজেকে সুখী ভাবতে পারছে না। চার্লসের গ্রাম্য জীবনকে সে ভেবেছে অবাঞ্ছিত জীবন। সে ভাবছে এই অবাঞ্ছিত জীবন বৃত্তের বাইরেই আছে অনন্ত প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দভরা এক বিশাল জগৎ। এম্মার কামনার প্রবলতায় ও আবেগের আতিশয্যে, বিলাসব্যসনে পার্থিব আনন্দ ও হৃদয়ের অপার্থিব আনন্দ মিলে মিশে এক হয়ে যেত। ফলশ্রুতিতে এম্মা একের পর এক পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পরে। বিলাসব্যাসনে জীবন যাবনে বিস্তর ঋণী হয়ে পড়তে হয় তাকে। সর্বস্ব বিক্রী করেও সে ঋণ সুদ করতে পারে না। আদালত ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঋণ শোধ করতে না পারলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার রায় ঘোষনা করে। লেহুড়ি তাকে বিক্ষুব্ধ করে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করে। ব্যর্থতার এতো চাপ সইতে না পেরে অবশেষে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। স্বামী চার্লসও তারই অনুগামী হয়। পরিসমাপ্তি ঘটে একটি পরিবারের। মাদাম বোভারী উনিশ শতকের ফরাসী দেশের একটি পরিবারের কাহিনিই শুধু নয় সমগ্র ফরাসী সমাজের উলঙ্গ ও কদর্য রূপের নির্মম কথাচিত্র।

'হাইনে, তার জীবন ও সময়' বেলাল চৌধুরী রচিত একটি চরিতালোচনা। হাইনের জন্ম ১৭৯৭ সালে। ১৯১৪ পর্যন্ত রাইন তীরবর্তী ড্যুসেল ডার্ফে কাজ করেন। পিতামাতা ইহুদী হলেও তিনি খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন ১৮২৫ সালে। ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়ায় তা ত্যাগ করে আইন শাস্ত্রে পড়াশোনা করেন এবং ১৮২৫ সালে তিনি এ শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮১৭ সাল থেকে তাঁর গদ্য ও পদ্য বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় কাব্য সংগ্রহের প্রথম খণ্ড। তার পরে পরেই প্রকাশিত হয় 'লিরিক্যাল ইন্টারসেজ্জো' গ্রন্থটি। ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয় 'রেইজ বিল্ডারের' প্রথম খণ্ড, ১৮২৭ এ প্রকাশিত হয় 'বুক অব সঙস'। ১৯২৭-৩১ এর মধ্যে 'রেইজ বিল্ডারের' তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৮৩৫ এর পর চার খণ্ডে সাল'র ছোটগল্পও উপন্যাস প্রকাশিত হয়। চল্লিশের দশকে বিখ্যাত গদ্য রচনা 'হাইনরিখ হাইনে উবর লুডউইগ বোনে' প্রকাশিত হয়। ১৮৫২ তে 'লুটেজিয়া' গুচ্ছের পাশাপাশি তিন খণ্ডে তাঁর রচনাবলীও প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত এ জার্মান কবি নিয়ে আলোচনা সমালোচনার অন্ত নেই। স্বভাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন কলহপ্রিয় এবং অন্য লেখকদের প্রতিছিল বর্বর আচরণ। বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে পরিচয় ছিল তাঁর। নেপোলিয়নকে দেখেছেন স্বচক্ষে। সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে পরিচিতি হন লেখক 'বালজাক' ড্যুমাপেবর, গতিয়ের, সুরকার মেয়াররীয়ার, মোপাঁ, লিলৎ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মিয়ের গুইজোৎ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যাংকার রথসচাইল্ড এবং ফৌল্ডস এর সাথে। ১৮৪৩ সালে পরিচিত হন কার্ল মার্কসের সাথে। ১৮৪১ এ বিয়ে করেন ম্যাথিল্ডে ক্রিস্টেনিয়া সিরাটকে । ১৮৪৮ এ শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৮৫৬ সালে মৃত্যু বরণ করেন। সমাপ্তি ঘটে এক বর্নাঢ্য জীবনের। বিশাল ক্যানভাসের এ প্রবন্ধটি পাঠককে আকৃষ্ট করে হাইনের জীবন ও তাঁর কীর্তি সম্পর্কে।

Dhaka University Institutional Repository

আতোয়ার রহমান 'গল্পকার এরস্কিল কল্ডওয়েল', শীর্ষক প্রবন্ধের রচয়িতা। আধুনিক মার্কিন গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম এরস্কিল কল্ডওয়েল জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। আরিজোনার স্থায়ী বাসিন্দা এ গল্পকারের জীবন বিচিত্র। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে প্রাণান্ত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পিতা ছিলেন ধর্মজাযক। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ। তাঁর লেখায় বর্ণ বৈষম্যের কারণে শোষিত নিপীড়িত নিগ্রোদের কথা এসছে বারবার। 'সাউথ ওয়েল মীনিটি' 'দ্য রাউজিং সান' ইত্যাদি তাঁর গল্প সংকলন। 'ট্রাবেল ইন জুলাই' প্লেস কলড এস্তারভিল।' 'টুবাকো রোড', 'গডস লিটল একার', 'দা শিয়োর এন্ড অব গড' 'এ হাউস ইন্ দ্য পামেটো', ইত্যাদি তাঁর উপন্যাস। মূলত নিগ্রো শেতাঙ্গোদের সম্পর্ক এবং নিগ্রোদের নির্যাতনের কথা তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। প্রবন্ধটি আধুনিক মার্কিন কথাসাহিত্য সম্পর্কে জানতে পাঠককে সাহায্য করবে।

'জাঁ যেঁনে এক আশ্চর্য বিবিক্ত মানুষ' সৈয়দ আবুল মকসুদ রচিত একটি প্রবন্ধ। আশ্চর্য এক প্রতিভা জাঁ যেঁনে। ১৯১০ সালের ১১ ডিসেম্বর এক কুমারী মাতার গর্ভে তাঁর জন্ম। এতিমখানা ও এক কৃষক পিতার আশ্রয়ে লালিত পালিত। স্কুল জীবনে মিথ্যা চোরের অভিযোগে সংশোধিত স্কুলে ভর্তি হতে হয়। সংশোধন স্কুলেই শুরু হয় তার ঘৃণ্য অপরাধী জীবন। চৌর্যবৃত্তি, কামবৃত্তি, ছিনতাই, পতিতাসংস্রব ইত্যাকার অসামাজিক কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়েন অবলীলায়। তিনি একাধারে একজন কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার। লেখালেখি শুরু হয় ১৯৪২ সালে। প্রথম উপন্যাস (ইংরেজী অনুবাদ) 'আওয়ার লেডি অব দ্য ফ্লাওয়ার্স' (১৯৪৪), অন্যান্য উপন্যাস 'মিরাকল ডিলারোজ', 'এ কনফেকশন অব বিট্রায়াল', 'ডিগ্রেডেশন ফিউনেরাল', 'রাইটান্স কুইরিল দ্য ব্রেস্ট' ইত্যাদি। তাঁর প্রথম নাটক 'ডেথওয়াচ' (১৯৮৯)। এছাড়া অন্যান্য নাটকগুলো হল 'দ্য মেইডা', 'ব্যাকস', 'দ্য স্ক্রীনস', 'দ্য ব্যালকান' ইত্যাদি। তাঁর উপন্যাস নাটকে যেমন প্রভাবিত হয়েছে মিথ্যুক, চোর বিকৃত যৌনচারী, সন্ন্যাসী, খুনী প্রভৃতি চরিত্র তেমনি প্রস্ফুটিত হয়েছে রাজনৈকিত সামাজিক আচার্যনিষ্ট চরিত্রও। ১৯৭০ সালে ফরাসী সরকার গ্রান্ড গ্রাহক পুরস্কারে ভূষিত করেন তাকে। ১৯৮৬ সালের ১৫ই এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন। সৈয়দ আবুল মকসুদ পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বাংলাভাষার পাঠকের সামনে সহজ সরলভাবে হাল ধরে প্রশংসার দাবী রাখেন নিঃসন্দেহে।

'জোসেফ ব্রডস্কী ও এ বারের নোবেল পুরস্কার', শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। ১৯৮৭ তে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন জোসেফ ব্রডস্কী। তাঁর সম্পর্কে প্রবন্ধকারের মন্তব্য যে নোবেল কমিটি এবার নির্বচান করেছে জোসেফ ব্রডস্কি নামক তুলনামূলকভাবে অপরিচিত একজন রাশিয়ান আমেরিকারন ইহুদী দেশান্তরী কবিকে যার সাহিত্যের স্বচ্ছ চিন্তাধারা কবিত্বময় ব্যঞ্জনা এবং অন্যান্য গুণাবলী বিবেচনা করে একাডেমী ৬ লাখ ৪০ হাজার ডলারের একটি চেক এবং বিজয়ীর বরমাল্য তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে। মূলত নোবেল পুরস্কার প্রদানের ত্রুটির কথা প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে।

'স্যামুয়েল বেকেট তাঁর এ্যাপয়েনমেন্ট রেখেছেন', নামক প্রবন্ধটি লেখেন বিশিষ্ট নাট্যকার আতাউর রহমান। বিশ্বখ্যাত আইরিশ নাট্যকার ঔপন্যাসিক (১৯০৬-১৯৮৯) স্যামুয়েল বেকেট এঁর জীবন ও শিল্পকর্ম নিয়ে রচিত এ নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটি। নাট্যাভিনেতা ও নাট্যকার আতাউর রহমান সহজসরল ভাষায় স্যামুয়েলের শিল্পসুষমা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। স্যামুয়েল নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৯ সালে। নাটক রচনায় তিনি যেমন সিদ্ধহস্ত উপন্যাস রচনায়ও সমান পারদর্শী। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক হল "ওয়েটিং ফর গডো' এবং 'এন্ড গেম'। 'ওয়েটিং ফর গডো' নাটক সম্পর্কে প্রবন্ধকারের মন্তব্য 'ওয়েটিং ফর গডো' নাটকে মাঝে মধ্যে আশার আলো উকিঁ ঝুঁকি মেরে চলে যা নৈরাশ্যের মাঝে আশার ইঙ্গিতবহ। এ দুটো ছাড়াও 'অল দ্যাট ফল', 'ক্র্যাপস লাস্ট টেইপ' এবং 'এম্বারস' উল্লেখযোগ্য। 'হ্যাপি ডেজ', 'কাম কানডো', 'আহ হো,' 'ফুট ফলস' ইত্যাদি নাটক ও মঞ্চে বেতার টেলিভিশনে জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'মাফি', 'ওয়াট', 'মলয়', 'ম্যালেনি মারা যাচ্ছে' এবং 'নাম করা খায় না' তার বিখ্যাত উপন্যাস। আইরিশ হলেও বেকেট ইংরেজির পাশাপাশি ফরাসী ভাষায় দক্ষ ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেকেট স্থায়ীভাবে প্যারিসেই থেকে যান। এবং জীবনের শেষ ভাগে ফরাসী ভাষায়-ই সাহিত্য চর্চা করেন। বাংলা নাটকে স্যামুয়েল বেকেটের প্রভাব সর্বজন বিদিত। তাঁর কর্মময় জীবন ও সাহিত্য প্রবন্ধকার সামনে পাঠকের তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

'আলবার্তো মোরাভিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করেন মারুফ রায়হান। আলবার্তো মোরাবিয়া ১৯০৭ সালের ২৮ শে নভেম্বর রোমে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুবরণ করেন ১৯৯০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'লা চিয়োচিয়ারা'। ১৯৪১-৬০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত তার উপন্যাস সমূহ হল 'দি ঘোস্ট অ্যাট নুন', 'এম্পটি ক্যানভাস', 'দি টু অফসাস,' 'কনজুগাল,' 'লভেস,' 'দি কনফারমিস্ট', 'রোমান টেলস', 'নিউ রোমান টেলস' ইত্যাদি। ব্যক্তির পরিস্থিতি ও জগতের প্রতি দুঃখবাদী দৃষ্টি ভঙ্গিই মোরাবিয়ার রচনার বিশেষ মেজাজ তৈরী করেছিল–অনুবাদক এ সত্যটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ. কবিতাবিষয়ক

আশির দশকে 'সংবাদ' সমায়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে কাব্যবিষয়ক প্রবন্ধ যথেষ্ট রচিত হয়েছে। কবির কবিতা বা কাব্যগ্রন্থ, ছন্দ, বিষয়-বৈচিত্র্য, নির্মাণশৈলী, কাব্যে সমাজভাবনা ইত্যাকার নানা বিষয়াদি এসব প্রবন্ধের মূল বিষয়। এ দশকের একেবারে গোড়াতে 'সংবাদ' সাময়িকীতে প্রকাশিত কাব্যবিষয়ক প্রবন্ধটি একটি কবিতার সমালোচনা। মোহাম্মদ রফিক রচিত 'কীর্তিনাশা' কবিতার বিস্তারিত আলোচনা করেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। 'কীর্তিনাশা' কাব্যগ্রন্থের নাম ভূমিকার এ কবিতায় কবির গভীর জীবনবোধ প্রবন্ধকার বিশ্লেষণ করেন স্বীয় বৈশিষ্ট্যে।

'বাংলা ছন্দ ও জীবনানন্দ দাশ' নামক প্রবন্ধ রচনা করেন শাহজাহান ঠাকুর। ১৯৮০ সনের ১৬ই নভেম্বর সংবাদ সাময়িকীতে আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রবন্ধ 'স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথই' এর বিরুদ্ধাচারণ করে এ প্রবন্ধটি লেখা। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের বহু পূর্বেই স্বরবৃত্ত ছন্দের আর্বিভাব ঘটে। তিনি মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের নানা কাব্যগ্রন্থের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন। যেমন

> শমন-দমন/রাবণ দমন রাম/শমন-ভবন/যে লয় রামের নাম
>
> অথবা রামপ্রসাদের 'মনরে কৃষি কাজ জানো না / এমন মানব জমিন রইল পতিত/আবাদ করলে ফলতো সোনা'। অথবা লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি/কেমনে আসে যায়।/ তারে ধরতে পারলে মনবেড়ী/দিতাম পাখীর পায়- [২]

ইত্যাদির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বস্তুত স্বরবৃত্ত কোনো ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্টি নয় এই ছন্দ বাঙালির বহু পুরাতন ধন; রবীন্দ্রনাথের হাতে এ ছন্দ পরম উৎকর্ষ লাভ করে। প্রবন্ধে প্রসঙ্গান্তরে জীবনানন্দ দাশের স্বরবৃত্ত ছন্দোবদ্ধ কবিতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। শাহজাহান ঠাকুর এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ দু'জনেই-বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক। 'ছন্দ' নিয়ে রচিত তাঁদের দুটো প্রবন্ধই আগ্রহী পাঠকের পাশাপাশি বাংলাসাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

'সাহিত্যে নতুন বির্তক ও নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করেন শান্তনু কায়সার। তাঁর মতে কার্ল মার্কস (১৮১৮-৮৩) দার্শনিক পরিচয়ের অন্তরালে শিল্প সাহিত্যের একজন খুব কাছের মানুষ। প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, বই পড়া ছিল তাঁর প্রাত্যহিক কাজের অঙ্গ। সমাজবিকাশের বৈজ্ঞানিক ধারা আত্মীকরণের সঙ্গে সঙ্গে মার্কস সাহিত্য পাঠ, চর্চা ও বিনোদনে প্রচুর সময় ব্যয় করেছেন। লিরিক কাব্যচর্চার পেছনে মার্কস নিজেই তার বাগদত্তা 'জেনি ফন ফ্যালেনের' প্রতি প্রেম এবং তার বিচ্ছেদজনিত মর্মচেতনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনটি খাতায় লেখা সনেটে তার এ সম্পর্কিত তীব্র মনোবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। চতুর্থ খাতাটি মার্কস উৎসর্গ করেছেন তার পিতাকে। এতে কবিতা ছাড়াও আছে মার্কসের লেখা ট্র্যাজেডিকাব্য 'উলানেস' এর দৃশ্য এবং ব্যাঙ্গাত্মক উপন্যাস 'উর্ণনাভ' ও 'ফেলিক্স' এর কিছু পরিচ্ছেদ। মার্কস এর সহোদরা সোফিয়ার অ্যালবামে এবং নোট বইয়ে ও তার কিছু কবিতা আছে। তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে এপিগ্রামও আছে। এগুলোতে বহুল পরিমাণে দার্শনিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। মার্কসের মতই সাহিত্য রচনা করেছেন বা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করেছেন এঙ্গেলস্, লেনিন। এ ত্রয়ী লেখক সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব নিয়ে সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক স্বতন্ত্র ইতিহাস বা গ্রন্থ রচনা করে না গেলেও বাংলা সাহিত্যে তাদের প্রভাব অপরিসীম। দেশবিভাগ এবং বিভাগপূর্ব বাঙালি লেখক কবি বুদ্ধিজীবীদের উপর তাঁদের প্রভাব নিয়েই মূলত প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

দীর্ঘাকারের এ প্রবন্ধে নন্দনতাত্ত্বিক বিতর্কের অবতরণা অমূলক নয়। নন্দনতত্ত্ব বিষয়ানুগ। স্থানকাল পাত্র ভেদে এর স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কার্ল মার্কস যে দর্শন দিয়ে সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ সমর্থনযোগ্য।

'তবক দেওয়া পান', 'বিত্ত নেই বেসাত নেই', এবং 'প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড়', এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের কাব্যসুষমা নিয়ে 'আসাদ চৌধুরীর কবিতা, নামক প্রবন্ধ রচনা করেছেন কবীর চৌধুরী। আসাদ চৌধুরী ও তাঁর কবিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধকারের মন্তব্য,

> আমাদের সমকালীন কবিদের মধ্যে আসাদ চৌধুরী ইতোমধ্যে আপন স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। জনপ্রিয় কিন্তু উচ্চকণ্ঠ নন, প্রচলিত অর্থে জনতার কবি, বিদ্রোহী কবি, কিংবা প্রতিবাদী কবি না হয়েও যাঁর কবিতায় দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ নির্ভুলভাবে উপস্থিত।[৩]

প্রবন্ধকার আসাদ চৌধুরীর কাব্যভাবনায় বিশেষ যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন সেগুলো হল কবিতার আকার ছোট, লোককাব্যের আবহ ও চারণ কবির রচনারীতির ব্যবহার, সর্বোপরি চিত্রময়তা। কবির চিত্রময়তার উদাহরণ আলোকচিত্র কাব্যগ্রন্থ থেকে উপস্থাপন করেন

> মাছরাঙ্গা স্থির হয়ে বসে আছে/ পুকুরের কোনায় কোনায় ধোয়া/ বাঁশের জাংলায় মাছরাঙ্গা পাখিটি/ সুপারীর বাগান থেকে আসছে অসহিষ্ণু পালাপালি/ আর একটা গভীর ঘ্রাণ/ জলে নামার আগে ঘাটে যেন কাপছে।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধকার আসাদ চৌধুরীর অনেক কবিতাকে আত্মজৈবনিক বলে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ দিয়েছেন 'প্রশ্ন নেই উত্তরে পাহাড়' কাব্যগ্রন্থের 'স্বীকারোক্তি' কবিতার উল্লেখ করে। সমকালীন কবির কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের আলোচনা বাংলা সাহিত্যের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করবে নিঃসন্দেহে। আসাদ চৌধুরী '৭০ এবং '৮০ দশকে যে কাব্যভাবনা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আসীন হন–তাঁর আলোচনা তাঁকে সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত করবে।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় 'শামসুর রাহমান নিঃসঙ্গ শেরপা' বিষয়ের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন দৈনিক 'সংবাদে'র সাহিতসাময়িকীতে। প্রবন্ধে শামসুর রাহমানের কাব্য ও কাব্য ভাবনার সুচিন্তিত মতামত প্রতিফলিত হয়।

কবি সুকান্তের কবিতা ও কবির সমাজ ভাবনা নিয়ে শান্তনু কায়সার 'সমাজ সচেতন একজন কবি' নামক প্রবন্ধ লেখেন। মনে প্রাণে যিনি দেশকে দেশের মানুষকে ভালবাসতেন তিনি সুকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁর কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধাচারণ সর্বজনবিধিত। শান্তনু কায়সার প্রবন্ধটিতে কবির আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা প্রসারক কবিতাগুলো আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'ঘুম নেই' কাব্য গ্রন্থের 'ছুরি' কবিতার। যে কবিতাটি প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে সোমেন চন্দ নিহত হবার পর লিখেছিলেন। 'জনযুদ্ধের গান' কবিতাটিকে যে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘ তাদের উদ্বোধনী গান হিসেবে ব্যবহার করতেন তা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়। 'বোধন' কবিতার উদ্বৃতি দিয়েছেন সুকান্তের ফ্যাসীবিরোধী চেতনার সাক্ষ্যরূপে। এছাড়া 'মণিপুর', 'বীর চট্টগ্রামের' 'ইউরোপের উদ্দেশ্যে', 'চট্টগ্রাম ১৯৪৩', 'লেনিন', 'রোম' ১৯৪৩ প্রভৃতি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে সুকান্তের আন্তর্জাতিকতাবাদের স্বরূপ নির্ণয় করেন। সুকান্ত বাংলা কবিতার ধ্রুবতারার মত। তাঁকে নিয়ে বা তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা তাঁর রাজনৈতিক সত্তা উঠে আসবে অবলীলায়। কিন্তু তা আসে নি। এ বিষয়টি আলোকপাত করলে প্রবন্ধটি আরো মূল্যবান ও সম্পূর্ণ হত।

এ সময়ের 'সংবাদ'সাময়িকীতে করুণাময় গোস্বামী লেখেন 'নজরুলের সাঙ্গীতিক অবস্থান' বিষয়ক প্রবন্ধ। নজরুলের অন্যান্য শিল্পকর্ম নিয়ে যতটা লেখালেখি হয়েছে গান নিয়ে ততটা হয় নি। করুণাময় গোস্বামীর প্রবন্ধটি নজরুলের সঙ্গীতকে পাঠককুলের কাছে সহজভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস।

শামসুর রাহমানকে নিয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আলোচনা সমালোচনার অন্ত নেই। শাহাবুদ্দিন নাগরী তাঁকে নিয়ে লেখেন 'ভিন্ন ভুবনে শামসুর রাহমান' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। শাহাবুদ্দিন নাগরী এ প্রবন্ধে শামসুর রহমানের কবিতা প্রসঙ্গে বলেন

> শামসুর রাহমানের কবিতায় দেশ, জাতি, যুদ্ধ, স্বাধীনতা যেমন এসেছে একান্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, ঠিক তেমনই প্রেম-ভালোবাসা, বিরহ- বেদনা, এসেছে মানসিক ক্ষুধা মোচনের জন্যে নির্ভুলতার সঙ্গে। কষ্টকালীন কবিতার আবহ সৃষ্টিতে তিনি যেমন দ্রুপদী, যুগকালীন কবিতা রচনায় ঠিক তেমনই কুলশী। এ যেন একই কলম দিয়ে যুদ্ধ ও শান্তির আদেশ নামা তৈরী করা।[৫]

প্রবন্ধে লেখক স্মৃতির শহর (১৯৭৯) এলাটিং বেলাটিং (১৯৭৫) ধান ভানলে কুড়োদেবো (১৯৭৭), ও গোলাপ ফুটে খুকীর হাতে (১৯৭৮) শিশুতোষ গ্রন্থগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। প্রবন্ধটি শামসুর রাহমানকে অনুধাবনে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলা যায়।

দৈনিক 'সংবাদ' সাময়িকীতে প্রকাশিত মোহাম্মদ জয়নুদ্দিনের 'সমকালীন কবিতার শরীর ও মেজাজ', একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ। প্রবন্ধে সমকালীন কবিদের কবিতার বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অনেকটা রেখাচিত্রের মতো। প্রবন্ধকার শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, ওমর আলী, আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে যেমন আলোচনা করেছেন তেমনি একটানে তুলে এনেছেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আবু বকর সিদ্দিকী, আসাদ চৌধুরী, আল মুজাহিদী, আবিদ আজাদ, নাসিমা সুলতানা, শিহাব সরকার, নাসির আহমেদ, ইকবাল আজিজ প্রমুখের কবিতা। স্বল্পপরিসরে এক লেখায় এতো অধিক সংখ্যক কবির কবিতার মূল্যায়ন একটা দুরূহ ব্যপার বটে।

আবুল কালাম আজাদের 'কিছু নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা 'বিপ্লবীও প্রেমিকও' কবীর চৌধুরী রচিত একটি অনন্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধে কবি এবং কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে নির্মোহ আলোচনা করেছেন সুতীক্ষ্ণভাবে। 'অঙ্গীকার', 'জাতশত্রু', 'আসবেই', 'মানতে হবে', 'আসছি প্রাচীর', 'জীবন', 'স্মৃতির যন্ত্রণা', 'এ কেমন তুমি' এবং 'কিছু নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে' কবিতার আলোচনা করে প্রবন্ধকার কাব্যগ্রন্থটির সম্যক উপলব্ধি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। কাব্যগ্রন্থে যেমন শান্তি, প্রগতি, সাম্য ও সুন্দরের

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপনা, আছে স্বৈরাচারের পতন অপেক্ষারত শ্রেণী সংগ্রামের সৈনিকদের প্রতি প্রতিশ্রুতি তেমনি পাশাপাশি এসেছে প্রেমের অমোঘ বাণী। প্রবন্ধকারের ভাষায়

> প্রেম আর বিপ্লব এক হয়ে গেছে সাড়া নেই।[৮]

কবিতায়। কবির উদ্দিষ্ট এখানে বিপ্লবও হতে পারে কবি প্রিয়াও হতে পারে

> ক্ষুধার মতো সারাক্ষণ/আমার সর্বাঙ্গে মিশে থাকো/ কিছু মূর্খ্য পণ্ডিতের মতো/ কখনো বা সর্বনাশা অতি বিপ্লবী করে তোল,/এখনই, এই মুহূর্তে, এখানেই/ মিলনাভিষেকের স্বপ্ন দেখাও/স্থান কাল পাত্র ভুলে।[৯]

প্রবন্ধকার কবিভাবনার ব্যঞ্জনা যুগপৎভাবে রাজনীতি ও প্রিয়তমার প্রতি এ সত্য প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

এতে সর্বোতভাবে সফল হয়েছেন বলা দুষ্কর। একটি প্রবন্ধে একজন কবির সামগ্রিক রূপ তুলে ধরা সম্ভব নয় কিছুতেই। আবুল কালাম আজাদ নবীন কবি। প্রবন্ধকারের এ আলোচনায় তিনি উৎসাহিত হয়ে থাকবেন নিঃসন্দেহে।

'বন্দনাগীতি' নামক প্রবন্ধের রচয়িতা সুচরিত চৌধুরী। আদি এবং মধ্যযুগে বিশেষত মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বন্দনা করা। ঈশ্বর/ আল্লাহর প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম এবং নবী রসুল পয়গাম্বরদের কদমবুসি করা, সর্বোপরি উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের সালাম এবং দোয়া কামনা করে গায়েনগণ কাব্য আরম্ভ করতেন। সুচরিত চৌধুরী প্রবন্ধে তাঁর পিতা আশুতোষ চৌধুরীর বন্দনা প্রীতির কথা বলেছেন। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আশুতোষ চৌধুরীর অভিমত

> আমাদের নবীন কবিরাও দার্শনিক সূত্রধরে অগ্রসর হচ্ছেন। ঠিক এতে তাদের কাব্য বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই, কিন্তু এরূপ সৃষ্টিতে সমাজের সব শরীরে যে প্রাণ স্পন্দন জেগে উঠবে এমন ভরসা হয় না। আজকাল বাংলা কাব্য সাহিত্যকে অনিবর্চনীয় করতে গিয়ে দেশের সব লেখকরাই একে অভাবনীয় করে তুলছে। কাব্য রচনা যেন এক বিস্ময়ের ব্যাপার। একে সস্তা করে হালকা চালে দেশের ছোট বড় সকলের প্রাণ আবার সঞ্চারিত করে দিতে হবে। চির প্রবাহিত জীবনধারার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠতা রাখতে হবে। আকাশের দৈববাণী আমাদের কাজের উপাদান হবে না। আমাদের কবিকে আমাদের মাটিতে দাড়িয়েই কথা বলতে হবে।[৮]

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে দেশের কবিদের মধ্যে যে চেতনাত পরিবর্তন সে প্রসঙ্গে প্রবন্ধারের মন্তব্য

> কেননা ইতিমধ্যে বাংলার কথা কাব্যের শরীরে পাশ্চাত্যের রোমান্স লেগে গিয়েছিল। সেই রোমান্স কখনো ভোগের কখনো শক্তির কখনো মৃত্যুর।[৯]

বাবার স্মৃতি এবং বিশ্বাস সুচরিত চৌধুরী তুলে ধরেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। কবির গোপন ব্যথা একান্তই তাঁর। এ গোপন ব্যথাকে কাব্যে রূপ দিতে পারাই আধুনিক কবিতার লক্ষণ। একবিংশ শতাব্দির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বন্দনার মতো প্রাচীন রীতিকে সমর্থন করা প্রাবন্ধিকের প্রাগ্রসর চিন্তার ফসল নয় একথা অনন্ত বলা যায়।

মাহবুব-উল আলমের 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা 'পলাতক পলাশের রুদ্র নিনাদ' প্রবন্ধটি। রচয়িতা জাহানারা নওশিন। প্রবন্ধকার গ্রন্থের 'আমি এক দুরন্ত সৈনিক' হে পৃথিবী, উড়ে চলে গেছ পাখি, তোমার চুল, সর্বোপরি কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি, কবিতাবলির বিশ্লেষণ করেছেন স্বকীয় বিচার ভঙিমায়। শুধু কবিতার জন্য কবিতা নয়। 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার আবর্তে রচিত। ভাষা আন্দোলন নিয়ে ঢাকার বাইরে সুদূর চট্টগ্রামে বসে মাহবুব-উল-আলম এ কবিতাটি রচনা করেন। এটি একুশকে নিয়ে লেখা প্রথম বাংলা কবিতা। এর জন্য তিনি সরকারের নির্যাতনের শিকার হন, অত্যাচারিত হন। একটি কবিতা কখনো কখনো হাজারো কবিতার জন্ম দেয়। উপর্যুক্ত কবিতাটি এমনি একটি। প্রবন্ধকার এ বিষয়ে আলোকপাত করলে এর কলেবর আরো সমৃদ্ধ হত।

'বাংলার গণ-উৎসব গম্ভীরা' নামক প্রবন্ধ রচনা করেন রংগলাল সেন। বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত এ প্রাবন্ধিক গম্ভীরার আদি ইতিহাস, এর উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাংলার গণউৎসবের মধ্যে এর স্থান সর্বজনগ্রাহ্য। গম্ভীরার উৎপত্তি সম্পর্কে প্রবন্ধে বলা হয়েছে আধুনিককালে বাঙালি সামাজিক ধর্মীয় উৎসব হিসাবে শিবদেবতার যে পূর্জাচনা করা হয় তার তিনটি প্রধানরূপ রয়েছে ; যেমন, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় 'গম্ভীরা', পশ্চিমবঙ্গে 'গাজন' ও পূর্ববঙ্গে 'নীলপূজা'। কালক্রমে বিকশিত এ গম্ভীরাকে সামাজিক সংহতি, সামজ পরিচালনের উৎস এবং ধর্মীয় ভাবাবেগের উৎসরূপে তিনি প্রতিভাত করে প্রবন্ধে উল্লেখ করেন

> আসলে গম্ভীরা একটি সুস্থ সামাজিক সংগঠন। এটিই বাংলার গ্রামাঞ্চলে "মন্ডল" কিংবা "প্রধান ব্যক্তির প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে গ্রাম্য প্রঞ্চায়েত তথা পাচঁজনের সরকার অর্থাৎ অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের শাসন ব্যবস্থার বিকাশে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[১০]

রংগলালসেন গম্ভীরার গতি প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে একে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

> গম্ভীরা গণউৎসবটি যে ছিল এহেন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান উপলক্ষ একথা কেহ অস্বীকার করতে পারবেন না। আর এখানেই এর সামাজতান্ত্রিক তাৎপর্য নিহিত।[১১]

'গণসঙ্গীত প্রসঙ্গে', মাহমুদ সেলিমের আর একটি প্রবন্ধ। গণসঙ্গীত কী, কেন, উদ্দেশ্য ইত্যাদি নিয়ে সানুপুঙ্খ আলোচনা আছে প্রবন্ধে। পূর্বাপর আলোচনার সারাংশে প্রবন্ধকার বলেন

> সময়ের প্রয়োজনের সাথে গানের বাণীর, বাণীর সাথে সুরের, সুরের সাথে তাল লয়ের আর সব কিছুর সাথে গণমানুষের সহজবোধ্যতার একটা সুসংগত ও যৌক্তিক সম্পর্ক থাকলে তবেই তা হবে সার্থক ও সচ্ছন্দ গণসঙ্গীত।[১২]

উপরের দুটো প্রবন্ধে গণসংগীতের যে রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে-এটি চিরন্তন কোন রূপ নয়। গণসঙ্গীত যুগ নির্ভর। সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর উপযুক্ততা বিচার করা হয়।

ঘ. গদ্যবিষয়ক

'গদ্যবিষয়ক' প্রবন্ধ শিরোনাম করা হয়েছে মূলত আশির দশকে সংবাদসাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের বৈচিত্র্য নির্দেশ করতে। বাংলা কথাসাহিত্যের বিশ্লেষণ এ পর্যায়ের নিরীক্ষার বিষয়। কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধের মত এ পর্যায়েও মূলত বিগত তিন শতাব্দির এবং সমসাময়িককালে প্রকাশিত সাহিত্যিকদের রচনা ভাণ্ডার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নামকরণের সাথে একটু ভিন্নতা আছে। বাংলা নাটক একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য ধারা। এর আলোচনা সমালোচনাও ভিন্নমাত্রার কিন্তু আলোচ্য নিবন্ধে নাটক বিষয়ের প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়েছে মূলত দুটি কারণে। এক. বিষয়ের স্বল্পতা এবং দুই. শিরোনাম সীমিত রাখা। গদ্যবিষয়ক প্রবন্ধের প্রথমেই আসে আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচিত 'সাহিত্যের বিষয় আশয়' নামক প্রবন্ধের কথা। নামকরণের মধ্যেই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নিহিত। নানা যুক্তিতর্কের উপস্থাপনায় প্রবন্ধকার প্রবন্ধটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছেন। বাংলা গদ্যের স্বরূপ অন্বেষণে তিনি যে রীতির কথা উল্লেখ করেছেন তা নিঃসন্দেহে বাংলা সমালোচকদের পথনির্দর্শনা দিতে পারবে।

'নাটক ও সমকালীন সমাজ' বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন প্রথিতযশা প্রাবন্ধিক কবীর চৌধুরী। নাটক সমাজের আয়না। সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চিত্র সম্যকরূপে রূপায়িত হয় নাটকে। তিনি নাটকের সর্বজনীনতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন

> বিশ্ব নাট্য সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে সেখানে সমাজজীবন চিত্রিত হয়েছে বহু মাত্রিকতায়, বিভিন্ন ভঙ্গিতে, বিভিন্ন উদ্দেশ্য, প্রণোদিত হয়ে।[১৩]

এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জনসন, মলিয়ের, হপ্টমান, ইবসেন, বার্নডশ'র নাটকের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলা নাটকেও যে সমকালীন সমাজ বিবৃত হয়েছে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম। সামাজিক বিষয়াবলীকে নাট্যিক রূপায়ণে অনেকে অতিমাত্রায় প্রচারক অথবা ক্লাসিক হয়ে পড়েন। এ প্রসঙ্গে তার মতামত সমকালীন সমাজজীবনের কোন সমস্যাকে উপস্থিত করার প্রচারধর্মী আগ্রহ অনেক সময় নিছক বির্তক সভায়ও পরিণত হতে পারে। তাঁর মতে সরস নাটক সামাজিক সমস্যামূলক হয়েও শিল্পোত্তীর্ণ হতে পারে। উদাহরণ 'নেমোসিস', 'মানুষ', 'এখনও দুঃসময়' প্রভৃতি। প্রচার সর্বস্ব নাটকের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে প্রবন্ধে। বস্তুত নাটক সমাজকে আলোড়িত করে অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের থেকে অধিক কার্যকরভাবে। নাটকে একটি বক্তব্য থাকবে এটাই কাম্য। ঐ বক্তব্যটিকে শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপন করা নাট্যকারের কুশলতার উপর নির্ভরশীল। এ বক্তব্য প্রকাশে যদি শিল্পসুষমার পূর্ণতা নাও পায়-বা সামান্য ঘাটতি থাকে অথবা একটু প্রচার সবস্বতা বজায়ে থাকে তবু সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এগুলোকে মেনে নেয়া যায়। 'সধবার একাদশী' কিংবা 'একেই কি বলে সভ্যতা' অথবা বুড়ো 'শালিকের ঘারে রোঁ' এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

'কথাসাহিত্য: আমাদের প্রত্যাশা', নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন শাহিদা আখতার। প্রবন্ধে লেখিকা মূলত স্বাধীনতা-উত্তর উপন্যাসের উপাদান,সার্থকতা-ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরের এ প্রবন্ধে তিনি লেখেন

> জীবনে জীবন যোগ-ই সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান শর্ত।' সেই যোগের জন্যই জীবনকে জানতে হবে ঘনিষ্ঠভাবে, একাত্ম হয়ে মিশে যেতে হবে জীবনের অন্তগূঢ় সত্যের সঙ্গে।[১৪]

এখানেই প্রবন্ধকার লক্ষ্য করেছেন আমাদের বর্তমান উপন্যাসে জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখা হচ্ছে না। দেখা হচ্ছে আংশিকভাবে। আর খণ্ডিত জীবনকে নিয়ে মহৎ উপন্যাস সৃষ্টি হতে পারে না বলে তিনি মত দিয়েছেন। স্বাধীনতার মত এতবড় একটা ঘটনাকে উপন্যাসে সামগ্রিক ভাবে উপস্থাপিত করতে না পারায় প্রবন্ধকার আশাহত হয়েছেন। তাঁর আশাহত হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

কোন যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা আমাদের চিরস্থায়ী সম্পদ। সাহিত্যের পাতায় এটি স্থান করে নিতে পারে যে কোন সময়। এছাড়া 'এক দশক বয়সী' স্বাধীনতার স্বরূপ অনুধাবনে আমাদের রচয়িতাদের আর একটু সময় দিতে ক্ষতি কী?

মোহাম্মদ রফিক 'শেকড়ের সন্ধানে', প্রবন্ধ রচনা করেন ভিন্ন মাত্রিকতায়। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত জনগোষ্ঠী ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগোষ্ঠী দ্বারা কীভাবে নিপীড়িত তার শব্দচিত্র 'শেকড়ের সন্ধানে' প্রবন্ধটি। লেখক এশিয়া এবং আফ্রিকার দুই মহান সাহিত্যকের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধটি শুরু করেছেন। একজন বাংলাদেশের 'রবীন্দ্রনাথ' অপরজন কেনিয়ার 'ডথিয়োঙ্গ নগুজি'। একজন সচেতন মানবতাবাদী অপরজন পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক। উভয়েরই উপলব্ধি একটা জাতি একটা দেশকে ধ্বংস করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন সে দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা। এই উপলব্ধি থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের উপনিবেশ টিকিয়ে রাখতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায়। রবীন্দ্রনাথ এবং ডরোথী এর বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। ডরোথী আন্দোলন করেছেন লড়াই করেছেন। মোহাম্মদ রফিক শেকড়ের সন্ধানে বলেছেন

> শেকড়ের সন্ধান আসলে নিজস্ব, আত্মপরিচয়ের প্রসঙ্গে সন্ধান, সেই অর্থে, নিজস্ব উৎস খুঁজে ফেরা।[১৫]

বস্তুত শেকড়ের সন্ধান হলো, নির্মল জলপাত্রে জল পান। এ সত্যটি তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

'কথাসাহিত্যের গতিধারা ও একজন কথাশিল্পী' মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীর একটি অনন্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধকার বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যের গতিধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেন

> এ দেশে এমন কিছুসংখ্যক সাহিত্যিক আছেন, যাঁরা নিজেদের বাঙালি সংস্কৃতি, কৃষ্টি সভ্যতার অন্যতম নিয়ামক ভাবেন।[১৬]

তারা ভাবছেন এ দেশে এমন কোন জনগোষ্ঠী নেই, যাদের জন্য তারা লিখতে পারেন। জীবন থেকে পাঠ নিতে পারেন। প্রবন্ধকার বলছেন তথাকথিত প্রগতিশীল লেখককূল

> মুষ্টিমেয় শহরবাসী মানুষের দুঃখ কষ্ট শোককে পয়ষট্টি হাজার গায়ের মানুষের শোক বলে চালিয়ে দিচ্ছেন আর নিঃসঙ্গতার আর্বতে ঘুরতে ঘুরতে অশিল্পী সেবন করে চলেছেন।[১৭]

উপরোক্ত সমালোচনা করে প্রবন্ধকার মাটি ও মানুষের কাছের শিল্পী হিসেবে হাসান আজিজুল হককে অভিহিত করেছেন। তিনি হাসান আজিজুল হকের 'নামহীন গোত্রহীন', 'সমুদ্রের স্বপ্ন', 'শীতের অরণ্য', 'জীবন ঘঁষে আগুন', 'পাতালে হাসপাতাল', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধকার লেখেন

> বাঙলা কথা সাহিত্যে হাসান আজিজুল হক যে গতিধারা সৃষ্টি করেছেন, তা বাঙালীর সমাজে পরিবর্তনের লক্ষ্যে নির্দেশিত।[১৮]

বস্তুত দেশীয় সংস্কৃতিতে অবতীর্ন প্রতিশ্রুতিশীল শিল্প সৃষ্টির প্রণোদনা তিনি দিয়েছেন আলোচ্য প্রবন্ধে।

সুলিখিত প্রবন্ধ 'মাতৃভাষার স্বরূপ ও শক্তি'। প্রবন্ধকার যতীন সরকার। প্রবন্ধে লেখক মাতৃভাষার প্রকৃত স্বরূপ ও এর শক্তি উন্মোচনে যথার্থ প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রবন্ধকার মানুষের মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠার জন্য দুটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছেন। এক. মাতৃজঠর যেখানে সে জৈবিকত্ব লাভ করে দুই. ভাষা গোষ্ঠী যেখানে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নসৌধ নির্মিত ও বাস্তবায়িত হয়। মানুষের জৈবিকসত্তা মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা সম্বন্ধে লেখক লেখেন

> মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব লাভ ঘটে মানবী মাতার জঠরে। সব পশুও পশুমাতার জঠরেই সে রকম অস্তিত্ব লাভ করে। এদিক দিয়ে পশু ও মানুষের কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্যটি অন্যত্র। মানুষ তার মায়ের জঠর থকে কেবল জান্তব অস্তিত্বটুকু নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়। এরপর মানুষ রূপে তাকে আবার নতুন করে জন্মাতে হয়। তার এই নতুন জন্মটি ঘটে একটি বিশেষ দেশের জল মাটি হাওয়া ও সমাজের গর্ভে। সেই বিশেষ দেশটিই তার জন্মভূমি। আর যে বিশেষ ভাষার আধারে মানুষের চিন্তার উত্তরাধিকারী হয়ে একটি মানব শিশু জীবত্ব মনুষ্যত্বে উন্নীত হয় ও সমগ্র অস্তিত্বে যে ভাষাটি জড়িত মিশ্রিত হয়ে মানুষ হিসেবে তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় এবং সারা জীবনের জন্য সে ভাষা তার চিন্তার বাহন ও চেতনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়ে থাকে, তাই মাতৃভাষা।[১৯]

মায়ের মুখের ভাষাই মাতৃভাষা প্রচলিত এ ধারনা যুক্তিযুক্ত নয়। মায়ের জঠর থেকে জীবত্ব নিয়ে সে যে সমাজে লালিত পালিত হয় সেই সমাজের ভাষাই তার মাতৃভাষা। এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের 'গোরা' চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। যে কি-না আইরিস মহিলার জঠরে জন্ম নিয়েও সম্পূর্ণ বাংলা ভাষাভাষীরূপে পরিচিত হয়। ব্রিটিশ ভারতের বাঘিনীর কোলে লালিত পালিত অমলা কমলা এবং লিথুনিয়ার ভালুকের দ্বারা লালিত এক কিশোরের প্রসঙ্গও লেখক উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। লেখকের মতে মাতৃভাষাই একজন মানুষের জীবন সঞ্চারী প্রণোদনা

> মানবী জননীর ক্রোড়চ্যুৎ হয়েও কিংবা বলা উচিৎ ক্রোড়চ্যুৎ হয়েই একজন মানুষের স্বাধীন বিকাশ সম্ভব অপর পক্ষে ভাষা জননীর ক্রোড়ে তার সারা জীবনই অবস্থান অবশম্ভাবী, মাতৃভাষা তার আমরণ সঙ্গিনী, তার ক্রোড়চ্যুৎ হয়ে অস্তিত্ব ধারনের কল্পনাই অবাস্তব।[২০]

এ প্রেক্ষিতে প্রবন্ধকার অধ্যাপক আহমদ শরীফের বিখ্যাত

Dhaka University Institutional Repository

> যে লোক যে ভাষাতে জন্ম থেকেই চুক্তিবদ্ধ হয় সে ভাষাই তার মাতৃভাষা। সে ভাষা তার দেহের, রক্তমাংসের মতই একান্ত নিজের।[২১]

উক্তিও সংযোজিত করেছেন। বস্তুত ব্যক্তির চেতনার মূল উৎস শক্তি সবই তার ভাষা এবং সেই ভাষায় অবস্থান করাই মানুষের ধর্ম প্রবন্ধকার এ কথাটিই উক্ত প্রবন্ধে বলতে চেয়েছেন।

'সংবাদ' সাময়িকীতে রশীদ আল ফারুকী 'সত্যেন সেনের পুরুষমেধ' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন গবেষণাধর্মী মন নিয়ে। 'পুরুষমেধ' সত্যেন সেনের বৈদিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদের জীবনচর্চা ও ধর্মবিশ্বাসের অনুচিত্র। এতে যেমনি রয়েছে বর্ণশ্রম প্রথার অমানবিক রূপ, তেমনি রয়েছে সংগ্রামশীল মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের জলছাপ। এ উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনাকালে প্রবন্ধকার কালিক ও স্থানিক কালচার বিশ্লেষণ করে পাঠকবৃন্দকে উপকৃত করেছেন।

'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর তরঙ্গ ভঙ্গ' শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করেন আবদুল মান্নান সৈয়দ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচনা সম্ভার প্রচুর না হলেও তাঁর রচনার আলোচনা-সমালোচনার আধিক্য অন্যূন নয়। বাংলাদেশে যে কয়েকজন প্রথিতযশা সমালোচক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস নাটক নিয়ে জ্ঞান-গম্ভীর সমালোচনা বিশ্লেষণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আবদুল মান্নান সৈয়দ অন্যতম। বিষয়ের গভীরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে পাঠকের সামনে সহজ ও সাবলীলভাবে প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতা আব্দুল মান্নান সৈয়দের। মাত্র তিনটি দৃশ্যে দৃশ্যায়িত 'তরঙ্গ ভঙ্গ' নাটকের অনুভূমিক বিশ্লেষণ আলোচ্য প্রবন্ধটি। প্রবন্ধকার 'চাঁদের অমাবশ্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাস এবং 'বহিপীর' ও তরঙ্গভঙ্গ নাটকের রচনা একই সূত্রে গাঁথা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিশেষত 'চাঁদের অমাবশ্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো' এবং 'তরঙ্গ ভঙ্গ' এগুলোর মধ্যে 'মৃত্যু' বা 'হত্যা'কে তিনি একটি মোটিফ হিসবে চিহ্নিত করেছেন। এবং বলতে চেয়েছেন এ সব হত্যাকাণ্ড যতটা না ব্যক্তির ইচ্ছায় সংঘটিত তার চেয়ে বেশি সামাজিকবৃত্তায়নের ফল। আলোচ্য নাটকে আমেনা তার সন্তানকে আহার প্রদানে ব্যর্থ হয়ে হত্যা করে। এ হত্যার দায় কী শুধু আমেনার? প্রবন্ধকার বলেছেন

> দেখা যায় সমাজ কেবল আবর্তিত হচ্ছে অপরিবর্তনীয় ছক বাঁধা নকশার চক্রে।[২২]

ওয়ালীউল্লাহর গল্প উপন্যাস নাটক সতত ও সর্বত্র তির্যকভাবে সমাজ সচেতন। কিন্তু কোনভাবেই স্থূল অর্থে সামজপন্থী নয়। প্রবন্ধটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর স্বরূপ সন্ধানে নতুন পথের সন্ধান যুগিয়েছে নিঃসন্দেহে।

'আধুনিক জাপানী গদ্যসাহিত্য স্বরূপের অন্বেষা' সৈয়দ মনজুরুল হকের একটি অনন্য প্রবন্ধ। মনজুরুল হক এশীয় সাহিত্য বিশেষত জাপানী সাহিত্যের হালচাল প্রায়ই বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য লিখে থাকেন। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক জাপানের সাম্প্রতিক গদ্য সাহিত্যের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা রাষ্ট্রীয় পোষকতা সরাসরি না পেলেও রাষ্ট্রীয় চেতনা প্রভাবজাত থাকে। জাপান প্রায় আড়াইশত বৎসর (১৬০৩-১৮৬৭) বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। পশ্চিমের দুনিয়ার সাথে জাপানের প্রথম যোগাযোগ হয় ১৮৬৭ সালে সম্রাট মেইজীর ক্ষমতা লাভের পর থেকে। ১৮৮০'র দশকে জাপানে প্রথম বিদেশি উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এবং এ অনুবাদে প্রণোদিত হয়ে ৎসুবোউচি শোইও (১৮৫৯-১৯৩৫) ১৮৮৫ সালে 'উপন্যাসের স্বাদ' নামক সমালোচনা গ্রন্থ লেখেন। তাকে অনুসরণ করে ফুতেবাতেই শিমেই (১৮৬৪-১৯০৯) লেখেন 'ভাসমান মেঘ' নামক একটি উপন্যাস। বলা হয় 'ভাসমান মেঘই' জাপানের প্রথম আধুনিক উপন্যাস। কারণ তিনি চিরায়ত সাহিত্যের ভাষার পরিবর্তে প্রচলিত কথ্য ভাষায় উপন্যাসটি লেখেন। ফলে ফুতেবাতেই শিমেইকেই জাপানের প্রকৃত গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয়। ফুতেবাতেইকে অনসুরন করেন মোরি ওগাই (১৮৬৩-১৯২২) ও নাগাই কাফু (১৮৭৯-১৯৫৯) প্রমুখ। এ সময়কার গদ্য সাহিত্যে মূলত প্রকৃতিবাদকে ভিত্তি করেই রচিত হত। পরবর্তীতে প্রকৃতিবাদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে আত্মজীবনমূলক উপন্যাস যারা পুরোধা ছিলেন তায়সা কাতাই। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঝাঁথা' (১৯০৮) জাপানি গদ্য সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং অদ্যবধি তা অব্যাহত আছে। প্রবন্ধটি জাপানি কথাসাহিত্যের ইতিহাস তুলে ধরে বাংলাসাহিত্যের পাঠকদের উপকৃত করেছেন বলা যায়।

৮০'র দশকে 'সংবাদ' সাময়িকীতে সনৎকুমার সাহা 'সাহিত্য নিয়ে' শিরোনামায় লেখেন একটি প্রবন্ধ। সাহিত্যে ভাবনা অণুভানার সীমা নেই। প্রাচ্য পাশ্চাত্য পৃথিবীর যেখানেই হোক না কেন এই সৃজনশীল মাধ্যমটির শ্লেষ বিশ্লেষের অন্ত নেই। কারো মতে সাহিত্য যেহেতু জীবনের সঞ্চারণ সুতরাং জনজীবনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাহিত্যেরও প্রবৃদ্ধি ঘটায়। কেউ বলছেন টোটাল ইকোনোমিক ডেবোলপমেন্ট সাহিত্যকে ইমপ্রেস করবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু সর্বোতভাবে ডিপেনডেন্ট নয়। এ বিষয়গুলো নিয়েই সনৎ কুমারের 'সাহিত্য নিয়ে' প্রবন্ধটি। প্রবন্ধকার দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

Dhaka University Institutional Repository

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের চেয়ে বর্তমান আর্থোসামজিক অবস্থা অনেক উন্নত হলেও তাঁদের মতো উৎকৃষ্ট সাহিত্য আর রচিত হচ্ছে না। তিনি বলেছেন

> প্রতিভা প্রকাশের ক্ষেত্র বাস্তব অবস্থার কারণে কখনও প্রসারিত হয়। কখনও বা সংকুচিত। যখন ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে, তখন অসামন্য প্রতিভার কেউ এলে হয়ত সাহিত্যে তার প্রবল স্বাক্ষরে। তার কীর্তি তিনি চিরস্মরণীয় করে যান এবং সেই যুগের সাহিত্যিক সম্ভবনার প্রায় সবটুকুই শুষে নেবার সুযোগ নেন।[২৩]

বস্তুত সুযোগ বা সময়ই সাহিত্যিককে সাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা যোগায়। অর্থ বা অর্থনৈতিক অবস্থা এর অনুঘটক মাত্র।

'জীবনানন্দ দাশের গল্প' প্রবন্ধের লেখক আহসানুল কবীর। প্রবন্ধকার জীবনানন্দ দাশের গল্পের বিষয় নির্বাচন প্রসঙ্গে লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও কখনও ব্যক্তি জীবন, সমিষ্টির জীবন সর্বোপরি সমাজ জীবনকে পাশ্চাত্য গল্পকারদের জটিল জীবন জিজ্ঞাসার সূত্রেই বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে জীবনানন্দদাশ ভিন্ন মাত্রার। তাঁর 'ছায়ানট', 'গ্রাম ও শহরের গল্প', বিলাস, আকাঙ্ক্ষা কামনার বিলাস প্রভৃতি আলোচনা কল্পে নিম্ন লিখিত বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য করেছেন প্রবন্ধকার

> (ক) ত্রিভুজ আকারের কাহিনী, (খ) স্বল্প সংখ্যক চরিত্রের সমাগম গল্প, (গ) জটিল জীবনে নায়ক নায়িকার অবস্থান, (ঘ) নায়ক-নায়িকা ভাবাবেগে আপ্লুত এবং শরীরী (ঙ) বৈষয়িকতার সাথে নায়কে দ্বন্দ্ব (চ) নায়কের কবিত্বপূর্ণ স্বভাব (ছ) নাটকীয়তা (জ) সঞ্চায়তা।[২৪]

ইত্যাদি। প্রবন্ধটি পাঠে পাঠক জীবনানন্দ দাশের কথা সাহিত্যের স্বরূপ অনুধাবনে সম্যক ধারনা লাভ করবে।

'সারেং বৌ জীবন ও শিল্পের নিরিখে' নামক প্রবন্ধ রচনা করেন মুরতজা আলী। সারেং বউ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আলোচনা সমালোচনা অব্যাহত আছে। এটি শহীদুল্লাহ্ কায়সারের এক অমর সৃষ্টি। প্রবন্ধকার সারেং বউ সম্পর্কে লেখেন

> সারেং বৌ', শহীদুল্লাহ্ কায়সারের প্রথম উপন্যাস, শ্রেষ্ট শিল্প কর্ম। সারেং জীবনের একনিষ্ট আলেখ্য সারেং বৌ বাংলাদেশের কথা সাহিত্যে এক অনুপম সংযোজন। লেখকের গভীর জীবন বোধ, আন্তরিক অনুভব, অখণ্ড বাস্তবদৃষ্টি, স্যাবলীল ভাষা ও অভিনব উপসংহার দ্যুতিতে উপন্যাসটি যর্থাথই সমৃদ্ধ সমুজ্জ্বল।[২৫]

লেখকের দৃষ্টিতে উপন্যাসটি সমাজ জীবনের এক অমোঘ জলচিত্র। শহীদুল্লাহ্ কায়সার বাঙালির জনজীবনের আলেখ্য রূপায়নের দক্ষকারিগর। 'সারেং বউ'-এ রূপায়িত জীবনযাত্রা 'সংশপ্তক'-এ উপস্থাপিত প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্নতর। 'সংশপ্তক' দেশ বিভাগোত্তোর বাঙালির সামগ্রিক সংগ্রামের ইতিহাস। 'সারেং বউ' নদীবিধৌত গ্রাম বাংলার ব্রাত্যজীবনের চিত্ররেখা।

এ সময় 'একুশের উপন্যাস' নামক প্রবন্ধ লেখেন রফিকউল্লাহ খান। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক এমন কি অর্থনৈতিক জীবন ধারার চালিকা শক্তি। প্রবন্ধকার ভাষা আন্দোলন নিয়ে কবিতা এবং নাটকের ঔজ্জ্বলের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন

> ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় যে রূপ কালজয়ী কবিতা এবং নাটক রচিত হয়েছ অন্যান্য সাহিত্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল তা অনুপস্থিত ছিলো। তাই ভাষা আন্দোলন বিষয়ক উপন্যাস পাই ১৯৬৯ সালে জহির রায়হানের আরেক ফাল্গুনের মাধ্যমে।[২৬]

প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী কর্তৃক 'একুশের উপন্যাস' এ প্রকাশিত শওকত ওসমানের 'আর্তনাদ' জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' এবং সেলিনা হোসেনের 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' উপন্যাসত্রয়ের সরলরৈখিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে একুশে ফেব্রুয়ারি-ই ছিল বাঙালি জাতিসত্তার একমাত্র উৎস। কি গল্প কি কবিতা সবকিছুতেই একুশের প্রভাব ছিল সূর্যের মত। '৫২ থেকে '৭১ এ সময় বাঙালি জাতিকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে–পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এ আন্দোলনে কবিতা বা নাটকের প্রয়োজনীয়তা যতটা অনুভূত হয়েছে উপন্যাসের অনুভব ততটা নয়। সম্ভবত এ কারণেই উল্লিখিত সময়ে একুশ নিয়ে উপন্যাসের সংখ্যা অধিক নয়।

'দুটি দুষ্প্রাপ্য ও ব্যতিক্রমী ছোটগল্প' শান্তনু কায়সারের একটি অনুসন্ধানী প্রবন্ধ। অকাল প্রয়াত দুই সাহিত্যিক ফজলুল হক এবং হুমায়ুন কবীর। ফজলুল হক (১৯১৬-৪৯) কথা সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হলেও হুমায়ুন কবীর (১৯৪৮-৭২) মুলত কবি হিসেবেই খ্যাত। ফজলুল হকের বিরল গল্প 'হারানের মৃত্যু' এবং হুমায়ুন কবীরের 'প্রাণঘাতী ঘড়ি' নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধ। উল্লিখিত দু'জনের স্বরূপ অন্বেষণে আলোচ্য প্রবন্ধটি পাঠককে সহায়তা করবে নিঃসন্দেহে।

আবদুল মান্নান সৈয়দের একটি অনন্য সাধারণ প্রবন্ধ 'দারুন মাস্তলের কর্ণধার: জগদীশ গুপ্তের প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী'। জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) বাংলা কথা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী শক্তিশালী লেখক। তাঁকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনার অন্ত নেই।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবন্ধকার তার 'প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী' গল্পের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। গল্পকার সমন্ধে আবদুল মান্নান সৈয়দের অভিমত

> জগদীশ গুপ্ত আধুনিক ছোটগল্পের জনক। এই উক্তিতে অনেকেই হয়তো অবাক হবেন। অবাক হওয়ার কারণ বাংলা সমালোচনার প্রথানুগত্য। এখানে সাধারণত সাহস করে সত্য উচ্চারণ করা হয় না। আর বাঙালী সমালোচকদের প্রিয় প্রসঙ্গ কবিতা।[২৭]

কথাসাহিত্য নিয়ে সমালোচনা কল্লোল যুগের পূর্বে খুব কমই হয়েছে। তাই জগদীশ গুপ্ত ছিলেন প্রদীপের নীচে। প্রাবান্ধিকের অভিমত 'কল্লোল', 'কালি কলমে' যে উত্তররাবীন্দ্রিক সাহিত্য ধারা সূচিত হয়েছিল জগদীশ গুপ্ত ছিলেন তারই ধারক। গোষ্ঠীচিহ্ন তাঁর রচনাবলীতে অমোঘভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। জগদীশ গুপ্তের 'প্রলয়করী ষষ্ঠী' গল্পটি তার প্রথম গল্পগ্রন্থ বিনোদিনীর অন্তর্ভূক্ত। 'বিনোদিনীই প্রথম আধুনিক গল্পগ্রন্থ-' প্রবন্ধকার এর স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। বাংলা ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে উৎকর্ষ লাভ করে এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু গভীর জীবনবোধ ছোটগল্পে উপস্থাপনে জগদীশ গুপ্তের অবস্থান উত্তর-রবীন্দ্র লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধানতম। আবদুল মান্নান সৈয়দ জগদীশ গুপ্তের স্বরূপ প্রতিস্থাপন করে পাঠকের মননচর্চায় সহায়তা করেছেন নিঃসন্দেহে।

সৈয়দ আবুল মকসুদ রচিত 'নজরুল ইসলামের ছোটগল্প' একটি ব্যতিক্রমী প্রবন্ধ। প্রবন্ধে নজরুলের গদ্যসাহিত্যের গতিধারা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারনা পাঠককে দেয়ার প্রচেষ্টা আছে। কবির প্রথম রচনা 'বাউণ্ডলের আত্মকাহিনী' প্রকাশিত হয় সওগাত পত্রিকায়। প্রবন্ধকারের মতে ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত নজরুল গদ্য রচনায় অধিক আগ্রহী ছিলেন। যদিও তাঁর গদ্য পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুরূপ বা অনুকৃতি ছিল না। আবার সমসাময়িক আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, এস ওয়াজেদ আলী, শাহাদাৎ হোসেন প্রমুখের ধারায়ও ছিল না। তাঁর গল্প ছিল প্রথা বিরোধী সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গীকের। প্রবন্ধকার নজরুলের ছোটগল্প সম্পর্কে অবুল ফজলের মন্তব্য তুলে ধরেছেন

> ছোটগল্প' উপন্যাসের ক্ষেত্রে নজরুল হয়তো অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের দাবী করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার রচনার স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গিমা এই রচনা গুলিকেও দিয়াছে এক অনন্য সাধারণ অভিনবত্বের আকর্ষণ।[২৮]

'ব্যাথার দান' ও 'রিক্তের বেদন' সম্পর্কে আবুল মকসুদের মন্তব্য

> তরুণ কবির প্রথম যৌবনের নানা আবেগ, ব্যথা বিরহ, মান অভিমান ও চঞ্চল মনের নানা আকুলি ব্যকুলি এক অভিনব কবিত্ব মণ্ডিত ভাষায় এই দুই গ্রন্থের গল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে।[২৯]

শিউলিমালা নজরুলের তৃতীয় ও শেষ গল্পগ্রন্থ। এ সম্পর্কে প্রবন্ধকারের মন্তব্য

> গল্পগুলো তার পরিণত বয়সের রচনা বলে ভাষা অপেক্ষাকৃত সংযত ও ভাবালুতা বর্জিত, তা সত্তেও নজরুলীয় উচ্ছ্বাস যে একেবারে অনুপস্থিত তা নয়।[৩০]

নজরুলের ছোটগল্প রচনাকে প্রবন্ধকার যুগের দাবি বলে উল্লেখ করেছেন। কবি এবং গীতিকার নজরুল ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়েও বলা যায় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের রচনার পাশে তাঁর গল্পগুলোর সামান্যতা ধরা পড়বে। কিন্তু এটাও ঠিক এ ভাষায় উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প লেখকদের তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়াও সম্ভব নয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের দাবি কবি হিসেবে যোলআনা পূরণ করে চিরকালের মানুষের দাবি যেটুকু মিটিয়েছেন নজরুল ইসলাম, তাঁর পরিমাণও অল্প নয়। কাজী নজরুল ইসলামের গল্প শুধু শিল্প সুষমার আদলে বিচার করলে চলবে না। ইতিহাসের নিরখেও বিচার করতে হবে। ব্রিটিশ উপনিবেশে বাঙালি মুসলমানরা নানা কারণে ছিল পশ্চাদপদ। নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বে মুসলমান গল্প লেখিয়ের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা কয়েকজন। রসবিচারে যা নজরুলের থেকে উন্নত নয়। নজরুল ছোটগল্পের আঙ্গিকগত যে পরিবর্তন সাধন করেন তা একান্তই তাঁর নিজের। প্রবন্ধে এ বিষয়গুলো উপস্থাপনা করলে পাঠক আরো স্বস্তিবোধ করত।

ঙ. সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটমূলক

'সংবাদ সাময়িকী'তে সাহিত্যের পাশাপাশি সমকালীন সামাজিক সমস্যা ও রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা কম নয়। সচেতন বুদ্ধিজীবী, কবি সাহিত্যিক সমাজে বিরাজিত নানা মাত্রিক সমস্যার উপর সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করে পাঠককূলকে জাগাতে চেষ্ঠা করেছেন আন্তরিকভাবে। এসব প্রবন্ধ যেমন রচিত হয়েছে সাধারণ পাঠকের জন্যতেমনি বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যেও। শিল্পবোধ সামাজিক প্রেক্ষাপটে কতটা প্রয়োজনীয় এ বিষয়টি লেখক মাত্রেরই যে উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন এর আলোকপাত করা হয়েছে এ পর্যায়ের প্রবন্ধাবলিতে। এ প্রসঙ্গে বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর 'শিল্পে সমাজের বোধ' নামক প্রবন্ধে মতামত তুলে ধরেন চমৎকারভাবে। সমকালীন সমাজের চালচিত্র চিত্রায়িত হয় শিল্পে। শিল্পের কাচাঁমাল সমাজ থেকেই সংগৃহীত। বলা যায় চলমান সমাজের নীরব পর্যবেক্ষক শিল্প। এ প্রসঙ্গে উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন

Dhaka University Institutional Repository

> যখন আমি বলি সমাজ, তখন যে সমাজে আমি যুক্ত তার কথা বুঝাতে চাই। যখন আমি বলি শিল্প তখন বিশেষ সমাজের ক্রিয়াশীলি শিল্পের কথা বোঝাতে চাই। এই যুক্ততার বোধ এবং এই বিশেষ উল্লেখ হচ্ছে পরিবর্তন নামক প্রত্যয়ের পটভূমি।[৩১]

এই পরিবর্তনশীলতা সৃজনশীল ব্যক্তির মাঝে অধিকক্রিয়াশীল। সমাজকে মাইক্রোস্কোপিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে নিজের ভাবনাকে সমষ্টির ভাবনারূপে প্রকাশ করেন জনসমক্ষে। উল্লিখিত প্রবন্ধে বোরহান উদ্দিন খান বাংলাদেশের পশ্চাদতপদারতার কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন

> বাংলাদেশের সমাজ দুই বিপরীত ধারার মধ্যে দোলায়মান। একপক্ষে বাংলাদেশের অনেক কিছুই প্রায় ধনতান্ত্রিক, অন্যপক্ষে এখানে ধনতান্ত্রিক ক্ষুদ্র পরিসরে তৎপর,যার প্রভাব সর্বাধিক। প্রাগ ধনতান্ত্রিক পরিস্থিতি বিরাজমান গ্রাম্য চালে। এই পরিস্থিতি ১৯৪৭ সালের বাংলাবিভাগ, স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের ওপর ঔপনিবেশিক প্রভূত্ব এবং বাঙ্গালী পূজি গঠনের বিধি নিষেধের সঙ্গে সম্পর্কিত।[৩২]

এর থেকে উত্তরণের প্রধান যে নিয়ামক রাজনীতির সু-চর্চা সে সম্পর্কে তিনি বলেন

> বাংলাদেশের প্রচলিত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান প্রবণতা নৈরাজ্যিক। এ নৈরাজ্যের উত্তরণ লেখকের মতে কোন বিপ্লবের মাধ্যমেই সম্ভব।[৩৩]

কিন্তু সে বিপ্লব সুদূরপরাহত এমন পরিস্থিতিতে প্রবন্ধকারকে আশাবাদী না হয়ে উপায় নেই। দেশের অধিকাংশ মানুষইতো শোষিত ও প্রবঞ্চিত, লাঞ্চিত। দারিদ্র্য আর অভাব মানুষকে তার মানবিকতা থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। সেজন্য এই সমাজে শিল্পীদের উত্তরাধিকার নষ্ট হচ্ছে, সেই সঙ্গে শিল্পীরাও সচেষ্ট তাদের উত্তরাধিকার ফিরে পেতে। হয়ত এক সময় প্রবন্ধকারের এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। বাংলাদেশের সমাজ বিমুক্ত হবে দারিদ্র্যের নৈরাজ্যের দুষ্ট চক্র থেকে।

'বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ও জাতীয় সংস্কৃতি' সন্তোষ গুপ্ত রচিত একটি অনন্য প্রবন্ধ। ব্রিটিশ আমল ও পাকিস্তানি আমলের মুক্তবুদ্ধির চর্চার স্বরূপ আলোচনা করে জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন। সিহাপী বিদ্রোহ জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম হলেও ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল সেন প্রমুখ এর বিরোধীতা করেছিলেন সম্যক উপলব্ধির অভাবে। পাকিস্তানি আমলে পাকিস্তানি ভাবধারার কবি সাহিত্যিকদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীদের দ্বিধাবিভাক্তির কথাও ক্ষোভের সাথে উল্লিখিত হয়েছে প্রবন্ধে

> মূলত আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদ বার বার ধর্মাশ্রিত হওয়ার ফলে জাতীয়তাবাদের শক্তির ক্ষেত্রে হই জাগতিক উপাদান অর্থাৎ জনগোষ্ঠীর জীবন ধারা, অনুভূতি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডে অংশগ্রহণ ও অবস্থান কখনো কখনো গৌণ ভূমিকা পালন করেছে।[৩৪]

'৭০র দশকের আলোচনা করে '৮০র দশকের প্রকৃতি নির্ধানের চেষ্টা করেছেন সন্তোষ গুপ্ত। তাঁর মতে বর্তমানে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর জাতীয় আর্দশ, শিল্প-সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের কথা যদি বিরোধীকণ্ঠে প্রচার করতে হয়, তা জাতির পক্ষে দুর্দিন। পাকিস্তানি আমলের যুক্তিতর্কের উপমা ও আশংকার কথা বলেই বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ প্রচার করা হচ্ছে। পাকিস্তানি আমলের মতই ওপার বাংলার সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, জাতীয় চিন্তা ও চেতনার বৈশ্যতার স্বীকারের অভিযোগ এবং পৃথিবীর কতিপয় দেশের ভূখণ্ডগত জাতীয়তাবাদের উদাহরণ এবং সর্বোপরি ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের কবলগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় দেশে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের তকমা এটে দেয়া হয়েছে। বুদ্ধিজীবী বলছে রাজনীতিকরা এর মোকাবেলা করুক, রাজনীতিকরা বলছে বুদ্ধিজীবীরা আন্দোলন করুক। বস্তুত জাতীয়তাবাদের বিতর্কের ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব রয়েছে। কারণ আত্মপরিচয়ের সংকট বহন করে আমরা জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারি না। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি পুনরায় আক্রমণের শিকার। প্রবন্ধকার এ বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

'বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি' বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন রংগলাল সেন। বাঙালি জাতির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন

> সুদীর্ঘ পচিশ বছরের সংগ্রামের ফলে স্বধীন বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই চতুষ্ঠয় গৃহীত হয়। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পট পরিবর্তন ঘটায় উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[৩৫]

বস্তুত সামান্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে বাংলাদেশের সামজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ভাষা ভিত্তিক বাঙালি জাতিসত্তার সার্থক পরিণতি ঘটানো সম্ভব এই প্রতীতি প্রবন্ধকারের। এটি তাঁর ব্যক্তি মতামত হতে পারে। সামাজিক স্বরূপ কী তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার অবকাশ আজ নেই। দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি আজ সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

'সংস্কৃতির স্বাধীনতা' সম্পর্কে লেখেছেন বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। প্রবন্ধের নামকরণেই এর উদ্দেশ্য ও বিষয় বস্তুর স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। সংস্কৃতির স্বাধীনতা বোঝাতে লেখক সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। সংস্কৃতির স্বরূপ বোঝার জন্য তাই দরকার সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক বিশ্লেষণ। সমাজ বিভিন্ন ব্যক্তির সমাবেশ শুধু নয়। সমাজ হচ্ছে বিভিন্ন আন্তসম্পর্কের সমাহারের প্রকাশ। এই সমাজ সম্পর্কে সম্যক সচেতন থাকাই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা হচ্ছে সচেতনতা, বিদ্যমান সমাজ সম্বন্ধে সচেতনতা। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সমাজ সম্পর্কে লেখক বলেন

> বাংলাদেশের বর্তমানতা হচ্ছে এক বহমান স্রোত। সমাজ কাঠামো স্তর বিন্যস্ত, আর অভ্যন্তরীন বাজার মেট্রোপলিটন অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য স্থিতিস্থাপকতা টিকিয়ে রাখা। শিক্ষাহীনতা, বেকারত্ব, দারিদ্র এবং রোগেরহার ক্রমবর্ধমান। এ সবই হচ্ছে অব-উন্নয়ন এবং নির্ভরশীলতার রোগ। বাংলাদেশ বর্তমানে এই রোগে ভোগছে।[৩৬]

এর থেকে উত্তরণের পথ জনগণকেই খুজঁতে পরামর্শ দিয়েছেন লেখক।

'আর্থসামাজিক বিকাশের পথে বাঁধা ও নিরসনের উপায়: একটি ঐতিহাসিক সীমক্ষা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রবন্ধটিতে প্রথমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উন্নয়নের বাধাঁর স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ বাংলাদেশের অনুন্নয়নের কারণ অনুসন্ধানে। প্রচলিত সমস্যাদি যেমন-জনসংখ্যা সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সম্পদের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সমস্যার বাইরেও তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায়ের কথা বলেছেন।

> কিন্তু বাংলাদেশের অনগ্রসারতার জন্য যে কারণটি আমার কাছে মৌলিক বলে মনে হয় সেটি হলো আমাদের আধুনিক মন ও মানসিকতার অভাব।[৩৭]

এই অনাধুনিকতার কারণ অনুসন্ধানে প্রবন্ধকার বাঙালি মুসলমান সমাজের অতীত আলোচনা করেছেন। সংস্কারপন্থী মুসলিম নেতৃত্বের অভাবের কথা বলেছেন। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সৎদিশারীর অভাবের কথা বলেছেন। এমনকি নবাব আবদুল লতিফাকে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হতে দেখলেও সমাজসংস্কারে তাঁর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। প্রবন্ধকার সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) এবং দেলোয়ার হোসেন আহমেদ (১৮৪০-১৯১৩) এর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। মননশীলতার উন্নয়ন একদিনের বিষয় নয়। দীর্ঘচর্চার পর এর একটা কাঠামো দাঁড়াতে পারে। যুগ যুগ ধরে বিদেশি শাসন ও শোষণের স্বীকার এদেশের মুসলমান সম্প্রদায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ-ই বা পেয়েছে কোথায়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে এর সুযোগ এসেছে। হয়তো এই সুযোগেই বাঙালি মুসলমান সৌর্যেবীর্যে উন্নতির চরম শিখড়ে পৌছবে। প্রবন্ধকার নেতিবাচক নয় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখলে এ বিষয়টি পরিস্কার হতো।

'একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি বাংলাদেশ' বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেছেন এ, এম, হারুন অর রশীদ। একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় লেখক পাঠককে যুগোপোযুগি প্রস্তুতি নিতে তাগিদ দিয়েছেন এ প্রবন্ধে।

'বাংলার সামর্জচিন্তা ঐতিহ্য বিবর্তন' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক সালাহ উদ্দিন আহমদ বাংলার ঐতিহাসিক বির্বতন তুলে ধরেছেন সযত্নে। প্রবন্ধটি ১৯৮৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি 'অমর একুশে বক্তৃতা মালায় পঠিত। এতে বাংলা ভাষা এবং বাঙালির প্রসঙ্গ তুলে ধরতে লেখক কতিপয় মনীষীর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন দিল্লীর প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-৬২), রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। দুই সম্প্রদায়ের দুই প্রবাদ পুরুষ হলেও চিন্তা চেতনায় তাঁরা ছিলেন অভিন্ন। মির নিসার আলী এবং হাজী শরীয়ত উল্লাহ বাঙালি মুসলমানদের মানসিক উন্নয়নে পথ নির্দেশকের ভূমিকা রাখেন। মির নিসার আলী যিনি সৈয়দ আহমদের এর অনুসারী ছিলেন। অল্প শিক্ষিত হলেও মুসমানদের প্রাগ্রসর করতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। হাজী শরীয়ত উল্লাহর পাশাপাশি মুসলমানদেও প্রাগ্রসর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কাজী নজরুল, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রমুখ। তাঁদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হল্যে আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে সেই পাকিস্তানি আমলে ড. শহীদুল্লাহ্র মতো একজন মুসলমান যদি নিজেকে বাঙালি বলে অভিহিত করে গর্ব অনুভব করে থাকেন, তা হলে আজ এতদিন পর স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ আমরা বিশ্বের দরাবারে নিজেদের বাঙালি পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করব কেন?' আলোচ্য প্রবন্ধটি তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধের সম্প্রসারিতরূপ বলা যায়।

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন যৌক্তিক সফলতার দিকে এগুলে সরকার পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করে। এর বিরুদ্ধে দেশের সচেতন বুদ্ধিজীবী লেখনী যুদ্ধ চালান অবিরামভাবে। এমনি একটি প্রবন্ধ 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে' প্রবন্ধটি লেখেন রশীদ করিম। জাতীয় কবিতা উৎসব '৮৯ এ প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। সাম্প্রদায়িক শক্তি যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে জন্য সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন প্রবন্ধকার।

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষতা ও রবীন্দ্রসংস্কৃতি' সালাহউদ্দিন আহমেদ রচিত একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের ইতিহাস তুলে ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন প্রবন্ধকার।

'গণতন্ত্রের আকাশে স্বৈরতন্ত্রের কালো মেঘ' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন মির্জা নূরুল হুদা। ভারতবর্ষের বিভাজন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্তরায় সমূহ প্রবন্ধকার এতে উপস্থাপন করেছেন। লাহোর প্রস্তাব ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সাংসদদের অদূরদর্শীতা, ১৯৫৪ এর নির্বাচন, সংবিধান ও এর সংশোধন ইত্যাদি ঘটনা অনুঘটনা প্রবন্ধকার ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছেন প্রবন্ধে। দুর্ভাগ্যবশত আজও পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে পূর্ণগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই তার আকাঙ্ক্ষা

> *গণতন্ত্র নিজ গুণে গুণান্বিত, উদ্ভাসিত এবং বিকশিত, তার নতুন সংজ্ঞারও প্রয়োজন নেই। উর্বর মস্তিষ্কপ্রসুত কোন বিশেষণেরও প্রয়োজন নেই। সেই গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হোক পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে।*[৩৮]

২.গল্প

'৮০ র দশকে 'সংবাদ সাময়িকী'তে ১৭২ জন গল্পকারের মোট ৪২৭টি গল্প প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৩টি গল্প লেখেন সুশান্ত মজুমদার। ১১টি গল্প লেখেন আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন। ১০টি গল্প লিখেন বিপ্রদাশ বড়ুয়া। ৯টি করে গল্প লিখেন ভাস্কর চৌধুরী ও মাফরুহা চৌধুরী। ৮টি করে গল্প লেখেন রেজাউর রহমান ও মাহমুদ কুদ্দুছ। ৭টি গল্প লিখেন ইকতিয়ার চৌধুরী। ৬টি করে গল্প লেখেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম, সৈয়দ কামরুল হাসান, মঈনুল আহসান সাবের। ৫টি করে গল্প লিখেন ফজলুল কাশেম, ইসহাক খান। এসময় ৪টি করে গল্প লেখেন আলম খোরশেদ, জুবাইদা গুলশানআরা, অশোক কর ও হামিম ফারুক। ৩টি করে গল্প লেখকরা হলেন ইসমাইল হোসেন, শেখর ইমতিয়াজ, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, দেবাশীষ ভট্টাচার্য, আবু জাফর শামসুদ্দিন, আলমগীর ছাত্তার, খায়রুল আলম সবুজ, প্রমুখ। ২টি করে গল্প লেখকগণ হলেন আহমদ বশীর, ওয়াহিদ রেজা, সুনীল শর্মাচার্য, মঞ্জু সরকার, ইকবাল আজিজ, শাফায়াত খান, সেলিনা হোসেন, মুহম্মদ শামসুল হক, শামসুল আলম সরকার, ফরিদুর রহমান, শামিম ফারুক, বারট্রেল্ড ব্রেখট, ফজলুর রহমান, ওয়াসি আহমেদ, নাসরিন জাহান ও আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। এসময় ১টি করে গল্প লেখেন ১২২ জন গল্পকার। গল্পগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করে বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়

ক. সমাজবিষয়ক

খ. নিম্নবর্গবিষয়ক

গ. প্রেমবিষয়ক

ঘ. রাজনীতিবিষয়ক

ঙ. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক

চ. অনুবাদমূলক

ছ. অন্যান্য

ক. সমাজবিষয়ক

'সংবাদ সাময়িকী'তে প্রকাশিত ছোটগল্পসমূহের সরল শ্রেণীকরণে 'সমাজবিষয়ক' শিরোনাম নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। সমাজ বৃহত্তর পরিসরের অভিধা। মানুষ মাত্রই সামজিক জীব। তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সমাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এ প্রেক্ষিতে প্রেম, ভালবাসা, পেশা, জীবিকা সকল বিষয়ই সামাজিক পেক্ষাপটের অঙ্গীকৃত। ফলে সামাজিক বিষয়ের শ্রেণীকরণ প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। বস্তুত এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সমন্বয় বৃহত্তর সমাজ পরিক্রমার উপাদান। বিষয় হিসেবে এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মূল্য কম নয়। এ প্রেক্ষিতে সামাজিক বিষয়সমূহকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামায় অভিহিত করা হয়েছে। 'সমাজবিষয়ক' শিরোনামও এমনি একটি অধ্যায়। এ পর্যায়ের গল্পগুলোতে মধ্যবিত্ত পরিবার, পরিবারের আচরণ, ইত্যাদি প্রকটিত হয়েছে। ধরা যাক ইকতিয়ার চৌধুরী রচিত 'জন্মদিন' গল্পটির কথা। গল্পের ঘটনা সরল। কিন্তু আছে মনস্তাত্ত্বিক কার্যকরণ। গ্রাম্য কৃষকের কনিষ্ঠ পড়ুয়া ছেলে আলফাজ। অনেক কষ্টে শিষ্টে পড়াশোনার গণ্ডিপেরিয়ে সিভিল সার্ভেন্ট হয় সে। দারিদ্র্যের সুযোগে দূরাত্মীয় বানুর সাথে বিয়ে হয় আলফাজের। সিভিল সার্জনের বোন বানু। বানুর তাই অহম অন্যরকম।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের মধ্যবয়সে এসে স্ত্রীর প্ররোচনায় আলফাজ জন্মদিন পালন করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু ঐতিহ্য পরিপন্থী এ অনুষ্ঠানে গোড়া থেকেই সে ছিল নারাজ। অবশেষে নির্ধারিত দিন সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হলেও আপামর মানুষের দারিদ্রতায় বোধোদয় ঘটে তার। সমস্ত আয়োজন সে তছনছ করে দেয়

> *জ্বাল দিয়ে রাখা মাংস, ময়দার পোটলা, কলার ছড়ি, চানাচুরের প্যাকেট সব এলোপাথারী ছোড়াছুড়িতে একাকার করে ফেলে সে।*[৩৯]

কারণ

> *সে তখন খানিক আগে দেখা সিড়ির গোড়ায় আবারও দেখছে দুর্ভিক্ষের মত চেহেরার দুতিনটে বাচ্চা ছেলে মাঘের শীতে মুঠি করে হাতগুলো থুতনীর সাথে লাগিয়ে জন্মদিনের পোশাকে ঠকঠক করে কাপছে।*[৪০]

গল্পটি ক্রমশ ঝোঁকে বসা আড়ম্বরপূর্ণ মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে একটি দ্রোহ ।

সুশান্ত মুজমদার রচিত ভিন্ন মেজাজের গল্প 'টাকা'। চার বন্ধু শামিম, জাকির, হান্নান, মিজান। এদর মধ্যে অদ্ভুত এক নেশা জাগে হান্নানের। ময়লা দশটাকার নোট রাস্তায় ফেলে রেখে মানুষের নৈতিকতা পরীক্ষার নেশা। অন্যরা প্রথমে বিস্মিত হলেও এর মধ্যে একটা অন্য রকম আমেজ আছে ভেবে উৎফুল্ল হয়। পথ দিয়ে যাওয়ার সময় এক যুবক যথারীতি টাকাটা দেখতে পায়। প্রথমে উপেক্ষা করলেও পরে সে টাকাটা তুলে পকেটে নেয়। হান্নানরা যুবকটিকে যথাসময়ে পাকড়াও করে টাকাটা ফিরিয়ে নেয়। তাদের এ অদ্ভুত খেয়ালের প্রশ্ন তোলে যুবকটি

> *হঠাৎ থমকে থমকে ফ্রিজ শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করে টাকাটা পথের পাশে ফেলে রেখেছিলেন কেন? 'হান্নান উত্তর দেয় 'পরীক্ষা করতে?' কিসের? মানুষের সবল ও দূর্বল চরিত্রের।*[৪১]

ক্রম অবক্ষয়িত যুব সমাজের চিত্র গল্পটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

অনুরূপ ঘটনা লক্ষ্য করা যায় মঈনুল আহসান সাবেরের 'অবদমনের পর' গল্পটিতে। গল্পের প্রধান চরিত্র জামল, মিলি, আজমত ও অজ্ঞাত কিছু ব্যক্তি। ঘটনায় দেখা যায় মিজান সাহেবের লাশ পাওয়া যায় সকাল বেলা। পুলিশ লাশ নিয়ে যাওয়ার পর প্রতিবেশীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠে এটা আত্মহত্যা না খুন। জামাল মিজানের প্রতিবেশী। সে ছোট চাকুরে। মিলি তার স্ত্রী। জামাল আর মিলি ভাবতেই পারে না নিঃসন্তান বিপত্নীক মিজান আত্মহত্যা করতে পারে। তারা অপেক্ষা করে পুলিশী তদন্তের। গল্পে মূল ঘটনার পাশাপাশি মানুষের লোভ লালসার ছবিও প্রস্ফুটিত হয়েছে। মৃত লোকের শোকের চেয়ে তাদের কাছে তার সম্পদের ভাগ ভাটয়ারা নিয়েই চিন্তা বেশি

> *আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম এই সমস্যার একটাই সমাধান মিজান সাহেবের জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে ভাগ ভাটোয়ারা করে দিতে হবে। যার ঘটি নেই সে পাবে ঘটি, যার চেয়ার কম সে পাবে চেয়ার , যার ঘরে পাখা নেই সে পাখা .... আমার প্রস্তাবটা পছন্দ হচ্ছে। কিছু সুযোগ সন্ধানী এগিয়ে এসে বলে 'আচ্ছা ও ফ্লাটটা কতদিনে খালি হতে পারে বলেন দেখি।*[৪২]

এমনি শঠতাপূর্ণ চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে গল্পে ।এতে সমকালীন সামাজিক অস্থিরতার পরিচয় ফুটে উঠে।

মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আলমগীর সাত্তার রচিত 'মানব সন্তান' গল্প । বরিশালের টুবকী বন্দরের এক বোবা মেয়ের করুণ কাহিনি 'মানব সন্তান'। গল্পকার সহজ সরল ভাষায় আমাদের গঞ্জের বা হাটের ছিন্নমূল মানুষের বিশেষত উঠতি বয়সী যুবতীদের অসহায়তার কথা উপস্থাপন করেছেন। এতিম বোবা একটি মেয়ে যার গায়ের রং কালো কিন্তু শরীরের গাথুঁনি চমৎকার তার বিয়োগাত্মক পরিণতি গল্পের বিষয়বস্তু। গঞ্জের শ্রেণী চরিত্রও জানা যায় গল্প থেকে- জানা যায় খেয়াঘাটের ইজারাদার, চিটাগুড়ের আড়তদার অথবা বড় কামারের দোকানের কর্মকার এরা কোন মানবীর প্রতি আকর্ষণ বোধ কারলে সেটার প্রকাশ কেমন হয়।

প্রাকৃতিক নিয়মেই বেড়ে ওঠে এতিম বোবা মেয়েটি। এ প্রসঙ্গে গল্পকার বলেন

> *বুবি বোবা হলেও তার মাঝে যে প্রাণ আছে, কমানা বাসনা আছে, তা বুঝা গেল বুবির পায়ের আলতার ছাপ দেখে, নতুন শাড়ী কাপড় দেখে।*[৪৩]

তার এ কামনায় তৃপ্ত হয় গঞ্জের হাজী সাহেব মজুমদার সাহেবদের মত রাঘববোয়ালরা। একসময় বুবী ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। সন্তানের অভিভাবক কে? এ নিয়ে গঞ্জে আলোড়ন উঠে। হাজী সাহেব, মজুমদার সাহেব বা কর্মকার কেউই সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করতে চায় না। বুবি ভাষাহীন। প্রতিবাদ করার অথবা সন্তানের পিতৃত্ব দাবি করার ভাষা তার নেই। আছে শুধু নবজাতক সন্তানের প্রতি দরদ স্নেহ ভালবাসা। তাই নরওয়ের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি যখন তার সন্তানটিকে দত্তক নেয় তখন থেকে সে নিখোঁজ হয়। গঞ্জের কেউ আর তার খোঁজ করে না বা খোঁজে পায় নি। তার এই নিখোঁজ হওয়া কী আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রতি একটা চপোটাঘাত? জানা যায় না বুবি বেঁচে আছে কি নেই-কিন্তু মানব সন্তানের সমস্ত অধিকার নিয়ে শিশুটি বড় হতে থাকে সুদূর অসলো নগরীতে।

'খাদক' নামক গল্পটি ফজলুল কাশেমের দৈনিক ইত্তেফাকের 'তিন পুরুষ' গল্পের প্রথম পর্যায়ের বলা যায়। মিয়াসাহেবের রিরংসায় জ্বলে পুড়ে ছারখার হয় সব কিছু। দোহারির তরতাজা লাউ গাছ, ঘাসে ভরা ধানী জমি সবই তার লোভী দৃষ্টিতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সমাজে পরশ্রীকাতর মানুষের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে খাদক গল্পে।

বাংলা কথাসাহিত্যে ভিন্ন স্বাদের গল্প 'ঘড়িয়াল'। ভাস্কর চৌধুরী এ গল্পে সামন্ত জীবন ব্যবস্থা যে শিল্প বিকাশের সাথে সাথে ক্রমশ ভেঙে পড়ে তার চরিত্র তুলে ধরেছেন। জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি যৌথ পরিবারের প্রতিষ্ঠানকে দারুণভাবে বিপর্যস্থ করে। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে মানুষের মধ্যে ব্যক্তি চিন্তার প্রসার ঘটে দ্রুত। ভেঙে যায় যৌথ পরিবার। তিরোহিত হয় সংসারের প্রবীণের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা।'ঘড়িয়াল' গল্পে ভাস্কর চৌধুরী দার্শনিক চেতনায় মানুষের যাপিত জীবন ও এর করুণ ছবি এঁকেছেন। আশি বছরের বৃদ্ধ মোড়ল আজিজ। আজন্ম তিনি গ্রামীণ। গ্রামের মাটি ও মানুষের সাথে তার সহজাত সম্পর্ক। পৈতৃক সূত্রে সে অনেক জমির মালিক। যৌবনে তিনটি নারীর সঙ্গ লাভ করে মোড়ল। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তিনজনই তাকে ছেড়ে চলে যায় পর পারে। এখন বড় ছেলে কাশেমের বয়স ষাট। ছোট ছেলে রাশেদ সেও পঞ্চাশোর্ধ। দু' মেয়ে আলেয়া আর মিনা স্বামীর ঘরের গৃহিণী। কাশেদ রাশেদের সংসারও আজ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আজিজ মোড়লে বড় বাড়িটা আজ বাটির মত গোল। আজিজ মোড়ল বংশপরম্পরায় বিশ্বস্ত। সে ভাবে সে নিজে যেমন পিতার বর্তমানে জমির মালিক হয় নি তার সন্তানরাও তেমনি হবে। কিন্তু তার এ প্রতীতি মিথ্যা প্রমাণিত হয় বড় ছেলের মেজো নাতীর ক্রুদ্ধ ব্যবহারে। যে মোড়ল মহানন্দা তীরবর্তী গ্রাম বালিয়াডাঙার হর্তাকর্তা ছিল আজ তার বাড়ির ওঠানে তারই বিরুদ্ধে সালিশ বসে জমিজিরাত উত্তরাধিকারদের মধ্যে ভাগ করে দিতে। মোড়লের চিরন্তন বিশ্বাসে আঘাত হানে তারই উত্তর পুরুষ এবং এ উত্তর পুরুষের হাতেই করুণ মৃত্যু ঘটে তার। গল্পটি নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। একজন অশীতিপর বৃদ্ধের জীবন নিয়ে গল্প লেখা ব্যতিক্রম বটে। গল্পে দর্শনও আছে থরে থরে

> গ্রামেই জন্ম। সে সুবাদে দুটো জিনিস প্রথমেই চিনতে হয় তাকে। একটি মাটি সহজ সরল ধুলোভরা রাস্তা, পলি, উঁচু টিবি এসব এবং অন্যটি হচ্ছে মানুষ।[৪৪]

এ চিরন্তন সত্যটি সম্যকভাবে জীবনের সাথে লেপ্টে আছে আজিজ মোড়লের জীবনে। প্রকৃতির রূপও বর্ণিত হয়েছে চমৎকার ভাবে

> গভীর থেকে আরো গভীরে ঢোকে রাত। পূর্ণ চোখে চাঁদ একাকী জাগে। তাতে দুধে ভাত মেশানো জ্যোৎস্না। দক্ষিণে বাঁশবনে বাতাশ ঝির ঝির। শীত জ্যোৎস্নায় ধোয়ার মত।[৪৫]

প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়

> দূরে ওপারে সেই আদিকালের এক বট বৃক্ষ। বেশ কিছু দিন থেকে লোক তার ডাল কাটছে। ওখান দিয়ে নাকি বড় রাস্তা হবে[৪৬]

বট বৃক্ষ-ই কী তাহলে মোড়ল। যার ক্রম বিলুপ্তি ঘটছ সমাজ- সংসারে।

সুশান্ত মজুমদার রচিত এক গরীব স্কুলমাস্টার সত্যেন বাবুর সংসারের চিত্র 'ভুল ছায়া' গল্পটি। আমাদের দেশের শিক্ষা এবং শিক্ষক কীভাবে অবহেলিত অপমানিত তা এ গল্পে ফুটে ওঠেছে। মাসে চারশ টাকা মাইনে পান সত্যেন বাবু। তা দিয়েই কষ্টে শিষ্টে সংসার চালান তিনি। স্ত্রী রমা বংশ গৌরবে গৌরাবান্বিতা। তার পূর্ব পুরুষের প্রচুর জমি জিরাত ছিল। আজ সবাই ভারতবাসী। দুই পুত্র পরিমল ও সুনীল। পরিমল আই, এ পাশ করে রাজনীতির বেড়াজালে পড়ে জেলবন্দি। সুনীল নবম শ্রেণীর স্কুল পড়ুয়া ছেলে। রমা অত্যন্ত জাত্যাভিমানী। স্বামী কারো কাছ থেকে ধার করুক এটা তিনি সহ্য করতে পারে না। নিত্য অভাবের এ সংসারে হঠাৎ একদিন রমা'র দূর সম্পর্কের জেঠাতো ভাই আসে রংপুর থেকে বেড়াতে। জীবন বাবু ব্যবসায়ী। বৈবাহিকসূত্রে প্রচুর সম্পত্তির মালিক। রমা'র ভাই আসায় আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে তার স্বভাবে। স্বামীকে ধারে চাল কিনতে বলে।

> বাবা আমার পাশে বসে কি যেন ভাবছিলেন নিধূম হয়ে। মা এসে তাঁকে এক কাপ চা দিয়ে গেলেন। বাবা তাহলে চা-ও কিনেছেন? কিন্তু চায়ের কাপ মা পেলেন কোথায়? নিশ্চয় পাশের বাসার নান্টুদের কাছ থেকে চেয়ে এনেছেন। কী কাণ্ড! মা কি আজ বাবার স্বভাব ধার করলেন। কিছুক্ষণ আগে দেখেছি চুপি চুপি ছায়ার মতো নিঃশব্দে পাশের বাসায় গেলেন। ক' মুহূর্ত পর ফিরে এলেন কাপড়ের আড়ালে বা হাত লুকিয়ে। কিন্তু ক' দিন আগে অংকের জন্য নান্টুর জ্যামিতি বক্সটা চেয়ে এনেছিলাম। যা দেখে প্রথমে ভ্রু কুঁচকে চাইলেন। তারপর প্রচণ্ড রাগে আমার দু' গালে এলোপাতাড়ি চড় কষালেন ঠাসঠাস শব্দে। যা ফেরত দিয়ে আয়। পাজী ছেলে কোথাকার। বাবার মতো হাত পাততে শিখেছ।[৪৭]

অথচ আজ এ কী পরিবর্তন রমার। আরো আশ্চর্য হল রমার স্বভাবের ব্যাপক পরিবর্তন আসে জীবনবাবুর রেখে যাওয়া একশ টাকা পাওয়ার পর। সত্যেন বাবু টাকটা ফেরৎ দিতে চাইলে রমা বাধা দেয়

Dhaka University Institutional Repository

> রাখো তোমার ভালোমানুষী, পড়ে পাওয়া টাকা আবার ফিরিয়ে দেয় না কি কেউ। আর দাদার ও রকম ঢের টাকা আছে। উচ্চ গলায় বাবাকে ধমক দেয়ার পর, মার মুখে দেখি পরিতৃপ্তির হাসি, তা গরম ভাতের মতো ঝরঝরে।[৪৮]

সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি এমনকি মনও শাসিত হয় অর্থের মানদণ্ডে। অর্থ এমন শক্তিশালী একটা উপাদান যা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আচরণে গভীর প্রভাব ফেলে। যে রমা স্বামীর ধার করাটাকে পছন্দ করত না-সেই রমাই ভাইয়ের ফেলে যাওয়া টাকা তুলে নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। রমার এ পরিবর্তন পুরোপুরিই অর্থনৈতিক কারণে। দিনের পর দিন অর্থাভাবে জর্জরিত হয়ে তাকে সংসার চালাতে হয়। স্বামীর নির্ধারিত বেতন। বাড়তি আয়ের পথ রুদ্ধ। এমনি অবস্থায় যদি একশ টাকা পাওয়া যায় যদি এতে সংসারে একটু স্বাচ্ছন্দ আসে তাতে মন্দ কী। ঘটনা মানুষের মনকে শাসন করে নিয়ন্ত্রণ করে। রমার এ পরিবর্তন হয়ত হতো না যদি না ব্যবসায়ী জীবন বাবুর আগমন না ঘটতো। জীবন বাবু অর্থের প্রতীক। রমা অর্থপ্রত্যাশী। এ দুইয়ের প্রতীকে কী লেখক সাম্রাজ্যবাদ আমাদের নৈতিকতা কীভাবে ধুলিস্মাৎ করে দিচ্ছে এ সত্য প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

'একজোড়া মোজা' সুশান্ত মজুমদারের রচিত একটি অনন্য সাধারণ গল্প। খরস্রোতা নদীর মতো শব্দে শব্দে এঁকে বেঁকে ধারালোভাবে এগিয়ে চলে গল্পটি। সমাজের নানান অসঙ্গতি, দুরাচার, উঁচু-নিচুর বৈষম্য অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে ফুটে উঠে 'একজোড়া মোজা'নামক ব্যঙ্গাত্মক গল্পে। অফিসের গো বেচারা কেরানি। বসের অভিযোগে শরীর, কাপড় চোপড় ভালকরে পরিষ্কার করে সুগন্ধি সাবন দিয়ে। নিজেকে ফুর ফুরে রাখতে, অনভ্যস্ত মুখে সুগন্ধি পান গুজে দেয়। তবু বসের র্ভৎসনা বন্ধ হয় না। বেতন নিতে বড় সারের রুমে ঢুকতে আবারো দুর্গন্ধের তীব্রতায় নাক জমে যায় তার। কিন্তু কোত্থেকে এ দুর্গন্ধ। নিজের শার্টে নাক রাখে, সন্দেহ দূর করতে পরক্ষণেই চোখ পরে

> হাতে ভার রেখে ঘুরে দাড়াঁতে তড়িত নজর পড়ে জুতোর বাহিরে রাখা বড় সাহেবের বেটে পা জোড়ায়। ঘেমে থাকা পা'র সংগে লেপ্টে আছে মোজা। এই গন্ধ, মাংসপচা ঘন একটা গন্ধ ফুটে উঠেছে।[৪৯]

আমাদের অফিস আদলতে বড় সাহেবদের শ্রেণীচরিত্র এতে পরিলক্ষিত। গল্পে অদ্ভুত একটা বিষয় লক্ষণীয়। চরিত্রের কোন নাম নেই। আছে শুধু বড় সাহেব, টাইপিস্ট, কলিগ, গিন্নি,বড় মেয়ে ছোট মেয়ে ইত্যাদি। নির্দিষ্ট কোন নামে কাউকে সম্বোধন করা হয় নি। গাল্পকারের এ এক অসামান্য ক্ষমতা। ফলে প্রতীকি হয়ে উঠে গল্পটি।

খ. নিম্নবর্গবিষয়ক

বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে কথাসাহিত্যে 'নিম্নবর্গ' প্রসঙ্গটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় রঞ্জিৎ গুহের 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে। নিম্নবর্গের সংজ্ঞা নির্ধারণে প্রেক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন থাকলেও এ কথা সর্বজনীন যে, মূলত নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষই এই পর্যায়ভুক্ত। '৮০র দশকের সংবাদ সাময়িকীতে এ জাতীয় নিম্নবর্গের মানুষর ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রথমেই আসে সুশান্ত মজুমদার রচিত 'ব্যাঙ' গল্পটির কথা। গল্পে গ্রামবাংলার খেটে খাওয়া মানুষের এক অসাধারণ ছবি ফুটে উঠেছে। শ্রমজীবী মানুষ নরেন আর নেত্য। যন্ত্রসভ্যতার করালগ্রাসে সংকোচিত কর্মক্ষেত্র। এ প্রেক্ষিতে '৮০র দশকে ব্যাঙ ধরা এক পরম অর্থোপার্জনের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সারারাত হ্যাজাক জ্বালিয়ে নিম্নআয়ের মানুষ ব্যাঙ ধরে আড়তে দিলে আড়ৎদাররা উচ্চমূল্যে তা বিদেশে রপ্তানি করে। এমনি নিম্নবর্গের মানুষ নেত্য আর নরেন। নেত্য হত দরিদ্র, দারিদ্রের ভার সইতে না পেরে একবছর হয় তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। অসহায় সম্বলহীন নেত্য তাই যে করেই হোক অর্থোপার্জন করতে চায়। সে বুঝতে পেরেছে জীবনে টাকাই সব দুনিয়ায় টাকা ছাড়া কিছু চলে না । তাই

> সে চায় যে করেই হোক টাকা অর্জন বৃষ্টি ভেজা অন্ধকার রাত উপেক্ষা করে সে অপেক্ষায় থাকে কখন ব্যাঙ ডাকবে কখন ধরা দিবে সেই সোনার হরিণ।[৫০]

অনুরূপ একটি গল্প ইকতিয়ার চৌধুরীর 'অতিক্রম'। গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের চমৎকার নকসা 'অতিক্রম' নিম্নবর্গের মানুষের জীবনাচার অত্যন্ত সাবলীলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যমুনা নদীর কূল ঘেঁষে কোন এক গ্রামের বাসিন্দা আমীর মোল্লা, গাজী আর নেদু। আমীর মোল্লা গাড়োয়ান। গরুর গাড়িতে করে মালামাল গঞ্জে নিয়ে যায়। এটাই জীবীকার্জনের প্রধান উপায়। গাজী আর নেদু খড়ি বিক্রেতা। গ্রমের জঙ্গল থেকে সংগৃহীত কাঠ চেরাই করে গঞ্জে বিক্রি করে সংসার নির্বাহ করে। গাজী আর নেদু মোল্লাকে (গাড়ি) ভাড়া করে গঞ্জে নিয়ে যাচ্ছে খড়ি বিক্রি করতে। তাদের যাত্রা পথের কাহিনিচিত্র অতিক্রম। গল্পটিতে পল্লীগায়ের রাস্তা, গায়ের মানুষের অর্থনৈতিক চিত্র ফুটে উঠেছে। আমীর মোল্লা গাড়োয়ান। তার গাড়ীতেই মাল চাপিয়ে যাচ্ছে সোহাগপুর হাটে। জায়গাটা কতকটা গঞ্জের মত । সুতা ও কাপড়ের জমাট কারবার সেখানে। ধান পাটেরও। সপ্তাহে হাট বসে

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র একদিন। এ হাটকে কেন্দ্রই অত্র এলাকার মানুষের কর্মচাঞ্চল্য। নদীরতীর হওয়ায় এখানে বড় বড় লঞ্চ আসে, আসে-কার্গো জাহাজ। যমুনা নদীর ভাঙনের কথা এবং এই ভাঙনকে পুঁজি করে যারা ফায়দা লুটে তাদের কথা এসেছে গল্পে

> যমুনার একদম থাবার ভেতরে সমগ্র এলাকাটা। থানা স্কুল গেলে আখাইয়া যমুনা এখন সরকারী ডাক্তারখানার দিক থেকে হাট খাচ্ছে। এই পেটের মধ্যে নেয় নেয়। বাধ দেবে, নৌবন্দর করবে- নাকের উপর এরকম মূলার আটিঝুলিয়ে ভোটও নিয়েছে কেউ কেউ। নদীতে বালির বস্তা, সিমেন্টের চাই, ইট ফেলে দেড়মনি ভুঁড়ি বানিয়েছে অনেকে। এত করেও তাদের খাই মিটেনি।[৫১]

সমাজের উচুঁতলা মানুষের সুবিধাবাদী চরিত্রের সরল চিত্ররেখা গল্পে এমনি ভাবে উপস্থপিত হয়েছে। গল্পে শ্রমজীবী তাঁতিদের কথাও আছে বিদ্যুতের আলো ঝলকের মত। খড়ি শোলা থেকে অন্যদিকে আসে গাজী, নেদু। একটানে তাঁতীশ্রমিকদের মহাজনদের বিরুদ্ধ নিরন্তর আন্দোলন সংগ্রামের কথা এভাবেই তুলে ধরেছেন লেখক। গাড়োয়ান আমীরের চিন্তা অবশ্য তাঁতি বা মহাজনদের নিয়ে নয়। তার চিন্তা উচু নিচু রাস্তা নিয়ে

> গড়ান দেখে চিরদিনের মত বাজে কথা ছাড়ে মোল্লা। গাড়ী তার পাড়ি দেয়ার দায় দায়িত্বও তার। কত শালার কতকিছু অইল আর এহেন শালার একটো বিরিজ আইল না।[৫২]

গ্রাম বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থার করুণচিত্র ফুটে উঠেছে গল্পে। এখানকার মানুষদের অমানুষিক পরিশ্রম করে বেঁচে থাকতে হয়। পশু আর মানুষের সম্মিলিত শক্তিই তাদের জীবন চলার গতি। গল্পের শেষে তাই দেখা যায় প্রাণান্ত চেষ্টা করেও যখন আমীর মোল্লার বলদ দুটো একটা গড়ান ভাঙতে পারছিল না তখন তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে গাজী আর নেদু

> ঝপাঝপ লাফিয়ে নীচে নামে গাজী নেদু। থেমে যাওয়া চাকায় হাত লাগায় দু' দিক থেকে। তাঁদের আর বলদ দুটোর পেশী যখন ফুলে একই রকম বন্য হয়ে ওঠে তখন চাকা ঘোরে। ধীরে ধীরে ক্যাচ শব্দের সাথে। গড়াতে থাকে উপর দিকে।[৫৩]

এভাবে পশু আর মানুষের সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমেই তাদের অতিক্রম করতে হয় শত প্রতিকূলতা, নির্বাহ করতে হয় জীবন যাত্রার কঠিন দুর্মর পথ।

'জন্ম সহচর' নামক গল্পের লেখক সুশান্ত মজুমদার। ছিন্নমূল মানুষের করুণ অসহায়তার কাহিনি জন্মসহচর গল্পটি। রেলস্টেশনের খণ্ডকালীন কুলি শুকর আলী। স্ত্রী হাজেরা পঙ্গু হাত দেখিয়ে ভিক্ষা করে ফুটপাতে। তাদের এগারো বছরের ছেলে ছমেদ। রেলের পাশেই খুপড়ি। তাদের অনিরাপদ আবাসস্থল ছিল। তীব্র অভাবের তাড়নায় শুকর ছমেদকে কালোবাজারী পকেট মার রওশন মিয়ার কাছে ষাট টাকায় বিক্রি করে দেয়। কিন্তু সন্তানের প্রতি দরদ তার এতটুকু কমেনি। বাইরে বেরিয়ে যেতে গেছনে ছামেদের রিন রিনে গলার ডাক শুনে শুকর আলী ঝাউ প্যাতার মতো দুলে উঠে অনেক দিন পর গোপনে কাঁদে সে। এ কান্না তার একার নয়। অসহায় পঙ্গু হাজেরারও। স্বামীর ক্রুঢ়তায় পরাজিত হাজেরা সন্তান বিক্রির বিরুদ্ধে আর কোন মন্তব্য করে না। নিঃস্ব বিমূঢ়ের মতো চেয়ে থাকে শুধু

> সবে মাত্র সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে এ সময় দু- চোখে লাল রুক্ষতা জমিয়ে খুপরিতে ফিরে এলো শুকুর আলী। কাতর চেহারা। আধবাসন পানি চো চো করে খেয়ে তেষ্টা মিটিয়ে টান টান উপুর হয়ে শুয়ে পড়লো। হাজেরাও মুখ ফুটে জিজ্ঞেসা করলো না কিছু। ভেতরে ভেতরে গলে সে পুরো ময়দার লেই হয়েছিল।[৫৪]

হাজেরার এই নিরবতা সন্তান হারানোর বেদনাকে প্রকটিত করে পাঠক সহমর্মী হয়ে ওঠে।

'মাছ' সুশান্ত মজুমদারে আরেকটি সু-সমন্বিত ছোটগল্প। নিম্নবর্গের মানুষের রাগ ক্ষোভ মান অভিমান দুঃখ বেদনা যে কতটা মূল্যহীন শোষকশ্রেণী পেটুয়া বাহিনীর কাছে তার চিত্র মাছ গল্পটি। ভূমিহীন খেটে খাওয়া মানুষ নুরুল। একদিন কাজ না করলে চুলায় হাড়ি ওঠে না। এমনি দিনমজুর নুরুলকে বেগার খাটায় চেয়ারম্যান মেম্বার। প্রতাপশালীদের অত্যাচরে র্জজরিত নুরুলের যত ক্ষোভ ঝরে পড়ে দুর্বল অসহায় স্ত্রী পিয়ারা বিবি ও যুবতী কন্যা হালিমার উপর। চেয়ারম্যানের মেয়ের বিয়েতে তিনমন মাছ ধরে দিতে হবে মেম্বারের এই প্রস্তাবে খসখস করে তার মন। অস্বস্তিতে ভোগে সারাক্ষণ । আগের টাকাই এখনও দেয়া হয় নি। আবার কাজে গেলে না খেয়ে থাকতে হবে তাকে। এ অস্বস্তি আরো উসকে দেয় সহকর্মী হাশেম। পুকুরে গোসলের সময় হাশেম নুরুলকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করে। চারিদিকের এহেন বৈরী পরিবেশ তার সংসারের শান্তি বিনষ্ট করে। তাই স্ত্রীর অতি যত্নে পাক করা ইলিশ মাছের হাঁড়ি লাথি মেরে উল্টে ফেলে দেয়। অথচ চেয়ারম্যান মেম্বারের আদেশ অমান্য করতে পারে না। গল্পটাতে আঞ্চলিক ভাষায় ব্যবহার চমৎকার ও চরিত্রানুযায়ী সার্থক। গল্পের বর্ণনায়ও লেখকের মুন্সিয়ানা চোখ পড়ার মত

> পেট এখন গাঙ্গন চায় তাঁর ফাকাঁ খোলে গাড়ল ক্ষিদে শুঁড় তুলছে। সেই সাত সকালে উঠে দেড় ক্রোড় ভাটি পথ মেরে রক্ত নুন হয়েছে ভূই কোদাল করে। জিরিয়ে নেয়ার ফুসরৎ জুটে নি। টং মেজাজে এখন দৌড় চালে এগুতে দক্ষিণের এক চিলতে ঘাস- ভিটের রোগা ধার একটা ছাগল দেখে ঢিল ছুড়ে তাড়ালো এই এক ঝামেলা। গ- মনুষ্যির পারখোকে জন্তুগুলোর যত আহার যেন এদিকটায়[৫৫]

রাগে ক্ষোভে নিজের উপর নিজেই প্রতিশোধ নেয় নুরু।

Dhaka University Institutional Repository

'কাক তাড়ুয়া' ফরিদুর রহমান রচিত একটি অন্যন্য গল্প। গল্পের প্রধান চরিত্র মিয়াজানের স্বকীয়তা বলতে কিছু নেই। মনিবের ইচ্ছা-ই তার জীবন। কাকতাড়ুয়া যেমন নির্জীব অসহায়, মিয়াজানও তেমনি সমাজের স্তরবিন্যাসে অসহায় পরিমার্জিত এক সৈনিক। ফরিদুর রহমান ভূমিহীন কৃষকের হত দরিদ্র রাখাল মিয়াজানের জীবন আর বেগুন ক্ষেতের কাকতাড়ুয়ার জীবন যেন একসূত্রে গাথাঁ এ বিষয়টি-ই গল্পে তুলে ধরতে চেয়েছেন। স্বধীনতা সংগ্রামে মা'কে হারানোর বছর দশেক পরে বাবাকে হারায় মিয়াজান। পোরামানিকের বাড়িতে বছরবন্দি রাখালের কাজ পায় সে। মিয়াজানের এ বন্দি জীবনের আর সমাপ্তি ঘটে না। শুধু স্বপ্ন দেখে একটা স্বপ্নীল সুখী জীবনের।

'কানন' ভাস্কর চৌধুরী রচিত অন্যরকম একটি ছোটগল্প । চাল ব্যবসায়ীদের বিষয় আশয় নিয়ে গল্পটি রচিত। সাইফুলের বাবা বৃদ্ধ মহাজন। দীর্ঘদিন গাড়োয়ানদের থেকে চাল কিনে শহরে চিত্তবাবুর গদিতে সাপ্লাই দেয়। চিত্তবাবু একজন মজুদদার । তার ইচ্ছা অনিচ্ছা উপর সাইফুল মহাজনের ব্যবসা নির্ভর করে। বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বেশি মুনাফা লাভের আশায় কূটকৌশলের আশ্রয় নেয় চিত্তবাবু। বেশি বেশি ধান কিনে দেয়ার তাগিদ দেয় সাইফুলকে। সাইফুলও বেশি মূল্যে গাড়োয়ানদের থেকে ধান কিনে গঞ্জে পাঠায়। কিন্তু চিত্তবাবু সাইফুলকে হতাশ করে চাল কেনা বন্ধ করে দেয়। পানির ধর্ম নিচে গড়িয়ে যাওয়া। সাইফুলও এসে গাড়োনদের থেকে চাল কেনা বন্ধ করে দেয়। গল্পটিতে সাধারন উৎপাদনকারীর করুণ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

'পারাপার' নামক ছোটগল্পে ভাস্কর চৌধুরীকে দেখা যায় আরো সাবলীল ও স্বতস্ফূর্ত। বন্যাকবলীত গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের ক্রোধ, ক্ষোভ, কাম, অসহায়তার কাহিনি গল্পে উপস্থাপিত। অসহায় পঙ্গু বজলু যে তার নিজের স্ত্রীকে আবেদের কামাসক্তের হাত থেকে বাচাতে পারেনা

> দুটো হাতে ভর দিয়ে সামনে আসতে গেলে জ্যোৎস্নায় দেখে নিতিয়ে পড়া দু' পায়ের ফাঁকে গন্ধ শুঁকছে এক সাপ। ভয়ে আর্তকে উঠে,হাত পেছনে টানে সে। পিঠ ঠেকে ছুই এর দেয়ালে। অতএব সর্বনাশ দেখা ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকে না।[৩৬]

নিজের অসহায়ত্বের কারণে স্ত্রীকে আবেদের রিরংসার হাত থেকে বাঁচতে অক্ষম পঙ্গু বজলু। নিপীড়িত মানুষ এভাবেই শ্রেণীশত্রুদের হাতে থাকে বন্দি আজীবন।

নাসির আহমেদ 'শিবমন্দির' নামক গল্পটি রচনা করে চমকে দেন পাঠক সমাজকে। আশৈশব জেনে আসা শিবমন্দিরের স্বর্ণের প্রতি লোভ যায় কাদের আলীর। কৌতূহলে নয় নিত্য অভাবের সংসারে সুখের স্বপ্নসৌধ নির্মাণে এক জীবন্মৃত্যু খেলায় মেতে ওঠে কাদের আলী। শ্বাপদ-সংকুল শিবমন্দিরে সে প্রবেশ করে সোনার কলসির আশায়। শিশুকালের একটা স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সে ব্যর্থ হয়। ফিরে আসে জনারোণ্যে। গল্পের গাথুঁনি চমৎকার। শব্দচয়ন বিষয়ানুগ। বর্ণনায় আছে গতিময়তা- আছে ছন্দের রিনিকঝিনিক

> মহুয়া ফুলের গাছ। তার পাশেই শ্বেত করবী গাছের নিচে অজস্র ফুল। গাছটি পেরুনোর সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় সে একটি ধর্মগর্হিত কাজ করে ফেলে। প্রণাম দেয়ার ভঙ্গিতে, মুখোমুখিই অনেকটা কাছের শিবমন্দিরের উদ্দেশ্যে উপুর হয়ে যায়। তখন চাঁদ উঠলো। সন্ধ্যায় ধূসর ছায়ায় ঘিয়ে রঙের চাঁদ।[৩৭]

অর্থাভাব তার ধর্মজ্ঞানকে বিদূরিত করে। ধর্ম নয়, সমাজ নয়, তার চাই টাকা। এই বোধকে-ই প্রকাশ করতে চেয়েছেন লেখক গল্পে।

'আরোহী' শামসুল আলম সরকার রচিত হাসান আজিজুল হকের 'আত্মজা ও একটি করবী গাছে'র অনুরূপ একটি গল্প। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছে' পিতা নিজে কন্যাদের দিয়ে অসামাজিক কাজের আয়োজন করে। আর এ গল্পের আয়োজক মা। গৃহস্থের সন্তান রহমত আলী। এককালে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। হুরমুতিকে বিয়ে করে সর্বশান্ত হয় সে। হুরমুতির উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন তার চাহিদা পূরণ করতে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে হয় রহমত আলীকে। ক্রমপ্রসারমান কসমেটিকস প্রীতি আমাদের নিম্নমধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষকে অস্থির করে তোলে। নৈতিকতা বা সামর্থ নয় তাদের চাই আধুনিকতা। এ দাবি পূরণে জমিজিরাত বিক্রি করে রহমত আলী হয়ে পড়ে দিনমজুর। হুরমতি নিত্য নতুন বায়না করে স্বামীর কাছে। শুধু নিজের জন্য নয় কন্যা আয়না ও ময়নার জন্যও। রহমত আলীর অসামর্থ তাদের কাছে বড় নয়, বড় হল চাহিদা। দিতে হবে যে করেই হোক তাদের চাহিদা পূরণ করতে হবে। এ জন্য যদি অবৈধ পথ অবলম্বন করতে হয় তাতে পিছপা হয় না হুরমতি। আয়না ও ময়নাকে সাজিয়ে গুজিয়ে বাইরে নিয়ে যায়। রহমত দারিদ্রের কষাঘাতে প্রতিবাদ করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যুকোলে ঢলে পরে হুরমতি। হুরমুতির মৃত্যু রহমতকে নানা বিপত্তিতে ফেলে। সবচেয়ে বড় বিপত্তি আয়না আর ময়নাকে নিয়ে। দুজনই সোমত্ত মেয়ে। কিন্তু তাদের আব্রু সে রক্ষা করতে পারে না। গল্পে সমাজের নানাদিক ফুটে উঠেছে। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, বেকারত্ব বৃদ্ধি, যুবসমাজের অবক্ষয় সবই উঠে এসেছে গল্পে

Dhaka University Institutional Repository

> কিন্তু কয়েকটা বছর যেতে না যেতেই দুনিয়ার ভাবগতিক কি ভাবে যে বদলে যেতে লাগলো তা ছোট মাথায় বুঝে উঠতে পারলো না রহমত আলী। শত শত হাজার হাজার অভাবী মানুষের দল পিপঁড়ের সারির মতো এসে ভিড় জমালো শহরে বাজারে। একটু কাজের আশায় লাইন দিতে শুরু করলো কয়লাঘাটে। অতশত লোকের ভিড়ে রহমত আলী তখন হারিয়ে যেতে লাগলো দিনকে দিন।[৫৮]

শ্রমিকের সাথে সাথে অবশ্য কাজে পরিমাণও বৃদ্ধি পায় গঞ্জের ঘাটে কাজ বেড়েছে আগের তুলনায় অনেক। কিন্তু কাজের মানুষ বেড়েছে তার তুলনায় অনেকগুণ। জনসংখ্যার এ বৃদ্ধি সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি করছে। এ অপরাধ বাইরে নয় খোদ রহমত আলীর ঘরে। যোড়শী আয়না আর ময়না বাবার স্বল্প আয়ে আর জীবন যাপন করতে পারছেনা। তাদের মনের রং ধরে। বাইরে বেরোয়। আরোহী হয় পিতা- রহমত আলীর রিকসায়। নেশাখোর দুই যুবক অজ্ঞাত পরিচয় দুই নারীকে উঠিয়ে দ্যায় তার রিকসায়। রহমত আলী আরোহীর গন্তব্য জানতে চায়

> কিন্তু হঠাৎ রহমত আলীর কি যে হয় সে নিজেও ভাল করে বুঝে উঠতে পারেনা। শুধু মোড়ের লাইট পোস্টের তীব্র আলোয় দেখতে পায় সিটের উপর পাথরের মুর্তির মতো দুটি নারী বসে আছে মাথা নীচু করে। যেনো তাদের শরীরে প্রাণের এতটুকু অস্তিত্ব নেই।[৫৯]

পিতা-পুত্রীর এহেন সাক্ষাৎ আমাদের সমাজ কাঠামোর দীনতার-ই পরিচায়ক।

'জীবন ও একটি কেয়ারা নৌকা' নামক গল্পটি রচনা করেন রেজা ফারুক । কেয়ারা নৌকায় প্রসাধনীর পসরা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় হাফিজ উদ্দিন। এভাবেই একদিন পরিচয় ঘটে ময়নার সাথে। পরিণয় ঘটে তাদের। দুজনের সংসারে আসে কন্যা সন্তান, নাম রাখে নয়ন। অকস্মাৎ হাফিজের জীবনে ছন্দপতন ঘটে। পানির করাল গ্রাসে ভিটেমাটির সাথে হারায় স্ত্রী ময়নাকেও। এখন কেয়ারা নৌকায়ই তার ঘর বাড়ি। শিশু নয়ন একসময় হয়ে উঠে বিবাহযোগ্যা। বিয়ে দিতে হবে তাকে । এসব ভেবে ব্যাকুল হয় হাফিজ উদ্দিন। নিঃসঙ্গতার অবগাহনে পীড়িত হয় সে। কিন্তু এড়ানোর শক্তি নেই। নদী ভাঙ্গা এক অসহায় হাজিফ উদ্দনের ইতিকথা জীবন ও কেয়ারা নৌকা গল্পটি ।

গ. প্রেমবিষয়ক

প্রেম মানবজীবনের শাশ্বত বিষয়। প্রীতির গভীর বন্ধনে আবর্তিত নর-নারীর ছন্দোময় জীবন। ভিন্ন মাত্রিকতায় এর স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে কিন্তু সর্বোতভাবে প্রেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করার দুঃসাহস কারোর নেই। '৮০র দশকে 'সংবাদ সাময়িকী'তে প্রকাশিত গল্পগুলোরমধ্যে বিষয় বিচারে নিটোল প্রেমের গল্পে কম নয়। এ পর্যায়ে যেমন আছে নর-নারীর হৃদয়ঘটিত প্রেমোপাখ্যান তেমনি আছে দেশমাতৃকার প্রতি গভীর প্রীতি। শামসুদ্দীন আবুল কালাম রচিত 'যে সঙ্গে নেই' এমনি একটি গল্প। গল্পটি চলমান সমাজ শৃঙ্খলার-অণুবৃত্ত। পক্ষ বিপক্ষের লড়াই। মানুষের প্রতি গল্প কথকের আছে সন্দেহ এবং ভালবাসা। তাৎক্ষণিক ফল লাভ এবং দুরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবৃত্ত নিয়ে এক যুবক ও এক ভদ্র লোকের সংলাপ। নাটকীয় ভঙ্গিতে গল্পটি লিখিত। গল্পের শেষে ভদ্রলোকের যুক্তি

> ভুলে যাবে না আমিও এই দেশের ছেলে। দেহে মনে বয়ে চলেছি একটা বহুযুগের ঐতিহ্য। আমার জীবন, আমার দেশ আমার ধর্ম আমাকে অধিকার দিয়েছে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে যাবার।[৬০]

দেশের প্রতি এমন নির্মোহ ভালবাসা খাঁটি দেশ প্রেমিকের-ই শোভাপায়।

অর্থনৈতিক মানদণ্ডে পরাজিত এক যুবকের প্রেম কাহিনি অনু ইসলাম রচিত 'লাশ' গল্পটি। প্রেমিক যুগল নজরুল আর আসমা। আসমার বাবা বাউণ্ডেলে নজরুলকে মেনে নিতে অস্বীকার করলে-তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। নজরুল লাশ ঘরে লাশ গণনার চাকরি পায়। দীর্ঘদিন পর আসামার সাথে লাশ ঘরেই নজরুলের সাক্ষাৎ হয়। আসমার স্বামী মটর দুর্ঘটনায় নিহত হয়। মন্টু আসমার একমাত্র পুত্র সন্তান। সময়ের বিরতীতে আজ তারা দুই মেরুর বাসিন্দা। আসমা এখন মা। নজরুল এক ব্যর্থ প্রেমিক।

সৈয়দ কামরুল হাসানের 'আয়না মহল' একটি বিয়োগাত্মক ছোটগল্প। আবহমান গ্রামবাংলার এক দরিদ্র স্কুল মাস্টারের জীবন নকশা আয়না মহল গল্পটি। নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত সাবু মাস্টারের ইতিবৃত্ত একেছেন গল্পকার নিখুঁতভাবে। শিমুলতলী গায়ের স্কুল শিক্ষক সাবু মাস্টার। অল্প বয়সে স্ত্রীকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান। বাইরের জগৎ বা মানুষের ক্রিয়া কর্ম তাকে আলোড়িত করে না। হারানো স্ত্রীকে নিয়ে সে মনোজগতে তৈরি করে স্বপ্নের সংসার। এ সংসারে শুধু সাবু মাস্টার এবং তার স্ত্রী আমিনা। স্কুলের সহকর্মীদের ঠাট্টাতামাসা উপেক্ষা করে প্রতিরাতে সে তার স্ত্রীর রেখে যাওয়া আয়না নিয়ে রাত কাটায়। লেখকের ভাষায়

> সাবু ক্যাচ ক্যাচ শব্দে তোরগটা খোলে। ঘরে আর কিছু নড়াচড়া করে না, কিছুতেই কোন শব্দ হয় না। তোরগটার ভেতর থেকে একে একে বেরোয়া স্নো, মীনা কুমার পাউডার, আলতা, রূপবান কাজল, জলে ভাসা সাবান। আর বেরোয় বড় আকারের আয়না। আয়নাখান উল্টালে দেখা যেতো দুটো পাখী আকা আর তাদের ঠোঁটের মাঝেখানে সোনার জলে লেখা 'ভুলোনা আমায়।[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

সাবু স্ত্রীর এই আকুতি ভুলে না। আয়নাকে সঙ্গী করেই সে রাত্রিযাপন করে। স্ত্রীকে বুকের কাছে আগলে রাখে। লেখক অত্যন্ত দরদ দিয়ে এই বিপত্নীক সাবু মাস্টারের জীবনালেখ্য চিত্রায়ন করেন।

বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রেমের গভীরতা স্থিতি লাভ করে বিয়ের পর। স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা থেকে অনেক সময় হয়ে উঠে সন্ধিহান। সন্দেহের দোলাচলবৃত্তির নকশা আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন রচিত 'রং নাম্বার ' গল্পটি। মধ্যবিত্ত সমাজের এক নবদম্পত্তির কাহিনি এটি। অনেক বেছে শেষে বিয়ে করে গল্পের কথক। স্ত্রী আতিয়া রন্ধনপটিয়সী। স্বামীকে ভালবাসে স্বার্থপরের মতো। পরস্ত্রী বা নারী এমন কি নিজের বোন আদিবার সাথেও কথা বলা নিষেধ স্বামীর। স্ত্রীর অতিরিক্ত এই ভালবাসা আর খবর দারিতে ক্লান্ত গল্পকথক। অফিসে রং নাম্বারের টেলিফোনে পরস্ত্রীর অভিযোগ স্বীয় স্ত্রীর কাছে বর্ণনা করলে স্ত্রী আতিয়া রাগান্বিত হয়। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা যা স্ত্রী মাত্রেরই প্রত্যাশা তা গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক সমাজ সংসারে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া-ই যেখানে নিত্যদিনের চিত্র সেখানে আতিয়ার স্বামী প্রীতি সংসারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন।

'ক্যান্সার'নামক ছোটগল্পের লেখক হলেন মাফরুহা চৌধুরী। শোভা আর অরুনা দুই বোন । মনমোহন আর সুরমা শোভার বাবা মা। স্বপন আর হালিম শোভার বন্ধু। শোভা সঙ্গীত কলেজে পড়ে। রেডিও, টিভিতে গান গেয়ে যা উপার্জিত হয় তা-ই বাবা মার সংসারে পাঠায়। শোভা আর হালিমের সুন্দর নিটল বন্ধুত্বকে সমাজে আড় চোখে দেখে কিন্তু ওরা থাকে অটল। সাম্প্রদায়িক কুপমণ্ডকতার উর্ধ্বে স্বচ্ছ কাঁচের মত সম্পর্ক তাদের, কিন্তু এ নিখাঁদ প্রেমে বাঁধ সাধে দুরারোগ্য ক্যান্সার। শোভা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে নিঃস্ব হয়ে পড়ে তার পরিবার। বিপন্ন এ পরিবারে শুভাকাঙ্ক্ষী হালিম স্বপনকে অনুরোধ করে অরুনাকে সে যেন বিয়ে করে। একটি দরিদ্র অসহায় পরিবারে ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত একমাত্র উপার্জনক্ষম কন্যার মৃত্যুর করুণ কাহিনি এবং প্রেমের ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বর্ণিত হয়েছে গল্পে।

সেলিনা হোসেন রচিত 'খোঁজা' একটি চমৎকার গল্প। ছত্রিশ বছর বয়স্ক আশিক আলী। বিল ভাতিয়া পার হয়ে যাচ্ছে সোনা মসজিদের রুস্তম মৃধার বাড়ি। রুস্তম মৃধার কন্যা রেহানার সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব চলছে। তাকে দেখতেই আশিকের যাত্রা। নিখাঁদ ভালবাসার অন্বেষণে উন্মুখ তার বুক। তার এ নাতিদীর্ঘ জীবনে তিন জন নারী আসে। প্রথম স্ত্রী জরিমন সন্তান প্রসবকালে মারা যায়। দ্বিতীয় স্ত্রী আছিয়া পাঁচবছর ঘর করার পর নিঃসন্তান থাকায় (অথবা ভালবাসার টানে) পাশের গায়ের রিকশা চালক তোরাব মিয়ার সাথে পালিয়ে যায়। তৃতীয় স্ত্রী রাবেয়া তাকে ছেড়ে চলে যার প্রেমিক কামেলের কাছে। তার কাছে আসা প্রত্যেক নারীকে সে ভালবাসতে চেয়েছে কিন্তু কাউকে সে পায়নি। কেন পায়নি তা সে বুঝে না

> ভালবাসা ওর জীবনে ধূপের কসের মত জমাট, কঠিন হয়ে যায়। পোড়ালে চমৎকার গন্ধ বেরোয়। সুগন্ধিতে ভরে থাকে ওর বুক। সে গন্ধে বুক ভরে শ্বাস টেনে কেউ নেয় না। নিতে পারে না।[৬২]

তাই নিজেকে সে অসহায় বোধ করে। তাকে সাহস দেয় শক্তি দেয় স্বামী পরিত্যাক্তা বোন রহিমুন। রহিমুন যেন আশিকের ভাতের সানকির মতো একদম অপরিহার্য। বোনের আগ্রহেই সে যাচ্ছে সোনা মসজিদে। ভয়ে শংকায়, আকাঙ্ক্ষায় তার কাঁপন ওঠে। প্রত্যাশানুযায়ি প্রাপ্তির আকুলী বেরিয়ে আসে মুখে

> তেমন একজন নারী চাই যে বলবে আশিক আলী ছাড়া আমি বাচাবো না, আশিক আলি ছাড়া আমার জীবন মিথ্যা।[৬৩]

সত্যিকার প্রেমিকার অন্বেষায় বিভোর প্রেমিক আশিক আলী।

প্রেমে একনিষ্ঠতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'অধ্যবসায়' গল্পটি। আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন সরস দৃষ্টি ভঙ্গিতে গল্পটি রচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র নাসির উদ্দিন। ধনীর দুলালী সুন্দরী তন্বী সহপাঠী ফাওজিয়ার প্রেমে বিভোর। অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে অবশেষ তাদের পরিণতি হয় বিয়েতে। নাসির ছিল গো-বেচারা ধরনে ছেলে। ফাওজিয়াকে ভালবাসায় অনেক অপমান তাকে সহ্য করতে হয়েছে তবু অটুট রয়েছে প্রেমে

> বড্ড নাছোরবান্দা। কত্তো কাল আর না করা যায়? শেষটায় ওরই জিত হলো। স্বামীর দিকে শা দৃষ্টি দিয়ে তাকায় ফাওজিয়া। গভীর প্রেম সে দৃষ্টিতে।[৬৪]

মঈনুল আহসান সাবের রচিত 'দুপুর বেলা' ভিন্ন ধর্মী প্রেমের গল্প। মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনি। জামিল এবং সাহানা স্বামী স্ত্রী। সাহানা জামিলের যৌথ পরিবারে (মা বাবার সাথে) সাথে থাকতে চায় না। নির্জনে তারা একটা ফ্ল্যাট নেয়। জামিলের নয়টা পাচঁটা অফিস। সকাল এবং রাত সাহানার ভালই কাটে। কিন্তু সমস্যা দুপুর বেলা। এ সময়ের অনিঃশেষ নিস্তব্ধতা সাহানাকে উদাসী করে অস্বস্তি দেয়। ফ্ল্যাটের বারান্দায় বসে থাকতে থাকতেই পার্শ্ববর্তী মেসের এক ছেলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ হয় তার। সাহানা দুপুর বেলাটা দূরবর্তী ছেলেটার সাথে মনোসংলাপে সময় কাটায়। আকস্মাৎ ছেলেটি তার বাসায় চলে আসে। এবং এর

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তি স্বরূপ তাকে অপমানিত হয়ে মেস ছাড়তে হয়। গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙন পরিলক্ষিত হয়। স্বামী স্ত্রী মধ্যে সংলাপেও আসে তুই তুকারির প্রসঙ্গ। যা আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী

> উঠলি?' 'উঠলাম'........... 'জামিল বললো' তোর তো ঘুম পাচ্ছে, তোকে আমি একটা ঘুম ভাঙ্গানি গান শোনাই বরং' জবাবে সাহানা বলে 'প্লিজ ভাই, মাফ করে দে।'[৬৫]

স্বামী স্ত্রীর এ ধরনের সংলাপ প্রচলিত সমাজ কাঠামোয় প্রায় অসম্ভব। মেসের ছেলেটি ভুলবশত ভালবেসে ফেলে শাহানাকে, এর দণ্ডও পেতে হয় তাকে।

ঘ. রাজনীতিবিষয়ক

কথাসাহিত্য সামাজিক বিষয়াবলম্বী।এ ক্ষেত্রে যেমন দীর্ঘচর্চিত সামাজিক বিষয় গল্প উপন্যাসে উঠে আসে তেমনি নিকট অতীতের ঘটনাও প্রস্ফুটিত হয়। 'রাজনীতি' শিরোনামে এ জাতীয় কতিপয় ছোটগল্পের উপর নজর দেয়া হবে আলোচ্য অংশে। সংবাদ সাময়িকী প্রগতিশীল চিন্তা চেতনা লালনকারী-ই শুধু নয় প্রাগ্রসরও বটে। '৮০ র দশকে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাবলম্বনে রচিত ছোটগল্প আগ্রহ সহকারে ছাপে সংবাদের সাহিত্য পাতা। এমনি একটি গল্প জুবাইদা গুলমান আরা রচিত 'কাউনের ক্ষ্যাতে কাউয়া' শিরোনামাঙ্কিত গল্পটি। কতিপয় কিশোর তরুণের কাউয়নের ক্ষেত পাহারা দেয়ার প্রতীকীতে সমকালীন সমাজের বিরুদ্ধপরিবেশের প্রহরায় দায়িত্ব তরুণ সমাজের হাতে ন্যস্ত করার ঈঙ্গিত দিয়েছেন গল্পে। শহরতলী গ্রামের কিছু তরুণ ব্রিজের গোড়ায় সরকারের পেটুয়া বাহিনীর সাথে এক খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এতে আহত অবস্থায় বন্দি করে এক পুলিশ সদস্যকে। কয়েকদিন তাদের গোপন আস্তানায় বন্দি করে রাখে উক্ত পুলিশকে। কোরান ছুঁয়ে শপথ করে আহত পুলিশ রজব আলী আর কোনা দিন মানুষ পেটাবে না, অযথা মানুষকে বন্দি করবে না। কিশোররা কাউয়ন ক্ষেতে পুলিশের ছেড়া পোশাক টাঙিয়ে দেয় কাক তাড়াবার লক্ষ্যে। গল্পে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনে যুবসমাজের সাহসী ভূমিকা গ্রহণের কথা উল্লেখ্য করেছেন লেখিকা।

> ক্যা চাচা? আমরা এইযে দিন রাইত পউরী দিতাছি! কাউয়ার বাপের সাধ্য নাই আইব। দৃঢ় গলায় বলে মাসুদ।[৬৬]

সামাজিক বিপন্নতা রোধে অতন্দ্র প্রহরী আজকের তরুন সমাজ। নতুন সভ্যতা নতুন যুগ বিনির্মাণে এরাই এগিয়ে আসবে বীরদর্পে। লেখিকা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তরুণ সমাজের সামগ্রিক উন্নতি।

'ভালুক' বিপ্রদাশ বড়ুয়ার ব্যঙ্গাত্মক একটি ছোটগল্প। বন্যপ্রাণী ভালুকের জীবনালখ্যের অন্তরালে বর্তমান সমাজের রাঘববোয়ালদের চিত্র তুলে ধরেছেন গল্পে। শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে গুহায় ঢুকে এক ভালুক। শীত চলে গেলে বাইরে বেরুতে গিয়ে আবিস্কার করে সে বন্দি। গুহার মুখ পাথরে চাপা। অতএব বের হওয়ার আর কোন পথ নেই। ভালুকের অসহায় করুণ অবস্থা দেখতে গুহায় পাথরের ভাঁজে বাসা বাঁধে এক ইঁদুর । ভালুক ইঁদুরকে ভয় দেখায়, শাসায়, বন্ধু হতে আহবান করে তাকে বাইরে বেরুতে সাহায্য করতে বলে। ইঁদুর অসহযোগিতা করে। তিরস্কার করে। মুক্ত ভালুক শত অত্যাচারে জর্জরিত করেছে বনের পশুকে। এমনি হিংস্র প্রাণীকে সহযোগিতা করা ইঁদুর তথা ব্রাত্য মানুষদের উচিত নয়। ভালুক বন্দি অবস্থায় আজ অসহায়। অথচ মুক্তবস্থায় প্রতাপশালী এই পশুটির দিন ছিল অন্যরকম। বসন্তের চমৎকার রাতে সে শিকার করে বেড়াত, শাসিয়ে বেড়াত পশু সমাজকে। তার ভয়ে ছোট ছোট প্রাণীরা পালিয়ে যেত, সমীহ ভরে নতজানু হতো দূর্বল জাত ভায়েরা। এখন আর সেই দাপট নেই, কারণ সে নিজেই এখন বন্দি।' ক্ষমতা কারো চিরকালীন নয়। ক্ষমতার দাম্ভিকতায় ধরাকে সরা জ্ঞান করা উচিত নয় কারোর-ই। বন্দি ভালুকের বর্তমান অবস্থায় লেখকের অভিমত

> মানুষ জেলে গেলে মুক্তির একটা আশা থাকে, অত্যাচারী শাসকের যেমন ফেরবার পথ থাকে না, শোষকের যেমন নির্মম পরিণতি, তেমনি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।[৬৭]

গল্পে সমকালীন স্বৈরাচারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সতর্ক করা হয়েছে এবং ক্ষমতার মূলকেন্দ্রে সুশীল সমাজকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান প্রতীকীভাবে জানানো হয়েছে।

'সব মিলে একটি নদী' বিপ্রদাশ বড়ুয়া রচিত একটি সমকালীন বিষয়ক ছোটগল্প। এতে '৮৮ র ভয়াবহ বন্যায় ঢাকা এবং ঢাকার আশপাশ তলিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের দুর্ভোগের বিবৃতি এবং একটি অসহায় বার/তেরো বছরের মেয়ে ও দূর্বল বুড়ির কাহিনি বিবৃত হয়েছে। বন্যার ব্যাপকতা বোঝাতে লেখক বলেছেন

> ইছাপুরায় একফালি শুকনো জায়গা নেই যে, ইসহাককে কবর দেবে। ইছাপুরার পাশেই বড্ডা। বারিধারা বিদেশী দূতাবাসে হাটু পানি। বাসাবো, কদমতলী, নন্দীপাড়া, ডুবে গেছে। মতিঝিল আরামবাগ হয়ে পানি চলে গেছ পুরানা পল্টন ও সেগুন বাগিচা পর্যন্ত, সেখান থেকে

Dhaka University Institutional Repository

> রমনা পার্ক পেরিয়ে শেরাটন হোটেলের কাছে পৌঁছে গেছে। কাকরাইল, শান্তি নগর ও রাজারবাগের রাস্তায় পানি। পানিতো নয়, ও যেন শাহনজের অশ্রু।[৬৮]

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের দুর্ভোগ কতটুকু বৃদ্ধিকরে গল্পে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গল্পে আর্ন্তজাতিক সাহায্য সহযোগিতার প্রসঙ্গটিও এসেছে। বর্ণনা করা হয়েছে সেনানিবাসে পানি ঢোকার কথা। কুয়েলার আর জয়বর্ধনের সহানুভূতি কথা। বন্যায় ঘটনার পাশাপাশি কচুরী পানার ভেলায় উদ্বাস্তু বুড়ির এবং সুযোগ সন্ধানি মতিমিয়া মাতব্বর পুত্র হুসেন মিয়া প্রমুখের ক্রুঢ়তা শঠতার কথা বলা হয়েছে গল্পে।

ঙ. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক

'৮০র দশকে প্রকাশিত ছোটগল্পগুলোর সরল শ্রেণীকরণ করলে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বেশকিছু গল্প আলাদা করা যায়। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশ্বমানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের পরিচিতি লাভ করে গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। ঐতিহাসিক ঘটনা হল ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কাল। এ নয়মাসের সময়ে বাংলাদেশের মানুষ অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট যেমন ভোগ করেছে তেমনি দেখিয়েছে তেজস্বী সাহসিকতা, অসীম ধৈর্য আর ঐকতানের মহান বন্ধন। এসময়কার এক একজন মানুষ, এক একটি পরিবার বৃহত্তর পরিবারের মহান মুক্তিযোদ্ধা। ব্যক্তির বা পরিবারের ত্যাগ সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত গড়ে। খণ্ড খণ্ড অসংখ্য ঘটনা একটি বিশাল ঘটনার জন্ম দেয়। উল্লিখিত দশকে প্রকাশিত গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুটন না ঘটলেও খণ্ডিত কাহিনির অন্তরালে খুঁজে পাওয়া যাবে সামগ্রিক মুক্তিযুদ্ধকে। শামসুল আলম সরকার রচিত 'মুখোমুখি' এমনি একটি গল্প। ঘটনার বিন্যাস সরল। চরিত্রও অধিক নয়। আবিদ, রাশেদা দুই ভাই বোন। আলম রাজাকার সর্দার। ঘটনায় দেখা যায় গ্রামের পাশে জঙ্গলে মুক্তিযুদ্ধা আবিদ অপেক্ষা করে কখন সন্ধ্যা হবে কখন সে তার মার কাছে আসবে। তার বাবাকে পাকিস্তানি সেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ জঙ্গলে ফেলে দিয়েছে। বোন রাশেদাকে করেছে লাঞ্ছিত। এসবের কর্মকার রাজাকার সর্দার একসময়কার তার বন্ধু আলম। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আবিদ অবশেষে তার বাড়ি আসে

> কিন্তু বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি এসে হঠাৎ আবিদের বুকের ভেতর ধুক করে ওঠে। ওদিকটায় অত আলো কিসের? এ নিশ্চয় অগ্নিকুণ্ড হ্যাঁ, ঐতো আগুনটা তার বাড়ীতেই জ্বলছে মুহুর্তে সে 'থ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু আগুনটা লাগলো কি করে তার কোন সঠিক কারণ ঠিক এই মুহূর্তে সে বুঝে উঠতে পারে না।[৬৯]

আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়ে আবিদ। এত কষ্ট করে এতটা কাছে এসেও সে তার মার সাথে দেখা করতে পারল না। পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচারে যুবকমাত্রের-ই তখন মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া ছিল স্বাভাবিক ঘটনা, আবিদ তাদেরই একজন। রণক্ষেত্রে হাজারো ঘটনার ফাঁকে ভুলতে পারে নি সে তার বাবাকে, মাকে, স্নেহের বোনকে। তাই সঙ্গোপনে বাড়ি আসা। কিন্তু বাড়ি ফিরে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় সে ব্যথিত তাই বলে হতোদ্যম নয়। সে ফিরে চলে রণক্ষেত্রে। যখন সে ফিরতে শুরু করলো সে বুঝতে পারলো কেউ তাকে অনুসরণ করছে। এক ছায়া মূর্তিকে সে ধরে ফেলে। এ অনুসারী আর কেউ নয়। তারই সহোদরা রাশেদা। পাশবিক অত্যাচারে সে বিধ্বস্ত, সন্ত্রস্ত অসহায়। আবিদ বসে পড়ে পা মেলে। তার কোলের ওপর রাশেদার অর্ধোলঙ্গ অর্ধচৈতন্য দেহ। আর স্টেনগানটি তার ডানদিকের মাটিতে শুয়ে। রাশেদার কানের কাছে মুখ নিয়ে অতি নিম্ন কণ্ঠে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টায় এবার তৎপরতা হয় আবিদ। হঠাৎ সার্চ লাইটের তীব্র আলো এসে পড়ে তাদের ওপর। সে আলোয় ক্ষণিকের জন্য উভয়ে উভয়কে স্পষ্ট করে দেখতে পায়, কিন্তু সহসা সচকিত হয়ে স্টেনগানটি হাতের মুঠোয় টেনে নেয় আবিদ। অন্যহাতে রাশেদাকে জড়িয়ে ধরে দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। মুক্তিযোদ্ধারা ভীতু নয়, কাপুরুষ নয়, তাদের রক্তে প্রতিশোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত। তাই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্টেনগানটি হাতে তুলে নিতে ভুলেনি আবিদ। মুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকার এদের অবস্থান সবসময় সবক্ষেত্রে মুখোমুখি। নীতিতে, আদর্শে, কর্ম প্রচেষ্টায় এরা পরস্পর পরস্পরের বৈরী। মুক্তিযোদ্ধারা স্বদেশ রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। এদের রক্তের কণায় কণায় দেশপ্রেমের বীজ উপ্ত। রাজাকার চিন্তায় চেতনে দেশ বিরোধী, সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী।

আলিম আর আবিদ একই দেশের একই জল বাতাসে বেড়ে ওঠলেও আদর্শগতভাবে নীতিগতভাবে আজ দু'জন বিপরীত অবস্থানে মুখোমুখি। গল্পে আবিদের দেশপ্রেম, অসীম সাহসিকতা, আর চরম বিপদে ধৈর্যচ্যুতি না হওয়ার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। গল্পে উপমার ব্যবহার সার্থকতার দাবি রাখে

> তখন পূবের আকাশে ভাঙ্গা থালার মতো চাঁদ সবে মাত্র মধ্য রাতের পৃথিবীটাকে দেখছে। তার ক্ষীণ আলোয় কৃষ্ণপক্ষীয় রাতের অন্ধকার ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। সেই বর্ণহীন কালচে আলোয় লোকগুলো চিনতে পারে আবিদ। চারজন সঙ্গীসহ তার মুখোমুখি রাজাকার সর্দার আলিম।[৭০]

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্রদাশ বড়ুয়া রচিত 'সেই সময়' একটি ভিন্ন আমেজের ছোটগল্প। মুক্তিযুদ্ধকালে আমাদের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক জীবনে কী ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে উক্ত গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়। একাত্তরের ২৫শে মার্চের কালো রাত্রির পর সারাদেশের মানুষের মধ্যে যে ভয়ভীতি অস্থিরতা অনিরাপত্তা পলায়নপরতা বিরাজ করছিল তার ছাপচিত্র আলোচ্য গল্পে পাওয়া যায়। কর্ণফুলি নদীর তীরবর্তী এক প্রত্যন্ত গ্রামের কাজ পাগল ছেলে পল্টন। যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার মত উক্ত গ্রামেও থাবা হানে। শত্রুসৈন্যের হাত থেকে বাঁচতে মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে গ্রাম ছেড়ে ভারতে উদ্বাস্তু হয়। পল্টনের মাও তাদের অনুগামী। কিন্তু আধ পাগলা পল্টন বিহারি মেয়ে মুন্নীকে ছেড়ে যেতে পারে না। মুন্নীকে খোঁজে সে সারাগ্রাম তন্ন তন্ন করে। বৌদ্ধ মন্দিরের ভিক্ষু আনন্দ ভান্তের কাছে মুন্নীর খোঁজ করে। ঝোপঝাড়ের পাশে কাশবনে মুন্নীর সাথে পল্টনের দেখা হয়। নরনারীর এক অমোঘ আকর্ষণ তাদের কাছে টানে। দেহ আর মনে তারা এক হতে চায়। যুদ্ধের গোলা বারুদের ধ্বংসস্তুপের ভিতরও মানব-মানবীর প্রাগৈতিহাসিক চেতনা তাদের আচ্ছন্ন করে, তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। পল্টন মুন্নীকে বিয়ে করতে চায়। আনন্দ ভান্তে তাদের বিয়ের সমস্ত আয়োজন করে; কিন্তু মুন্নী আত্মহত্যা করে উদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে পল্টনকে বিয়ে করতে পারে না। মুন্নী জানে সে বিহারি। পল্টন বলে

> এটাই তোমার দেশ। না এদেশ আমার নয়। যদি আমার হত তবে এ অবস্থা হত না। আমাদের সবাই বিহারী বলে ঘৃণা করে।[৭১]

দীর্ঘ দিনের সহাবস্থান গোলাবারুদের ঝাঁঝালো গন্ধে আঁশটে হয়ে পড়ে। যুদ্ধ মানবিক আবেদনকে উপেক্ষা করে ধ্বংসলীলায় মেতে উঠে। যেখানে প্রেম ভালবাসার মূল্য হয় অর্থহীন, মানব মানবীর সকরুণ সংবেদনশীল হৃদয় হয় পীড়িত।

'সিড যে গঙ' ব্যতিক্রম একটি ছোটগল্প। শামসুদ্দীন আবুল কালাম রচিত গল্পটিতে যুদ্ধাহত এক মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতির পাতা উন্মোচিত হয়েছে। গল্পে সুনির্দিষ্ট নাম নিয়ে কোন চরিত্র নেই। আছে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধি। উত্তম পুরুষের জবানিতে গল্পটি বর্ণিত। গল্পকথক আহত অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যায়। এ সময় কর্মরত নার্স গল্পকথকের গলায় তার পরিচয় পত্র সেঁটে দেয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠেন তিনি। পরিণত হন এক নিভৃতচারী পর্যটকে। যার পেশায় সৃজনশীলতা বর্তমান। গ্রিস, জার্মান, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল যেখানেই তিনি গিয়েছেন যেখানকার গির্জার ছবিই ক্যামেরাবন্দী করতে চেয়েছেন সেখানেই একটা স্মৃতিসৌধ তার স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে

> ক্যামেরায় চোখ রেখেই চমকে উঠেছিলাম, সেই প্রতিকৃতি নয়, সেই স্তুপ বা বিহারও নয়, আবার সেই কবে দেখা না দেখা স্মৃতিস্তম্ভটি যেন আপনা থেকেই কখন স্পষ্টভাবে এসে ঠাঁই নিয়েছে।[৭২]

কিন্তু এ স্মৃতিস্তম্ভ নিয়েও তার মধ্যে রয়েছে বিভ্রান্তি

> বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে। দেশের পর দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। এত সমস্ত দৃশ্য দেখেছি, মনে রাখছি, কখনো ক্যামেরায় দলিল করেও রেখেছি, কিন্তু সেই স্মৃতিস্তম্ভটি কখন কোথায় দেখেছিলাম তার কোন কিছুতেই মনে করতে পারতিছে না।[৭৩]

বহু পথ ঘুরে অবশেষে 'কথক' তার পকেটের পরিচয় পত্রটির মধ্যে এক টুকরো কাগজ খুঁজে পায়। রহস্যের যে অতল গহবরে এতদিন তিনি হাবুডুবু খাচ্ছিলেন সেই রহস্যের ভেদ উন্মোচিত হয়। কথকের ভাষায়

> সেই টুকরোটি বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় আমি কোনও ঠোঙা থেকে ছিড়ে সযত্নে আমার কাছে রেখেছিলাম। তাও পাই দেশ থেকে আসা এক ভদ্র লোকের চম্পল স্যান্ডেল বা ঐ ধরনের কিছুর মোড়ক থেকে। যে কয়টি ছত্র এখনও পড়া যায় তা এই রকম চট্টগ্রাম প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে এটা জেলেদের গ্রাম। সেই চট্টগ্রামে দশম শতাব্দিতে আরাকানের বৌদ্ধ রাজা একটি ভবন নির্মাণ করেছিলেন যেখানে লেখা ছিল 'সিট যে গঙ'(যুদ্ধ করা উচিত নয়)।[৭৪]

একটা ঐতিহাসিক নগরীর অতীত নিয়ে এমন চমৎকার গল্প বাংলা সাহিত্যে বিরল। ইতিহাসের অন্তরালে গল্পকার যুদ্ধবিরোধী চেতনা প্রতিফলনের চেষ্টা করেছেন আন্তরিকভাবে।

মুক্তিযুদ্ধে যে কতশত বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে তা ছোটগল্পের পরিসরে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এ সময়কার কথাসাহিত্যিকগণ। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও এ দেশের লক্ষ জনতা ছিল নীরব মুক্তিযোদ্ধা। অস্ত্রহাতে তারা ময়দানে লড়াই না করলেও মানসিক ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহিত করেছে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু বিপুল জনস্রোতের বিপরীতে অবস্থানকারীর সংখ্যাও তৎকালে আমাদের সমাজে বিদ্যমান ছিল। বিপ্রদাশ বড়ুয়া রচিত 'মেয়েটি' গল্পে সেই ধরনের চরিত্রের দেখা মেলে। স্বাধীনতা অর্জনের পর বিজয়ী বেশে দেশে ফিরে মুক্তিযোদ্ধারা। শহরে গ্রামে নগরে গঞ্জে তাদের বরণ করে নেয় মুক্তিপাগল সাধারণ মানুষ। আবালবৃদ্ধবণিতা এ বরণ-উৎসবে যোগ দেয়। আলোচ্য গল্পে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাফদের ফুল দিয়ে বরণ করে একটি ছোট্ট মেয়ে শিপ্র। শিউলি ফুলের সুরভিত উষ্ণতায় বরণ করে নেয় মুক্তিযোদ্ধাদের । ছোট্ট শিপ্রর এ স্নেহার্দ্র ভালবাসায় সিক্ত হয় আলতাফ। শিপ্রটিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে উভয় সংকটে পড়ে সে। মেয়েটির বাবা মুক্তিযুদ্ধবিরোধী একজন রাজাকার । আলতাফের রক্তে প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে উঠে। খতম করে দিতে চায় শত্রুকে। কিন্তু মেয়েটির অনুভূতিশীল আচরণে সে ব্যর্থ হয়। গল্পে মুক্তিযোদ্ধার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা প্রস্ফুটিত

Dhaka University Institutional Repository

> মুক্তিযোদ্ধারা এগুতে পারছিল না। সবাই একবার তাদের ভালবাসা জানাতে চায় একবার ছুঁয়ে পরখ করতে চায় কী শক্তি ওদের বাহু দুটি ও বুকের ভেতর জমা আছে।[৭৭]

সদ্য স্বাধীন দেশের মুক্তিযোদ্ধারা এভাবেই মানবিকতার উদারতায় ক্ষমা করতে থাকে যুদ্ধাপরাধী, রাজাকার, আলবদরদের। যে আলতাফ রণক্ষেত্রে অস্ত্রহাতে শত্রুর মোকাবেলা করেছে অকুতোভয়ে সেই আলতাফ একটি ছোট্ট শিশুর আকুতির কাছে পরাজিত হয়। যুদ্ধ যেমন ধ্বংসের প্রতীক তেমনি নতুন করে গড়ে তোলারও সূতিকাগার। আলতাফরা জানে ক্ষমায় ভালবাসায় এদেশকে গড়ে তুলতে হবে নতুন প্রজন্মের মুখে হাসি ফুটাতে হবে।

ভিন্নমাত্রার ছোটগল্প 'একজন শহীদের কাহিনী'। ইকতিয়ার চৌধুরী অত্যন্ত কুশলতার সাথে শ্রেণীচক্রের মূর্খতা, ভণ্ডামী, ধূর্ততা এ গল্পে উপস্থাপন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ বছর পর সত্যি সত্যি শহীদ হয় গাজী শহীদ। মুক্তিযুদ্ধে অকুতোভয় শহীদ পাকহানাদারদের হাত থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়ে খেতাব পায় গাজী। কিন্তু শত্রুমুক্ত দেশে শ্রেণীশত্রুদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হতে হয় তাকে। ঘটনাটা আকস্মিক। নলিচার রেল স্টেশনে পতিতাদের আবাস। নানা বয়সী পতিতার সমাবেশে পূর্ণ ছোট্ট পতিতাপল্লী। শহীদ এসবকে ঘৃণা করে। গঞ্জে যাবার পথে ট্রেনে এক কিশোরীর আর্তচিৎকার তাকে হৃদয়ার্দ্র করে। কিশোরীকে (যাকে দেখতে তার ছোট বোনের মত মনে হয়) দালালরা ধরে নিয়ে যেতে চায়। শহীদ বাধা দিলে পেছন থেকে চাকু মেরে তাকে হত্যা করা হয়। এতে বিক্ষুব্ধ জনতা পতিতাপল্লী পুড়িয়ে। কিন্তু রাজাকার ভেলু মিয়া শহীদের মৃত্যুকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে চায়। বলে বেড়ায় বেশ্যাপল্লীতে বেলাল্লাপনা করতে গিয়ে শহীদ মারা যায়। গল্পে মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

ঠিক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক না হলেও 'একা' এবং 'আরো দুটি মৃত্যু' এ পর্যায়ে আলোচনা করা হল ভিন্ন কারণে। দুটো গল্পই ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ এবং বিভাগ উত্তর পরিস্থিতি নিয়ে। এ কথা অনিবার্য সত্য যে দেশবিভাগের মধ্যদিয়ে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের সুচনা। উক্ত দুটোগল্পে ঔপনিবেশিক শাসনাবসনে সামাজিক শৃঙ্খলায় যে নানা মাত্রিক অচলাবস্থা দেখা দেয় তার ছাপচিত্র প্রকাশিত হয়। আবু জাফর সামসুদ্দিন রচিত 'একা' গল্পে দেশবিভাগে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পর্কের কী মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে তার ছবি পাওয়া যায়। ইউসুফ আর প্রীতিলতা এক সময় একই গ্রামের বাসিন্দা ছিল। উৎসব পারবনে আনন্দে বিষাদে তারা ছিল পরস্পর পরস্পরের সাথী । দেশ বিভাগ তাদের এ মধুর সম্পর্কের অবসান ঘটায় । প্রীতিলতা চলে যায় পশ্চিম বাংলায়। তারপর কেটে যায় দীর্ঘপথ। ইউসুফ এখন ব্যবসায়ী ব্যবসার কাজে প্রায়-ই পাড়ি জমায় দেশবিদেশে। এ প্রেক্ষিতেই কলকাতার এক ঘিঞ্জি কলোনীতে দেখা মেলে দুজনের। প্রীতিলতা আর ইউসুফ দুজনে চলে যায় স্মৃতিময় অতীত জীবনে। জানা যায় বর্তমানে তারা দুজনেই একা। সংসারী হয়েও সংসার ত্যাগী গৃহী হয়েও একা।

দেশবিভাগ নিয়ে আরেকটি ছোটগল্প লেখেন হাসান হাফিজুর রহমান- 'আরো দুটি মৃত্যু' নামে । নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেন যাচ্ছে বাহাদুরাবাদ। ট্রেনে মানুষের প্রচণ্ড ভীড় অসুস্থ পরিবেশ সর্বোপরি একটা আতংক। উত্তম পুরুষের জবানিতে বর্ণিত গল্পের চরিত্র মাত্র তিনটি। এরা হল একজন হিন্দু (প্রায় প্রৌঢ়) ভদ্রলোক, একজন মধ্যবয়স্ক নারী, আর দশবারো বছরের এক কিশোরী। '৪৬ র দাঙ্গায় মানুষ দিগ্বিদিক ছুটেছে। যেমনি ছুটছে হিন্দুপরিবারের এই তিন সদস্য। একজন প্রৌঢ়, একজন বালিকা মধ্য বয়স্ক নারীটি সন্তানসম্ভবা। তাদের মধ্যে সম্পর্ক হল প্রৌঢ় ভদ্রলোক কিশোরীর জ্যাঠামশাই। সন্তানসম্ভবা মহিলাটি কিশোরীর কাকিমা। ভীত আতংকিত তিন যাত্রী ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ থেকে বাহাদুরাবাদ যাচ্ছে। কিশোরীর কাকিমা ট্রেনেই প্রসব বেদনায় আহত হয়ে পড়ে। একসময় অনেক কষ্টে সে বাথরুম ঢুকে। কিন্তু সেখান থেকে সে আর জীবিত বের হতে পারেনা

> অন্ধকার যেখানে সম্পূর্ণ একটি নারী দেহ ভেসে উঠেছে। রক্তাক্ত দেহ, মুখ হাঁ হয়ে আছে। পেট অত্যন্ত উচুঁ। চোখ উল্টে গেছে বিকৃত হয়ে অসম্ভব বেদনাকে সহ্য করার অস্বাভাবিক চেষ্টায়। একটি মা মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী নারী জীবনের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুঝেছে। তার ফুলে ওঠা পেটের ভেতরে আছে একটি শিশু একটু আগে ও জীবিত ছিল[৭৮]।

গল্পে দাঙ্গার প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষ প্রভাব উপস্থাপিত হয়েছে।

চ. অনুবাদমূলক

১৯৮০র দশকে 'দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সময়িকী'তে বাংলা সাহিত্যের নিয়মিত বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি প্রচুর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। যে কোন সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে অনুবাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ মূলত অনুবাদেরই যুগ। এ সময় আরবি, ফার্সি, উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা থেকে প্রচুর কাব্য বাংলায় অনূদিত হয়। মহাভারত, রামায়ণ, পদ্মাবতী, মধুমালতী সয়ফুলমুলক বাদিউজ্জামান, লায়লী মজনু, শিরি ফরহাদ, এ জাতীয় প্রচুর জনপ্রিয় কাব্য মহাকাব্য বাংলায় অনুবাদ করা হয় সে যুগে। আধুনিক যুগেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। এ পর্যায়ে মূলত ইংরেজি ভাষার সাহিত্য-ই বেশি অনূদিত হয়। এ

Dhaka University Institutional Repository

সময় ল্যাটিন বা ফ্র্যান্স ভাষার সাহিত্যও অনুবাদ করা হয় ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। ইংরেজির পাশাপাশি চীনা, জাপানি প্রভৃতির ভাষার সাহিত্যকর্মও বাংলায় অনুবাদ করা হয়।

অ্যালেক্স লাগুমার একটি গল্প -'কফি' নাম দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করেন সুব্রত বড়ুয়া। বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে যে লেখক জেল খেটেছেন বহুবার তার কলম থেকে এ 'কফি' গল্প বেরুবে এটাই স্বাভাবিক। কৃষ্ণাঙ্গ এক মহিলা দু সন্তান জাইদা ও রয়াকে নিয়ে স্বামী বিলির কাছে যাচ্ছে কেপটাউনে। দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হচ্ছে তাকে। কাটাতে হচ্ছে বিনীদ্র রজনী। সদরের হোটেলগুলি সাদা মানুষে ভর্তি। এখানে কালো মানুষের স্থান নেই। কন্যা জাইদা বার বার কফির আবদার কারছে মার কাছে। একটা কফিবার থেকে কফি কিনতে গেলে মেদবহুল শেতাঙ্গ মহিলা বিক্রেতা জাইদার মাকে কুলী বলে গালি দেয়। তাকে দোকান থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। এত ক্ষিপ্ত জাইদার মা হাতের ফ্ল্যাস্ক দিয়ে আঘাত করে। রাগে, ক্ষোভে সে ফিরে আসে। সন্তানদের কফির আবদার সে আর পূরণ করতে পারে না। শুধু তাই নয় স্বামীর সাথেও দেখা করতে পারে নি পুলিশী এরেস্টের কারণে-

> আমরা কোথায় যাচ্ছি মা? জাইদা বললো। চুপ করে থাক। দুষ্টামি কর না পুলিশ কারের পিছনে যেতে যেতে বললেন মা।[৭৭]

স্বীয় সন্তানের ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ মাতা অসহায় আত্মসমর্পণ করে বর্ণবাদের নির্মম শিকারের কাছে। তাই গল্পের শেষে ছোট্ট শিশু জাইদার আকুতি প্রকাশিত হয়

> হায় আমরা যদি একটু কফি খেতে পারতাম। ছোট্ট জাইদা ফিস ফিস করে বললো।[৭৮]

এ কফি কি শুধু পানীয়! না স্বাধীনতা। এ প্রসঙ্গটা তুলে ধরতে চেয়েছেন গল্পকার ।

ব্রাজিলের গল্পকার কুষ্ঠরোগ বিশেযজ্ঞ ব্রেনো একিওসির গল্প মাসুমা খানম বাংলায় অনুবাদ করেন 'জোয়াও উরসো' নামে। জোয়াও উরসো এক অদ্ভুত রোগী। 'হাসি' তার রোগের উপসর্গ। ব্রাজিল ছাড়াও ইউরোপের বড় বড় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তার চিকিৎসা করছে। কিন্তু সবাই হতাশ। শিশুকাল থেকেই তার এই অসুখ। তার অদ্ভুত হাসি শোনে শিশুরা ভয় পেত। এমনকি বয়স্ক লোকেরাও অবাক হত। ক্রমে তার হাসি সারা ব্রাজিলে একটা মিথে পরিণত হয়। স্কুলে রাস্তায় কোথাও কেউ একটু হাসলেই বলা হত জোয়াও উরসোর হাসি হাসতো। এর জন্য জোওয়া'র মার দুঃখের সীমা ছিল না। উরসোর বাবা যাকে কি-না দেখেছে জন্মের বহু পরে এবং একবারই মাত্র, ছিলেন ধনকুবের। বহু নারীর সঙ্গে তার সখ্যতা ছিল। তারপর কোন খোঁজ নেয় নি পিতা তার। উরসো বেছে নেয় ভবঘুরে জীবন। একবার এক সার্কাসের আসরে তার হাসির কারণে নিহত হয় এক নৃত্যশিল্পী। বিচারক তাকে দণ্ড দিয়ে পাঠায় এক পাহাড়ের বন্দিশালায়

> পাহাড়ের পাদদেশে এ বন্দিশালায় ঝড়বৃষ্টিস্নাত এক রাতে জোওয়ার পূর্বাপর স্মৃতি জাগানিয়া কাহিনী-ই আলোচ্য গল্প। 'পাহাড়ের দৃশ্যাবলী, বৃষ্টির শব্দ তার কাছে সবকিছু ক্লান্তিকর মনে হলো। তার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে হলো যেন দীর্ঘ এক যাত্রার জন্য সে অপেক্ষা করছে। সে তার বিছানায় গেল। তারপর নিশ্চিন্তে চোখ বুজে সব ভুলে গেল।[৭৯]

গল্পে মানুষের নৈতিক স্খলনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা উপস্থাপন করা হয় সূক্ষ্মভাবে।

মজহারুল করিম জুয়ান রালফোর একটি গল্প 'অনেক খানি জমি' নাম দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করেন। মেক্সিকান গল্পকার জুয়ান রালফো (১৯১৮) একজন প্রখর কাল-সচেতন এবং ব্যতিক্রমধর্মী লেখক। তার বিশেষত্ব হলো অধিকাংশ লেখাই মেক্সিকোর ভূ-প্রকৃতি এবং ইন্ডিয়ান উপজাতি নিয়ে। আলোচ্য গল্পটি 'They Gave us the land' সংকলনের অন্তর্গত। গল্পের কথক, টি মিলিতন, ফস্তিনো আর ইস্তিবান এই চারজন কৃষকের কাহিনি উঠে এসেছে গল্পটিতে। তারা সরকারের কাছে জমি চেয়েছে। জমি তাদের দেয়াও হয়েছে। কিন্তু উষর সমভূমি। গল্পে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে যে, সমভূমি আসলে কোন কাজের না। খরগোশ নেই, পাখি নেই, কিছু নেই। দূরে দূরে কয়েক থোকা ঘাস আর কাঁটা ঝোপ ব্যাস। তাই তারা কঠিন জমি চায় না। কিন্তু তারা যে জমি পেয়েছে তা ভীষণ কঠিন। লাঙলেই গাঁথবে না। শাবল-কোদাল দিয়ে গর্ত খুড়ে বীজ বুনতে হবে। তার পরও বলা যায় না ফসল হবে কিনা। তাই গ্রাম পেয়ে

> আর আমরা বাকি ক'জনা গ্রামের মাঝ অবধি হেঁটে গেলাম। ওরা আমাদের যে জমি দিয়েছিল তা রইল পেছনে।[৮০]

নশ্বর এ পৃথিবীতে মানুষের চাহিদা অনন্ত। এ অনন্ত তৃষ্ণা মেটানো দুষ্কর-এই আধ্যাত্মিক ধারণা গল্পে পরিস্ফুটিত বাঙালি সংস্কৃতির আদলে মজহারুল করিম অনুবাদ কর্মটি করে প্রশংসার দাবি রাখেন।

ফিরদৌস মাহাবুব-উল হক সামারসেট মমের গল্প অনুবাদ করেন 'লুইস' নামকরণ করে। ঘটনার বিবরণ নয় মনোবিশ্লেষণে দক্ষ সামারসেট মম। তার গল্পে পাত্র পাত্রীর আবেগ, অস্থিরতা, সুমতি কুমতি প্রস্ফুটিত হয় সুচারুভাবে। অনুবাদক দেশীয় পটভূমিকায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন 'লুইস'। লুইস, স্বার্থপর এক মহিলা। যখন কোন ঘটনা তার অনুকূলে থাকে সে সুস্থ কিন্তু প্রত্যাশানুযায়ী প্রাপ্তি না হলেই সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত এ লুইসকে সুখী করতে ধনাঢ্য টম মিটল্যান্ড এবং সৈনিক জর্জ অব হাউজ নিজেকে বিলিয়ে দেয়। এমনকি স্বীয় কন্যা আইরিশের জীবনও বিপন্ন করে। প্রিয় মানুষকে বিয়ে করতে না দিয়ে। লুইসের এ শঠতা ধরা পড়ে কথকের কাছে। প্রশ্নবানে বিদ্ধ করে লুইসকে

> আমার মনে হয় বিগত পচিশ বছর থেকে তুমি ঠকিয়ে আসছ। আমার মনে হয় আমার জানামতে তুমি সবচেয়ে স্বার্থপর ও দৈত্যকায় মহিলা। যারা তোমাকে বিয়ে করেছে এমন দু'জনে জীবন নষ্ট করেছো। আর এখন তুমি তোমার নিজের সন্তানের জীবন নষ্ট করতে যাচ্ছ[৮১]

এ সত্য প্রকাশে লুইস আর অমত করে না। আইরিশের বিয়ে নির্ধারিত পাত্রের সাথেই সম্পন্ন হয় এবং সে মৃত্যুবরণ করে। লুইসের এ মৃত্যু প্রমাণ করে যতক্ষণ পৃথিবীর সবকিছু তার অনুকূলে ততক্ষণ সে জীবত কর্মময় সক্ষম অন্যথায় নয়।

ছ. অন্যান্য

বিষয়বৈচিত্র্যে যে সকল ছোটগল্প একই শিরোনামায় অন্তর্ভক্ত হতে পারে নি সে সকল গল্পকে 'অন্যান্য' শিরোনামে অন্তর্ভক্ত করা হয়েছে। মানব জীবনে কতশত ঘটনা ঘটে। এ পর্যায়ে যেমন আছে জীবন দর্শন তেমনি আছে ঐতিহ্যের প্রতি প্রতীতি। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যায় রিশিত খান রচিত 'ক্ষয়' গল্পটির কথা। জীবনের ক্রমহ্রাসমানতার কথা একটা দার্শনিক চেতনায় উপস্থান করেছেন- রিশিত খান 'ক্ষয়' গল্পে। মানুষের ক্ষমতা অসীম নয়। একটা সময়ে এসে সে ক্ষয়ে যায়, ধুকে ধুকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। মেহের এবং মুজা দুজনই খেটে খাওয়া হত দারিদ্র মানুষ। বিপত্নীক মেহের দু'সন্তানের জনক। শীতের মৌসুমে খেজুর গাছে রস আহোরণ করে। মুজা তাঁতী। কিন্তু কর্মক্ষমতায় দুজনেই আজ ক্লান্ত

> ২. তা চলতিছে। কিন্তু শরীল যে আর পারে নারে মিহার। আগের মত কাম করিতে পারে না। দু থানের উপর কাপড় বুনাইলিই শরীল টাস লাগি আসে। সারাদিন কাঠের উপর বইসি মারকু ওতায়ি কোমরে রস বাত ধইরি গেল মিহার তার কি করমু? জোয়ার বইলি গাইটি গাইটি ঠিগ করে, টাটায়। আর কিছুদিন বুনাইলি বাপজানের ন্যাহাল পইরি যাইতে অইবি। বিড়ি লম্বা টান টান মেরে মুজা ফের বলে 'তর খরব কি? রস কেমুন পড়ে? রস? গাছ পুরান অয়ি গিছে মুজা। আগের আর তেমন পড়ে নারে।[৮২]

কথাকটি বলে মেহের আলি নিঃশব্দে হাসে। মুজা সে হাসির কোন অর্থ খুঁজে পায় না। সেও তার সাথে তাল মিলিয়ে হাসে। দুটো হাসিই নিঃশব্দ। এ নিঃশব্দই জীবনের স্বরূপ। গতির সরলরেখায় চলিষ্ণু সবাই। এ চলমানতায় স্থির নয় কেউই। সে হোক মুজা অথবা মেহের। এক সময়কার সুঠাম দেহের অধিকারী মুজা আর মেহের কালের আবর্তে আজ প্রায় বৃদ্ধ। কাজ হয়ত তারা করে কিন্তু পূর্বের সে উদ্যম আর থাকে না। জীবনের এক অমোঘ সত্য এটি। মানুষের কর্মদক্ষতা-সময়ের সাথে সাথে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এটিই জীবনের দর্শন। গল্পের সংলাপে আঞ্চলিকতার সংযোজন চমৎকার।

ভাস্কর চৌধুরী 'শেকড়' একটি ভিন্ন আমেজের ছোটগল্প। নিজের ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি অটুট বিশ্বাস গল্পের নায়ক বিভুর। জলোডোবায় দুর্গন্ধময় পরিবেশে তার পুরনো বাড়ি। স্ত্রী মিলির শত রাগ অভিমানও টলাতে পারছে না বিভুকে শহরে চলে যেতে। বিভুর উপলব্ধি পূর্বপুরুষের এ ভিটাই তার শেকড়। এখানেই তার শুরু এখানেই তার সমাপ্তি। হিন্দুদের দেশ ত্যাগের বিরুদ্ধে এ গল্পটি একটি দ্রোহ। গল্পটি অনেকটা কাব্যিক। বাক্য সংক্ষিপ্ত গতিময়

> বিভু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাতার রং দেখছে। সবুজ পাতার উপর হলুদ আলো। সবুজ পাতা সুবজও রইলো না। হলুদ ও হলো না। এবং এক্ষণে একটা বাদুড় উড়ে এসে ঝুপ করে কোন গাছে ঝুলে পড়লো। এই ঝুপ একটা শব্দ। তারপর ফের শব্দহীন।[৮৩]

'গল্পের মূল সুর খুঁজে পাওয়া যায়

যাওয়া যাবে। যেতে চাইলেই যাওয়া যাবে। যেখানে খুশী। কিন্তু কার কাছে? অন্য কোথাও আমাদের কী আছে? নিজেদের?[৮৪]

শৈল্পিক সুষমায় গল্পটি পাঠককে সিক্ত করে দেশপ্রেমিকের উক্ত জবানিতে।

আলম খোরশেদ রচিত গল্প 'উৎসমুখে' শেকড় এর অনুরূপ একটি গল্প। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া এক তাগড়া যুবক তার সত্তা খুঁজে ফেরার তাগিদে ছুটে যায় নিজ গাঁ ফুলতলীতে। দীর্ঘ পাঁচবছর পর দাদীর কাছে বেড়াতে আসায় যে অবর্ণনীয় ভাললাগায় তার দেহ মন সিক্ত হয়ে পড়ে এর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে গল্পটিতে। যুবকের বাবা চাচারা শহরের বাসিন্দা। এক মাত্র পিতামহী এখনো গ্রামের বাসিন্দা। গ্রামে এসে গ্রামের সহজ সরল মানুষ পরিবেশ যুবককে বার বার শহরের কর্কশ পরিবেশের কথা মনে করিয়ে দেয়-

Dhaka University Institutional Repository

> কী অশ্লীল কোলাহল আর দাঙ্গা আর কৃত্রিমতায় ভরা আমাদের নাগরিক পরিবেশ পাশাপাশি কী নধর সবুজ লাউ, ফুল কপি আর সীম। আর মাটিতে ডাঁই করে রাখা কত রকমের শাক- হেলেঞ্চা পালং ডাটা।[৮৫]

ইত্যাদির আকর্ষণে যুবকটি অভিভূত। কিন্তু শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাকে শহরে ফিরে আসতে হয় কারণ তার রয়েছে কর্ম, তার রয়েছে বিশ্বলোক। সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুবকটিকে শহরের নিষ্ঠুরতার মধ্যেই থাকতে হবে মানিয়ে নিতে হবে। এ কথাও স্বীকার করতে হবে গ্রামই তার সত্তা, গ্রামেই তার শেকড়।

৩.কবিতা

'৮০র দশকে ১৮০ জন কবির ৭১৭টি কবিতা দৈনিক 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ৩৪টি কবিতা সাইয়িদ আতীকুল্লাহ। শামসুর রাহমান লেখেন ২৫টি এবং সানাউল হক ও সৈয়দ হায়দার লেখেন ২২টি করে কবিতা। এই সময় ২৩টি পত্রিকা প্রকাশিত হয় জাহিদ হায়দারের, ১৯টি শামসুল ইসলামের এবং ১৭টি করে সানাউল হক খান ও মাকিদ হায়দারের। এই দশকে খোন্দাকার আশরাফ হোসেনের ১৫টি, হাবিবুল্লাহ সিরাজীর ৩৪টি, শিহাব সরকারের ১৩টি এবং হাসান হাফিজের ১২টি কবিতা 'সংবাদ' সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। খালেদা এদিব চৌধুরী ও নাসির আহমেদের ১১টি করে কবিতা, মোহাম্মদ রফিক, মাহাবুব সাদিক, জিন্নাত আরা রফিক ও ত্রিদিব দস্তিদারের ১০টি করে কবিতা প্রকাশিত হয়। ৮টি করে কবিতা প্রকাশিত হয় নির্মলেন্দু গুণ, রফিক নওশাদ, রেজাউদ্দিন স্টালিন ও ইকবাল আজিজের। এই সময় ৭টি করে কবিতা প্রকাশিত হয় ৫ জনের। এঁরা হলেন রবিউল হুসাইন, সিদ্দিকুর রহমান, জাহিদুল হক, সৈয়দ শামসুল হক ও মনজুরে মওলা। '৮০ দশকের 'সংবাদ সাময়িকীতে ৬টি করে কবিতা প্রকাশিত হয় ৯ জনের, ৫টি করে ৯ জনের, ৪টি করে ১৪ জনের, ৩টি করে ১৩ জনের, ২টি করে ২৯ জনের এবং ১টি করে ৭৬ জনের। তাঁদের কবিতা গভীর পর্যবেক্ষণে যে সব বিষয় প্রতিভাত হয়েছে সেগুলো হল :

(ক) সমাজবিষয়ক
(খ) প্রেমবিষয়ক
(গ) জীবনদর্শনবিষয়ক
(ঘ) বৈশ্বিকচেতনামূলক
(ঙ) নগর চেতনামূলক
(চ) সমকালীন রাজনীতি
(ছ) অনুবাদমূলক
(জ) অন্যান্য

ক. সমাজবিষয়ক

সমাজের একক বা ভিত্তি হল মানুষ। সাধারণ অর্থে সমাজ হল প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পরিবেশে গড়ে ওঠা জনবসতি। ব্যক্তির জন্মবোধের উন্মেষ, এর বিকাশ ও ক্ষয় সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। ব্যক্তির কবি সত্তা সামষ্টিক জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় করে সৃষ্ট। ক্ষুদ্রার্থে ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ভাবনার ছন্দোময় উপস্থাপনই কবিতা। বস্তুত ব্যক্তির একান্ত ভাবনায় সমাজ, শ্রেণী, গোষ্ঠী লুকায়িত থাকে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভাবনা চেতনা একক কবি সত্তায় পুঞ্জিভূত থাকে। যে কবি বৃহৎকে নিজের গণ্ডিভুক্ত করতে

Dhaka University Institutional Repository

অক্ষম তার কবিত্ব বা কবিসত্তা দুর্বল। কাব্যকলার ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করলে এ সত্য প্রমাণিত হবে। সমাজ ও সমাজের মানুষ-ই এর মূল উপজীব্য। প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে মিশরে যে সব কল্প-কাহিনি লেখা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে তৎকালীন সমাজচিত্রেও বাস্তব সচেতনতা খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজ ও সামাজিক অবস্থা খুঁজে পাওয়া যায় বাংলা কাব্যের আদি গ্রন্থ চর্যাগীতিকায়। বস্তুত কবি সমাজেরই একজন। সামাজিক সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, হতাশা, আশা তাকে সমভাবে ব্যথিত করে উদ্বোধিত করে। '৮০র দশকে রচিত কবিতার সমাজ সংশ্লেষতা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন বেলাল চৌধুরী, শামসুর রাহমান, শিহাব সরকার, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিউল হুসাইন, নয়ীমগহর, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মাকিদ হায়দার, সানাউল হক, জিনাত আরা, আমজাদ হোসেন প্রমুখ। তাঁরা সমাজের নানা অসঙ্গতি, সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনার ছবি তুলে ধরেছেন তাঁদের কবিতায়।

শিহাব সরকার 'সন্তান চাই' কবিতায় সমাজের এক চিরন্তন বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। তিনি এ কবিতায় চাহিদার বৈচিত্র্য অবলোকন করেন আত্মগত ভাবনায়। কবিতায় কবি দুটি পক্ষ দাঁড় করিয়েছেন। এক পক্ষে তিনি নিজেও তার স্ত্রী মাহজাবীন অপরপক্ষে ফুটপাতের অগণিত জনতা। কবি ও মাহজাবীন সন্তানশুন্য। তারা ভীতু। অপরপক্ষে ফুটপাতের মানুষগুলো কলমুখর কর্মচঞ্চল ; মাহজাবীনের শরীরে নক্ষত্রের বীজানু। অপরপক্ষে কর্মচঞ্চল যুবতীগণ সন্তান উৎপাদনে উন্মুখ

> একদিন বিক্ষোভে বদ্ধমুষ্টি শ্লোগান তুলে/তছনছ করে দেয় পৃথিবীর স্তব্ধ সকাল বেলা।/ যুবতীরা আরো সন্তান চায় যুবকের কাছে
> ওদের শরীরে নেই নক্ষত্রের বীজানু। [৮৬]

কবি বিহ্বল এই মানুষদের চলমানতা দেখে উপলব্ধি করেন যুগযুগান্তরে এরাই সভ্যতাকে নির্মাণ করে এরাই সভ্যতাকে ধরে রাখে। সভ্যতার এ মানব সন্তান সমান সুযোগ লাভে সক্ষম নয়

'ভূমিহীন কবিতায়' কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় এ সত্য প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। ভূমিহীন যাযাবর মানুষ ঘুরে বেড়ায় পথে প্রান্তরে। শিকড় গুঁজার মাটি এদের অন্তহীন স্বপ্ন। তাই তাদের চোখে ফুটে ওঠে

> মাঠের মধ্যে গাছ জোছনায় কুয়াশায় জরা/রুদ্ধশ্বাস চেহেরার কালোঘেরা টোপ/এজমালী প্রকৃতির সংকীর্ণ দখল কবে হল।/ বলতে পারে না পাতায় পাতায় চোখ/কতোদিন মেলা তবুও দেখেনি ঢাল লাঠিয়াল। [৮৭]

কবে একবার এমনি মেলা দেখেছিল নৃ-তত্ত্বের বিষয় সেটি। চলতি পথে ভূমিহীনরা দেখে কত অট্টালিকা প্রসাদুপম বসতি। অথচ

> তাকাতে পারে না উই মুখে খোঁচা খোঁচা/নীচে দ্রুত ঝড়োসড়ো দৃঢ় করে শেকড়ের নখ/আকড়ে থাকবে মাটি হবে না এমন ভূমিহীন। [৮৮]

এ যেন

> ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি
> তবু নিশি দিনে ভুলিতে পারিনি সেই দুই বিঘে জমি [৮৯]

কবিতার ওপেন। এই সব ওপেনদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয় ক্ষুধা, জ্বরা আর রূঢ় প্রকৃতির বিরুদ্ধে। অর্থনৈতিক দীনতা তাদের পৃষ্ট করে গিনিপিক করে রাখে।

সব্যসাচী কবি রবিউল হুসাইন 'শ্যামল সন্দেশ' কবিতায় যুগপৎ দারিদ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এবং কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রতি বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সহজ সরল সাবলীল ভাষার কবি দেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক দীনতা নারী ও শিশু পাচার, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি প্রভৃতির কথা বলেছেন। দেশের নারী ও শিশু পাচার নিয়ে কবির উক্তি

> আমাদের মেঘরাঙা মেয়েদের ভীষণ কাটতি দূর-প্রাচ্যের বাজারে/ এরা আর মাটি রাঙা ছেলেরা কখন কিভাবে যে অধুনা রমরমা/মানুষ ব্যবসায় দামী কাঁচামালে পরিণত হয়ে গেল/তারা নিজেরাও জানে না। [৯০]

স্বাধীনতার পর একদশকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাপনায় দূর্নীতি, ঘোষ, চোরাচালান, শিশু ও নারী পাচার জঘন্য রকম ভাবে বেড়ে যায়। এ ঘটনা যেমন কবিকে ব্যথিত করে তেমনি কতিপয় ধনাঢ্য পরিবারে গৃহবধু উশৃঙ্খলতা কবি সংক্ষুব্ধ। তাই বলে উঠেন

> কিছু কিছু গৃহবধূ শুধুমাত্র শখের জিনিস কিনতে বছরে কয়েবার /ব্যাংকক-সিঙ্গাপুরের দিকে পরী হয়ে উড়ে চলে যান [৯১]

দেশের ক্রমর্বধমান দারিদ্র নিয়ে কবির উক্তি

> আগে নাকি এদেশের ছিল অঢেল শষ্য ও কৃষিবিদ/সে ফসল ও নেই, মানুষ ও নেই সবাই এখন সবুজ উদ্ভিদ/ এদেশ পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বোঝা একটি অসাধারণ কর্কটীয় পরগাছা [৯২]

তাই এ দেশকে তিনি বলেন

> এমন ভীষণ সুন্দর এই বাংলাদেশ /এখন বিখণ্ডিত এক শ্যামল সন্দেশ [৯৩]

Dhaka University Institutional Repository

স্বদেশের প্রতি কবির ভালবাসা থেকে উৎসারিত ক্ষোভ, বেদনা আলোচ্য কবিতায় তুলে ধরেন রবিউল হুসাইন। কবি সমাজ নিরলম্ব নয়। সমাজের পাপ অন্যায় শুধু ব্যক্তি বা সমষ্টিকে আক্রান্ত করে না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কবিও এতে আক্রান্ত হবেন সমভাবে 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'? এ সত্য আজকের যুগের কবিগণও উপলব্ধি করে সম্যক ভাবে।

শুধু পাপ অন্যায়, অবিচারের প্রসঙ্গ উপস্থাপন নয় এর থেকে পরিত্রান চান কবি নয়ীম গহর। পাপ পঙ্কিল এ সমাজে কবি নিজেকে উম্মোচন করে সমাজ থেকে পাপ ও বিনাশের অবসান ঘটাতে চান 'উম্মোচন' কবিতায়। তাই তিনি বলেন

> দ্বিমাত্রিক চিত্রমেলার ধ্বনিহীন ঐসব মহৎ বিনাশ/বস্ত্রের আঁশের মতো খুলে খুলে ছিন্নতার ক্রমাগত আমি/ধূয়ে যেতে থাকি কৃষ্ণপক্ষের মতো, উম্মোচিত হতে থাকি/অশোক অপাপ অভয় মুহূর্তের বিস্তারের উর্মিমালায়। [৯৪]

কবির এ প্রত্যয়ে শরিক হতে পারেননি বিমলগুহ। 'সত্য ও সুন্দরের কাছে কবিতায় কবি নিজেকে সত্য ও সুন্দরের কাছে পরাজিত হিসেবে উপস্থাপন করেন। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে বলেন

> ক্ষুধার্ত মুখ দেখলেই অন্নের তাগিদ বোঝা যায় তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিলে/তোমার সুন্দর মুখ ডাকলো/যেমন স্থির দুপুরে একটি গাছ তার ছায়াকে/লুকিয়ে রাখে নিজের অস্তিত্বে কিছুক্ষণ তুমি সত্যের মুখোমুখি হতে পারলে না/ তুমি সত্যের কাছে হার মানলে/তুমি সুন্দরের কাছে হার মানলে। [৯৫]

হাবীবুল্লাহ সিরাজী রচিত 'আলো অন্ধকার' কবিতায় সমাজের এক ভিন্ন চিত্র অংকিত হয়েছে। অন্ধকার নেই কবির ভাবনায়। আলোর ভিতর চলছে জগতের খেলা নর্তকীর মতো

> আলোর ভেতর বসে কেউ খোলে কোমরের বিছা,/ কেউ তার চামড়ার খাপ ছুয়ে আলতো পরখ করে/মধ্যবর্তী শব্দহীন কৃষ্ণ ঠাণ্ডা নল। [৯৬]

কবি লোক চক্ষুর এ আলোর মেলায় সত্য খুঁজতে গিয়ে দেখেছেন

> ভারি কোনো অন্ধকার যে দেখে গভীর নীচে/ তার ঠোটে নুন জমে আছে/আলো আছে অন্ধকার দূরে আছে/ আলোর ভিতরে। [৯৭]

সত্য ও সুন্দরের খুঁজে কবি তাই যাযাবর।

শামসুর রাহমান অতীতের স্বপ্নিল ঐতিহ্যের কিংবা প্রাচীন ইতিহাসের সুরম্য অট্টালিকার সুসহনীয় পরিবেশের কথা বর্তমানে না তুলার কথা বলছেন স্নেহভাজন আবদুল মান্নান সৈয়দকে উদ্দেশ্য করে 'এখন সে কথা থাক' কবিতায়। কবি বলেন

> প্রাচীন দুর্গের মতো একটি বাড়ির কাছে যাই/ মাঝে-মধ্যে, দাড়াই সামান্যক্ষণ, এদিক, ওদিক লক্ষ্য করি,/দূর থেকে জেনে নিতে চাই/ বাড়ির ভেতরে কতটুকু অন্ধকার কিংবা কতটা আবীর [৯৮]

কিন্তু কবির পর্যবেক্ষণে

> কতিপয় নীলাভ ময়ূর/ঘোরে সারাক্ষণ আশেপাশে, মাঝে মাঝে/তার কাণ্ঠস্বর বেজে ওঠে ঝাড়লণ্ঠনের মতো,/সেভাষা বুঝি না।/আজ থাক সে বাড়ির কথা [৯৯]

বস্তুত বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার পূর্বাবস্থা নয় বর্তমানই কবির আরাধ্য বিষয়। কারণ স্বৈরশাসনে পিষ্ট মানুষ আজ অতিষ্ঠ। অর্থনৈতিক দীনতার সাথে বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা আজ রহিত। এর থেকে পরিত্রাণ প্রয়োজন। তাই তোমাকে পাঠাতে চাই কবিতায় কবি তার গানকে পাঠাতে চান বাংলার প্রতিটি ঘরে। শ্রমজীবী মানুষের দ্বারে দ্বারে যেন সে বিপ্লবের আহ্বান জানায় মানুষকে জেগে ওঠার। ক্রমবর্ধমান সামাজিক বিশৃঙ্খলা স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় উৎকণ্ঠিত কবি তার গানকেই অস্ত্র হিসেবে পাঠিয়ে মানুষকে সংগঠিত করতে উদ্বুদ্ধ করতে বলে উঠেন

> তোমাকে পাঠাতে চাই শহরের প্রতিটি রাস্তার মোড়ে,/ ভিড়ে পার্টির কর্মীদের যুক্তিতর্কে আন্দোলিত/ গোপন বৈঠকে, যদি যাও তুমি পাবে নব্য ভাষা/সেখানে, আশ্বাস দিতে পারি, কখনো হয়োনা ভীত। [১০০]

কবির এ গান যক্ষপ্রিয়ার মেঘদূত নয়। এ গান নজরুলের অবিনাসী গান বজ্র কঠিন আহ্বান। ভীরুতা, কাপুষতার কোন অবকাশ আজ নেই। বাংলাদেশের সর্বত্র আজ জাগ্রত জনতা

> যেখানেই যাও, সভা থমকে দাড়াবে যেনো,বলবে সবাই সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে' কেমন সতেজ রক্তজবা/সাজহীন অপরূপ সাজে এলো আমাদের ঘরে। [১০১]

শামসুর রাহমানের প্রত্যাশা মেহনতী মানুষের সম্মিলিত শক্তি অবসান ঘটাবে কুশাসনের। একই বাসনা কবি মাকিদ হায়দারেরও। 'যেতে হয় যাবে' কবিতায় কবির অনুভূতি সমাজের সবকিছু আজ একটা মূঢ়ের মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে। গণমানুষের সুখ, দুঃখ আনন্দ, বেদনা সেই মুষ্টিতে আবদ্ধ। এখন প্রয়োজন একজন যোগ্য ডাক্তার যে কিনা ঐ বদ্ধমুষ্টি খুলতে পারবে।

> অতএব সেই বদ্ধমুষ্টি এবার আমরা খুলে দেখতে চাই/সাধ, আহলাদ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, কার কি ঘুমিয়ে আছে/তার সেই বদ্ধমুষ্টির ভেতর/তার জন্যে যতো দূর যেতে হয় যাবো।/কিন্তু আমাদেরকে আর কতোদূর যেতে হবে। [১০২]

কবির এ অনন্ত পথ পাড়ি দিতে ক্লান্তি নেই। শুধু আছে প্রশ্ন কবে কখন অবসান ঘটবে সমাজের কলুষতা, অসুস্থতা, দীনতা। অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা আর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল এ দেশের মানুষ কবে লাভ করবে। মাকিদ হায়দারের এ

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নের উত্তরে সানাউল হক সম্ভবত খুঁজেছেন পাঞ্জেরির মত একজন যোগ্য নাবিককে। যাকে তিনি পরমাত্মা বলে অবহিত করেছেন। 'পরমাত্মা' ও 'রক্ত ধন্বন্তরী' কবিতাদ্বয়ে কবি দেশের মুক্তির অন্বেষণ করেছেন। তাই পরমাত্মার খোঁজে কবি ভ্রাম্যমান

কোথা থেকে কোথা যাই ঘূর্ণিত পৃথিবী/ শস্যের অধিষ্ট মাঠে লাঙল সারথি,/ দেয়ালে বাড়ানো বাহু উন্মুখ ব্রততী/এখানে বাগানে মালিচির বাহুজীবী। [১০৩]

পরমাত্মার এ খুঁজা কবে শেষ হবে কবি জানেন না। কিন্তু রক্ত ধন্বন্তরীতে কবি সাধারণ মানুষকে খুঁজে পেয়েছেন। তাই বলে উঠেন

সাধারণ মানুষের অঙ্গীকার উচুঁ রথ/পথে ও বিপথে ঘোরা, হয়তো কখনো দুঃখ/বিশীর্ণ শরীরী কান্না, দীর্ঘরাত্রি মনস্তাপ/প্রভাতে চড়ুই সভা তরুশীর্ষে পাতার কম্পন/ অতঃপর মনে হয় করায়ত্ত সম্পূর্ণ স্বদেশ। [১০৪]

'আমাদের ব্যক্তিগত পাপ' কবিতায় জিনাত আরা রফিক সমাজের ভারসাম্যহীনতায় আহত। একদিকে বিলাস ব্যসনের জীবন অপরদিকে নিরন্নতা। কবির কাছে মনে হয় এ যেন এক চিরায়াত বৃত্ত। এর হাত থেকে রেহাই নেই।

শীতকালীন মৃদু মিষ্টি রৌদ্রে এই রফিক/সাকর্শজি হেঁকে যাওয়া মানুষেরা/সহজ জীবনের যে সুস্থ সন্ধ্যান দ্যায়, /তার বাইরে পরিত্যক্ত গ্রামগুলি/

অন্নহীনতায় উড়ক্ষ্ম বস্ত্রাভাবে কত বেশী/কুকড়ানো মলিন অসহায় [১০৫]

তাই কবির উপলব্ধি

সকলেই এ জীবনে পরাজিত/ম্লান এক নিষিদ্ধ পাপের ইতিহাস। [১০৬]

পাপের ইতিহাসে নিমজ্জিত নগর জীবন অতীষ্ঠ কবি সৈয়দ হায়দারের কাছে। 'নিষিদ্ধ নক্ষত্র ওঠা' কবিতায় কবি একটু নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছেন। শহরের নিষ্ঠুরতা কবিকে অন্যত্র যেতে পেষণা দিচ্ছে। অব্যাহত সন্ত্রাস দাঙ্গার শহুরে জীবন কবির কাছে অসহ্য তাছাড়া সম্প্রতি শুরু হয়েছে গ্রেফতার নজরবন্দীর পালা, কবির ভাষায়

কে যেন বললো ডেকেঃ ঘরে ফিরে যাও/ তোমরা এখন, রাস্তায় চেকিং শুরু/হয়ে গ্যাছে, মানুষ খুঁজতে/বেরিয়ে পরেছে মানুষের প্রতিপক্ষ/মানুষ জঙ্গল এক। [১০৭]

কিন্তু কোথায় যাবেন তারা। ঘর, নদী, মাঠ, ঝর্ণা সব নিষিদ্ধ আইনে জর্জরিত। কোন শোভাই যেন প্রস্ফুটিত হওয়ার নিয়ম নেই। যে কোন সঙ্গীত বৃক্ষ, নদীর স্রোত সব যখন নিষিদ্ধ চক্রে বন্দী তখন কবিও তার সঙ্গীরা ভাবলেন নক্ষত্রের কথা। কিন্তু

যেন আকাশের সিঁড়ি বেয়ে এখন নামছে সন্ধ্যা/ খুঁজছি উঠছে কি-না/নক্ষত্রের, রাহু, এখানেও/রয়েছে আইন, নিষিদ্ধ নক্ষত্র ওঠা। [১০৮]

এমনি অবস্থায় বিপন্ন কবির আহাজারি 'আমরা ক'জন এখন কোথায় ফিরি?' সারা দেশে স্বৈরশাসনের যাতাকলে পিষ্ট। এ সময় সুকুমারবৃত্তিচর্চা অসম্ভব। তাই কবি ও তাঁর সঙ্গীদের প্রয়োজন নিরাপদ আশ্রয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি অনবদ্য কবিতা 'আরে ছো' । চারদিকের যুদ্ধাবস্থা অরাজকতা কবিকে ক্ষুদ্ধ করেছে আহত করেছে। অভিমানে দুঃখে তাই তিনি লেখেন

কেটা এক চণ্ডীদাস বলে/ কোথাকার কোন এক বোষ্টম/কবে কোন মান্ধতা আমলে/বলেছে লাগিয়ে দম/শুনহ মানুষ সত্য/সবারে উপরে। তুমি তাই বিশ্বাস করেছ। আরে ছো! [১০৯]

কবি তার সমাজের অব্যাহত অন্যায়, অত্যাচারে বিরক্ত। প্রাচীন বুলিতে কবি তাই বিশ্বাস স্থাপত করতে পারছেন না কারণ

এখানে আমার সঙ্গে/তুমি এসো এই মোড়ে চেয়ে থাকো।/ দাঁড়াও, এখুনি পড়বে এ রাস্তায় আরও একটা লাশ। [১১০]

কবিতার শব্দ চয়ন অভিনব, একেবারে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য ভাষাকে কবিতায় তুলে এনেছেন অবলীলায়।

'সংবাদ' সাময়িকীতে 'এসব কি হচ্ছে? আমি বাড়ি যাবো' শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেন আমজাদ হোসেন। স্বাধীন বাংলার সমসাময়িক জীবন চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন কবি তার ঐ কবিতায়। '৮০র দশকে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন যখন সমাজে বদ্ধমূল তখন এর বেড়াজাল থেকে উদ্ধারে আন্দোলন সংগ্রামের ব্যত্যয় নেই। এ কবির জঙ্গম চেতনা। কিন্তু গণতান্ত্রিক অনাচারে হতবিহ্বল হয়ে কবি প্রশ্ন তুলেন

এ সব কি হচ্ছে? আমি বাড়ি যাবো বলে/কাকে যেন? ডাকলামঃ যে এখন যুদ্ধে হঠাৎ কি ভয়ানক শব্দে/ঝড় জল বিদ্যুতের মতো আমার দরোজা খুলে/দু' হাত দু'চোখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় আমাকে /শোকাচ্ছন্ন মধ্যরাত্রে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে ট্রাকে? [১১১]

এ দুরাচারে কবি ক্ষুদ্ধ। তার জিজ্ঞাসা

Dhaka University Institutional Repository

এখন কি শুদ্ধ সব? ছিন্নভিন্ন? কেউ নেই কোন খানে /আকাশ কি চুপচাপ? মেঘ? ভয়ঙ্কর অশ্রের গর্জনে? /বাইরে কি কারফিউ? অন্ধকার বাতাসে বারুদ?আমরা কি সবাই এখন আলতাফ মাহমুদ। [১১২]

কবির স্মরণে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধে নিহত বুদ্ধিজীবী অসংখ্য জনতা। তিনি ভাবছেন এখন কি এমনি অবস্থা চলছে। ছায়াচিত্রের মতো তার চোখের সামনে ভেসে উঠে আসাদ। শহীদুল্লা কায়সার জহির রায়হান প্রমুখের ছবি।

এ কেমন নিখোঁজ খবর। যেন কেউ কিছুই জানেনা ব্যর্থ গোয়েন্দা বিভাগ?পুলিশের রিপোর্ট কি তা ও তো বললো না/এখনো পারি যার কবর খুঁড়তে জ্বলেনি আগর বাতি সুগন্ধী লুবান/কি করে বলবো আমি তারই নাম জহির রায়হান। [১১৩]

কবিতায় কবির প্রচণ্ড আবেগ প্রকাশিত হয়েছে।

'এই বদল আমরা ও নিচ্ছি দু'হাতে' কবিতাটি লেখেন সিকদার আমিনুল হক সমাজের নানা প্রেক্ষাপট দ্রুত বদলে যাওয়ার কথা বলেছেন অকপটে

এখন সর্বকিছু খুব বদল হবার খুব কাছে এসে গেছে দ্বাররুদ্ধ ঘরে এখন বকুল ফুলের মালা জড়িয়ে/ক্রন্দন বা চন্দন মুছবার রীতি নেই। [১১৪]

কারণ

মানুষের পাশে এখন মানুষের গা থেকে বাঘের গন্ধ বেরোয়/মানুষের পাশবিকবৃত্তি কবিকে আহত করে শংকিত করে/'তা হলে বদল হচ্ছে/কিন্তু কিভাবে আমাদের বদল হচ্ছে তা জানি না।/জানবার কথা ও না/সারাদিন তো আমরা বদলের দিকে তাকিয়ে থাকি না। [১১৫]

সমাজ পরিবর্তনের সুক্ষ্মতম বিষয়টি কবির দৃষ্টিতে পরিস্ফুটিত হয়েছে । সমাজের সুপ্রাচীন বিষয়টিকে সময়ের সংশ্লেষে নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন কবি সাইয়িদ আতীকুল্লাহ 'এখন আমি কি করি' কবিতায়। রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বৈরাচারী আচরণের প্রতিবাদ না করে একদল মানুষ। সে কবি, সাহিত্যিক, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী যেই হোক না কেন যখন তার ভাগ নিতে ছুটোছুটি করে তখন কবিও তাদের মিছিলে শরীক হতে চান

---বল্লাম হুজুর/আমিয়ো একটু ধামা ধরার সুযোগ চাই/বহুপথ পাড়ি দিয়ে হেঁটে বাসে, রিক্সায় এসেছি/বহুদুর থেকে বুকে বড়ো আশা নিয়ে/ধামা ধরার খাজটা আমার চাই [১১৬]

কিন্তু কবিকে শুনতে হয় হতাশার বাণী

বিষণ্ন বদনে ধামা বণ্টনকারী দুটি হাত উঠে গেল/ওপরের দিকে বারবার/ তার মুখে শোনা গেল কোন ধামা বাকি নেই। [১১৭]

সমসাময়িক সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে কবিতায়।

'নীল নকশা' মাফরুহা চৌধুরী রচিত একটি কবতিা বন্যা এবং বন্যা উপলক্ষে আয়োজিত নানা কর্মকাণ্ড কবির কলমে উঠে এসেছে। কবির মতে এ যেন নীল নকশা। সময় হলেই প্রতিবছর হবে বন্যা। ত্রাণকর্মী, সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার তাদের শুরু হবে সম্মিলিত কর্মযজ্ঞ। বাচাঁতে হবে বানভাসী পীড়িত লোকদের

বছরের নির্দিষ্ট সময়ে/ডাক পড়বে।/সাড়া দিতে হবে তখন।/বাধভাঙা অথবা/বরফগলা খরস্রোত বিপুল পানির ঘূর্ণি/ডোবাবে ভাসাবে জনপদ ফসলের মাঠ।/নীড়হারা হবে গৃহপোষা প্রাণী/এবং বালবৃদ্ধ নারীরা। [১১৮]

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিচ্ছবি কবিতায় প্রকটিত।

কবি সানাউল হক খান রচিত ভিন্নধর্মী কবিতা 'কাজ' কবি কাজ করতে চান। কিন্তু শুভানুধ্যায়ীদের অভিমত কবির বড্ড দেরী হয়ে গেছে। তাই বলে হতোদ্যম নম কবি। কাজ করার আকাঙ্ক্ষা তার প্রবল

ইচ্ছে অর্থাৎ সেই একই কাজ/ এথেনার বুকে কান পাতা বাংলার শোকার্ত সেই জীয়ুসের/নিরিবিলি গভীর জ্ঞানের পংক্তি শোনা/তার কিছু কাজ চাই, চাই সত্যের শুদ্ধির আরাধনা। [১১৯]

কিন্তু কবি নিরাশ প্রত্যাশিত কাজ না পেয়ে।

খ. প্রেমবিষয়ক

প্রেম মানব হৃদয়ের এক স্বতসিদ্ধ উপাদান। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানব-মানবীর প্রেমসত্তা সর্বজন বিদিত। প্রেম অবাধ্য হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে। কালিদাসের বিরহ কাতর যক্ষ তার প্রিয়তমার কাছে হৃদয়বার্তা প্রেরণ করেছিল মেঘকে দূত করে। এখন যুগ বদলেছে। প্রেমিক তার প্রেমিকার কাছে প্রণয়াবেগ প্রকাশ করে টেলিফোনের মাধ্যমে। এমনি এক টেলিফোনিক প্রেমিকের অস্থিরতা বিষণ্নতা প্রকাশ পায় মাকিদ হায়দার রচিত 'শুশুর জন্য' একদিন কবিতায়। অফিসে উদ্বিগ্ন সময় কাটায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিক। সারাদিন কত টেলিফোন আসে অথচ তার প্রিয়ার প্রত্যাশিত টেলিফোন নেই। দিনের শেষে (কর্মব্যস্ততার সমাপনে) বিষণ্ন মনে প্রেমিক যখন বাড়ি ফেরে পথে দেখা হয় হিরন্ময় প্রেমিকার। আকুল মিনতি নিয়ে প্রেমিকা ফোন করতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করে

'ফোনের বিলটা বাকি ছিল পারিনি বলতে কথা তোমার সাথে/যেহেতু নিষ্প্রান সাইনম্যান দিয়েছে কেটে।হৃদয়ের সব ভালবাসা। [১২০]

এ কালের প্রেমের অর্থনৈতিক মূল্য আছে। উক্ত কবিতায় মাকিদ হায়দার যন্ত্র সভ্যতার বৃত্তাবয়বে হৃদয়াবেদগ কীভাবে পিঞ্জরাবদ্ধতার বাণীছন্দে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। ফজল শাহাবুদ্দিন ভালবাসার কথা বলেছেন- একনিষ্ঠ প্রেমিক সত্তার অন্বেষণে। ভালবাসতে চাও কবিতায় কোরান, পুরান, বাইবেলের অবতারণা করে প্রিয়াকে উপদেশ দিয়েছেন

যদি ভালবাসতে চাও/মাতাল হও অস্থির হও উম্মাদ হও জ্বলতে থাকো চিরকাল। [১২১]

কারণ কবি তাঁর প্রিয়াকে ভালবেসেছেন হৃদয় দিয়ে

আমি তো তোমাকে দেখেছি আমার হৃদয়ের অন্ধকারে সকল জ্যোতিকণা দিয়ে/স্পর্শ করেছি তোমাকে সেই বিশাল বিশ্বাসকে নিয়ে [১২২]

তাই কবি তার প্রিয়ার কাছে অনুরূপ গভীর ভালবাসা প্রত্যাশী। কবির প্রেমে শুধু নারীই প্রিয়তমা নয়- প্রিয়তমা তার দেশমাতৃকাও। সাইয়িদ আতীকুল্লাহর 'জয় হোক ভালবাসার' কবিতায় এ প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে দৃঢ়ভাবে। কবি যাদের হৃদয়ে স্বদেশ এবং স্বভাষা সতত ক্রিয়মান এমন মানুষের জয়গান গেয়েছেন

নিজের দেশ, মহাদেশ/ পেয়েছে যারা ভেতরটাতে/ বিশাল গভীর অশেষ/জয় হোক তেমন লোকের/এবং তাদের ভালোবাসার/ জয় হোক। [১২৩]

জন্মভূমি প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে জাহিদুল হকের 'একদিন' কবিতায়ও। কবি পরজন্মেও এই বাংলাদেশেই জন্ম নিতে চান। ফিরে আসতে চান তার প্রিয় মাতৃভূমিতে

আমার চোখে আলোকগুলো/এখন নেই/ উপরে ফেলে দিয়েছে ওরা [১২৪]

শুধু চোখ নয় শব্দ, হস্তও হারিয়েছেন কবি

আমার বুকের শব্দগুলো খুবলে নিয়ে/ গিয়েছে ওরা/ তোমার কাছে চিঠি লেখার আঙুলগুলো/তোমার পিঠে আদর করে হাত বুলানো/দুইটি হাত/ ব্যবচ্ছেদে হারিয়ে গেছে। [১২৫]

তাই বলে হতোদ্যম নন কবি। তিনি আসতে চান

হাজার যুগ পেরিয়ে যাক/ আসবো আমি/ প্রতিটা দিন আঁচল ধরে তোমার কাছে/ জড়িয়ে থাকি/ আমার ফেরা তোমার কাছে/জন্ম জুড়ে মৃত্যু জুড়ে/ আমার সোনা জন্মভূমি [১২৬]

কবির এ প্রত্যাশা পূরণ হবে সত্যিকার দেশ প্রেমিকাদের দ্বারাই। কোন ভণ্ড, শঠ ধোকাবাজের ভালবাসায় নয়। ঠক, প্রতারক প্রেমিকাদের বিষয়ে 'আমাদের ব্যাপার' কবিতায় মানবতার ভণ্ড প্রেমিকদের তীব্র ধিক্কার দেয়া হয়েছে। যারা মানুষের কাছে না এসে দূর থেকে শুধু ভাবালুলুতা থেকে মানুষকে ভালবাসার কথা বলে সমাজে মানব প্রেমিকরূপে পরিচিতি পেতে চায় তাদেরকে কবি বলেছেন

ভালোবাসা ভালোবাসা করে/ খোয়ালে সব কিছু/ এমনকি একটা বাথরুমের তোয়ালে/তারও কিছু ঠিক ঠিকানা নেই আজ পর্যন্ত। [১২৭]

কবি এই সব প্রেমিকদের বলেছেন

যারা তোমার হৃদয় কেড়েছে/ তাদেরই বাকি খবর?/ অতো করে যাদের তুমি ভালবাসলে/তারা এখন কেমন আছে? [১২৮]

কবি বলছেন তথাকথিত ঐসব প্রেমিক দের বাচ্চা কাচ্চা আজ ডাস্টবিনে খাবার খুঁজছে প্রনান্তর

খোলা আকাশের নীচে/বেপরোয়া চালাচ্ছে অভিযান ডাস্টবিনে তাদেরি মতো। /অপোগণ্ড ছেলেমেয়ের দল। এমনই তাদের একাগ্র তাদের অন্বেষণ/দুয়েক টুকরো উচ্ছিষ্টের জন্যে মনে হয়/ পৃথিবীর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী গবেষকগণ ও/ হবেন খুব আধা-বদন, এই সব ধ্যানমগ্ন ছেলেমেয়ের দল/ তপস্যায় বুঝি বেশ কয়েক যোজন অগ্রগামী। [১২৯]

কবিতাটিতে গ্রাম থেকে শহরে আসা ছিন্নমূল মানুষের প্রতি দরদ এবং তাদের কাঁচামাল বানিয়ে যারা প্রেমিক সেজেছে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

প্রেমের স্বরূপ জাহিদ হায়দারের কাছে অন্যরকম-'সঙ্গ তোমার ভিক্ষা দিয়ে' কবিতায় কবি তার প্রিয়ার সঙ্গ ভিক্ষা পেয়ে যুগপদ ধন্য ও ব্যথিত হয়েছে। 'হৃদয়ে অন্তরীপ জেগে' মোয়াজ্জেম হোসেনের একটি নিটোল প্রেমের কবিতা। প্রথম প্রেমে অভিষিক্ত প্রেমিক-প্রেমিকা কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হলে তাদের হৃদয়ের নিরন্তর কান্না কবি শব্দায়িত করেছেন

হৃদয়ে অন্তরীপ জেগে' কবিতায় 'তারপর চুপিচুপি হৃদয়ে অন্তরীপ জেগে ওঠে/ প্রথম প্রেমের ব্যথার নির্ঘুম ছায়া ঘনায়। [১৩০]

প্রেমিকের হৃদয় থেকে রক্ত ঝরে। প্রেমিকাও সিক্ত হৃদয়ের জলীয় ক্ষরণে

Dhaka University Institutional Repository

এখন পৃথিবীর নরম বুকে নিপুণ আলেখ্য একে দিয়ে/ সব সকাল সব দুপুর সব সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে / নারী তার বিজন হৃদয় নিয়ে একা চুপচাপ বসে থাকে। [১৩১]

প্রেমিকের এ বিষণ্ণতা থেকে বেজে উঠে ব্যর্থতার সুর। 'অধুনা তুমি ও আমি' জিনাত আরা রফিক রচিত কবিতায় বিচ্ছেদের ছবি ফুটে ওঠে

অভ্যাস বদলে গেছে আমাদের/পথচলা পাশের ফুলগুলি/ভাল লাগা, হাটা-চলা, কথা বলা আর সবিনয় প্রথাগুলি/কিছুই হয়তো এক নয়' ইদানীং বদলে গেছে দু'জনের পথ, মত । [১৩২]

এখন পথের পাশের তরুস্যারি অথবা উড়ন্ত মাছরাঙা তাদের হৃদয়কে সিক্ত করে না। ক্রমবর্ধমান সামাজিক অস্থিরতা, মান অভিমান ভুল বুঝাবুঝি তাদের প্রেমিক সত্তাকে বিভাজিত করে। প্রেমিক হৃদয়ের এ ব্যর্থতা, পরাজয় আরো প্রবলভাবে বেজে ওঠে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতায়। 'সকালের গল্প' কবিতায় কবি তার প্রিয়তমাকে-সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কী ভীষণ যন্ত্রণায় কাঁদতে হবে তার বর্ননা দিয়েছেন। কবির চেতনায় সকালের সুন্দর সূর্য-দক্ষিণা বাতাস সব পাংশু হয়ে যাবে ক্ষুধার ক্রুদ্ধ থাবায়

ঘামে চিক চিক চিবুকের মিহি লোমে/খেলছে দিনের প্রথম সোনালী রোদ/ ফুল ফুটাবার মতোন তোমার চোখ/মেলেই দেখলে অভাবের ক্রূঢ় থাবা। [১৩৩]

সকালের এ বিরূপ জাগরণ অব্যাহত থাকবে দুপুর বিকেল সন্ধ্যায়। কবির উপলব্ধি তার প্রিয়তমা একটা বেড়াজালে বন্দি। অর্থনৈতিক নিষ্ঠুরতা তাকে আবদ্ধ করে রেখেছে নিরন্তর

তোমার জীবন আটকা পড়েছে জালে/ তোমার স্বপ্ন আটক পড়েছে জালে/তোমার শরীর আটক পড়েছে জালে/তোমার স্নায়ুরা আটক পড়েছে জালে। [১৩৪]

তাই বলে নির্বিকভাবে বসে থাকতে চান না কবি। সমস্ত ক্রূঢ়তা স্তব্ধতা ভেদ করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় তার কণ্ঠে

তুমি জানো তুমি নিরুপায় মাছি নও/ তোমার স্বপ্ন সচেতনতার ভাষা/ ভেঙে দিতে চায় ভাঙা জীবনের ভিত/ তুমি জানো তুমি মিছিলের একজন। [১৩৫]

কবির এই বেদনার্ত সুর আরো গভীর ভাবে প্রকটিত হয়-'খেলা ধুলার সরল অংক' কবিতায়। ব্যক্তি জীবনের ব্যর্থতা, প্রেম পরাজয় হতাশা কবিতার উপজীব্য। কবি তার প্রিয়তামাকে খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অভিহিত করে বলেন

একবারও না হেরে তুমি সবটা জিততে চাও [১৩৬]

কবি প্রিয়ার কাছে তার বিজয়ের কারণ জানতে চান। কী আছে তার কাছে। বড় কোন তাস রঙ বা টেক্কা। কোনটাই নেই। তবু কেন তার এ জেতা! হাতে শক্তিশাল তাস বা মন্ত্রী অথবা কুশলী ব্যাট থাকতেও তিনি হেরে যাছেন

হেরে যাচ্ছি হাতে টেক্কা, বড়ো তাস খেলতে পারিনি /এক কোনে মন্ত্রী স্থির, সেনাদল নিরস্ত্র নিশ্চল /হেরে যাচ্ছি ইনসুয়িং ভেঙে দিচ্ছে মধ্য স্ট্যাম্প/বেল ফেলে দিচ্ছে ক্ষিপ্র কীপারের হাত, ব্যাট উঠছে না। [১৩৭]

এ পরাজয়ের কারণ-কবির অবিচল নিটোল প্রেমিক সত্তা। যাকে একবার হৃদয় উজাড় করে ভালবাসা যায় জীবন দেবতার আসনে আসীন করা হয় তাকে কী আঘাত দেয়া যায়। প্রেমের প্রথম কম্পন প্রথম পরশ কবিকে আর্দ্র করে বিনয়ী হয়ে হেরে যাওয়ার মধ্যেই বিজয়ীর স্বাদ নিহিত থাকে।

মুহূর্তের স্পর্শের খুব কাছাকাছি দুই জোড়া চোখ /হৃদয়ের নিকটবর্তী হৃদয়, দুরু দুরু বুক /নিশ্বাসের ঘ্রান পাচ্ছি, কেপে ওঠে তোমার দুঠোট /ভালবাসি মানব জনম স্বাক্ষী ,ভালবাসি আমি সমস্ত খেলায় এই একবার বিজয়ী হলাম। [১৩৮]

প্রিয়ার উপেক্ষা, অভিঘাত কবিকে ক্ষত বিক্ষত করে। ঠেলে দেয় অন্ধকারের অতল গহ্বরে। 'এক গ্লাস অন্ধকার' কবিতায় কবি হৃদয়ের ক্রমাগত রক্তক্ষরণ উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তি জীবনের অপ্রাপ্তি কবিকে করে তোলে বেপরোয়া, বেহিসেবী

এক গ্লাস অন্ধকার হাতে নিয়ে বোসে আছি।/ শূন্যতার দিকে চোখ, শূন্যতা চোখের ভিতরেও / এক গ্লাস অন্ধকার নিয়ে একা বোসে আছি। [১৩৯]

কবির জীবনের সব শুদ্ধতা, শুভ্রতা তিরোহিত

তুষারের গহন সৌরভ বয়ে আর আনেনা এখন। [১৪০]

কবির মনে হয়

দৃশ্যমান প্রযুক্তির জটাজুটে অবরুদ্ধ কাল,/ পূর্ণিমার চাঁদ থেকে ঝরে পড়ে সোনালী অসুখ/ডাক শুনে পেছনে তাকাই কেউ নেই।/ এক গ্লাস অন্ধকার নিয়ে ঘেমে আছি একা। [১৪১]

সমকালীন রূপসীদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশিত হয় এভাবে

সমকালীন সুন্দরীগণ অতি দ্রুত উঠে যাচ্ছে/ অভিজাত বেডরুমে/ মূল্যবান আসবাবপত্রের মতোন নির্বিকার [১৪২]

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের অনাচার কবিকে পীড়িত করে নিরন্তর। ব্যথিত হন তিনি যখন দেখেন

> মায়াবী আলোর নীচে চমৎকার হৈ চৈ নীল রক্ত, নীল ছবি। [১৮৩]

তাই

> গ্লাস ভর্তি অন্ধকার উল্টে দিই এই অন্ধকারে। [১৮৪]

বলতে দ্বিধান্বিত হন নি কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। এই সব অসঙ্গতি, বেলাল্যাপনা কবির মনকে বিষিয়ে তুলেছিল নিঃসন্দেহে। তাই কবি দ্বিধাহীন আবরনহীন। খোলা তলোয়ারের মত ক্ষুরধার। তীব্র ঘৃণা, ক্ষোভ আর অসন্তোষ কবিতার চরণে চরণে। এ সময় প্রেমকে প্রকৃতির সাথে একীভূত করে দেখেছেন অসীম সাহা, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন প্রমুখ। 'সেই মেয়েটি' কবিতায় অসীম সাহা মেঘনা পাড়ের এককালীন সহজ সরল একটি মেয়ে যে আজ কলেজে অধ্যাপনা করে তার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে কবি। অথচ তাকে ভুলতে পারছেন না এক মুহূর্তের জন্যও।

> সেই মেয়েটি মেঘনা পাড়ের/ একটি ঘরে থাকে/ সেই মেয়েটি মফস্বলে / অধ্যাপনা করে/ সেই মেয়েটি আমার দিকে/ মুখ ঘুরিয়ে রাখে/ বর্ষা এলে সেই মেয়েটির মুখটি মনে পড়ে। [১৮৫]

বর্ষার অপরূপ সৌন্দর্যে কবি তার প্রিয়াকে খুঁজে পায়। কবির প্রত্যাশা একদিন তার অপেক্ষার শেষ হবে

> সেই মেয়েকে এইতো আমি/ আবার চিঠি লিখি/ বর্ষা এলো, বর্ষা তুমি/ এখন কোন দূরে?/ তোমার নামের বানান আমি/ হৃদয়ভরে শিখি/ আমায় তুমি সঙ্গী করো/ তোমার হৃদয় পুরে। [১৮৬]

বাংলার প্রকৃতি মানব মনের একটি সজীব অনুষঙ্গ যেন। মহাদেব সাহার 'কোথা সেই প্রেম, কোথা সে বিদ্রোহ', কবিতায় প্রেম এসছে ভিন্ন মেজাজে। দেশে বিদেশে প্রেম আর বিদ্রোহের খুব অভাব কবির দৃষ্টিতে। পৃথিবীকে বদলে দিতে স্রোতের মোড় ঘুরিয়ে-দিতে যে প্রচণ্ড বিদ্রোহের প্রয়োজন তা আজ অনুপস্থিত। বিশ্বময়-ঐতিহাসিক-ঘটনাবলির উদ্ধৃতি দিয়ে কবি বলতে চেয়েছেন সেই সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর শক্তি কি আজ তিরোহিত তাই কবির জিজ্ঞাসা

> কোথায় সে প্রেম আর কোথায় সে তুমুল বিদ্রোহ/ সেই বিদ্রোহের অমর কবিতা ভেসে উঠে-' সেই লংমার্চ, সেই দুনিয়া কাঁপানো দশদিন/কোথা সেই প্রেম কোথা সে বিদ্রোহ/ কোথা সেই রমনার মাঠে উত্তোলিত দ্যুতিময় হাত/ কোথায় সে বিজয় দিবস, একুশের গান [১৮৭]

কবি সাম্প্রতিক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শহীদদের কথা স্মরণ করে বলেন

> কোথা সেই বিদ্রোহী নূর হোসেন, শহীদ তাজুল/কোথা সেই বিদ্রোহের গান, প্রেমের কবিতা? [১৮৮]

এমন অবস্থায় ক্লান্ত শ্রান্ত কবির অনুভূতি তিনি আজ যেদিকেই তাকান চারিদিকে দেখেন প্রেম আজ বড় ফ্যাকাশে পাণ্ডু। এই সময়ের বিদ্রোহও বড় রুগ্ন।

সত্যের পূজারী কবি-পৃথিবীময় নিটোল প্রেমেরই প্রত্যাশী। আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন 'সাদা মাটা মেয়ে কবিতায় প্রেম দেখেছেন আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লালিত উপজাতীয় এক নারীর মাঝে। কবিতাটিতে চলতি পথে এক উপজাতীয় মেয়ের অপরূপ সৌন্দর্যের ছবি প্রস্ফুটিত হয়েছে।

> আমার উল্টো সিটের কোন টাতে বসে আছে চুপ চাপ মেয়ে,/ বোচা নাক, চ্যাপা মুখ, অগোছালো একরাশ চুল/ পরিপাট্য নেই কোন, আটপৌরে শাড়ি,/ চেয়ে আছে ম্লান চোখে আকাশের বন্নাহারা পেঁজা পেঁজা মেঘ। [১৮৯]

এই নিরাভরণ- নিরহংকারী নারী যেন প্রকৃতিরই অনুষঙ্গ। একে দেখে কবি পুলকিত হন, ভাল লাগার চেতনায়-আন্দোলিত হন। বলে ওঠেন

> কি দারুণ ভাল লাগে অপলক চেয়ে থাকতে মেয়েটার মুখে/ বুকের ভিতর সে কি তোলপাড় অনন্ত পুলকে/ গোধূলির হোলি খেলা গাছে গাছে বড্ড ভাল লাগে। চেয়ে থাকতে বোচা নাক চ্যাপটা মুখ সাদামাটা মেয়েটার মুখে। [১৯০]

মেকি আর কৃত্রিমতায় ছেয়ে গেছে সমাজের অক্র। বাজার অর্থনীতির প্রবল প্রতাপে কসমেটিকসের দৌরাত্ম আজ সর্বত্র। অথচ এমনি পরিস্থিতিতে সাজ সজ্জাহীন আটপৌরে একটি সাদামাটা নারীর মুখ কবির অনুভূতিকে নাড়া দেয় হৃদয়কে ভালবাসায় সিক্ত করে। প্রেম শাশ্বত স্বতঃপ্রণোদিত। বাইরের চাপ বা বল প্রয়োগে প্রেমানুভূতি সৃষ্টি হয় না। খালেদা এদিব চৌধুরী মৃগণাভি কবিতায় এ সত্যটি তুলে ধরেছেন। তার মতে প্রেম হল

> ব্যক্তিগত শব্দই সত্য ও সুন্দরের মৃগণাভি ঘ্রাণ ভরে প্রথম কুসুমিত ভালোবাসা আমারই আরক্ত জ্যোৎস্নায় প্রতীক। [১৯১]

মৃগণাভি যেমন কস্তুরী চূড়ায় নিজের অজান্তে গন্ধ ছড়ায় প্রেম তেমনি উৎসারিত হয় হৃদয়ের গভীর ঝর্ণাধারা থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. জীবনদর্শনবিষয়ক

জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এর গুঢ় রহস্য মানব মনকে কৌতূহলী অনুসন্ধিৎস্যু করে তোলে। চর্বাক, চসার, ওমর খৈয়াম, প্রমুখ দার্শনিক জগৎ ও জীবন উপলব্ধি করতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। এর স্বরূপ উদঘাটনে অর্ন্তদৃষ্টি প্রসারিত করেন। সাহিত্যে দর্শনের প্রভাব সুপ্রাচীন কাল থেকে। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। মধ্যযুগে সাধক কবিদের মূল উপজীব্য ছিল দর্শন আর ভক্তির মাধ্যমে স্রষ্টাকে চেনা স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল সুরেও আছে দার্শনিকতার সংশ্লেষ। বিশেষত 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'বলাকা', 'কালের যাত্রা', 'শেষ লেখা', প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তাঁর দর্শনের স্বরূপ অধিক প্রকটিত। শেষ লেখায় কবি ধ্যানমগ্ন একনিষ্ঠ সাধক।

> রূপ-নারয়নের কূলে/জেগে উঠিলাম/জানিলাম এ জগৎ/স্বপ্ন নয়।[১৫২]

ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীকে কবি উপলব্ধি করতে পেরেছেন আঘাতে আঘাতে কঠিনকে ভালবেসে। সত্যের অন্বেষণে কবি দুঃখকে বরণ করেছেন বারবার। তবু সত্তার স্বরূপ তিনি খুঁজে পান নি

> প্রথম দিনের সূর্য/প্রশ্ন করেছিল/সত্তার নতুন আর্বিভাবে কে তুমি?/মেলেনি উত্তর।[১৫৩]

এ উত্তর তিনি খুজেছেন সহস্রবার।

> বৎসর বৎসর চলে গেল।/দিবসের শেষ সূর্য/শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল/ পশ্চিম সাগর তীরে/নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়/কে তুমি? পেল না উত্তর।[১৫৪]

দার্শনিকতার এ ধারা অব্যাহত আছে আজও। তাই শামসুর রাহমানকেও 'আসা যাওয়া' কবিতায় বলতে শুনি

> ভাবছি তোমার/ এবং আমার এই অবিরত আসা-যাওয়া তার/ মধ্যে স্বপ্নাবেশে গাইছেন। কী প্রার্থনা অন্ধ সুরদাস। [১৫৫]

প্রত্যহ কবিকে কে যেন আহ্বান করে। বেজে ওঠে টেলিফোন। এই আহ্বানের কোন নির্দিষ্টতা নেই

> ভর দুপুরে, সান্ধ্যবেলা, মধ্যযামে/বাঁশির সুরে চর্তুদিকে কেমন যেন। /ছায়া নামে, মায়া নামে। [১৫৬]

এই আহ্বানকারীর স্বরূপ উদ্ভাবনে কবি অক্ষম। এই অক্ষমতা আবিদ আজাদের মধ্যেও বিদ্যমান 'আমার কবিতার তুমি শব্দটিকে নিয়ে' কবিতায়। এতে তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা 'কে তুমি' যে কি-না অহরহ ঢুকে পরে কবির মননে শব্দে, ছন্দে। অহর্নিশি তাকে উপেক্ষা করতে চায় যার প্রভাব থেকে কবি মুক্ত হতে চান। এমনি মুক্তির চেষ্টা করেছেন সিদ্দিকুর রহমান 'হে মানুষ নিরস্ত হও' কবিতায় ভিন্ন মেজাজে। সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে মানুষের সাধনা চিরন্তন। দার্শনিক ভাবনায় মানুষ খুঁজছে সৃষ্টি এবং সৃষ্টির রহস্য। কবি সিদ্দিকুর রহমান 'হে মানুষ নিরস্ত হও' কবিতায়- মানুষের বিশেষত তাঁর নিজের অন্তহীন নিঃসঙ্গ পথচলার কারণ জানাতে চেয়েছেন। কবি নিঃস্ব অসহায় স্ত্রী বিয়োগে। কবির চেতনা প্রাগৈতিহাসিক

> আদিম যুগ থেকে শুরু করে/ প্রস্তর যুগ পেরিয়ে এই আমি/ ভিসুভিয়াসের অগ্নি উদগীরনে অপরূপ/ এক লাভার স্রোতে/আলোর সন্ধানে মেতে ওঠে [১৫৭]

অথবা

> ইতিহাস আসে অন্ধ টাইরেসিযাসের মতো/ অর্থহীন শব্দের মত ধারাপাত নিয়ে/জ্ঞান বিজ্ঞান বলে কোন কিছুর/ অস্তিত্ব নেই। মানুষের কাছে। [১৫৮]

কবিতায় কবি মিথ ব্যবহার করেছেন চমৎকারভাবে

> আমার শ্রবণশক্তির নিখিলে/ বুদ্ধ বিশু মোহাম্মদের অমৃতবানী/বিশ্বচরাচরের গতিবেগে উত্থিত/এক অনাবিল সঙ্গীতধ্বনির মতো বাজে/ মানুষের শোভাযাত্রার কর্ম শিবিরে/ওরা যেন একেকজন অশেষ আলোর স্তম্ভ, মৃত্যুহীন কারিগর। [১৫৯]

কবি বিধাতার কাছে জানতে চেয়েছেন কেন এই নৈরাস্য তাঁর জীবনে। উত্তরে শুনেছেন

> তোমাদের মিথ্যাচার ভণ্ডামি পাশাবিকতায় জগতের বিমর্ষ জীবকুল যতো/ তোমাদের অভিশাপ হানে [১৬০]

কৃত পাপের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। চেতনে অবচেনতে মানুষ পৃথিবীর সারল্য নষ্ট করেছে

> তোমাদের জ্ঞান পরিচর্যার উদ্ভই/জয়যাত্রার /এ সৃষ্টি ও নিরাপদ নয়,/ ভেবে কি দেখেছো কখনো/নিজের ছাঁই কি কেউ বিলোপ/ করার আবেশে মেতে উঠে? [১৬১]

অথচ বিরাম নেই অন্যায় অত্যাচার পাপাচার থেকে। তাই কবিকে হুশিয়ার করে বিবেক বলে ওঠে

> শেষ কথা জেনে নাও হে মানব সন্তানঃ/ যে তুমি মিথ্যার আবরনে নিজেকে/গোপন করো, সে তুমি সৃষ্টির অভিশাপ/মুক্ত নও এক করুণ নিদারুন পরিনতি/মোতাদের সলাই লিখন। [১৬২]

অতএব

Dhaka University Institutional Repository

> হে মানব সন্তান নিরস্ত হও। [১৬৩]

কিন্তু সংসারের মোহজালে বন্দি মানুষ নিংড়্কুশ কলুষমুক্ত হতে পারে না। তাই কেঁদে ওঠে তার অন্তরাত্মা। জাহান আরা আরজু 'অহর্নিশি ক্রন্দসী সত্তায়' কবিতায় এ সত্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। সংসার জীবনের অমোঘ বাধনে আবদ্ধ কবি ক্লান্ত। পরিচিত পরিজন স্বজন তার নিয়ম রক্ষার আবেষ্টন মাত্র। তিনি এর শৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হতে চান। কখনো ছুটে যেতে চান গ্রামে যেখানে

> যেখানে ছায়া ছায়া মেঠোপথ বুনোফুল, বোঁহসেবী/ ঝোপ-ঝাড়, পাখ-পাখালি, প্রত্যহ চেয়ে থাকা ঝিলের আরবশীতে বিম্বিত নার্গিস ফুল নার্সিসিজমে/ আপনাতেই আপনি বাচে। [১৬৪]

আবার কবি মন ছুটে যেতে চায় অন্যায়, অনাচার পাপহীন বিশ্বমণ্ডলে

> যেখানে বৈষম্য আর আভিজাত্যের নিয়ম শৃঙ্খলা/রক্তাক্ত করবে না আমার পাঁজরের ভেতরটা / সেখানেই আমি ভয়ানক এক অনিয়ম হয়ে/আমার ইচ্ছার ফসলের দানা রেখে যাবো। [১৬৫]

কিন্তু অসহায় কবি

> কোথায় পালাব চির লাতকা শরকিত আমার/ এ হরিনী মন নিয়ে, কোথায় খুজে পাব সেই দুর্লভ/ মানসপদ্ম জীবনের সুনীল সরোবর।/ ঘূর্ণায়মান ছকবাঁধা জীবনে চাকায় হেঁটে হেঁটে/অহর্নিশি চির ক্রন্দসী সত্তা কাঁদে আর কাঁদে/ পালাচার পথ জানা নেই। [১৬৬]

ঘ. বৈশ্বিকচেতনামূলক

'৮০ র দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিশ্ব মূলত সৌভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্লকে পুরোমাত্রায় বিভাজিত ছিল। গর্বাচেভ ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ওয়ারশ জোটকে সক্রিয় রেখেছে পূর্ণমাত্রায়। পেরেস্ত্রোয়কার মন্ত্র নিয়ে গর্বাচেভ সোভিয়েত মঞ্চে উপস্থিত হলে মার্কিন চিন্তা চেতনার প্রসার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে সমগ্র বিশ্বে। সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারনা বাজার অর্থনীতির প্রবল জোয়ারে ভেসে যায় খরকুটোর মতো। গর্বাচেভের পর 'ইয়েলেৎসিন' সেই জোয়ারে নাও ভাসিয়ে সোভিয়েত পতন ত্বরান্বিত করে। ভেঙে যায় ওয়ারশ জোট অবসান ঘটে স্নায়ু যুদ্ধের। পুঁজিবাদী মার্কিন নীতি এক কেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার ডাক দিয়ে মোড়লিপনার ষোলকলা পূর্ন করে। আজকের স্থিরীকৃত বিশ্বব্যবস্থার সূচনা ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সিকি শতাব্দি পার না হতেই ইউরোপ জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। পর পর দুটো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিশ্ব বিবেককে আলোড়িত করে। আন্দোলিত করে। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এশিয়া এই তিনটি মহাদেশ যুদ্ধে আক্রান্ত হলেও এর নিয়ন্ত্রক ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি ইউরোপ এবং স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণে পরে এতে জড়িত হয় আমিরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এশিয়া বা আফ্রিকার কোন দেশ উক্ত যুদ্ধকে প্রভাবিত করতে পারে নি। ফলশ্রুতিতে যুদ্ধ-উত্তর বিশ্ব ব্যবস্থায় ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বিশ্বের অন্যান্য দেশের ধরা ছুয়ার বাইরে চলে যায়। বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ামক হয়ে পড়ে তারা। সৃষ্টি হয় উন্নত অনুন্নত বিশ্বের। রাজনীতি অর্থনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই উন্নত বিশ্বের পরিমণ্ডলে বৃত্তায়িত হয়ে পড়ে। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা পায় তা 'ভেটু ক্ষমতা' নামক ইন্দ্রজালে আবদ্ধ হয়ে মেকি সমিতিতে পরিণত হয়। বিশেষত '৮০র দশকের প্রথমার্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া জাতিসংঘ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুত ভূমিকা রাখতে পারছে না। এশিয়ার মধ্যপ্রাচ্যসমস্যা, আফ্রিকার বর্ণবাদসমস্যা উক্ত সময়ের বহুল আলোচিত বিষয়। এছাড়া আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর অনুপ্রবেশ এবং প্রতিরোধ যুদ্ধ। ইরানে ইসলামী বিপ্লব ও ইরান-ইরাক যুদ্ধ গোটা বিশ্ব ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে রাখে। বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে বৈশ্বিক চেতনা রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-উত্তরকালে প্রবল ভাবে দেখা দেয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী বিশ্বে সর্বহারা মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় কলম ধরেছেন জোরালোভাবে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিগণও এ প্রেক্ষিতে সমভাবে সচেতন, প্রতিবাদী। রফিক আজাদ, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আহসান হাবীব, শিহাব সরকার প্রমুখ এ সময় বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনায় উদ্বেলিত হয়ে কলম ধরেন। 'অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান অনেনোন' কবিতায় রফিক আজাদ বৈশ্বিক অস্থিরতা আর বিশৃঙ্খলায় ক্ষত বিক্ষত। যা স্বাভাবিক তা না হওয়াই যেন স্বাভাবিক। পারিপার্শ্বিক অনিয়ম দূরাচর কবিকে 'মানুষ' সম্পর্কে বিষিয়ে তুলে। ক্রমশ তিনি হারিয়ে ফেলছেন মানুষের প্রতি বিশ্বাসকে। কবি নিমগ্ন থাকেন নিজের ভাবনায়। ভাবনাগুলোর একটি উত্থিত না হতেই আরেকটি এসে বাসা বাধে

> একটি ধারনা যদি মগজের কোষে দানা বাঁধে/অপর ধারনা এসে জায়গা দখল করে নেয়/। এইভাবে অবিরাম জন্ম মৃত্যু ঘটে প্রতিদিন/ধারনা গুলির। [১৬৭]

কবির এ ধারনা মানুষকে নিয়ে। তার আরাধ্য ও মানুষ। কিন্তু এ মানুষ-ই তার কাছে রহস্যময়

> মানুষের কথা ও বক্তৃতা শোনার চেয়ে আমি/গভীর গভীরতম অর্থবহ শব্দ/শুনেছি তো গোরুদের কাছে/ গোরুদের ভাষা তবু বুঝিঃ/ মানুষের হাম্বা আমি কিছুতেই বুঝি না। [১৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বব্যাপী মানবতার চরম লঙ্ঘন কবিকে বিক্ষুব্ধ করে। তাই তাঁর প্রচণ্ড ক্ষোভ

> মানুষ শব্দটি লিখে আমি তাতে মুতে দিতে চাই। [১৬৯]

তার এই ক্ষোভ হতাশা আরো গভীরভাবে প্রকটিত হয় 'হারানো কবিতাগুলো আমার' কবিতায়- এশিয়া ইউরোপ ল্যাটিন আমেরিকায় কবি তাঁর কবিতায় ধ্বংসলীলা দেখেছেন। দেখেছেন জলস্থল শূন্যে কবিতার বিবর্ণচিত্র। কারণ কবি তৃতীয় বিশ্বের এক দরিদ্র কৃষক

> তৃতীয় বিশ্বের আমি দরিদ্র কবি/ আমার পক্ষে পুরোপুরি স্বাধীন ও বিবেকাধীন/জীবন যাপন করাই সমস্যা। [১৭০]

তাই তার কবিতা দেশে দেশে বিধ্বস্ত হচ্ছে। অবহেলিত পীড়িত মানুষের মুখে মুখে নিষ্পেষিত হচ্ছে। জাতিসংঘের ব্যর্থতায় কবি'র কবিতা বিলুপ্ত হচ্ছে। কিন্তু কবি চান

> ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত/ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কবিতাগুলোকে আমি/ 'ফিরে পেতে চাই' তিনি মনে করেন। 'ফিরে পাওয়া বড়ই জরুরী' কারণ এইসব কবিতা ফিরে পেলে তবেই আমি আমার কবিতা সমগ্র প্রকাশ করতে পারি। [১৭১]

রফিক আজাদের মতো সাইয়িদ আতীকুল্লাহও বিশ্ব ব্যবস্থাপনার অব্যবস্থায় হতাশ-নিরাশ। কিন্তু তিনি চান না এই অব্যবস্থা অব্যাহত থাকুক। 'সংক্ষিপ্ত আমার প্রার্থনাও' কবিতায় তিনি চান না আর একটি হিরোসিমা। অথচ বিশ্বের মোড়লরা ভদ্রতার অন্ত রালে তাই করছেন

> চলছে ভীষণ জটিল কূটনীতির/বৈঠকী সব প্রীতিভোজের ফাঁকে খেলা চলছে যা কিছু ভয়ভীতির/দরকষাকষির আড়ালে মোড়লেরা জড়ো করে রাখছে/ অতিরিক্ত আরও কিছু বোম অন্ধকারে। [১৭২]

হিরোসিমার ভয়াবহতায় আজো বিশ্বের কোটি জনতা শিহরে উঠে। এর ধ্বংসযজ্ঞ সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে ভ্রুকুটি হানে। তাই কবি চান

> যেন সবজির বাগানে না থাকে কোনো বিষাক্ত কীরে আনাগোনা/না থাকে কোনো আগাছার ভীষণ জংলীর দৌরাত্ম্য, যেন দোনামোনা/ করতে করতে ঝিমিয়ে না পড়ে ক্ষেতের ফসল কোনো অজুহাতে/মানুষ মানুষী যেন টিকে থাকে ছোট বড় হতাশার/আঘাত ঠেকাতে। [১৭৩]

এই পৃথিবী মানুষের। কবির প্রত্যাশা মানুষই যেন একে রাখে বাসযোগ্য সুস্থ্য সুন্দর।

'সেই অস্ত্র' কবিতার রচয়িতা আহসান হাবীব। বিশ্বময় অব্যাহত ধ্বংসলীলা কবিকে বিচলিত করে উদ্বেলিত করে। তাই কবির প্রার্থনা

> সেই অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও/যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে/পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র হবে আনত/ যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে/অরণ্য হবে আরো সবুজ/নদী আরো কল্লোলিত/পাখিরা নীড়ে ঘুমাবে। [১৭৪]

কবির ভাষায় সে অস্ত্র হলো

> সেই অমোঘ অস্ত্র ভালোবাসা। [১৭৫]

কবি ভালোবাসার দ্যুতি ছড়িয়ে বিশ্বের বিনাশী শক্তিকে নির্মূল করতে চান। পৃথিবীর মানুষ শান্তি প্রত্যাশী। সে যে স্থানেই অবস্থা করুক না কেন শান্তিই তার আরাধ্য কাম্য।

বিশ্বময় শান্তির অন্বেষায় ন্যাসিমা সুলতানা 'দুদণ্ড শান্তির জন্য' কবিতায় শত ব্যর্থতা সত্ত্বেও জাতিসংঘের কাছে প্রত্যাশা করে শান্তির।

> তবু তুমি জাতিসংঘ, শান্তি শান্তি ওম/দুঃখ পেলেও দু'দণ্ড শান্তির জন্যে আমি তোমার কাছেই যাই। [১৭৬]

কবি মানুষের মৌলিক চাহিদা পুরনে জাতিসংঘকে যুদ্ধ এড়িয়ে শান্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

। বর্ণবাদ এ সময় কলঙ্কতিলক লেপন করে বিশ্ব সভ্যতায়। দক্ষিণ আফ্রিকার শেতাঙ্গ সরকার ন্যাংগাভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিগ্রোদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালায়। কেনেথ কাউন্ডা, নেলসন মেন্ডেলাসহ হাজার হাজার নেতা কর্মীকে জেলে আটকে রাখা হয়। 'কালো' মানুষের মুক্তির কথা বলতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয় অসংখ্য, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী কবি সাহিত্যিকদের। তরুণ কবি বেঞ্জামিন মঁলয়েস তাদের মধ্যে অন্যতম। শেতাঙ্গ সরকার অন্যায়ভাবে বর্বরোচিতভাবে তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। মঁলয়েস এর হত্যাকাণ্ড সারা বিশ্বে বির্তকের ঝড় তুলে। বাংলাদেশে এর ঢেউ লাগে জোরালোভাবে। বুদ্ধিজীবী কবি সাহিত্যকসহ সর্বস্তরের জনতা এর প্রতিবাদ জানায়। শিহাব সরকার লেখেন 'যারা কবিকে ফাঁসি দেয়' কবিতা। কবিতায় শেতাঙ্গ শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা আর প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়

> যারা কবিকে ফাঁসি দেয়/ জানে না কবির রক্ত লাল টগবগে লাভার স্রোত/ছুটে যাবে দশ দিগন্তের দিকে। [১৭৭]

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাচার করে, প্রাণবধ করে কোন আন্দোলন দমানো যায় না। 'কালো' মানুষের মুক্তির আন্দোলন বারুদের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে সমগ্র আফ্রিকায়। বর্ণবাদ কি জঘন্য ভেদাবেদ সৃষ্টি করে তার উদাহরণ জাহিদ হায়দার রচিত 'তুমি তো মানুষ বন্ধুতা দাও' কবিতা। ঘটনা এ রকম

> কেলের বিশেষে আফ্রিকার দুটি শিশু/দু'দিক থেকে একটি উপবনের মধ্যে হারিয়ে গেলো [১৭৮]

দীর্ঘ খোজাখুজির পর তাদের আবিস্কার করে অভিভাবকগণ

> শিশুরা দ্যাখে দু'জন মানুষ দৌড়ে আসছে ওদের দিকে/ দু'জন মানুষ চারটে শাদা হাত/ শাদা শিশুকে বুকে জড়িয়ে হাজার বার বলে/ ও নিশ্চয়ই তোমাকে এনছে এখানে। ও নিশ্চয়ই খুন করতে চেয়েছে তোমাকে।/শাদা শিশুর কণ্ঠস্বর/আকাশ বাতাস অরন্যময় অন্ধকার/ফাটিয়ে প্রতিবাদ করে।/দুটো শাদা কণ্ঠস্বর প্রশ্নকরে দ্যাখোনি ওর গায়ের রং? [১৭৯]

শিশু দুটো-ই। পার্থক্য শুধু গায়ের রঙে। রঙের এ পার্থক্য তাদের জীবন যাত্রাকে করেছ দ্বিমুখী।

ঙ. নগরচেতনমূলক

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ঢাকা প্রসিদ্ধ নগরী। মোঘল আমলে এ (১৬১০ সালে) শহর প্রথম দেশের রাজধানীর মর্যাদা পায়। ব্রিটিশ আমলে কলকাতায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হলে ঢাকার জৌলুষ অনেকটা কমে আসে। 'বঙ্গভঙ্গ' আমলে স্বল্পকালের জন্য 'ঢাকা' পুনরায় বাংলার রজাধানী প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ হলে পূর্ব বাংলার রাজধানী হয় ঢাকা। মূলত এ সময় থেকেই ঢাকা নগরীর পরিসর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সামন্ত অর্থনীতির বিলোপ, নদী ভাঙন, কর্মসংস্থান, বিলাসী জীবন যাপন, কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদি কারণে এ সময় ঢাকা শহরের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে গাণিতিক হারেরও বেশি গতিতে। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর ঢাকা ক্রমে মহানগরীতে রূপ নেয়। '৮০র দশকে ঢাকা শহর প্রায় সত্তর লক্ষ অধিবাসীর পদভারে প্রকম্পিত। বিপুল পরিমানের এ জনসংখ্যার চাপ ক্ষুদ্রায়তনের এ নগরী সইতে অক্ষম সঙ্গত কারণেই। অপরিকল্পিত বসতিস্থাপন, খোলা জায়গা, খাল বিল, ভরাট করা, গাছ কেটে ফেলা, গাড়ির কালো ধুয়া, নর্দমা, খোপড়ি বসতি সুস্থ নগর জীবনকে বিষয়ে তুলে। এ প্রেক্ষিত উঠে আসে কবিতার ছত্রে ছত্রে। সৈয়দ হায়দার রচিত 'ঢাকায় বসবাস' কবিতায়-ঢাকা নগরীর ক্রম বর্ধমান নিষ্ঠুরতা ক্রূঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। নাগরিকদের মধ্যে ক্রমহ্রাসমান মানবতা সৌহার্দ্য সম্প্রীতি সহমর্মিতার অভাব কবি লক্ষ করেছেন নিরন্তর। আবাস গড়ার লক্ষে নাগরিকরা কেটে ফেলছেন বৃক্ষ, ভরাট করছেন জলাশয় বিপন্ন করছেন পরিবেশ। কবি দেখেছেন শহরে দু'ধরনের মানুষের বসবাস

> কতিপয় স্বর্গবাসী কেবল মেধার বলে/ অবাধ চলাফেরা করে। অন্যরা অত্যন্ত সাধারন। যারা স্বর্গবাসী তাদের বউঝিদের ভিড় জমে বিপণী কেন্দ্রগুলোকে 'বিপণী কেন্দ্রে নারী আর গাড়ীর ভিড়ে/ জিদ ধরা ষাঁড়েরা পাছা দেখিয়ে দাড়ায় / লাথি খায় হাত-পা কাটা/লাশের মতো পড়ে থাকা কিছু মানুষ।

এই মানুষদের প্রতি কবির দরদ। মানুষদের নিয়ে আফসোস

> ঢাকায় বসবাস রীতিমত বীরের পরিচয়/বাসমান ভেলার মতো জীবন। [১৮০]

অনুরূপ শিহাব সরকারের 'ঢাকা' কবিতাটি। কবি ব্যথিত হৃদয়ে ঢাকাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। ক্রম বর্ধমান- পরিধি ঢাকার মানুষের পদভারে প্রকম্পিত। একদা সদা লজ্জাবনত শ্যামল-ঢাকা

> কোন কালে ঢাকা নাকি ছিলো ঘুমটাটানা বালিকাবধূ [১৮১]

এ উক্তির মাধ্যমে কবি বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী প্রাচীন ঢাকার অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা বলতে চেয়েছেন। যা সভ্যতার করাল গ্রাসে আজ বিলুপ্ত ,বিষাক্ত, কলুষিত

> চাই না আমি এইসব প্রসাধন আর নৃত্যকলার চর্চা/ দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার/ ফিরিয়ে দাও আমার ঐ লজ্জাবনত বালিকা বধুর দিন বিলাপ শুনে ভেঙে গেলো/ মধ্য রাত্রের পার্কে বসে ক্লান্ত নষ্ট নারীরা ভাবে/এখন কোন দিকে যাবে-পূর্বে না পশ্চিমে [১৮২]

ঢাকা নগরীর ইত্যাকার অপসামাজিকতা কবির হৃদয়কে ব্যথিত করে উদ্বেগ করে।

ঐতিহ্যবাহী ঢাকার স্বপ্নে বিভোর হন আবদুল মান্নান সৈয়দ 'একগুচ্ছ' কবিতায়। কবি ঢাকা নগরীকে দেখছেন ঐহিহ্যের নিরীখে। 'ঘোড়াগুলি' কবিতায় ঢাকার রাজপথে বিস্মৃত প্রায় ঘোড়া, প্রাচীন নিদর্শনাদির বিলুপ্তিতে কবির আর্তনাদ প্রকটিত। কবির শৈশবের ঢাকা-কোথায় যেন হারিয়ে গেল তাই তার আকুতি

> অঘ্রাণের ঘোড়াগুলি আমি ফেরৎ চাই,/ আমার ফেরৎ চাই ব্রিটানিয়া সিনেমার পাশে/পামগাছে যে তারকা আটকা পড়েছে, সেই তারকাগুলি চাই,/ সেই ঘোড়াগুলি চাই কৈশোরের রাস্তায় ঘাসে। [১৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

নস্টালজিয়ায় আবিষ্ট কবি ঢাকার পথে ঘোড়ার খুড়ের টাগবগ শব্দ শুনতে উন্মুখ। 'গ্রীনরোড' কবির ঐ একই সরল রেখার কবিতা। কবি বারবার ফিরে যাচ্ছেন গ্রীনরোডের প্রাচীন নাম কুলি রোডে। যেখানে হাটু অবদি ডুবানো থাকতো ধূলোয়। রাস্তার দু'পাশে অড়হরের খেত। সেই খেতে বাস করতো খরগোস ইত্যাদি। অথচ আজ সে সবের চিহ্নও নেই। গড়ে উঠেছে বড় বড় বিল্ডিং

> আমগাছ জামগাছ কাঁঠাল গাছের শ্যাম/ ক্রমাগত মুছে মুছে তোমার দু'পাশে উছে আসছে করুন বিল্ডিং/ নিভে যাচ্ছে ঘাস, উবে যাচ্ছে নিবিড় বৃষ্টির দিন [১৮৪]

'রিকশা' নামক কবিতায় রৌদ্রোজ্বল দিনে রিকশা করে ঘুরে বেড়ানোর অনাবিল অনুভূতি প্রকাশিত।

ঢাকা শহরের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশেও চলে সুকুমার বৃত্তিচর্চা। মননশীলতার ধারা থাকে অব্যাহত। শহরের এই ইতিবাচকতা শুধু হৃদয়সংযুক্তই নয়। পরিবেশেও পড়ে এর প্রভাব। তাই নাসির আহমেদ লিখেন 'সাহসী' গোলাপ চারা কবিতা। নগরীর গাছপালা-গার্ডেন ভেঙে যখন তৈরী হচ্ছে বড় ইমারত রাস্তা তখন তেতলায় মাটিহীন ইটের উপর ক্রমশ বেড়ে ওঠা গোলাপ চারাকে অভিহিত করেছেন তিনি সাহসী বলে

> একটি নীরিহ গোলাপের চারা কী দুঃসাহসে ওই তেতলা বাড়ির পানির পাইপ ঘেঁযে মেলেছে শিকড় [১৮৫]

শুধু শেকড়ই নয়

> স্বপ্নের মতো সুকোমল কিছু কুঁড়ি ও এসেছে ডালে। [১৮৬]

শহরের

> পরমাণু যুগে পেট্রোল আর পোড়া ডিজেলের [১৮৭]

মাঝ থেকে গোলাপের এই বেড়ে ওঠাকে কবি সাহসী পদক্ষেপ হলেও স্বাগত জানিয়েছেন।

চ. সমকালীন রাজনীতিবিষয়ক

'৮০র দশকে বাংলাদেশের রাজনীতি ছিল দ্বন্দ্বমুখর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস, সংঘাত, নেতৃত্বের পরিবর্তন, স্বৈরাচারী সরকার কায়েম ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে ক্রিয়াশীল। গত দশকের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এ দশককেও আলোড়িত করে। প্রতিষ্ঠিত আওয়ামীলীগ, বামধারা, জামাত-ই ইসলামী বাংলাদেশের পাশাপাশি নবগঠিত বি.এন.পি পুরো দশকের রাজনীতিকে সক্রিয় রেখেছে। বি.এন.পির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান '৮১ সালের ৩১শে মে চট্টগ্রামে কতিপয় বিপথগামী সামরিক বাহিনীর সদস্যের হাতে নিহত হলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। ৮২'র মার্চ মাসে নির্বাচিত সরকারকে পদচ্যুৎ করে সামরিক বাহিনীর প্রধান লে.জে. এরশাদ ক্ষমতাসীন হন। অসাংবিধানিক পন্থায় এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে-ই সকল রাজনৈতিক দল এর বিরোধীতা করে। শুরু করে স্বৈরাচার পতনের দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অন্যান্য গণতান্ত্রিক চেতনার সুধীজনের সাথে সাথে কবিগণকে ও অনুরোণিত করে, বিক্ষুব্ধ করে, ব্যথিত করে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে কবিতার চরণে চরণে। গণতন্ত্রকে প্রিয়তমা অভিহিত করে শামসুর রাহমান লেখেন 'পরিবর্তন' কবিতাটি। কবি প্রিয়ার অনুপস্থিতিতে বিস্বাদ লাগে শহরের সবকিছু

> এই তো ক'দিন মাত্র তুমি নেই এ শহরে, অথচ আমার/মনে হয়, অনেক আলোকবর্ষ তোমাকে দেখি না। কত যে সভ্যতা লুপ্ত হলো তারপর ও শুনি না তোমার কণ্ঠস্বর এবং তোমার আশ্চর্য হাসির জলতরঙ্গ বাজে না যুগ যুগ ধরে [১৮৮]

প্রিয়তমার এ বিচ্ছেদে শহরের গাছ পালা পশু পাখি এমনকি খাবারের দোকান অথবা বিউটি পার্লারও কবির কাছে শোকে ম্রিয়মান মনে হয়। এ শহরকে নিয়ে তাই কবির উপলব্ধি

> এ কেমন শহরে এখনো বেচে আছি? হিংস্র ধুধু মরুভূমি /ঢাকাকে করেছে গ্রাস প্রেতায়াত অলিগলি। যায়,/দিন যায়, রাত কাটে ছায়াময়তায়, চতুর্দিক/ কী নিশ্চুপ, এমন কি কুকুরের ডাকে/ সীমাহীন নৈশ নিস্তব্ধতা একবার ও চমকে ওঠে না। [১৮৯]

সানাউল হক খান 'বিরাগী উচ্চারণ' কবিতায় স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেন। স্বৈরাচারী সরকারের প্রতিনিয়ত অনাচার দুরাচারে অতীষ্ট কবির স্বস্তির জায়গা নেই কোথাও- 'কোথাও যাই না', কেন যান না কবি। অব্যাহত অসত্যের কারণে শুনেন না টি.ভি রেডিও। শোনে না তিনি বি.বি.সি. ভোয়া, আকাশবাণীও কারণ

> শোনার মতো কিছু নেই, কিছুই নেই। [১৯০]

তাই বলে নিরাশ নন কবি।

Dhaka University Institutional Repository

ভবে হাঁ যাবো সেখানে যাবো' যখন সবকিছু হবে স্বাভাবিক। অনুকূল 'দেখবো একদিন/মতিঝিলের বিশাল শাপলার ওপর/থরে থরে বসে থাকা বিরাগী ভ্রমরের দল/শুনবো গুন গুনঃ আমার সোনার বাংলা [১৯১]

কবির এ প্রত্যাশা পূরণে প্রয়োজন আপামর জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। সংগ্রামের এরূপ প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন কবি সোহরাব হাসান 'ঐ যে মিছিল যায়' কবিতায়। বাঙালি জাতির ইতিহাস মূলত সাধারণ মানুষের ইতিহাস। দেশের উদ্ভব ও বিকাশে এ দেশের তাঁতী জেলে কামার কুমার ছাত্র তরুণ শিক্ষক বুদ্ধিজীবী প্রমুখের ভূমিকাই প্রধান। কবি 'ওই যে মিছিল যায়' কবিতায় বাংলার আপামর মানুষের অংশগ্রহণে অগ্রসরমান মিছিলের কথা বলেছেন দীপ্ত উচ্চারণে

ওই যে মিছিল যায়' কে যায় মিছিলে?/ ভূমিহীন চাষী নায়ের মাঝি ক্ষেতের মজুর/বনেদী জেলে/ কামার কুমার/যায় সে মিছিলে। [১৯২]

কেন যায় মিছিলে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সাধ পূরণের লক্ষে।

স্বপ্নভাঙা/মানুষের/স্বপ্ন ও আশা/দুঃখ বেদনা/অতীত-আগামী/ যায় সে মিছিলে। [১৯৩]

মিছিলের সার্থকতা নিয়ে সন্দিহান কবি সৈয়দ হায়দার। 'বহু বিঘ্ন শান্তিতে' কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন বোধসম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করে সফলতা পাওয়া যায়। কিন্তু যে নির্বোধ, বেহায়া তাকে কীভাবে সরানো যায়। স্বৈরাচারী সরকার তার চাটুকারদের নিয়ে এমন সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে যাকে শয়তানের রাজ্য বললে ভুল হবে না। তাই কবি বলেন

এক শয়তান এক লক্ষ ভদ্রলোকের সমান/ আর যদি একদলে মিলে চলে পাঁচ শয়তান/কার সাধ্য জন জীবনে মানবতার পক্ষে আনে/ ফুলবাদে শুধু কাঁটা ফুটে থাকে গোলাপের গাছে। [১৯৪]

ভদ্রবেশী এ শয়তান সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সকল আয়োজন সম্পন্ন করতে কুণ্ঠিত হয় না।

ছ. অনুবাদমূলক

১৯৮০র দশকে দৈনিক 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীতে বাংলা সাহিত্যের নিয়মিত বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি প্রচুর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। যে কোন সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে অনুবাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ মূলত অনুবাদেরই যুগ। এ সময় আরবি, ফার্সি, উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা থেকে প্রচুর কাব্য বাংলায় অনূদিত হয়। মহাভারত, রামায়ণ, পদ্মাবতী, মধুমালতী সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামান, লায়লী মজনু, শিরি ফরহাদ, এ জাতীয় প্রচুর জনপ্রিয় কাব্য মহাকাব্য বাংলায় অনুবাদ করা হয় সে যুগে। আধুনিক যুগেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। এ পর্যায়ে মূলত ইংরেজি ভাষার সাহিত্য-ই বেশি অনূদিত হয়। এই সময় ল্যাটিন বা ফ্র্যান্স ভাষার সাহিত্যও অনুবাদ করা হয় ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। ইংরেজির পাশাপাশি চীনা, জাপানি প্রভৃতির ভাষার সাহিত্যকর্মও বাংলায় অনুবাদ করা হয়। এই পর্যায়ে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় এম লোয়েলের একটি কবিতা যা 'ম্যাডোনা' নামে অনুবাদ করেন আলম খোরশেদ। প্রিয়তমা ম্যাডোনাকে খোঁজে কবি সারাক্ষণ সর্বত্র

সারাদিক কাজ করে/ এখন আমি ক্লান্ত/আর তাই চীৎকার করে বলি, তুমি কোথায়?/ কিন্তু কবি কোথাও তাকে খুঁজে পায় না। ১৯৫

ঘরের আসবাবপত্র বিছানা যা যেমনি ছিল তেমনি আছে নেই শুধু তার প্রিয়তমা। হঠাৎ কবি তার চেতনায় কৃষ্ণচূড়ার নীচে দণ্ডায়মান দেখেন ম্যাডোনাকে। সে যেন তাকে বলছে ফুলগাছগুলোর যত্ন নিতে সংসারের সে যা কিছু রেখে গেছে তার পরিচর্যা করতে। কিন্তু আবছায়ার সেই প্রিয়াকে ধরতে গেলেই মিলিয়ে যায় বাতাসে যেখানে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি ছাড়া আর কিছু থাকে না।

তোমার পায়ের কাছে আমি আমি হাঁটু গেড়ে বসি,/আর সঙ্গে সঙ্গে চরাচর কাঁপিয়ে একযোগে বেজে ওঠে মন্দিরের সবগুলো ঘণ্টা। [১৯৬]

এক বিরহকাতর প্রেমিকের আর্দ্র হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি ম্যাডোনা কবিতাটি।

গর্সিয়া লোরকারের বিখ্যাত একটি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন সৈয়দ মনজুরুল হক 'কিউবার নিগ্রোর স্বপ্ন' নামে । ফ্যাসিস্টবিরোধী কবি গর্সিয়া লোরকা। পৃথিবীর যেখানেই অন্যায় অত্যাচার- প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠেছে সেখানেই। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ কিউবার প্রতি কবির মন বেদনার্ত। তিনি ওখানকার সাধারন মানুষের সাথে মিশে যেতে চান। চান অনুকূল পরিবেশ

এ রাত যদি হয় জ্যোৎস্নাময়/ আমি যাব সান্তিয়াগো কুবা/ আমি যাব সান্তিয়াগো।' সমুদ্রের ফেনা সরিয়ে কবি যেতে চান সেখানকার আকাশ বাতাস ভালবেসে 'সমুদ্রের বাতাস আর মদের ঘ্রাণে/ আমি যাব সান্তিয়াগে/ প্রবাল আর তন্দ্রার স্বপ্নে/ যাব আমি সান্তিয়াগে/ বালিয়াবাড়ি আর হোয়ারের টানে/ আমি যাব সান্তিয়াগো। [১৯৭]

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লব দেশে দেশে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাধিত হয়। কিউবার বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের উৎসাহ দিতে প্রেরণা দিবে।

চেক প্রজাতন্ত্রের প্রথম কবি ইয়ারোস্লাভ যিনি ৮৩ বছর বয়সে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সম্প্রতি প্রয়াত এ চেক কবির ষাট এবং সত্তরের দশকের কবিতা থেকে দুটি কবিতা 'শুধু একবার' ও 'কবি হওয়া' নামে অনুবাদ করেন অসিত রবন দে প্রেমের কবি, সৌন্দর্যের কবি -তার কবিতায় স্বর্গ খুঁজছেন একটু হাসি, অথবা একটি সুন্দর মুখের মাঝে। তার মতে স্বর্গ আর কিছু নয় সুন্দর মুখের হাসিই স্বর্গ

> নরক আমার চিনা/ সর্বত্র দুপায়ে ঘুরে বেড়ায় /কিন্তু স্বর্গ কোথায়?/ হয়ত স্বর্গ আর কিছুই নয় ? শুধু একটু কারো হাসি/ যার জন্য আমরা সবাই এতাদিন/ অপেক্ষা করেছিলাম/ আর মিষ্টি একটা মুখ/ যেটা ফিস ফিস করে আমাদের নাম ধরে ডাকে। তারপর সেই অনন্ত মুহূর্তে আমরা / ভুলে যেতে পারি নরককে [১৯৮]

কবিতায় কবির কবি হয়ে ওঠার জন্য শত সাধানার কথা বলা হয়েছে। কবি, গুরু ধরেছেন, ব্যাকরণ পড়েছেন কঠিন কঠিন শব্দের মালা তৈরি করেছেন তবু কবিতা হয় নি। অথচ কবিতার জন্য তিনি নারীর উড়ে যাওয়া চুল তার সুন্দর হাসি অথবা আড় চোখে চাওয়া কোন দিন লক্ষ করেন নি

> বৃথাই হাজার চিন্তা খুঁজে মরলাম/ ভিরমিখাগার মত চোখ বন্ধ করলাম/ নিজের প্রথম কবিতা শোনার জন্য।/ অন্ধকারে শব্দের স্থানে/দেখলাম নারীর হাসি ও /হাওয়ায় উড়ে যাওয়া সোনালী চুল / 'আর আমার সেই ভাগ্যের/ পেছনে সারা জীবন/ প্রাণপণে ছুটে বেড়ালাম [১৯৯]

অনুবাদক ইয়ারোস্লাভের স্বরূপ ধরার চেষ্টা করেছেন। পূর্ব ইউরোপের কবিতায় আধ্যাত্মিকতা প্রচলিত নয়। আলোচ্য কবি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

'গিটারে বিলাপের সুর' নাম দিয়ে নিকোলাস গিয়েনের কবিতা অনুবাদ করেন মতিউর রহমান। কিউবার সফল বিপ্লবের পর চে গুয়েভারা সারা ইউরোপসহ ল্যাটিন আমেরিকার বলিভিয়ায় যান সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষে। কিন্তু ১৯৬৭ সালের ৯ই অক্টোবর বলিভিয়ার জঙ্গলে গুলিবিদ্ধ হন চে, নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয় তাকে। এ হত্যাকাণ্ড সারা বিশ্বের সমাজতান্ত্রিকদের হৃদয় বিদীর্ণ করে। কিউবার জাতীয় কবি নিকোলাস গিয়েন তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ গীতি কবিতাটি রচনা করেন

> ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ার/ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ার/ সশস্ত্র তুমি রাইফেল নিয়ে/ যে রাইফেল প্রস্তুত আমেরিকায়/ ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ার/ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ার/ যে রাইফেল আমেরিকার। [২০০]

সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার মদদে এবং অর্থায়নে বলিভিয়ার সরকার চে'কে হত্যা করে। ব্যক্তি চে' র মৃত্যু হতে পারে। কবির দৃষ্টিতে তাঁর নীতি আদর্শ অমর। তাই তিনি লেখেন

> কিন্তু নিশ্চয় তুমি লিখবে তখন/ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ার/হত্যা করতে পারে না ভাউকে কেউ/ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ার/ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ার/ক্ষুদে সেনা বলিভিয়ায়/ হত্যা করতে পারেনা ভাউকে কেউ। [২০১]

চে' গুয়েভার বেঁচে আছেন লক্ষ কোটি নিপীড়িত মানুষের অন্তরে, চোখের তারায় তারায়। অনুবাদটি চমৎকার। বাংলাছন্দের স্বকীয়তার মতিউর রহমান এ গীতি কবিতাটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

জার্মান কবি আরামিন মূলার এবং উঙে বেরগের কবিতা অনুবাদ করেছেন সানাউলক হক । আরামিন মুলারের একটি কবিতা কবি বাংলায় অনুবাদ করেন 'রূপকথার গল্পকার' শিরোনামে। আলোচ্য কবিতায় এমন এক রূপকথার গল্পকারের কথা কবি বলেছেন যার আগমন ও নিগর্মন কেউ দেখতে পায় না

> কেই জানে না। কোত্থেকে সে আসে। কিন্তু তুমি তোমার চোখ খুলতে না খুলতে/ সে চম্পট হাওয়া [২০২]

কবি হতাশ নন। এই নিরুদ্দেশ গল্পকারকে হয়তো আবার পাওয়া যাবে

> বড় দিনের মেলায়, হয়তো/ তুমি তাকে আবার দেখতে পাবে। [২০৩]

কিন্তু আশংকা আছে তিনি আর বেঁচে নেই। সংগোপনে থেকেই তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন

> পর্বতের ওপারে আমার সমকালীনরা/ শোনো/ দানবের বিরুদ্ধে জাগো/ যারা আমাদের পিতৃহন্তাকারী, জাগো মুখোশী মুখোর/ একচক্ষ ঘৃণার বিরুদ্ধে।/ তাদের ঝাঁঝরি বিদীর্ণ করে/ ধাতব ভীতিকে নদীতে নিক্ষেপ করো/ তোমাদের নাম লেখো/ চিমনির স্তুপে।/ জাগো! [২০৪]

কবি মানুষের আত্মার উদ্বোধন চেয়েছেন সত্য সুন্দরের স্বপক্ষে।

টঙে বেরগের কবিতাগুলো যে নামে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে সেগুলো হল 'মরীয়া লোকটি, লোকগাথা, প্রতিটি মুখ, মৃত্যুতে যারা জীবিত তাদের প্রতি, 'হাতজোড়া' প্রভৃতি। কবিতাগুলোয় মানুষের মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী চেতনার কথা বলা হয়েছে

> তোমরা বেঁচে আছ আমাদের মধ্যে, আমরা/ যারা জীবিত এবং যাদের অস্তিত্ব / বেঁচে থাকার নামে পরিচিত/শুধু সে পর্যন্ত আমরা যদ্দিন তোমাদের মনে রাখি। [২০৫]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ তার উত্তরপুরুষের মাঝে বেঁচে আছে বেঁচে থাকবে।

চীনা কবি ঝাওনান, লুলি, ফেঙ, সুফেঙ ও পিয়ান জোলিনের একটি করে কবিতার অনুবাদ করেন ফয়েজ আহেমদ। ফয়েজ আহমদ চীনা কবিতা অনুবাদে সিদ্ধহস্ত। কবিতার বিষয়বস্তুকে স্বকীয় উপাদানে অম্বিষ্ট করে পাঠকের সামনে তুলি ধরেন তিনি

> আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে তুমি যাবে আমার মাকে দিও কয়েকটি পাপড়ি,/ তাঁর শুভ্র কেশ যেন আচ্ছন্ন করতে পারে না।/ আমার বোনকে দিও কয়েকটি/ যেন সে খুজে রাখতে পারে চুলে/ আয়নার সম্মুখে তার তারুণ্যের হাসি/ ফুটে উঠবে। [২০৬]

আব্দুস সেলিম বের্টল্ট ব্রেখট এর দুটি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন 'জলন্ত গাছ ও বেশ্যা এভেলিন রোরগাথাঁ' নাম দিয়ে দৈনিক 'সংবাদ' সাময়িকীতে। মূলত নাট্যকার হিসেবেই খ্যাত বের্টল্ট ব্রেখট (১৮৯৮-১৯৫৬)। কবিতা প্রকাশে ব্রেখট এতোটা আগ্রহী ছিলেন না যতটা ছিলেন নাটকের বেলায়। কবিতা দুটিতে তার কাঠিন্য ও কোমলের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে

> বহু উচুঁতে ছড়ানো ঋজু, আতঙ্কিত ডাল পালা/ কালোকে ঘিরে নৃত্যরত লাল।/ এক ঝাঁক স্ফুলিঙ্গের ভেতর সে।/ কুয়াশার মাঝ দিয়ে আগুনের বিশাল ঢেই ভাসিয়ে নেয়।/ ভয়ার্ত শুকনো পাতা সব মাতালের মতো নাচে/ উল্লসিত, মুক্ত, ছাই হয়ে যাবে/ প্রাচীন কাণ্ডের চারধারে নিরাশ নীরবে। [২০৭]

স্বর্গীয় সুখ প্রত্যাশী কবির মন কিন্তু এভোলন রোর নৃত্য তাকে ভ্রষ্ট করেছে চ্যুত করেছে লক্ষ থেকে

> রাতে সে নাচে, দিনেও নাচে/ ভেসে যায় সে ভীষণ অবসাদে/ ওগো কাপ্তান, কখন ভিতবে এ তরী/ পবিত্র সে প্রভুর ঘাটে?' কিন্তু প্রভুর ঘাটে পৌঁছার আগেই পাপবিদ্ধ হয় কাপ্তান, কবিতায় দুনিয়ার সুখ ভোগকে এভিলিন রোর সঙ্গে প্রতি তুলনা করে স্বর্গীয় সুখ বঞ্চিত হাওয়ায় আফসোস প্রকাশিত হয়েছে। 'যীশু হে প্রভু, মিলবে না দেখা তোমার / আমার এ শরীর পাপে হয়েছে ভার/ তুমি তো আসবে না এই বেশ্যার কাছে/ আমি তো হয়েছি নষ্টা অপার। [২০৮]

বাংলাসাহিত্যের বাউল সুর প্রতিধ্বনিত বের্টল্টের এ কবিতায়।

প্যালেস্তানি কবি মাহমুদ দারবীশ এর দুটি কবিতা 'দ্বৈরথ' ও 'আশা' নামে অনুবাদ করেন শামসুর রাহমান। মধ্যপ্রাচ্যের অগ্নিঝরা ঘটনাবলির শব্দচিত্র দ্বৈরথ এবং আশা কবিতা দুটি। শামসুর রাহমান তার স্বভাব সুলভ শব্দ চয়নের মাধ্যমে এ দুটি কবিতা অনুবাদ করেছেন। দু'জনই সু-বিখ্যাত কবি। দ্বৈরথ কবিতায় কবি যুগপদ কাব্য রচনা এবং এর মাধ্যমে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন

> কবিতা আমার কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হবে গান হয়ে।/ জেলখানার সেলে/ গোসলখানায়/ আস্তাবলে/ চাবুকের নিচে/ হাতকড়ার মাঝখানে/ শেকলের খিচুনিতে/ আমার সংগ্রামের গান গাইবার জন্য আমার ভেতরে/ বসত করে হাজার হাজার বুল বুল। [২০৯]

অন্যদিকে 'আশা' কবিতায় কবির প্রতীতি হয়তো একদিন পুরণ হবে স্বপ্ন

> এখনো তোমার বাড়িতে আছে একটি মাদুর এবং দরজা/ দরজা বন্ধ করে রাখো আর/ শিশুদের বাচাঁও ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে।/ বড় ঠাণ্ডা এই হাওয়া,/ আর শিশুদের অবশ্যই ঘুমানো দরকার। এখনো আগুন জ্বালানোর জন্যে কিছু কাঠ আছে তোমার/ আছে কফি/এবং লেলিহান অগ্নিশিখা। [২১০]

মধ্যপ্রাচ্যের স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ বয়ে বেড়াচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। লক্ষে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত এ স্বপ্ন বুনতে থাকবে এ প্রত্যয় প্রকাশিত কবিতায়।

জ. অন্যান্য

উপরোল্লিখিত বিষয় ছাড়াও এ সময়কার কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন উপাদানের সংশ্লিষ্টতা লাভ করে। ব্যক্তিক অনুভূতি, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গে শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ রফিক, রুবী রহমান, নাসির আহমেদ প্রমুখ লেখেন হৃদয়গ্রাহী কিছু কবিতা। সভ্যতার ক্রমপ্রসারে কর্মের পরিধি বৃদ্ধি পায় এ শতকে। উদয়াস্ত-ই এখন আর কর্মঘন্টা নয়। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে যাপিত জীবনকে হিরন্ময় করতে এদেশের মানুষ কাজ করতে কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু বিশ্রাম কাজের অনুপ্রেরণাদায়ক। সমস্ত দিনের শেষে রাত নামলে চোখের পাতায় ভর করে ঘুম। এলিয়ে দেয় শরীর বিছানার নরম পরশে। কিন্তু কবি সানাউল হক এর ব্যতিক্রম। বোধ হয় পৃথিবীর সকল কবির-ই প্রিয় সময় রজনী। রাত যত গভীর হয় ভাবের প্রগাঢ়তাও ততবৃদ্ধি পায়। 'অভিযাত্রী আয়ু' কবিতায় কবি সানাউল হক এ কথাই বলতে চেয়েছেন। কবির কবিতা প্রসবের নিত্যসঙ্গী রজনী। এ সময় সাহিত্যের নানা পসরা সাজাতে ব্যস্ত তিনি। তাঁর এ ব্যস্ততার সহচর অভিযাত্রী আয়ু। আয়ু মানুষের নিত্যতার অনুষঙ্গ। আত্মা বা অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় 'আয়ু' শব্দের মাধ্যমে। কবির আয়ু অভিযাত্রী। চলমানতাকে সচলতাকে

Dhaka University Institutional Repository

ধারণ করার অভিলাষ কবির আজন্ম। কারণ কবি অনুভব করেন তাঁর রচনাই পৃথিবীর সম্পদ। রবীন্দ্র ভাবনার অনুস্মরণে কবি তাই উচ্চারণ করেন

> *অভিযাত্রী আয়ু/ নিশ্চিত যেমন সঞ্চারী পৃথিবীর জলবায়ু।* ২১১

বিচিত্র ভাবের সমাবেশ ঘটে কবি মুহম্মদ নূরুলহুদা রচিত 'নগ্ন নধর কান্তি' (কবিতায়। কবির ব্যক্তি ইচ্ছার ছন্দোবদ্ধ প্রতিস্থাপন 'নগ্ন-নধর কান্তি' কবিতাটি। একদা কবিও তাঁর সঙ্গী (রাজা) নদী মাতৃক বাংলাদেশের ভূগোল অর্থাৎ দেশ ভ্রমণে বের হন। দেশের দৃশ্যাবলি কবিকে বিমোহিত করে। শান্তির অন্বেষায় তিনি মগ্ন থাকেন। একে খুঁজেন স্থান থেকে স্থানান্তরে। কবির ভাষায়

> নদী মাতৃক একটি ভূগোল/ঘুরতে ঘুরতে আমি ঘুরে এলাম/ উড়তে উড়তে আমি উড়ে এলাম/ কখনো দুপায়া আমি/কখনো দু'পাখা /এই ঘোরাঘুরি/এই ওড়াওড়ি/ওম শান্তি। ওম শান্তি. ওম শান্তি। ২১২

কবি দেখেছেন নদী গিরি পর্বত- দেখেছেন জনতা জনপদ। কখনো হয়েছে বিস্মিত, কখনো হয়েছেন বিমোহিত কখনো বা উদ্বেলিত

> আড়োআড়ি খাড়াখাড়ি/নদীর দু'পাশে দুই বহমান তীর/ তীরের ভিতরে ঢালু,/ঢালুর ভেতরে দুই বেগনা শরীর,/একজন কিশোর মতো, একজনযুবক/ কিশোরটি যেন পাখি, যুবকটি থাকি/দেখতে দেখতে /আমি ও হয়ে উঠি যুগলতা, আমি নগ্নমধুরকান্তি---/ওম শান্তি। ওম শান্তি। ওম শান্তি। ২১৩

কবি তার বিচরণ পথে যা দেখেছেন তাতেই নিজেকে বিলীন করেছেন একাত্মতা ঘোষণা করেছেন সর্বোপরি শান্তি প্রার্থনা করেছেন। ভূগোল পরিভ্রমণে তিনি টেনে এনেছেন মিথকে ঐতিহ্য কে

> শুনুন/আমি আর্য-অনার্য-শক-হুন/আমি এক মুসলমান ব্রাহ্মণ/ আমি রহিমালী ও রাবন/আমি গীতা তুরেও গীতবিতান/আমি বালিশবিহীন সীতার শিক্ষান/আমি কলিজার টুকরা-আলখেল্লা/আমি মোল্লা মৌলভী লাল কেল্লা/ আমি কিসসা কাহিনী লাল বাহিনী/তবে আমি এসব কিছু নই আমি ছিলাম/ আমি এসব শুধু দেখেছিলাম/দেখতে দেখতে খসিয়ে ছিলাম। শরীরের তাবৎ ক্লান্তি/ ওম শান্তি। ওম শান্তি ওম শান্তি। ২১৪

কবির এ লব্ধচেতনার সাথে তার বন্ধু রাজার উপলব্ধির কোন তফাৎ ছিলনা। রাজাও সমচেতনায় কবির ভ্রমণসঙ্গী

> একাবর রাজা আমার ওপর/আরেকবার আমি রাজার ওপর/খালের পাড়ে একেবারে তিনি মাংসল সঙ্গীন/আরেকবার হয়তম এই ভাবেই চলছিল ওলটপালট/এই ভাবেই বলছিল ভাল ও হালট। ২১৫

কবি তার সরস বাক চাতুর্যে অবশেষে দেশের চলমান হাল হকিকতের চিত্র উপস্থাপন করেছেন সুক্ষ্ম বাক ভঙ্গিমায়। 'গাওদিয়া' মোহাম্মদ রফিকের একটি অন্যন্য কবিতা। মোহাম্মদ রফিকের কবিতায় আবহমান বাংলার জীবনরচিত চিত্রিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথার 'গাওয়া দিয়া' গ্রামকে কবি মডেল হিসেবে নিয়েছেন। নিয়েছেন জসীমউদ্দীনের সাজু রূপাইকে, রবীন্দ্রনাথের হারনকে। স্মৃতি জাগানিয়া কবিতাগুচ্ছ 'গ্রামের বাড়ি'তে সানাইল হকের বিশিষ্ট কবিতা। কবির গ্রামের বাড়ির মধুর স্মৃতিময় এবং সমসাময়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে খণ্ড খণ্ড সাতটি কবিতায়। কবিতাগুলো ভাবে আকারে এবং গঠনরীতিতে ও ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম কবিতায় কবির গ্রামের খোলামেলা পরিবেশের কথা বলেছেন অকপটে

> গ্রামের বাড়িতে খোলামেলা বারন্দায়/ নির্জন নিশীথ সর্বধনাঃ /ক্ষীণকণ্ঠ এরা ওরা বাতি কথা বলে। বিড়ি আর কতনা কর্তব্য মনা ২১৬

প্রথম কবিতার মত দ্বিতীয় কবিতায়ও কবি গ্রাম্য পরিবেশকে উপস্থাপন করেছেন ছান্দসিক বিশিষ্টতায়। দ্বিতীয় কবিতায় গ্রামের নিটোল ছবি এঁকেঁছের

> বাঁশপাতার কাঁঠাল গাছের ছায়া/তুতুড়ে সৌরঁদ্রে রোমহর্ষ কাছাকাছি কিছু/মেহগিনি গাছের ময়না বলো/বাত্রির বসতি কোথা, কে ছুটে তোমার পিছু ২১৭

গ্রাম্য পরিবেশের বাইরে তার তৃতীয় কবিতাটি। তৃতীয় কবিতাটি চমৎকার

> কিছু কথা উচ্চস্বর /কিছুবানী মর্হাঘতা/কিছু ধন আত্মসিদ্ধি/কিছু আশা অপূর্ণতা ২১৮

কবির একান্ত ভাবনার লাগামহীন ঘুরে বেড়ানোর কথা কবিতাটির সারকথা।

'দিন বদলের কবিতা'র রচয়িতা নাসির আহমেদ। পুরাতনকে পুরাতনের ভয়কে কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন দিন বদলের কবিতাটিতে

> লক্ষ কোটি পদভারে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে/আসছে সম্মিলিত মিছিল/এখন আমাদের নিস্তব্ধতার কালো ভাল্লুকের/ভয় দেখায় কে? ২১৯

সমস্ত ভয়কে উপেক্ষা করে

> ওকে। বোঝা যাচ্ছে না। করো, বিদ্ধ করো ঘৃনার বর্শায়/মুখোশ ছিঁড়ে ফেলো ওই অন্ধকারের/ আমরা এখন উঠবো লক্ষ কোটি সূর্যের দীপ্তিতে। ২২০

কবির প্রত্যাশা শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দিন তাদের বদল হবেই।

Dhaka University Institutional Repository

মানবতার এক নিটোল কবিতা সৈয়দ হায়দার রচিত 'অনুমোড় অবস্থান' কবি পৃথিবীর পাপ পঙ্কিলতা লোভ, লালসা এড়িয়ে এমন এক জায়গায় মানুষকে অবস্থান নিতে আহ্বান করছেন যেখানে ঐ সবে উর্ধ্বে ওঠা যাবে।

> এখানে দাঁড়াতে না পারলে আর কোথাও দাড়াতে পারবে না/ এটা দাঁড়াবার স্থান। এখানে দাঁড়ালে এই চোখে পাপ থাকবেনা হাতে মুখে দেহে মনে পাপ থাকবে না।[২২১]

এমন নিটোল বিশুদ্ধ জায়গায় কবি মানুষকে আহ্বান করছেন নিজেদের পাপ পঙ্কিলতাকে দূরিভূত করতে। কারণ

> এটা দাড়াবার স্থান, এখানে দাঁড়াও/পুরোপুরি তৃপ্ত হতে প্রত্যেকেই চার/কেউ দিয়ে তৃপ্ত কেউ নিয়ে তৃপ্ত/এখানে দাড়ালে দিতে হবে না, নিতেও পারবে না। এই দেয়া নেয়া ছাড়া টানা জীবনে দাড়াবে কতক্ষণ[২২২]

সামাজিক শঠতার ছাপচিত্র হায়াৎ মামুদ রচিত 'ম্যাজিক' কবিতাটি। কবি একজন ম্যাজিশিয়ান কীভাবে দর্শককে বোকা বানিয়ে করতালি লাভ করে তার কথা বলেছেন আলোচ্য কবিতায়। দৃঢ়তার সাথে ম্যাজিশিয়ান কীভাবে মানুষকে প্রতারণা করে সে সম্পর্কে বলেছেন তার হাতে এমন কোন শক্তি নেই যা সাধারণ মানুষের থেকে তফাত

> তখন আমার দুহাতে কিছু নেই, /দ্যাখো তাকিয়ে দ্যাখো।----/ শুধু আছে কররেখা, প্রকৃতির দান/যেমন তোমাদের ও ঐ হাতের তালুতে শিশু[২২৩]

কবি বলেছেন। তার হাত তিনি ইচ্ছে মতো বাড়াতে পারেন। যা ইচ্ছা তা করতে পারেন

> শুধু আছে ইস্পাত ঝলসিত কররেখা/হাতের তালুতে/যা আমি বাড়াতে পারি নিমিষেই/যা তোমরা পারো না,/বেড়ে চলে এই রেখা/যতদুর ইচ্ছা করি।[২২৪]

কবি দেখতে পেয়েছেন এভাবেই মানুষকে ধোকা দেয়া যায়।

> জোব্বার আড়াল থেকে লুকানো পায়রা/বের করে বাতাসে ওড়ানো/সে তো পারে সকলেই/তা দেখেই তাগে মুর্খের।/ হে দর্শককুল,/তোমরা তাকে নিশ্চয়ই বলো না ম্যাজিক।[২২৫]

সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থাকে যারা স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে চায় তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতীকী অর্থে কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে।

দুটি কবিতা 'সাংহাই, কোথা স্বপ্নতরী' রচনা করেন সানাউল হক। সাংহাই নগরীর রূপবর্ণনা 'সাংহাই' কবিতাটি। সাংহাই কবির এক সময় স্বপ্ন ছিল। আজ প্রত্যক্ষ করে তার তৃপ্ত হল দু'নয়ন

> আকাশে নীলের বন্যা, মুখ নয় চিমনির কালো, ম্যাপল পাতার পাখা ঝেড়ে দেয়া শরীরের ঘাম। কোথায় নগরী ঢাকা, দূরান্তরে কোথা সাংহাই/এখানে ছড়ানো দেখি যৌবমুগ্ধ ওরা সর্বনাম।[২২৬]

সুদূর সাংহাই বসে কবি লেখেন 'কোথা স্বপ্নতরী' কবিতাটি। কবি কবিতার শাক্তির কথা ও এর যর্থাথতার প্রশ্ন তুলেছেন

> উচ্চারিত কবিতার স্বর/ কবিতা কি সাম্যবাদী নিশান মিছিল/কবিতা কি শক্তির সাধন, স্বার্থসিদ্ধিবর।[২২৭]

কবি খোঁজেন নিঃস্বার্থ জনমানব যেখানে সুখ স্বর্গ বিদ্যমান।

> শাসক ত্রাসের মুখ আমরা স্বধরী/বিদ্রুপে লাঞ্চিত আত্না হামাগুড়ি/ কোথা চাঁদ আর্তনাদ কোথা স্বপ্নতরী।[২২৮]

ব্যক্তিগত কামনা বাসনা নিয়ে হায়াৎ সাইফ 'হিরন্য নয় হত্যা হলো' কবিতাটি রচনা করেন। কবি তার হিরন্য নয় ভাবনা গুলো হত্যা হওয়ায় কাতর হয়েছেন। তাঁর যত হিতৈষী ভাবনা প্রতিস্থাপনের সুযোগ পেল না বলে নিজেকে দুর্ভাগা ভাবছেন।

> হিরন্য নয় হত্যা হলো হিতৈষনা/এখন আমার পোড়া কপাল/ঘরে ফেরা আর হবে না/এখন আমি বেড়িয়ে বেড়াই অকুস্থাল উলুঝুলু/উড়োনচণ্ডী পথের বাঁকে দুর্বোঘাষের তলোয়ারে জ্বালায় শিখা/ক্ষোপে ঝাড়ে লুটিয়ে পড়ি ধূলোয় ধূসর উদ্যোম আমি।[২২৯]

কিন্তু কবির সকল সাধনা বিফল হলে বিমর্ষ হয়ে উঠেন

> আজ প্রদোষে কোন হুতাসে/হত্যা হলো হিরন্য নয়/ আমার অসীম হিতৈষণা।[২৩০]

পূর্বোক্ত কবিতার মত অনুরূপ ব্যক্তিক অনুভূতির প্রতিফলন রুবী রহমান রচিত কবির 'টেবিল' কবিতাটি। জনসচেতনতা ও মনোবেদনা কবির 'টেবিল' কবিতায় প্রকটিত

> কবির টেবিলে জমে নিশীথের স্বেদ ও শিশির,/ রাত পাহারার শিহরণ, দিকভ্রষ্ট শতাব্দীর/স্পধ্যায় আহত শেষ গোলাপের মূলে/বিপদসঙ্কুল প্রাণপণ রক্তদান।[২৩১]

Dhaka University Institutional Repository

৪. উপন্যাস

উপন্যাস জীবনের শিল্পরূপ। ব্যক্তির নিজস্ব জীবনসহকারে সমাজের সহায়ক অন্যান্য অনুষঙ্গ জাতীয়চেতনায় বিচিত্র চরিত্র উপন্যাসে উঠে আসে। ঘটনার যৌক্তিক ও শিল্পিত উপস্থাপনায় উপন্যাসের আকার হয় বিস্তৃত। দৈনিক পত্রিকার একদিনের সাহিত্যসাময়িকীর ক্ষুদ্র পরিসরে তাই সমগ্র উপন্যাস প্রকাশ সম্ভব হয় না। আকৃতিগত বিশালতার কারণে সাপ্তাহিক সাহিত্যসাময়িকীতে উপন্যাসের প্রকাশ অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের তুলনায় সংখ্যায় থাকে স্বল্প। দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। '৮০র দশকে যেখানে প্রবন্ধের সংখ্যা সহস্রের কাছাকাছি গল্পের সংখ্যা অর্ধসহস্রের কাছাকাছি অথবা প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা সহস্রাধিক সেখানে উপন্যাসের সংখ্যা মাত্র দুটি। একটি সৈয়দ শামসুল হকের 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' এবং অপরটি 'গাব্রিয়েল মার্কেজের' 'ক্রোনিক দে উনা মুয়ের্তে আনুনসিয়া' ।গ্যাব্রিয়েল এর উপন্যাসটি বেলাল চৌধুরী বাংলায় অনুবাদ করে নামকরণ করেন 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি'। বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ ১৯৮২ সালের জুন মাসের ২০ তারিখ থেকে প্রকাশ পেতে শুরু করে। শেষ হয় ১৯৮৪ সালের ২৪ শে মের সামায়িকীতে। প্রায় দুই বৎসর উপন্যাসটি ধারাবিহকভাবে সংবাদের সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। অবশ্য মাঝখানে ২২.১২.৮৩ ও ৩১.৫.৮৪ র সাময়িকীতে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়নি ।বাংলায় অনূদিত 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি' প্রকাশ পায় ১৯৮৫ সালের মে মাসের ৩ তারিখে। সপাপ্ত হয় ৯ই জানুয়ারি ১৯৮৬র সাময়িকীতে। এ উপন্যাসটির ধারাবাহিকতা ব্যহত হয় ৮৫ সালের ৮,১৭, ও ২৫ শে মের সাময়িকীতে। এছাড়া উক্ত সালের ১৩ই জুন অনিবার্য কারণবশতঃ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় নি। বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ ১৯৮৮ সালে বই আকারে প্রকাশ করে বিদ্যা প্রকাশ। কিন্তু পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত উপন্যাসের সাথে এর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় বিস্তর। এ প্রসঙ্গে লেখক সৈয়দ শামসুল হক নিজেই বলেন

> একই নামে যে উপন্যাসটি একদা ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় এবং পরে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই দুখণ্ডে বই বেরিয়েছিল। সেটি ছিল নিতান্ত খসড়া। পরে আগাগোড়া নতুন করে লিখে, অনেক যোগ এবং বিয়োগ করে এই যে, এখন সম্পূর্ণ নতুন রূপে। বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ অখণ্ড সংস্করণে উপস্থিত করা গেল। একেই আমার অভিপ্রেত সেই উপন্যাস বলছি এবং আগের খসড়াটি নাকচ করছি'।[২০২]

'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি' উপন্যাসটি সন্দেশ প্রকাশনী প্রকাশ করে ১৯৯৮ সালে। তবে এক্ষেত্রে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত নামকরণ অক্ষুণ্ন থাকে নি সন্দেশ প্রকাশনী থেকে ছাপা উপন্যাশটির । এর নতুন নামকরণ করা হয়' মৃত্যুর কড়া নাড়া'। নামকরণ পরিবর্তনর প্রসঙ্গে অনুবাদক বেলাল চৌধুরী বলেন

> অনেকটা দুঃসাহসে ভর করেই একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জিকে (ক্রোনিকো দে উনা মুয়ের্তে আনুনসিদিয়া) বাংলায় 'মৃত্যুর কড়া নাড়া' সাব্যস্ত করেছি। আমাদের দেশের বইয়ের অত বড় আর ভারী নামে অভ্যস্থ নন বলে পাঠক হোচট খাওয়া সম্ভবনা থেকে যায়।[২০৩]

নামকরণ পরিবর্তনের উক্তযুক্তি যৌক্তিক নয় কিছুতেই। নামকরণ বিষয়ানুগ, সহজ বা দুর্বোধ্যতায় নয়। এ প্রসঙ্গে বেলাল চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করলে (২২.১১.২০০৪) নামকরণের উক্ত সিদ্ধান্তকে তিনি অকপটে ভুল ছিল বলে স্বীকার করে নেন। বই আকারের প্রকাশনার বিষয় যা-ই হোক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় উভয় উপন্যাসই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে।

বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ

সৈয়দ শামসুল হক বাংলা কথাসাহিত্যের একজন ক্ষুরধার লেখক। বিভাগ-উত্তর বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস নতুন মাত্রা লাভ করে। আঠারশ শতকের মাঝামাঝি ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা হারানোর পর হতাশা, ক্ষোভ আর অদুরদর্শীতার অভাবে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় মননশীল সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন হয় নি বা সুযোগ পায় নি। গোটা ব্রিটিশ উপনবিশকালে কিছু সংখ্যক মুসলিম কবিব আবির্ভাব ঘটলেও ঔপন্যাসিকের সংখ্যা ছিল নিতান্তাই নগণ্য। বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় থেকে শুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অথবা প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যখন বাঙলা উপন্যাসকে শিল্পসুষমার চরম শিখড়ে নিয়ে যায় তখন কোন মুসলমান ঔপন্যাসিকের দেখা মেলে না এমনকি বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধ পর্যন্ত যখন প্রেমেন্দ্র মিত্র ,অন্নদাশংকর রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দূর্দণ্ড প্রতাপে বাংলা উপন্যাসে বিচরণ করেন তখনও বাঙালি মুসলমান ঔপন্যাসিকের উপস্থিত নিতান্তই নগণ্য। বস্তুত মীর মশাররফ হোসেনই প্রথম বাঙালি মুসলমান ঔপন্যাসিক। তাঁর 'রত্নাবতী' (১৮৬৯) মুসলামান রচিত প্রথম উপন্যাস। তাঁর 'বিষাদ সিন্ধু' 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মিয়ার বস্তানী' অথবা 'এসলামের জয়' 'বাধা খাতা' 'নিয়তি কি অবনতি' প্রভৃতি উপন্যাস পুর্বোক্তদের মতো সুগঠিত না হলেও মুসলিম রীতি আচরণ, সংস্কৃতি এগুলোতে প্রতিফলিত। বিভাগপূর্বকালে মোজাম্মল হক, সৈয়দ ইসমাইল

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদাদুল হক, কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ উপন্যাস রচনায় মুসলিম কৃষ্টি কালচার উপস্থাপনের চেষ্টা করেন সযত্নে। বিভাগ-উত্তর বাংলা উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ, আবু ইসহাক, সরদার জয়েন উদ্দিন, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, শহীদুল্লা কায়সার, জহির রায়হান প্রমুখ উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। সৈয়দ শামসুল হক তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর উপন্যাসে মনস্তাত্তিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি সামাজিক, জৈবিক প্রবৃত্তির চিত্র ফুটে উঠেছে সুস্পষ্ট ভাবে। 'অনুপম দিন' 'এক মহলির ছবি' 'দেয়ালের দেশ' 'সীমানা ছাড়িয়ে' 'খেলা রাম খেলে যা' 'দূরত্ব'প্রভৃতি তার মনোবিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস। তাঁর রচনায় আছে পরীক্ষা নিরীক্ষার নিদর্শন। বিষয় নির্বাচনে তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের সামাজিক প্রভাবকে গুরুত্ব দেন অধিক। 'নিষিদ্ধ লোবান' 'কয়েকটি মানুষের সোনালী যৌবন' ইত্যাদির সাথে 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' এ পর্যায়ে তার নতুন সংযোজন।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ নদী বিধৌত জনপদ। এর সর্বদক্ষিণে আছে বঙ্গোপসাগর। উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব প্রান্ত থেকে উৎপত্ত পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, কুশিয়ারা, সুরমা, যমুনা প্রভৃতি বড় নদী গোটা বাংলাদেশকে জালের মতো বিস্তৃত করে রেখেছে। করতোয়া, ধলেশ্বরী,আড়িয়াল খা, মধুমতী, কপোতাক্ষ, শীতলক্ষ্যা, ডাকাতিয়া, ইছামতি, তিতাস, কীর্তিনাশা, তিস্তা, প্রভৃতি অসংখ্য ছোট বড় নদী এদেশের জনবসতি স্থাপন ও মানস গঠনে শতত সঞ্চরমান। ঋতু বৈচিত্র্যে এ সব নদী দেশের মানুষের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখে। বাংলাদেশের সাহিত্যে নদী একটি অপরিহার্য উপাদান। এ নদী শুধু ভৌগোলিক সত্তাই নয় এ নদী জীবন্ত সজীব। নদীকে নিয়ে যেমন রচিত হয়েছে 'পদ্মানদীর মাঝি' অথবা 'তিতাস একটি নদীর নাম' নামক বিখ্যাত উপন্যাস। তেমনি রচিত হয়েছে হাজারো ছোট গল্প কবিতা, গান। সৈয়দ শামসুল হক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক অখ্যাত নদী অবলম্বনে রচনা করেন 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' উপন্যাসটি। দেশের উত্তর অঞ্চলের জনপদের এক মৃতপ্রায় নদী আধকোশা। আধকোশা নদীর তীরবর্তী শহর জলেশ্বরী। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। জলেশ্বরী এবং এই শহরের আক্রান্ত লোকগুলোর জীবনলেখ্য 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ'।

বাঙালি ও বাংলাদেশ হাজার হাজার বৎসরের ঐতিহ্যমণ্ডিত। আর্য-অনার্য, অস্ট্রিক, নিগ্রো, কোল, প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রনে কালের অমোঘ প্রবাহের সৃষ্টি বাঙালি জাতির। ভৌগোলিক অবস্থান নদীভাঙন ইত্যাদি কারণে পরিবর্তিত হয়েছে পরিবর্ধিত হয়েছে এ জনপদ। কিন্তু অপসৃত হয়নি। নানা জাতের নানা মতের জনবসতি নিয়ে দীর্ঘ পথযাত্রায় সতত নির্ভীক এ জনপদ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্ম এ জনপদকে অভিসিক্ত করেছে আন্দোলিত করেছে বিভক্ত করেছে। কখনো সানতন ধর্ম, কখনো বৌদ্ধ, কখনো খ্রিষ্টধর্ম কখনো বা ইসলাম ধর্ম এ জনপদের মানুষকে অন্দোলিত করেছে, আলোড়িত করেছে। আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মহিউদ্দিন। তার পূর্ব পুরুষ সৈয়দ কুতুব উদ্দিন। যিনি ষোলশ একসালে এদেশে এসে রাজা ধনদেবকে পরাজিত করে ইসলাম প্রচার করেন। উপন্যাসে বর্ণিত হয় মহিউদ্দিনের বাবা জালাল উদ্দিনের জীবন বৃত্তান্ত। জালাল উদ্দিনের ধর্ম-বিশ্বাস- জীবন জিজ্ঞাসা ঐতিহ্য পরপন্থী কর্মকাণ্ডের সুবিস্তৃত বিবরণ। মহিউদ্দেনের দুই চাচা সৈয়দ সুলতান এবং সৈয়দ সোবহান। সৈয়দ সুলতান- কুতুবউদ্দিন নামী বড়বাবার মাজারের খাদেম। সৈয়দ সোবহান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব । ফুলকী সৈয়দ সুলতানের এক মাত্র কন্যা। মূলত উপরোক্তদের ঘিরেই উপন্যাসের মৌল কাঠামো। মহিউদ্দিন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ও শহীদ হওয়া সৈয়দ সুলতানের পাকবাহিনিকে সহযোগিতা এবং ফুলকির পারিবারিক ঐতিহ্যের পীড়নে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করা এই হল এর কাহিনি। এদের ঘিরে অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে উপন্যাসে। সুলতান, বশীর আলম, আজমত, হায়দার অবিনাশ, আকবর, ময়না এরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। কানা টেংড়া, জয়নাল আবেদীর, হাসনাহেনা, শামসী বেগম, প্রমুখ চরিত্র এর গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। উপন্যাসের পটভূমি মুক্তিযুদ্ধ হলেও ঘটনা চলচ্চিত্রের ব্যাকফ্লাশের মত বারবারই চলে গেছে কুতুবউদ্দিন ও তার উত্তর পুরুষের ইতিবৃত্তে।

অসংখ্য চরিত্রের ভিড়ে মহিউদ্দিন উজ্জ্বল নক্ষত্র। মুক্তিযুদ্ধে সে একটি গেরিলা বাহিনীর প্রধান। তার প্রজ্ঞা, মেধা যুদ্ধের গতিকে প্রভাবিত করে নিয়ন্ত্রিত করে। সে শুধু মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নয়। সে একজন শিক্ষক, ঐতিহ্যবাহি পরিবারের সদস্য সর্বোপরি ভুগোল, ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক অবহত। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির একটি সামষ্টিক কর্মপ্রচেষ্টার ফসল। এ সময় এককব্যক্তির, পরিবারের বা সমাজের তাৎক্ষণিক সুচিন্তিত প্রতিরোধ বৃহত্তর পরিসরে সাফল্যের পালক পরিয়ে দেয় গোটা জাতিকে। জলেশ্বরী শহরে পাকসেনাদের পর্যুদস্ত করতে মহিউদ্দিন নেয় এক অসাধারণ যুদ্ধ পরিকল্পনা। শুধু পরিকল্পনাই নয় ক্রমে বাস্তবায়ন করে সে সফলতাও লাভ করে। যুদ্ধের ভয়াবহতায় সে ভুলে যায় নিজেকে। হয়ে পড়ে অসুস্থ। তবু সংশপ্তক মহিউদ্দিন। কোন মিথ্যে প্ররোচনা, লোভ সন্দেহকে সে প্রশয় দেয় নি। অকুতোভয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে লক্ষ্যে। তার চরিত্রে যেমন ফুটে উঠে সৈনিকের কাঠিন্য, ধৈর্য আর সাহসীকতা তেমনি ফুটে ওঠে তার প্রেমিক সত্তা, স্নেহশীল মনের গোপন ব্যথা, স্বজন হারানোর কান্না আর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার অভিযোজনা। সৈনিক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পন্ন করে সুচারুভাবে। সুলতান, আলম, আজমত, হায়দার যখন ফুলকির প্রসঙ্গে আর্ন্তদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে তখন ধৈর্য আর উদারতা দিয়ে সে উদ্ভুত পরিস্থিতি

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণে আনে। মহিউদ্দিনের নামে ফুলকির প্রেমের কথা সংশ্লিষ্ট সকলেই অবগত। কিন্তু ২৫শে মার্চের কালো রাত্রির পর মহিউদ্দিনের শত আহ্বান সত্ত্বেও ফুলকির শহর না ছাড়া সুলতানের সাথে ফুলকির পূর্ব সংলাপ কাউকে কিছু না জানিয়ে সহযোদ্ধা বশিরকে জলেশ্বরীতে পাঠানো ইত্যাদি নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মহিউদ্দিন জানে এ মতবিরোধ যুদ্ধের জন্য সৈনিকের মনোবল অটুট রাখার জন্য ক্ষতিকর। রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সে পরিস্থিতি সামাল দেয়। সে জানে জলেশ্বরীর মানুষ ধর্মপ্রাণ। পীর কুতুব উদ্দিনের প্রসঙ্গে তারা অন্ধ। পাক বাহিনী জলেশ্বরীতে ঢুকেছে অথচ শহরবাসী এখনও নিশ্চুপ নিশ্চল। এদের উত্তেজিত করতে, বিদ্রোহী করে তুলতে সে কুতুবউদ্দিনের মাজার প্রসঙ্গে একটা গল্প তৈরি করে। সে মনে করে যদি লোভী, অত্যাচারী পাকসেনাদের মাঝে অর্থ লোভ সঞ্চার করা যায় আর সে লোভে কুতুবউদ্দিনের মাজার পর্যন্ত তারা ভেঙে ফেলে তখন হয়ত জলেশ্বরীর আবালবৃদ্ধবণিতা পুরোপরি বিদ্রোহী উঠবে। তাই বশীরকে সে ফুলকির বাবার কাছে পাঠায় গল্প প্রচার করার জন্য। গল্পটি ভয়ঙ্কর। সে বলতে চায় মৃত্যুর সময় কুতুবউদ্দিন প্রচুর ধনসম্পদ হীরা সোনা জহরত নগদ অর্থ কবরে নিয়ে গেছে। ইচ্ছা করলেই এখন যে কেউ সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে পারে। মহিউদ্দিন চায় এ গল্পটি মাজারের খাদেম ফুলকির বাবা সৈয়দ সুলতানই প্রচার করুক। এ প্রস্তাব দিয়েই মহিউদ্দিন বশিরকে শহরে পাঠায়। কিন্তু বিপত্তি হল এ পরিকল্পনা বশির ছাড়া তখনও আর কেউ জানে না। জানে না বলেই তাদের মধ্যে সন্দেহ দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব শুধু ফুলকির প্রসঙ্গে নয়। এ দ্বন্দ্ব অবিনাশ বা মোমেনার প্রসঙ্গেও। অবিনাশ হিন্দু বলে নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদা মনে করে। মোমেনা তার বাবা মুক্তি বাহিনীর পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে নিহত হলে মহিউদ্দিনের কাছেই আশ্রয় পায়। মোমেনাকে ঘিরে সহযোদ্ধাদের বিশেষত সুলতানের মধ্যে রিরংসার প্রশ্ন দেখা দেয়। মহিউদ্দিনের সঙ্গে মোমেনার অবৈধ সংশ্লেষতার প্রসঙ্গের অবতারণা করে সুলতান। একটি অসহায় নিঃস্ব মেয়েকে আশ্রয় দেয়া- অন্যায় কিছু নয়। মহিউদ্দিন স্বস্নেহে তাকে লালন-পালন করে ভগ্নিপ্রেমে তার অন্তরকে সিক্ত করে। হারানো একমাত্র বোন ময়নার সঙ্গে সে মোমেনাকে তুলনা করে। মহিউদ্দিন অবিনাশ আর মোমেনার ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্তেই অটল থাকে। সুলতান বা সহযোদ্ধাদের বাঁকা দৃষ্টিকে আমলে নেয় নি। গল্পের ধারবাহিকতায় এ দ্বন্দ্ব যুক্তিসঙ্গত মনে হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে কমান্ডার কৌশল নির্ধারণে অনেক কিছুই গোপন রাখতে পারে তা নিয়ে সহযোদ্ধাদের মধ্যে অহেতুক সন্দেহ বা দ্বন্দ্ব দেখা দিবে কেন। ঔপন্যাসিক কি তবে কৃত্রিমভাবে একটা স্নায়ুর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ দ্বন্দ্বের অবতারণা করেছেন? অবিনাশ হিন্দুযোদ্ধা বলে আলম বা হায়দার কি তাকে অবিশ্বাস করছে। তাকে এড়িয়ে চলছে। মুক্তিযুদ্ধ দেশের অপামর জনতার যুদ্ধ। হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ এখানে অমূলক। অথচ উপন্যাসে এ প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িতকতার মত স্পর্শকতার বিষয়টি টেনে আনেন অমূলকভাবে।

মহিউদ্দিন যোদ্ধা। দেশকে মুক্ত করতে হলে দেশের মাটিতে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে এ প্রত্যয় তার সর্বান্তিকরণে। জণ্ডিসে আক্রান্ত হয়ে পড়লে ফুলকি মহিউদ্দিনকে নিয়ে যেতে চায় ভারতে, করাতে চায় সুচিকিৎসা। কিন্তু মহিউদ্দিন অটল। সে জানে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরাপড়া সহযোদ্ধা সুলতান অথবা সৈয়দ সুলতান তার আস্তানার খবর প্রকাশ করবে নিঃসন্দেহে। দ্রুত পাল্টাতে হবে ক্যাম্প। অসুস্থতার অজুহাতে কালক্ষেপণের অবকাশ নেই। এদিকে তার পরিকল্পনাও সফল হতে চলেছে। টানা বর্ষণে আধকোশা নদী এখন উন্মত্ত। কেটে দেয়া খালে পানি ঢুকে পড়ায় জলেশ্বরী শহর এখন পানিবন্দী। মিলিটারিদের প্রতি আঘাত হানার এখনই চূড়ান্ত সময়। অসুস্থ, ন্যূব্জ দেহেই অস্ত্রহাতে বেরিয়ে পড়ে মহিউদ্দিন। পাকিস্তানি বাহিনীর যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম রেললাইন, রেলব্রিজ ধ্বংস করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। একে একে সফলতাও পায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না তার।

> পরপর তিনটি ব্রিজ ধ্বংস করার পর, নবগ্রাম ও রাজার হাটের মাঝখানে চিল্লাহাটের ব্রীজ উড়িয়ে দেবার সময় মহিউদ্দিন হঠাৎ শারীরিক ঘোর দুর্বলতার কারণে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সে পেছনে থেকে যায়, তার দলকে এগিয়ে যেতে বলে অতঃপর রেলের পাটি উঠিয়ে ফেলবার জন্য। ঠিক সেই সময় একা মহিউদ্দিন চিল্লাহাটের এক মাস্টারের বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছে। রংপুরের দিকে পলায়নের পাকিস্তানী মিলিটারীর ছোট্ট একটি দল এসে উপস্থিত হয়। তাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে আমরা অশ্রুসজল হয়ে শুনবো, মাত্র দু'জন সঙ্গি নিয়ে মহিউদ্দিন পাকিস্তানী দলটির সবক'জন সৈন্য খতম করে কিন্তু এই এমুশ যুদ্ধে মহিউদ্দিনের বুকে সরাসরি এসে বিঁধে একটি বুলেট এবং আরেকটি বুলেটে তার মাথার খুলির একপাশ সম্পূর্ণ উড়ে যায়।[২৩৮]

মহিউদ্দিনের চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক দেশপ্রেমিক সাহসী মুক্তিযোদ্ধার স্বরূপ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। চরিত্রটি সর্বক্ষেত্রে সরল নয়। তার প্রেমিক সত্তায় দেখা যায় দুদোল্যমানতা। পারিবারিক ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করলেও একে অস্বীকার করার সাহস তার নেই। তাই ফুলকি প্রণয়াসক্ত হয়েও বার বার মহিউদ্দিনকে বলতে শোনা যায়

> তুই জানিস না আমাদের বংশে ভালবাসা নিষেধ? [২৩৯]

এই দুদোল্যমানতা তাকে প্রত্যয়ী প্রেমিক সত্তা থেকে বিচ্যুৎ করেছে বারবার। মহিউদ্দিনের পিতা জালাল উদ্দিন। মুক্তিযুদ্ধে তার উপস্থিত না থাকলেও উপন্যাসে তার মর্যাদা ভিন্ন কারণে। হাজার বছরের আন্দোলন সংগ্রামের ফসল আজকের বাংলাদেশ। এ দেশ প্রতিষ্ঠায় ব্রাত্যজনের আন্দোলন সংগ্রাম যেমন অন্তশলীলার মতো প্রবাহিত তেমনি রাজনৈতিক নেতা ও নেতৃত্বের দূরদর্শী

Dhaka University Institutional Repository

কর্মপদ্ধতি ও যৌক্তিক সমাপ্তি রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ব্রিটিশ বেনিয়া এদেশ দখল করে নেয়ার পূর্বে যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল তারা বাঙালি ছিল না। মোঘলআমল, সেনআমল বা পালবংশের সময়কালেও এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বাঙালিদের অংশ গ্রহণ ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। অর্থাৎ নিজস্ব ভূখণ্ড নিজস্ব জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাঙালি জাতির আজন্ম। ব্রিটিশরা এদেশ দখল করে নিলে ইউরোপীয় সভ্যতার পরশে বাঙালিদের মানসজগতে যে চেতনার অভ্যুদয় ঘটে তা ক্রমশ পরিণত হতে থাকে। বিংশ শতাব্দির গোড়া থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মাষ্টারদা সূর্য্যসেন, শরৎ বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, আকরাম খাঁ, মৌলভী আবুল হাশেম, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, প্রমুখ একটা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলেন সচেতনভাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা ভারত উপ-মহাদেশে তাদের শাসন নীতিতে পরিবর্তন আনতে শুরু করে। অসহযোগ আন্দলন, ফরায়েজী আন্দোলন, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ইত্যাকার ঘটনায় এ অঞ্চলের জনগণকে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার নির্বাচন ঘোষণা করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৩৫ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শেরে বাংলার নবগঠিত কৃষকপ্রজা পার্টি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় লাভ করে। কংগ্রেস, মুসলীম লীগ উভয়েই কৃষকপ্রজা পার্টিকে নিয়ে সরকার গঠন করতে উদ্যোগী হয়। অবশেষে মুসলীম লীগ ও কৃষকপ্রজা পার্টির মধ্যে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রিত্বে গঠিত সরকারে যোগদেন স্যার নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, শ্রী নলিনী রঞ্জন সরকার, শ্রী তুলসী গোস্বামী, স্যার বিজয় কুমার সিংহ রায় প্রমুখ। মহিউদ্দিনের বাবা জালাল উদ্দিনের প্রসঙ্গ এ পর্যায়েই ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন শিল্প সুষমার সমন্বয়ে। জালাল উদ্দিন অখণ্ড বাংলার স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। শুধু ধর্মভিত্তিক একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। তিনি যুক্তি উপস্থান করতেন যদি ধর্মই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মুলনীতি হবে তবে আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, জর্দান এগুলো আলাদা রাষ্ট্র কেন। অখণ্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতায় তিনি বিভাগ-উত্তরকালে এদেশে থাকেন নি চলে যান কলকাতায়। জীবনের অবসান ঘটে সেখানেই। এই জালাল উদ্দিনের ঔরসজাত সন্তান মহিউদ্দিন। যার মাতার নাম শামসী বেগম। শামসী বেগম আর জালাল উদ্দিনের নাটকীয় বিয়ে, পারিবারিক সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত লেখক তুলে ধরেছেন সুনিপুণভাবে। যৌথপরিবার, পরিবারের নিয়ম-কানুন কৃষ্টি কালচার উপরিউক্ত অংশ থেকে জানা যায়। যদিও এখানে কেবল সৈয়দ বংশের ইতিকথা, পীরতান্ত্রিকতা, ইত্যাদিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বেশি। এই সময়কার সাধারণ মানুষ বা বৃহত্তর সমাজের আলোকচিত্র থেকেছে উহ্য। সৈয়দ সুলতান এবং সৈয়দ সোবহান দুটো চরিত্র-ই উপন্যাসে একটু রহস্যময়। সৈয়দ সুলতান ফুলকির বাবা। কুতুবউদ্দিন সাহেবের মাজারের খাদেম। সৈয়দ সোবহান আওয়ামীলীগ দলীয় এম.পি। উপন্যাসে তাদের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট বর্ণিত না হয়ে বর্ণিত হয় পরিবারের ক্ষুদ্র পরিসরে। পারস্পারিক হিংসা, বিদ্বেষ আর নোংরামিতে লিপ্ত তারা দুজন। দু'জনেই হাসনা হেনার জীবন সংহারী। সৈয়দ সুলতান হাসনা হেনা আর সৈয়দ সোবহানের প্রেমের কথা এমন কি গোপন অভিসারের কথা জানতো। অথচ এক অজ্ঞাত কারণে হাসনা হেনাকে বিয়ে করে সৈয়দ সুলতান। বিয়ের পর হাসনা হেনা সুখী হয় নি। এমন কি স্বাভাবিক জীবনও যাপন করে নি। মানসিক অপূর্ণতা তার বাকি জীবনের সঙ্গী হয়। কন্যা ফুলকির যত্নও সে নিতে পারে নি। সৈয়দ সুলতান আর সৈয়দ সোবহান একে অপরের বৈমাত্রেয় ভাই। সম্পর্কের এই বৈরী অবস্থান দুজনকে এক কাতারে আসতে দেয় নি। সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা, মাজারের খাদেমের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে তাদের মতদ্বৈততা উপন্যাসে পরিস্ফুটিত। কিন্তু কেউ-ই পরিপূর্ণ নয়। সৈয়দ সোবহান এম.পি হালেও যুদ্ধে তার নিয়ন্ত্রণ নেই। সৈয়দ সুলতান মাজারের খাদেম হলেও জলেশ্বরীকে বাচাঁনোর কোন ভূমিকা নেই। উপন্যাসের দ্বান্দ্বিক চরিত্র ফুলকি। ফূলকি বুঝে না সে মহিউদ্দিনকে ভালবাসে কি না। মহিউদ্দিন যখন বলে 'তোকে আমি ভালবাসি' তখন ফুলকি কোন উত্তর দিতে পারে না। এক নিঃশীম বেদনায়, অনিশ্চয়তার দোলায় তারচিত্ত অস্থির হয়ে উঠে। স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছাতে সে অপারগ হয়। তার এই অপারগতা আবার প্রমাণিত হয় যুদ্ধের শুরুতে। যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী জলেশ্বরী ঢুকে পড়ে তখন। মহিউদ্দিন অন্যান্যদের সঙ্গে ফুলকিকেও শহর ছাড়তে বলে। ফুলকি মহিউদ্দিনের আদেশ মেনে নিতে পারে না। এক দিকে পিতা ও পিতার বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা আর একদিকে মহিউদ্দিন ও তার ভালবাসা। এ দুইয়ের টানাপোড়েনে দগ্ধ হয় তার হৃদয়। মহিউদ্দিনের সাথে শহর না ছাড়লেও সে পিতার সাথে স্বস্তিতে বাস করতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে পিতার সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে প্রতিমুহূর্তে। মাজার সম্পর্কিত মহিউদ্দিনের গল্প বশির ফুলকির বাবার কাছে পৌছে দিতে এলে চঞ্চল হয়ে উঠে সে। মহিউদ্দিনের নীতির সাথে সম্পূর্ণ একমত হতে পারে না। আবার ঘটনার সামহিক অবস্থার প্রেক্ষিতে পুরোপুরি অস্বীকারও করতে পারে না। সে শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত নয়। তাকে দেখাশুনা করতে হয় অপ্রকৃতিস্থ মাতা, পিতার সংসার, মহিউদ্দিনের মাতা চাচী শাসসীবেগমের। ফুলকি তার বাবা পাকিস্তানি বাহিনির দোসর হোক এটা যেমন চায় না। আবার বাবার কূটকৌশলের অংশ হিসেবে পাকবাহিনীর হাতে মহিউদ্দিনকে তুলেদেবার নাটকেও অংশ নেয় না। বস্তুত মহিউদ্দিনে কাছে পুরোপুরি চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে এক দ্বান্দ্বিক, ক্ষতবিক্ষত চরিত্র। যখন সে জানল তার বাবা ও পাকিস্তানিবাহিনি মহিউদ্দিনকে পাকরাও করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে তখন আর তারমধ্যে কোন দ্বিধা থাকে না, কোন সংশয় থাকে না। বাষ্পাকুল হৃদয়ে সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় মহিউদ্দিনের কাছে। পিতা, পরিবার ,সমাজ, বৈধতা, অবৈধতা-

Dhaka University Institutional Repository

সবকিছুর ঊর্ধ্বে সে স্থান দেয় প্রেমকে। সে চলে আসে মহিউদ্দিনের কাছে। কিন্তু যে স্বপ্ন নিয়ে আবাল্য লালিত সংসার সে ত্যাগ করে সে স্বপ্ন অচিরেই ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় মহিউদ্দিনের অসুস্থতা এবং যুদ্ধে শহীদ হওয়ায়। এখানেই শেষ নয়। তার জন্য অপেক্ষা করে করুন নির্মম এক পরিণতি। জৈবিকসত্তা মানুষের চিরকালীন। যুদ্ধের ভয়াবহতা আর শরীরের অসুস্থতার মধ্যেও মহিউদ্দিনের গ্রন্থির অভ্যন্তরে ব্যসকরা ভ্রুণ জেগে ওঠে। ফূলকি স্বতস্ফূর্ত চিত্তে গ্রহণ করে সে ভ্রুণ। গর্ভবর্তী হয় সে। যুদ্ধশেষে সংসারে ফিরে এলে মহিউদ্দিনের মাতা শামসী বেগম তাকে বরণ করে নিলেও ঐতিহ্যবাহী সৈয়দ পরিবার তাকে মেনে নেয় নি। পরিবারতন্ত্রের নিষ্ঠুর পীড়নে তাকে ত্যাগ করতে হয় পৃথিবী, পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ। কিন্তু রেখে যায় তার আর মহিউদ্দিনের উত্তরপুরুষ : নতুন প্রজন্ম। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় শামসী বেগম ফুলকির পুত্র সন্তানকে সাগ্রহে কোলে তুলে নেয়-শামসুদ্দিন নামে।

উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কানা ট্যাংড়া, কুতুবউদ্দিনের মাজার সম্পর্কিত গল্পটি গানের মাধ্যমে সে প্রচার করে সাধারণ মানুষের কাছে। পাকিস্তানিবাহিনি এর সূত্র ধরে তাকে আটক করে নিয় যায় ক্যাম্পে

> পঞ্চম দিনে কানা ট্যাংড়ার হৃদয় দুলে উঠবে : উত্তম বীরের হৃদয়ও অস্ত্র উত্তোলনের মুহূর্তে একবার কেঁপে উঠে; এই কম্পন দূবলতা নয়, এই কম্পন কর্তব্য সম্পাদনে সমূহ উত্তেজনায়।[২২৬]

গল্পের উৎস্যে মহিউদ্দিনের সংশ্লিষ্টতা বুঝতে পেরে চরম নির্যাতন চালায় তার উপর। ট্যাংড়া জানে মৃত্যুর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। মৃত্যুভয়কে সে যখন পরোয়া করে না তখন অত্যাচার তার কাছে কঠিন মনে হয় না। শত সহস্র প্রচেষ্ঠা চালিয়েও পাকবাহিনী ট্যাংড়ার কাছ থেকে মহিউদ্দিন বা তার আস্তানা সম্পর্কে কিছু জানতে পারে না। গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে তাকে। ট্যাংড়া প্রতিবন্ধী হলেও একজন যুদ্ধা। মুখে মুখে গান রচনা করে বিভাগ-উত্তরকাল থেকে দেশের জনতাকে সচেতন করেছে উদ্বুদ্ধ করেছে। অকুতোভয় এ চরিত্রটি পাঠকের হৃদয়কাড়ে নিঃসন্দেহে। কিন্তু এখানেও রহস্যেরবাতাবরণ রেখেছেন লেখক। তিনি স্পষ্ট করেন নি কানা ট্যাংড়া সত্যি সত্যি অন্ধ না, অন্ধের ভুমিকায় একজন গেরিলা যুদ্ধা।

মুক্তিযুদ্ধ উপন্যাসের সজিব চরিত্র। যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা, এর বিস্তৃতি, পাত্র পাত্রীর সঞ্চারণ সব কিছুই উপন্যাসে জীবন্ত। ঊপন্যাসিক স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করেছেন সাবলীলভাবে। তুলে ধরেছেন শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই জুন রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ। যেটিকে লেখক নির্বাচনী জনসভা হিসেবে অখ্যায়িত করেছেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা তিনি তুলে ধরেছেন নির্মোহভাবে

> আমরা তো অচিরেই সংবাদ পাব-গ্রামের জন্য পঞ্চাশেক মানুষ পাকিস্তানী সৈন্যদের ভয়ে লুকিয়ে ছিল পাটের ক্ষেতে, এসে গিয়েছিল সৈন্যরা, তারা টহল দিচ্ছিল, আর ঠিক তখন কোন এক জননীর কোলে তিন মাসের শিশুটি কেঁদে উঠেছিল, তার কান্নার শব্দে যদি কান খাড়া করে সৈন্যরা, যদি সৈনাদের গুলিতে প্রাণ হারাতে হয় পঞ্চাশ জনেরই জননী তার শিশুর কণ্ঠ চেপে ধরে। শিশু কেঁদে ওঠে আরো প্রবল বেগে। জননী তার নিজ হাতে শিশুর কণ্ঠনালী চেপে ধরে হত্যা করে তাকে; সেই জননীও এখন বাংলাদেশের মিছিলে এগিয়ে চলে কাঁচ সদৃশ চোখে। এই সকল বাস্তবতা গ্রামের পর গ্রামে প্রত্যক্ষ করতে করতে। রক্তের দাগ এখন সারাদেশে। আগুনের শিখা এখন সারাদেশে।[২২৭]

গেরিলাযুদ্ধের স্বরূপ তিনি বর্ণনা করেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে

> না, যুদ্ধ কখনো দেখেনি ফুলকি। যদি সে যুদ্ধ দেখেই থাকত, তাহলে দেখতে পেত এখন তার কল্পনায় বাংলার সৈনিকদের। যে সৈনিকরা এক নিয়মিত বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত; সে শত্রু বাহিনী নিয়মিত এবং বিপুল বলেই বাংলার সৈনিকেরা পৃথিবীর আদিমতম যুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি। বাংলার সৈনিকদের তাই উর্দি নেই, হাতে উন্নত অস্ত্র নেই, জানান দিয়ে প্রস্তুত হয়ে আহ্বান করে যুদ্ধের অবকাশ নেই। গেঞ্জি, লুঙ্গি পরা এই সৈনিক অতর্কিত আক্রমণ করে চোখের পলকে পালিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত এই সৈনিক। মাঠের ভেতর দিয়ে চলাচল করে এই সৈনিক, যেন সে সৈনিক নয় কৃষক মাত্র। দিবালোকের ভিড়ের ভেতর মিশে থাকে এই সৈনিক, যেন সে সৈনিক নয় জনতার সদস্য একজন মাত্র।[২২৮]

উপন্যাসে গল্প সরলরেখায় ধাবমান নয়। শুধু যুদ্ধই এর অনুসঙ্গ নয় যুদ্ধের পাশাপাশি পাত্র-পাত্রীর জৈবিক চেতনা পারস্পরিক সন্দেহ বিশ্বাসভঙ্গতার অনুবৃত্ত উঠে এসেছে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো। সৈয়দ শামসুল হক স্বভাবতই ফ্রয়েডিয় চেতনায় পাত্র-পাত্রীর আচরণ গল্পে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন প্রায় ক্ষেত্রেই। আলোচ্য উপন্যাসও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়

> মুখ নামিয়ে এনেও ফিরে নিই; ফুলকি হয়ত বাঁধা দিত না, তবু অনুমতি প্রার্থনা করি 'চুমু খাই?' ফুলকি মুখ ওপাশে নিয়ে চোখ বুজে নিঃশ্বাস ফ্যালে। তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলি 'আমের বোল ধরেছে। ঘ্রাণ পাচ্ছিস?' ফুলকি নিঃশব্দে বুকের সঙ্গে পড়ে থাকে। 'খাব?' ফুলকির নাকের পাতা ফুলে ওঠে। আমের মুকুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে কি। ফুলকিকে আমি চুমু দিই-একটি গ্রীষ্ম, আমের একটি মাস, একটি জীবনের অপেক্ষার পর।[২২৯]

নামকরণের ক্ষেত্রে উপন্যাসিক ভাবের উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টিবহুল দেশ বাংলাদেশ। ঋতু বৈচিত্র্যে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এ জনপদে। বিশ্বের বৃহত্তম এ ব-দ্বীপ তখন সত্যি সত্যি একটা বড় জলাশয়ে পরিণত হয়। জলেশ্বরীর প্রতিকৃতিতে লেখক গোটা বাংলাদেশের প্রকৃতি তুলে ধরতে চেয়েছেন উপন্যাসে। বৃষ্টি এদেশের মানুষের ঐতিহ্যের

অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত গঠিত পরিশীলত হয় বৃষ্টির সিক্ত আভায়। মহিউদ্দিনের যুদ্ধ পরিকল্পনা বৃষ্টি নির্ভর। বৃষ্টি হবে। আধকোশা নদী ফুলে ফেঁপে উঠবে। জলেশ্বরী একটা দ্বীপে পরিণত হবে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, পাকিস্তানিবাহিনি। পরাজিত হবে মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণে। নামকরণের এ গূঢ়তা তাই লাভ করে শিল্পসুষমা। এর ভাষা সাবলীল ও গতিশীল। পাত্রা-পাত্রী অনুযায়ী প্রতিস্থাপিত সংলাপে আছে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার

> মোমেনাই এবার প্রশ্ন করে, 'তোমরা যাবার নন?' 'কোনঠে?' 'ক্যানে? মাঠে' মহিউদ্দিন বিস্মিত হয়। মাঠে? কি বলতে চায় মোমেনা? 'মাঠে তোমার কাম নাই? এলাও বসে আছেন?' 'কোন কামের কথা পুছ করিস?' 'যেমন তোমরা সেই দিন মাঠোৎ গেইছিলেন'? [২৪০]

সৈয়দ শামসুল হক উপন্যাসের ক্ষেত্রে নিরীক্ষাধর্মী। প্রায় প্রতিটি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি একটা স্টাইল প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেন। আলোচ্য উপন্যাসের বর্ণনায় তিনি কয়েকটি উপায় অবলম্বন করেছেন। কখনো পাত্র পাত্রীর জীবনীতে গল্প বলিয়াছেন কখনো উত্তম পুরুষের মাধমে কখনো বা তিনি নিজে গল্প বলেছেন। যখন তিনি নিজে গল্প বলেছেন তখনও অবলম্বন করেছেন দুটি উপায়। কখনো একবচন কখনো বহুবচন। ইতিহাস প্রতিস্থাপনেও তিনি রেখেছেন ব্যতিক্রমী ধারা। মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধপূর্ব বা যুদ্ধোত্তর এমন অনেক ইতিহাস আছে যা তিনি গল্পে ব্যবহার করেছেন অবিকৃতভাবে

> ... যেহেতু... বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালে ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাও আহ্বান জানান... যেহেতু পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনো বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে নজীরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছে... যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে... সেই হেতু আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহার দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি। [২৪১]

উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় এ জাতীয় সংযোজনে পাঠক হোঁচট খেয়েছেন। একটু দ্বিধান্বিতও হয়েছেন। এটা উপন্যাস না ইতিহাস। 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' নামে যে উপন্যসাটি বর্তমানে বিদ্যা প্রকাশনীর (প্রকাশকাল-১৯৯৮) ব্যনারে বাজারে সংবর্তমান এর সঙ্গে পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসের মৌলিক কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় নি। যদিও লেখক পত্রিকায় প্রাকাশিত উপন্যাসটিকে খসড়া হিসবে আখ্যায়িত করেছেন। পাঠান্তে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় খসড়াকে ভিত্তি করেই বর্তমান উপন্যাস। এতে বিয়োজন কম সংযোজন বেশি। সংযোজিত অংশটুকু অনেকটাই দলীয় রাজনীতি ব্যক্তিপ্রীতির স্তুতি বর্ণনার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' এবং বিদ্যা প্রকাশ এর 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' পাঠান্তে প্রতিতুলনা করলে বরং প্রথমোক্তটিকেই অধিক শিল্পসম্মত উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। বস্তুত 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', বাংলা কথাসাহিত্যে একটি অনন্য সংযোজন। মুক্তিযুদ্ধ ও এর স্বরূপ প্রতিস্থাপনের একটি সচেতন প্রচেষ্টা এটি এ কথা অবলীলায় বলা যায়।

খ. একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি

'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি' অসাধারন এক উপন্যাস। মৃত্যুর মত ভয়ানক একটি সত্য ঘটনাকে শিল্প সুষমায় উপস্থাপনা করে ঔপন্যাসিক কুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মৃত্যু মানুষের স্বাভাবিক পরিণতি। আরোপিত মৃত্যু কাম্য নয় কারো। উপন্যাস পাঠে প্রতি মুহূর্তে পাঠক শিহরিত হন অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর ঘোষণায়। দুভার্গ্যজনক হল আক্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া সবাই এ মৃত্যু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু প্রতিকার করার কোন প্রচেষ্টা বা উপায় নেই। বস্তুত মানব জীবনের প্রকৃতি-ই এই। প্রাণী মাত্রের ই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। এই সহজ সরল সত্যটি অনুধাবনের প্রত্যয় মানুষের নেই। বর্তমান অবস্থা-ই জীবের চিরকালীন, চলমানতা-ই জীবের স্বকীয়তা এই প্রতীতি মানুষের মধ্যে প্রবহমান। মৃত্যু বা বিনাশ এ সম্পর্কে ধারণা আছে ভয়ও আছে কিন্তু প্রস্তুতি নেই; ইচ্ছেও নেই। পৃথিবীর মোহময় রূপজালে আবদ্ধ মানুষের বোধ। সতত ক্রিয়াশীল স্বভূম-স্বজাতির বিচ্ছিন্নতা কাম্য নয় কারোই। অথচ এ এক আমোঘ সত্য। সান্তিয়াগো নাসা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল না মোটেও। রিউহাচের প্রায় প্রতিটি নাগরিক যখন তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত তখন সে বিহ্বল নিরুপায়। প্রতিরোধের অহেতুক প্রচেষ্টা না চালিয়ে সে বরণ করে মৃত্যুকে আকারণে অসহায়ভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

'একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি' উপন্যাসের বিষয়বস্তু নামকরণের মধ্যেই স্পষ্ট। কাহিনির সঞ্চারক চরিত্র আনহেলো বিকারিও। পিতা- পেনেসিয়ো বিকারিও এবং মাতা পুরসিতা দেল কারমান। চারবোনের মধ্যে সে সবার ছোট। যমজ দুই ভাই পেড্রো বিকারিও ও পাবলু বিকারিও। আনহেলার বাবা মধ্যবিত্ত গোছের জীবন যাপনে অভ্যস্থ। পেশায় একজন স্বর্ণকার। অবশ্য মাতা- পুরমিয়া এক সময়কার শিক্ষয়ত্রী। মা বাবার কঠোর অনুশসান আর নিয়মানুবর্তীতার মধ্যে তাদের বেড়ে উঠা। আনহেলা বিকারিওর মা-মনে করতেন, মেয়েরা সংসারের যাবতীয় কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে এটাই প্রচলিত

> মেয়েদের লালন পালন করা হত বিয়ে দেয়ার জন্য। তারা জানতো কি করে পর্দার ওপর এমব্রয়ডারি করা যায়, মেশিনে সেলাই করা যায়। কি করে হাতের লেস বোনা যায়, কাপরড় ধোয়া ও ইস্ত্রি করা, কৃত্রিম ফুল তৈরী ও সৌখিন মিছরি খণ্ড তৈরীর কাজ এবং বিবাহের ঘোষণাপত্র লেখার কাজ। [২৮৫]

আনহেলার মা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে কোনও মানুষই ওদের নিয়ে সুখি হতে বাধ্য, কারণ, ওদের সে ভাবেই শত কষ্ট সহ্য করার মতো তৈরী করা হয়েছে। দুভার্গ্য তার এই প্রতীতি আনহেলার ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হয় নি। ভাঙা কাচের মত টুকরো টুকরো করে ছত্রখান করে দেয় আনহেলা তার পরিবার ও পরিবার সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো সজীব, স্বপ্নীল জীবন। পরিবারের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়ে বাইয়ার্দোস্যান রোমানের পরিবার । বাইয়ার্দোসান, পেত্রেনিও সান রোসাম এর অতি আদরের পুত্র। দুই বোনের একমাত্র ভাই সে। আলবের্তো সিমন্ডস যিনি প্যাপিয়ামেন্টো পেত্রোনিও সান সাহসী যোদ্ধা এবং সরকারের উচ্চপদস্ত অফিসার। উপন্যাসে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত পরিবার হল প্লাসিদা লিনেরোর পরিবার। ইব্রাহীম নাসার সন্তান সান্তিয়াগো নাসা। তিনবছর পূর্বে মারা যান তিনি। সান্তিয়াগো নাসা যে কিনা উপন্যাসের হতভাগ্য এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পযন্ত নিঃসঙ্গ মায়ের সঙ্গে ছিল ছায়ার মত। এই পরিবারের সাথে একাত্ম হয়ে আছে গৃহ পরিচারিকা বিক্তোরিয়া গুসমান- তার কন্যা দিবিনা ফ্লর । উপন্যাসের অন্যান্য প্রধান চরিত্রের মধ্যে রয়েছে দুধ বিক্রেতা ক্লোতিলদে আর্মেন্তো, শহরের মেয়র কর্নেল আপেন্তো, বারবনিতা মারিয়া আলহান্দ্রিনা সের্বেন্তস; সান্তিয়াগোর বন্ধু ক্রিস্তো বেদোইয়া এবং কথক নিজে । কিন্তু পুরোউপন্যাসের এক অদৃশ্য চরিত্র হল বিশপ। যার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকলেও বস্তুত তার পরোক্ষ প্রভাবেই উপন্যাসে ঘটে মর্মান্তিক বিয়োগাত্মক ঘটনা। বাইয়ার্দোসান আর্থিক বৈভব আর নাটুকেপনার আশ্রয়ে বিয়ে করে আনহেলা বিকারিওকে। বিয়ের প্রথম প্রহরেই ভেঙে যায় তাদের স্বপ্নের বাসর। বাইয়ার্দোসান আনহেলা বিকারিও অক্ষতযোনী নয় এই অভিযোগে ফিরিয়ে দিয়ে যায় পুরাসিমা বিকারিওর কাছে। কন্যার গোপন অভিসারে ক্ষুব্ধ হয়ে ডেকে আনেন যমজ দুই সন্তান পেড্রো বিকারিও ও পাবলো বিকারিওকে। বোনের অসম্মানের প্রতিশোধ নিতে তারা বেরিয়ে পার অভিযুক্ত সান্টিয়াগো নাসারকে খুন করতে এবং খুন সম্পন্ন করে তারা স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে। উপন্যাসের কাহিনি মূলত এইটুকু। এক রাত্রি ও এক সকাল এই সময়ের কাহিনি 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি'। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই উপন্যাসে সমাবেশ ঘটে বিচিত্র চরিত্রের। কাহিনির মূল চরিত্র সান্তি য়াগো নাসা। পিতার কাছ থেকে খুব অল্প সময়েই সে শিখে নেয় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, অশ্বচালনা, দ্রুতগামী উড়ন্তপাখির শিকার। শৌর্য, বীর্য, বিচক্ষণতা আর দূরদর্শীতায় সে ছিল আরব পিতা ইব্রাহীম নাসার মতোই সমান পারদর্শী। পিতার অকাল মৃত্যুতে মাধ্যমিক শিক্ষার উপরে উঠা তার হয় নি। পারিবারিক খামারের দায়িত্ব নিতে হয় তাকে। তার জীবন যাপন জটিল নয়। উপন্যাসের কথক তার বন্ধু। কথকের বোন মারগোত তার পাণিপ্রার্থী। আনহেলা বিকারিওর বিয়েতে ঝাকজমক অনুষ্ঠানে সে সপ্রতিভ এবং বাইয়ার্দোসানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। এমন কি যে পেড্রো আর পাবলো বিকারোও তাকে হত্যা করে মৃত্যুর ছয় ঘণ্টা পূর্বেও তারা ছিল বন্ধু। সে ছিল প্রত্যয়ী। নির্ভীক। ধর্মবিশ্বাসও তার শ্রদ্ধাযোগ্য। বিশপের আগমনোপলক্ষ্যে সে যাজকীয় পোশাক পরিধান করে। বন্ধুসভা অথবা পরিবার পরিজনদের মধ্যে তার সম্পর্কে ইতিবাচক চেতনায়ই বর্তমান। তাকে অপছন্দ করে এমন চরিত্রের সংখ্যা নেই খুব একটা। ব্যতিক্রম তারই পাচিকা বিক্তোরিয়া গুসমান। বিক্তোরিয়া যে কিনা তার বাবা ইব্রাহীম নাসার ভোগের পাত্রী সে অপছন্দ করে সান্তিয়াগোকে। বস্তুত বিক্তোরিয়ার বিশ্বঘাতকতার জন্য তার নির্মম মৃত্যু সাধিত হয়। আনহেলা বিকারিও তার দুই ভাইকে তার সম্ভ্রমহানীর জন্য সান্তিয়াগো নাসারকে অভিযুক্ত করে অনেকটা অবচেতন মনেই। সে ভেবেছিল যদি সান্তিয়াগোর নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহলে হয়তো তার ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিশোধ নেবার সাহস দেখাবে না। বোনের সম্মান রক্ষার্থে প্রতিজ্ঞ বিকারোও ভ্রাতৃদ্বয় অভিযুক্তকে হত্যা করার প্রকাশ্য হুমকি প্রদান করলেও প্রতিমুহূর্তে তারা চাইত কেউ তাদের এ হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত রাখুক। কিন্তু যাজক বিশপের আগমনের সংবাদে শহরের মানুষ এতই ব্যস্ত ছিল যে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তারা যুক্তিযুক্ত অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়। সান্তিয়াগো নাসার পাচক দিবিনাফ্লর প্রতি আসক্ত। দিবিনা ফ্লরকে তার সম্পত্তি বলে মনে হয়। যদিও সে মরিয়া আলেয়ন্দিনা সেবেস্তের শিকারে পরিণত হয়েছেন্ অনেক আগেই এবং নারীসঙ্গ লাভের অভিজ্ঞতাঅর্জন করেছে চমৎকারভাবে। সে দিবিনাফ্লরকে নিজস্ব ভোগের সামগ্রি বলে ভাবতে থাকে দম্ভের সাথে। মূলত এ কারণেই বিক্তোরিয়া ওসমান সান্তিয়াগোর প্রতি ক্ষিপ্ত এবং তার মৃত্যু পরোয়ানা জানা সত্ত্বেও তাকে সতর্ক করে না।

মনোবিশ্লেষণের জটিল বাতাবরণে আবর্তিত এর প্রতিটি চরিত্র। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সঠিক ও যুক্তিযুক্ত মনে করছে। ব্যাইয়ার্দো সান আনহেলা বিকারিওকে বিয়ে করার জন্য অর্থ খরচ করেছে প্রচুর। বাজার মূল্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি মূল্যে

Dhaka University Institutional Repository

বিপত্নীক সিয়ুমের বিলাসবহুল বাড়ি কিনে নেয়। শুধু আনহেলার সাধ পূর্ণ করার জন্য। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে ভোজের নিমন্ত্রণ করে বাইয়ার্দো আনহেলার বিবাহোত্তর প্রীতিভোজে। যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় বাইয়ার্দো এতটা হাতখোলা সেই আনহেলা বিকারোও অক্ষতযোনী নয় অভিযোগ এনে ত্যাগ করা তার চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় মেলে। আনহেলা এ বিয়েতে রাজি ছিলনা প্রেম সৃষ্টি হয়নি বলে। তার মা অবশ্য যুক্তি দেখিয়েছিল বিবাহোত্তর প্রেমের প্রতিস্থাপনের পক্ষে। কিন্তু প্রেমহীন বিয়ে কী নিদারুন অসারতায় পর্যবসিত হয় বাসর ঘরেই তার প্রমাণ মেলে।

উপন্যাসটিতে সূক্ষ্মভাবে আরব সেটেলারদের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। আরবরা এ অঞ্চলে বীররের প্রতীক হিসেবেই পরিচিত সান্তিয়াগোর হত্যাকাণ্ডের পর শহরের মেয়র কর্নেল লাসারু আপেন্তে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। আরবদের উত্তেজিত হয়ে উঠার ভয়ে দ্রুত গণসংযোগ করে সে পরিস্থিতির সামাল দেয়। বিচার বিভাগীয় তদন্তে পেদ্রো এবং পাবলো বিকারিওর দোষ প্রমাণিত হয়। কিন্তু তিন বছরের বেশি তাদের সাজা হয় না। কারণ হত্যাকাণ্ড ঘটানোর আগে তারা যেমন ছিল সহজ সরল ভাল মানুষ। হত্যাকাণ্ডের পরও তেমনি সহজ সরল ভাল মানুষে পরিণত হয়। তারা মূলত: বোনের সম্মানহানীর প্রতিশোধ নিতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কোন আর্থিক লাভালাভে নয়। নারী তাদের কাছে সম্মানের প্রতীক। এর অপমানের প্রতিশোধ নিতে না পারা কাপুরুষতারই লক্ষণ। উপন্যাসের ট্রাজিক চরিত্র সান্তিয়াগো নাসার মা প্লাসিদা লিনেরো। বিক্তোরিয়ার ভুল তথ্যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘাতকদের স্বচক্ষে দেখেও সে তার সন্তানকে বাঁচাতে পারে না। নিজ বাড়ির সামনে নিজেরই ভুলের কারণে প্লাসিদা তার সন্তানকে হারায়। ঘাতক বিকারিও ভ্রাতৃদ্বয় যখন সান্তোয়াগো নাসারকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় তাড়া করে তখন প্লাসিদা বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে দেয়। অথচ দরজাটা বন্ধ হতে আর কয়েক সেকেন্ড দেরি হলে সান্তিয়াগো নিজেকে রক্ষা করতে পারত। মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে মূলত স্বল্পতম সময়েই। মৃত্যু দীর্ঘ কোন প্রক্রিয়া নয়। মুহূর্তেই সাঙ্গ হয় পৃথিবীর নাট্যাভিনয়। সান্তিয়াগো নাসার যে কিছুক্ষণ আগেও ছিল সজীব, জীবন্ত সে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে মৃত অসার নির্জীব।

ল্যাটিন আমেরিকার উপন্যাস উপন্যাসের পাত্র পাত্রী গঠন কাঠামো ইউরোপিয় কথাসাহিত্যের অনুগামী নয়। পরিবার পরিবারের সম্মান সামাজিক দায়বোধ। ধর্মীয় চেতনা সবই এখানকার অংশ 'একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি' উপন্যাসটি পাঠকের স্নায়ুকে বাস্পাকুল করে রাখে, উদ্বিগ্ন করে রাখে। বেলাল চৌধুরী এর অনুবাদ করেছেন গ্রেগারি বারাসাকৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকে। গ্রেগারি বারাসা গাব্রিয়াল গর্সিয়া মার্কেজের বহু উপন্যাস ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রশংশিত হন। বেলাল চৌধুরী বিশ্বসাহিত্যের বিশেষত ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্যে প্রতি আকৃষ্ট বেশি। তিনি বাংলা সাহিত্যের সাথে ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্যের মালা গাঁথতে চেয়েছেন সচেতনভাবে। এ প্রচেষ্টায় পুরোপুরি সফল হয়েছেন বলা যাবে না। যদিও আক্ষরিক অনুবাদ এটি নয়, তবু অনেক জায়গায় কিছুটা অস্পষ্ঠতা রয়ে গেছে

> রাত দশটার কাছাকাছি। চত্বরে তখনও কয়েকজন মাতাল গান গেয়ে চলেছিল। আনহেলা বিকারিও তার শোবার ঘরের ড্রেসারের মধ্যে রাখা ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের ছোট স্যুটকেসটি আনতে পাঠিয়ে ছিল। আর সেই সঙ্গে প্রতিদিনের কাপড়চোপড়ের স্যুটকেসটিও পাঠিয়ে দিতে বলেছিল ওদের। বার্তবাহকটি খুবই তাড়াহুড়া করছিল। দরজায় যখন সে ধাক্কা দিচ্ছিল তখন পুরা বিকারিও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। খুব ধীরে ধীরে তিনটি টোকা দিয়েছিল সে, কিন্তু সেই টোকার মধ্যে ওদের সম্পর্কে খারাপ খবরের একটা অদ্ভুত স্পর্শ ছিল। আমার মাকে বলেছিলেন তিনি।[২৪৩]

উপন্যাসে পাত্র পাত্রীর সংলাপ অপেক্ষা ঘটনার বিবরণই বেশি। বাংলাসাহিত্য ইংরেজিসাহিত্যের সম্পদ আহরণ করেছে এবং করছে সুস্পষ্টতায়। অনুবাদ যে কোন দেশের সাহিত্যের ইতিবাচক পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপের সার্থকতা নির্ভর করে অনুবাদকের দক্ষতা নিপুণতার উপর। মূল গ্রন্থ অনুবাদের সময় স্বভাবতই চেতনাগত কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মূল গ্রন্থের লেখকের মানসচেতনা অনুবাদক সম্যকভাবে অবহিত হতে পারে না সঙ্গত কারণে। কৃষ্টি কালচারের ভিন্নতায় অনুবাদ আত্মীকরণের ভূমিকা পালন করে। অনুবাদক হয় মূল বইয়ের সমাজ ও সামাজিক আচরণকে অনুসরণ করেন স্পষ্টভাবে অথবা অনুকরণ করেন নিজস্ব ভাবনায়। এ দুইটি এক সাথে করতে না পারলে অনুবাদকর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। বেলাল চৌধুরী একটি পূর্ব ঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জিতে যে সমাজ তুলে ধরেছে তা যতটা গর্সিয়া মার্কেজের তার চেয়ে বেশি গ্রেগরি বারাসার। উপন্যাসের মূল গতি অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে। এর পাত্র পাত্রী অধিকাংশের-ই নৈতিকতা বলতে কিছু নেই। অবৈধ দৈহিক মিলনে তারা কুণ্ঠিত নয় লজ্জিতও নয়। সান্তিয়াগো নাসার বা তার বাবা ইব্রাহীম নাসার উভয়ে পারিবারিক ভৃত্যকে সম্ভোগের পাত্র হিসেবেই গণ্য করে। মারিয়া আলেহান্দ্রিয়ানা স্বঘোষিত লীলাসঙ্গিনী। এমন কি খুনি দুই যমজ ভাই এদেরও রয়েছে প্রণয়সঙ্গী। আমাদের বাঙালি সমাজে এসব অশ্লীলতার পর্যায়ে পর্যবসিত। তাই উপন্যাস পাঠে পাঠক একটু অস্বস্তি বোধ করতেই পারেন। পটভূমির এ জাতীয় ভিন্নতা থাকলেও সাযুজ্য যে নেই একেবারে তা নয়। বিশপের আগমনোপলক্ষে শহরবাসীর যে চাঞ্চল্য এটি যেন আমাদের পীর তন্ত্রের

Dhaka University Institutional Repository

ভিন্নরূপ। পরিশেষে এ কথা বলা যায় বেলাল চৌধুরী ল্যাটিন আমেরিকা এবং এই অঞ্চলের জীবন যাত্রা সম্বলিত উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করে প্রশংসার দাবি রাখেন নিঃসন্দেহে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা :

১। মহাদেব সাহা, কবি আহসান হাবীব, দৈনিক 'সংবাদ', ২২শে মার্চ, ১৯৮১, ঢাকা
২। শাহজাহান ঠাকুর, বাংলা ছন্দ ও জীবনানন্দ দাশ, দৈনিক 'সংবাদ', ১লা মার্চ, ১৯৮১, ঢাকা
৩। কবীর চৌধুরী, আসাদ চৌধুরীর কবিতা, দৈনিক 'সংবাদ', ২৪শে এপ্রিল, ১৯৮১, ঢাকা
৪। প্রাগুক্ত
৫। শাহাবুদ্দীন নাগরী, ভিন্ন ভুবনে শামসুর রাহমান, দৈনিক 'সংবাদ', ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫, ঢাকা
৬। কবীর চৌধুরী, বিপ্লবী ও প্রেমিক ও, দৈনিক 'সংবাদ', ৭ই জানুয়ারি, ১৯৮৮, ঢাকা
৭। প্রাগুক্ত
৮। সুচরিত চৌধুরী, বন্দনা গীতি, দৈনিক 'সংবাদ', ১১ই আগস্ট, ১৯৮৮, ঢাকা
৯। প্রাগুক্ত
১০। রংগলাল সেন, বাংলার গণউৎসব : গম্ভীরা, দৈনিক 'সংবাদ', ২০শে এপ্রিল, ১৯৮৯, ঢাকা
১১। প্রাগুক্ত
১২। মাহমুদ সেলিম, গণসংগীত প্রসঙ্গে, দৈনিক 'সংবাদ', ৯ই নবেম্বর, ১৯৮৯, ঢাকা
১৩। কবীর চৌধুরী, নাটক ও সমকালীন সমাজ, দৈনিক 'সংবাদ', ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০, ঢাকা
১৪। শাহিদা আখতার, কথাসাহিত্যে আমাদের প্রত্যাশা, দৈনিক 'সংবাদ', ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮১, ঢাকা
১৫। মোহাম্মদ রফিক, শেকড়ের সন্ধানে, দৈনিক 'সংবাদ', ১৮ই আগস্ট, ১৯৮৩, ঢাকা
১৬। মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, কথাসাহিত্যের গতি ধারা ও একজন কথাশিল্পী, দৈনিক 'সংবাদ', ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা
১৭। প্রাগুক্ত
১৮। প্রাগুক্ত
১৯। সত্যেন সরকার, মাতৃভাষার স্বরূপ ও শক্তি, দৈনিক 'সংবাদ', ৪ঠা মার্চ, ১৯৮৪, ঢাকা
২০। প্রাগুক্ত
২১। প্রাগুক্ত
২২। আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর তরঙ্গভঙ্গ, দৈনিক 'সংবাদ', ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৮৫, ঢাকা
২৩। সনৎকুমার সাহা, সাহিত্য নিয়ে, দৈনিক 'সংবাদ', ২৯শে জুন, ১৯৮৫, ঢাকা
২৪। আহসানুল কবির, জীবনানন্দ দাশের গল্প, দৈনিক 'সংবাদ', ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮৫, ঢাকা
২৫। মুরতজা আলী, সারেং বউ জীবন শিল্পের নিরিখে, দৈনিক 'সংবাদ', ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৮৬, ঢাকা
২৬। রফিকউল্লাহ খান, একুশের উপন্যাস, দৈনিক 'সংবাদ', ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭, ঢাকা
২৭। আবদুল মান্নান সৈয়দ, দারুণ মান্বন্তরের কর্ণধার : জগদীশ গুপ্তের প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী, দৈনিক 'সংবাদ', ১০ই মার্চ, ১৯৮৮, ঢাকা
২৮। সৈয়দ আবুল মকসুদ, নজরুল ইসলামের ছোট গল্প, দৈনিক 'সংবাদ', ১৯শে জুন, ১৯৮৯, ঢাকা
২৯। প্রাগুক্ত
৩০। প্রাগুক্ত
৩১। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, শিল্পে সমাজের বোধ, দৈনিক 'সংবাদ', ৬ই জুলাই, ১৯৮০, ঢাকা
৩২। প্রাগুক্ত
৩৩। প্রাগুক্ত
৩৪। সন্তোষ গুপ্ত, বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ও জাতীয় সংস্কৃতি, দৈনিক 'সংবাদ', ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৮০, ঢাকা
৩৫। রংগলাল সেন, বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি, দৈনিক 'সংবাদ', ১লা মার্চ, ১৯৮১, ঢাকা
৩৬। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সংস্কৃতির স্বাধীনতা, দৈনিক 'সংবাদ', ২৩শে জুন, ১৯৮৩, ঢাকা
৩৭। সালাহ উদ্দিন আহমেদ, আর্থসামাজিক বিকাশের পথে বাধা ও নিরসনের উপায়, দৈনিক 'সংবাদ', ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, ঢাকা
৩৮। মির্জা নূরুল হুদা, গণতন্ত্রের আকাশে স্বৈরতন্ত্রের মেঘ, দৈনিক 'সংবাদ', ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯, ঢাকা
৩৯। ইকতিয়ার চৌধুরী, 'জন্মদিন', দৈনিক 'সংবাদ', ৩রা আগস্ট, ১৯৮০, ঢাকা
৪০। প্রাগুক্ত
৪১। সুশান্ত মজুমদার, 'টাকা', দৈনিক 'সংবাদ', ২১শে জুন, ১৯৮১, ঢাকা
৪২। মঈনুল আহসান সাবের, 'অবদমনের পর', দৈনিক 'সংবাদ', ১৪ই মার্চ, ১৯৮২, ঢাকা
৪৩। আলমগীর সাত্তার, 'মানব সন্তান', দৈনিক 'সংবাদ', ১৮ই আগস্ট, ১৯৮৩, ঢাকা
৪৪। ভাস্কর চৌধুরী, 'ঘড়িয়াল', দৈনিক 'সংবাদ', ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮০, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। প্রাগুক্ত

৪৬। প্রাগুক্ত

৪৭। সুশান্ত মজুমদার, 'ভুল ছায়া', দৈনিক 'সংবাদ', ৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৪, ঢাকা

৪৮। প্রাগুক্ত

৪৯। সুশান্ত মজুমদার, 'একজোড়া মোজা', দৈনিক 'সংবাদ', ২৪শে এপ্রিল, ১৯৮৬, ঢাকা

৫০। সুশান্ত মজুমদার, 'ব্যাঙ', দৈনিক 'সংবাদ', ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০, ঢাকা

৫১। ইকতিয়ার চৌধুরী,'অতিক্রম', দৈনিক 'সংবাদ', ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮০, ঢাকা

৫২। প্রাগুক্ত

৫৩। প্রাগুক্ত

৫৪। সুশান্ত মজুমদার, 'জল সহচর', দৈনিক 'সংবাদ', ৪ঠা মার্চ, ১৯৮৪, ঢাকা

৫৫। সুশান্ত মজুমদার, 'মাছ', দৈনিক 'সংবাদ', ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৮৫, ঢাকা

৫৬। ভাস্কর চৌধুরী, 'পারাপার', দৈনিক 'সংবাদ', ২৬শে জুন, ১৯৮৭, ঢাকা

৫৭। নাসির আহমেদ, 'শিব মন্দির', দৈনিক 'সংবাদ', ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮, ঢাকা

৫৮। শামসুল আলম সরকার, 'আরোহী', দৈনিক 'সংবাদ', ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, ঢাকা

৫৯। প্রাগুক্ত

৬০। শামসুদ্দিন আবুল কালাম, 'যে সঙ্গে নেই', দৈনিক 'সংবাদ', ২রা মার্চ, ১৯৮০, ঢাকা

৬১। সৈয়দ কামরুল হাসান, 'আয়না মহল', দৈনিক 'সংবাদ', ২৭শে জুলাই, ১৯৮০, ঢাকা

৬২। সেলিনা হোসেন, 'খোঁজা', দৈনিক 'সংবাদ', ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬, ঢাকা

৬৩। প্রাগুক্ত

৬৪। আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, 'অধ্যবসায়', দৈনিক 'সংবাদ', ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮, ঢাকা

৬৫। মঈনুল আহসান সাবের, 'দুপুর বেলা', দৈনিক 'সংবাদ', ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮, ঢাকা

৬৬। ঝুনাইদা গুলশান আরা, 'কাওনের ক্ষেতে কাওয়া', দৈনিক 'সংবাদ', ২৬শে এপ্রিল, ১৯৮৪, ঢাকা

৬৭। বিপ্রদাশ বড়ুয়া, 'জানুক', দৈনিক 'সংবাদ', ২রা এপ্রিল, ১৯৮৭, ঢাকা

৬৮। বিপ্রদাশ বড়ুয়া, 'সব মিলে একটি নদী', দৈনিক 'সংবাদ', ৬ই অক্টোবর, ১৯৮৮, ঢাকা

৬৯। শামসুল আলম সরকার, 'মুক্তিযুদ্ধ' দৈনিক 'সংবাদ', ১১শে অক্টোবর, ১৯৮০, ঢাকা

৭০। প্রাগুক্ত

৭১। বিপ্রদাশ বড়ুয়া, 'সেই সময়', দৈনিক 'সংবাদ', ১২ই জানুয়ারি, ১৯৮৪, ঢাকা

৭২। শামসুদ্দিন আবুল কালাম, 'সিড দ্য গড' দৈনিক 'সংবাদ', ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৮৭, ঢাকা

৭৩। প্রাগুক্ত

৭৪। প্রাগুক্ত

৭৫। বিপ্রদাশ বড়ুয়া, 'মেয়েটি' দৈনিক 'সংবাদ', ১০ই মার্চ, ১৯৮৮, ঢাকা

৭৬। হাসান হাফিজুর রহমান, 'আরো দুটি মৃত্যু, দৈনিক 'সংবাদ', ৭ই এপ্রিল, ১৯৮৪, ঢাকা

৭৭। আলেক্স গুমা, 'কফি' (অনুবাদক : সুব্রত বড়ুয়া), দৈনিক 'সংবাদ', ১৯শে জানুয়ারি, ১৯৮৬, ঢাকা

৭৮। প্রাগুক্ত

৭৯। ব্রোলো এরিকউল, 'চোয়াও উরগো' (অনুবাদক : মাসুমা খানম), দৈনিক 'সংবাদ', ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৮৬, ঢাকা

৮০। জুয়ান রালফো, 'অনেক খানি জমি' (অনুবাদক : মজহারুল করিম), দৈনিক 'সংবাদ', ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৭, ঢাকা

৮১। সামারসেট মম, 'লুইস' (অনুবাদক : ফিরদৌস মাহবুব-উল-হক), দৈনিক 'সংবাদ', ৯ই মার্চ, ১৯৮৯, ঢাকা

৮২। নিশিত খান, 'ক্ষয়', দৈনিক 'সংবাদ', ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭, ঢাকা

৮৩। ভাস্কর চৌধুরী, 'শেকড়', দৈনিক 'সংবাদ', ১২ই আগস্ট, ১৯৮৮, ঢাকা

৮৪। প্রাগুক্ত

৮৫। আলম খোরশেদ, 'উৎসমুখে', দৈনিক 'সংবাদ', ১৯শে নবেম্বর, ১৯৮৪, ঢাকা

৮৬. শিহাব সরকার, 'সন্তান চাই', দৈনিক 'সংবাদ', ৩ রা আগস্ট, ১৯৮০, ঢাকা

৮৭. কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভূমিহীন', দৈনিক 'সংবাদ', ২২শে মার্চ, ১৯৮১, ঢাকা

৮৮. প্রাগুক্ত

৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, 'দুই বিঘা জমি', বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা নং-২৩৮

৯০. নবিউল হোসাইন, 'শ্যামল সন্দেশ' দৈনিক 'সংবাদ', ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮১, ঢাকা

৯১. প্রাগুক্ত

৯২. প্রাগুক্ত

৯৩. প্রাগুক্ত

৯৪. নাসিম সহত, 'উন্মোচন', দৈনিক 'সংবাদ', ১৩ই অক্টোবর, ১৯৮৩, ঢাকা

৯৫. বিমল গুহ, 'সত্য ও সুন্দরের কাছে', দৈনিক 'সংবাদ', ১৩ই অক্টোবর, ১৯৮৩, ঢাকা

৯৬. হাবীবুল্লাহ সিরাজী, 'আলো অন্ধকার', দৈনিক 'সংবাদ', ১৯শে জানুয়ারি, ১৯৮৪, ঢাকা

৯৭. প্রাগুক্ত

৯৮. শামসুর রাহমান, 'এখন সে কথা থাক', দৈনিক 'সংবাদ', ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, ঢাকা

৯৯. প্রাগুক্ত

১০০. শামসুর রাহমান, 'তোমাকে পাঠাতে চাই', দৈনিক 'সংবাদ', ১০ই অক্টোবর, ১৯৮৫, ঢাকা

১০১. প্রাগুক্ত

১০২. মাকিদ হায়দার, 'যেতে হয় যাবে', দৈনিক 'সংবাদ', ১৯শে অক্টোবর, ১৯৮৫, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

১০৩. সানাউল হক, 'পরমাত্মা', দৈনিক 'সংবাদ', ২৬শে জুন, ১৯৬৬, ঢাকা
১০৪. সানাউল হক, 'রক্ত মঞ্জরী', দৈনিক 'সংবাদ', ২৬শে জুন, ১৯৬৬, ঢাকা
১০৫. জিনাত আরা রফিক, 'আমাদের ব্যক্তিগত পাপ', দৈনিক 'সংবাদ', ১৩ই নভেম্বর, ১৯৬৬, ঢাকা
১০৬. প্রাগুক্ত
১০৭. মোহন হায়দার, 'নিষিদ্ধ নক্ষত্র ওঠা', দৈনিক 'সংবাদ', ১৩ই নভেম্বর, ১৯৬৬, ঢাকা
১০৮. প্রাগুক্ত
১০৯. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'আরে ছো', দৈনিক 'সংবাদ', ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৭, ঢাকা
১১০. প্রাগুক্ত
১১১. আমজাদ হোসেন, 'এসব কি হচ্ছে, আমি বাড়ি যাব', দৈনিক 'সংবাদ', ১৯শে মার্চ, ১৯৮৭, ঢাকা
১১২. প্রাগুক্ত
১১৩. প্রাগুক্ত
১১৪. সিকদার আমিনুল হক, 'এই বদল আমরাও নিচ্ছি দু হাতে', দৈনিক 'সংবাদ', ৯ই এপ্রিল, ১৯৮৭, ঢাকা
১১৫. প্রাগুক্ত
১১৬. সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, 'এখন আমি কি করি', দৈনিক 'সংবাদ', ৭ই জানুয়ারি, ১৯৮৮, ঢাকা
১১৭. প্রাগুক্ত
১১৮. মাফরুহা চৌধুরী, 'নীল নকশা', দৈনিক 'সংবাদ', ৫ই জানুয়ারি, ১৯৮৯, ঢাকা
১১৯. সানাউল হক, 'কাজ', দৈনিক 'সংবাদ', ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯, ঢাকা
১২০. মাকিদ হায়দার, 'ওতর জন্য একদিন', দৈনিক 'সংবাদ', ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৮০, ঢাকা
১২১. ফজল শাহাবুদ্দিন, 'ভালবাসতে চাও', দৈনিক 'সংবাদ', ১লা জুন, ১৯৮০, ঢাকা
১২২. প্রাগুক্ত
১২৩. সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, 'জয় হোক ভালবাসার', দৈনিক 'সংবাদ', ১৪ই মার্চ, ১৯৮২, ঢাকা
১২৪. জাহিদুল হক, 'একদিন', দৈনিক 'সংবাদ', ১৫ই মার্চ, ১৯৮১, ঢাকা
১২৫. প্রাগুক্ত
১২৬. প্রাগুক্ত
১২৭. সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, 'আমাদের ব্যাপার', দৈনিক 'সংবাদ', ১৭ই মার্চ, ১৯৮২, ঢাকা
১২৮. প্রাগুক্ত
১২৯. প্রাগুক্ত
১৩০. মোশাররফ হোসেন, 'হৃদয়ে অন্তরীপ জেগে', দৈনিক 'সংবাদ', ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৮৫, ঢাকা
১৩১. প্রাগুক্ত
১৩২. জিনাত আরা রফিক, 'অধুনা তুমি ও আমি', দৈনিক 'সংবাদ', ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা
১৩৩. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, 'সকালের গল্প', দৈনিক 'সংবাদ', ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৮৪, ঢাকা
১৩৪. প্রাগুক্ত
১৩৫. প্রাগুক্ত
১৩৬. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, 'খেলাধুলার সরল অংক', দৈনিক 'সংবাদ', ১২ই জুলাই, ১৯৮৯, ঢাকা
১৩৭. প্রাগুক্ত
১৩৮. প্রাগুক্ত
১৩৯. রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, 'এক গ্লাস অন্ধকার', দৈনিক 'সংবাদ', ৬ই আগস্ট, ১৯৮৯, ঢাকা
১৪০. প্রাগুক্ত
১৪১. প্রাগুক্ত
১৪২. প্রাগুক্ত
১৪৩. প্রাগুক্ত
১৪৪. প্রাগুক্ত
১৪৫. অসীম সাহা, 'সেই মেয়েটি', দৈনিক 'সংবাদ', ৫ই নভেম্বর, ১৯৮৭, ঢাকা
১৪৬. প্রাগুক্ত
১৪৭. মহাদেব সাহা, 'কোথা সে বিদ্রোহ', দৈনিক 'সংবাদ', ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, ঢাকা
১৪৮. প্রাগুক্ত
১৪৯. আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, 'সাদামাটা মেয়ে', দৈনিক 'সংবাদ', ২রা আগস্ট, ১৯৮৯, ঢাকা
১৫০. প্রাগুক্ত
১৫১. খালেদা এদিব চৌধুরী, 'মুগনাভি', দৈনিক 'সংবাদ', ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৮০, ঢাকা
১৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, 'রূপ নারানের কূলে', বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৮৩২
১৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, 'প্রথম দিনের সূর্য', বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৮৩৩
১৫৪. প্রাগুক্ত
১৫৫. শামসুর রাহমান, 'আসা যাওয়া', দৈনিক 'সংবাদ', ১২ই জানুয়ারি, ১৯৮৪, ঢাকা
১৫৬. সিদ্দিকুর রহমান, 'হে মানুষ নিরস্ত্র হও', দৈনিক 'সংবাদ', ১২ই জানুয়ারি, ১৯৮৪, ঢাকা
১৫৭. প্রাগুক্ত
১৫৮. প্রাগুক্ত
১৫৯. প্রাগুক্ত
১৬০. প্রাগুক্ত

১৬১. প্রাগুক্ত
১৬২. প্রাগুক্ত
১৬৩. প্রাগুক্ত
১৬৪. জাহান আরা আরজু, 'অহর্নিশ ক্রন্দসী', দৈনিক 'সংবাদ', ৪ঠা মার্চ, ১৯৮৪, ঢাকা
১৬৫. প্রাগুক্ত
১৬৬. প্রাগুক্ত
১৬৭. রফিক আজাদ, 'অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আনোন', দৈনিক 'সংবাদ', ৬ই এপ্রিল, ১৯৮১, ঢাকা
১৬৮. প্রাগুক্ত
১৬৯. প্রাগুক্ত
১৭০. প্রাগুক্ত
১৭১. প্রাগুক্ত
১৭২. সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, 'সংক্ষিপ্ত আমার প্রার্থনাও', দৈনিক 'সংবাদ', ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা
১৭৩. প্রাগুক্ত
১৭৪. আহসান হাবীব, 'সেই অস্ত্র' দৈনিক 'সংবাদ', ১৩ই মার্চ, ১৯৮৪, ঢাকা
১৭৫. প্রাগুক্ত
১৭৬. নাসিমা সুলতানা, 'দুদণ্ড শান্তির জন্য', দৈনিক 'সংবাদ', ৭ই জুন, ১৯৮৬, ঢাকা
১৭৭. শিহাব সরকার, 'যাঁরা কবিকে ফাঁসী দেয়', দৈনিক 'সংবাদ', ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮৫, ঢাকা
১৭৮. জাহিদ হায়দার, 'তুমি তো মানুষ বন্ধুতা দাও', দৈনিক 'সংবাদ', ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮৫, ঢাকা
১৭৯. প্রাগুক্ত
১৮০. সৈয়দ হায়দার, 'ঢাকায় বসবাস', দৈনিক 'সংবাদ', ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮১, ঢাকা
১৮১. শিহাব সরকার, 'ঢাকা', দৈনিক 'সংবাদ', ১১ই আগস্ট, ১৯৮৮, ঢাকা
১৮২. শিহাব সরকার, 'ঢাকা', দৈনিক 'সংবাদ', ১১ই আগস্ট, ১৯৮৮, ঢাকা
১৮৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'ঘোড়াগুলি', দৈনিক 'সংবাদ', ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮, ঢাকা
১৮৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'গ্রীনরোড', দৈনিক 'সংবাদ', ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮, ঢাকা
১৮৫.নাসির আহমেদ, 'সাহসী গোলাপ চারা', দৈনিক 'সংবাদ', ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা
১৮৬. প্রাগুক্ত
১৮৭. প্রাগুক্ত
১৮৮. শামসুর রাহমান, 'পরিবর্তন', দৈনিক 'সংবাদ', ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮, ঢাকা
১৮৯. প্রাগুক্ত
১৯০. সানাউল হক খান, 'বিবাগী উচ্চারণ' দৈনিক 'সংবাদ', ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮, ঢাকা
১৯১. প্রাগুক্ত
১৯২. সোহরাব হাসান, 'ঐ যে মিছিল যায়', দৈনিক 'সংবাদ', ২৪শে নবেম্বর, ১৯৮৮, ঢাকা
১৯৩. প্রাগুক্ত
১৯৪. সৈয়দ হায়দার, 'বহু বিঘ্নিত শান্তিতে', দৈনিক 'সংবাদ', ১০ই নবেম্বর, ১৯৮৯, ঢাকা
১৯৫. এম গোয়েল, 'ম্যাডোনা (অনুবাদক : আলম খোরশেদ), দৈনিক 'সংবাদ', ১৯শে মার্চ, ১৯৮৫, ঢাকা
১৯৬. প্রাগুক্ত
১৯৭. গর্সিয়া লোরকা, 'কিউবার নিগ্রোর স্বপ্ন (অনুবাদক : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম), দৈনিক 'সংবাদ', ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, ঢাকা
১৯৮. ইয়ারোস্লাভ, 'দুটি কবিতা (অনুবাদক : অসিত বরন দে), দৈনিক 'সংবাদ', ২৩শে জানুয়ারি, ১৯৮৬, ঢাকা
১৯৯. প্রাগুক্ত
২০০. নিকোলাস গিয়েন, 'গিটারে বিলাপের সুর (অনুবাদক : মতিউর রহমান), দৈনিক 'সংবাদ', ১৩ই নবেম্বর, ১৯৮৬, ঢাকা
২০১. প্রাগুক্ত
২০২. আরমিন মুলার, 'রূপকথার গল্পকার' (অনুবাদক : সানাউল হক), দৈনিক 'সংবাদ', ২৭শে জুলাই, ১৯৮৭, ঢাকা
২০৩. প্রাগুক্ত
২০৪. প্রাগুক্ত
২০৫. টভে বেরগ, 'গুচ্ছ কবিতা' (অনুবাদক : সানাউল হক), দৈনিক 'সংবাদ', ২৭শে জুলাই, ১৯৮৭, ঢাকা
২০৬. কয়েক জন চীনা কবির কবিতা (অনুবাদক : ফয়জ আহমদ), দৈনিক 'সংবাদ', ৫ই নবেম্বর, ১৯৮৭, ঢাকা
২০৭. বের্টল্ড ব্রেখট, 'জ্বলন্ত গাছ ও বেশ্যা এভেলিন রোরগাথা' (অনুবাদক : আবদুস সেলিম), দৈনিক 'সংবাদ', ৭ই এপ্রিল, ১৯৮৮, ঢাকা
২০৮. প্রাগুক্ত
২০৯. মাহমুদ দারবীশ, 'দুটি কবিতা' (অনুবাদাক : শামসুর রাহমান), দৈনিক 'সংবাদ', ১৭ই নবেম্বর, ১৯৮৮, ঢাকা
২১০. প্রাগুক্ত
২১১. সানাউল হক, 'অভিযাত্রী আয়ু', দৈনিক 'সংবাদ', ২০শে জানুয়ারি, ১৯৮০, ঢাকা
২১২. মুহম্মদ নরুল হুদা, 'নগ্ন নধর কান্তী', দৈনিক 'সংবাদ', ২৭শে জুলাই, ১৯৮০, ঢাকা
২১৩. প্রাগুক্ত
২১৪. প্রাগুক্ত
২১৫. প্রাগুক্ত
২১৬. মোহাম্মদ রফিক, 'গাও দিয়া', দৈনিক 'সংবাদ', ১৯শে অক্টোবর, ১৯৮০, ঢাকা
২১৭. সানাউল হক, 'গুচ্ছ কবিতা', দৈনিক 'সংবাদ', ১৯শে অক্টোবর, ১৯৮০, ঢাকা
২১৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

২১৯. নাসির আহমদ, 'দিন বদলের কবিতা', দৈনিক 'সংবাদ', ৪ঠা মার্চ, ১৯৮৭, ঢাকা
২২০. প্রাগুক্ত
২২১. সৈয়দ হায়দার, 'অনুমোড় অবস্থান', দৈনিক 'সংবাদ', ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা
২২২. প্রাগুক্ত
২২৩. হায়াৎ মামুদ, 'ম্যাজিক', দৈনিক 'সংবাদ', ২৩শে জুন, ১৯৮৬, ঢাকা
২২৪. প্রাগুক্ত
২২৫. প্রাগুক্ত
২২৬. সানাউল হক, 'দুটি কবিতা', দৈনিক 'সংবাদ', ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা
২২৭. প্রাগুক্ত
২২৮. প্রাগুক্ত
২২৯. হায়াৎ সাইফ, 'হিরণ্য নয় হত্যা হল', দৈনিক 'সংবাদ', ২৬শে এপ্রিল, ১৯৮৪, ঢাকা
২৩০. প্রাগুক্ত
২৩১. প্রাগুক্ত
২৩২. সৈয়দ শামসুল হক, 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', *বিদ্যা প্রকাশ*, ঢাকা, ১৯৮৮, ভূমিকা
২৩৩. *বেলাল চৌধুরী* (অনুবাদক : 'একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি' সন্দেশ প্রকাশনি, ঢাকা, ১৯৮৮, ভূমিকা
২৩৪. সৈয়দ শামসুল হক, 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', দৈনিক 'সংবাদ', ২০শে জুন, ১৯৮২, ঢাকা
২৩৫. সৈয়দ শামসুল হক, 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', দৈনিক 'সংবাদ', ১০ই মাচ, ১৯৮৩, ঢাকা
২৩৬. সৈয়দ শামসুল হক, 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', দৈনিক 'সংবাদ', ৯ই জুন, ১৯৮৩, ঢাকা
২৩৭. সৈয়দ শামসুল হক, 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', দৈনিক 'সংবাদ', ১লা ডিসেম্বর, ১৯৮৩, ঢাকা
২৩৮. সৈয়দ শামসুল হক, 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', দৈনিক 'সংবাদ', ৫ই এপ্রিল, ১৯৮৪, ঢাকা
২৩৯. সৈয়দ শামসুল হক, 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', দৈনিক 'সংবাদ', ১৫ই এপ্রিল, ১৯৮৪, ঢাকা
২৪০. সৈয়দ শামসুল হক, 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', দৈনিক 'সংবাদ', ৩রা মে, ১৯৮৪, ঢাকা
২৪১. সৈয়দ শামসুল হক, 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', দৈনিক 'সংবাদ', ২৪শে মে, ১৯৮৪, ঢাকা
২৪২. গাব্রিয়েল মার্কেজ (অনুবাদক : বেলাল চৌধুরী) একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর কালপঞ্জি
২৪৩. সৈয়দ শামসুল হক, 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ', দৈনিক 'সংবাদ', ২৮শে নবেম্বর, ১৯৮৫, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদে' প্রকাশিত রচনাবলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনা বর্হির্বিশ্বে একটি পদ্ধতিবিশেষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সেই ধারায় বাংলাদেশেও তুলনামূলক সাহিত্যের পঠন ও অনুকৃতি লক্ষ করা যায়। 'তুলনা' শব্দটির মধ্যে মাহাত্ম্য ব্যঞ্জনা বা হেয় করার ধারনা (যদি কিছু থেকে থাকে) সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা অচল। সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে মূলত উভয়পক্ষের মাহাত্ম্য ব্যঞ্জনাই ঘটে, এতে সাহিত্যসৃষ্টির গুণাবলি সম্যকভাবে পরিস্ফুট হয়। সাহিত্যস্রষ্টা নিজের খেয়ালে বা উদ্দেশ্যতাড়িত হয়ে তাঁর সৃষ্টিকর্মটি করে থাকেন এবং এইক্ষেত্রে সেই সৃষ্টিকর্মের তুলনা আর কোনটির সঙ্গেই হতে পারে না। কারণ সাহিত্যসৃজনে থাকে আবেগ, বুদ্ধির নির্যাস, অভিজ্ঞতার সংশ্লেষ সর্বোপরি স্রষ্টার নিরঙ্কুশ তন্ময়তা। এর কোনটি-ই অন্য কারো বা কিছুর সঙ্গে তুলিত হবার নয়। এই সবকিছু 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদে' প্রকাশিত রচনাবলির তুলনামূলক বিশ্লেষণে স্মরণ রাখা হয়েছে। এই পরিপেক্ষিত বিবেচনা করেই তুলনামূলক সাহিত্যের বিশ্বব্যাপী ধারনার আলোকে বর্তমান অধ্যায়ে উল্লিখিত দুইটি পত্রিকার প্রতিনিধিস্থানীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলির তুলনামূলক আলোচনায় মনোনিবেশ করা হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি বিশ শতকের আশির দশকে 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ' পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলির চেতনাগত কোন পার্থক্য বিদ্যমান কি-না। আমরা আরো দেখার চেষ্টা করেছি একই দশকে রচিত সাহিত্যিক রচনাসমূহ পত্রিকাভেদে কোন মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল কি-না। পাশাপাশি লক্ষ করার চেষ্টা করেছি গঠন বা প্রকরণগত কোন স্বাতন্ত্র্য এই সব রচনাবলিতে বিরাজমান কি-না।

'৮০ র দশকে বাংলাদেশ একটি নবীন রাষ্ট্র। '৭০ র দশকে ভাঙা-গড়া, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচিত্র যেমন এই সময়ের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি উঠে এসেছে সমসাময়িক ঘটনার চালচিত্র। সাহিত্যের প্রধান তিনটি শাখা প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা গোটা দশকে দুইটি পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে সমান গুরুত্বের সাথে। একই দশকে রচিত এই সব রচনাবলিতে বিষয়ের সাদৃশ্য অথবা স্বাতন্ত্র্য উভয় দিকই খুঁজে পাওয়া যায়। দুটি পত্রিকার প্রতিনিধিস্থানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ রচনাসম্ভারের তুলনা রচনাবলির শ্রেণীকরণ অনুসারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ক. প্রবন্ধ

কাহিনি চরিত্র-সংলাপ সম্বলিত গল্প-উপন্যাস অথবা কবিতা যতটা জনপ্রিয় তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ ততটা নয়। তাই শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমের ন্যায় প্রবন্ধের বই বা সংকলন প্রকাশ সহজসাধ্য নয়। সাহিত্যসাময়িকী দৈনিক সংবাদপত্রের সাপ্তাহিক নানান আয়োজনের একটি। এ সাময়িকীতে গল্প, কবিতার পাশাপাশি সমান গুরুত্বের সাথে প্রাকাশিত হয় প্রবন্ধ। জনপ্রিয়তার দিক থেকে প্রবন্ধ গল্প-কবিতার সমান না হলেও সাময়িকীতে গুরুত্বসহকারেই তা প্রকাশিত হয়। এবং কিছু কিছু প্রবন্ধ পত্রিকার সাময়িকীতে প্রকাশিত হওয়ার পর পরই বই আকারে প্রকাশ পেতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় মুনতাসীর মামুনের 'জানা-অজানা ঢাকা', সৈয়দ শামসুল হকের 'হৃৎ কলমের টানে', সৈয়দ আলী আহসানের 'নিইউয়র্কের চিঠি', বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের 'আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদ', আলমগীর ছাত্তারের 'উড্ডীন কড়চা', আবু সাঈদ চৌধুরীর 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', বাসন্তীগুহ ঠাকুরতার 'একাত্তরের স্মৃতি' প্রভৃতি গ্রন্থের কথা। বিশ শতকের আশির দশকে 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ' সাময়িকীতে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নিয়মিতভাবে বিষয়বৈচিত্র্য সমুন্বত রেখে। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো পাঠকালে লক্ষ করা গেছে প্রায় সবগুলো প্রবন্ধই চলিত রীতিতে রচিত। আশির দশকে রচিত প্রবন্ধের ভাষারীতি পর্যবেক্ষণ করলে এ সত্য প্রমাণিত হয় যে এ সময় সাধু রীতিতে কেউ আর প্রবন্ধ রচনা করেন নি।

সৃজনশীল ও মননশীল কোন বিষয় কখনোই এক হয় না। একই ব্যক্তি একই বিষয়ে যদি ঘণ্টা বিরতিতে লেখনি শুরু করেন দেখা যাবে সময়ভেদে উপস্থাপনা ভিন্নতর হয়েছে। ব্যক্তিভেদে এই ভিন্নতা আরো স্পষ্ট, আরো সুনির্দিষ্ট। তাই দেখা যায় একই দশকে 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদে' প্রকাশিত প্রবন্ধাদির বিষয়বৈচিত্র্য খুব বেশি না থাকলেও উপস্থাপনা ও তথ্য সংযোজনা ভিন্ন ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'মাহবুব-উল-আলম'কে নিয়ে উভয় পত্রিকার সাময়িকীতে লিখিত প্রবন্ধের কথা। প্রখ্যাত এই সাহিত্যিকের প্রয়াণ উপলক্ষে 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র সাময়িকীতে প্রবন্ধ লেখেন রফিকউল্লাহ খান এবং 'সংবাদে'র সাময়িকীতে প্রবন্ধ লেখেন আবুল ফজল। বিষয়ের উপস্থাপনায়, তথ্য সংযোজনায় এবং ভাষা সংস্থাপনায় প্রবন্ধ দুটো দুই রকম।

Dhaka University Institutional Repository

রফিকউল্লাহ খান প্রবন্ধে যতটা নির্মোহ, আবুল ফজল ততটা নন। আবুল ফজল অনেকটা আবেগতাড়িত। এর অবশ্য যুক্তিসংগত কারণও রয়েছে। আবুল ফজল এবং মাহবুব-উল-আলম দুজনেই বৃহত্তর চট্টগ্রামের বাসিন্দা এবং প্রায় সমসাময়িক। বন্ধু বিয়োগে আবুল ফজল যতটা কাতর রফিকউল্লাহ খান ততটা নন। আমরা আরো লক্ষ করি এই প্রবন্ধ প্রকাশের বছর দুয়েক পর আবুল ফজলও কালের গর্ভে হারিয়ে যান।

বিষয়বৈচিত্র্যের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে বিশ শতকের আশির দশকে উভয় পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীতে ব্যক্তিপরিচিতিমূলক (বাংলাসাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্য) কবিতাবিষয়ক, গদ্যবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'দৈনিক ইত্তেফাক' সাময়িকীতে সমকালীন সমাজ বিষয়ের অবতারণা না থাকলেও 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীতে এ বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাক ও সংবাদ সাময়িকীর ব্যক্তিপরিচিতিমূলক (বাংলাসাহিত্য) যে কয়েকটি প্রবন্ধ আলোচনা করা হল এগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় ইত্তেফাকে কবি সাহিত্যেকের পাশাপাশি রাজনীতিক, সাংবাদিক বেশি স্থান দখল করে আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শমসুদ্দীন প্রমুখের নাম। ব্যক্তিপরিচিতিমূলক (বাংলাসাহিত্য) প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই স্মৃতিতাড়িত বলে এগুলোতে আবেগের সংশ্লেষ বেশি। ব্যক্তিপরিচিতিমূলক (বিশ্বসাহিত্য) প্রবন্ধগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় দৈনিক 'সংবাদে'র সাময়িকীতে 'ইত্তেফাকে'র সাময়িকী অপেক্ষা অধিকসংখ্যক কবি-সাহিত্যিকের স্যাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যয়ে ইত্তেফাকের বৃটিশ, জাপানি, রুশ বা পোলিশ কবি সাহিত্যিকের পাশাপাশি সংবাদের সাহিত্যসাময়িকীতে ল্যাটিন আমেরিকা, ইতালি, ফ্রান্স, পাকিস্তানি, ভারতীয় প্রভৃতি কবি-স্যাহিত্যিকের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম উপস্থাপিত হয়েছে।

'কবিতাবিষয়ক' প্রবন্ধাদি অবলোকন করলে দেখা যাবে এক্ষেত্রে 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র চেয়ে 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকী প্রাগ্রসর। ইত্তেফাক সাময়িকীতে ব্যক্তি বিশেষের বিশেষত চল্লিশ, পঞ্চাশ এবং ষাট দশকের কবির কাব্যকীর্তি নিয়ে প্রবন্ধ রচিত হয়েছে বেশি। এ পর্যায়ে যেমন আছেন জীবনানন্দ দাশ, ফররুখ আহমদ তেমনি আছেন শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আজিজুল হক প্রমুখ। পাশাপাশি সংবাদের সাময়িকীতে ব্যক্তিবিশেষের কবিতা ছাড়াও কবিতার নান্দনিক দিক, গঠন-কাঠামো, ছন্দোবিশ্লেষণ, গণসঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উভয় পত্রিকায় যেসব কবির কবিতা বা কাব্যগ্রন্থ আলোচনা করা হয়েছে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে সত্তর বা সমসাময়িক কালের কোন কবির কীর্তি এসবে আলোচিত ও মূল্যায়িত হয় নি। এতে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হলো কাব্যকীর্তি মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন সময়। সাময়িক খ্যাতির প্রলোভনে যাঁরা শিল্পসৃষ্টি করেন বা করতে চান তাঁরা কালের মানদণ্ডে স্থায়িত্ব লাভে সক্ষম হন না। কবিতা কোন খেলো জিনিস নয়। ইচ্ছে করলেই কবি হওয়া যায় না। এর জন্মিন, বিকাশ এবং স্থায়িত্ব দীর্ঘ সাধনার বিষয়। শিল্পের অন্যান্য মাধ্যম যেমন সঙ্গীত, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে হয়তো খুব দ্রুত জনপ্রিয় হওয়া যায় কিন্তু কবির কর্ম স্বল্পকালের নিমিত্ত নয়। দশক থেকে দশক শতাব্দি থেকে শতাব্দি কবিবর কীর্তি থাকে সতেজ সঞ্চরমান। 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীর কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধগুলোর মধ্যে 'দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের 'নজরুলের নতুনের গান' বিষয়ক প্রবন্ধটি বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এটি একদিকে যেমন ইতিহাসের সংশ্লেষে উৎকৃষ্ট অপরদিকে বিষয়ের সরস উপস্থাপনায় অনন্য। গম্ভীরা এবং গণসঙ্গীত বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করে দৈনিক সংবাদসাময়িকী প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্যে সংযোজনে প্রশংসা পেতে পারে।

আশির দশকে উভয় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে গদ্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলো উৎকৃষ্ট। এ পর্যায়ে মূলত উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদি বিশয়ের আলোচনা হয়েছে বেশি। দুটো পত্রিকার প্রবন্ধ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এ সময় উপন্যাস নিয়ে যতটা আলোচনা সমালোচনা হয়েছে ছোটগল্প নিয়ে ততটা নয়। এর একটা কারণ হতে পারে পঞ্চাশ বা ষাট দশকে উপন্যাস বা কবিতা যতটা রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প ততটা নয়। এর কারণ খুঁজলে দেখা যাবে পঞ্চাশের দশক থেকে বিশেষত ষাটের দশক বাঙালির মানসচেতনায় জাতীয়তাবাদীচেতনা প্রবলতর হয় এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষে আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। এ সময় কবিতা রচনার উপযোগিতা ছিল বেশি। দীর্ঘপরিসরের উপন্যাসে প্রায়ই একটা 'ভিশন' রক্ষিত থাকে। গণমানুষের চেতনা বিকাশে উপন্যাস একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয় দেশবিভাগের পরপরই ৫২'র ভাষা আন্দোলন বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের নতুন করে ভাবনায় নিমজ্জিত করে। যে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তানের জন্ম হল তা খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বাঙালি মুসমানদের কাছে ভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হল। অনিবার্যভাবে এ সময় থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কথাসাহিত্যিকদের মানসজগতে নতুন বোধের সঞ্চার করে এবং উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়। আশির দশকে 'গদ্যবিষয়ক' প্রবন্ধে হয়ত এই কারণে উপন্যাসবিষয়ক আলোচনা তুলনামূলকভাবে একটু বেশি। উভয় পত্রিকার সাময়িকীতে প্রকাশিত 'গদ্যবিষয়ক' প্রবন্ধগুলো পাঠককে উজ্জীবিত করেছে নানাভাবে। এগুলোর মধ্যে বিশেষত দৈনিক 'সংবাদ' স্যাময়িকীর প্রবন্ধগুলো বিষয়ের ভিন্নতায় এবং শিল্প-মানতার দিক

Dhaka University Institutional Repository

থেকে উৎকৃষ্টতর। 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র সাময়িকীতে প্রকাশিত দানীউল হকের 'ভাষাপ্রসঙ্গ' বিষয়ক প্রবন্ধটি পাঠকের বহুমুখী চিন্তার তৃষ্ণা মিটিয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। দৈনিক 'সংবাদে'র সাহিত্যবিষয়ক, জীবনানন্দ দাশের গল্প, সারেং বউ, শিল্প সমাজ ও থিয়েটার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। জগদীশ গুপ্তকে নিয়ে উভয় পত্রিকার সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো পাঠককে তৃপ্ত করেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই দশকে দৈনিক 'সংবাদ' সাময়িকীতে সমাজ ও সমসাময়িকবিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে স্বৈরশাসন ও বন্যাবিষয়কই বেশি। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। এ সময় রাজনীতিকের পাশাপাশি কবি সাহিত্যিকরাও আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করেন লেখনির মাধ্যমে। আলোচ্য প্রবন্ধে এসবেরই প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়।

খ. গল্প

একই দশকে প্রকাশিত 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ' এর সাহিত্যসাময়িকীর গল্পগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে কয়েকটি পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথম পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় গল্পের সংখ্যায়। গোটা দশকে 'ইত্তেফাক' সাময়িকীর গল্প যেখানে ২৪৪টি 'সংবাদ' এ প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা সেখানে প্রায় দ্বিগুণ ৪২৭টি। এর একটি প্রধান কারণ হতে পারে সাময়িকীর পৃষ্ঠা সংখ্যা। গোটা দশক জুড়েই 'ইত্তেফাকে'র সাময়িকীর পৃষ্ঠা ছিল দুটি। পাশাপাশি 'সংবাদে'র সাময়িকীর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চারটি। পত্রিকা দুটোর ছেটগল্পের বিষয় বিভাজনে দেখা যায় 'দৈনিক ইত্তেফাকে' বৈশ্বিক প্রধান বিষয়ক ছোটগল্প থাকলেও দৈনিক 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীতে তা নেই। আবার দৈনিক 'সংবাদে' মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ও সমকালীন সমাজ বিষয়ক ছোটগল্প থাকলেও 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র সাহিত্যসাময়িকীতে এগুলো নেই। বিশ শতকের আশির দশকে উভয় পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত সমাজবিষয়ক, নিম্নবর্গবিষয়ক, প্রেমবিষয়ক ও অনুবাদমূলক গল্প বেশি প্রকাশিত হতে দেখা যায়। একই বিষয়ে একই লেখকের গল্প উভয় পত্রিকায় প্রকাশিত হতেও দেখা যায়। প্রত্যেকটা সৃষ্টিকর্মেই রয়েছে আলাদা সত্তা, আলাদা বৈশিষ্ট্য। একই শিরোনামে অর্ন্তভুক্ত হলেও লেখকের ভিন্নতায় বিষয়গুলো স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। 'দৈনিক ইত্তেফাক' এবং 'সংবাদে' সমাজবিষয়ক গল্পগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে প্রথমোক্ত পত্রিকার চারদিক খোলা (মঈনুল আহসান সাবের), জনক (খায়রুল বাশার), আত্মঘাত (আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন), তিনপুরুষ (ফজলুল কাশেম), বিকার (নাসরিন জাহান), বুনোবৃষ্টি (রীয়াজ মোবারক), আয়না (ফারুক মাহমুদ) প্রভৃতি গল্প ব্যক্তি অবলম্বী। এই গল্পগুলোর চরিত্র সমাজকে প্রভাবিত করে। সমাজের নিয়ম-কানুনকে এরা পরোয়া করে না। বরং নতুন রীতি-নীতি, নতুন অধ্যায়ে এর সূচনা করতে চায়। বিকার গল্পে আমরা অনেকটা চেতনাপ্রবাহের সুর খুঁজে পাই। চারদিক খোলা গল্পের নায়ককে আমরা দেখি অস্তিত্বের সংকটে ভোগতে। বস্তুবাদী চেতনায় আড়ষ্ট মহব্বত হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করে এক পরাবাস্তব জগতে। সামাজিক নিয়ম-কানুন ভাঙতে ও অবজ্ঞা করতে যে সিদ্ধহস্ত সে প্রকৃতির বিপুলায়তনে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে খুন করার পর। লোকচক্ষুর সম্মুখে সে হয়ত ভয়ঙ্কর, হিংস্র কিন্তু প্রকৃতির মাঝে সে অসহায় নিরবলম্বি। অপরদিকে দৈনিক 'সংবাদে'র সমাজবিষয়ক গল্পগুলোতে দেখা যায় ব্যক্তি সমাজশক্তির বৃত্তায়নে আবর্তিত। ঘড়িয়াল (ভাস্কর চৌধুরী), একজোড়া মোজা (সুশান্ত মজুমদার), মানব সন্তান (আলমগীর সাত্তার) প্রভৃতি গল্পে লক্ষ করা যায় ব্যক্তি শতপ্রচেষ্টায়ও সমাজের প্রচলিত রীতিকে ভাঙতে সক্ষম হয় না। ফলে বরণ করে করুণ পরিণতি।

'নিম্নবর্গবিষয়ক' গল্প প্রকাশে উভয় পত্রিকায়ই বেশ স্বতস্ফূর্ত। এ পর্যায়ে গল্পগুলোর পাত্র-পাত্রী অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জিত। প্রাত্যহিক জীবন-যাপন করা এদের পক্ষে দুরূহ। বৃহত্তর সমাজে এদের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেমন কোন মূল্য নেই তেমনি অর্থহীন এদের ক্ষোভ, দুঃখ, বিদ্রোহ। অন্ধ (ইকতিয়ার চৌধুরী, 'দৈনিক ইত্তেফাক') গল্পের সেকেন যে বিদ্রোহ দেখাল এটা তার শ্রেণীচক্র ভাঙার প্রচেষ্টার নিমিত্ত নয়। তার এই বিদ্রোহ নিতান্তই আকস্মিক এবং নৈতিক। তবু এই গল্পটিই উভয় পত্রিকায় নিম্নবর্গবিষয়ক ছোটগল্পের মধ্যে ভিন্নমাত্রার দাবি রাখে। ব্যাঙ (সুশান্ত মজুমদার, দৈনিক 'সংবাদ') এ পর্যায়ের এক ভিন্ন আমেজের গল্প। সমাজ বিবর্তনের পালায় পেশার পরিবর্তন হচ্ছে। দেখা যায় এ পেশাপরিবর্তনের সুফলভোগী খেটে খাওয়া মানুষরা নয়। যে নরেন-নেত্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গ্রাম-বাংলার বিল-ঝিল, হাওয়ের ঝোপ-ঝাড় থেকে রাতের বেলা ব্যাঙ সংগ্রহ করে তারা এর সঠিক মূল্য পায় না। ব্যাঙ রপ্তানি করে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ি বড় অংকের মুনাফা লাভ করে কিন্তু নরেন আর নেত্যদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। অস্তিত্বের রাজা ও প্রতিপক্ষ (হুমায়ুন মালিক, 'দৈনিক ইত্তেফাক') গল্পটি উভয় পত্রিকার নিম্নবর্গবিষয়ক গল্পের মধ্যে বিশিষ্ট। প্লট নির্বাচন, চরিত্র চিত্রণ, সংলাপ সংস্থাপন প্রভৃতি বিবেচনায় গল্পটি বাংলা ছোটগল্পের একটি অমূল্য সম্পদ বলা যায়। এই গল্পে হুমায়ুন মালিক মার্কসবাদ এবং ফ্রয়েড উভয় চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন সমানভাবে। দৈনিক 'সংবাদে'র গল্পগুলো মার্কসবাদে যতটা সরব ফ্রয়েডে ততটা নয়।

Dhaka University Institutional Repository

দুটোপত্রিকার প্রেমবিষয়ক গল্পগুলোর মধ্যে মেঘমালার উপাখ্যান (হুমায়ুন মালিক, 'দৈনিক ইত্তেফাক') এবং খোঁজা (সেলিনা হোসেন, দৈনিক 'সংবাদ') গল্পদুটো একটু ভিন্ন মাত্রার। নর-নারীর গতানুগতিক প্রেম-ভালবাসা এই দুটো গল্পে মূল উপাদান নয়। মেঘমালার উপাখ্যানে সমাজকে প্রচণ্ড রকমভাবে একটা ঝাঁকুনি দেওয়া হয়েছে। শরৎ চন্দ্রচট্টোপাধ্যায় নারীর মঙ্গলকামনায় অনেক গল্প তৈরি করেছেন। কিন্তু নির্যাতিত নিগৃহিত অচ্ছুত শ্রেণীর মানুষের প্রেমকে বিজয়ী করেন নি। সমাজের দেয়াল তিনি ভাঙতে পারেন নি। কিন্তু হুমায়ুন মালিক মেঘমালাকে তার প্রেমিকের কাছে সমর্পণ করেছেন সমাজের তথাকথিত শৃঙ্খলাকে চুড়মার করে। মেঘমালার প্রেমের শক্তি পাহাড়সমান। সে ধর্ষিত হয়েছে, সমাজের মধ্যস্থতায় ধর্ষণকারীর সাথে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছে এমনকি অন্তসত্ত্বাও হয়েছে। তবু রথীন্দ্রকে সে ভুলেনি। রথীন্দ্রও হৃদয়াকাঙ্ক্ষাকে সমাজবেদীতে বলি দেয় নি। সে মেঘমালাকে গ্রহণ করে প্রেমের বিজয় কেতন উড়িয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যেই গল্পটি অন্যান্য গল্পের থেকে স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। 'খোঁজা' গল্পের আশিক আলী একজন সত্যিকারের প্রেমিক। একে একে তিনটি বিয়ে করেছেন তিনি। তিনজন স্ত্রীই তাকে ছেড়ে তাকে চলে গেছেন। এর কারণ আশিক আলী সংকীর্ণমনা নয়। স্ত্রীর পরকীয়ায় সে বাঁধা নয়। তার যুক্তি হলো স্ত্রী যদি দেহ-মনে তাকে ভাল না বাসে তবে সে সংসার নিরর্থক, পাণ্ডুর, পাংশু। তাই নিরন্তর সে স্ত্রী খোঁজে। যে সত্যিকার অর্থেই আশিক আলীকে ভালবাসবে– প্রেমে সিক্ত হবে, জীবনকে করে তুলবে সার্থক, সুখময়, স্বপ্নীল।

'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদে'র অনুবাদমূলক গল্পগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এশিয়া ছাড়াও পূর্ব ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকার গল্পই অনূদিত হয়েছে বেশি। এই গল্পগুলোর মধ্যে কাফন (মুনসী প্রেমচাঁদ, 'দৈনিক ইত্তেফাক') এবং কফি (আলেক্স গুমা, দৈনিক 'সংবাদ') গল্পদুটি নানা কারণে ভিন্ন মাত্রিক। কাফন গল্পে নিম্নবর্গ মানুষের জীবনাচরণ ফুটে উঠেছে। মুনসী প্রেমচাঁদ এই গল্পে শ্রেণীচরিত্রের স্বরূপ যেমনি উপস্থাপন করেছেন, তেমনি প্রতিস্থাপন কাল মাকর্স এবং ফ্রয়েডের চেতনা। মাধবের স্ত্রীর মৃত্যু মাধবের কাছে যতটা স্বাভাবিক এবং সত্য পাঠকের বিবেকের কাছে ততটাই প্রশ্নমূলক। স্বাস্থ্যসেবা লাভের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। বিশেষত গর্ভবতী মহিলার জন্য এ অধিকার অধিকতর প্রয়োজন। মাতৃস্বাস্থ্য নিয়ে জাতিসংঘের নানান অংগ সংগঠন বিশ্বময় কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সভা-সেমিনার করে গর্ভবতী মায়ের সেবা নিশ্চিত করার তাগিদ নিশ্চিত করছেন। কিন্তু এই পুস্তকীয় ধারণা নিম্নবর্গের মানুষের সমাজে কতটা অচল এবং মিথ্যা প্রেমচাঁদ তা দেখিয়েছেন কাফন গল্পে। অনুরূপভাবে কফি গল্পে উঠে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী নির্যতনের ভয়ঙ্কর ছবি। শুধু গায়ের রঙের কারণে আফ্রিকার এই অঞ্চলের মানুষ স্যামাজিক নানা অত্যাচার নির্যতন সইছে অব্যাহতভাবে। এই নির্যাতন নারী বা পুরুষের নয়– এই নির্যাতন নারী শিশু আবাল-বৃদ্ধ বনিতার উপর।

'৮০র দশকে 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত গল্পগুলো শিল্পমানতা দিক থেকে সমমানের হয়েছে এ দাবি করা যায় না। কিন্তু লেখক তৈরিতে এদের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। তুল্যমান বিবেচনা না করে ঐতিহাসিকতার নিরিখে এই গল্পগুলোকে মূল্যায়ণ করলে এই দশকের গল্পলেখকদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হবে এই কথা বলা যায়।

গ. কবিতা

কবিতা প্রকাশে 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ' উভয় পত্রিকার স্যাহিত্যসাময়িকী সমানভাবে সর্বগ্রাহী। কবি এবং কবিতার সংখ্যাই এর প্রমাণ। বিষয়বৈচিত্র্যেও কবিতাগুলো উল্লেখযোগ্য। আশির দশকে বাংলা কবিতা বিষয়গতভাবে পূর্ববর্তী দশকের থেকে ভিন্নতা লাভ করে। ষাট এবং সত্তরের দশকে বাংলা কবিতায় দুই-তিনটি বিষয়ের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এই সবের মধ্যে রাজনীতিই ছিল প্রধান।

> বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ষাটের দশকের স্বাধীকার আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ– একের পর এক আছড়ে পড়েছে কবির চেতনা-উপকূলে। কবিকে হতে হয়েছে দীপ্ত সংগ্রামী, অভিভাবক, এমনকি জনতার অভিভাবক পর্যন্ত। অনেক কবিই এইসব ভূমিকাকে স্কন্ধবর্তী করেছেন হলাকর্ষী অনিচ্ছুক ষাঁড়ের মতো। বস্তুত বিশুদ্ধ নান্দনিক চেতনার চর্চা করার মতো অবসর জোটেনি তাঁদের। বাংলাদেশের কবিতা তাই যতটা রাজনীতিমুখর ততটা অর্ন্তমুখীন নয়। [১]

বস্তুত কবির অর্ন্তমুখী চেতনা বহিরাঙ্গনমুক্ত কোন বায়বীয় বিষয় নয়। ঋতুভেদে কবিতার যে বৈচিত্র্য তা বর্হিভাগের প্রত্যক্ষ প্রভাব। কিন্তু বহিরাঙন যখন প্রবল এবং অন্তরের পরিচালকরূপে আর্বিভূত হয় তখনই আপত্তি ওঠে। আশির দশকে উভয়পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীর বিষয়বৈচিত্র্যের দিকে নজর দিলে দেখা যায় সমাজবিষয়ক, প্রেমবিষয়ক, জীবনদর্শনবিষয়ক, নগরচেতনামূলক, বৈশ্বিকচেতনামূলক, অনুবাদমূলক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'ইত্তেফাকে' 'মানুষ ও প্রকৃতিবিষয়ক', 'ইসলামিভাবধারামূলক' এবং 'গুচ্ছ কবিতা' প্রকাশিত হয়। এই সময় দৈনিক 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীতে সমকালীন 'রাজনীতিকবিষয়ক' কবিতা প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উভয় পত্রিকার সমাজবিষয়ক কবিতাবলির মধ্যে কয়েকটি কবিতা বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এগুলোর মধ্যে 'দৈনিক ইত্তেফাক' সাময়িকীর হাসান হাফিজুর রহমানের 'আমি যাই', রফিক আজাদের 'জতুগৃহ', আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিনের 'মুখপুড়ি ও মেয়ে' এবং 'সংবাদ' সাহিত্যসাময়িকীর কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভূমিহীন', রবিউল হুসাইনের 'শ্যামল সন্দেশ', সুভাষ মুখোপ্যাধ্যায়ের 'আরে ছো' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ কবিতাগুলোতে সমাজের বিরাজিত অনাচার, দুরাচার আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দ্রোহ, ক্ষোভ, অভিমান প্রকাশমান। বিষয় প্রায় এক হলেও এই কবিতাগুলোর উপস্থাপনা ভিন্ন ভিন্ন। এই পর্যায়ে উল্লেখ করা যেতে পারে হাসান হাফিজুর রহমানের 'আমি যাই' এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'আরে ছো' কবিতা দুইটি। হাসান হাফিজুর রহমান সমাজের নেতিবাচক ব্যবস্থাপনায় ক্ষুব্ধ হয়ে নিজেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে সযত্নে সরিয়ে রাখতে চায়। এই পর্যায়ে তিনি অভিমানী, অর্ন্তমুখী। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনেকটাই আগ্রাসী। বিরাজমান অন্যায়ে তিনি সলাজ নন বরং প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ। তাঁর মানসিক দৃঢ়তা এতো উচ্চমাত্রার যে প্রাচীন প্রবচনকে তুরি মেরে উড়িয়ে দিতে চান। শব্দ ব্যবহারেও তিনি হাসান হাফিজুর রহমানের থেকে অধিক লৌকিক। 'আমি যাই' কবিতায় যে শিষ্টচলিত গদ্যরীতি ব্যবহার করা হয়েছে 'আরে ছো' কবিতায় সেখনে মানুষের আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষত 'আরে ছো' শব্দটি। এই শব্দটি এত শক্তিশালী যে এতে মানুষ খুঁজে পাবে প্রতিবাদের প্রাণশক্তি, সঞ্জীবনিসুরা। সমাজবিষয়ক কবিতা 'জতুগৃহ' এবং 'আলো অন্ধকার' প্রায় একই সরলরেখায় উপস্থাপিত। 'জতুগৃহে' যৌথ পরিবারে ভাঙনের ভয়াবহ রূপ পরিস্ফুটিত। 'আলো অন্ধকার' কবিতায় নগরজীবনে কদর্যরূপ প্রতিস্থাপিত। এই পর্যায়ে রফিক আজাদ যতটা নাঙা হাবীবুল্লাহ সিরাজী ততটা নন। রফিক আজাদ যখন বলে উঠেন

> বিছানার চাদরে ও বালিশের অড়ে রেখে যাচ্ছে/স্খলিত বীর্যের দাগ, অমচোনীয় কলঙ্কচিহ্ন [২]

তখন হাবীবুল্লাহ সিরাজীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়

> আলোর ভেতর বসে কেউ খোলে কোমরের বিছা/ কেউ তার চামড়ার খাপ ছুয়ে আলতো পরখ করে। [৩]

একি বিষয় কবিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনা লাভ করে।

দুইটি পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীতে লক্ষ করা যায় মার্ক্সিজম প্রবলভাবে উপস্থিত। বিশেষ করে দৈনিক 'সংবাদে'র ভূমিহীন ও 'শ্যামল সন্দেশ' কবিতায় কার্ল মাকর্সের চেতনা সুস্পষ্ট।

এই পত্রিকা দুইটির প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় 'ইত্তেফাকে'র কবিতাগুলোতে ফ্রয়েডিয় চেতনার উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে একটু বেশি। প্রেমবিষয়ক কবিতায় কবিদের অর্ন্তমুখী অভিব্যক্তি প্রকাশমান। 'ইত্তেফাকে' প্রকাশিত খালেদা এদিব চৌধুরীর 'রৌদ্রে অবগাহন' কবিতায় হৃদয়বৃত্তিচর্চার স্বাক্ষর স্পষ্ট। এই পত্রিকার 'প্রেম' অনন্য একটি কবিতা। সৈয়দ আলী আহসান এই কবিতায় অন্তরের বিশুদ্ধতার কথা, সৌন্দর্যবৃত্তির কথা তুলে ধরেছেন। এই পত্রিকায় প্রেমবিষয়ক কয়েকটি সনেটও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লার কবিতায় ব্যর্থতার বাতাবরণ উন্মুক্ত। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাদামাটা মেয়ে' কবিতাটি নানাদিক থেকে উৎকৃষ্টতর। আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন এই কবিতায় একটি উপজাতী নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করে বাংলাদেশের জাতিবৈচিত্র্য যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি উপস্থাপন করেছেন বাঙালি সংস্কৃতির বহুমুখীতা।

জীবনদর্শনবিষয়ক কবিতাবলির মধ্যে দৈনিক 'সংবাদে' সিদ্দিকুর রহমান রচিত 'হে মানুষ নিরস্ত হও' এবং 'দৈনিক ইত্তেফাকে' ওমর আলী রচিত 'বেশী দূরে নয়' কবিতা দুইটির বিশিষ্টতার দাবি রাখে। দুইটি কবিতার বিষয়বস্তু দৃশ্যত এক। কিন্তু উপস্থাপনায় পার্থক্য বিস্তর। সিদ্দিকুর রহমান মানুষের বিলীনতা দেখেছেন প্রাগৈতিহাসিক চেতনায়, কোরান-কোরানের আলোকে। কবিতাটিকে করেছেন শালীন এবং মননধর্মী। তাঁর কবিতায় শব্দ চয়নে আছে নাগরিকতা, আছে চিন্তাশক্তির ব্যবহার। মানুষের চিরকালীন সত্তা নিয়ে কবি যখন বলেন

> আদিম যুগ থেকে শুরু করে/ প্রস্তর যুগ পেরিয়ে এই আমি/ভিসুভিয়াসের অগ্নি উদগীরণে অপরূপ/এক লাভার স্রোতে/আলোর সন্ধানে মেতে ওঠি [৪]

তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না কবিতার অবয়ব নির্মাণে যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে কবি এই কবিতাটি রচনা করেছেন। তাই পাঠকালে কবিতার শব্দ পাঠককে ভাবায় কোথাও কোথাও আটকিয়ে দেয়। কিন্তু ওমর আলীর 'বেশী দূরে নয়' কবিতায় নজর দিলে দেখা যাবে এটি যেন একটি উষ্ণ প্রস্রবন। পহাড়ের কোন অলিগলি এই ঝর্ণা ধারা গতিকে এতটুকু রোধ করতে পারে না। ভাবাশ্রয়ী শব্দগুলো যেন নৃত্য করতে করতে এগিয়ে যায় বাংলাদেশের পরিচিত জনপদে

> এইতো আমার অতিপরিচিত শ্যামপুর/গোয়ালে বাথান গুদাবাড়ি উল্লাপাড়া/যথেষ্ট ঘাস ফড়িং আর যথেষ্ট বাতাস/ঢোল কলমি ফুটে আছে রঙিম হাসিতে/পথ পাশে [৫]

Dhaka University Institutional Repository

এই চলমানতা জীবনের প্রকৃতিস্বরূপ। ব্যক্তির সমাপ্তি স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথিবীর প্রবহমানতা নিশ্চল নয় এক মুহূর্তের জন্যও। এই কবিতাটি দুইটি পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত কবিতাবলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোকধর্মী। আবহমান গ্রামীণ জনপদের চিত্র কবিতাটিতে সংবর্তমান। কিন্তু কবিতাটি গ্রাম্য নয়। শব্দচয়নে বিশেষত এর ক্রিয়াপদে শিষ্ট চলিতরীতি ব্যবহার এর প্রমান। কিন্তু কোন পাঠক যখন কবিতাটিতে নিবিষ্ট হবেন তখন অনায়াসে সে ডুবে যাবে তার চিরচেনা বাংলার কোন অজপাড়াগায়ে।

উভয় পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত বৈশ্বিকচেতনামূলক কবিতাবলি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় সমকালীন বিশ্বপ্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেশি সংক্ষুব্ধ কবি রফিক আজাদ। তাঁর 'অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন', 'হারানো কবিতাগুলো আমার' (সংবাদ) এবং 'আমাকে সুযোগ দাও' (ইত্তেফাক) প্রভৃতি কবিতায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। এই কবিতাগুলোতে শব্দ ব্যবহারে তিনি অকুণ্ঠ। শত্রুকে আক্রমণ করতে গিয়ে বিনয়ী বা ভদ্র সাজার কোন চেষ্টা তিনি করেন নি। তাই সরাসরি আঘাত হানেন

> মানুষ শব্দটি লিখে আমি তাতে মুতে দিতে চাই [৬]

সাম্রাজ্যবাদের পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী নীতির বিরুদ্ধে এই সময় বেশ কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই ক্ষেত্রে 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীই অগ্রগামী। দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ কবি বেঞ্জামিন মলয়েস বর্ণবাদের বিরোধীতা করলে তাকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। এর প্রতিবাদে ' যারা কবিকে ফাঁসী দেয়' নামে কবিতা লেখেন শিহাব সরকার। বর্ণবাদকে নিয়ে এই পত্রিকায় জাহিদ হায়দার লেখেন 'তুমি তো মানুষ বন্ধুতা দাও' নামে হৃদয়গ্রাহী কবিতা।

আশির দশকে 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ' পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত নগরচেতনামূলক কবিতাবলি মূলত ঢাকা নগরীর ইতিবৃত্ত নিয়ে রচিত। সৈয়দ হায়দার, শিহাব সরকার (সংবাদ) আবদুস সাত্তার (ইত্তেফাক) প্রমুখের কবিতা শিরোনামই ঢাকা কেন্দ্রীক। এগুলোর মধ্যে শিহাব সরকারের 'ঢাকা' এবং আবদুস সাত্তারের 'ঢাকর কবিতা' দুইটিতে বদলে যাওয়া ঢাকার ছবি প্রস্ফুটিত। শিহাব সরকার যখন লেখেন

> কোন কালে ঢাকা নাকি ছিল ঘুমটাটানা বালিকাবধু [৭]

তখন আবদুস সাত্তার বলে ওঠেন

> গহীন ধোলাইখাল দেশগড়া ইটমাটি খেয়ে/আশ্রয় দিয়েছে বুকে সারি সুরম্য প্রাসাদ [৮]

আঙ্গিকগতভাবে কবিতা দুইটি দুই রকম। শিহাব সরকার গদ্যছন্দে চলিতরীতিতে লিখেন ঢাকা কবিতাটি। আবদুস সাত্তার লিখেছেন সনেটজাত করে অন্তমিল বিন্যাসে।

অভিন্ন এইসব বিষয়াবলি ছাড়া আশির দশকে 'দৈনিক ইত্তেফাকে' ইসলামিভাবধারামূলক কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি 'সংবাদে' প্রকাশিত হয় সমকালীন রাজনীতিকবিষয়ক কতগুলো কবিতা। সমকালীন রাজনীতিবিষয়ক কবিতাগুলো মূলত এই দশকের শেষ দুই বছরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর রচিত। দুইটি পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত রচনাবলীর বিষয়বিভাজনকে ভিত্তি ধরে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায়। প্রথমত দৈনিক 'সংবাদকে' দেখা যায় বামধারাজাত অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমন্বিত কবিতা প্রকাশে অধিক আগ্রহী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় আল মাহমুদের নাম। একসময়কার তুখোড় বামধারার কবির মধ্যে যখন ইসলামিভাবধারা প্রবিষ্ট হল এবং কবিতায় এর বহিঃপ্রকাশ শুরু হল তখন 'সংবাদ' তাকে সতর্কভাবে এড়িয়ে গেছে। গোটা দশকে তাঁর কোন কবিতা এই পত্রিকার সাময়িকীতে প্রকাশ পেতে দেখা যায় না। অনুরূপ ধারণা করা যায় সৈয়দ আলী আহসানের ক্ষেত্রেও। তাঁর হৃদয়চর্চাজাত কবিতা প্রকাশে 'সংবাদ' যতটা আগ্রহী ইসলামিভাবজাত কবিতা প্রকাশে ততটাই সতর্ক। বস্তুত এই দশকে 'সংবাদ' যে মূলনীতি নিয়ে পত্রিকা প্রকাশে অব্যাহত রাখে সাহিত্যের পাতায় এর পরিচয় মেলে। দ্বিতীয়ত 'সংবদ' নীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমায়িত থেকেছে। পুঁজিবাদের অগ্রযাত্রা এই দশকের একটি বাস্তবতা। গণতন্ত্রে পুঁজিবাদ একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এই দুইটি বিষয়কে অস্বীকার করা তাত্তিক বিষয় হতে পারে। কবিতার মাধ্যমে অব্যাহতভাবে বামবাদকে প্রচারের একটা উপায় হতে পারে কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় জনগণ তা বুঝতে ব্যর্থও হতে পারে। এর প্রমাণ আশির দশকের পরবর্তী দুই দশকে বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক বাস্তবতা। 'দৈনিক ইত্তেফাক' এই দশকে দক্ষিণপন্থী ভাবধারাকে তুলে ধরেছে খোলামেলাভাবে। এই পত্রিকার সাহিত্যপাতায় যেমন উঠে এসেছে ইসলামিভাবধারমূলক কবিতা তেমনি উঠে এসেছে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন। রাজনৈতিকভাবে এই পত্রিকাটি আশির দশকের শেষ দুই তিন দশক দোলায়চলবৃত্তিতে আবর্তীত ছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক এই সময় ছিলেন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। সম্ভবত এই কারণে সমাকালীন রাজনীতিবিষয়ক কবিতা এর সাহিত্যপাতায় প্রকাশ পেয়েছে কম।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশিকা :

১. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, বাংলাদেশের কবিতা অন্তরঙ্গ অবলোকন, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২. রফিক আজাদ, 'অতৃগৃহ', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮২, ঢাকা
৩. হাবীবুল্লাহ সিরাজী, 'আলো অন্ধকার', দৈনিক 'সংবাদ', ১৯শে জানুয়ারি, ১৯৮৪, ঢাকা
৪. সিদ্দিকুর রহমান, 'হে মানুষ নিরস্ত্র হও', দৈনিক 'সংবাদ', ১২ই জানুয়ারি, ১৯৮৪, ঢাকা
৫. ওমর আলী, 'বেশী দূরে নয়', 'দৈনিক ইত্তেফাক', ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, ঢাকা
৬. রফিক আজাদ, 'অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন', দৈনিক 'সংবাদ', ৬ই এপ্রিল, ১৯৮১, ঢাকা
৭. শিহাব সরকার, 'ঢাকা', দৈনিক 'সংবাদ', ১১ই আগস্ট, ১৯৮৮, ঢাকা
৮. আবদুস সাত্তার,'ঢাকার কবিতা', 'দৈনিক ইত্তেফাক' ৭ই ডিসেম্বর,১৯৮৯, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বিশ শতকের আশির দশক বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দশক। এই দশকে বাংলাদেশের রাজনীতি,অর্থনীতি এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিবর্তমান বিশ্বব্যাবস্থা এবং বৈশ্বিক টানাপোড়নের প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে । রাষ্ট্রপরিচালনায় গণতন্ত্রহীন একনায়কতন্ত্র ,পর্যুদস্ত মানবাধিকার ,রহিত বাকস্বাধীনতায় বাংলাদেশের মানুষ তখন এক অস্বাভাবিক জীবনযাপনের কাল অতিক্রম করে। কিন্তু মানুষের ইতিহাসই ঘুরে দাঁড়ানোর ,বাঙালির ইতিহাসতো বটেই। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে উঠে এসেছে বাঙালির ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাসের রূপরেখা। সেই ধারাবাহিকতায়ই আশির দশকে বাংলাদেশের বাঙালিরা বিরূপ সময় ও সমাজ থেকে মুক্তধারার মতো বেরিয়ে আসার পথ সন্ধান করেছে। সাহিত্য যেহেতু কোনো বায়বীয় ও গগন প্রসূত বিষয় নয় বরং সমাজের সংঘটিত ঘটনা ও যাপিতজীবনের মিথষ্ক্রিয়ায় তৈরি হয় সাহিত্যের ভিত্তি সেহেতু বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য ঐ দশকে রচিত সাহিত্যের সময় ও সমাজের এই তরঙ্গ বিক্ষুব্ধতা উপেক্ষিত থাকে নি। তবে স্রোতে যেমন শ্যাওলা আসে ,অগ্নিযজ্ঞে যেমন কখনো কখনো দেখা দেয় ধোঁয়ার কুণ্ডলি তেমনি বাঙালির সংগ্রাম এবং সৃষ্টসাহিত্যের মধ্যেও কখনো দেখা গেছে আত্মবিরোধিতা, প্রচলিত সংগ্রাম থেকে পিছু হটার মানসিকতা। তবে এর পরিমাণ এতটা কম যে মহাপ্লাবন বা মহাযজ্ঞের সম্মুখে তা স্থিত হবার মত ছিল না। আমাদের গবেষণায় বিরূপ সমাজ ভেঙে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় এবং মানুষের জন্য সাহিত্য রচনায় যাঁরা লেখনীপাত করেছেন তাঁদের ব্যাপক সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি এমন কিছু লেখকের সন্ধানও পাওয়া গেছে যাঁরা সমকালীন স্রোত বিরুদ্ধ ছিলেন। 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় তাঁদের কিছু লেখার সন্ধান মিলেছে। উত্তপ্ত সমকাল থেকে পলায়নপর এই লেখকদের অনেকেই কথিত সৌন্দর্য সৃষ্টি বা রূপান্বেষণের নামে রচনা করেছেন গল্প , কবিতা।

বাংলাদেশের দুটি প্রধান পত্রিকার এক দশকের সাহিত্যসাময়িকী আদ্যোপান্ত পাঠ ও পর্যবেক্ষণ অন্তে দেখা গেছে গোটা আশির দশকে দুটো সাময়িকীই নতুন অনেক লেখক তৈরি করেছে। পাশপাশি সত্তরের দশকে যাঁরা প্রতিষ্ঠাকামী ছিলেন তাঁদের প্রতিষ্ঠাও নিশ্চিত ও সুদৃঢ় করেছে। অন্যদিকে প্রবীণ লেখকদের যোগ্য সমাদরে অনীহা প্রকাশ করে নি কোনো পত্রিকাই। তবে স্পষ্ট দুটো ভাগ দেখা গেছে 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদে'র সাহিত্যপাতার লেখক নির্বাচনে। এর কারণ মূলত আদর্শিক। 'দৈনিক ইত্তেফাক' এর সম্পাদক এবং তাঁর ঘনিষ্ঠরা যেহেতু সেনাশাসক এইচ এম এরশাদের অনুগ্রহভাজন বা মন্ত্রী ছিলেন সেই কারণে ইত্তেফাক কেন্দ্রিক লেখকদের একটি বিরাট অংশ দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বিশ্বে সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রা, বৈশ্বিকমানবাধিকার ও পৃথিবীব্যাপী শান্তিপ্রতিষ্ঠায় তৎকালীন লড়াইয়ের প্রশ্নে ছিলেন আপোসকামী। অন্যদিকে দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার সাহিত্যসাময়িকীতে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত ব্যাক্তিবর্গতো লিখতেনই উপরন্ত গণতন্ত্রকামী ,সাম্যমৈত্রীর পক্ষাবলম্বনকারী , অসাম্প্রদায়িক বিশ্বশান্তি প্রত্যাশী লেখকদের সমাগম লক্ষ করা গেছে। আদর্শিক মেরুর এই দূরত্ব সর্বদাই ছিল। 'দৈনিক ইত্তেফাকে' এমন অনেক প্রাজ্ঞ, প্রতিষ্ঠিত ও ধীমান লেখকদের লেখা বেশি করে ছাপা হয়েছে যাঁদের আর্দশিক অবস্থানের বিষয়টি পাকিস্তান আমল থেকেই বিতর্কিত ছিল। অন্যদিকে সংবাদের সাহিত্যপাতার লেখকদের একটি বড় অংশই ছিলেন কয়েকদশক ধরে বামপন্থী বলে পরিচিত লেখককুল। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে শুধু শ্রেষ্ঠ মাইলফলকই নয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দৈনিক 'সংবাদে' মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক সাহিত্যরচনার যে ফল্গুধারা লক্ষ করা যায় সেই তুলনায় 'দৈনিক ইত্তেফাকের' পাতায় রচিত সাহিত্যে এর প্রতিফলন যৎসামান্য। এই একটি পর্যবেক্ষণ-ই পত্রিকা দুটোর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে মনে হয়।

এই দশকের সাহিত্যসাময়িকী দুটোর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল পরিবর্তমান বিশ্বসাহিত্যের সাথে বাংলা সাহিত্যের মেল বন্ধন করা। ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া পর্যন্ত সাহিত্যের প্রাত্যহিক আত্তীকরণ চলেছে প্রতিনিয়ত। গুন্টার গ্রাস, গাব্রিয়েল মার্কেজ এখন আর কেবল জার্মানির বা ল্যাটিন আমেরিকার নয়, তাঁরা বিশ্বের। সাহিত্যের বিশ্বায়নে এই ক্রম বেগবান ধারাকে অস্বীকার করে নি 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকী। তাই চার্লস রাইট ও শামসুর রাহমান, জীবনানন্দ দাশ ও এলিয়ট, দা ভিঞ্চি ও সুলতান এখানে পৃথকন্নে লালিত হন নি। এতে পাঠকরাও অনাধুনিক থাকার গ্লানি থেকে রক্ষা পেয়েছেন। অনুবাদ অংশে এর স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় কখনো কখনো কোনো প্রতিষ্ঠিত কবির প্রবন্ধকার অথবা গল্পকারের কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প এই দুটি পত্রিকার সাহিত্যপাতায় প্রথম প্রকাশ পেতে । দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে কাজী নজরুল ইসলামের অগ্রন্থিত গল্প 'বনের পাপিয়া' (দৈনিক 'সংবাদ', ২৫শে মে, ১৯৮৩), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর অগ্রন্থিত গল্প 'বুবু' (দৈনিক 'সংবাদ', ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রন্থিত গল্প 'নেতা' (দৈনিক 'সংবাদ', ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫), জসীমউদ্‌দীনের অপ্রকাশিত কবিতা ('দৈনিক ইত্তেফাক', ১৬ই মার্চ, ১৯৮০) অথবা শওকত ওসমানের কবিতা 'নসিহৎ নামা' (দৈনিক 'সংবাদ, ১০ই জানুয়ারি, ১৯৮২) ইত্যাদি । প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদির পাশাপাশি এই সময় দৈনিক 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীতে বই আলোচনা প্রকাশ হত

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মিতভাবে। আর এতে সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে খোঁজ খবর পেতেন পাঠকবৃন্দ। মূলত সদ্যপ্রকাশিত বইয়ের সমালোচনা প্রকাশ পেত এইসব বই আলোচনায়। একটি বিশেষ বিষয় এখনে উল্লেখযোগ্য, 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীতে প্রকাশিত বই আলোচনার সিংহভাগই করেছেন প্রয়াত সন্তোষ গুপ্ত।

একটি দশক মহাকালের বিচারে অণুমাত্রকাল। বাঙালির ইতিহাসেও খুব বড় ঘটনা নয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে বিশ শতকের আশির দশক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সময়। কারণ এ সময়ই একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনতার জোয়ারের উর্মি উঠেছে সামরিকতন্ত্রের পাষাণের বাঁধ ভেঙে গণতন্ত্রের জোয়ার ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছে মানুষ থেকে মানুষে। এর প্রায় সবই ধারণ করেছে সমকালীন সাহিত্য ,তার ইতি-নেতি ,ভাল-মন্দ ,সু-কু সবকিছু নিয়ে। এর পরই নব্বইর দশক। ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর একনায়ক এইচ এম এরশাদের পতন ঘটিয়ে বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় গণতন্ত্র যা নানা বাঁধা পেরিয়ে এখনো বহমান। এই গণতন্ত্রের প্রসববেদনাকাল ছিল বিশ শতকের আশির দশক। যার অনেকটাই ধারণ করা হয়েছে সমকালীন সাহিত্যে এর অনেকটাই প্রকাশিত হয়েছে তৎকালীন প্রভাবশালী দুই দৈনিক 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও দৈনিক 'সংবাদে'র সাহিত্যসাময়িকীতে।

Dhaka University Institutional Repository

আকর তথ্য : আশির দশকে প্রকাশিত 'দৈনিক ইত্তেফাক' ও 'সংবাদে' সাহিত্যসাময়িকীর সকল সংখ্যা

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (৫ খণ্ড), ১৯৬৬, মর্ডান বুক এজেন্সি (প্রা.) লি., কলকাতা
২. আতোয়ার রহমান, 'বাংলাদেশের শিশু পত্রিকা', ১৯৭৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৩. ইসরাইল খান (সম্পাদক), 'পূর্ববাঙলার সাময়িক পত্র' (১৯৪৭-১৯৭১), ১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৪. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, 'সাময়িক পত্রে সমাজচিত্র', ১৯৮৯, কলকাতা
৫. ক্ষুদিরাম দাস, 'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়', ১৩৮৪, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা
৬. গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), 'নিম্নবর্গের মানুষ', ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা
৭. তারাপদ পাল, 'ভারতের সংবাদপত্র', (১৭৮০-১৯৪৭), ১৯৭২, সাহিত্য সদন, কলকাতা
৮. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, ১৯৬০, নিউ এজ পাবলিশিং, কলকাতা
৯. প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ, ১৯৭৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা
১০. প্রদীপ বসু, সাময়িকী : পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন (১৮৫০-১৯০১), ১৯৯৮, কলকাতা
১১. বাংলা একাডেমী (প্রকাশক), বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি, ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১২. বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫), ১৯৬৩, কলকাতা
১৩. বিষ্ণু দে, সংবাদ মূলত কাব্য : ১৯৬৯ সাহিত্য পত্রগ্রন্থ, কলকাতা
১৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১৯৩২, কলকাতা
১৫. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০), ১৯৭৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১৬. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (সম্পাদক), সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক, ১৯৯১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১৭. মোহাম্মদ মোদাব্বের, ইতিহাস কথা কয়, ১৯৮৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
১৮. মোহাম্মদ মোদাব্বের, সাংবাদিকতার রোজনামচা, ১৯৭৭, বর্ণমিছিল, ঢাকা
১৯. মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক প্রসঙ্গ, ১৯৯০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
২০. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
২১. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (সম্পাদক), আবুল কালাম শামসুদ্দীন রচনাবলী-প্রথম খণ্ড, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
২২. মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে বাংলাদেশে সংবাদপত্র (১৮৪৭-১৯০৫), ১৯৯৭, ষষ্ঠ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
২৩. শ্রীশচন্দ্র দাশ, সাহিত্য সন্দর্শন, ১৯৮৮, বর্ণ বিচিত্রা, ঢাকা
২৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ১৯৬১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
২৫. সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১৯৮৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
২৬. সাহিদা বেগম, সাহিত্যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, ২০০৩, ক্যাবকো, ঢাকা
২৭. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, কাব্য নির্মাণকলা, আরিস্টটল, ১৯৭৬, বর্ণ মিছিল, ঢাকা
২৮. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সমীক্ষা, ১৯৭৬, মুক্তধারা, ঢাকা
২৯. সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম (সম্পাদক), বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৩০. সৈয়দ আলী আহসান, আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গ, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা
৩১. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কলকাতা।
৩২. অনিল রায়, সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ, ১৯৮১, জয়শ্রী, কলকাতা।
৩৩. আজহার ইসলাম, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ: আধুনিক যুগ, ১৩৭৬, আইডিয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা।
৩৪. আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ১৩৮৫, বর্ণমিছিল, ঢাকা।
৩৫. কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক যুগ, ১৯৬৪, এ মুখার্জ্জী এ্যান্ড কোং, কলকাতা।
৩৬. বিনয় ঘোষ, বাঙলার নবজাগৃতি, ১৯৪৮, ইন্টারন্যাশনাল পাব্লিশিং হাউজ, কলকাতা।
৩৭. নীলরতন সেন, প্রসঙ্গ আধুনিক বাংলা কবিতা, ১৯৮৭, সাহিত্যলোক, কলকাতা।
৩৮. মুনতাসীর মামুন (সম্পাদক) বঙ্গভঙ্গ, ১৯৮১, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা।
৩৯. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলাসাহিত্যের আধুনিককাল, ১৯৬৫, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা।
৪০. সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য

গবেষক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার :

১. রাহাত খান, ১৮.১১.২০০৮, ঢাকা (সম্পাদক, 'দৈনিক ইত্তেফাক')

২. বজলুর রহমান, ০৮.০৬.২০০৪, ঢাকা (সম্পাদক, দৈনিক 'সংবাদ')

৩. সন্তোষ গুপ্ত, ০৬.০৫.২০০৪, ঢাকা (সাংবাদিক, প্রবন্ধকার)

৪. আবুল হাসনাত, ০৬.০৬.২০০৪, ঢাকা (সাহিত্যসম্পাদক, দৈনিক 'সংবাদ')

৫. বেলাল চৌধুরী, ২২.১১.২০০৪, ঢাকা (কবি)